হোমিওপ্যাথিক
ভৈষজ্যতত্ত্ব

অক্সালিক এসিড।

পরীক্ষকঃ—নিড্‌হার্ড, ১৮৪৪। গ্রীল, ১৮৫১।

১ মন।—মনের ভাবসকল একত্রিত করিবার ক্ষমতা হ্রাস।

অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি বোধ; দ্রুত চিন্তা ও কার্য্য।

বেদনা সম্বন্ধে চিন্তা করিবামাত্র তাহা প্রত্যাবর্ত্তন করে।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা; দুর্ব্বলতা ও তৃষ্ণা; উদ্বেগ, মাথাধরা ও ঘর্ম্ম; যখন জানালা দিয়া তাকাইয়া দেখিতে থাকে; যখন উপবেশন হইতে দাঁড়াইয়া উঠিতে থাকে; শয়ন করিলে সন্তরণের ন্যায় অনুভব।

মস্তকে শূন্য বোধ, ভ্রমি বোধ, যেন মস্তিষ্ক হইতে সমস্ত রক্ত চলিয়া গিয়াছে।

বোধ হয় যেন দেহেব উর্দ্ধাংশ, বিশেষতঃ মস্তকে, রক্ত উর্দ্ধ ও বাহিরের দিকে ধাবিত হইতেছে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকের শীর্ষস্থলে (vertex) ও কপালে অল্প অল্প (dull) মাথাধরা, ভার বোধ।

মস্তকে চাপিয়া ধরা বোধ, বোধ হয় যেন প্রত্যেক কর্ণের পশ্চাতে স্ক্রু দিয়া চাপিয়া ধরা হইয়াছে।

মস্তকের শীর্ষস্থল (vertex) ও অক্ষিপটের মধ্যে বেদনা, একটী স্থানে ভিতরের দিকে চাপিতেছে বোধ।

মাথাধরা, মদ্যপানের পর বৃদ্ধি; শয়ন করিলে; নিদ্রার পর এবং উঠিয়া দাঁড়াইলে; মলত্যাগের পর উপশম।

চক্ষু।—পড়িতে গেলে অক্ষর সকল মুছিয়া গিয়াছে বোধ। দৃষ্টি-হীনতা, তৎসঙ্গে মাথাঘোরা ও ঘর্ম্ম; তৎসঙ্গে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।
রেখাবৎ পদার্থ সকল বৃহত্তর ও অধিকতর দূরবর্ত্তী দেখায়।
চক্ষুগহ্বরে বেদনা, বাম দিকে বেশী।

নাসিকা।—হাঁচি, তৎসঙ্গে শীতশীত বোধ; তৎসঙ্গে জলবৎ শ্লেষ্মা নির্গমন (watery coryza)।
নাসিকার দক্ষিণ পার্শ্বে লাল, চকচকে স্ফীতি, নাসিকাগ্রে আরম্ভ হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলে উত্তাপ বোধ।
মুখমণ্ডলে পূর্ণতা বোধ; মুখমণ্ডল অধিকতর লালবর্ণ।
মুখমণ্ডল শীতল ঘর্ম্মে আবৃত।

৯ নিম্নমুখ।—টানিয়া ধরা (drawing) বেদনা, তৎসঙ্গে নিম্ন চোয়ালের কোনে কাঠিন্য (rigidity), বাম পার্শ্বে সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ, পরে দক্ষিণ পার্শ্বে।

১০ দন্ত।—বিনষ্ট কসের (molar) দন্তে বেদনা।
মাড়ী হইতে রক্ত পড়ে, স্থানে স্থানে বেদনা।
মাড়ীতে ছোট ছোট ঘা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জীহ্বা স্ফীত, চৈতন্যাধিক (sensitive), লাল, শুষ্ক, জ্বালাজনক।
জিহ্বা:—স্ফীত, তৎসঙ্গে পুরু, শাদা ক্লেদাবরণ; শাদা ক্লেদাবৃত, তৎ-সঙ্গে বিবমিষা, তৃষ্ণা ও আস্বাদাভাব।
অম্ল আস্বাদ।

১২ মুখ-গহ্বর।—জলবৎ লালা, কিম্বা মুখে থুথু (mucus)।

১৩ গলাভ্যন্তর (Throat)।—উদরাময়ের পরে গলাভ্যন্তরে শুষ্কতা (প্রাতঃকালে)।
গলাধঃকরণ:—বিশেষতঃ প্রাতঃকালে বেদনাদায়ক; কষ্টকৃত, তৎসঙ্গে অম্ল উদ্গার।
ভরে চাঁচিয়া তোলা (scraping), ঘন শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধাঃ—বর্দ্ধিত; অভাব, তৎসঙ্গে আস্বাদের অভাব। তৃষ্ণা, তৎসঙ্গে মাথাঘোরা, ক্ষুধা রহিত, বিবমিষা ও পেটে বেদনা।

১৫ পানাহার।—শর্করা পাকস্থলীতে বেদনা বৃদ্ধি করে; এবং মদে মাথাধরা বৃদ্ধি করে।

কাফি পানে: ২০।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—বুকজ্বালা সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

খালি কিম্বা অম্ল উদ্গার; আরও, হঠাৎ হিক্কা, তৎসঙ্গে উদ্গার।

উদরাময়ের পরে বিবমিষা, তৃষ্ণা, পেটে বেদনা (colic)।

১৭ পাকস্থলী।—শূন্য বোধ, তজ্জন্য তাহাকে খাইতে বাধ্য করে।

পাকস্থলী ও গলাভ্যন্তরে জ্বালাযুক্ত বেদনা।

প্রবল চাপিয়াধরা (pressivo) বেদনার সহিত রাত্রিতে জাগিয়া উঠে, বোধ হয় যেন একটা ভারী পদার্থ থাকিয়া থাকিয়া আসিতেছে ও যাইতেছে; বায়ু নির্গমনে (উদ্গার) উপশম হয়।

পাকস্থলী চৈতন্যাধিক (sensitive); সামান্য মাত্র স্পর্শে অসহ্য বেদনা বোধ হয়।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতের সূচীভেদবৎ বেদনা গভীর নিশ্বাসে উপশমিত হয়।

বাম হাইপোকণ্ড্রিয়াতে ক্রমাগত বেদনা, বোধ হয় যেন ঘুষ্টবৎ আঘাত লাগিয়াছে; সূচীভেদ বোধ।

১৯ উদর।—নাভিদেশে বেদনা (colic), বোধ হয় যেন ঘুষ্টবৎ আঘাত লাগিয়াছে, তৎসঙ্গে সূচীভেদ বোধ ও কষ্টকৃত বায়ুনিঃসরণ; নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি, বিশ্রাম কালে উপশম বোধ।

শর্করা খাইয়া পেটবেদনা (colic)।

উদরের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে জ্বালা।

২০ মল, ইত্যাদি।—ক্রমাগত অসাড়ে মল।

সমস্ত উদরের মধ্যে হঠাৎ কষ্টবোধ (distressing feeling), নাভির চতুর্দ্দিকে মোচড়ানি, কোঁথ পাড়া (bearing down); প্রাতে উঠার সময়ে কাল, কর্দ্দমবৎ, প্রচুর মলত্যাগ।

শ্লেষ্মা ও রক্তযুক্ত মল।

কাফি পান করিবামাত্র উদরাময়।

শয়ন করিলে উদরাময় প্রত্যাবর্ত্তন করে।

মলত্যাগের পূর্ব্বে :—মাথাধরা।

মলত্যাগের সময়ে :—যেন বেদনাজনিত মাথাধরা; প্রস্রাব ত্যাগ (ভমি, বমন)।

মলত্যাগের পরে :—বিবমিষা ও পায়ের ডিমে (calves) খিলধরা; গলাভ্যন্তরে (throat) শুষ্কতা; কোমরের (small of back) বেদনা উপশম হয়।

সরলান্ত্রে (rectum) চাপবোধ ও কোঁথ বোধ; কোঁথ পাড়া (tenesmus)।

২১ মূত্র।—বৃক্ক প্রদেশে বেদনা।

পুনঃ পুনঃ ও প্রচুর মূত্রত্যাগ,—মূত্র পরিষ্কার; খড়ের বর্ণের ন্যায় (straw-colored) অর্থাৎ ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ।

প্রস্রাবপথে (urethra) জ্বালা, যেমন জ্বালাজনক (acrid) পদার্থের ফোটা হইতে হয়।

প্রস্রাব কালে লিঙ্গমুণ্ডে বেদনা।

প্রস্রাবের চিন্তা করিলেই প্রস্রাব করিবার আবশ্যক বোধ হয়।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—সঙ্গমেচ্ছার অত্যন্ত বৃদ্ধি।

শয়ন করিলে, বিনা কারণে লিঙ্গোত্থান এবং পরে অণ্ডকোষদ্বয় ও স্পার্ম্মাটিক কর্ডদ্বয় বেদনা করে।

অণ্ডকোষদ্বয়ে বোধ হয় যেন ছেঁচা (contused) আঘাত লাগিয়াছে।

ভ্রমণকালে অণ্ডকোষদ্বয়ে বেদনা ও ভার বোধ, কর্ডের বরাবর চিড়িকমারা (shooting)।

২৫ লেরিংক্স।—কথা কহিবার সময়ে স্বরভঙ্গতা এবং লেরিংক্স মধ্যে শ্লেষ্মা (mucus) আছে বোধ।

■ টাটানি (soreness) না থাকিয়া স্বরভঙ্গতা ও বাক্‌রোধ (aphonia)।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসকষ্ট, তৎসঙ্গে লেরিংক্স মধ্যে সঙ্কোচন বোধ ও সাঁই সাঁই শব্দ; বরং দক্ষিণ পার্শ্বে বেশী কষ্ট। * এঞ্জাইনা পেক্টরিস।

থাকিয়া থাকিয়া ঝোঁক দিয়া দিয়া (jerking) নিশ্বাস গ্রহণ এবং হঠাৎ, সজোরে প্রশ্বাস প্রক্ষেপ, বোধ হয় যেন ফুসফুস হইতে বায়ু বাহির করিয়া ফেলিয়া অতি কষ্টদায়ক বেদনা উপশমের জন্য হঠাৎ চেষ্টা করিতেছে। *এঞ্জাইনা পেকটরিস।

এক একবার ক্ষণস্থায়ী (short), দ্রুত শ্বাসক্রিয়া, তৎসঙ্গে মাঝে মাঝে আরাম বা বিশ্রাম লওয়া।

২৭ কাশী।—খোলা বায়ুতে ভ্রমণ কালে লেরিংক্সে শুড়শুড়ি হইয়া কাশী; লেরিংক্স স্ফীত বোধ হয়।

সজোরে ব্যায়াম করিবার সময়ে শুষ্ক কাশী।

গয়ার (mucus) তুলিলে তাহা ঘন, হরিদ্রাভাযুক্ত শাদা, তাহার মধ্যে একটী মটরের আকার কাল পদার্থ।

২৮ ফুসফুস।—■ বাম ফুসফুসে হঠাৎ কর্ত্তনবৎ (lancinating) বেদনা, তাহাতে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া ফেলে।

■ রক্তাধিক্য (congestion), বাম ফুসফুসের ভূমি প্রদেশে (base প্রদাহ আবদ্ধ।

বাম ফুসফুসে বাতের বেদনা; শয়ন করিলে উপশম।

নিশ্বাস প্রশ্বাসকালে বক্ষঃস্থলে এবং নিতম্বের (hip) উপরে সূচীভেদ বোধ

বক্ষের ভিতর অল্প অল্প (dull), ভারযুক্ত টাটানি (sore) বেদনা।

বক্ষের মধ্যস্থলে বেদনা, বুক হইতে ভিতরে ভিতরে পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডে বেদনা; পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ দিকে অথবা উপর হইতে নীচের দিকে টাটানি, সূচীভেদ বোধ।

হৃৎপিণ্ড ও বাম ফুসফুসের মধ্যে তীব্র চিড়িকমারা (darting), নিম্নে এপিগ্যাষ্ট্রিয়ম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। * এঞ্জাইনা পেকটরিস।

রাত্রিকালে শয্যায় শয়ন করিবামাত্র অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া হৃৎকম্পন উপর্য্যুপরি তিন রাত্রি।

বুকজ্বালা সম্বন্ধে চিন্তা করিলে তাহা স্থগিত হয়।

নাড়ীর স্পন্দন সংখ্যায় বর্দ্ধিত, প্রায় অনমুভবনীয়, তৎসঙ্গে মৃতপ্রায় শীতলতা, চট্‌চটে (clammy) ঘর্ম্ম, নীলবর্ণ নখসকল।

১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—দুই স্কন্ধের মধ্যে, স্কাপুলা অস্থির নীচে, কটিদেশ (loins) পর্য্যন্ত বিস্তৃত বেদনা।

বুক হইতে স্কাপুলা অস্থির মধ্যে সূচীভেদ বোধ।

পৃষ্ঠদেশ অসাড়, দুর্ব্বল। *এঞ্জাইনা পেকটরিস।

পৃষ্ঠদেশে তীব্র বেদনা, ক্রমশঃ উরুদেশ দিয়া নামিয়া বিস্তৃত হয়, তৎসঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা; অবস্থিতি নানা ভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া উপশম পাইবার চেষ্টা করে।

অসাড়তা, খোঁচা বেঁধা, তাহাতে শীতলতা অনুভব হয়; পৃষ্ঠদেশ এত দুর্ব্বল যে দেহভার ধারণ করিতে পারে না।

মেরুমজ্জার প্রদাহ হইতে পক্ষাঘাত, অঙ্গ সকল কঠিন (stiff); থাকিয়া থাকিয়া শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—প্রথমে বাম, পরে দক্ষিণ ডেল্টইড মাংসপেশী মধ্যে উৎক্ষেপ (twitch), তাহা নাড়িতে ইচ্ছা।

বাহুদ্বয়ে তীব্র, কর্ত্তনবৎ বেদনা। * এঞ্জাইনা পেকটরিস।

অঙ্গুলি সকল মধ্যে গাঁইটের (arthritic) বেদনা, অঙ্গুলিগুলি কুঞ্চিত (flexed)

দক্ষিণ মণিবন্ধ-সন্ধি মচকান বোধ, বিস্তৃত করিতে চায়; কিছুই ধরিতে পারে না।

হস্তদ্বয় ভারি বোধ; অঙ্গুলিগুলি নাড়িতে পারে কিন্তু ধীরে ধীরে।

হস্তদ্বয় শীতল, যেন মৃতবৎ।

অঙ্গুলি ও নখ সকল নীলবর্ণ।

অঙ্গুলি সকলের উৎক্ষেপ (twitching)।

৩ নিম্নাঙ্গ।—পদদ্বয় শীতল, শক্তিহীন।

পদদ্বয় কঠিন (stiff), অসাড়, দুর্ব্বল।

জানুদ্বয় পরিশ্রান্ত বোধ হয়।

৪ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন: ১৯, ৩২। পরিশ্রম: ২৭, ৪০। ভ্রমণ: ২২; খোলা বায়ুতে: ২৭। অবস্থিতির পরিবর্ত্তন: ৩১। উঠিলে: ২, ৩। শয়ন করিলে: ২, ৩, ২০, ২২, ২৮, ২৯। বিশ্রাম: ১৯।

৩৬ স্নায়ু সকল।—বিশেষ এক প্রকার অসাড়তা, প্রায় পক্ষাঘাতের (palsy) ন্যায়। *এঞ্জাইনা পেকটরিস।

৩৭ নিদ্রা।—হাইতোলা; দিবসে নিদ্রালু।

রাত্রিকালে হৃৎকম্পন হইয়া জাগিয়া উঠে।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ১৩, ২০। বৈকাল : ৪০। সন্ধ্যাকাল : ১৬, ৪০। রাত্রি : ১৭, ২৯, ৩৭। দিবস : ৩৭।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত শীত : তৎসঙ্গে হাঁছি (সন্ধ্যা কাল); উদরাময়ের-পর (বৈকাল)।

কম্প দিয়া শীত, তৎসঙ্গে লালবর্ণ মুখমণ্ডল (সন্ধ্যাকালে)। মেরুদণ্ড বহিয়া শীত উঠে।

প্রত্যেক সঞ্চালনে উত্তাপ।

উত্তাপের বেগ (flushes of heat), তৎসঙ্গে ঘর্ম্ম।

ঘর্ম্ম:—চটচটে, তৎসঙ্গে দুর্ব্বলতা; তৎসঙ্গে মাথাঘোরা (giddiness)।

৪১ আক্রমণ।—লক্ষণ সকল থাকিয়া থাকিয়া উপস্থিত হয়; কয়েক ঘণ্টা কিম্বা পূর্ণ এক দিন বন্ধ থাকে।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৭, ২৬, ৩২। বাম: ৫, ৯, ১৮, ২৮, ২৯। বাম হইতে দক্ষিণ: ৯, ৩২। উপর হইতে নীচে: ২৯, ৩১। সম্মুখ হইতে পশ্চাতে: ৩১। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে : ২৯।

৪৩ অনুভব।—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্দ্ধাধঃ লম্বা লম্বা (longitudinal) স্থানে বেদনা। সূচীভেদের ন্যায় উৎক্ষেপ-বৎ (jerking) বেদনা, অতি অল্প স্থানে আবদ্ধ এবং কয়েক সেকেণ্ড মাত্র স্থায়ী।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি।—স্পর্শ : ১৭। কামান : ৪৬।

৪৬ চর্ম্ম।—কামাইতে চৈতন্যাধিক যেন ঘর্ষণদ্বারা ছাল উঠিয়া গিয়াছে (chafing)।

স্থানে স্থানে চাকা চাকা দাগযুক্ত (mottled) চর্ম্ম।

৪৮ সম্বন্ধ।—অধিক মাত্রায় অক্সালিক এসিড খাইলে কার্ব্বনেট অব্‌লাইম বা ম্যাগনেসিয়া তাহার ক্রিয়া নাশ করে।

শর্করা, কাফি ও মদ্য সহ হয় না।

অরম মেটালিকম।

(স্বর্ণ)

পরীক্ষক:—হানিমান।

মন।—দুর্ব্বল স্মরণশক্তি।

ধর্ম্মোন্মত্ততা ; সমস্ত দিন উপাসনা করে।

মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে কষ্টকর ও দ্রুত ইচ্ছা ; তাড়াতাড়ি কাজ করিতে পারে না।

আত্মহত্যার ইচ্ছা।

বিভীষিকা দর্শন (hallucination) ; কুকুর, দেওয়ালের গায়ে এক খানি হাত ইত্যাদি দেখে, উন্মত্ততা (mania)।

আশঙ্কাশীলতা, ভয়পূর্ণ ; দুয়ারে সামান্য শব্দ হইলে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে।

বিষাদ, কান্দিতে ইচ্ছা ; মনে ভাবে এই সংসারেব পক্ষে অনুপযুক্ত, কখনই কোন কর্ম্মে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না।

অত্যন্ত যন্ত্রণা (anguish), সেই যন্ত্রণা হৃদ্‌পিণ্ড প্রদেশ (precordial region) হইতে আইসে এবং তজ্জন্য সে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়ায় ; হৃদকম্পন।

জীবনে বিতৃষ্ণা ; বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে, সেই সময়ে মৃত্যুকামনা।

তাহার (স্ত্রীং) নিজের প্রতি কোন বিশ্বাস নাই, বিবেচনা করে অন্যেও তাহাকে বিশ্বাস করে না ; এই জন্য সে (স্ত্রীং) অসুখী।

পর্য্যায়ক্রমে খিট্‌খিটে ও সন্তুষ্ট চিত্ত।

প্রতিবাদে ক্রোধের উৎপত্তি।

মানসিক পরিশ্রমে ক্লান্তি।

শোক, বা প্রেম ভঙ্গ জনিত রোগ।

চৈতন্য।—মাথাঘোরা ; মস্তক অবনত করিলে বোধ হয় যেন মণ্ডলাকারে ঘুরিতেছে, মস্তক তুলিলে তাহা সারিয়া যায়, খোলা বায়ুতে ভ্রমণ-

কালে মদিরাপানে মত্ততার ন্যায় অনুভব; বোধ করে যেন বাম পার্শ্বে টলিয়া পড়িবে; শুইয়া পড়িতে বাধ্য; শয়ন করিলেও কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত অত্যন্ত সঞ্চালনেই এই ভাব প্রত্যাবর্ত্তন করে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালের এবং রগের খুব ভিতরে ছিঁড়িয়া পড়ার ন্যায় (tearing) মাথাধরা, খোলা বায়ুতে হ্রাস হয়।

মস্তকে রক্তধাবন; চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল রেখা, এবং চকচকে, স্ফীত ভাব (bloated) মুখমণ্ডল; মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি।

ঘৃষ্টবৎ বেদনা, বিশেষতঃ অতি প্রত্যূষে কিম্বা মানসিক পরিশ্রমের সময়ে, মনের ভাবসকল গোলমাল হইয়া যায়; মস্তকমধ্যে শব্দ অনুভব।

ছাত্রদিগের শিরঃপীড়া, তৎসঙ্গে হৃৎপিণ্ড-প্রদেশীয় (precordial) উদ্বেগ এবং মস্তকের দিকে উত্তাপের বেগ ছুটে।

কপালের এক পার্শ্বে সূচীভেদবৎ, জ্বালাযুক্ত বেদনা, স্পন্দন বোধ; বিবমিষা, এমন কি পিত্তযুক্ত বমন।

সূক্ষ্ম ছিড়িয়া পড়ার ন্যায় বেদনা (fine tearing) অক্ষিপটের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া কপালে আইসে; সঞ্চালন-কালে বৃদ্ধি।

• বহির্মস্তক।—মস্তকের অস্থিসকল বেদনাযুক্ত, যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; শয়ন করিলে বৃদ্ধি।

মস্তকোপরি (আবের ন্যায়) অস্থিময় বিবৃদ্ধি (exostoses); লৌহবেধের ন্যায় (boring) বেদনা; স্পর্শে বৃদ্ধি।

চুল উঠিয়া যাওয়া।

• চক্ষু।—বস্তুসকল যেন পাশাপাশি (লম্বালম্বি নহে) দ্বিখণ্ডিত দেখায়; একটী বস্তুর অর্দ্ধাংশমাত্র দৃষ্ট হয়, অপরার্দ্ধ যেন একটী কাল পদার্থে ঢাকা বোধ হয়।

চক্ষে আকৃষ্টতা অনুভব; একটী বস্তু দুইটীর ন্যায় বা অন্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত দেখায়।

চক্ষুর সম্মুখে অগ্নিবৎ উজ্জ্বল রেখা; দৃষ্টির ভ্রমে উজ্জ্বল বর্ণের পদার্থ সকল দেখা যায়।

প্রায় সর্ব্বদা অক্ষিতারকা (pupil) সঙ্কুচিত।

চক্ষু মধ্য দিয়া কর্ত্তনবৎ বেদনা।

কর্ণিয়া দাগযুক্ত।

কর্ণিয়ার অসচ্ছতা (opacity)।

অক্ষিগোলক বাহির হইয়া পড়ে।

স্ক্লেরোটিক আবরণ লালবর্ণ; চক্ষুর আভ্যন্তরিক (inner) কোণে জ্বালা, সূচীভেদ, টানিয়া ধরা ও চুলকানি।

আলোকাসহ্যতা (photophobia), চক্ষু খুলিলে প্রচুর জ্বালাকর অশ্রু-স্রাব; চক্ষু চৈতন্যাধিক (sensitive)।

অক্ষিগহ্বরে উপর হইতে নীচের দিকে, ভিতর হইতে বাহিরের দিকে চাপযুক্ত (pressive) বেদনা।

চক্ষুর চতুর্দ্দিকে অস্থিসকল ঘৃষ্টবৎ বোধ।

কর্ণিয়ার ক্ষত, বেদনা ভিতর হইতে বাহিরের দিকে; চাপ দিলে বৃদ্ধি।

চক্ষুপল্লবের কিনারার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপূর্ণ ফুস্কুড়ি, ঐ ফুস্কুড়ি মামড়ি পড়িয়া যায়।

চক্ষুপল্লব লালবর্ণ, পূযপূর্ণ; হুলবেধ-বৎ, খোঁচাবেধ-বৎ, চুলকানি; প্রাতঃকালে চক্ষুপল্লব সংযোজন; পল্লব-কেশ পড়িয়া যায়।

কর্ণ।—কাণের ভিতর গোঁ গোঁ শব্দ; সামান্য গোলমাল অসহ্য বোধ।

কর্ণ ও নাসিকার বিরক্তিকর শুষ্কতা, তৎসঙ্গে শ্রবণশক্তির হ্রাস।

ম্যাষ্টইড প্রোসেসের অস্থিক্ষত (caries); দুর্দ্দম্য কর্ণস্রাব।

জ্বালা, খোঁচাবেধ, চুলকানি; বামকর্ণের পশ্চাতে লৌহবেধ-বৎ বেদনা।

প্যারটিড গ্রন্থিদ্বয় স্ফীত; স্পর্শে বেদনাযুক্ত, যেন সজোরে চাপ বা ছেঁচা আঘাত লাগিয়াছে।

নাসিকা।—তীব্র আঘ্রাণ-জনিত পীড়া।

অল্প গন্ধেই আঘ্রাণ পাওয়া (sensitive smell)।

সকল দ্রব্যেরই গন্ধ তীব্র অনুভূত হয়।

নাসিকা দিয়া জোরে নিশ্বাস লইতে গেলে পচা গন্ধ; ঘ্রাণশক্তির অভাব।

নাসাপুট ক্ষতযুক্ত, সংযোজিত, বেদনাযুক্ত, নাসিকা দিয়া শ্বাস লইতে পারে না ; নাসিকার ভিতরে মামরি।

শুষ্ক সর্দ্দির ন্যায় নাসিকা রুদ্ধ বোধ হয়, কিন্তু তথাপি বায়ু বেশ সহজে যাতায়াত করিতে পারে।

নাসিকা স্রাব, অত্যন্ত দুর্গন্ধি স্রাব ; কপালের অসহ্য শিরঃপীড়া।

সর্দ্দি (coryza), ঘন স্রাব, ডিম্বের শাদার ন্যায় ; পুনঃপুনঃ হাঁছি।

নাসিকাস্থির ক্ষত (caries) ; দক্ষিণ নাসিকাস্থি ও তন্নিকটবর্ত্তী উপর চোয়ালের অংশসকল স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

নাসিকার বাম পার্শ্বে, ম্যাক্সিলাঅস্থির দিকে প্রেকবেধ বোধ (boring)।

জ্বালা, চুলকানি, সূচীভেদ, ছনছনে বোধ ; নাসিকায় টাটানি বোধ, বিশেষতঃ স্পর্শ করিলে।

প্রাতঃকালে পোষ্টিরিয়ার নেরিস হইতে শ্লেষ্মাস্রাব।

নাসিকাগ্র লালবর্ণ। নাসিকা লালবর্ণ ও স্ফীত।

৮ মুখমণ্ডল।—স্ফীতিভাব (bloated), চকচকে, মানসিক শ্রমে বৃদ্ধি ; নীলবর্ণ (cyanotic)।

মুখ মণ্ডলের বাম পার্শ্বে টানিয়া ধরা, গভীর স্থানে ছিঁড়িয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা।

একটী গণ্ড স্ফীত, তৎসঙ্গে উপর ও নিম্ন চোয়ালের টানিয়া ধরা ও ছিঁড়িয়া পড়ার ন্যায় বেদনা ; দন্তসকল অতি লম্বা অনুভূত হয়।

মুখমণ্ডলের অস্থির প্রদাহ ; গণ্ডাস্থির ক্ষত ; জাইগোমাতে ছিঁড়িয়া পড়া, প্রেকবেধ-বৎ, জ্বালাকর সূচীভেদ-বৎ বেদনা।

মেলার অস্থিতে ছিঁড়িয়া পড়ার ন্যায় প্রবল বেদনা।

ওষ্ঠ, মুখমণ্ডল বা কপালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদ (eruption)।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—সব্ম্যাক্সিলারি গ্রন্থি সমূহের বেদনাযুক্ত ফুলা।

১০ দন্ত।—মুখে বায়ু টানিলে দন্তশূল।

মাড়ী স্ফীত, কাল্‌চে লালবর্ণ, স্পর্শে কিম্বা ভোজন কালে বেদনাযুক্ত সহজেই রক্ত পড়ে।

১১ জিহ্বা ইত্যাদি।—তিক্তাস্বাদ; দুই বার ভোজনের মধ্যবর্ত্তী সময়ে মুখে পচা আস্বাদ।

আস্বাদশক্তি বিলুপ্ত, তৎসঙ্গে জিহ্বা সম্পূর্ণ অচল, জিহ্বা চর্ম্মবৎ কঠিন।

জিহ্বার উপর ও মুখে ক্ষত (apthæ)।

জিহ্বার উপরে ঘা।

১২ মুখাভ্যন্তর।—প্রচুর লালা; লালা মিষ্ট।

মুখাভ্যন্তরে সরস ফুস্কুড়ি।

মুখ হইতে দুর্গন্ধ; পচা পনীরের ন্যায় গন্ধ

দুর্গন্ধ; প্রারব্ধ যৌবনা বালিকা।

১৩ গলমধ্য।—টন্সিলগ্রন্থি লালবর্ণ ও স্ফীত।

কঠিন তালুতে প্রেকবিদ্ধবৎ বেদনা; মুখের ছাদের, তালু ও নাসিকার ক্ষত (caries)।

কেবল গলাধঃকরণ কালে গলমধ্যে সূচবেধবৎ টাটানি।

কষ্টে শ্লেষ্মা উঠে।

চোয়ালের কোণের নীচে একটী গ্রন্থিতে, গলাধঃকরণ কালে বা অন্য সময়ে, অল্প অল্প চাপযুক্ত (pressive) বেদনা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা অতিরিক্ত; আহার তৃপ্তির সহিত খায় কিন্তু ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না।

অতিরিক্ত ক্ষুধা ও তৃষ্ণা।

দুগ্ধ, মদ্য, কাফি পানেচ্ছা।

মাংসে অনিচ্ছা।

১৫ বিবমিষা ও বমন।—বাষ্প উদ্গার উঠিলে হৃদস্পন্দন উপশম করে।

মানসিক শ্রমজনিত বিবমিষা।

১৬ পাকস্থলী।—পাকস্থলীতে জ্বালানুভব, উত্তপ্ত উদ্গার উঠে।

বৈকালে পাকস্থলী প্রদেশে চাপ বোধ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়মে জ্বালাকর উত্তাপ ও কর্ত্তনবৎ বেদনা।

বাম পঞ্জরাস্থির নিম্নে কষ্টকর বাষ্পসঞ্চয়, তাহাতে সূচীবেধবৎ অনুভূত হয়।

যেন উদরাধ্মান বশতঃ হাইপোকণ্ড্রিয়াতে চাপ বোধ; আহার বা পান ও সঞ্চালনের পর বৃদ্ধি।

১৯ উদর।—পেটবেদনা (colic), পুনঃ পুনঃ বায়ু নিঃসরণ।

উদরের আক্ষেপিক সঙ্কোচন তৎসঙ্গে অত্যন্ত যন্ত্রনা, আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা।

উদরে ভার বোধ, তৎসঙ্গে হস্তপদাদি বাক্ষবৎ শীতল।

ঔদরিক যন্ত্রসকলের বিকার বশতঃ উদরী (ascites)।

২০ মল ইত্যাদি।—দুর্গন্ধি বায়ু নিঃসরণ করে।

মল দুর্গন্ধযুক্ত, দুষ্টফল : ধূসরবর্ণ (greyish), ছেয়ে রং (ashy)।

রাত্রিকালীন উদরাময়, তৎসঙ্গে সরলান্ত্রে (rectum) জ্বালা।

কঠিন, গাইটবিশিষ্ট বা বড় মল, কোষ্ঠবদ্ধ ঋতুকালে বৃদ্ধি।

সরলান্ত্রের সর্দ্দির সহিত অর্শ; কোষ্ঠবদ্ধ; বহির্বলি হইতে মল ত্যাগকালে রক্তস্রাব হয়।

২১ মূত্র।—সর্ব্বদা প্রস্রাব ত্যাগের বেগ।

প্রস্রাব অম্ল, সবুজাভাযুক্ত কটাবর্ণ (greenish-brown), কামলা রোগে; পরিষ্কার, স্বর্ণবর্ণ, শোথ রোগে।

ঘোলা, ঘোলের মত; অধিক শ্লেষ্মাব অবঃক্ষেপ থাকে।

এমোনিয়া গন্ধযুক্ত প্রস্রাব, শীঘ্রই পচিয়া উঠে, কর্ণ স্রাবের ন্যায় গন্ধ।

মূত্ররোধের সহিত মূত্রাধারের পক্ষাঘাত।

প্রস্রাব কষ্ট, তৎসঙ্গে মূত্রাধারে চাপ বোধ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—শিথিল লিঙ্গ হইতে প্রষ্টাটিক রস স্রাব হয়; স্থির বিষাদ, তৎসঙ্গে আত্মহত্যার ইচ্ছা।

দক্ষিণ অণ্ডকোষ বর্দ্ধিত, স্পর্শ বা ঘর্ষণে বেদনা বোধ।

অণ্ডকোষদ্বয়ের কাঠিন্য (indurated); অপূর্ণাবয়ব অণ্ডকোষ; বালক চিন্তাকুল, ভগ্নোদ্যম (depressed), দুর্ব্বল।

স্ক্রোটমের চুলকানি।

স্কোটমের উপর ঘা; পেরিনিয়মে কর্ত্তন ও হুলবেধবৎ বেদনা।

কুচকির গ্রন্থিসমূহে পূয়োৎপত্তি।

১৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ু স্খলিত (prolapsed) ও কঠিন; মুষ্টবৎ বেদনা, তৎসঙ্গে চিড়িকমারা বা টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; উদরে ভার বোধ; ভারীদ্রব্য তুলিয়া; ঋতুর সময়ে বৃদ্ধি।

উপদংশদোষবিশিষ্টা স্ত্রীর বন্ধ্যতা; আর, যাহাদের ভাল পরিপোষণ হয় না এবং বন্ধ্যতা বশতঃ মন সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকে।

ঋতুঃ— অতি বিলম্বে, অল্প; ঋতুর পূর্ব্বে বগলের গ্রন্থিসকলের স্ফীতি; ঋতুর সময়ে পেটবেদনা (colic), সরলান্ত্রের স্খলন (prolapse of the rectum)।

ঋতুরোধ (amenorrhœa), তৎসঙ্গে জরায়ু-স্খলন (prolapsus uteri) ও বিষাদ।

যোনি হইতে সদত স্রাব।

শাদা ঘন প্রদর; জরায়ুতে জ্বালা ছনছনে বোধ; লেবিয়া মেজোরা লালবর্ণ, স্ফীত।

১৪ গর্ভাবস্থা।—দুগ্ধ নিঃসরণ বন্ধ।

পরিশ্রমের পর হৃদস্পন্দন, সূতিকাগারে রক্তস্রাবের পর হৃদস্পন্দন।

প্রসব বেদনায় জীবনের আশা ত্যাগ করে, জানালা হইতে লাফাইয়া পড়িতে কিম্বা আছাড়িয়া পড়িতে যায়; প্রায়ই তৎসঙ্গে মস্তকে ও বুকে রক্তাধিক্য থাকে; হৃদস্পন্দন।

১৫ লেরিংক্স।—স্বরঃ—নাকি স্বর; স্বরভঙ্গ, যেন সর্দ্দি লাগিয়াছে।

লেরিংক্সের গভীর স্থানে গয়ার, সহজে তুলিয়া ফেলা যায় না।

১৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, তৎসঙ্গে নিশ্বাস গ্রহণকালে বুকে সূচীভেদ বোধ।

কোন অবস্থায় থাকিলেই উপশম পায় না; গভীর শ্বাস লয়।

বক্ষঃস্থলে রক্তাধিক্য বশতঃ হাঁপানি (asthma); রাত্রিতে এবং খোলাবায়ুতে ভ্রমণকালে শ্বাসকষ্ট বোধ; বক্ষস্থলের আক্ষেপিক

সঙ্কোচন সহ শ্বাসরোধের আক্রমণ; মুখমণ্ডল নীলাভাযুক্ত লাল-
বর্ণ; হৃদস্পন্দন; অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়।

প্রাতঃকালিক হাঁপানি (asthma), মুখমণ্ডল নীলবর্ণ (cyanotic);
স্বল্পকেশ ব্যক্তি; পারদ ব্যবহারের পর বৃদ্ধি; বর্ষাকালে এবং
উষ্ণ বাতাসে।

২৭ কাশী।—প্রাতঃকালে জাগিলে পর আঠা চট্‌চটে হরিদ্রাবর্ণ গয়ার।
রাত্রিতে শ্বাস লইতে পারে না বলিয়া কাশী।

স্ত্রীলোকদিগের শুষ্ক, আক্ষেপিক, স্নায়বিক কাশী; নিয়মিতরূপে প্রতি
রাত্রি সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্য্যন্ত।

২৮ ফুস্‌ফুস।—হৃদস্পন্দনের আক্রমণের পর বক্ষঃস্থলে চিড়িকমারা
বেদনা।

বক্ষঃস্থলে উত্তাপ ও শ্বাসকৃচ্ছ্রতা সহ বক্ষঃস্থলের দুই পার্শ্বে অল্প অল্প
সূচীভেদবৎ বোধ; নিশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি।

অতি প্রত্যুষে জাগিলে পর বুকে দুর্দ্দমনীয় শুষ্ক সর্দ্দি; অনেক কষ্টে একটু
গয়ার তুলে, এবং তাহাও শয্যা হইতে উঠিয়া।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—সকম্পন ভয়াকুলতা সহ হৃৎপিণ্ড প্রদেশে পুনঃপুনঃ
যন্ত্রণাবোধ; অত্যন্ত যন্ত্রণাসহ হৃদস্পন্দন।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাবের পর, উদ্বেগ ও মস্তকে রক্তাধিক্য সহ হৃৎপিণ্ডের
প্রবল স্পন্দন; পরিশ্রমের পরেও হৃদকম্পন।

অশ্বারোহণ বা ভ্রমণ কালে হৃদকম্পন বশতঃ তাহা হইতে স্থগিত
হইতে হয়।

অনিয়মিত, সবিরাম নাড়ীর স্পন্দন সহ হৃৎকম্পন; অগভীর শ্বাসক্রিয়া।

হৃৎপিণ্ড প্রদেশে বেদনা, বাম বাহু দিয়া অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

এক সন্ধি হইতে অন্য সন্ধি এইরূপে বেদনা বেড়াইয়া বেড়ায়
এবং পরিশেষে হৃৎপিণ্ডে আসিয়া স্থির হয়; ঠিক সোজা হইয়া
বসিতে বাধ্য; বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড থামিয়া গিয়াছে এবং
তৎপরে হঠাৎ একবার সজোরে আঘাত দিতেছে।

নাড়ী ক্ষুদ্র কিন্তু দ্রুত।

■ দুর্ব্বল নাড়ী, হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধীয় (cardiac) হাঁপানি (asthma), মানসিক বিষাদ; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

১১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থিসকল স্ফীত।

বিশ্রাম কালেও, প্রধানতঃ অবনত হইলে, গ্রীবার আকর্ষণ বোধ, যেন মাংসপেশী ছোট পড়িয়াছে।

মেরুদণ্ডের পীড়া।

কোমরে বেদনা, যেমন পরিশ্রান্তির পরে হয়।

লম্বার মাংসপেশী ও টেণ্ডন সকল এত বেদনাযুক্ত কঠিন (stiff) যে উরুদেশ উচ্চ করা যায় না, উরুদেশ পক্ষাঘাত বিশিষ্ট বোধ হয়।

১২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বামস্কন্ধে প্রেকবেধবৎ।

বগলের গ্রন্থিসকলের প্রদাহযুক্ত স্ফীতি।

বাহু সঞ্চালনে কষ্ট; বাহু পরিশ্রান্ত বোধ হয়; সম্মুখ বাহু (forearms) ভারী বোধ।

দক্ষিণ কনুইতে প্রবল অস্থিবেদনা।

দক্ষিণ সম্মুখবাহুতে প্রেকবেধ বোধ।

উভয় মণিবন্ধের অস্থিমধ্যে ছিঁড়িয়া পড়ার ন্যায় বেদনা।

হাতের তলা চুলকায়। *হাতের তলায় হার্পিস।

অঙ্গুলি সন্ধি মধ্যে প্রেকবেধ বৎ বেদনা।

১৩ নিম্নাঙ্গ।—বোধ হয় যেন সমস্ত রক্ত তাহার (স্ত্রীং) মস্তক হইতে নিম্নাঙ্গে ধাবিত হইয়াছে; নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতবিশিষ্ট বোধ, তাহার (স্ত্রীং) বসিয়া থাকিতে হয়।

হাঁটুসন্ধি কম্পিত হয়; কাঠিন্য (stiffness), পক্ষাঘাতবিশিষ্ট বোধ; বসিয়া থাকিলে কসিয়া কাপড় জড়ানর ন্যায় বেদনা বোধ।

ভ্রমণজনিত দক্ষিণ হাঁটুর দুর্ব্বলতা; হাঁটিতে বা মেজেতে পা পাতিতে গেলে পা টানিয়া ধরার ন্যায়।

টিবিয়া অস্থি, গুল্‌ফসন্ধি ও পায়ের উপরে (dorsum) প্রেকবেধবৎ বোধ।

প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিবার সময়ে পা (legs) ও পায়ের পাতায় (feet) কৃশতা, হাঁটিলে পর উপশম।

পায়ের অঙ্গুলিসকল লালবর্ণ।

পায়ের তলায় (soles) চুলকানি।

৩৫ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অসাড়, জাগিলে পর সংজ্ঞাবিহীন; সঞ্চালন অপেক্ষা শয়ন করিয়া থাকিলে বেশী।

প্রাতঃকালে জাগিবার সময়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি মধ্যে পক্ষাঘাতবিশিষ্ট টানিয়া ধরা; সর্দ্দি লাগিলে ঐরূপ বোধ।

হৃদকম্পনের আক্রমণকালে বাম বাহু চাপিয়া ধরিতে হয়।

সম্মুখবাহু ও উরুদেশের অস্থিবেষ্টক ঝিল্লির (পেরিয়ষ্টিয়মের) স্ফীতি।

প্রত্যুষে, প্রধানতঃ বিশ্রামকালে, মস্তক ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি মধ্যে ঘৃষ্টবৎ বেদনা; ঐ বেদনা শয্যা হইতে উঠিলে দূর হয়।

৩৫ অবস্থিতি ইত্যাদি।—বিশ্রাম: ৩১, ৩৪। উপবেশন: ৩৩। শয়ন: ৩৪। অবশ্য শুইতে হইবে: ২। ভ্রমণ: ২৯, ৩৩। খোলা বায়ুতে ভ্রমণ: ২, ২৬। গতি বা সঞ্চালন: ২, ৩, ১৮, ৩৪, ৩৬। পরিশ্রম: ২৯। অবনত হওয়া: ২, ৩১। উত্থান: ২, ২৮, ৩৩, ৩৪, ৪০। মেজেতে পা পাতিলে: ৩৩। শয্যায়: ৩৭।

৩৬ স্নায়ু।—প্রাতঃকালে সম্পূর্ণরূপে পরিশ্রান্ত, যেন সমস্ত রাত্রি মোটেই নিদ্রা হয় নাই।

আনন্দদায়ক আশাতে মনোমধ্যে সকম্পন আন্দোলন।

হিষ্টিরিয়ার ন্যায় আক্ষেপ; পর্য্যায়ক্রমে হাস্য ও ক্রন্দন।

নড়িবার ইচ্ছা হইলে, তিনি (পুং) অজ্ঞাতসারে অল্প অল্প নড়েন; কথা কহিবার সময়ে অজ্ঞাতসারে হাসিয়া ফেলেন।

আভ্যন্তরিক শূন্যতা ও সর্ব্বশরীরের দুর্ব্বলতা বোধ।

অত্যন্ত স্নায়বিক দুর্ব্বলতা।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রাকালে সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলে; উচ্চরবে চীৎকার সহ দস্যুসম্বন্ধে ভয়াবহ স্বপ্ন।

বেদনা নাই, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকে; প্রাতঃকালে আলস্য বা নিদ্রা বোধ থাকে না।

মধ্যরাত্রির পর অনিদ্রা।

অস্থিবেদনার জন্য জাগিয়া উঠে, এত অসহ্য বেদনা যে নির্ভরসা হয়, আর বাঁচিতে চাহে না।

প্রতি প্রাতঃকালে শয্যায় থাকিতে থাকিতে ঘৃষ্টবৎ (bruised) বোধ।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ৩, ৫, ৭, ২৬, ২৭, ২৮, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭ ৪০। প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল : ২৭। মধ্যাহ্ন : ১৭। রাত্রি : ৫, ২০, ২৬, ২৭, ৩৭, ৪০। সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় : ২৭। সন্ধ্যা হইতে মধ্য-রাত্রি : ৪৬।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—শৈত্য সম্বন্ধে চৈতন্যাধিক।

উত্তপ্ত হইলে সাধারণতঃ ভাল।

উত্তাপ : ২৬। ঘর : ৪৬। শৈত্য : ৩৪। বায়ু : ১০। সজল বায়ু : ২৬। খোলা বায়ু : ৩, ২৬, ৪৬।

ধৌত করিলে অনেক লক্ষণ দূরীভূত হয়।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—হাত পা শীতল; কখন কখন সমস্ত রাত্রি থাকে; তৃষ্ণা থাকে না।

শয্যা হইতে উঠিলে শীত হ্রাস; শয্যায় কম্প, হাঁটু পর্য্যন্ত পদদ্বয় শীতল।

সমস্ত শরীরের শীতলতা, বিবমিষা; শীত প্রবল।

কেবল মুখমণ্ডলে উত্তাপ, অনাবৃত হইতে অনিচ্ছা; হাত পা শীতল।

পর্য্যায়ক্রমে শীতের পর উত্তাপ।

দেহতাপ বর্দ্ধিত, নাড়ী দ্রুত, তৎপরে প্রচুর, স্থায়ী ঘর্ম্ম, লালা নিঃসরণ, মুখে বেদনা; প্রচুর মূত্র, অথবা ঘোলা দুর্গন্ধ মূত্র।

প্রত্যুষে ঘর্ম্ম; প্রধানতঃ জননেন্দ্রিয়ের উপরে ও চতুর্দ্দিকে।

৪১ আক্রমণ।—সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয়: ২৭। প্রতি তিন বা চারিদিন : ৩। প্রতি দুই বা তিন সপ্তাহ : হৃদকম্পন। সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত : ৪৬।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ১৮, ২২, ৩২, ৩৩। বাম : ২, ৬, ৮, ১৭, ১৮, ২৭, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৪। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ দিকে : ৪। বাহির হইতে ভিতর দিকে : ৫। ভিতর হইতে বাহিরের দিকে : ৫। উপর হইতে নীচের দিকে : ৫।

৪৩ অনুভব।—সকল বেদনাই অসহ্য, বেদনায় নির্ভরসা করিয়া ফেলে, বাঁচিতে চাহে না।

সর্ব্বপ্রকার বেদনার অনুভব প্রবল; বেদনা সম্বন্ধে চিন্তা করিলে, তিনি (পুং) বোধ করেন যে তিনি যথার্থ বেদনা অনুভব করিতেছেন।

প্রেকবেধবৎ বেদনা, প্রধানতঃ অস্থিমধ্যে।

৪৪ তন্তু।—স্বর্ণ প্রথমতঃ শক্তি, এমন কি স্ফূর্ত্তি বোধ উৎপন্ন করে; তৎপরে বিষাদ, অসুখ বোধ ইত্যাদি উৎপন্ন হয়।

কর্কটরোগ সম্বন্ধীয় ক্ষত।

পূঁজ হরিদ্রাবর্ণ, তদুপরি পনীরবৎ পদার্থ ভাসে; লম্বার এবসেস।

বাহ্য অংশসকল কাল হইয়া যায়।

শোথ।

করোটী ও অন্যান্য অস্থির (আববৎ) বিবর্দ্ধন (Exostoses)।

অস্থিমধ্যে প্রেকবেধবৎ; অস্থিক্ষয় বিশেষতঃ পারদ ব্যবহারের পর; বেদনায় নির্ভরসা করিয়া ফেলে; রাত্রিকালে বৃদ্ধি।

মেদ, হৃদপিণ্ডের নিকট মেদ।

গ্রন্থিসকল বেদনাযুক্ত স্ফীত; স্ক্রফুলা, রক্তবর্ণ চেহারা।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ: ৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ২২। চাপ: ৫। চর্ব্বণ: ১০। বাম বাহু চাপিয়া ধরে: ৩৪। ঘর্ষণ: ২২। শকটারোহণ: ২৯।

৪৬ চর্ম্ম।—প্রবল চুলকানি, প্রথমে পায়ের তলায় এবং তৎপরে সমগ্র শরীরে, সন্ধ্যাকাল হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত।

মুখমণ্ডলে সূক্ষ্ম সরস ফুস্কুড়িবৎ উদ্ভেদ।

গভীর ক্ষত, অস্থিসকল আক্রমণ করে; পারদের অপব্যবহারের পর।

মলিন হরিদ্রাবর্ণ ছোট ও বড় দাগ, হুলবেধ, জ্বালা, কঠিন গাঁইটের ন্যায় বোধ হয়; খোলা বায়ু অপেক্ষা গৃহ মধ্যে অল্প।

৪৭ অবস্থা।—স্ত্রীলোকদিগের স্নায়বিক কাসি।

প্রাপ্তযৌবনা বালিকা; যৌবনের পূর্ব্বে বালক, ২২।

বৃদ্ধদিগের পক্ষে প্রধানতঃ নির্দ্দিষ্ট; দুর্ব্বল দৃষ্টি; মেদ সঞ্চয়; ■ হৃদরোগ।

স্তফুলা ; অল্পকেশ ; রক্ত প্রধান ধাতু ; রক্তবর্ণ চেহারা।

উপদংশ ও পারদদোষযুক্ত রোগী ; বিশেষ রোগের বর্দ্ধিতাবস্থায়, তৎসহ বিষাদ, পরিপোষণাভাব ও অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

১৮ সম্বন্ধ।—অরমের প্রতিবিষ :—বেল, সিঙ্কো, ককু, কফি, কুপ্র, মার্কু, পলসা, স্পাইজি, সোলে-নাইগ্রা।

অরম প্রতিষেধ করে :—মার্কু, স্পাইজি।

আইরিস ভার্সিকলার।

পরীক্ষক :—কিচেন।

১ মন।—অপ্রফুল্ল।

অগ্রগামী রোগের ভয়।

অল্পেই বিরক্ত।

পাঠে মনোনিবেশ করিতে পারে না। মানসিক শক্তির হ্রাস।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালের দক্ষিণ পার্শ্বে অল্প অল্প দপ্‌দপানি ও চিড়িকমারা ; বিবমিষা ; সন্ধ্যাগমে বৃদ্ধি ; বিশ্রাম, শীতল বায়ু বা কাসি হইতে বৃদ্ধি ; অল্প অল্প সঞ্চালনে উপশম।

পরিশ্রান্তি-সূচক শিরঃপীড়া, মানসিক অবসন্নতা (দুর্ব্বলতা) বশতঃ।

অষ্টম দিনে বিবমিষার সহিত শিরঃপীড়া। অস্পষ্ট দৃষ্টি সহ আরম্ভ হয়।

৪ বহির্মস্তক।—রগে চিড়িকমারা, প্রধানতঃ দক্ষিণ রগ, তৎসহ চর্ম্মে সঙ্কোচন বোধ।

৫ চক্ষু।—কঞ্জঙ্কটাইভা লালবর্ণ, যেন ঠাণ্ডা লাগিয়া ; স্নায়ুশূল বশতঃ চক্ষু অলসবোধ ; চক্ষুর অশ্রুস্রাবসহ আভ্যন্তরিক কোণে জ্বালা।

৭ নাসিকা।—সদত হাঁচি ; রগের মধ্যস্থলে তীব্র বেদনা ; গুড়্‌গুড়ি করিয়া কাসি।

৮ মুখমণ্ডল।—সুপ্রা-অর্বিটাল, ইনফ্রা-অর্বিটাল, সুপিরিয়ার ও ইনফিরিয়ার ডেণ্টাল স্নায়ুর স্নায়ুশূল ; প্রতি প্রাতঃকালে ভোজনের (break-

fast) পর আরম্ভ হয়, তৎসহ স্তম্ভনকারী শিরঃপীড়া; প্রচুর মূত্র; মলত্যাগের ইচ্ছা; মলদ্বারে জালা।

চতুর্দ্দিকে নীলাভা সহ কোঠরপ্রবিষ্ট চক্ষু।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ বিলুপ্ত; মুখে ফ্যাকা আস্বাদ।

জিহ্বা বোধ হয় যেন পুড়িয়া গিয়াছে; প্রাতঃকালে উঠিলে পর চর্ব্বিযুক্ত বোধ।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্য ও ফসেস মধ্যে জ্বালা, যেন আগুণ জ্বলিতেছে।

গণ্ডের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ক্ষত।

প্যারটিড গ্রন্থির স্ফীতি সহ ডিপথিরিয়ার পরে লালানিঃসরণ।

লালার চর্ব্বিযুক্ত আস্বাদ বোধ হয়, পিচ্ছিল।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—আস্বাদ ও ক্ষুধা বিলুপ্ত।

১৫ পানাহার।—প্রাতঃকালিক আহারের (breakfast) পর মাথাধরা; প্রাতঃকালিক আহারের পূর্ব্বে ও শীতল দ্রব্য পান করিলে পর পাকস্থলী মধ্যে কামড়ানী।

দুগ্ধ জমিয়া যায় এবং বমিত হয়।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—আস্বাদহীন, অথবা অম্লাক্ত খাদ্যের উদ্গার।

বিবমিষা ও গলা জ্বলিয়া যায় এরূপ অম্ল পদার্থের বমন; শিরঃপীড়া সহ অম্ল বমন।

বমন:—আহারের এক ঘণ্টা পরে ভুক্ত পদার্থের; অত্যন্ত উত্তাপ ও ঘর্ম্ম সহ পিত্ত বমন।

১৭ পাকস্থলী।—এপিগাষ্ট্রিয়মে জ্বালাযুক্ত কষ্ট বোধ; ঐ কষ্ট সহ্য করিতে পারে না।

এপিগাষ্ট্রিয়মেকয়েক মিনিটঅন্তর কামড়ানী বেদনা; বিবমিষা, বেগ দেওয়া ও বায়ু উদ্গার উঠা।

প্রদাহ, ক্লোম মধ্যে জ্বালাযুক্ত কষ্ট বোধ, মিষ্ট বমন।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃৎপ্রদেশে কর্ত্তনবৎ।

দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়াক প্রদেশে বেদনা; সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

ইলিয়মের ক্রেষ্টের উপরে বেদনা, দক্ষিণ পার্শ্বে. পরে বাম পার্শ্বে।

১৯ উদর।—প্রত্যেক বমন বা ভেদের পূর্ব্বে নাভির নিকটে সবিরাম পেট কামড়ানি।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—পাতলা, জলবৎ, অম্ল পিত্ত মিশ্রিত, প্রচুর, অবিরাম-গতি জলস্রোতের ন্যায়; সবুজ, অজীর্ণ; দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ সহ ভস্‌কা নরম; অত্যন্ত বেগ সহ রক্তযুক্ত আম; মলত্যাগের পর মলদ্বার ও সরলান্ত্রে জ্বালা; জ্বর, উষ্ণ ঘর্ম্ম, শাদা জিহ্বা, অত্যন্ত মাথাধরা, নিরাশাসহ কাল মল; হরিদ্রাবর্ণ, জলবৎ, জ্বালাকর।

২১ মূত্র।—অল্প, লালবর্ণ; প্রস্রাবান্তে বরাবর প্রস্রাবপথ (urethra) মধ্যে জ্বালা; পরিষ্কার, প্রচুর।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—কামোদ্দীপক স্বপ্নসহ স্বপ্নদোষ; জননেন্দ্রিয়ের শীতলতা ও চুলকানি।

২৪ গর্ভাবস্থা।—প্রাতঃকালিক বমন, বমন অম্ল বা তিক্ত।

২৫ লেরিংক্স।—শুষ্ক, শুড়শুড়ি কাসি, গলমধ্যে ছনছনে-জ্বালা।

২৭ কাসী।—লেরিংক্স মধ্যে শুড়শুড়ি বশতঃ স্বল্পস্থায়ী (short) শুষ্ক কাশী।

২৮ ফুস্‌ফুস।—বক্ষঃস্থলের বাম পার্শ্বে বেদনা, যেন বোধ হয় পঞ্জরাস্থি সকল ফুস্‌ফুসের উপর চাপ দিতেছে।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—অঙ্গুলি ও মেটাকার্পাল অস্থিসকল মধ্যে বেদনা দ্রুত সঞ্চালিত হয়।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—খঞ্জতা উৎপাদক সায়াটিকা, হঠাৎ চিড়িকমারা; বোধ হয় যেন (বাম) উরুসন্ধি মুচড়াইয়া গিয়াছে; পপ্লিটিয়াল স্থান পর্য্যন্ত বেদনা ও খঞ্জতা বিস্তৃত; অল্প অল্প সঞ্চালনে বৃদ্ধি, প্রবল সঞ্চালনে (বা গতিতে) উপশম।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—দক্ষিণ নিতম্ব (hip), উভয় জানু (দক্ষিণে বেশী) এবং বিশেষতঃ দক্ষিণ পদে (foot), এবং পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রথম সন্ধি মধ্যে সঞ্চরমান বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি।—গতি: ৩, ১৮, ৩৩, ৩৮।

৩৬ স্নায়ু।—দুর্ব্বল জানু, কম্পবান; কোঠরপ্রবিষ্ট চক্ষু; গ্রীষ্মকালিক উদরাময়ের ন্যায়, দীর্ঘস্থায়ী কিম্বা প্রবল পিচ্‌কুড়ি মল ত্যাগের পর।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ৮, ১১, ১৫, ২৪। সন্ধ্যাকাল : ৩। রাত্রি: ২২, ৪৬। রাত্রি ৩টা : ২০। দিবস : ৩।

৩৯ তাপ ও বায়ু।—শীতল বায়ু : ৩, ১৩। আবৃত হইলে : ৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—নিদ্রাবেগ সহ শীত।

উত্তাপের পরে শীত, তৎসহ শীতল হস্তপদ।

বেশ ঢাকিয়া থাকিলেও সর্ব্বাঙ্গে শীত; অল্প গুন্ গুন্ করিয়া প্রলাপ ও পিত্তযুক্ত উদরাময় সহ জ্বর।

চর্ম্ম উষ্ণ; শুষ্ক, কাল মল।

সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ বঙ্ক্ষণস্থলে (কুচকিতে) ঘর্ম্ম।

৪১ আক্রমণ।—প্রতি প্রাতঃকাল: ৮। প্রতি অষ্টম দিন: ৩।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৩, ৪, ১৮, ৩৪, ৪৬। দক্ষিণ হইতে বামদিকে: ১০। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধদিকে: ১৭, ২৪।

৪৪ তন্তু।—গ্রন্থিসমূহের রস-নিঃসারণ ক্রিয়া বর্দ্ধিত করে; যথা লালা নিঃসারক, ক্লোম, আন্ত্রিক ইত্যাদি গ্রন্থি সমূহ।

৪৬ চর্ম্ম।—মস্তকের চর্ম্ম, মুখমণ্ডল, মুখের চতুর্দ্দিকে সরস ফুস্কুড়িযুক্ত উদ্ভেদ।

জানু, কনুই ও শরীরে অনিয়মিত চক্রাকার দাগ (patches), তৎসঙ্গে উজ্জ্বল আইসবৎ পাতলা খোসা বা ছাল, দাগের কিনারা-সকল অল্প উচ্চ।

শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বে হার্পিস জোষ্টার।

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উদ্ভেদ, চুলকাইলে কাল কাল বিন্দুসকল বাহির হয়, রাত্রিকালে অত্যন্ত চুলকায়।

আওডিয়ম।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—সর্ব্বদা বোধ করে যেন কি একটা বিষয় তিনি (স্ত্রীং) ভুলিয়া গিয়াছেন।

স্থির, অনড় চিন্তা।

মন্দাশঙ্কা, তৎসহ অতি-সাবধানতঃ।

যখন কেহ নিকটে আইসে, বিশেষতঃ চিকিৎসক, তখন সঙ্কুচিত ও ভয়।

পরিপাককালে মনের অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা (sensitiveness), ক্রন্দনের ন্যায় বোধ।

বিষণ্ণ মন, বিমর্ষ চিত্ত।

খিট্‌খিটে ও চৈতন্যাধিক্যতা। অত্যন্ত উত্তেজনশীলতা।

দিবারাত্রি নড়িতে বাধ্য, মস্তিষ্ক বোধ হয় যেন আলোড়িত, বোধ করে যেন উন্মত্ত হইবে।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—কেবল বাম পার্শ্বে; তৎসহ মস্তক ও সর্ব্ব-শরীরে দপ্‌দপানি, হৃৎপিণ্ডের কম্পন, ভ্রমি; উপবেশন বা শয্যা হইতে উঠিবা মাত্র বৃদ্ধি; অথবা সামান্য ব্যায়ামের পরে বসিলে কিম্বা শয়ন করিলে বৃদ্ধি।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মাথাধরা; বাম পার্শ্ব ও মস্তকের উপর, কখন কখন বাহুদ্বয়ের পক্ষাঘাত বোধ।

মাথাধরা, বোধ হয় যেন একটা ফিতা বা কাপড় মস্তকের চতুর্দ্দিকে সজোরে বান্ধা আছে।

মাথাধরার বৃদ্ধি :—উষ্ণ বায়ুতে; যখন বহুক্ষণ গাড়ীতে চড়িয়া বেড়ায়; তাড়াতাড়ি হাঁটিলে।

নাসামূলের উপরে ক্ষুদ্র একটী স্থানে চাপ বোধ।

প্রতি সঞ্চালনে মস্তকমধ্যে দপ্‌দপানি।

৪ চক্ষু।—উজ্জ্বল বর্ণের দৃষ্টিভ্রম।

দৃষ্টির হ্রাস।

চক্ষুর সম্মুখে পর্দ্দাবৎ।

অক্ষিগোলক বাহির হইয়া পড়ে।

চক্ষুতে জ্বালা।

দক্ষিণ চক্ষুর চতুর্দ্দিকে সদত ছিন্নকর বেদনা; ঐ বেদনা চক্ষুর আভ্যন্তরিক কোণ হইতে চোয়ালের সন্ধি পর্য্যন্ত পশ্চাতে বিস্তৃত।

অক্ষিপুটের কম্পন।

অক্ষিতারকার বিস্তৃতি, তৎসহ অক্ষিগোলকের সদত সঞ্চালন।

চক্ষুর শাদা অংশ মলিন হরিদ্রাবর্ণ।

অক্ষিপুটের স্ফীতি (œdema)।

কর্ণ।—শব্দাসহ্যতা।

শ্রবণশক্তি প্রথমে বৰ্দ্ধিত, পরে হ্রাস।

কর্ণের ভিতর ভোঁ ভোঁ শব্দ।

মধ্য কর্ণের সংযোজনা।

নাসিকা।—বোধ হয় যেন নাসাপুট সবিস্তারে উন্মুক্ত ও নাসিকা শুষ্ক ঘ্রাণশক্তি বিলুপ্ত ; সন্ধ্যাকালে হাঁচি।

শুষ্ক সর্দ্দি (coryza), খোলাবায়ুতে গেলে সরস হয়।

নাসিকা হইতে পুরাতন, দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব ; নাসিকা বেদনাযুক্ত ও স্ফীত।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল :—রক্তহীন, হরিদ্রাবর্ণ, কিম্বা শীঘ্রই কটাবর্ণে পরিবর্ত্তিত ; কষ্টপ্রাপ্ত , রক্তহীন, পর্য্যায়ক্রমে লালবর্ণ।

মৌখিক মাংসপেশীর আক্ষেপিক উৎক্ষেপ।

স্থূলকায় বালকদিগের মুখমণ্ডলের শীতলতা।

দন্ত।—দন্তশূল, মাড়ী স্ফীত ও রক্ত পড়ে।

মাড়ীর উপর ছোট ছোট ফোস্কা পড়ে।

মাড়ী স্ফীতভাব, লালবর্ণ, প্রদাহিত, স্পর্শে বেদনাযুক্ত, এবং সহজেই রক্ত পড়ে।

জিহ্বা ইত্যাদি।—আস্বাদ :—লবণাক্ত ; অম্লাক্ত; জিহ্বার অগ্রভাগে মিষ্টাস্বাদ।

জিহ্বা :—শুষ্ক; পুরু ক্লেদাবৃত।

মুখমধ্য।—প্রাতঃকালে জাগিলে মুখ থুথুপূর্ণ, তৎসহ পচা আস্বাদ, জল দিয়া মুখ ধুইলেও উপশমিত হয় না।

প্রচুর, মিষ্ট লালা।

লালানিঃসরণ; আরও, পারদ ব্যবহারের পরেও।

মুখে ক্ষত (apthæ)।

মুখে ঘা, মাড়ী লালবর্ণ ও স্ফীত, দাঁত হইতে মাড়ী নামিয়া পড়ে, সহজেই রক্ত পড়ে, এবং তৎসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেয়ে রঙ্গের বেদনাযুক্ত ঘা; প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত লালা নিঃসবণ।

মুখ ও ফসেস মধ্যে পুরু, কটাবর্ণ, ক্রুপবৎ এক্সুডেশন।

১১ গলমধ্য।—মুভুলা স্ফীত ও লম্বায় বর্দ্ধিত।

জ্বালাকর বেদনা সহ গলমধ্যের প্রদাহ।

গলাধঃকরণে বাধা সহ, লেরিংক্স মধ্যে সঙ্কোচন বোধ (পূর্ণতা বা চাপ বোধ)।

গ্রীবাব গ্রন্থির স্ফীতিসহ গলমধ্যে ঘা।

অন্ননলীর প্রদাহ ও ঘা।

১২ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ, প্রতি কয়েক ঘণ্টা অন্তর আহার করিতে হয়, যদ্যপি না আহার করে তাহা হইলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও কষ্ট মনে করে।

বেশ খায় কিন্তু তথাপি কৃশ হইয়া যায়।

পর্য্যায়ক্রমে প্রচুব ক্ষুধা ও ক্ষুধা বিলুপ্ত।

অত্যন্ত তৃষ্ণা: ৪০।

১৩ পানাহার।—উপবাসে বুকের ভিতর বেদনা হয়।

আহাব: ১৬, ১৭; অজীর্ণ খাদ্য: ১৬। দুগ্ধ পান: ২০।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—হিক্কা।

অজীর্ণ খাদ্য ভক্ষণের পর বুকজ্বালা।

প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত শূন্য উদ্গাব।

জ্বালা বোধ সহ অম্ল উদ্গার।

পাকস্থলীতে আক্ষেপিক বেদনা সহ বিবমিষা।

প্রবল বমন,—বমন আহার করিলে পুনর্ব্বৃদ্ধি হয়।

বমনঃ—অত্যন্ত পেটবেদনা সহ পিত্ত বমন; দুগ্ধ বমন।

১৭ পাকস্থলী।—পাকস্থলীতে আক্ষেপিক বেদনা, ঐবেদনা আহার করিলে পুনর্ব্বৃদ্ধি হয়।

পাকস্থলী প্রদেশে স্পন্দন।

এপিগ্যাষ্ট্রিয়মের টিপিলে বেদনা বোধ।

পাকস্থলীতে সূচীবেধ বোধ, শিথিল বোধ, পরিধেয় কাপড় শিথিল করিয়া দেয়; দুগ্ধ সহ্য হয় না; প্রবল তৃষ্ণা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃৎ প্রদেশ টিপিলে বেদনাযুক্ত।

সবিরাম জ্বরের পরে প্লীহা বৃদ্ধি; বরাবর নিম্নে বাম ইলিয়াক প্রদেশ পর্য্যন্ত অনিশ্চিত বেদনা।

১৯ উদর।—উদর স্ফীত ও পূর্ণ।

উদরের বাম পার্শ্বে বায়ু আবদ্ধ।

উদরের এওর্টা ধমনীর প্রবল দপদপানি।

কুচকি গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল:—জলবৎ, সফেন, শাদা আমযুক্ত, সর্ব্বদা প্রাতঃকালে; প্রচুর, ভসকা; মলশূন্য আমযুক্ত আমাশয়ের মল; যোলবৎ, মেদযুক্ত।

কোষ্ঠবদ্ধ, পর্য্যায়ক্রমে উদরাময়।

নিস্ফল বেগ সহ কোষ্ঠবদ্ধ, দুগ্ধ পানের পর ভারবোধ।

মল কঠিন, গ্যাঁইট-বিশিষ্ট, কাল্‌চে রং।

২১ মূত্র।—বৃদ্ধদিগের মূত্রবেগ ধারণে অক্ষমতা।

মূত্র:—কাল্‌চেবর্ণ, ঘন, এমোনিয়াযুক্ত; হরিদ্রাভাযুক্ত সবুজবর্ণ, জ্বালাকর; দুগ্ধবৎ, মূত্রোপরি লালবর্ণের সর ভাসে।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—শুক্রকর্ড মধ্যে টনটনানি, বা মোচড়ানি।

অণ্ডকোষ ও প্রষ্টেট গ্রন্থির স্ফীতি ও কাঠিন্য।

দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্মসহ অণ্ডকোষের বেদনাশূন্য স্ফীতি।

২৩ স্ত্রী জননেন্দ্রিয়।—ঋতু:—কখন অতি আগাইয়া, কখন অত্যন্ত পিছাইয়া; অসময়ে, প্রবল ও প্রচুর।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, প্রত্যেক মলত্যাগের পর পুনর্ব্বৃদ্ধি হয়।

স্তনে অত্যন্ত বেদনা সহ জরায়ু হইতে রক্তস্রাব; কিম্বা, স্তন শুষ্ক হইয়া শ্লথ হইয়া পড়ে।

জরায়ু ও ডিম্বকোষদ্বয়ের কাঠিন্য ও স্ফীতি।

জননেন্দ্রিয় দিকে চাপবৎ বেদনা সহ, ডিম্বকোষদ্বয়ের শোথযুক্ত পীড়া।
দক্ষিণ ডিম্বকোষ হইতে জরায়ুর দিকে অল্প অল্প (dull) চাপবৎ, কি যেন একটা মধ্যে ঠেলিতেছে (wedge-like) এই রূপ বেদনা।
প্রদর:—জ্বালাকর, সংস্পৃষ্ট স্থানে ক্ষতকর; ঋতুর সময়ে বৃদ্ধি।
উভয় স্তনের চর্ম্মে নীলাভাযুক্ত লালবর্ণ; সুপারির আকারের গুল্মবৎ বৃদ্ধি; স্তনের অগ্রভাগে শুষ্ক, কাল কাল বিন্দু সকল।

২৪ গর্ভাবস্থা।—প্রসবান্তে (সূতিকাবস্থায়) আওডিয়মের অতি উচ্চ ক্রম ব্যতীত কখন প্রয়োগ করিবে না।

২৫ লেরিংক্স।—সমস্ত দিন স্থায়ী স্বরভঙ্গতা, গয়ার অল্প অল্প ও চট্‌চটে, সর্ব্বদা গলা খাঁকির দেওয়া।
টাটানি ও স্বরভঙ্গতা সহ লেরিংক্স স্থানে কসিয়া ধরা ও সঙ্কোচন বোধ।
■ গ্লটিস স্ফীতি (এই রোগে আওডিয়মের বাস্পাঘ্রাণ ব্যবহৃত হয়)।
মেম্ব্রেনাস ক্রুপ, তৎসহ সাঁই সাঁই ও করাতকরার ন্যায় শ্বাসক্রিয়া, শুষ্ক কাসী, বিশেষতঃ যে শিশুদিগের কাল চক্ষু ও কাল কেশ আছে। শিশু হাত দিয়া গলা চাপিয়া ধরে, বড় বড় শক্ত শক্ত দলা দলা শ্লেষ্মা তুলে (চট্‌চটে নহে); জ্বর।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাস অল্পতা, উপর তলায় উঠিতে গেলে হৃৎকম্পন ও দুর্ব্বলতা।

২৭ কাসী।—লেরিংক্সে শুড়শুড়ি বশতঃ শুষ্ক প্রাতঃকালিক কাসী।
বক্ষঃস্থলে সূচীবেধ ও জ্বালা সহ শুষ্ক কাসী।
অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা গয়ার উঠা সহ কাসী, গয়ার রক্তের দাগযুক্ত।
গয়ার:—লবণাক্ত; অম্লাক্ত; ধূসরবর্ণ বা শাদা।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—বক্ষাভ্যন্তরে দুর্ব্বলতা বোধ।
প্রবল, দ্রুত, বিদ্ধকারী বেদনা।
ব্রংকিয়াল (শ্বাসনলী ভুজ সম্বন্ধীয়) ও পলমনারি (ফুস্‌ফুসীয়) রক্তাধিক্যতা ও রক্তস্রাবের প্রবণতা বা সম্ভাবনা।
■ হিপাটিজেশন (অর্থাৎ ফুস্‌ফুসের যকৃতের গঠনের ন্যায় কঠিনাবস্থা প্রাপ্তি), দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের উপর ভাগে বেশী; প্রবল জ্বর, অস্থিরতা,

তৃষ্ণা; স্পৃহাশূন্যতা। দ্রুত হিপাটিজেশন; বুকের উপর দিয়া কসিয়া ধরা বোধ।

২০ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—প্রবল হৃৎকম্পন, অতি সামান্য মাত্র পরিশ্রমে বৃদ্ধি।

বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড সজোরে পিষ্ট হইয়াছে।

হৃৎপিণ্ড অনিয়মিত রূপে কাজ করে, তৎসঙ্গে কঠিন, পূর্ণ নাড়ী; কিম্বা, নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল।

হৃৎপিণ্ড প্রদেশ সদত ভারযুক্ত; কষ্টকর বেদনা।

নাড়ীঃ—বৃহৎ, কঠিন ও দ্রুত, তৎসহ রক্তবহানাড়ী মধ্যে রক্তের প্রাবল্য ও স্পন্দন; দ্রুত, কিন্তু দুর্ব্বল ও সূত্রবৎ নাড়ী; অতি সামান্য মাত্র পরিশ্রমে নাড়ী দ্রুত হয়।

২১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—সুস্পষ্ট কাঠিন্য সহ গলগণ্ড।

গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি ও কাঠিন্য।

মেরুদণ্ড সম্বন্ধীয় পীড়া।

২২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—প্রাতঃকালে, শয্যায় শয়ন কালে, বাহুদ্বয়ের পরিশ্রান্তি বোধ, যেন পক্ষাঘাত হইয়াছে।

প্রসারণকারী মাংসপেশী সমূহের (extensors) বেদনাযুক্ত দুর্ব্বলতা, বাম কনুইতে বেদনা।

হস্ত পদাদির শীতলতা।

অঙ্গুলিগুলি শিথিল ও অবশ।

২৩ নিম্নাঙ্গ।—প্রদাহ, খোঁচাবেধ ও জ্বালা সহ জানুর উত্তপ্ত, উজ্জ্বল লাল-বর্ণ স্ফীতি; স্পর্শ বা চাপ দিলে বৃদ্ধি।

প্রবল চুলকানি আঘাত, বিশেষতঃ জানুর চতুর্দ্দিকে; বিশেষতঃ বাম জানুর বাহিরের দিকে।

পায়ের (feet) ফুলা।

পায়ের (foot) জ্বালাকর, ক্ষতকারী ঘর্ম্ম।

বেদনাযুক্ত ঘাঁটা (corns)।

২৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—হস্তপদাদির মাংসপেশীর হঠাৎ উৎক্ষেপ।

পুরাতন গেঁটে বাতের পীড়া, তৎসহ সন্ধিসমূহে রাত্রিকালিক প্রবল বেদনা, ফুলা থাকে না।

৩৫ *অবস্থিতি, ইত্যাদি।*—*গতি: ১, ৩। উপবেশন: ২। উঠার পর:* ২। শয়নে: ২, ৩২। ভ্রমণ: ৩। পরিশ্রম: ২, ২৯। উপরে আরোহন: ২৬।

৩৬ স্নায়ুসকল।—মাংসপেশী সমূহের উৎক্ষেপ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির অথবা সর্ব্বশরীরের কম্পন।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; ঘর্ম্ম হয়, এমন কি কথা কহিতে।

সত্বর শক্তির হ্রাস।

৩৭ নিদ্রা।—মধ্যরাত্রির পরে অনিদ্রা।

সুস্পষ্ট অথবা উদ্বেগপূর্ণ স্বপ্ন সহ অস্থির নিদ্রা।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ১২, ২০, ২৭, ৩২, ৪০। সন্ধ্যাকাল: ৭। রাত্রি: ৩৪, ৪০, ৪৪। মধ্যরাত্রির পরে: ৩৭। দিবা রাত্রি: ১। দিবস: ১৬, ২৫।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণবায়ু: ৩। উষ্ণগৃহ: ৪০। খোলাবায়ু: ৭।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সমস্ত রাত্রি শীতল পা।

কম্প সহ শীত, উষ্ণ গৃহেও।

শীত, প্রায়ই উত্তাপের সহিত পর্য্যায়ক্রমে।

সমস্ত দেহে উত্তাপের বেগ (flashes of heat)।

আভ্যন্তরিক উত্তাপ, তৎসঙ্গে চর্ম্মের শীতলতা।

■ সুস্পষ্ট জ্বর, অস্থিরতা, তৃষ্ণা, দপ্‌দপানি মাথাধরা, লালবর্ণ গাল; মন স্পৃহাশূন্য। *ফুস্‌ফুস প্রদাহ, ক্রুপ, ইত্যাদি।

প্রচুর রাত্রিকালিক ঘর্ম্ম।

অত্যন্ত তৃষ্ণা সহ, শেষ রাত্রিতে দুর্ব্বলকারী, অম্লগন্ধবিশিষ্ট ঘর্ম্ম।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৫, ১৮, ২৩। বাম: ২, ৩, ১৮, ১৯, ৩২, ৩৩

দক্ষিণ হইতে বাম পার্শ্ব: ২৩।

৪৪ তন্তুসকল।—গ্রন্থিসমূহের স্ফীতি ও কাঠিন্য।

■ প্লাষ্টিক এক্স্যুডেশন।

রাত্রিকালিক অস্থি-বেদনা।

ইফুশান ও সাধারণ শীর্ণতা সহ, সন্ধিসমূহের বাতের বেদনা।

শীর্ণতা।

২৫ *সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ :* ১৩, ৩৩। *চাপ :* ১৮, ৩৩।
শকটারোহণ : ৩।

সমগ্র শরীরে প্রবল স্পন্দন; যন্ত্রণা ও শ্বাসকৃচ্ছ্রতা; মস্তিষ্কের চাপ প্রাপ্তি।

২৬ চর্ম্ম।—কর্কশ, শুষ্ক চর্ম্ম। মলিন হরিদ্রাবর্ণ, চট্‌চটে (clammy) সবস চর্ম্ম।

ঘা বা ক্ষতের পুরাতন দাগ চুলকায়, পুনরায় ঘা হয়, কিম্বা তাহার উপর ফুস্কুড়ি ফুটিয়া উঠে।

নোড্‌স (গুল্ম)।

২৭ অবস্থা।—কাল কেশ ও চক্ষু।

অতিবৃদ্ধিপ্রাপ্ত বালকগণ; দুর্ব্বল বক্ষঃস্থল।

স্ক্রফুলাদূষিত ধাতু।

বৃদ্ধদিগের।

২৮ সম্বন্ধ।—আর্স, মার্ক, ক্যালকে কিম্বা আর্জে-নাইট্রি জনিত রোগ সমূহে আওডিয়ম প্রায়ই উপযোগী।

মার্কুরিয়সেব পর আওডিয়ম এবং আওডিয়মের পরে কালি-বাইক্রমিকম (ক্রুপরোগে) ফলপ্রদ।

আওডিয়ম ও লাইকোপোডিয়ম পরস্পর কার্য্যাবশেষপূরক।

আওডিয়মের প্রতিবিষ :—অধিক মাত্রায় খাইলে শ্বেতসার বা ময়দা জলে গুলিয়া; অল্প মাত্রায়, এণ্টিম-টার্ট, আর্স, বেল, ক্যাম্ফ, চিনি-সলফ, চায়, কফি, হেপার, ওপি, ফস্ফ, স্পঞ্জি, সলফ।

আবসিন্থিয়াম।

পরীক্ষক :—গ্যাচেল।

১ মন।—এপিলেপটিক (মৃগী) ফিটের পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা ভুলিয়া যায়; পশুবৎ উন্মত্ত।

ভীতিজনক বিভীষিকা।

তামসী নিদ্রা (stupor), পর্য্যায়ক্রমে বিপদজনক বল প্রকাশ।

২ চৈতন্য।—মদিরা পানে মত্ততার ন্যায়।

উঠিলে মাথাঘোরা; ক্ষণিক অচৈতন্যতা; *এপিলেপটিক (মৃগীর) আক্ষেপের সহিত অজ্ঞান।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জায় রক্তাধিক্য।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তক নীচ করিয়া শয়ন করিতে হয়।

টাক ও মস্তকে দাদ।

৫ চক্ষু।—দৃষ্টি অপরিষ্কার।

অক্ষিগোলকে বেদনা।

চক্ষু লালবর্ণ, অশ্রুবারি পূর্ণ।

অক্ষিপুট স্ফীত, ভারী, চুলকায়।

৬ কর্ণ।—▮ কর্ণ হইতে স্রাব। * মাথাধরার পরে।

৮ মুখমণ্ডল।—বোকার ন্যায় চেহারা।

এপিলেপসি (মৃগী) রোগে মুখভঙ্গি করে।

মুখমণ্ডলে রক্তধাবন।

৯ নিম্নমুখ।—চোয়াল সজোরে আবদ্ধ।

এপিলেপসি (মৃগী) রোগে মুখ দিয়া ফেনা উঠে।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—এপিলেপসি (মৃগী) রোগে তাহার (পুং) জিহ্বা দংশন করে; জিহ্বা পুরু, বাহির হইয়া পড়ে, কথা কহিতে পারে না।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্য যেন ঝলসিয়া গিয়াছে (scalded); প্রদাহিত।

১৫ আহার।—আহার করিলে উদরে তাহা ভারী হইয়া থাকে; বোধ হয় যেন তাহার অধিকাংশ জীর্ণ হইবে না।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার; প্রাতঃকালে বিবমিষা ও বমন।

বিবমিষা বাহ্যিক বোধ হয় পিত্তস্থলী প্রদেশে।

১৭ পাকস্থলী।—শীতল ও কষ্ট বোধ করে।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত বোধ হয় যেন স্ফীত, ৪০ দেখ।

পিত্তস্থলী, ১৬ দেখ।

প্লীহায় বেদনা, বোধ হয় যেন স্ফীত হইয়াছে।

উদর।—*কোমরের চতুর্দ্দিকে ও উদরে স্ফীতভাব।*

বায়ুসঞ্চয় হেতু স্ফীতভাব।

২০ মল, ইত্যাদি।—কোষ্ঠবদ্ধ এবং অর্শ।

ক্রিমি নাশ করে।

২১ মূত্র।—সদত প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা।

মূত্র গভীর হরিদ্রাবর্ণ, তীব্র গন্ধ বিশিষ্ট, যেন ঘোড়ার মূত্রের ন্যায়।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—শিথিল অংশের সহিত শুক্র নিঃসরণ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—দক্ষিণ ডিম্বকোষে চিড়িকমারা বেদনা।

জরায়ুতে বেদনা।

ঋতুস্রাব খোলসা করে।

■ স্ত্রীদিগের পাণ্ডুরোগ (chlorosis)।

২৭ কাসী।—যকৃত পীড়া সহ কাসী।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের কম্পন, পৃষ্ঠের দিকে অনুভূত হয়।

হৃৎপিণ্ড সজোরে আঘাত করে, স্কাপুলার (স্কন্ধ) প্রদেশে শ্রুত হয়।

৩১ পৃষ্ঠদেশ।—সেক্রমে বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধে বেদনা।

হস্ত পদাদির কম্পন।

নিম্নাঙ্গ।—■ ঘোটক সকল পশ্চাৎ পা দিয়া পেটের দিকে লাথি মারে।

*ক্রিমি (ascarides)।

সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—মৃগীরোগে হাত পা ছোড়া।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে বেদনা; অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ফুলে।

অবস্থিতি, ইত্যাদি।—উঠিলে, ২ দেখ।

নীচ হইয়া শুইলে, ৪ দেখ।

আক্ষেপে পশ্চাৎ দিকে বক্র হয়।

স্নায়ু।—মৃগী রোগ; আক্রমণের পুর্ব্বে :—কম্পন; আক্রমণকালে :—
অচৈতন্যতা, পড়িয়া যায়, ৮, ৯, ১১, ৩৪ দেখ; আক্রমণের
পরে :— অসাড়, দুর্ব্বল, এমন কি সাধারণ পক্ষাঘাত।

পুনঃ পুনঃ মৃগী রোগের আক্রমণ।

পশ্চাৎ দিকে বক্রতা, দন্তসংঘর্ষণ, তৎপরে নিদ্রা (stupor)।

৩৭ নিদ্রা।—রাত্রিতে অস্থির ; বিরক্তিকর স্বপ্ন।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ১৬ ; রাত্রি : ৩৭।

৪০ শীত, জ্বর ঘর্ম্ম,।—শীত, উত্তাপ (নিদ্রা সহ), পরে ঘর্ম্ম ; সকল অবস্থাতেই তৃষ্ণা।

শরৎকালে জ্বর, তৎসহ যকৃত ও প্লীহা স্ফীত।

৪১ আক্রমণ।—আক্রমণ সকল আগাইয়া আইসে।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ২৩।

৪৪ তন্তু সকল।—মস্তিষ্ক, মেডলা, মেরুমজ্জার রক্তাধিক্য।

পাকস্থলী, এণ্ডোকার্ডিয়ম ও পেরিকার্ডিয়ম মধ্যে কালশিরা-বৎ জাত-বিবর্ণ (ecchymosis)।

■ আভ্যন্তরিক যন্ত্র সমূহের পক্ষাঘাত।

৪৬ চর্ম্ম।—কামলার ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ।

৪৭ অবস্থা।—যুবা ব্যক্তিগণ।

৪৮ সম্বন্ধ।—সমগুণবিশিষ্ট :—আর্টেমি-ভল্‌গা, এব্রো।

সহপ্রযুজ্য :—এল্কোহল, বেলেড, ক্যাম, হায়োসা, ষ্ট্রামো।

ইহার অপব্যবহার-জনিত স্থায়ী ফল মদ্যপান, অহিফেন সেবন বা ধূমপান অপেক্ষাও অধিকতর মন্দ।

আব্রোটেনাম।

পরীক্ষক:—ডেভেণ্টার। গ্যাচেল। কুসিং।

১ মন।—দুর্ব্বল. অলস।

আলস্য, শারীরিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা।

প্রফুল্লচিত্ত কিম্বা বিষণ্ণ।

■ উদ্বিগ্ন, ভগ্নোদ্যম (depressed)। *পাকস্থলী-শূল।

▌ *শিশু অত্যন্ত খিট্‌খিটে, উদ্যমশূন্য। * দেহের শুষ্কতা (marasmus)।*

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—বাম মস্তিষ্ক দুর্ব্বল অনুভূত হয়।
যেন রগের দিকে পিষ্ট হইতেছে।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তক উচ্চ করিয়া তুলিতে পারে না।
মস্তকত্বক্ বেদনাযুক্ত; চুলকানি।
কপালে শিরাসকল স্ফীত। ২৯ দেখ।

৫ চক্ষু।—▌ চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীল বর্ণের মণ্ডলাকৃতি দাগ; চক্ষু অলস দেখায়। *ক্লোরোসিস।
প্রদাহিত চক্ষু।

৬ কর্ণ।—যেন মৌমাছি গুন্ গুন্ করিতেছে; দক্ষিণ কর্ণ হইতে বায়ু সজোরে বাহির হয়।

৭ নাসিকা।—আভ্যন্তরিক নাসিকা শুষ্ক।
▌ বালকদিগের নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

৮ মুখমণ্ডল।—বৃদ্ধদিগের ন্যায় মুখমণ্ডল কুঞ্চিত। * দেহের শুষ্কতা প্রাপ্তি (marasmus)।
মুখমণ্ডল শীতল অনুভূত হয়।

১০ দন্ত।—বিনষ্ট দন্তে টানিয়া ধরা, ছিঁড়িয়া পড়া।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—অম্ল আস্বাদ।
▌ পিচ্ছিল আস্বাদ। * পাকস্থলীশূল।

১২ মুখমধ্য।—শুষ্ক ও টাটানি; লালা বর্দ্ধিত।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—কষ্টদায়ক ক্ষুধা; ▌ অত্যন্ত ক্ষুধা, কিন্তু তথাপি শীর্ণ হইয়া যায়।
দুগ্ধে সিদ্ধ রুটী খাইতে চায়।

১৭ পাকস্থলী।—জ্বালা যেমন অম্ল হইতে হয়।
▌ শীতলতা সহ, বোধ হয় যেন পাকস্থলী ঝুলিতেছে অথবা জলে ভাসিতেছে। * পাকস্থলীশূল।
▌ কর্ত্তনবৎ, খাম্‌চান, জ্বালাজনক বেদনা. রাত্রিতে বৃদ্ধি। * পাকস্থলীশূল।

১৯ উদর।— ■ স্ফীত উদর। *অর্শযুক্ত পেটবেদনা। *ক্লোরোসিস। *দেহের শুষ্কতা প্রাপ্তি (marasmus)।

■ উদরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শক্ত শক্ত পদার্থ। *দেহের শুষ্কতা প্রাপ্তি (marasmus)।

২০ মল, ইত্যাদি।—খাদ্য অজীর্ণ নির্গত। * দেহের শুষ্কতা প্রাপ্তি।

■ হঠাৎ উদরাময় বন্ধ হওয়ার পরে। * বাত।

■ পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ। * দেহের শুষ্কতা প্রাপ্তি।

■ কোষ্ঠবদ্ধ। পাকাশয় শূল।

■ স্পর্শ হইতে অথবা মলত্যাগ কালে জ্বালা সহ, বহির্গামী অর্শ।

বাত কমিলে অর্শ বৃদ্ধি হয়।

মলত্যাগের ইচ্ছা কিন্তু কেবল রক্ত নির্গত হয়।

২১ মূত্র।—মূত্রস্থলী পূর্ণ, মূত্র বেগ; অল্প মূত্র।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—■ শিশুদিগের হাইড্রোসিল (জলদোষ)।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বাম ডিম্বকোষে চিড়িকমারা; উভয় ডিম্বকোষে উৎক্ষেপ।

ঋতুশূল (বা কষ্টরজঃ) কিম্বা ঋতু রুদ্ধ।

২৪ গর্ভাবস্থা।—■ নবজাত শিশুর নাভি হইতে রক্ত ও রস বহির্গত হয়।

২৫ লেরিংক্স।—হঠাৎ স্বরভঙ্গতা কিম্বা দুর্ব্বল স্বর।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত, কষ্টকৃত।

২৭ কাসী।—কষ্টকর কাসী। * বাত।

২৮ ফুস্‌ফুস।—শীতল বায়ুতে ক্ষতবৎ বেদনা (raw) বোধ হয়।

■ রোগাক্রান্ত পার্শ্বে চাপ বোধ থাকিয়া যায়, তাহাতে স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার বাধা দেয়। * প্লুরিসি।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—■ বক্ষস্থলের উপর দিয়া বেদনা, ঐ বেদনা হৃৎপিণ্ড প্রদেশে তীক্ষ্ণ ও তীব্র। * বাত।

■ নাড়ী দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র। * ক্লোরোসিস।

■ সর্ব্বাঙ্গে উত্তাপ সহ রক্তাবেগ, এবং কপাল ও হস্তদ্বয়ে শিরাসকল স্ফীত। অর্শযুক্ত পেটবেদনা।

৩০ বহির্বক্ষ।—মাংসপেশীতে টানিয়া ধরা, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

৩১ পৃষ্ঠদেশ।—ডিম্বকোষের বেদনা সহ পৃষ্ঠদেশ দুর্ব্বল।

সেক্রমে বেদনা। * অর্শযুক্ত পেটবেদনা।

হঠাৎ পৃষ্ঠমজ্জায় প্রদাহ; পৃষ্ঠদেশে হঠাৎ কামড়ানি বেদনা, সঞ্চালনে উপশম, ৩৬।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধসন্ধি হইতে কনুই পর্য্যন্ত কামড়ানি, অঙ্গুলি মধ্যে কামড়ানি, প্রথমে দক্ষিণ পরে বাম পার্শ্বে।

অঙ্গুলির অগ্রভাগে কাঁটা বেঁধা (pricking) ও শীতলতা।

অঙ্গুলিতে অসাড় বোধ।

স্ফীত শিরা, ২৯।

▮ পদদ্বয় শীর্ণ। * দেহের শুষ্কতা প্রাপ্তি।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পায়ের পুরাতন ঘায়ে সূচীভেদ, ছিড়িয়া পড়া, চুলকানি বোধ।

গুল্ফ সন্ধিতে টানিয়া ধরা।

মৃতবৎ শীতল পদদ্বয়।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—▮ নড়িতে অক্ষম। * বাত।

পৃষ্ঠদেশ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বেদনা ও খঞ্জ বোধ, প্রাতঃকালে জাগিলে বৃদ্ধি।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—হেলান দিয়া শুইয়া থাকে।

সঞ্চালন, ২৮, ৩০, ৩১ দেখ।

৩৬ স্নায়ু।—যখন উত্তেজিত হইয়া কম্পিত হয়, তখন দুর্ব্বল ও গা ঝমিঝমি বোধ।

▮ খঞ্জ ও বেদনা বোধ। * বাত।

▮ বহুব্যাপক সর্দ্দির (influenza) পরে দুর্ব্বল ও শয্যাশায়ী বোধ, ৪ দেখ।

অসাড়তা, আংশিক পক্ষাঘাত, পৃষ্ঠমজ্জা আক্রান্ত।

৩৭ নিদ্রা।—▮ নিদ্রাহীন, অস্থির। * অর্শযুক্ত পেটবেদনা।

ভয়াবহ স্বপ্ন এবং জাগিলে কম্পন।

৩৮ সময়।—রাত্রি, ১৭ দেখ। প্রাতঃকাল, ৩১।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—শীতল বায়ু, ২৮ দেখ।

■ নীহারস্ফোটক চুলকায়; শীতার্ত্ত (frost-bitten) অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—খোঁচাবেধা সহ মস্তিষ্কে শীত বহিয়া উঠে।

■ প্রবল জ্বর। * বাত।

■ বহুব্যাপক সর্দ্দির (influenza) পরে শীতশীত বোধ সহ বিলেপী (hectic) জ্বর, অত্যন্ত দুর্ব্বলকারী। * দেহের শুষ্কতা প্রাপ্তি।

৪১ আক্রমণ।—হঠাৎ স্বরভঙ্গতা, ২৫ দেখ।

৪২ পার্শ্ব।—বাম, ৩, ২৩ দেখ।

দক্ষিণ হইতে বাম, ৩২।

৪৩ অনুভব।—কামড়ানি; শীতলতা; মৃতবৎ; খোঁচাবেঁধা; হুলবেধ বোধ; চুলকানি; চর্ব্বণবৎ; টানিয়া ধরা; চিড়িকমারা; ছিঁড়িয়া পড়া; কর্ত্তনবৎ; শল্যবিদ্ধবৎ; চাঁচিয়া তোলা; চাপ বোধ; টাটানি; ক্ষতবৎ বোধ; শুষ্কতা; জ্বালা; ঝুলিতেছে বা ভাসিতেছে বোধ।

৪৪ তন্তু।—মণিবন্ধ ও গুল্‌ফসন্ধিতে বাতরক্ত (gout)।

■ পাকাশয়শূল রুদ্ধ হওয়ার পরে।

খোঁচাবেধা সহ সন্ধি সকল কঠিন,—টাটানিযুক্ত খঞ্জ সন্ধিসকল, জাগিলে বৃদ্ধি।

খিলধরা অথবা পেটে বেদনাবশতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সঙ্কোচন।

■ স্ফীতির পূর্ব্বে প্রদাহযুক্ত বাত।

■ ক্লোরোসিস।

■ শিশুদিগের দেহের শুষ্কতা প্রাপ্তি (marasmus)।

শীর্ণতা, ৮, ১৪ দেখ।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ হইতে বৃদ্ধি, ২০।

৪৬ চর্ম্ম।—■ চর্ম্ম শিথিল, ঝুলিয়া পড়ে। *দেহের শুষ্কতা প্রাপ্তি।

■ ফারাঙ্কুলাস; হেপার সলফারের পরে।

৪৭ অবস্থা।—শিশুগণ: শীর্ণতা।

বালকগণ : *নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। * হাইড্রোসিল।
নবজাত শিশু, ৩৪।

সম্বন্ধ।—একোনাইট ও ব্রাইওনিয়ার পরে, প্লুরিসি রোগে, ২৮ দেখ।
হেপার-সলফারের পরে, ৪৬ দেখ।
সহ প্রযুজ্য :—নক্সভমিকা, এগারিকাস।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম।

পরীক্ষক:—জে, ও, মুয়েলার।

মন।—চৈতন্য বিলুপ্ত; ভ্রমি বোধ।

■ স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হয়; প্রায়ই ঠিক কথাটী স্মরণ করিয়া উঠিতে পারে না, তজ্জন্য কথা কহিতে গেলে বাধিয়া বাধিয়া যায়; আলোক ও কথাবার্ত্তা ত্যাগ করিয়া চক্ষুমুদিত করিয়া থাকে।

দুর্ব্বলতা।

সময় অতি ধীরে ধীরে যাইতেছে বোধ।

মাথার ভিতর যেন কিছু প্রবেশ করে না (dulness of the head), মনের মধ্যে সমস্ত গোলমাল; মাথাঘোরা; পার্শ্বে টলিয়া পড়ার সম্ভাবনা, আত্মহত্যার চিন্তা করে।

■ খামখেয়ালি (inpulsive), অবশ্য দ্রুত হাঁটিবে; পুনঃ পুনঃ উদ্বেগ; কার্য্যে অনাস্থা, কাজ করিবার ইচ্ছা একবারে বিরহিত হয়; বিষাদযুক্ত, মনে মনে করে যে সে (পুং) তাহার পরিবারবর্গ কর্ত্তৃক ঘৃণিত, মনে করে যে তাহার সমস্ত কার্য্যই বিফল হইবে।

কম কথা কহে; বিমর্ষ; নিস্তব্ধ (বাক্যশূন্য), তৎসহ মস্তকে যেন কিছুই প্রবেশ করে না এবং সমগ্র শরীরে স্পন্দন।

■ অত্যন্ত ভগ্নোদ্যমের সহিত, বোধ করে যেন তাহার উপর এক খণ্ড মেঘ ঝুলিতেছে; প্রায়ই তৎসহ দীর্ঘনিশ্বাসের ন্যায় শ্বাসক্রিয়া থাকে, আবদ্ধ গৃহে বৃদ্ধি।

সহজেই ভয়প্রাপ্ত হয়; ভয় করে যে রোগ সাংঘাতিকে পরিণত হইবে; ক্রন্দনেচ্ছা।

সহজেই রাগিয়া উঠে; তাহা হইতে কাসী এবং বক্ষঃস্থলে সূচীবেধ বোধ।

মনসংযোগ করিয়া চিন্তা করিলে মাথাধরা বৃদ্ধি হয় এবং দৃষ্টির হ্রাস উৎপন্ন করে।

হৃদস্পন্দন মনোযোগ দিয়া লক্ষ্য করিতে গেলে হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি হয়। ৩৬ দেখ।

গির্জা অথবা অপেরায় যাইতে প্রস্তুত হইলে আশঙ্কা, ইহাতে উদরাময় উৎপাদন করে।

চৈতন্য।—মাথাঘোরা:—চক্ষু মুদিয়া হাঁটিতে গেলে, তাহাতে সে ভয় পায়।

অন্ধকারে হাঁটিতে গেলে টলিয়া টলিয়া পড়ে, কোন জিনিষ হাত দিয়া চাপিয়া ধরিতে হয়; ▮ কাণে ভন্ ভন্ শব্দ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সাধারণ দুর্ব্বলতা ও কম্পন; মাথাঘোরা এবং সম্পূর্ণ কিন্তু ক্ষণস্থায়ী অন্ধতা; মৃগীরোগ।

নিদ্রালু, অক্ষিতারকা বিস্তৃত। * হাইড্রোকেফালইড।

মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তক ও মুখমণ্ডলে রক্তাধিক্য।

রক্তধাবন, ক্যারটিড ধমনীর দপ্দপানি, মস্তক অতিবর্দ্ধিত বোধ হয়; কসিয়া বান্ধিয়া রাখিলে উপশমিত হয়।

বাম ফ্রুটাল এমিনেন্সে (অর্থাৎ কপালের উন্নত স্থানে) প্রেকবিদ্ধ-বৎ বেদনা, রাত্রিতে উষ্ণ শয্যায় বর্দ্ধিত হয়।

কখন কখন মস্তক-মধ্যস্থলে (vertex) চাপবৎ বেদনা, কখন কখন বা বাম ফ্রণ্টাল অস্থিতে (অর্থাৎ কপালের বাম দিকে), চাপ দিলে অথবা কসিয়া বান্ধিয়া দিলে উপশমিত হয়; দুর্ব্বলকারী মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয়; সেই সময়ে পড়িতে গেলে অক্ষর সকল যেন গায়ে গায়ে জড়াইয়া গিয়াছে বোধ হয়।

চক্ষুর উপরাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া, উপরে করোনাল সুচার পর্য্যন্ত বিস্তৃত, কপালে ভয়ানক চাপবোধ; প্রাতঃকালে।

অৰ্দ্ধশিরঃশূল ; কোন ফ্রণ্টাল এমিনেন্স (কপালের উন্নত স্থান), রগ কিম্বা মুখমণ্ডলের অস্থিমধ্যে চাপবৎ, স্ক্রু বিদ্ধবৎ, দপ্‌দপানি বেদনা। বেদনার চরম সীমায়, সর্ব্ব শরীরের কম্পন, প্রবল বিবমিষা, ঐ বিবমিষা জলবৎ, পৈত্তিক বমনে পর্য্যবসিত হয় ; চৈতন্যহীন হইয়া শুইয়া থাকে, চক্ষু মুদিত, আলোক ও কথাবার্ত্তা ত্যাগ করে।

মস্তিষ্কের দক্ষিণার্দ্ধে খননবৎ বেদনা।

মস্তিষ্কের বামার্দ্ধ মধ্যে, অক্সিপট অস্থি হইতে ফ্রণ্টাল এমিনেন্স পর্য্যন্ত, খননবৎ, কর্ত্তনবৎ সঞ্চালন, ঐ সঞ্চালন বোধ পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করে, দ্রুত বর্দ্ধিত ও দ্রুত হ্রাস হয়।

বহির্মস্তক।—প্রায় সর্ব্বদা কপাল, মস্তকের শীর্ষস্থান, রগ ও মুখমণ্ডলে ছিদ্রকরার ন্যায়, কর্ত্তনবৎ বেদনা।

মস্তক অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত বোধ হয়।

চুলকানি, কীটচারণার ন্যায় অনুভব ; কেশের মূলসকল উপরের দিকে আকৃষ্টবৎ অনুভব ; তাঁহার (স্ত্রীং) সর্ব্বদা চুলকাইতে হয়।

অক্সিপটে হার্পেটিক (দদ্রুবৎ) উদ্ভেদ।

মস্তকচর্ম্মে জ্বালা, ঐ চর্ম্ম বোধ হয় যেন সজোরে টানিয়া ধরা হইয়াছে ; চক্ষুতে শীতলতা অনুভব।

চক্ষু।—দূরদৃষ্টি (farsighted)।

ধূসরবর্ণ দাগ সকল এবং সর্পবৎ পদার্থ সকল তাহার সম্মুখে নড়িয়া বেড়ায়।

অক্ষর সকল অস্পষ্ট হইয়া যায় ; পরস্পর জড়াইয়া যায়। ৩ দেখ।

আলোকাসহ্যতা, চক্ষু শ্লেষ্মায় (পিচুটিতে) পরিপূর্ণ।

আলোকাসহ্যতা ও দুর্ব্বলদৃষ্টি, তজ্জন্য তিনি (পুং) লিখিতে পারেন না।

আর দেখিতে পান না, তাঁহার (পুং) সদত চক্ষুর শ্লেষ্মা (পিচুটি) মুছিয়া ফেলিতে হয়।

অক্ষিমুকুরের রিফ্রাকশান দোষে একোমোডেশনের পক্ষাঘাত, চশমায় কোন উপকার হয় না।

চক্ষু লালবর্ণ, আলোক পরিবর্জ্জন করে, সেলাই করিবার সময়ে এক দৃষ্টিতে কাজ কঃ পর ; উষ্ণগৃহে বৃদ্ধি, খোলা বায়ুতে উপশম।

চক্ষুর আভ্যন্তরিক কোণের দিকে কঞ্জংক্টাইভা লালবর্ণ ও স্ফীত, টেরিজিয়েমের ন্যায়।

চক্ষুকোণ রক্তবৎ লালবর্ণ, ক্যারানকুলা স্ফীত, বোধ হয় যেন খানিকটা লালবর্ণ মাংস রহিয়াছে; চক্ষুর আভ্যন্তরিক কোণ হইতে কর্ণিয়া পর্য্যন্ত অতি রক্তবর্ণ ধমনীগুচ্ছ সকল বিস্তৃত।

। কর্ণিয়া অসচ্ছ; নবজাত শিশুর কর্ণিয়া ক্ষত; অক্ষিপুট ·–, প্রচুর পূয়স্রাব।

অক্ষিগোলক ও অক্ষিপুটের কঞ্জংক্টাইভা অত্যন্ত রক্তপূর্ণ; । অক্ষিপুটে উজ্জ্বল লালবর্ণ মাংসবৃদ্ধি; অক্ষিপুট স্ফীত, ঘন পুজস্রাব হয়।

অক্ষিপুটের স্ফীতি এবং পূর্ণতা, শুষ্কতা ও উত্তাপ বোধ, বিশেষতঃ অক্ষিগোলক সঞ্চালন করিতে গেলে, অক্ষিগোলক স্পর্শে বেদনা বোধ; অর্জ্জুনরোগ (কিমোসিস); চক্ষু হইতে অক্ষতকারী অশ্রুস্রাব।

অক্ষিপুট মামরিযুক্ত, স্ফীত, পুরু।

। অগ্নির নিকটে থাকিয়া অক্ষিপুট প্রদাহ; শীতল বায়ু ও শীতল প্রক্ষেপে উপশম। * একৃট্রোপিয়ন।

কর্ণ।—অল্প শ্রবণশক্তি; টাইফাস রোগে সম্পূর্ণ বধিরতা।

কর্ণে ঠুন্ ঠুন্ শব্দ; শোঁ শোঁ শব্দ ও অবরোধ বোধ, বাম কর্ণে অল্প শ্রবণশক্তি।

দক্ষিণ হইতে বাম কর্ণে সূচীবেধ বোধ, তৎসহ মস্তকে রক্তাধিক্য।

কর্ণে পূর্ণতা ও ঠুন্ ঠুন্ শব্দ। * মেনিঞ্জাইটিস।

কর্ণে ছিঁড়িয়া যাওয়া বোধ।

নাসিকা।—আঘ্রাণশক্তি হ্রাস।

নাসিকাতে পুজের ন্যায় গন্ধ বোধ হয়; নেরিস মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত।

রক্ত জমাট সহ, শাদাটে পূয়স্রাব।

কোরাইজা (সর্দ্দি), তৎসহ চক্ষুর উপরাংশে বুদ্ধিলোপকারী মাথাধরা, শুইয়া পড়িতে হয়; হাঁছি, শীত, অশ্রুস্রাব, রুগ্ন চেহারা।

নাসিকায় প্রবল চুলকানি।

৮ মুখমণ্ডল।—অন্তঃপ্রবিষ্ট মুখমণ্ডল, পাণ্ডুর, নীলাভ; সীসবর্ণ; ▌ বৃদ্ধবৎ চেহারা, ভস্মবর্ণ; ▌ পীতবর্ণ, মলিন চেহারা।

গণ্ডের এক এক স্থানে চক্রাকার লালবর্ণ।

অত্যন্ত উত্তাপ ও জ্বালাসহ, বামপার্শ্ব স্ফীত; ঠোঁট অত্যন্ত স্ফীত।

মুখমণ্ডলে বেদনার আক্রমণের সময়ে অম্ল আস্বাদ।

বামপার্শ্বের ইনফ্রা-অর্বিটাল স্নায়ুশূল।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—ওষ্ঠের লালবর্ণ সীমায় কঠিন, পাণ্ডুর দাগ, স্পর্শে বেদনা।

ঠোঁট:—কথা কহিতে গেলে কাঁপে; ঠোঁট ও হস্তের অঙ্গুলির নখ সকল নীলবর্ণ।

১০ দন্ত।—শীতল জলে চৈতন্যাধিক্যতা (স্পর্শানুভাবকতা); কৃষ্ণবর্ণ।

মাড়ীতে বেদনা-ভাব, সহজেই রক্ত পড়ে; বেদনাযুক্ত কিম্বা স্ফীত নহে।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—ঈষৎ মিষ্টযুক্ত তিক্ত; অম্ল; ধাতব, কষায়; কালীবৎ; বিলুপ্ত।

কথা কহিতে পারে না; জিহ্বা ও গলমধ্যকার মাংসপেশীর আক্ষেপ।

জিহ্বা শাদা ক্লেদাবৃত।

▌ জিহ্বাগ্র লালবর্ণ, বেদনাযুক্ত (১৭ দেখ); জিহ্বার কণ্টকসকল উন্নত, সুস্পষ্ট।

জিহ্বা শুষ্ক, কাঠের ন্যায় কঠিন, এবং তাঁহার দাঁতের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ।

জিহ্বার মধ্যদিয়া লালবর্ণ দাগ।

১২ মুখমধ্য।—মুখ হইতে দুর্গন্ধ; প্রাতঃকাল।

লালানিঃসরণ।

মুখমধ্য শাদাটে ধূসরবর্ণ ক্লেদে আবৃত।

১৩ গলমধ্য।—যুভুলা ও ফসেস কাল্‌চে লালবর্ণ।

গলমধ্যে পুরু, দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা, তজ্জন্য খক্ খক্ করিয়া কাসিতে হয়; তজ্জন্য অল্প স্বরভঙ্গতা।

হাজিয়া যাওয়া, টাটানি; গলার মধ্যে চাঁচার ন্যায়।

▌ গলাধঃকরণ, শ্বাসগ্রহণ কিম্বা গ্রীবাসঞ্চালন কালে গলমধ্যে যেন শল্যবিদ্ধের ন্যায় অনুভব।

আঁচিলের ন্যায় বিবর্দ্ধন সকল গলাধঃকরণ কালে ছুঁচাল বলিয়া বোধ হয়।

গলাধঃকরণে কষ্ট।

ফসেস ও ফেরিংক্স মধ্যে জ্বালা ও শুষ্কতা।

অন্নবহানলীতে থাকিয়া থাকিয়া খিল ধরা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—▌শর্করা খাইবার অদম্য ইচ্ছা।

▌ক্ষুধা বিলুপ্ত; অধিক তৃষ্ণা কিম্বা তৃষ্ণা নাই।

পনীর খাইবার ইচ্ছা।

১৫ পানাহার।—আহার, কিম্বা এক ঢোক মদ খাইলে মস্তকের যন্ত্রণা উপশম হয়; কাফি পানে বৃদ্ধি হয়।

অম্ল পদার্থে বিবমিষা হ্রাস হয়।

পাকস্থলীর বেদনা উষ্ণ পানীয়ে উপশমিত এবং শীতল পদার্থে বর্দ্ধিত হয়।

পানের পর শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

প্রত্যেক ভোজনের পর বিবমিষা, প্রধানতঃ মধ্যাহ্নাহারের পর, কিম্বা রাত্রিকালীন ভোজনের পর।

তরল পদার্থ খাইলে বোধ হয় যেন তাহা শরীরের মধ্যে বিঁধিতেছে। ২০ দেখ।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—প্রত্যেক ভোজনের পর উদ্গার; পাকস্থলী বোধ হয় যেন বায়ু দ্বারা পূর্ণ হইয়া ফাটিয়া যাইবে; উদ্গার কষ্টকর, পরিশেষে বায়ু সজোরে বহির্গত হইয়া পড়ে।

আস্বাদহীন, কিম্বা অম্ল উদ্গার।

মাথাধরা সহ যেন মৃত্যুপ্রদ বিবমিষা, বমনের পরেও হ্রাস হয় না।

বমিত পদার্থ শয্যাবস্ত্র কালবর্ণে রঞ্জিত করে।

পাকস্থলীতে যন্ত্রণা সহ মধ্যরাত্রিতে জাগিয়া উঠে, বোধ হয় যেন একটা ভারী পদার্থ রহিয়াছে, তজ্জন্য বমন উৎপন্ন হয়; প্রাতঃকালে আঠাবৎ শ্লেষ্মা তুলে, ঐ শ্লেষ্মা টানিলে দড়ির ন্যায় লম্বা হয়; বৈকালে বমন করিবার ইচ্ছা, সকম্পন দুর্ব্বলতা।

পাকস্থলী।—জাইফাইড উপাস্থি ও নাভির মধ্যবর্ত্তী অল্প স্থানে অতি

সামান্য মাত্র স্পর্শে বেদনানুভব ; বেদনা চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয় ; ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়।

নিয়মিতরূপে প্রায় মধ্য রাত্রির সময়ে, বেদনার আক্রমণ,—বেদনার পূর্ব্বে পিচ্ছিল ও পিত্তযুক্ত তরল পদার্থের বমন।

সদত টানিয়া ধরা ও চর্ব্বণবৎ বেদনা, প্রতিদিন অতি প্রবল আক্রমণে পরিণত হয়, শেষে পরিষ্কার, লবণাক্ত জল বমনে পর্য্যবসিত হয়।

। কুল্পি খাইয়া পাকাশয়শূল, বেদনা চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়, আহারান্তে বৃদ্ধি।

পাকস্থলীতে সূচীবেধ বোধ এবং অগভীর শ্বাসক্রিয়া।

কম্পন ; পাকস্থলী স্থানে দুর্ব্বলতা।

পাকস্থলীর পূর্ণতা ; অত্যন্ত যন্ত্রণা সহ পাকস্থলী স্থানে বেদনদায়ক স্ফীতি। * উদরাধ্মানযুক্ত অজীর্ণ রোগ।

পাকস্থলীর বাম পার্শ্বে হুলবেধ, ক্ষতবৎ বেদনা, স্পর্শে ও গভীর নিশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি।

দীর্ঘকাল মদ্যপান করিয়া আমোদের পর পাকস্থলীর সর্দ্দি ; জিহ্বার অগ্রভাগ লালবর্ণ। ১১ দেখ।

পাকস্থলীর ক্ষত, শীতল খাদ্যাহারের পর বৃদ্ধি ; আমযুক্ত মল।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত প্রদেশ টিপিলে বেদনানুভব ; বিবমিষা, কাঠবমি, এবং আঠাবৎ শক্ত শ্লেষ্মা বমন সহ, যকৃৎ ও নাভির নিকট সাময়িক (নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তর) বেদনার আক্রমণ।

যেন হাইপোকণ্ড্রিয়ার চতুর্দ্দিকে একটা চেওড়া ফিতা বান্ধা আছে বোধ।

ডায়াফ্রামের আক্ষেপ।

১৯ উদর।—উৎকণ্ঠা সহ উদরেরর পূর্ণতা ও ভারবোধ, তাহাতে শ্বাসক্রিয়ার বাধা জন্মে ; রাত্রিকালীন ভোজনের পর।

গোঁ গোঁ গড় গড় শব্দ করা ; বায়ু নিঃসরণ হইতে পারে না।

উদর ফাট ফাট বোধ, স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না। ১৭ দেখ

অন্ত্রে সঙ্কোচন বোধ; যেন একটা দড়ী দিয়া সজোরে বান্ধা হইয়াছে।

বৈদ্যুতিক বেগের ন্যায় সূচীভেদ উদরের মধ্য দিয়া চিড়িকমারিয়া উঠে, বিশেষতঃ যখন হঠাৎ বিশ্রাম হইতে নড়িতে যায়।

প্রাতঃকালে শীতল, কুয়াসাযুক্ত বায়ুতে, অর্শযুক্ত পেটবেদনা (colic)।

২০ মল, ইত্যাদি।—মলঃ—সবুজ, দুর্গন্ধ আম, রাত্রিকালে সশব্দে বায়ু নিঃসরণ ; সবুজ, কটাবর্ণ, রক্তযুক্ত, দুর্গন্ধি আম, মধ্যরাত্রির পরে বৃদ্ধি ; বেগসহ পিচ্ছিল, জলবৎ, সবুজাভাযুক্ত, রক্তযুক্ত, মল ; মুখে অম্লাস্বাদ সহ সবুজ, জলবৎ, মল : সবুজ ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া মল ; স্তনত্যাগের পর উজ্জ্বল নীলবর্ণ, পাতলা, দুর্গন্ধি মল ; মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে উৎসেচন।

▌ সবুজ মল ; নিদ্রাভাব, অক্ষিতারকা বড়।

সরলান্ত্রের ক্রূপাস প্রদাহ ; পাতলা, গঠনবিহীন (কুৎসিত) সরু সরু মল একত্রে দলবদ্ধ হইয়া বহির্গত হয়, তৎসহ জ্বালা, সঙ্কোচন এবং উদরের বামপার্শ্বে টাটানি বেদনা।

▌ এপিথিলিয়মের সমষ্টি আমদ্বারা সংযোজিত, দেখিতে লাল বা সবুজ, তৎসহ হাইপোগ্যাষ্ট্রিয়মে প্রবল বেগবৎ বেদনা ; আমাশয় রোগের শেষাবস্থায়, তৎসহ ক্ষত হইবার সন্দেহ।

প্রফুল্ল কল্পনার পর পাতলা মল ; শারীরিক শ্রমের পর পুরাতন উদরাময়।

মল মূত্র অসাড়ে নির্গত হয়।

শয়ন করিবামাত্র উদরাময়।

▌ শিশু শর্করা খাইতে বড় ভালবাসে, কিন্তু শর্করা খাইলেই উদরাময়।

কোষ্ঠবদ্ধ জন্য সকল রোগই বর্দ্ধিত হয় ; পর্য্যায়ক্রমে উদরাময়, মল অত্যন্ত শুষ্ক। * মৃগীরোগ।

টিনিয়া বা সূত্রবৎ (thread) কৃমি ; এই সূত্রবৎ কৃমিবশতঃ মলদ্বার চুলকায়।

২১ মূত্র।—ইউরিটার বহিয়া মূত্রস্থলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, বৃক্ককের নিকটবর্ত্তী স্থানে তীব্রবেদনা ; অতি সামান্যমাত্র স্পর্শ অথবা সঞ্চালন, এমন কি গভীর নিশ্বাস লইলেও, বৃদ্ধি হয়।

প্রস্রাবপথের মধ্যস্থলে ক্ষতবৎ বেদনা, যেন শল্য বিদ্ধ হইয়া আছে।

মূত্র গভীর লালবর্ণ; এল্ব্‌মেন নাই; ইউরিক এসিডের লালবর্ণ দানা (crystals) অধঃক্ষিপ্ত হয়।

▌ অসাড়ে ও অবাধে মূত্রত্যাগ করে।

▌ রাত্রিকালে মূত্রবেগধারণে অক্ষমতা (শয্যায় মূত্রত্যাগ); দিবসেও।

▌ মূত্রত্যাগে বেগ দেওয়া; মূত্র অপেক্ষাকৃত অল্প সহজে ও অল্প অবাধে বহির্গত হয়।

প্রস্রাব ত্যাগকালে জ্বালা করে, প্রস্রাবপথ বোধ হয় যেন স্ফীত, বোধ হয় যেন শেষ ফোটা সকল থাকিয়া গেল; প্রচুর প্রস্রাবপথের পূয়স্রাব।

প্রস্রাব-ধার ছড়াইয়া পড়ে।

প্রস্রাবপথের রক্তস্রাব; লিঙ্গোত্থান বেদনাজনক।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—ধ্বজভঙ্গতা; লিঙ্গোত্থান, কিন্তু স্ত্রীসঙ্গম চেষ্টা কালে লিঙ্গ-কাঠিন্য থাকে না।

সঙ্গমেচ্ছার অভাব, যন্ত্রসকল কুঞ্চিত।

সঙ্গম বেদনাদায়ক; প্রস্রাবপথে যেন টান পড়ে, কিম্বা প্রস্রাবপথের মুখে চৈতন্যাধিক্যতা।

মেঢ্রত্বকে ছোট ক্ষত, পূঁজে আবৃত; পরিশেষে বিস্তৃত হয়, দেখিতে বাটীর মত, তদুপরি চর্ব্বির মত আবরণ।

দক্ষিণ অণ্ডকোষের বিবৃদ্ধি ও কাঠিন্যসহ ছেঁচা আঘাতের ন্যায় বেদনা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রক্তস্রাবী ক্ষত, রক্তস্রাব অল্প সময় থাকে।

সঙ্গম-তৃপ্তির স্বপ্ন।

▌ সঙ্গম বেদনাদায়ক, তৎপরে যোনি হইতে রক্তস্রাব।

▌ ক্ষত সহ জরায়ু-মুখের (os) অথবা-জরায়ু গ্রীবার (cervix) স্খলন।

ঋতু:—অতি আগাইয়া, প্রচুর, দীর্ঘস্থায়ী; মাথাধরা, কোমরে ও কুচকি-দেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা; রাত্রিতে হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে কষ্টদায়ক চাপ

বোধ; এপিগ্যাষ্ট্রিয়মে আভ্যন্তরিক কম্প; অনিয়মিত, অতি শীঘ্র শীঘ্র কিম্বা অতি বিলম্বে, অতি প্রচুর কিম্বা অতি স্বল্প, কিন্তু সর্ব্বদাই তাহাতে ঘন জমাট রক্ত থাকে।

| জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, তৎসহ বৃদ্ধবয়সে ঋতু বন্ধকালে স্নায়বিক উত্তেজনা; আরও, যুবতী বিধবাদিগের এবং যাহাদের কোনও সন্তানাদি হয় নাই; এক এক বার আক্রমণ প্রত্যাবর্ত্তন করে; ডিম্বকোষ প্রদেশ বেদনাযুক্ত, বেদনা সেক্রম ও উরুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

প্রদর প্রচুর, পীতবর্ণ, ক্ষতকর।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভস্রাবের অভ্যাস।

| গর্ভাবস্থায় পাকস্থলী বোধ হয় যেন এত বায়ুপূর্ণ হইয়াছে যে ফাটিয়া যাইবে; মস্তক বর্দ্ধিত বোধ হয়।

স্তন্যপান করাইয়া স্তনবোঁট টাটানি।

সন্তানোৎপত্তির পর (সূতিকাবস্থায়) আক্ষেপ; আক্ষেপের পূর্ব্বে সর্ব্ব-শরীর, প্রধানতঃ মুখমণ্ডল ও মস্তক, বিস্তৃত বোধ হয়।

কখন কখন কোন আক্রমণের ঠিক পরেই তিনি (স্ত্রীং) স্থিরভাবে শুইয়া থাকেন, কিন্তু পুনরায় অন্য আক্রমণের পূর্ব্বে তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠেন।

স্তন্যপায়ী শিশু অল্প বয়সেই মরিয়া যায়; ম্যারাসমাস থাকে।

২৫ লেরিংক্স।—লেরিংক্স ও গলমধ্যে আভ্যন্তরিক টাটানি; প্রাতঃকালে বৃদ্ধি।

স্বরভঙ্গ।

লেরিংক্স মধ্যে শ্লেষ্মা তজ্জন্য শ্বাসক্রিয়ায় ঘড় ঘড়, সাঁই সাঁই শব্দ হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কাসীদ্বারা অল্প অল্প করিয়া উঠিয়া না যায়।

কাসিবার সময়ে টে্কিয়ার উপর দিকে হাজিয়া যাওয়ার ন্যায়, টাটানি।

| গায়কদিগের পুরাতন লেরিঞ্জাইটিস, সুর উঠাইলে কাসি হয়।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—ঘরে অনেক লোক হইলে বোধ হয় যেন তাহার শ্বাসবন্ধ হইয়া যাইবে।

সঞ্চালন. সিঁড়িতে উঠিলে বা শারীরিক পরিশ্রম করিলে হাঁপানির আক্রমণ উপস্থিত হয়, মুখমণ্ডল রক্তপূর্ণ ও হৃদকম্পন উপস্থিত হয়।

অগভীর শ্বাসযুক্ত, তৎসহ থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস; অধিক কষ্টবোধ; শুষ্ক আক্ষেপিক হাঁপানি কাসির প্রবল আক্রমণ, তাহাতে তাহাঁকে উঠিয়া বসিতে এবং বেড়াইয়া বেড়াইতে বাধ্য করে।

গভীর শ্বাস লইতে ইচ্ছা, কিন্তু সেই চেষ্টায় হাঁপানি উপস্থিত হয়।

নিশ্বাস গ্রহণকালে উদরের উপরকার প্রাচীর ভিতর প্রবিষ্ট হয়; প্রশ্বাস প্রক্ষেপ কালে বিস্তৃত হয়; গভীর শ্বাস লইবার চেষ্টা করিলে একবারে শ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। * ডায়াফ্রামের পক্ষাঘাত।

ওলাউঠা রোগে শ্বাসপ্রশ্বাসীয় মাংসপেশীর আক্ষেপ; এপিগ্যাষ্ট্রিয়মে অধিক সঙ্কোচন এবং সূচীভেদ বোধ; কথা কহিতে পারে না; পান করিতে গেলে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যায়; এমন কি একখানি রুমাল নাসিকার নিকট ধরিলে শ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত বোধ হয়; যন্ত্রণা, আত্মহত্যার চিন্তা করে।

২৭ কাসি।—সন্ধ্যাকালীন কাসি, তামাকের ধূম অসহ্য বোধ হয়।

শুড় শুড়ি কাসি, সন্ধ্যা ও রাত্রি জ্বালাতন করে।

দুই প্রহরের সময় শ্বাসরুদ্ধকর কাসি।

কাশীর আক্রমণ আনীত হয়:—লেরিংক্সে শ্লেষ্মা দ্বারা; ষ্টার্নমের নিম্নে উত্তেজনার দ্বারা; ক্রোধাদি রিপু প্রাবল্যে; হাস্য দ্বারা; অবনত হইলে; ধূমপানে; সিঁড়িতে উঠিতে।

গয়ার পূঁজযুক্ত, অল্প রক্ত মিশ্রিত।

সর্দ্দি প্রথমতঃ শুষ্ক, পরে সরল, তৎসহ ঘড় ঘড় করিয়া কাসি, প্রচুর ঘর্ম্ম, রুগ্ন চেহারা, গর্ত্তপ্রবিষ্ট চক্ষু, অস্থির নিদ্রা; গয়ার পীতবর্ণ।

কাশীর আক্রমণের সময়ে উদ্গার অথবা বমনের প্রবল চেষ্টা।

২৮ বক্ষাভ্যন্তর।—বাম পার্শ্বে পঞ্চম পঞ্জরাস্থির নিকটবর্ত্তী স্থানে সূচীভেদ, তৎসহ পুনঃ পুনঃ রক্ত উঠা।

সিঁড়িতে উঠিলে পর ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা; দুই হস্ত দিয়া চাপিয়া ধরিতে হয়।

বক্ষে নানা স্থলে, এক একটী টাকার ন্যায় স্থানে, কামড়ানি, ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃদকম্পন : তৎসহ বিবমিষা, হাঁপানি; সামান্য মাত্র মানসিক আবেগে কিম্বা হঠাৎ পৈশিকশ্রমে অতি প্রবল হৃদকম্পন।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অনিয়মিত, সবিরাম, তৎসহ অসুখকর পূর্ণতাবোধ; পরিশ্রমে প্রবল স্পন্দন আরম্ভ হয়, তাহা লক্ষ্য করিতে গেলে আরও বর্দ্ধিত হয়।

হৃৎপিণ্ড প্রদেশে সদত উৎকণ্ঠা (বা উদ্বেগ) বোধ; জ্বালা বোধ।

হৃৎপিণ্ডের নিকটে বেদনা, তজ্জন্য শ্বাস লইতে পারে না; শ্বাসরোধ।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষের মাংসপেশীতে প্রবল বেদনা।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার কঠিন গ্রন্থি সকল, পূর্ব্বে উপদংশ হইয়াছিল তাহার সন্দেহ বোধ হয়।

পতনের পর পৃষ্ঠদেশে তীব্র বেদনা।

কোমরের বেদনা, দাঁড়াইলে উপশমিত হয়; কিন্তু প্রবল যখন উপবিষ্টাবস্থা হইতে উত্থিত হয়।

গর্ভাবস্থায় পৃষ্ঠদেশ ও নিম্ন পঞ্জরাস্থিতে বেদনা।

সেক্রো-ইলিয়াক সন্ধিস্থলে বেদনা, বোধ হয় যেন অস্থি সকল শিথিল হইয়াছে, সেক্রমের নিম্নাংশে ও কক্সিক্স অস্থিতে ভার বোধ, দাঁড়াইলে উপশম; বসিলে ও মলত্যাগ কালে বৃদ্ধি।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—দক্ষিণ বাহুতে পক্ষাঘাতবিশিষ্ঠ আকর্ষণ বোধ।

বাম বাহুতে ভার বোধ।

হস্তে মণিবন্ধের নিকটে কুক্কুড়ি, বোধ হয় যেন তাহার ভিতর শল্যবিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

অঙ্গুলির যে সকল মাংসপেশী দ্বারা অঙ্গুলি সকলকে বিস্তার করা যায় (abductors) তাহার আক্ষেপিক সঙ্কোচন, অঙ্গুলিগুলিকে প্রায় পৃথক করিতে পারে না; অঙ্গুলিসকল অর্দ্ধ মুষ্টিবদ্ধ।

হস্ত কম্পিত হয়, লিখিতে পারে না।

নখসকল নীলবর্ণ।

অঙ্গুলির অগ্রভাগ সকল অসাড় ; বাম অনামিকা (ring) এবং কণিষ্ঠাঙ্গুলি সাড়হীন।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিম্নাঙ্গের অলসতা, তৎসহ মদ্যপানের ন্যায় টলা।

সমস্ত বৈকালে নিম্নাঙ্গের দুর্ব্বলতা ; তৎসহ গা বমি বমি ও কাজ করিতে ভয়।

শীতলতা সহ নিম্নাঙ্গের অসাড়তা।

অঙ্গাদি, বিশেষতঃ জানু, রাত্রিতে নাচিয়া (স্পন্দিত হইয়া) উঠে, তাহাতে জাগাইয়া ফেলে।

পায়ের ডিম শ্রান্ত, যেমন অনেক দূর হাঁটিলে হয়।

পায়ের ডিমের বেদনা সমস্ত রাত্রি তাহাকে (পুং) জ্বালাতন করে।

পায়ের স্ফীতি।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।— ▌ সম্মুখ বাহু, পদদ্বয়ে অলসতা, পরিশ্রান্তি।

কম্পন। * পক্ষাঘাত।

দক্ষিণ বাহু ও উরুতে বাতের ন্যায় সম্ভাবনা। * হাঁপানি।

দিবসে বাহু ও পদদ্বয়ের পিপীলিকা হণ্টনের ন্যায় বোধ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির তাণ্ডব রোগবৎ আক্ষেপিক সঞ্চালন ; পা গুটান ; বাহুদ্বয় বাহির ও উপরের দিকে নাচিয়া উঠে।

৩৫ অবস্থিতি ইত্যাদি।— সঞ্চালন : ১৯, ২১, ২৬। গ্রীবা সঞ্চালন : ১৩। ভ্রমণ : ২, ২৬, ৩১, ৩৬। দ্রুত হটন : ১। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠা : ২৬, ২৭, ২৮। ব্যায়াম : ২৬, ২৯। শয়ন : ১, ৭, ২৪, ৩৬। উপবেশন : ৩১। অবনত হওয়া : ২৭। উত্থান : ৩১। দাঁড়ান : ৩১, ৩৬। বিশ্রাম লইতে নড়িলে চড়িলে : ১৯।

৩৬ স্নায়ু।—ঋতুকালে ভয়জনিত মৃগী রোগ : রাত্রিতে ; এক বা দুইদিন পূর্ব্ব হইতে অক্ষিতারকা বিস্তৃত ; আরও, শিরোঘূর্ণন সহ মৃগীরোগ, দৃষ্টিহীনতা।

গুল্মবায়ু (hysteria) তৎসহ সম্পূর্ণ কিন্তু ক্ষণিক অন্ধতা।

▌ পূর্ব্বে অত্যন্ত অস্থিরতা সহ আক্ষেপ (convulsion)।

পদদ্বয়ে ছিন্ন বোধ সহ তাণ্ডব রোগ (chorea)।

লোকোমেটার এটাক্সি, বিদ্যুৎবৎ বেদনা; মাথাঘোরা (২ দেখ): পাকাশয়িক লক্ষণ।

নানা স্থানে অধিকতর পক্ষাঘাতবিশিষ্ট অংশে, শুড়্‌শুড়ি (কীট চারণের ন্যায়) স্পন্দন।

▌ থাকিয়া থাকিয়া (সাময়িক) শরীরের কম্পন।

▌ ঐচ্ছিক সঞ্চালন অসম্ভব; বাম পার্শ্ব অবর্ণনীয় দুর্ব্বল।

▌ দুর্ব্বলতা-জনক কারণ বশতঃ নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত।

আভিঘাতিক নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত, আরও, চাপ বশতঃ যেমন 'পটের রোগে" মেরুদণ্ডের বক্রতা হেতু।

এত দুর্ব্বল যে শুইয়া পড়িতে হয়; তৎপরে নিস্পৃহ হয়, তৎসহ হাই তোলা; শীত বোধ সহ কম্পন।

কঠিন মানসিক শ্রমের পর, সকম্পন পাদবিক্ষেপ সহ ভ্রমণ করেও দাঁড়াইয়া থাকে; বিশেষতঃ যখন তিনি মনে করেন যে কেহই তাঁহাকে দেখিতেছে না।

৩৭ নিদ্রা—হাই তোলা ও শীত বোধ; নিদ্রাভিভূত অবস্থা।

তাঁহার কল্পনায় নানা প্রকার চিন্তা (fancies) ও মূর্ত্তি ঘুরিয়া বেড়ায় বলিয়া তিনি নিদ্রা যাইতে পারেন না।

দীর্ঘকাল পরিশ্রান্তিজনক রাত্রি জাগরণের পর।

রাত্রিতে অত্যন্ত উত্তেজিত; সদত অসন্তুষ্ট; না নাড়িলে তাঁহাকে জাগান যায় না; পুনরায় চক্ষু মুদিবার অগ্রে তাঁহার চক্ষু কদাচিত উন্মীলিত থাকে।

রাত্রিতে মৃত বন্ধু, মৃত ব্যক্তি, ভূত দেখেন, পচা জল, সর্প প্রভৃতির স্বপ্ন দেখেন, তাহাতে তাঁহার শরীর ভয় পূর্ণ হয়।

প্রাতঃকালে স্বপ্ন দেখেন যে তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন; ইহাতে তিনি জাগিয়া উঠেন, এবং দেখেন তাঁহার পাকস্থলীর প্রবল আক্ষেপ উপস্থিত হইয়াছে, তৎসহ ক্ষুধা, বিবমিষা, উদরাধ্মান।

৩৮ সময়।—দিন: ৩৪। প্রাতঃকাল: ৩, ১২, ১৬, ১৯, ২৫, ৩৭, ৪০।

মধ্যাহ্ন : ২৭। বৈকাল : ১৬, ৩৩। সন্ধ্যাকাল ১৯, ২৭।

রাত্রি : ৩, ২১, ২৩, ২৭, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৪১, ৪৬। মধ্যরাত্রি : ১৬, ১৭।

মধ্যরাত্রির পরে : ২০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—খোলা বায়ু হইতে গৃহমধ্যে আসিলে : ৪০। উষ্ণতা : ৩, ৫, ১৫, ৪০, ৪৬। অগ্নির নিকট বসিয়া কাজ করিলে : ৫। খোলা বায়ু : ৫। শীতল : ৫, ১৫। শীতল সরস বয়ু : ১৯।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—বিবমিষা সহ শীত; নানা প্রকার কষ্ট সহ শীত শীত বোধ।

শীতল হস্ত পদাদি সহ শীত শীত বোধ।

পৃষ্ঠ বহিয়া ও স্কন্ধোপরি সদত শীত বোধ; আহারান্তে বৃদ্ধি; খোলা বায়ু হইতে গৃহমধ্যে আসিলে বৃদ্ধি।

চর্ম্ম শুষ্ক, কিন্তু অত্যন্ত উত্তপ্ত নহে।

উত্তাপ হ্রাস।

ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব সহ সবিরাম জ্বর; সাধারণতঃ তৃষ্ণা থাকে না।

প্রচুর ঘর্ম্ম; মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম বিন্দু সকল মালার ন্যায় দেখায়; পার্শ্বে সূচীভেদ, আক্রমণের সময়ে কাসী।

প্রাতঃকালীন ঘর্ম্ম।

শয্যায় উষ্ণ হইবামাত্র ঘর্ম্ম ও শীত।

৪১ আক্রমণ।—দ্রুত বর্দ্ধিত ও দ্রুত হ্রাস হয়, কিম্বা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও হ্রাস হয়।

মস্তকে বেদনা কখন কখন মন্দীভূত হয়, এবং তৎপরে তদপেক্ষা অধিকতর অর্দ্ধশিরঃ শূল।

দ্রুত নাড়ীসহ, রাত্রিতে হাপানির আক্রমণ।

বেশ নিয়মিত রূপে থাকিয়া থাকিয়া নৈতিক ও স্নায়বিক উপদ্রব সকল আসিয়া উপস্থিত হয়।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩, ১৮, ২২, ৩২, ৩৪, ৪৬। বাম : ৩, ৬, ৮, ১৭, ১৯, ২০, ২৮, ৩২, ৩৬, ৪৬। পশ্চাৎ হইতে ঊর্দ্ধদিকে : ৩। দক্ষিণ

হইতে বাম : ৬। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্ন দিকে : ২১। বেদনা ছড়াইয়া পড়ে : ১৭, ২৩।

৪৭ অনুভব।—মুখমণ্ডল, মস্তক প্রভৃতির বিস্তৃতি অনুভব।

অনুভব শক্তির হ্রাস ; বাহ্যিক অংশসমূহে অসাড়তা।

মাংস ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে ভয়াজনক টাটানি।

দেহের বিভিন্ন (নানা)স্থানে শল্যবৃদ্ধি বোধ।

৪৮ তন্তু।—শীর্ণতা, পদদ্বয়ে সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ; শুষ্ক চেহারা।

▌ পদদ্বয়ের স্ফীততা ; উদরী ; যকৃতের রোগ।

মাংসপেশী শক্ত।

রক্তহীনতা অপেক্ষা হরিদ্রাবর্ণ ; অগভীর শ্বাসক্রিয়া ; পাকাশয়িক ক্ষত ; ক্লোরোসিস।

▌ অস্থিপীড়া ; বিশেষ ক্ষুদ্রাস্থির ক্ষত।

অম্লজান সংযোগ অসম্পূর্ণ ভাবে সম্পন্ন হয়, লোহিত কণিকার বিনাশ, উত্তাপ হ্রাস।

৪৯ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৫, ৯, ১৭, ১৯, ২১। চাপ : ৩, ১৭, ১৮, ২৮। সজোরে ফিতা বান্ধা : ৩। অবশ্য চক্ষু মুছিতে হয় : ৫। চুলকানি (আঁচড়ানি) : ৪। পতনের পর : ৩১।

৫০ চর্ম্ম।—চর্ম্ম নীল, ধূসর, বেগুনে অথবা কংস বর্ণ হইতে যথার্থ কৃষ্ণ-বর্ণ ; চর্ম্ম কটাবর্ণ, টান টান শক্ত।

রাত্রিতে শয্যায় উষ্ণ হইলে চুলকানি, জ্বালা, প্রধানতঃ উরু ও বগলদ্বয়।

▌ নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ উদ্ভেদ। * লোহিত জ্বর।

▌ বামস্কন্ধ, সেক্রম অথবা উভয় নিতম্বের বিসর্পবিশিষ্ট শয্যাক্ষত ; কেন্দ্র স্থান শুষ্ক, রক্তযুক্ত মামরী দ্বারা আবৃত ; সেক্রমের উপর চর্ম্ম কাল, কঠিন। * টাইফাস।

কুষ্কুড়িযুক্ত একৃথিমা।

চর্ম্মোপরি আঁচিলাকার বিবর্দ্ধন।

১৭ অবস্থা।—বিমর্ষ; মস্তক ও বক্ষঃস্থলে রক্তাধিক্য; নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। চর্ম্ম চুলকায়।

১৮ সম্বন্ধ।—আর্জেন্টাম নাইট্রিকামের প্রতিবিষ:—▌নেট্রাম-মিউরেটিকাম, আর্সেনিক ও দুগ্ধ।

আর্জেণ্টাম-নাইট্রিকাম এমোনিয়াম-কষ্টিকমের প্রতিষেধক।

তামাকু সেবনের পর বালকগণের পীড়া।

বনিংহসেনের মতে আর্জেণ্টাম-নাইট্রিকম্ এবং নাইট্রিক এসিডের প্রধান প্রতিষেধক:—পলসা, ক্যালকে, সিপিয়া, এবং এই তিনটীর পরে লাইকো, মর্ক, সাইলি, রসটক্স, ফস্ফ, এবং সলফা।

▌কফিয়া-ক্রুডা স্নায়বীয় মাথাধরা বৃদ্ধি করে।

আধ্মানিক অজীর্ণ রোগে আর্জেণ্টাম-নাইট্রিকাম অকৃতকার্য্য হইলে, লাইকোপোডিয়ম আরোগ্য করে।

আর্জেণ্টাম-নাইট্রিকম নিম্নলিখিত অবস্থায় কৃতকার্য্যতার সহিত প্রদত্ত হইয়াছে:—অজীর্ণ (অপাক) রোগে ব্রাইওনিয়া ও স্পাইজিলিয়ার পরে; গলগণ্ড রোগের জন্য স্পঞ্জিয়া ব্যবহার এবং তৎপরে নিকট-দৃষ্টি উপস্থিত হইলে; বহু পরিমাণে বায়ু উপর দিক দিয়া নির্গমন এবং তজ্জন্য ভ্রমি উপস্থিত হইলে ভিরাট্রম ব্যবহারের পর;

আর্জেণ্টাম-নাইট্রিকমের সদৃশ:—অরম, কুপ্রম, কালি-বাইক্র, ল্যাকে, মার্কু, মার্কু-কর, মার্কু-আওড, নেট্রাম-মিউরে, নাইট্রি-এসিড।

আর্জেণ্টাম-মেটালিকাম (রৌপ্য ধাতু) ও আর্জেণ্টাম-নাইট্রিকমের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, শেষোক্ত ঔষধ প্রধানতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, চর্ম্ম, এবং বিশেষতঃ অস্থি ও অস্থিবেষ্টক ঝিল্লির উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে, এবং হার্পেটিক রোগীর পক্ষে ফলপ্রদ; আর, পূর্ব্বোক্ত ঔষধ (আর্জেণ্টাম-মেটালিকাম) বিশেষতঃ উপাস্থির উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে।

কাপড়ের চাপজনিত উপসর্গ; আরও ক্যালকে, ব্রাইও, কষ্টিক, লাইকো, সার্সা ও ষ্টানমে।

যখন ক্লোরোসিস রোগে প্রচুর ঋতুস্রাব হয় এবং উদরাময়ের সম্ভাবনা

থাকে তখন ইহার পরিবর্ত্তে আর্জেণ্টাম-অক্সাইডাম ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আর্জেণ্টাম মেটালিকাম।

(রৌপ্য)।

হানিমান কর্ত্তৃক প্রথম প্রবর্ত্তিত।

১ মন।—সংন্যাসের ভয়, বিশেষতঃ যাহাদিগের হৃৎকম্পন রোগ আছে।

অপ্রসন্ন চিত্ত, তৎসহ কথা কহিতে অনিচ্ছা।

দুইপ্রহরের পূর্ব্বে মেজাজ খারাপ, বৈকালে নাসিকা হইতে প্রচুর রক্তস্রাব।

অস্থিরতা, উদ্বেগ, ইহাতে তাহাকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে তাড়াইয়া লইয়া বেড়ায়।

২ চৈতন্য।—ভ্রমণের পর ঘরে প্রবেশ করিলে মাথাঘোরা।

মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে যখন শয্যায় নিদ্রিত থাকে, তখন বোধ হয় যেন মস্তক শয্যা হইতে পড়িয়া যাইতেছে; তৎপরে সর্ব্বশরীরের ভয়ানক আক্ষেপিক উৎক্ষেপ-বৎ নৃত্য।

হঠাৎ শিরোঘূর্ণন বোধ হয়, এবং যেন চক্ষুর সম্মুখে ধোঁয়া (কুয়াসা) রহিয়াছে বোধ।

মাথাঘোরার আক্রমণ; তিনি ঠিক চিন্তা করিতে পারেন না।

যখন সঞ্চরমাণ (স্রোত-বিশিষ্ট) জলের প্রতি তাকায় তখন মাথাঘোরা বোধ হয়।

‖ মস্তক মধ্যে কীটসঞ্চার ও চক্রাকারে ঘোরা বোধ, যেন মদ্যপান করিয়াছে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকে রক্তাধিক্য, তৎপরে গণ্ডদ্বয়ের লালবর্ণ।

বামকর্ণ হইতে মস্তিষ্ক মধ্যে কর্ত্তনকারী সূচীভেদ।

কপালে চাপযুক্ত বেদনা, এবং অক্ষিপুটে আকৃষ্টবৎ চাপ বোধ।

টেম্পরাল অস্থিদ্বয়ের চাপযুক্ত, ছিন্নবৎ বেদনা, স্পর্শে বৃদ্ধি।

মস্তক মধ্যে কষ্টকর শূন্যতা বোধ, বোধ হয় যেন ইহা খালি, তৎসহ সমস্ত মস্তিষ্কের কামড়ানি।

বামপার্শ্বের মাথাধরা, বোধ হয় যেন ঠিক মস্তিষ্কমধ্যে; প্রথমতঃ সামান্য আকর্ষণবৎ, ক্রমশঃ অধিকতর প্রবল হয়; বেদনার চরম সীমায় উন্মত্ততাবৎ,—যেন একটা স্নায়ু ছিঁড়িয়া যাইতেছে, ঐ বেদনা আবার হঠাৎ বিলুপ্ত হয়।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তকশীর্ষ টাটানি (tenderness), স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

করোটিতে (skull) চাপবিশিষ্ট, ছিন্নবৎ বেদনা, প্রধানতঃ টেম্পরাল অস্থিমধ্যে, প্রতিদিন মধ্যাহ্নে পুনরুপস্থিত হয়, চাপ ও স্পর্শে বৃদ্ধি; খোলা বায়ুতে ভাল।

মস্তকের বাহ্যাংশে কামড়ানি।

৫ চক্ষু।—দৃষ্টি বিলুপ্ত হয়।

বাম চক্ষুর দৃষ্টিহীনতা অক্ষিতারকা সঙ্কুচিত, আলোকে অসাড়।

অক্ষিপুট ও চক্ষুর কোণে অত্যন্ত প্রবল চুলকানি। * ব্লেফারাইটিস।

অক্ষিপুট অত্যন্ত স্ফীত।

অক্ষিপুটের কিনারায় ফুস্কুড়ি।

অক্ষিপুটদ্বয় ছাড়াইতে গেলে কিনারার ভিতরে আকৃষ্ট হয়।

অক্ষিপুট ক্ষতবৎ টাটানি, লাল, ছনছনে।

প্রচুর পূঁজস্রাব।

৬ কর্ণ।—ক্ষতকারী চুলকানি; যতক্ষণ না রক্ত পড়ে ততক্ষণ চুলকায়।

৭ নাসিকা।—নাসিকায় গুড় গুড় করে, কীটচারণবৎ বোধ, তৎপরে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

নাসিকা দিয়া সজোরে নিশ্বাস ফেলিতে গেলে অত্যন্ত রক্ত পড়ে।

প্রবল জলস্রাবযুক্ত সর্দ্দি, তৎসহ প্রাতঃকালে পুনঃ পুনঃ হাঁচি।

৮ মুখমণ্ডল।—মৌখিক অস্থিসমূহের চাপবিশিষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনা; দক্ষিণ জাইগোমা, অস্থিতে আকর্ষণ, ছিন্নবৎ বেদনা।

মুখমণ্ডল খড়ের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, ঠোঁট সমেত। *জরায়ু মুখের স্কিরাস।

৯ নিম্ন মুখ।—নাসিকার ঠিক নিম্নে ওষ্ঠের স্ফীতি।

১০ দন্ত। বাম পার্শ্বের বিনষ্ট মোলার (কসের) দন্তে অত্যন্ত কামড়ানি।

দন্ত সকল পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যায়, যেমন সিরিসের আটা দ্বারা।

১১ জিহ্বা ইত্যাদি।—জিহ্বার উপরে টাটানি, জ্বালাযুক্ত ফোস্কা; জিহ্বা শুষ্ক।

মুখে অত্যন্ত আঠাবৎ ঘন লালা বশতঃ কথা কহিতে বাধা বোধ হয়।

১২ মুখাভ্যন্তর।—মুখমধ্যে শুষ্কতা।

▌শ্বাসে দুর্গন্ধ। * জরায়ুর স্কিরাস।

১৩ গলমধ্য।—সব-ম্যাক্সিলারি গ্রন্থির নিকটবর্ত্তী স্থান স্ফীত; গ্রীবা শক্ত; গলাধঃকরণ কষ্টকর, যেন ভিতরে ফুলিয়াছে; অন্ননলী মধ্য দিয়া প্রত্যেক গ্রাস সজোরে গলাধঃকরণ করিতে হয়।

কোমল তালুতে ছড়িয়া যাওয়া বোধ, যেন কর্কশ কোন পদার্থ সেখানে লাগিয়াছে; ঢোক গিলিতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বোধ হয়, তাহাতে থুথু গিলিতে বাধ্য হয়।

হাঁই তুলিতে গেলে যেন ফুলার ন্যায় ফসেসে কষ্টকর চাড়বোধ।

▌প্রশ্বাস প্রক্ষেপ, কিম্বা গলাধঃকরণ কিম্বা কাসিতে গেলে গলমধ্যে ছাল উঠা ও টাটানি বোধ হয়।

▌ফেরিংক্স মধ্যে আটা চট্‌চটে, শ্বেতবর্ণ, জেলিবৎ থুথু সহজেই থক্ করিয়া তোলা যায়; অতি প্রত্যুষে।

▌ফসেসের অসাড়তা (অনুভব শক্তি বিলুপ্ত)। * ডিপথিরিয়া।

দক্ষিণ পার্শ্বে ফসেস মধ্যে টনটনানি, কেবল হাঁ করিলে অনুভূত হয়। *স্বরবদ্ধ।

ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা বর্দ্ধিত; পূর্ণাহার করিবার পরে ক্ষুধার্ত্ত।

মদ্যপানেচ্ছা।

সময়ে সময়ে ক্ষুধা বিলুপ্ত, তৎসহ ধূমপানে অনিচ্ছা।

সর্ব্বপ্রকার খাদ্যে অনিচ্ছা, এমন কি খাদ্য সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময়েও।

তৃষ্ণার অভাব, এমন কি জ্বরের উত্তাপাবস্থায়ও।

১৫ পানাহার।—আহারের সময়ে ও পরে ঘর্ম্ম।
মধ্যাহ্নাহারের পরে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—মাথাঘোরা ও ষ্টার্ণাম প্রদেশে বিবমিষা।
ক্ষুধাসহ বিবমিষা বোধ; তাঁহার (পুং) স্বপ্নে বিবমিষা।
বৈকালে মলত্যাগ সহ বমন।
তিক্ত জ্বালাকর তরল পদার্থ গলা পর্য্যন্ত উঠে; বুকজ্বালা।

১৭ পাকস্থলী।—পাকস্থলীতে জ্বালা, বুক পর্য্যন্ত উত্থিত হয়।
পাকস্থলী গহ্বরে উদ্বেগ ওচাপবোধ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—বাম পার্শ্বে শেষ পঞ্জরাস্থির নিম্নে কর্ত্তন বিশিষ্ট সূচীবেধ।

১৯ উদর।—উদরের বাম পার্শ্বে আধ্মানিক স্ফীতি।
জোরে চাপ দিলে টাটানি; বায়ু নিঃসরণ হইয়া গেলে ক্রমশঃ হ্রাস হয়।
ক্ষুধাসহ এপিগাষ্ট্রিয়মে বিস্তৃতি ও পূর্ণতা বোধ।
ক্ষুধাসহ উদর মধ্যে উচ্চরবে ডাকা।
আধ্মানিক পেট কামড়ানি।
হাইপোগাষ্ট্রিয়মের স্ফীতি, উহা স্পর্শে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক।
ঔদরিক মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও আকর্ষণ বোধ; সম্মুখে হেলিয়া ভ্রমণ করিতে হয়।
বাম নিতম্বের উপরে, এবং পেল্‌ভিসের সমগ্র বামপার্শ্বে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।
বঙ্ক্ষণ সন্ধিতে (কুচ্‌কিতে) আকৃষ্ট বোধ।
সমস্ত উদরে কষ্টদায়ক টাটানি, গাড়ীতে ভ্রমণকালে বৃদ্ধি।

২০ মল, ইত্যাদি।—অল্প পরিমাণে নরম মলত্যাগের সহিত, সরলান্ত্রের নিম্নাংশে পুনঃ পুনঃ বেগ।
মধ্যাহ্নাহারের পরে বালির মত শুষ্ক মল।
মল অনিয়মিত, প্রায়ই অজীর্ণখাদ্য সহ উদরাময়।
পাকস্থলীর বামপার্শ্বে সদত বেদনাসহ উদরাময়।
অল্প ভ্রমণে নেটিসের মধ্যে, মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে এবং কুচ্‌কিতে টাটানি

২১ মূত্র ।—ঘোলা, মিষ্ট, রাত্রিতে প্রচুর। * বহুমূত্র।

রাত্রিতে প্রস্রাব প্রচুর; বর্ণহীন, দুর্গন্ধযুক্ত।

২২ পুংজননেন্দ্রিয় ।—প্রায় প্রতি রাত্রিতে স্বপ্নদোষ, লিঙ্গোত্থান হয় না, পুরুষাঙ্গের (penis) শুষ্কতা প্রাপ্তি; হস্তমৈথুনের পর।

প্রথমাবধিই দুরারোগ্য প্রকারের, হরিদ্রাভাযুক্ত ঈষৎ সবুজ প্রমেহ।

অণ্ডকোষে ঘৃষ্টবৎ বেদনাসহ অতি প্রচুর প্রমেহ।

মেঢ্রত্বকে এলোমেলো কিনারাযুক্ত ধূসরবর্ণের ঘা; সেই সময়ে গলমধ্যেও।

অণ্ডকোষে পিষ্টবৎ বেদনা; ভ্রমণে পরিধেয় বস্ত্রে বেদনা বর্দ্ধিত হয়, এবং সন্ধ্যাকালে শয্যাতেও।

স্ক্রোটম ও পদদ্বয় স্ফীত। * সশর্করা বহুমূত্র।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ।—▌বাম ডিম্বকোষ ও কুচ্‌কিতে বেদনা।

জরায়ুর ক্ষত হইতে পুঁজযুক্ত, কখন কখন রক্তযুক্ত পদার্থ নির্গত হয়, তাহাতে ঘর অসহ্য দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ হয়।

জরায়ুর গ্রীবা স্পঞ্জবৎ, গভীর ক্ষতযুক্ত দেখায়।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, অতি প্রবল বেদনাসহ বড় বড় দল বহির্গত হয়, প্রত্যেক সঞ্চালনে বর্দ্ধিত হয়।

বৃদ্ধবয়সে ঋতুবন্ধ হইবার সময়ে রক্তস্রাব।

▌জরায়ু-স্খলন; বাম ডিম্বকোষে বেদনা; কোমরে বেদনা, ঐ বেদনা সম্মুখে এবং নিম্নদেশে বিস্তৃত।

২৪ লেরিংক্স ।—▌কাসীবার সময়ে, গলাধঃকরণ করিবার সময়ে নহে, লেরিংক্সের উপরাংশে ছাল উঠা ও টাটানি।

▌স্বরভঙ্গতা; বিশেষতঃ ব্যবসায়ী গায়ক, বক্তা প্রভৃতির।

উচ্চরবে কথা কহিতে পারে না; গলমধ্যে সদত শুড়শুড়ি, তাহাতে কাসী উৎপাদিত হয়।

হাস্যে লেরিংক্স মধ্যে শ্লেষ্মা জমে ও কাসী উপস্থিত হয়।

অবনত হইলে, কিম্বা সিঁড়ি দিয়া উঠিতে গেলে, গলমধ্যে শ্লেষ্মা আসিয়া উপস্থিত হয়, একবার মাত্র কাসীলেই সহজেই উঠিয়া পড়ে।

ধূসরবর্ণ আঠাবৎ শ্লেষ্মা ট্রেকিয়া হইতে সহজেই উত্থিত হয়।

ট্রেকিয়ার দ্বিধাবিভক্ত স্থানে একটী ক্ষতবৎ স্থান; স্বরভঙ্গতা; কোন প্রকার স্বর বাহির করিতে গেলেই বৃদ্ধি।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—সন্ধ্যাকালে উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে গেলে তাঁহার পুনঃ পুনঃ গলা ঝাড়া দিতে এবং খক্ খক্ করিয়া কাসীতে হয়।

ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্জরাস্থির মধ্যে সূচীবেধ, আঘ্রাণ লইবার সময়ে বৃদ্ধি।

গভীর আঘ্রাণ লইবার সময়ে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্জরাস্থির নিম্নে, ঠেলিয়া আইসাবৎ বেদনা।

প্রত্যেক গভীর শ্বাসগ্রহণে উভয় পার্শ্বের শেষ পঞ্জরাস্থির উপরে কর্ত্তনবৎ।

বক্ষে প্রবল সূচীবেধ বেদনা আঘ্রাণ লওয়া ও ফেলার প্রতিবন্ধক করে।

শ্বাসের অভাব, বহুমূত্র রোগেও।

২৭ কাসী।—টাটানি বেদনাসহ, ব্রংকিয়া মধ্যে উত্তেজনা বশতঃ শুষ্ক কাসী; মেরুদণ্ডের নিকট সর্ব্বনিম্ন পঞ্জরাস্থির উপরে আকর্ষণযুক্ত সূচীবেধ; এক একবার আক্রমণ হয়, দিবসে ও গৃহমধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ হয়, রাত্রিতে ও খোলা বায়ুতে নহে; সহজেই গয়ার উঠে, গয়ার শাদা, ঘন, দেখিতে যেন সিদ্ধ শ্বেতসার; হাস্য করিলে; শ্বাসপথের নিম্ন হইতে উপরের দিকে অল্প অল্প কর্ত্তন, উহা সূচীবেধে পরিণত হয়, ঐ কর্ত্তনবশতঃ কাসী, তৎসহ বক্ষে শ্লেষ্মা।

প্রায় সর্ব্বদা গয়ার, দিবা ও সন্ধ্যায়।

২৮ ফুস্ফুস।—দক্ষিণ বক্ষে ভিতর হইতে বাহিরের দিকে সূচীবেধ, তিনি ঐ সূচীবেধ অনুভব না করিয়া আঘ্রাণ লইতে বা ফেলিতে পারেন না।

বক্ষের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, বামপার্শ্বে বেশী।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—স্পন্দন কখন কখন বন্ধ হইয়া যায়।

হঠাৎ পৈশিক ব্যায়ামে হৃৎকম্পন বর্দ্ধিত।

হৃৎপিণ্ড প্রদেশে পূর্ণভাবোধ।

সমস্ত হৃৎপিণ্ডসম্বন্ধীয় মাংসপেশীর পুনঃপুনঃ আক্ষেপিক কিন্তু বেদনা-শূন্য উৎক্ষেপ, বিশেষতঃ চীত হইয়া শয়ন করিলে ; সংত্রাসের ভয়।

নাড়ী : প্রায় অপরিবর্ত্তিত ; সন্ধ্যাকালে শয্যায় শয়নে অধিকতর দ্রুত ; প্রাতঃকালে ধীর।

৩০ বহির্বক্ষ।—বামপার্শ্বে উপপর্শুকার উপাস্থিতে কর্ত্তন।

বক্ষঃ স্পর্শে টাটানি।

শেষ পর্শুকার নিকট স্ফোটক।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—মস্তক ঘুরাইলে টান পড়িলে ষ্টার্ণ-ক্লিডোম্যাষ্টইড মাংসপেশীতে আঘাত লাগে।

দুই স্কন্ধাস্থির মধ্যবর্ত্তী স্থানে চুলকানি।

পেল্‌ভিসের দক্ষিণে, সেক্রমের নিকটে, চর্ম্ম শীতল বোধ হয়, যেন বরফ স্পর্শ করান হইয়াছে ; আহারান্তে উহা প্রত্যাবর্ত্তন করে।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহুদ্বয়ের উপরাংশ শক্তিহীন বোধ হয়, যেমন কঠিন পরিশ্রম করিলে হয়।

বাহুদ্বয়ের অস্থিমধ্যে, বিশেষতঃ হস্তদ্বয় ও অঙ্গুলিসমূহের অস্থিমধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা।

বাহুর উপরাংশের বাহিরের দিকে অল্পস্থায়ী পক্ষাঘাতিক আকর্ষণ বোধ ; টিপিলে বেদনা করে, যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে ; সেইরূপ মণিবন্ধ সন্ধিতে।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—ভ্রমণকালে নিতম্বে সূচীবেধ।

সময়ে সময়ে উরুদ্বয়ে খিলধরাবৎ বেদনা।

উরু সন্ধির নিকটবর্ত্তী স্থানে পরিশ্রান্তি বোধ, ভ্রমণকালে বৃদ্ধি ; উঠিলে পর সজোরে টিপিলে ছেঁচা আঘাত লাগিয়াছে বোধ।

প্রাতঃকালে নিতম্বে কাঠিন্য।

বসিতে গেলে জানু ছেঁচা আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা করে।

ভ্রমণকালে জানুতে জানুতে আঘাত লাগে।

সিঁড়ি দিয়া নিম্নে আসিতে গেলে পায়ের ডিম বোধ হয় যেন অত্যন্ত ছোট পড়িয়াছে।

পদবিক্ষেপকালে পায়ে টাটানি বোধ হয়, বোধ হয় যেন ঘা হইয়াছে।

পা শোথবৎ ফুলা, স্ফীত।

পায়ে ছিন্নবৎ বোধ, কখন কখন পায়ের তলায়, পায়ের উপরে, গোড়ালিতে অথবা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে, টাসাল ও মেটাটার্সাল অস্থিসমূহে।

২৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে অসাড়তা, যেন নিদ্রিত রহিয়াছে।

সমস্ত অঙ্গাদিই কঠিন (stiff) অনুভূত হয়।

শক্তির অভাব ; ভ্রমণের পর অস্বাভাবিক পরিশ্রান্তি।

ভারী বোধ।

হস্তপদাদির সন্ধিসকল বেদনাযুক্ত বোধ হয় ; সন্ধিসমূহে আকর্ষণ বোধ।

২৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—গতি : ১৩, ২৩, ৩৬। ব্যায়াম : ২৯। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চালিত হইতে হয় : ১। ভ্রমণ : ২০, ২২, ২৩, ৩৪। উপরে উঠিলে : ২৫। নিম্নে নামিলে: ৩৩, ৪৪। উপবেশন : ৩৩। সম্মুখে অবনত হইলে : ১৯। অবনত হইলে : ২৫। মস্তক ঘুরাইলে : ৩১। উঠিলে পর : ৩৩। শয়ন : ২৯, ৩৬।

২৬ স্নায়ু।—বেদনাশূন্য উৎক্ষেপ :—দক্ষিণ স্কন্ধ ও দক্ষিণ উরুর চতুর্দ্দিকে ; দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির,—লিখিবার সময়ে উহা বাহিরের দিকে বাঁকিয়া যায়।

রগ, কপাল, এবং থাইরইড উপাস্থির নিকট গলমধ্যের মাংসপেশীর আক্ষেপিক, বেদনাদায়ক উৎক্ষেপ।

সমস্ত শরীরের আক্ষেপিক বেগ ; পূর্ব্বগত মাথাঘোরার পরে ; প্রধানতঃ যখন নিদ্রায় ঢুলিতে থাকে, নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায়।

মৃগীর আক্রমণ, তৎপরে প্রলাপযুক্ত মত্ততা, লাফান, নিকটস্থ লোকদিগকে আঘাত করা।

পরিশ্রান্ত, শুইয়া পড়িতে ও নিদ্রা যাইতে বাধ্য।

সঞ্চালনে পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা ; ছেঁচা আঘাতের ন্যায় বোধ।

খঞ্জ, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা সহ দুর্ব্বলতা।

৩৭ নিদ্রা।—হাইতোলা, নিদ্রালু; মন ভগ্নোদ্যম।

নিদ্রা আসিবার সময়ে বিদ্যুৎবৎ বেগ।

অস্থির নিদ্রা; উদ্বেগপূর্ণ, ভয়াবহ স্বপ্ন, জাগিলে পরেও তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয়।

স্বপ্নে বিবমিষা।

জাগিলে:—পরিশ্রান্তি; বাহুর উপরাংশ দুর্ব্বল, পদদ্বয় শক্তিহীন।

৩৮ সময়।—দিবা: ২৭। প্রাতঃকাল: ৭, ১৩, ২৯, ৩৩। পূর্ব্বাহ্ন: ১, ৪০। মধ্যাহ্ন: ৪। অপরাহ্ন: ১, ১৬, ৪০। সন্ধ্যা: ২২, ২৬, ২৭, ২৯, ৪০। রাত্রি: ২১, ২৭। মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে: ২, ৪০। মধ্যরাত্রির পরে: ৪০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—খোলা বায়ুতে ভাল: ৪, ২৭। উষ্ণ গৃহে প্রবেশ করিলে: ২। অনাবৃত হইলে: ৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে শীতলতা।

শীত:—অপরাহ্ন ও সন্ধ্যাকালে, যতক্ষণ না নিদ্রিত হয়; মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে যত বার শয্যাবস্ত্র উঠান হয়।

শীত, স্তম্ভিত (বোকার ন্যায়); শীত পৃষ্ঠদেশ হইতে বিস্তৃত হয়।

পূর্ব্বাহ্নে তৃষ্ণাহীন উত্তাপ; শীত সর্ব্বাঙ্গে, কিন্তু মস্তকে অল্প।

বিলেপী (hectic) জ্বর, প্রাতে ১১ টা হইতে ১২ টা পর্য্যন্ত, কিম্বা বেলা ১ টা।

সহজেই ঘর্ম্ম হয়; ভোজনের সময়ে ও পরে; শরীরের ঊর্দ্ধাঙ্গে, কিম্বা শরীরের সম্মুখ দিকে।

মধ্যরাত্রির পরে ঘর্ম্ম।

উদর, বক্ষোপরি ঘর্ম্ম।

৪১ আক্রমণ।—বেদনা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, হঠাৎ বিলুপ্ত হয়।

হঠাৎ ক্ষণস্থায়ী বেদনা,—উদর, পৃষ্ঠদেশ, দক্ষিণ স্কন্ধ, ইত্যাদি।

একবার কাসির আক্রমণ।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৩, ৮, ২৮, ৩১, ৩৬। বাম: ৩, ৫, ১০, ১৮, ১৯, ২৩,

২৮, ৩০, ৩২, ৪৬। নিম্ন হইতে উপরে : ৩, ১৭, ২৭। উপর হইতে নীচে : ২৩।

ভিতর হইতে বাহিরে : ২৮।

৪৩ অনুভব।—আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহের টাটানি ও ছালউঠাবৎ।

সন্ধিস্থিত বাত, ফুলা নাই, জ্বালা, কর্ত্তনবৎ বেদনা আছে, যেন বোলতায় হুল ফুটানবৎ, জানুতে অত্যন্ত প্রবল, কনুইতে তদপেক্ষা বেশী।

বেদনা :—যেন মচকাইয়া গিয়াছে ; যেন আঘাত লাগিয়াছে।

৪৪ তন্তু।—ম্যাক্সিলারি ও প্যারটিড গ্রন্থি সমূহে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

▌উপাস্থি ও সন্ধির উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। অবতরণ কালে সন্ধি সকল দুর্ব্বল, টাটানি বোধ হয় ; বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গে।

সন্ধি সমূহে ঘৃষ্টবৎ বাতরক্ত সম্বন্ধীয় বেদনা ; প্রেকবেধবৎ।

শীর্ণতা।

▌অস্থিসমূহ মধ্যে বেদনা, চাপ বোধ কিম্বা ছিন্নকর বোধ ; চর্ব্বণ বোধ, বিশেষতঃ লম্বা অস্থিতে এবং মুখমণ্ডলের অস্থিসমূহে।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৩, ৪, ১৯, ৩০, ৪৬। চাপ : ৪, ১৯, ৩২, ৩৩। আঁচড়ান : ৬, ৪৬। গাড়িতে ভ্রমণ : ১৯।

৪৬ চর্ম্ম।—চুলকানি, আঁচড়াইলে অপরিবর্ত্তিত।

টাটানিযুক্ত উদ্ভেদ, স্পর্শ করিলে সহ্য করিতে পারেনা, এমন কি চর্ম্ম সঞ্চালিত হইলে প্রায় অসহ্য বোধ হয়।

বাম রগে একটা ফুস্কুড়ি স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

স্থানে স্থানে মশক দংশনের ন্যায় হুলবেধ।

৪৭ অবস্থা।—খিটখিটে প্রকৃতির দীর্ঘকায় কৃশ ব্যক্তি।

হস্তমৈথুন জনিত পীড়া সকল।

৪৮ সম্বন্ধ।—ক্যানাবিস, কোপেবা ও মার্কুরিয়সে কোন ফল না দর্শিলে ইহা প্রমেহ আরোগ্য করিয়াছে।

জরায়ু ও ডিম্বকোষ সম্বন্ধীয় লক্ষণ সকল প্যালেডিয়মের সদৃশ ; প্যালেডিয়মের দক্ষিণ পার্শ্বে, আর্জেণ্টাম-মেটালিকাম বাম পার্শ্বে।

▌পারদ অপব্যবহার-জনিত রোগ সকল।

আর্জেন্টাম-মেটালিকামের প্রতিবিষ :—মার্কু, পলসা।

আর্জেন্টাম-মেটালিকামের পরে সুফলপ্রদ :—ক্যালকে, পলসা, সিপিয়া।

আর্জেন্টাম-মেটালিকাম সুফলপ্রদ : এলুমিনা ও প্লাটিনার পরে।

আর্জেন্টাম-মেটালিকাম কর্ত্তৃক গর্ভাবস্থায় তৃতীয় মাসে আরোগ্য হইয়া পুনরায় প্রসবান্তে চারিমাস পরে সকম্পন হৃদকম্পন প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং তাহা বসটক্স কর্ত্তৃক উপশমিত হয়।

হাস্যজনিত কাসি সম্বন্ধে ষ্টানমের সহিত ইহার তুলনা দেখ।

আর্টিকা ইউরেন্স।

পরীক্ষা হয় নাই।

১৯ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধার অভাব ; মলদ্বার চুলকানি ; নাসিকা চুলকানি ; রাত্রিকালীন অস্থিরতা।

২০ মল, ইত্যাদি। রক্তামাশয়।

ক্রিমিবশতঃ মলদ্বারের অত্যন্ত চুলকানি।

২১ মূত্র।—রুদ্ধ ; উর্দ্ধাঙ্গ শোথবৎ স্ফীত (œdematous)।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—স্ক্রোটমের চুলকানি ও হুলবেধ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ভগের প্রুরাইটাস (চর্ম্ম রোগ বিশেষ)।

২৪ গর্ভাবস্থা।—প্রসবান্তে অল্প দুগ্ধ নিঃসরণ, অথবা মোটেই দুগ্ধ থাকে না। সন্তানের স্তন ত্যাগের পর দুগ্ধ নিঃসরণ বন্ধ করে।

২৮ ফুসফুস।—ফুসফুসের অতি প্রবল পরিশ্রম বশতঃ রক্ত উঠা।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—দক্ষিণ ডেল্টইড মাংসপেশী মধ্যে ক্রমাগত বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—ব্যায়াম : ২৮।

৩৮ সময়।—রাত্রি : ১৪।

৪১ আক্রমণ।—লক্ষণ সকল বৎসরান্তর প্রত্যাবর্ত্তন করে।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩২।

৪৪ অনুভব।—যে কোন স্থানে হুলবেধ, জ্বালাজনক অনুভব।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—ঘর্ষণ : ৪৬।

৪৬ চর্ম্ম।—আমবাত :—চর্ম্মের চুলকানি ও জ্বালা, যেন ঝলসিয়া গিয়াছে ; উন্নত লালবর্ণ বড় বড় ফুস্কুড়ি, সূক্ষ্ম, হুলবেধযুক্ত বিন্দু সকল ; রক্তশূন্য ও সতত ঘর্ষণ করা প্রয়োজন।

দাহ, কেবল চর্ম্ম আক্রান্ত হইলেই ; অতি প্রবল জ্বালা, চুলকানি।

আমবাত বসিয়া গেলে উপসর্গ সকল।

আর্ণিকা মণ্টেনা (মূল)।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—জ্ঞানশূন্য ; জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক উত্তর দেয়, কিন্তু অচেতনতা (জ্ঞানশূন্যতা) ও প্রলাপ তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করে।

▌স্তম্ভন, দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির অভাব। * মস্তিষ্কাঘাত (concussion)।

▌নিদ্রা (stupor), তৎসহ অসাড়ে মলনিঃসরণ। * টাইফস।

▌ভুলো (forgetful) ; যাহা তিনি (পুং) পাঠ করেন তাহা তৎক্ষণাৎ ভুলিয়া যান, এমন কি যে কথাটী তিনি বলিয়াছেন তাহাও। *টাইফস।

অন্যমনস্ক, চিন্তাসকল যথার্থ পদার্থ হইতে ভ্রমণ করে এবং কাল্পনিক মূর্ত্তি ও খেয়ালের উপর ঘুরিয়া বেড়ায়।

মস্তিষ্কের গোলমাল, তাহা চাপবিশিষ্ট দক্ষিণ পার্শ্বের মাথাধরায় পরিবর্ত্তিত হয়।

প্রলাপ, আস্তে আস্তে বিড় বিড় বকা।

▌পানাত্যয় (delirium tremens)।

▌চক্ষুর জল ফেলে ও চীৎকার করে।* রাগের পর।

শয্যাবস্ত্র খোঁটে।

তিনি (স্ত্রী) একটীও কথা কহেন না; প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন না, সহানুভূতি ভালবাসেন না।

চিন্তা করিতে অনিচ্ছা; খোলা বায়ুতে ভ্রমণের পর।

▌ভয় পায় যাঁহারা তাহার নিকটে আসিতেছেন তাঁহাদিগের দ্বারা স্পৃষ্ট বা আঘাত প্রাপ্ত হইবে। *বাতরক্ত (gout)।

প্রকাণ্ড স্থানের ভয়।

অবসাদবায়ুজনিত উৎকণ্ঠা।

নিরাশা; উদাসীনতা। * মস্তিষ্কাঘাতের পর।

অতি চৈতন্যাধিক্য প্রকৃতি, খিট্‌খিটে, বিবাদপ্রিয়।

ভয় প্রাপ্ত; সামান্য বিষয় সকল হইতে চমকাইয়া উঠে।

ভয় বা ক্রোধজনিত রোগ সকল।

▌যন্ত্রণার প্রবল আক্রমণ। * এঞ্জাইনা পেকটরিস।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা; মস্তক নাড়িতে গেলে তিনি (স্ত্রী) অনুভব করেন যে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই ঘুরিতেছে অথবা সমস্তই তাঁহার উপর পতিত হইতেছে; অতি প্রচুর আহার করিলে, দৃষ্টির বাধাসহ বিবমিষা; চক্ষু মুদিত করিলে; কথা কহিবার সময়ে কর্ণ বন্ধ হইয়াছে অনুভব, ইত্যাদি।

বিবমিষা, বমন ও উদরাময় সহ মাথাঘোরা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—ভ্রমণ, সিঁড়িতে উঠিতে, পুনর্চিন্তা অথবা পাঠ করিতে গেলে কপালে চাপবিশিষ্ট বেদনা।

কপালের তন্তুসকল আক্ষেপিক সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে অনুভবসহ, চক্ষুর উপরে এবং রগের নিকটে চাপবিশিষ্ট মাথাধরা।

চাপবিশিষ্ট মাথাধরা, বোধ হয় যেন মস্তক বর্দ্ধিত হইতেছে।

কপালে চাপ (compression) ও সবুজাভাযুক্ত বমনসহ, এক চক্ষুর উপরি ভাগে বেদনা।

বামরগে সূচীবেধ, ছিন্নকর বেদনা।

▌মাথাধরা যেন রগের মধ্যে একটী প্রেক সজোরে বিদ্ধ হইতেছে, তৎসহ রাত্রি ১২ টার সময়ে সাধারণতঃ সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম, তৎপরে ভ্রমি।

বেদনা, বোধ হয় যেন একখানি ছুরিকা বাম দিক হইতে পাশাপাশি মস্তকের মধ্য দিয়া টানিয়া লওয়া হইতেছে, তৎপরে মস্তকের আভ্যন্তরিক শীতলতা।

ভারী দ্রব্যের ন্যায় বোধ, রগে চাপযুক্ত চিড়িকমারা।

রাত্রি ও প্রাতঃকালে, দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ সহ, মস্তিষ্ক মধ্যে জ্বালা; সঞ্চালনে বৃদ্ধি, বিশ্রামে উপশম।

মস্তিষ্কের মধ্যস্থানে ভারীবোধ।

▌সংন্যাস, জ্ঞান রহিত (অচৈতন্য), তৎসহ অসাড়ে মলমূত্রত্যাগ, পক্ষাঘাত (বামপার্শ্বের); নাড়ী পূর্ণ, বলশালী; ঘড় ঘড় শব্দে নাকডাকা; দীর্ঘশ্বাস, বিড় বিড় বকা।

মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জা মধ্যে এক্সুডেশান।

▌বাহ্যিক কারণ বশতঃ অথবা আভিঘাতিক মেনিঞ্জাইটিস।

▌মস্তকে পতন বা আঘাত জনিত মন্দফল।

বহির্মস্তক।—বোধ হয় যেন কপালের ত্বক আক্ষেপবশতঃ সঙ্কুচিত।

কপালের কোন এক ক্ষুদ্রস্থানে শীতলতা অনুভব।

মস্তকোপরি বরফ প্রয়োগের ন্যায় অসহ অনুভব; প্রাতঃকালিক আহারের পর।

মস্তকোপরি জ্বালাযুক্ত বা উত্তপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান সকল।

চক্ষু।—চক্ষুর সম্মুখে আলোক-কম্পনবৎ, পাঠ বা লিখিবার সময়ে বৃদ্ধি।

অক্ষিতারকা প্রসারিত; আলোকে চৈতন্যাধিক্য।

চক্ষুতে আঘাত বশতঃ দ্বিত্বদৃষ্টি।

চক্ষুতে আঘাত বশতঃ দৃষ্টিহীনতা।

▌এণ্টিরিয়ার চেম্বারে (চক্ষু মধ্যস্থিত সম্মুখ গহ্বরে) অধিক রক্তস্রাব সহ আভিঘাতিক ক্ষত।

▌রেটিনাল (অক্ষিমুকুর) রক্তস্রাব; আর্ণিকায় সত্বর রক্ত জমাট (সংঘত রক্ত) শোষণের সহায়তা করে।

অক্ষিপুট নাড়িলে উপর অক্ষিপুটদ্বয়ের কিনারায় বেদনাযুক্ত, যেন তাহা শুষ্ক ও অল্প টাটানিবিশিষ্ট।

কঞ্জকটাইভার নিম্নে কাল দাগসহ, শুষ্ক, উত্তপ্ত, প্রদাহিত অক্ষিপুটের শোথবৎ স্ফীতি।

চক্ষুতে রক্তাধিক্য; অক্ষিগোলক রক্তযুক্ত লালবর্ণ।

বাহ্যিক আঘাতের পরে কাল দাগসহ চক্ষুর প্রদাহ।

প্রবল সিলিয়ারি স্নায়ুশূল; মস্তক উত্তপ্ত, শরীর শীতল।

কর্ণ।—মস্তকে রক্তধাবন-জনিত কর্ণ মধ্যে শব্দ; শব্দ সম্বন্ধে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্য।

শ্রবণশক্তির হ্রাস। * মস্তিষ্কাঘাত বশতঃ।

কর্ণে ঘৃষ্টবৎ বেদনা, কর্ণ মধ্যে ও পশ্চাতে সূচীবেধ; তৎসহ উচ্চশব্দ সম্বন্ধে অত্যন্ত চৈতনাধিক্য; কর্ণ অত্যন্ত শুষ্ক।

কর্ণ হইতে রক্তস্রাব।

নাসিকা।—নাসিকা মধ্যে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব:—তৎপূর্ব্বে শুড় শুড় করা; প্রত্যেক পরিশ্রম বা ব্যায়ামের পর প্রচুর; বাহ্যিক কারণ বশতঃ; মুখমণ্ডল ধুইলে।

নাসিকাগ্র শীতল।

নাসিকার স্ফীতি।

পূর্ব্বদিন ভারীদ্রব্য তুলিবার পরে প্রবল হাঁচি।

মুখমণ্ডল।—রক্তশূন্য, অন্তঃপ্রবিষ্ট; ঈষৎ হরিদ্রাভাযুক্ত; লালবর্ণ, স্ফীত।

দপদপানি ও চিমটি কাটাবৎ বেদনা সহ, দক্ষিণ গণ্ডের লালবর্ণ স্ফীতি; শীতল দেহ সহ, ঠোঁট স্ফীত ও মস্তকে অত্যন্ত উত্তাপ।

একগণ্ডে আরক্ততা ও জ্বালা।

সন্ধ্যাগমে মুখমণ্ডলে শুষ্ক উত্তাপ, তৃষ্ণা রহিত; নাসিকা শীতল।

নিম্ন মুখমণ্ডল।—ঠোঁট:—জ্বালা করে; স্ফীত ও ফাটা।

অধর (নিম্ন ঠোঁট) কম্পিত হয়।

সঞ্চালন কালে, অতি প্রত্যুষে, চোয়ালের দক্ষিণ সন্ধিস্থানে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

নিম্ন চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে।

১০ দন্ত।—শস্ত্রক্রিয়া; বিনষ্ট, গর্ত্তবিশিষ্ট দন্ত পূর্ণ করিয়া (ভরিয়া) দেওয়া (plugging) ইত্যাদির পরে দন্তশূল।

দক্ষিণ দিকের উপর চোয়ালের সমস্ত দন্তে মর্ম্মভেদী, কর্ত্তনবৎ, ছিন্নকর, বেদনা কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; বাহ্যিক উষ্ণতা প্রয়োগে অথবা পরিষ্কার বায়ু শ্বাসগ্রহণে বৃদ্ধি।

দন্ত বোধ হয় যেন সজোরে গর্ত্ত হইতে উৎপাটিত; দপদপানি দন্তশূল।

▌মাড়ী বেদনাযুক্ত, স্ফীত। * দন্তোদ্গামী শিশু।

▌মাড়ীমধ্যে স্পন্দন ও শুড় শুড় বোধ। * দন্তশূল।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—পচা; পচাডিম্বের ন্যায়; তিক্ত।

গলমধ্যের পশ্চাদ্ভাগে টাটানি, জ্বালা ও হুলবেধ সহ, জিহ্বার উপর কামড়ানি বোধ।

জিহ্বা :—শাদা ক্লেদাবৃত; মধ্যভাগে কটাবর্ণ দাগ সহ, শুষ্ক; শুষ্ক কিম্বা হরিদ্রা ক্লেদাবৃত। * টাইফাস।

১২ মুখমধ্য।—অধিক তৃষ্ণাসহ, শুষ্ক।

▌মুখ হইতে পচা গন্ধ। * টাইফাস।

১৩ গলমধ্য।—দুইবার গলাধঃকরণের মধ্যে গলার পশ্চাদ্ভাগে হুলবেধ।

ফসেস ও লেরিংক্স মধ্যে পুরাতন বেদনা, সজোরে কথা কহিলে পর অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি থাকে।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—শির্কা বা অম্ল পদার্থের জন্য ইচ্ছা; মদ্য পানেচ্ছা।

ক্ষুধা হ্রাস।

খাদ্যে ঘৃণা।

অনিচ্ছা :—মাংসে; মাংসের ঝোলে; দুগ্ধে; ধূমপানে।

জ্বর না থাকিয়া শীতল জলের তৃষ্ণা।

১৫ পানাহার।—আহারান্তে এপিগাষ্ট্রিয়মে কষ্টবোধ (আঘাত প্রাপ্তির পর)।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—▌উদ্গার :—প্রাতঃকালে তিক্ত ও পচা ডিম্বের ন্যায়; শূন্য।

কাসিবার পর উদ্গার।

হিক্কা। * মেনিঞ্জাইটিস।

বিবমিষা :—খালি বমনোদ্যম; গলমধ্যে জ্বালাসহ চুলকানি; পূর্ব্বাহ্নে সাধারণতঃ হ্রাস বোধ (relaxation)।

▌গাঢ় লালবর্ণ জমাট বক্তের বমন, মুখ তিক্ত; সার্ব্বাঙ্গিক বেদনা।

অতি সামান্য মাত্র খাদ্যও বমন করিয়া ফেলে; রাত্রিতে কাঠবমি।

১৭ পাকস্থলী।—পাকস্থলীতে নখাঘাত সদৃশ, আক্ষেপিক মোচড়ানি বেদনা, ফুস্‌ফুস ও হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধীয় সঙ্কোচন বোধের সহিত এবং রক্তামাশয়ের সহিত এইরূপ লক্ষণ।

এপিগাষ্ট্রিয়মে চাপবিশিষ্ট, কর্ত্তনবৎ বেদনা; বিবমিষা ও কাঠবমি।

পাকস্থলী বিবমিষা ও পরিতৃপ্তি কর্ত্তৃক পর্ণ বোধ হয়।

পাকস্থলী বায়ু কর্ত্তৃক স্ফীত; হৃৎপিণ্ড প্রদেশে চাপ বোধ, বক্ষঃস্থলের কষ্ট বোধ।

▌আঘাত বশতঃ রক্তবমন; সর্ব্বাঙ্গে বেদনা।

পাকস্থলীতে ভারী বোধ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃৎপ্রদেশে সূচীবেধ; বেদনাদায়ক যখন শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে।

যকৃৎ প্রদেশে চাপবোধ; হৃৎপিণ্ডের নিম্নে, দিবা ও রাত্রি।

টিপিলে বেদনা সহ, প্লীহাপ্রদেশে সূচীবেধ।

১৯ উদর।—স্পর্শে অসহ্য বেদনা সহ, উদরের দক্ষিণ পার্শ্বের কঠিন স্ফীতি।

উদরের মধ্য দিয়া এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে তীব্র বেদনা।

প্রস্রাবকষ্ট সহ পেটবেদনা।

সঞ্চালনকালে নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—অজীর্ণ ভুক্ত পদার্থ; রক্তযুক্ত; পুঁজযুক্ত; বেগ ও অত্যন্ত পেটকামড়ানি সহ, রক্তযুক্ত, পিচ্ছিল আম; উদরে টাটানি ঘৃষ্টবৎ বেদনা সহ, কালচে, রক্তযুক্ত আম; কটাবর্ণ, উচ্ছলিত (খামিরার ন্যায়); খাদ্যে অনিচ্ছা; দুর্গন্ধ শ্বাসবায়ু; অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, নরম, কখন কখন অসাড়ে; নিদ্রা কালে অসাড়ে; পুনঃ পুনঃ, অল্প অল্প, আমযুক্ত।

▌ মূত্রস্তম্ভ সহ রক্তামাশয়, কিম্বা মূত্রস্থলীর গ্রীবার কোঁথপাড়া, তৎসহ নিষ্ফল বেগ।

▌ বায়ু নিঃসরণে পচা ডিম্বের দুর্গন্ধ।

এপিগাষ্ট্রিয়মে আঘাতের পরে দুর্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ।

২১ মূত্র।—পৃষ্ঠদেশ ও নিতম্বে অতি ক্লেষ্টদায়ক বেদনা।

বৃক্ক মধ্যে ছুরিকা বিদ্ধের ন্যায় ভেদকারী বেদনা; শীত বোধ, বমনেচ্ছা।

শীতের পরে বৃক্ক সম্বন্ধীয় বেদনা, বিবমিষা ও বমন, কিন্তু কোন উপশম হয় না।

▌ বাহ্যিক আঘাতের পরে মূত্রাশয়ের পীড়া।

▌ মূত্রাশয়ের গ্রীবার আক্ষেপ বশতঃ বেগ।

মূত্রাশয় বোধ হয় অতি পরিপূর্ণ, নিষ্ফল বেগ।

▌ প্রস্রাব করিবার জন্য অনেক ক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়।

▌ রাত্রিতে নিদ্রাকালে অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

▌ সদত বেগ কিন্তু মূত্র অসাড়ে ফোটা ফোটা পড়িতে থাকে।

মূত্র অল্প পবিমাণে, রুমাল হরিদ্রা-কটাবর্ণে রঞ্জিত কবে।

অল্প, লালবর্ণ মূত্র, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত।

পুনঃ পুনঃ বর্ণ বিহীন মূত্রত্যাগ।

▌ পরিশ্রম বশতঃ প্রস্রাবরোধ।

▌ রক্তামাশয় সহ মূত্রস্তম্ভ।

মূত্র গাঢ় কটাবর্ণ, অল্প; ইষ্টকের চূর্ণবৎ অধঃক্ষেপ; লালবর্ণ, যকৃতের পীড়ায়; অম্লাক্ত, আক্ষেপিক গুরুত্ব বর্দ্ধিত।

▌ রক্তযুক্ত মূত্র; বাহ্যিক কারণ বশতঃ রক্তস্রাব।

মূত্রাশয়ে বেদনা বশতঃ শিশু চীৎকার করিয়া উঠে।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—▌পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষ স্ফীত, কালচে লালবর্ণ; আঘাতের পর।

স্পার্মাটিক কর্ড বেদনাযুক্ত স্ফীত, উদরে সূচীবেধ।

মর্দ্দণ জনিত মুদা; ঐ স্থান সকল ঘৃষ্টবৎ ও অত্যন্ত স্ফীত।

স্ক্রোটমের বিসর্প মলদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

▌ ছেঁচা আঘাত বশতঃ জলদোষ (hydrocele)।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—সঙ্গমের পর জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

ঋতু সাধারণতঃ অতি শীঘ্র শীঘ্র; এপিগাষ্ট্রিয়মে বিবমিষা।

রক্তস্রাব-প্রবণতা সহ জরায়ুর ক্ষত।

যোনির ওষ্ঠ (labia) বেদনাযুক্ত স্ফীত।

▌ স্খলন বা ভ্রংশ (prolapsus), সংঘাত (concussion) বশতঃ।

২৪ গর্ভাবস্থা।—▌ পতন, আঘাত, ইত্যাদি বশতঃ গর্ভস্রাবের আশঙ্কা; স্নায়বীয়, উত্তেজিত; ঘৃষ্টবৎ বেদনা বোধ।

প্রসববেদনা :—অতি প্রবল, কিন্তু কোনও উপকার দর্শে না; দুর্ব্বল, কিম্বা স্থগিত হইয়া আইসে, পুনঃ পুনঃ অবস্থিতি ভাব পরিবর্ত্তন করিতে চাহে; ছেঁচা আঘাতবৎ অনুভব করে।

▌ প্রসববেদনার পর স্থান সকলে বেদনা।

প্রসবান্তিকা বেদনা (ভেদালির ব্যথা) প্রবল; স্তনপান করাইতে গেলেই প্রত্যাবর্ত্তন করে।

প্রসববেদনার পরে সদত প্রস্রাব করে।

উজ্জ্বল লালবর্ণ কিম্বা রক্তজমাট মিশ্রিত রক্তস্রাব; মস্তক উত্তপ্ত, শরীর শীতল।

▌ চুচুক ক্ষত (sorenipples)।

▌ ঘৃষ্টাঘাত বশতঃ স্তনপ্রদাহ (mastitis); বিসর্পবিশিষ্ট প্রদাহ।

▌ শিশুদিগের শ্বাসরোধ জনিত মৃতকল্পাবস্থা।

২৫ লেরিংক্স।—গভীর স্বর; কিম্বা, মৃদু, অস্পষ্ট শব্দ।

কণ্ঠস্বরের অতি-ব্যবহার জনিত স্বরভঙ্গতা; অতি প্রত্যুষে ঐ রূপ।

ট্রেকিয়া ও ব্রংকিয়ার বরাবর ক্ষতবৎ, ছাল উঠা অনুভব।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাস দুর্গন্ধ, স্বল্পস্থায়ী, হাঁপানির ন্যায়।

শিশুগণ কুপিত হইলে একবারে শ্বাসবদ্ধ হইয়া যায়।

শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, মস্তক উত্তপ্ত, মুখমণ্ডল লালবর্ণ, শরীর শীতল।

▌ ইতস্ততঃ সঞ্চালনের ইচ্ছা সহ হাঁপানি; মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে নিদ্রাশূন্য; মৃতপ্রায় দেখায়; হৃৎপিণ্ডে মেদসঞ্চিত।

২৭ কাসি।—লেরিংক্স ও ট্রেকিয়া মধ্যে সদত অসহ্য শুড় শুড়ি, তাহাতে দিবারাত্রি কাসি হয়; * ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিলে, ট্রেকিয়ার মধ্যে নীচে শুড় শুড়ি বশতঃ শুষ্ক অল্প অল্প কাসি।

নিদ্রাকালে রাত্রিতে থাকিয়া থাকিয়া কাসির আক্রমণ, তাহাতে জাগিয়া উঠে না।

ট্রেকিয়ার নিম্নাংশে শুড় শুড়ি এবং শুষ্ক, খক্ খক্ করিয়া কাসি, প্রধানতঃ রাত্রিতে অল্প পরিমাণে স্বচ্ছ, আঠাবৎ পিচ্ছিল গয়ার অতি কষ্টের সহিত তোলা, কাল কাল দাগ মিশ্রিত, অথবা গয়ার রক্তযুক্ত।

গয়ার :—দুর্গন্ধ, সবুজ, পুঁজযুক্ত, রক্তের দাগযুক্ত; সরল হইলেই গলাধঃকরণ করিতে হয়; দিবা ও সন্ধ্যায়।

▌ হুপশব্দক কাসি; আক্রমণের পূর্ব্বে শিশু কান্দিয়া উঠে।

▌ কাসিতে চক্ষু রক্তিমাবর্ণ, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়; সফেন রক্ত, অথবা রক্তের জমাট গয়ার উঠে; কখন কখন সন্ধ্যাকালে পচা আস্বাদযুক্ত শ্লেষ্মা গয়ার উঠে, তাহা গিলিয়া ফেলিতে হয়।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—▌ বাহ্যিক আঘাতের পরে রক্তস্রাব; কাল, ঘন, আঠারৎ রক্ত, কিম্বা উজ্জ্বল লালবর্ণ সফেন রক্ত অল্প অল্প উঠে, তাহা শ্লেষ্মা ও জমাটরক্তে মিশ্রিত।

বক্ষে জ্বালা বা ক্ষতবৎ।

কাসিতে গেলে বক্ষে বেদনা, গয়ার রক্তের দাগযুক্ত; স্বরলীকৃত শ্লেষ্মা তুলিতে পারে না।

বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে অতি ক্ষুদ্র স্থানে চাপবিশিষ্ট বেদনা, সঞ্চালন, স্পর্শ বা নিশ্বাস গ্রহণে বর্দ্ধিত হয় না।

বক্ষে (বাম পার্শ্বে) সূচীবেধ, শুষ্ক কাসী হইতে বৃদ্ধি; সঞ্চালনে বৃদ্ধি; বাহ্যিক চাপ হইতে বৃদ্ধি।

▌ বাহ্যিক আঘাত হইতে প্লুরিসি; সদত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে চায়, শয্যা এত কঠিন বলিয়া বোধ হয়।

▌ বাহ্যিক আঘাত হইতে নিউমোথোরাক্স।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ড প্রদেশে সূচীবেধ।

হৃৎপিণ্ডের ভূমি প্রদেশ যেন ঘুষ্টাঘাত লাগিয়াছে বোধ।

▌ *অতিশয় দৌড়ান হেতু হৃৎপিণ্ডের অতিক্রিয়া।*

প্রায় প্রত্যেক পরিশ্রমের পরেই হৃদকম্পন; বিশ্রামে দূর হয়।

বাম বক্ষঃ মধ্য দিয়া এবং বাম বাহু বহিয়া নিম্নে যকৃত হইতে বেদনা; হস্তোপরি শিরা সকল স্ফীত, কালচে বর্ণ; হঠাৎ বেদনা, যেন হৃৎপিণ্ড সজোরে পিষ্ট হইয়াছে, কিম্বা, ইহা বিদ্যুৎবৎ বেগ প্রাপ্ত হইয়াছে।

▌ ষ্টার্ণামের নিম্নে চাপবোধ, উদ্বেগযুক্ত যন্ত্রণা, পতনাবস্থা; ক্ষুদ্র, অনিয়মিত নাড়ী, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা; এঞ্জাইনা পেকটরিস।

▌ হৃৎপিণ্ডের মেদাপকর্ষতা।

নাড়ী:—দ্রুত, পূর্ণ, কঠিন; কখন কখন হৃদস্পন্দন অপেক্ষাও দ্রুততর; সবিরাম গতি, ক্ষীণ, দ্রুত, অনিয়মিত; দুর্ব্বল ধড় ধড় করে (fluttering)।

৩০ বহির্বক্ষ।—▌ সঞ্চালন, শ্বাসক্রিয়া, অথবা কাসিবার সময়ে বক্ষের সন্ধিসকল ও উপাস্থি সংযোগসকল বোধ হয় যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

বামবক্ষের মধ্যস্থলে প্রবল সূচীবেধ বৎ বেদনা।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবাদেশীয় মাংসপেশীর দুর্ব্বলতা; ঐ মাংস-পেশী সকল স্থির ভাবে মস্তকভার ধারণ করিতে পারে না।

গ্রীবাদেশীয় কশেরুকা সমূহের চাপিলে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা।

প্রবল পৃষ্ঠমজ্জার বেদনা, যেমন অনেকক্ষণ অবনত হইয়া থাকিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলে হয়।

দক্ষিণ স্কন্ধাস্থি (স্কাপুলা) ও কোমর বেদনাযুক্ত, যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির আভ্যন্তরিক অংশে মুষ্টবৎ বেদনা।

সেক্রম বেদনা করে, যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বাম স্কন্ধসন্ধি হইতে মধ্যাঙ্গুলি পর্য্যন্ত প্রবল উৎক্ষেপযুক্ত বেদনা।

বাহুদ্বয়ে শুড়শুড়ি বোধ।

বাহুতে ঘৃষ্টবৎ ক্লান্তি অনুভব।

বাহু ও মণিবন্ধের সন্ধিতে মচকানবৎ অনুভব।

বাম অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগে ছিন্নকর বেদনা।

বামহস্তের অঙ্গুলিমধ্যে খিল ধরে।

অঙ্গুষ্ঠের মূলে তরুণ ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বাম বঙ্ক্ষণসন্ধিতে আকর্ষণ ও চাপবৎ বেদনা, বসিবার সময়ে উরু প্রসারিত করিতে হয়।

বঙ্ক্ষণস্থলে মচকানবৎ বেদনা।

কীট-চারণানুভব; খঞ্জবোধ; শয্যা বা চেয়ার এত কঠিন বোধ হয় যে বারম্বার অবস্থিতি (স্থান) পরিবর্ত্তন করিতে হয়ঃ—পরিশ্রমের পরে, অধিক দূর সজোরে হাঁটিবার পরে (যেমন সৈন্যগণ হাঁটে), ইত্যাদি।

হাঁটিবার সময়ে উরুদেশে আঘাতের ন্যায় বেদনা।

জানু স্পর্শ করিলে যেন সূচ দিয়া বিদ্ধ করিতেছে বোধ।

দাঁড়াইলে জানুসন্ধি হঠাৎ বক্র হইয়া পড়ে, পদদ্বয় অসাড়, চৈতন্যরহিত।

▌ পুনঃপুনঃ জানু পাতিয়া জানুর অর্ব্বুদ (hygroma)।

পদদ্বয়ের আলস্যবোধ সহ, আঘাত প্রাপ্তির ন্যায় দক্ষিণ পদের ডিমে বেদনা।

টার্সাল সন্ধিসমূহে মচকান ন্যায় বেদনা।

জানুদ্বয়ে শক্তির অভাব বোধ এবং প্রত্যেক পদবিক্ষেপ কালে ভার বোধ।

পায়ের উত্তপ্ত বিসর্পযুক্ত প্রদাহ ও বেদনা।

ভ্রমণের পর পদদ্বয় (feet) ক্লান্ত বা প্রদাহিত বোধ হয়।

পায়ে বাতরক্তের (arthritic) বেদনা, সন্ধ্যাগমে বৃদ্ধি; ভয় করে কেহ তাহা স্পর্শ করে; পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-সন্ধি লালবর্ণ, মচকান বোধ।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—ভারবোধ।

সমস্ত সন্ধিতে সঞ্চালন কালে পাক্ষাঘাতিক মৃষ্টবৎ বেদনা।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বিশ্রাম অথবা সঞ্চালন কালে মৃষ্টবৎ অনুভব; গাড়ীর ঝাঁকানী অথবা সজোরে পাদবিক্ষেপ বশতঃ বেদনাদায়ক সংঘাত।

▌ আঘাত প্রাপ্তির ন্যায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি কামড়ায়।

ছিন্নকর বেদনা, তৎসহ টাটানি, অসাড়তা, স্ফীতি অথবা শুড়শুড়ি।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বিশ্রাম: ৩, ২৯, ৩৪। সঞ্চালন: ৩, ৯, ১৯, ২৬, ২৮, ৩০, ৩৩, ৪০, ৪৩। ভ্রমণ: ৩, ৩৩। খোলা বায়ুতে ভ্রমণ: ১। আরোহণ: ৩। সদত অবস্থিতি পরিবর্ত্তন: ২৪, ২৬, ৩৩, ৩৭। পরিশ্রম: ৭, ২৯, ৩৩। মস্তক সঞ্চালন: ২। শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তন: ১৮। উঠিয়া বসিতে চেষ্টা: ৪০। উপবেশন: ৩৩। দাঁড়াইলে: ৩৩। মস্তক নীচ করিয়া শয়ন করিলে: ৩৭। শুইয়া পড়িতে বাধ্য: ৩৬।

৩৬ স্নায়ু।—মাংসপেশীর উৎক্ষেপ।

সমগ্র শরীর বিশেষতঃ চর্ম্ম ও সন্ধিসকল, অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ও চৈতন্যাধিক্য, কঠিন পরিশ্রম অথবা আঘাত প্রাপ্তির ন্যায় ক্লান্তি বোধ।

ক্লান্ত, মৃষ্টবৎ বোধ, টাটানিযুক্ত, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, শুইয়া পড়িতে বাধ্য, তথাপি শয্যা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া অনুভূত হয়।

▌ দেহের শক্তি সত্বর বিলুপ্ত।

সমস্ত দেহের আলস্য ও ক্লান্তি, প্রায় দাঁড়ান যায় না।

পক্ষাঘাত:—সাধারণতঃ বেদনাযুক্ত; বামপার্শ্বের (সংন্যাসের পর); আংশিক, মেরুমজ্জার সংঘাতবশতঃ।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রালুতা; প্রত্যুষে অত্যন্ত নিদ্রালু।

আলস্য বোধ, নিদ্রালুতা।

▌ কথার উত্তর দিতে দিতে কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়।

অতৃপ্তিকর নিদ্রা, উচ্চৈঃস্বরে নাক ডাকিয়া শ্বাস বহে।

উত্তাপ, অস্থিরতা, ও সদত অবস্থিতি (পার্শ্ব) পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা বশতঃ

রাত্রি ২ টা হইতে ৩ টা পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকে; অথবা দেহের এখানে একবার, সেখানে একবার, খোঁচা বেধা, হুল বেধা, দংশন প্রভৃতি বশতঃ জাগিয়া থাকে।

নিদ্রিত হইলে:—ভয়প্রাপ্তির ন্যায় চমকাইয়া উঠে; উত্তাপ বশতঃ জাগিয়া উঠে।

মস্তক নীচ করিয়া শুইতে, অথবা লম্বালম্বি হইয়া শুইতে ভালবাসে।

দীর্ঘ নিদ্রার পরে, এবং জাগিলে পর বৃদ্ধি (মন্দ)।

স্বপ্ন:—সুস্পষ্ট; ভয়াবহ,—যথা গোর, কাল কুকুর, বজ্রাঘাত ইত্যাদি সম্বন্ধে; অতৃপ্তিকর, উদ্বেগযুক্ত।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ৩, ৯, ১৬, ২৫, ৪০। পূর্ব্বাহ্ন: ৪০। সন্ধ্যাকাল: ২৭, ৩৩, ৩৭, ৪০। রাত্রি: ৩, ১৬, ২১, ২৭, ৩৭। মধ্যরাত্রি: ৩। মধ্যরাত্রির পূর্ব্ব: ২৬। দিবারাত্রি: ১৮, ২৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—খোলা বায়ুর জন্য ইচ্ছা; খোলা বায়ুতে উপশম।

অত্যন্ত উত্তপ্ত হওয়ার পরে হঠাৎ ঠাণ্ডা হওয়া, তৎপরে যক্ষ্মাকাস-বৎ কাসী।

খোলা বায়ু: ১০। উষ্ণতা: ১০। ধৌত: ৭।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—পাকাশয় গহ্বরে শীত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

শীতের পূর্ব্বে অধিক তৃষ্ণা সহ, প্রধানতঃ সন্ধ্যাকালে তৃষ্ণা।

প্রত্যেক নিদ্রার পরে শীত।

আভ্যন্তরিক শীত, তৎসহ বাহ্যিক উত্তাপ।

▌ উত্তাপ ও এক গণ্ডের লালবর্ণ সহ শীত।

প্রাতঃকাল অথবা পূর্ব্বাহ্নে শীত বোধ; শীতের পূর্ব্বে হাঁইতোলা, অধিক পরিমাণে জলের তৃষ্ণা; অস্থিবেষ্টক ঝিল্লি (পেরিয়ষ্টিয়ম) মধ্যে আকর্ষণ বোধ।

▌ কেবল মস্তক, অথবা কেবল মুখমণ্ডল উত্তপ্ত, শরীর শীতল।

জাগিলে পর শুষ্ক, সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ; প্রত্যূষে প্রবল তৃষ্ণা; গাত্র অনাবৃত করিলে শীত বোধ হয়; শয্যায় সঞ্চালন কালেও শীত বোধ।

অনাস্থা, নিদ্রা সহ উত্তাপ, অল্প জল পান করে।

ক্রমাগত উত্তাপ, তৎসহ এত দুর্ব্বলতা যে উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিতে গেলে তিনি (পুং) ভ্রমি যান।

তৃষ্ণাসহ উত্তাপের বেগ।

অত্যন্ত আভ্যন্তরিক উত্তাপ; হস্ত পদ শীতল।

ঘর্ম্ম :—অম্লাক্ত অথবা দুর্গন্ধযুক্ত; কখন কখন শীতল; রাত্রিকালে অম্লাক্ত।

উদ্বেগযুক্ত যন্ত্রণাসহ, সমস্ত রাত্রি বারম্বার ক্ষণস্থায়ী ঘর্ম্ম।

বিলেপী (hectic) জ্বর, শীর্ণতা; পাকাশয়ে আঘাত প্রাপ্তির পরে।

সবিরাম জ্বরে জ্বরবিচ্ছেদ কালে মাথাধরা, হরিদ্রাবর্ণ মুখমণ্ডল, তিক্তাস্বাদ, মাংসে অনিচ্ছা।

▌ জ্বর :—সবিরাম; টাইফাইড; আভিঘাতিক।

৪১ আক্রমণ।—চন্দ্রবৃদ্ধির সময়ে বৃদ্ধি।

অর্দ্ধশিরঃপীড়ার সাময়িক আক্রমণ।

কাসীর আক্ষেপ।

▌ পুনঃ পুনঃ স্বল্পস্থায়ী উত্তাপ।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ১, ৮, ৯, ১০, ১৮, ১৯, ২৮, ৩১, ৩৩। বাম: ৩, ১৮, ২৮, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৩, ৪৬।

৪৩ অনুভব।—অসহ্য বেদনা, পাগলের ন্যায় করিয়া তুলে; প্রত্যক সঞ্চালন বা শব্দে বর্দ্ধিত; একাংশ হইতে অপরাংশে সত্বর পরিবর্ত্তিত হয়; উপশমের জন্য দেওয়ালে অথবা শয্যায় ঘর্ষণ করে।

আঘাত প্রাপ্ত অথবা ঘৃষ্টবৎ (bruised) অনুভব করে।

স্থান সকল, বিশেষতঃ সন্ধি সকল, মচকানবৎ অনুভূত হয়।

স্থান সকলের বাহিরের অংশ মধ্যে ছিন্নকর, আকর্ষণবৎ বেদনা।

স্থান সকলের বাহিরের অংশ মধ্যে গুড়গুড়ি।

ঘৃষ্ট (bruised) স্থান সকল গুড়গুড় করে, অসাড় অথবা মৃতবৎ বোধ হয়।

বাহ্যিক আঘাত অথবা জীবনীশক্তির হ্রাস বশতঃ আলস্য বোধ।

॥ তন্তু।—‖ সংঘাত (concussion) এবং ছেঁচা আঘাত।

আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক অংশ সমূহের রক্তস্রাব।

‖ চর্ম্ম, কৌষিক (cellular) তন্তুর প্রদাহ; চাপদিলে বেদনা বোধ।

‖ পূঁজোৎপত্তি নিবারণ করে।

‖ গর্ত্তকারী পূঁজ, বেদনাযুক্ত নহে।

মাংসপেশী কঠিন।

‖ পেশীশূল (myalgia); বিশেষতঃ অতিশ্রমের পরে।

শীর্ণতা।

‖ রক্তের পচনশীল দূষিতাবস্থা; টাইফাইড আকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা।

‖ বাতরক্ত (gout) ও বাত।

আভ্যন্তরিক অংশ সমূহের শোথ।

অস্থি (অস্থিবেষ্টক ঝিল্লি) কামড়ায়। ‖ অস্থি-মেরুমজ্জা প্রদাহ।

॥ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ: ১, ১১, ২৮। চাপ: ১৮, ২৮, ৩১, ৩৪।

‖ বাহ্যিক আঘাত; মস্তিষ্ক সংঘাত, যখন অচৈতন্যতা, রক্তহীনতা অথবা নিদ্রালুতা, দুর্ব্বল, সবিরাম নাড়ী, শীতল গাত্র, এবং হঠাৎ আঘাতজনিত অন্যান্য জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতার লক্ষণ থাকে।

অশ্বারোহণের পরে বৃদ্ধি; গাড়ীতে চড়িয়া পাকস্থলী হইতে বমনেচ্ছা ও বমন।

‖ যাহারই উপরে শুইয়া থাকেন তাহা অত্যন্ত কঠিন অনুভূত হয়।

‖ অত্যন্ত স্ফীতি, নীলাভাযুক্ত রক্তিমাবর্ণ, অত্যন্ত টাটানি সহ, মচকান।

‖ চর্ম্ম ছিন্ন না হইয়া ছেঁচা আঘাত।

‖ বোলতা বা ভেমরুলের হুলফুটান; শল্যবেধ।

‖ চর্ম্ম ছিন্ন সহ অস্থিভঙ্গ (compound fracture) এবং তাহার প্রচুর পূঁজোৎপত্তি।

৪৬ চর্ম্ম ।—উত্তপ্ত, লালবর্ণ শোথবৎ স্ফীত।

কীটের হুল ফুটান হইতে চর্ম্মের উত্তপ্ত, কঠিন, চক্‌চকে স্ফীতি।

কালশিরা; চর্ম্মনিয়ে রক্তজমা (petechia)।

▌ এইরূপে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, বেদনাযুক্ত, একটীর পর আর একটী স্ফোটক; অত্যন্ত টাটানিযুক্ত।

লালবর্ণ দাগ সকল প্রথমে হস্তপদাদিতে, তৎপরে গাত্রে।

শয্যাক্ষত; বিশেষতঃ সেক্রাম প্রদেশে ও নিতম্বে।

বিসর্পযুক্ত প্রদাহ, বাম হস্ত গাঢ় নীলবর্ণ।

ভেরিকোস ক্ষতঃ—আরোগ্য হইতে চাহে না; ক্ষতের নিম্নস্থান মলিন লালবর্ণ; পুঁজ নাই কিন্তু জলবৎ, দুর্গন্ধ রসস্রাব, অর্দ্ধস্বচ্ছ মামড়ী পুরু সিরিসের মত, দুর্গন্ধযুক্ত।

বেদনাযুক্ত ক্ষত।

কদর (কড়া); (কড়া উপর উপর কাটিয়া ফেলিবে এবং আর্ণিকা বাহ্যিক ব্যবহার করিবে)।

৪৭ অবস্থা ।—কৃষ্ণবর্ণ কেশ, অনম্য মাংসপেশী।

মেদপূর্ণ দেহ; অত্যন্ত লালবর্ণ মুখমণ্ডল।

▌ চর্ম্ম ছিন্ন সহ অস্থিভঙ্গ, এবং তাহার প্রচুর পুঁজোৎপত্তি।

বালিযুক্ত কেশ, রক্তপূর্ণ ধাতু। * হুপ-শব্দক কাসী।

স্নায়বীয়, বেদনা সহ্য করিতে পারে না।

যাহাদের সামান্য একবার বাহ্যিক আঘাত লাগিয়া সেই আঘাতের ফল বেশী দিন বর্ত্তমান থাকে, তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

৪৮ সম্বন্ধ ।—অধিক মাত্রায় আর্ণিকার প্রতিবিষ :—ক্যাম্ফ, ইপিকা।

আর্ণিকার ক্রমের প্রতিবিষ:—একো, আর্সে, সিঙ্কো, ইগে, ইপিকা।

আর্ণিকা প্রতিষেধ করে:—এমন-কার্ব্ব, সিঙ্কো, সিকুটা, ফেরম, ইগ্নে, ইপিকা, সেনেগা।

আর্ণিকা নিম্নলিখিত ঔষধের পরে ভাল ফলপ্রদ :—▌ একো, ইপিকা, ভেরাট্র; এপিসের পরে মস্তিষ্কোদক রোগে।

আর্ণিকার পরে নিম্নলিখিত ঔষধ সকল সুফলপ্রদ :—একো, আর্সে, ব্রাইও, ইপিকা, রস, সলফ্-এসিড।

মদ্যপান অথবা কয়লার ধূমজনিত রোগসমূহে আর্ণিকা নির্দ্দিষ্ট।

একোনাইটের কার্য্যাবশেষ-পূরক।

একোনাইট ও রসটক্সের সহিত আর্ণিকা [illegible] সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়।

কুকুর দংশন অথবা অন্য কোন বিষাক্ত বা দূষিত জন্তুর দংশনের পরে আর্ণিকা অপকারী।

মদ্য আর্ণিকার কষ্টকর লক্ষণ সকলকে বর্দ্ধিত করে।

মেরুমজ্জার সংঘাতে হেপার-সাল্ফ শ্রেষ্ঠ; কাটিয়া গিয়া ক্ষত এবং পূঁজোৎপত্তি হইলে ক্যালেণ্ডুলা।

সদৃশ ঔষধ:—একো; এমন-কার্ব্ব; ক্রোটন; আর্সে; ব্যাপটি; বেলেড; ব্রাইও, ক্যাম; চায়না; ইউফ্রে (চক্ষুর আঘাতে); ক্যালেণ্ডুলা; ফেরাম; হেপার; হাইপা; হামামে; ইপিকা; মার্ক; পলসা; রানাঙ্ক-স্কেল (পঞ্জর্কা মধ্যবর্ত্তী মাংসপেশীর বেদনায়); রসটক্স; রুটা; ষ্টাফি; সাইলি; সিম্ফাইট; সলফ (আভিঘাতিক প্লুরিসি); সলফ্-এসিড; ভিরাট্র; বেলি[illegible] (ক্ষত, স্ফোটক, ইত্যাদি; বিসর্প-প্রবণতা)।

আরেলিয়া রাসিমোসা।

পরীক্ষক:—এস, এ, জোন্স।

১ নাসিকা।—ক্ষতকর শ্লেষ্মা নির্গমন বশতঃ পশ্চাৎস্থিত নেরিসের জ্বালাকর টাটানি; নাসাপুটের বিশেষ এক প্রকার টাটানি, যেন কাটিয়া গিয়াছে।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শুষ্ক, শাঁই শাঁই শব্দ সহ শ্বাসক্রিয়া, শ্বাসরোধ হইবে অনুভব; বাঁশীর ন্যায় শব্দ, নিশ্বাস গ্রহণ কালে বৃদ্ধি, উঠিয়া বসিতে হয়।

২৭ কাসী।—। জাগিয়া উঠে ও কাসে, কাসির জন্য পুনরায় নিদ্রা আসিতে পারে না।

হাঁপানির চরমসীমায় গয়ার অল্প, তৎপরে বর্দ্ধিত হইলে উষ্ণ ও লবণাক্ত হয়।

২৮ ফুস্‌ফুস।—সমস্ত ষ্টার্ণামের পশ্চাতে ও প্রত্যেক ফুস্‌ফুসে ক্ষতবৎ, জ্বালাযুক্ত, টাটানি বোধ।

আষ্টিলেগো।

পরীক্ষক:—বার্ট।

১ মন।—মনের অত্যন্ত ভগ্নোদ্যমতা; কোপনস্বভাব।

২ চৈতন্য।—পুনঃ পুনঃ মাথাঘোরার আক্রমণ; দ্রব্য সকল চক্ষুর সম্মুখে চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে, দ্রব্য সকল দ্বিগুণ দেখায; কিম্বা, শাদা দাগ সকল দৃষ্টিপথে আইসে এবং অন্যান্য সমস্ত ঢাকিয়া ফেলে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকের পূর্ণতা বোধ, তৎসহ অল্প অল্প চাপবিশিষ্ট কপালের মাথাধরা।

মস্তকের শীর্ষস্থান এবং পার্শ্বে বেদনা।

৫ চক্ষু।—চক্ষুর উৎক্ষেপ, চক্ষু বোধ হয় যেন মণ্ডলাকারে ঘুরিতেছে এবং এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করে।

৭ কর্ণ।—প্রদাহিত টন্সিল গ্রন্থি হইতে বিস্তৃত বামকর্ণে সদত অল্প অল্প বেদনা।

চক্ষু মুদিলে চক্ষু উত্তপ্ত অনুভূত হয়।

চক্ষু জ্বালা করে, অক্ষিগোলক কামড়ায়; প্রচুর অশ্রুস্রাব।

৮ মুখমণ্ডল।—হঠাৎ রক্তশূন্যতা; সন্ধ্যাকালে যখন বসিয়া থাকে।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—পিচ্ছিল, তাম্রবৎ আস্বাদ।

জিহ্বামধ্যে খোঁচাবেধা বোধ, বোধ হয় যেন জিহ্বামুলের নিম্নে কি একটা পদার্থ রহিয়াছে, উহা জিহ্বাকে উপরে ঠেলিয়া তুলিতেছে।

১২ মুখমধ্য।—লালা প্রচুর; তিক্ত।

১৩ গলমধ্য।—কষ্টদায়ক গলাধঃকরণ সহ, ফসেসের শুষ্কতা; পাকাশয়ের মধ্যে জ্বালাজনক কষ্ট।

টন্সিল রক্তাধিক্য, প্রদাহিত; বাম টন্সিল গ্রন্থি অত্যন্ত বৃহৎ, কাল্চে বর্ণ, তৎসহ অল্প অল্প বেদনা, গলাধঃকরণে বৃদ্ধি।

লেরিংক্সের পশ্চাতে একটা দলা রহিয়াছে বোধ, তজ্জন্য সদত ঢোক গিলিতে ইচ্ছা জন্মে।

দক্ষিণ টন্সিল মধ্যে তীব্র, কর্ত্তনবৎ বেদনা।

পাকাশয়ের অন্ননলী-নিকটস্থ ছিদ্রের সন্নিকটে অন্ননলী মধ্যে জ্বালা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা লোপ, তৎপরে অতি প্রচুর ক্ষুধা।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—খাদ্যের উদ্গার, অত্যন্ত অম্ল।

১৭ পাকস্থলী।—যকৃত প্রদেশ ও অন্ত্রে বেদনা সহ, এপিগাষ্ট্রিয়মে বহুবার ভ্রমি বোধ।

অতি শূক্ষ্ম স্নায়ুশূল বেদনা সহ, ষ্টার্নাম ও পাকস্থলী মধ্যে জ্বালাযুক্ত কষ্টবোধ।

এপিগাষ্ট্রিয়ম মধ্যে পুনঃ পুনঃ সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ, কর্ত্তনবৎ বেদনা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতের দক্ষিণ বিভাগে বেদনা।

১৯ উদর।—প্রতি কয়েক মিনিট অন্তর সূক্ষ্ম, কর্ত্তনবৎ, শূলবৎ বেদনা; কঠিন মলত্যাগে উপশমিত হয়, তৎপরে অন্ত্রমধ্যে অল্প অল্প বেদনা।

ভ্রমণকালে বাম বজ্ঞ্ণ (কুচ্কি) প্রদেশে বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—কাল, বড় বড় মল; কোষ্টবদ্ধ।

২১ মূত্র।—মূত্রত্যাগের অত্যন্ত ইচ্ছা সহ, মূত্র প্রথমে বর্দ্ধিত ও বর্ণবিহীন; পরে, অল্প ও গাঢ়বর্ণ; রক্ত বমন।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—কামোদ্দীপক কল্পনা; শুক্রক্ষরণ; শয্যাশায়ী, অলস, কটিদেশে বেদনা, নিরাশ, কোপনস্বভাব।

শুক্রক্ষরণ, হস্তমৈথুনের অদম্য ইচ্ছা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ু মুখে সদত কামড়ানি।

প্রচুর রজঃস্রাব সহ, স্থানচ্যুত জরায়ু; জরায়ুগ্রীবা স্ফীত; স্পর্শ করিলে, রক্ত পড়ে।

ছোট ছোট জমাট রক্ত সহ, কয়েক দিন ধরিয়া কালরক্ত ঝরে; জরায়ু বর্দ্ধিত, জরায়ুগ্রীবা স্ফীত কিম্বা প্রসারিত।

ডিম্বকোষ সম্বন্ধীয় উত্তেজনা সহ, অল্প ঋতুস্রাব।

কোঁথ পাড়া, যেন সমস্তই বাহির হইয়া পড়িবে।

ডিম্বকোষ মধ্যে জ্বালাযুক্ত কষ্ট বোধ।

স্ফীতিসহ বাম ডিম্বকোষ মধ্যে অতি তীব্র বেদনা; সবিরাম বেদনা; পা বহিয়া বেদনা চিড়িক মারিয়া নামে।

আর্ত্তবস্রাব প্রচুর, পুনঃ পুনঃ, জমাটরক্ত থাকে।

ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়ে বামস্তনের নিম্নে, পর্শুকা সমূহের কিনারার নিকটে, সতত কষ্ট বোধ।

বৃদ্ধবয়সে ঋতু বন্ধ: মাথাঘোরা, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভস্রাব উৎপন্ন করে।

প্রসব বেদনা অল্প; জরায়ুমুখ কোমল, নমনীয়, প্রসারনীয়।

২৮ ফুস্‌ফুস্‌।—বামপার্শ্বে বক্ষের উপরাংশ হইতে নিম্নে ষষ্ঠ বা সপ্তম পর্শুকা পর্য্যন্ত তীব্র ছিন্নকর বেদনা, শ্বাসক্রিয়া বর্দ্ধিত।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ড প্রদেশে জ্বালাযুক্ত বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—উপবেশন: ৮। ভ্রমণ: ১৯।

৩৭ নিদ্রা।—এপাশ ওপাশ করে, কষ্টদায়ক স্বপ্ন; দেহোপরি উত্তাপ।

৩৮ সময়।—সন্ধ্যাকালে: ৮৮। রাত্রি: ৪০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণগৃহে কষ্টবোধ, ভ্রমি।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শরীরের মধ্যদিয়া আভ্যন্তরিক উত্তাপ, চক্ষুতে বেশী, চক্ষুতে আলোকাসহ্যতা এবং স্পর্শে বেদনাযুক্ত; নাড়ী স্বাভাবিক।

রাত্রিতে নিদ্রার পরে সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ।

৪১ আক্রমণ।—প্রতি কয়েক মিনিট অন্তর: ১৯।

পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ১৩, ১৭, ১৮। বাম: ৬, ১৩, ১৯, ২৩, ২৮, ২৯।

উর্দ্ধ হইতে নিম্ন দিকে: ২৮।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ: ২৩, ৪০।

আর্সেনিকম এল্বম।

(সেঁকো বিষ)

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা।

মস্তকমধ্যে গোলমাল।

পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনিচ্ছা, কারণ তিনি মনে ভাবেন যে পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে তিনি বিরক্ত (offended) করিয়াছেন, যদিও তিনি জানেন না কেমন করিয়া।

বিমর্ষ, অশ্রুপূর্ণ, উদ্বিগ্ন মানসিক ভাব।

একাকী থাকিতে ভয়, পাছে তিনি নিজের প্রতি কোন ক্ষতি করিয়া ফেলেন।

▌ তিনি এত কষ্ট সহ্য করিতেছেন যে আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প।

ভয় করেন তাঁহার কাহাকেও হত্যা করিতে হইবে।

কীট দর্শন করেন; হাত ছুড়িয়া ছারপোকা ফেলিয়া দেন।

নিজ দেহ ছিন্ন করেন, নিজের শরীরের উপর ক্ষতি (আঘাত) করেন; উন্মত্ততা।

▌ একাকী থাকিলে, কিম্বা শয্যায় শুইতে গেলে মৃত্যুভয়।

উদ্বেগপূর্ণ ও বিষাদজনক ভয়, চিরকালের জন্য স্বাস্থ্যভগ্ন।

▌ অতি প্রবল উদ্বেগ এবং তৎসহ অস্থিরতা, মধ্যরাত্রির পরে বৃদ্ধি; শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়ে।

▌ অত্যন্ত উদ্বেগ, তৎসহ বক্ষের সঙ্কোচন ভাব ও শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

▌ অত্যন্ত ভয়, অস্থিরতা, কম্পন, শীতল ঘর্ম্ম, শয্যাশায়িতা।

একগুঁয়ে ও অশ্রুপূর্ণ।

▌ বিরক্তি, তৎসহ উদ্বেগ, অস্থিরতা ও শীতভাব।

শিশু খিটখিটে, কোলে লইয়া বেড়াইতে বলে।

▌ কোনস্থানে বিশ্রাম পায় না, ক্রমাগত স্থান পরিবর্ত্তন করে, এক শয্যা হইতে অন্য শয্যায় যাইতে চায়।

চৈতন্য।—বোধ হয় যেন সঞ্চালন কালে মস্তিষ্ক নড়িতেছে এবং করোটীতে (skull) আঘাত করিতেছে।

মাথাঘোরা, যেন তিনি পড়িয়া যাইবেন। ম্যালেরিয়া-জনিত মাথাঘোরা, তৎসহ শ্রবণশক্তির অনুভবশক্তির বৃদ্ধি, কিম্বা গর্ভাবস্থায় মাথাঘোরা।

ঠোঁট ও মুখমণ্ডল নীলাভাযুক্ত; জুগুলার শিরা তরঙ্গাকারে আন্দোলিত হয়।

হাঁপানি রোগগ্রস্তদিগের মাথাঘোরা, কাসির বৃদ্ধির সময়ে অচৈতন্যতা সহ মাথাঘোরা।

মস্তকে ভার বোধ, তৎসহ কর্ণ মধ্যে গুন্ গুন্ করা। ঐ অনুভব খোলাবায়ুতে দূরীভূত হয় কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিলেই প্রত্যাবর্ত্তন করে।

মস্তকাভ্যন্তর।—মাথাঘোরা সহ কপালে অত্যন্ত প্রবল মাথাধরা।

কপালের দক্ষিণ পার্শ্বে আকৃষ্ট, চাপ বিশিষ্ট বেদনা।

নাসিকার উপরে এবং কপালে মুষ্টবৎ কিম্বা টাটানি বেদনা, ঘর্ষণে ক্ষণিক উপশম হয়।

নাসিকা মূলে দপ্‌দপানি, কপালের শিরঃপীড়া। * নাসিকা হইতে পুঁজস্রাব (পূতিনস্য)।

মাথাধরা :—স্পন্দনকারী; কিম্বা মস্তিষ্কোপরি ভার চাপান রহিয়াছে এইরূপ চাপবোধ; শয্যায় উঠিয়া বসিলে এবং সঞ্চালনে বর্দ্ধিত হয়; শীতল জলে ধৌত করিলে ক্ষণিক উপশম হয়, খোলা বায়ুতে হাটিলে স্থায়ীরূপে উপশমিত হয়।

মস্তক ও মুখমণ্ডলের বেদনা বামপার্শ্বেই অধিকতর প্রবল; সেই পার্শ্বে হেলান দিতে বা শয়ন করিতে পারে না।

বহির্মস্তক।—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও শীতলতা সহ, মস্তকের বিবর্ণ বিশিষ্ট জ্বালা ও স্ফীতি; রাত্রিতে বৃদ্ধি।

▌ মস্তকের কেশ স্পর্শ করিতে দেয় না, মস্তকের চর্ম্ম এত চৈতন্যাধিক্য।

চুল উঠিয়া যাওয়া।

খোলা বায়ুতে মস্তকের অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা; মস্তক উষ্ণরূপে আবৃত করিয়া রাখে।

▌ পুরাতন উদ্ভেদসকল, তৎসহ পুঁজপূর্ণ পষ্টুল ও ভেসিকেল (ফুস্কুড়ি)।

চক্ষু।—আলোকে চৈতন্যাধিক; আলোকাসহ্যতা।

অশ্রুস্রাব সহ বরফে চক্ষু ঝলসিয়া যায়।

চক্ষুর সম্মুখে কম্পন-বৎ বোধ।

▌ সমস্ত দ্রব্যই সবুজ বোধ হয়; যেন শাদা জালের মধ্য দিয়া দেখিতেছেন।

দৃষ্টির দুর্ব্বলতা; অপরিষ্কার দৃষ্টি।

অক্ষিতারকা সঙ্কুচিত অথবা প্রসারিত।

▌ চক্ষু কোঠরপ্রবিষ্ট অথবা বাহিরে ঠেলিয়া বাহির হয়।

স্ক্লেরোটিকা হরিদ্রাবর্ণ।

দক্ষিণ অক্ষিগোলকে বেদনা, বিশেষতঃ সঞ্চালন কালে।

চক্ষুমধ্যে সকম্পন দপদপানি, প্রত্যেক স্পন্দনে এক একটী সূচীবেধ বোধ হয়।

চক্ষুতে বালুকার ন্যায় অনুভব।

▌ চক্ষুতে অত্যন্ত প্রবল জ্বালা।

অক্ষিপুটের আভ্যন্তরিক পার্শ্ব অক্ষিগোলকে সংঘর্ষণ করে; জ্বালা, ইত্যাদি।

শিশুদিগের চক্ষুপ্রদাহ-জনিত ক্রুপাস কঞ্জঙ্কটাইভা প্রদাহ।

▌ কঞ্জঙ্কটাইভা যেন এক খণ্ড কাঁচা গোমাংসের ন্যায় দেখায়।

অশ্রুস্রাব সহ, উপর অক্ষিপুটের কম্পন।

▌ অক্ষিপুট শোথবৎ স্ফীত ও আক্ষেপের সহিত রুদ্ধ; আরও, প্রদাহ-

শূন্ত শোথবৎ স্ফীতিতে (এপিসের ন্যায়) আর্সেনিক উপকারী।

অক্ষিপুটের সংযোজনা।

সঞ্চালন কালে অক্ষিপুটের কিনারা বেদনাযুক্ত, যেন শুষ্ক ও অক্ষিগোলকে ঘর্ষণ করিতেছে।

অক্ষিপুটের আভ্যন্তরিক পার্শ্ব অত্যন্ত লালবর্ণ, তৎসহ কষ্টবোধ, বেদনা নহে।

অক্ষিপুটের কিনারায় জ্বালা।

শিশুদিগের চক্ষুপ্রদাহ (চোক উঠা), চর্ম্ম কর্কশ, শুষ্ক ও দেখিতে মলিন; আলোকাসহ্যতা ও প্রচুর, ক্ষতকর অশ্রুস্রাব; উষ্ণতা প্রয়োগে উপশমিত।

কর্ণ।—শব্দে অস্বাভাবিক চৈতন্যাধিক্যতা।

কর্ণে ঘণ্টাধ্বনি।

প্রত্যেকবার বেদনার আক্রমণের সহিত কর্ণে গর্জ্জন ধ্বনি।

কাণে অল্প শুনা, অথচ স্বর শুনিতে পায় না। (ফস্ফরস তুলনা কর)।

বাম কর্ণের শ্রবণপথ (auditary meatus) হইতে সূচীবেধ সহ ছিন্নকর বেদনা বহির্দ্দিকে যাইতেছে বোধ, সন্ধ্যাকালে অধিক।

নাসিকার শুষ্কতা সহ, দক্ষিণ কর্ণ হইতে হরিদ্রাবর্ণ স্রাব; শ্রবণশক্তি দুর্ব্বল হয় না।

স্রাব পচা গন্ধ, প্রচুর, ঈষৎ রক্তাভাযুক্ত জলবৎ পাতলা।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ।

নাসিকার সম্মুখে পর্য্যায়ক্রমে পিচ ও গন্ধকের গন্ধ।

খাদ্যের দৃষ্টি বা আঘ্রাণ সহ্য করিতে পারে না।

নাসিকা গহ্বরের শুষ্কতা।

দক্ষিণ নাসিকা হইতে জ্বালাকর শ্লেষ্মা স্রাব।

পুনঃ পুনঃ হাঁচিসহ তরল সর্দ্দি (coryza); তৎসহ স্বরভঙ্গতা ও অনিদ্রা; তৎসহ নাসিকা স্ফীত; পর্য্যায়ক্রমে নাসিকা রুদ্ধ।

জলবৎ স্রাবে নাসিকায় জ্বালা ও হনুহনে বোধ হয়, যেন ক্ষত হইয়াছে।

ক্রোধাদি রিপু প্রাবল্যের অথবা বমনের পর নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

▌ নাসিকার গাঁইটবিশিষ্ট স্ফীতি।

মুখমণ্ডল।—মুখের চেহারা উদ্বিগ্নযুক্ত, কিন্তু এলোমেলো নহে; কষ্ট-প্রাপ্ত; যন্ত্রণার চিহ্ন; মানসিক যন্ত্রণা; রুগ্ন; কোঠরপ্রবিষ্ট।

চেহারা অত্যন্ত রক্তশূন্য; হরিদ্রাবর্ণ; ধূসরবর্ণ; মেটেবর্ণ; শাদাটে, নীলাভাযুক্ত; আরক্তিম; লালবর্ণ ও স্ফীত।

▌ মুখমণ্ডলের শোথবৎ স্ফীতি।

মৌখিক মাংসপেশীর উৎক্ষেপ।

মুখমণ্ডলের বামার্দ্ধে ছিন্নকর বেদনা।

▌ জ্বালাবিশিষ্ট, সূচীবেধ বেদনা, যেমন অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত সূচী হইতে হয়।

জ্বালাকর স্রাব সহ ব্রণ ও ফুস্কুড়ি; চুলকানি, জ্বালা; রাত্রিতে ও শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি, উষ্ণতায় উপশম।

▌ মুখমণ্ডলে কর্কটজাতীয় ক্ষত; জ্বালাযুক্ত বেদনা।

• নিম্ন মুখমণ্ডল।—দক্ষিণ ইনফিরিয়ার-ম্যাক্সিলারি স্নায়ু বহিয়া অতি তীব্র বেদনা।

জলপানকালে গ্লাস কামড়াইয়া ধরে।

▌ ঠোঁট ক্ষতবৎ বেদনা ও মুখমধ্যে ঘা।

▌ ঠোঁটে উদ্ভেদ।

ওষ্ঠের (উপর ঠোঁটের) এক পার্শ্বে সঙ্কোচক কম্পন কিম্বা উৎক্ষেপ, বিশেষতঃ নিদ্রিত হইলে।

১০ দন্ত।—নিদ্রিতাবস্থায় দন্তে দন্তে ঘর্ষণ।

দন্ত অধিকতর লম্বা বোধ হয়, শিথিল হইয়া যায়, এবং চাপে ও শীতল জলে চৈতন্যাধিক্য।

সকলগুলি দন্তে বেদনা, যেন শিথিল হইয়া গিয়াছে ও পড়িয়া যাইবে, চর্ব্বণে বেদনা বর্দ্ধিত হয় না।

চিড়িকমারা (jerking) বিশিষ্ট দন্তশূল, রগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, শয্যায় উঠিয়া বসিলে এবং বাহ্যিক উষ্ণতা প্রয়োগে উপশমিত অথবা একবারে দূরীভূত হয়।

▌ দন্তশূল উনানের উত্তাপে উপশমিত হয়।

▌ স্ফীত, রক্ত পড়া মাড়ী, স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—কাষ্ঠবৎ, শুষ্ক; কষ্টকর; গলমধ্যে মিষ্টাস্বাদ; অম্ল; ধাতুবৎ; তিক্ত; পচা।

খাদ্যের আস্বাদ :—অতি লবণাক্ত; প্রচুর লবণাক্ত নহে; বিস্বাদ বা স্বাদহীন; অম্ল।

▌ বাক্য কথনের শক্তি বিলুপ্ত।

▌ জিহ্বার উপরে প্রবল জ্বালা।

▌ জিহ্বামূলে, আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক, স্ফীতি।

লেপ :—পার্শ্বদ্বয় ক্ষারযুক্ত, তৎসহ মধ্যস্থলে লালবর্ণ দাগ ও জিহ্বাগ্র লালবর্ণ; পুরু ক্ষারযুক্ত, কিনারাদ্বয় লালবর্ণ; শাদাটে; হরিদ্রাভাযুক্ত শাদা; যেন শাদা রঙ্গে চিত্রিত; কটাবর্ণ

▌ জিহ্বা :—শুষ্ক, এবং রোগজ লালবর্ণ, তৎসহ জিহ্বাগ্রে জিহ্বার কণ্টকসকল সবিশেষ উচ্চ; সীস (ধাতু) বর্ণ।

▌ রক্তশূন্য, কোমল, দন্তের দাগ বসে; স্নায়ুশূল।

▌ জিহ্বার কিনারা লালবর্ণ, দন্তের দাগ বসিয়া যায়।

জিহ্বার গলিত ক্ষত; জিহ্বার উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান সকল অগ্নিবৎ জ্বলিতে থাকে।

১২ মুখমধ্য।—▌ অতি প্রবল তৃষ্ণা সহ, মুখগহ্বরের শুষ্কতা।

মুখগহ্বর, ফেরিংক্স ও অন্ননলীমধ্যে জ্বালা।

অধিক লালা; পুনঃ পুনঃ থুথু ফেলিতে হয়।

লালা হ্রাস।

▌ মুখগহ্বরে ঘা (apthæ); তাহা রক্তশূন্য অথবা নীলবর্ণ হইয়া যায়।

মুখগহ্বরে ও জিহ্বার উপর বেদনাযুক্ত ফোস্কা।

১৩ গলমধ্য।—ফসেস ও গলমধ্যে শুষ্কতা, ক্ষতবোধ, চাঁচিয়া তোলা ও জ্বালা বোধ।

গলমধ্যে সঙ্কোচন অনুভব।

গলাধঃকরণ অত্যন্ত কষ্টকর ও বেদনাদায়ক।

ফেরিংক্স ও অন্ননলীর পক্ষাঘাতের ন্যায় অবস্থা।

গলাধঃকরণ কালে জ্বালা; খাদ্য লেরিংক্সের প্রদেশে লাগিয়া যায়, এবং তৎক্ষণাৎ উহা তথা হইতে বহিষ্কৃত হয়।

ডিপথিরিয়ার ঝিল্লি দেখিতে শুষ্ক ও কুঞ্চিত।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা বর্দ্ধিত।

ইচ্ছা :—অম্ল পদার্থে; ব্রাণ্ডিমদ্য; কাফি; দুগ্ধ; চর্ব্বি।

তৃষ্ণা বৃদ্ধি সহ ক্ষুধা হ্রাস।

অনিচ্ছা :—খাদ্যে; মাখমে।

বিশেষ এক প্রকার বমন, শাদা লালা সহ, মুখগহ্বরের তৃষ্ণা ও শুষ্কতা।

অত্যন্ত তৃষ্ণা, পানে পরিতৃপ্তি জন্মে না।

▌ পুনঃ পুনঃ কিন্তু পরিমাণে অল্প অল্প জল পান করে; কিম্বা অধিক পরিমাণে ও পুনঃ পুনঃ জলপান করিতে পারে। পুনঃ পুনঃ অপরিতৃপ্ত তৃষ্ণা।

▌ অত্যন্ত তৃষ্ণা কিন্তু জলপানে পাকাশয়ের কষ্ট বোধ হয়। * শোথ।

অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু জলপানের বিশেষ ইচ্ছা নাই।

১৫ পানাহার।—পাকাশয়-আন্ত্রিক লক্ষণসকলের বৃদ্ধি:—বরফ খাওয়ার পরে;

▌ কুল্পি খাওয়ার পরে; বরফ-জল; সির্কা; অম্ল বিয়ার মদ্য; তামাক (চর্ব্বণ করা); মদ্যপানের পরে; পনীর; ফল।

▌ অপরিমিত মদ্যপানের পর কুফল। *পানাত্যায় (ডিলিরিয়াম ট্রিমেন্স); বমন; উদরাময়; রক্তস্রাব।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—▌ পুনঃ পুনঃ হিক্কা; আরও, যখন জ্বর আইসা উচিত ছিল তখন হিক্কা।

উদ্গার উঠিতে উঠিতে উঠে না (abortive), নিষ্ফল কাঠ বমি; পাকাশয়ের স্বাভাবিক সঞ্চালন না হইয়া অনিয়মিত আক্ষেপিক ক্রিয়া।

বেলা ১১টা ও বৈকালে ৩ টার সময়ে বিবমিষা।

▌ বিবমিষা ও ক্ষুধা একবারে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত।

▌ ভ্রমি, কম্পন সহ, দীর্ঘস্থায়ী বিবমিষা; সর্ব্বাঙ্গে উত্তাপ ও কম্পন।

▌খাদ্য ও পাকাশয়িক তরল পদার্থের প্রবল বমন; বমিত পদার্থ পরিমাণে প্রায়ই অল্প।

বমিত পদার্থ:—তিক্ত; সবুজ-হরিদ্রাবর্ণ তরল পদার্থ; ভুক্ত পদার্থ; কটাবর্ণ, ঘোলাপদার্থ; রক্তের ছিটযুক্ত; রক্ত; প্রথমে জল, পরে ঘন, আঠাবৎ কিম্বা ঘাসের ন্যায় সবুজ শ্লেষ্মা; পরিশেষে রক্ত।

▌আরও, খাদ্য আহার বা জলপানের ঠিক পরেই বমন।

▌পুনঃ পুনঃ বমন, তৎসহ মৃত্যু আশঙ্কা।

১৭ পাকস্থলী।—▌পাকাশয় প্রদেশে চাপ; ভার, যেন পাথর চাপান রহিয়াছে।

পাকাশয় টিপিলে বেদনাযুক্ত।

▌পাকাশয় ও পাকাশয়-গহ্বরে অতি তীব্র উত্তাপ ও জ্বালা।

পাকাশয় ও অন্ত্রমধ্যে প্রবল, ছিন্নকর, প্রেকবেধবৎ বেদনা ও খিলধরা।

পাকাশয়ে বেদনা মিষ্ট দুগ্ধে উপশমিত হয়।

এপিগাষ্ট্রিক প্রদেশের নিকট অত্যন্ত উদ্বেগ।

এপিগাষ্ট্রিয়ম স্ফীত ও কঠিন; এবং নাভি স্পর্শে চৈতন্যাধিক।

পাকাশয়-গহ্বরে বেদনা শ্বাসরুদ্ধ করে।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—জ্বালাজনক বেদনা সহ, দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়মে বেদনাদায়ক স্ফীতি।

যকৃত প্রদেশে বেদনা চাপে বর্দ্ধিত হয়।

দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়মে সূচীবেধ, পাকাশয় প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, উহা সমস্ত উদরের উপর প্রবল চাপবোধের ন্যায় অনুভবে পর্য্যবসিত হয়।

বাম হাইপোকণ্ড্রিয়মের নিম্নে আকৃষ্টবৎ, সূচীবেধ বেদনা।

প্লীহায় ফাট ফাট বোধ ও চাপবৎ বেদনা।

▌প্লীহা ও যকৃতের কাঠিন্য ও বিবৃদ্ধি।

১৯ উদর।—উদর স্ফীত ও বেদনাযুক্ত।

উদরে গোঁ গোঁ শব্দ সহ ডাকা।

উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

▌ অত্যন্ত যন্ত্রণাসহ, উদরে প্রবল বেদনা, কোন স্থানে বিশ্রাম পায় না, মেজের উপর গড়াগড়ি দেয়, এবং জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হয়।

নাভির নিকট বেদনা, চিত হইলে বৃদ্ধি।

কটিদেশের নিকট, উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা, উদরের মধ্য দিয়া দক্ষিণ কুচকিতে এবং স্ক্রোটমের সেই পার্শ্বে বিস্তৃত।

কুচকি :—বাম কুচকিতে সঙ্কোচনবৎ বেদনা; অবনত হইতে গেলে, দক্ষিণ কুচকিতে যেন মচকাইয়া গিয়াছে; স্ফোটকের ন্যায় খননবৎ, জ্বালা; সূচীবেধ।

কুচকি-গ্রন্থির স্ফীতি।

২০ মল ইত্যাদি।—অসাড়ে মল ও মূত্রত্যাগ।

ঠাণ্ডা পদার্থ ভক্ষণ হেতু পাকাশয় শীতল করায় উদরাময়।

উদরাময় :—পিচ্ছিল, সবুজ আম; খণ্ড খণ্ড আম, তৎসহ মলত্যাগের কষ্টকর বেগ ও মলদ্বারে কণ্ডনবৎ বেদনা; মল অল্প, তৎসহ মলত্যাগের কষ্টকর বেগ; প্রথমে গাঢ় সবুজবর্ণ মল, তৎপরে গাঢ় সবুজবর্ণ আম; কাল আম, তৎসহ অদম্য বমন; কাল, জ্বালা ও ক্ষতকর ও পচাগন্ধ; হরিদ্রাবর্ণ, তৎসহ মলত্যাগের কষ্টকর বেগ ও জ্বালাবিশিষ্ট বেদনা; অপরিষ্কার জলবৎ; রক্তযুক্ত ও জলবৎ।

হস্তপদাদির অত্যন্ত শীতলতা সহ ভেদ।

▌ উদরাময় মধ্যরাত্রির পরে বৃদ্ধি, এবং প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানের পর।

মলদ্বার লাল ও ক্ষতবৎ। ▌ মলদ্বারে জ্বালা।

অন্ত্রে বেদনা সহ কোষ্ঠবদ্ধ।

অর্শ :—ভ্রমণ ও উপবেশন কালে (মলত্যাগের সময়ে নহে) সূচীবেধ সহ, জ্বালাযুক্ত বেদনা সহ, উত্তাপে উপশমিত হয়।

▌ অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব, রক্ত কাল্‌চেবর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত। * টাইফাস।

২১ মূত্র।—প্রচুর মূত্রস্রাব সহ, পুনঃ পুনঃ মূত্রের বেগ।

অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

মূত্র অল্প, কষ্টের সহিত নির্গত হয়, প্রস্রাবকালে জ্বালা।

মূত্র রোধ, যেন মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত হইয়াছে।

মূত্র :—গাঢ় কটাবর্ণ ; গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ ; ঘোলা ; লালবর্ণ বালির অধঃক্ষেপ ; পুঁজ ও রক্ত মিশ্রিত।

রক্তস্রাব। ▌ অণ্ডলালযুক্ত মূত্র (albuminuria)।

▌ মূত্রনাশজনিত তন্দ্রাদোষ (uræmia), হত্যাকরা চিন্তাসহ যন্ত্রণা বোধ, বিশেষতঃ মদ্যপায়ীদিগের।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—লিঙ্গমুণ্ড নীলবর্ণযুক্ত লাল, স্ফীত ও ফাটা।

জননেন্দ্রিয়ের অতিশয় বেদনাদায়ক প্রদাহ ও স্ফীতি, বর্দ্ধিত হইয়া এমন কি গলিত ক্ষতে পরিণত হয়।

মেঢ্রত্বকের পুরাতন হার্পিস (রসটক্স নিষ্ফল হইলে)।

▌ স্ক্রোটম শোথবৎ স্ফীত।

উদরাময়ের মলত্যাগের সময় শুক্রস্রাব।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অনিচ্ছায় শ্লেষ্মা নিঃস্রাব সহ, সঙ্গমেচ্ছা বর্দ্ধিত।

ঋতু :—অত্যন্ত আগাইয়া ; অত্যন্ত প্রচুর ; দুর্ব্বলকারী প্রচুর রজঃস্রাব।

ছুরিকাদ্বারা কর্ত্তনবৎ, জ্বালাযুক্ত বেদনা সহ রক্তস্রাব ; হঠাৎ প্রচুর কালচে বর্ণ রক্তস্রাব।

ঋতুকালে সরলান্ত্রে তীক্ষ্ণ শল্যবিদ্ধ বোধ, তৎপরে মলদ্বার ও পিউবিস পর্য্যন্ত।

বেদনাযুক্ত ঋতু।

স্বল্পঋতু। অল্প বিবর্ণ (ফিকাবর্ণ) ঋতু।

ঋতুর পরিবর্ত্তে পাতলা, শাদাটে, দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব।

▌ শ্বেত প্রদর :—প্রচুর, হরিদ্রাভাযুক্ত, ঘন ও ক্ষতকর।

উদর হইতে নিম্নে যোনি পর্য্যন্ত সূচীবেধ।

▌ ডিম্বকোষ মধ্যে জ্বালাযুক্ত, কিম্বা কাটিয়া দেওয়ার ন্যায় বেদনা।

▌ দক্ষিণ ডিম্বকোষ প্রদেশে চাপযুক্ত, সূচীবেধ বৎ বেদনা।

▌ ডিম্বকোষ প্রদেশ হইতে উরু পর্য্যন্ত আকৃষ্টবৎ, সূচীবেধ বেদনা, ঐ উরু অসাড় ও খঞ্জ বোধ হয় ; সঞ্চালন, অবনত হওয়া কিম্বা বক্র হইয়া উপবেশনে বৃদ্ধি।

রায়ুপ্রদেশে জ্বালাযুক্ত, দপ্‌দপানি, ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তনবৎ বেদনা।

২৪ গর্ভাবস্থা।—স্তনদ্বয়ে জ্বালাযুক্ত বেদনা; সঞ্চালন হইতে উপশম।

২৫ লেরিংক্স।—স্বর:—কম্পবান; দুর্ব্বল; অসমান, একবার জোরযুক্ত, আবার একবার দুর্ব্বল; স্বরভঙ্গ; কর্কশ; গভীর; স্বর বিলুপ্ত।

▌ মিথ্যা মেম্ব্রেনাস ক্রুপ; উদ্ভেদ সকল বিশেষতঃ আমবাত, বাহির হইতে হইতে রুদ্ধ অথবা বাহির না হওয়া হেতু উৎপাদিত মেম্ব্রেনাস ক্রুপ।

লেরিংক্সের শ্লৈষ্মিক আবরণ মলিন-লালবর্ণ কিম্বা রক্তশূন্য, তৎসহ নীলাভাযুক্ত লালবর্ণ চাকা চাকা দাগ; অলস (দুর্দ্দম্য), কিম্বা জ্বালাযুক্ত ক্ষত; লেরিংক্সের যক্ষ্মাকাস।

হঠাৎ সর্দ্দি, রাত্রিতে শ্বাসরোধের ভয়।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসক্রিয়া হ্রাস ও উদ্বেগপূর্ণ।

অত্যন্ত উদ্বেগ সহ, কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া।

▌ শ্বাসক্রিয়া হাঁপানির ন্যায়:—বক্ষঃস্থল সম্মুখে অবনত করে; রাত্রিতে শয্যায় লাফাইয়া উঠে। * হাঁপানি।

শ্বাসপথ সঙ্কুচিত বোধ হয়, সম্পূর্ণ রূপে শ্বাস লইতে পারে না।

বক্ষঃ ও পাকাশয়ের সঙ্কোচন অনুভবসহ,কাসীর পর বর্দ্ধিত শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

▌ সন্ধ্যাকালে শয়ন করিবামাত্র শ্বাসরুদ্ধ বোধ, তৎসহ ট্রেকিয়া মধ্যে বংশিধ্বনিবৎ ও সঙ্কোচন।

▌ শ্বাসকষ্ট ঝটিকাপূর্ণ বায়ু কর্তৃক বর্দ্ধিত; দ্রুত ভ্রমণ; আরোহণ; গরম ও কসা (tight) পরিধেয়; কিন্তু বিশেষতঃ উষ্ণতা ও শৈত্যের পরিবর্ত্তন হইতে বর্দ্ধিত।

▌ শ্বাস প্রশ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দ, তৎসহ কাসী ও সফেন গয়ার, গয়ার দেখিতে আলোড়িত ডিম্বের শাদা অংশের ন্যায়।

▌ অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্রতা; মুখমণ্ডল নীলবর্ণ ও শীতল ঘর্ম্মে আবৃত; অত্যন্ত উদ্বেগ। *এম্ফিসিমা।

শিস দেওয়া বৎ প্রশ্বাস।

কাসী।—ধূমবৎ অনুভব কিম্বা লেরিংক্স মধ্যে গন্ধকের বাষ্প, কিম্বা লেরিংক্স মধ্যে সঁদত শুড় শুড়ি কর্তৃক উত্তেজিত কাসী।

কাসীর পূর্ব্বে নিতম্বে উৎক্ষেপ, তদ্দ্বারা বোধ হয় কাসী উত্তেজিত হয়।

কাসী :—শীতল, খোলা বায়ুতে গমন কালে; বিশেষতঃ পানের পর; সন্ধ্যাকালে, ঠিক শয়নের পরেই; উঠিয়া বসিতে হয়; তৎপরে, এপিগ্যাষ্ট্রিক প্রদেশে টানিয়া ধরা, বেদনা তদ্দ্বারা কাসী হইতে থাকে (স্থায়ী হয়); দুর্ব্বলতা।

▌ রক্তযুক্ত গয়ার সহ কাসী।

রাত্রিকালিক কাসী; কাসী আরম্ভ হইবা মাত্র উঠিয়া বসিতে হয়; রাত্রি ১ টা, তৎসহ শ্বাস লইবার জন্য হা করিয়া থাকা।

গভীর, শুষ্ক, অবিশ্রাম কাসী; কাসী হাঁপানি, হৃদরোগ প্রভৃতির উপর নির্ভর করে; আরও, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, পতনাবস্থা, রক্তাল্পতা, স্নায়বিক উত্তেজনশীলতা প্রভৃতির সহিত সংস্পৃষ্ট কাসী।

গয়ার; সফেন লালা; ঘন, হরিদ্রা বর্ণ; সবুজ, তিক্ত; লবণাক্ত; শ্লেষ্মায় রক্তের ছিটযুক্ত।

▌রক্তস্রাবের পর রক্ত উঠা; সর্ব্বাঙ্গে প্রজ্জ্বলিত উত্তাপ, বিশেষতঃ তৎসহ স্কন্ধাস্থিদ্বয় মধ্যে বেদনা; মদ্যপায়ীদিগের অথবা ঋতু বন্ধ হেতু।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষে কসিয়া ধরা, যেন কাষ্ঠ নির্ম্মিত চক্রাকার পদার্থ দ্বারা বান্ধিয়া রাখা হইয়াছে।

▌ বক্ষের সঙ্কোচন বোধ :—তৎসহ সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত উদ্বেগ এবং অস্থিরতা; যখন উপরের দিকে উঠিতে থাকে।

দক্ষিণ বক্ষের উর্দ্ধাংশে সূচীবেধ; বাম বক্ষে কেবল নিশ্বাস গ্রহণের সময়।

কাসিবার সময়ে ষ্টার্ণমের মধ্যে, নিম্ন হইতে উর্দ্ধ দিকে, সূচীবেধ বেদনা।

▌ মূর্চ্ছার সম্ভাবনা সহ প্লুরিসি।

সন্ধ্যাকালে বক্ষঃ মধ্যে শীত বোধ।

বক্ষঃ মধ্যে জ্বালা।

▌ বক্ষে সর্দ্দি, অত্যন্ত শ্বাস-রুদ্ধতা; যন্ত্রণায় শিশু ছট্‌ফট করে।

▌সবুজবর্ণ, পাতলা ঈষৎ রক্তবর্ণ জলবৎ গয়ার সহ, ফুসফুসের গলিত ক্ষত।

২১ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃদকম্পন; হার্পিস কিম্বা পায়ের ঘর্ম্ম রুদ্ধ হইলে পর; তৎসহ ক্ষুদ্র, অনিয়মিত নাড়ী; হৃদস্পন্দন বলশালী, দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়, প্রধানতঃ রাত্রিতে।

▌যন্ত্রণা সহ, হৃৎকম্পন,—চিত হইয়া শুইতে পারে না; সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে গেলে বর্দ্ধিত হয়।

চিত হইয়া শুইলে হৃৎস্পন্দন দ্রুততর ও অধিকতর জোরে সম্পন্ন হয়।

▌এঞ্জাইনা পেকটরিস; হৃৎপিণ্ডের নিকটবর্ত্তী স্থানে হঠাৎ কসিয়া ধরা বোধ; হৃৎপিণ্ড প্রদেশে অতি যন্ত্রণাদায়ক বেদনা; গ্রীবা ও অক্ষিপট মধ্যে বেদনা; উদ্বেগ, কষ্টবোধ; কষ্টকর শ্বাসক্রিয়া, থাকিয়া থাকিয়া মধ্যে মধ্যে ভ্রমি; অতি অল্প সঞ্চালনেই শ্বাস বন্ধ হয়; সম্মুখে অবনত হইয়া কিম্বা পশ্চাতে মস্তক হেলাইয়া বসিয়া থাকে; রাত্রিতে বৃদ্ধি, বিশেষতঃ রাত্রি ১টা হইতে প্রাতে ৫ টা পর্য্যন্ত।

▌অত্যন্ত খিটখিটে ভাব, যন্ত্রণা ও অস্থিরতা সহ হৃদবেষ্টক ঝিল্লিমধ্যে জলসঞ্চয়, বিশেষতঃ মূত্রনাশ-জনিত তন্দ্রাদোষ (uræmia), ইত্যাদিতে।

নাড়ী :—বর্দ্ধিত গতি; দ্রুত ও ক্ষুদ্র; দ্রুত ও দুর্ব্বল; ক্ষুদ্র, অত্যন্ত দ্রুত, ও অনিয়মিত, কখন কখন অননুভবনীয়; সূত্রবৎ।

বহির্ব্বক্ষ।—বক্ষোপরি হরিদ্রাবর্ণ দাগ।

ষ্টার্ণাম মধ্যে সূচীবেধ ও চাপ বোধ।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার পশ্চাৎ ভাগ অচল, যেন ছেঁচা আঘাত লাগিয়াছে অথবা মচকাইয়া গিয়াছে।

গ্রীবার বাম পার্শ্বে স্নায়ুশূলের বেদনা।

আকৃষ্টবৎ বেদনা :—দুই স্কন্ধাস্থির মধ্যে; শয়ন করিতে বাধ্য হয়; কোমর হইতে স্কন্ধদ্বয় পর্য্যন্ত।

কক্সিক্স অস্থি প্রদেশে আরম্ভ হইয়া, মেরুদণ্ডের অচলভাব (stiffness)।

কোমরের শক্তি হ্রাস।

কোমরে ছেঁচা আঘাতের ন্যায় বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—দক্ষিণ স্কন্ধসন্ধি ও স্কন্ধে ছিন্নকর-উৎক্ষেপ বেদনা।

রাত্রিকালে, যে পার্শ্বে শুইয়া থাকে সেই পার্শ্বের বাহুতে বেদনা।

অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগ হইতে স্কন্ধ মধ্যে আকৃষ্টবৎ, উৎক্ষেপযুক্ত ও ছিন্নকর বেদনা।

হস্তদ্বয় ও সম্মুখ বাহুর নিম্নার্দ্ধ কাল্‌চে ও রক্তশূন্য।

বামকনুই সন্ধিতে ক্ষুদ্র লালাভাযুক্ত স্থান, সত্বর উহা ফোস্কা হয়, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উহা সুপারির মত বড় হইয়া উঠে ও কাল হইয়া যায়; ঐ রূপ ফোস্কা দক্ষিণ কনুইতে এবং পরদিন বাম পায়ে বাহির হয়।

হস্তদ্বয়ের কম্পন।

‖ জ্বালাকর বেদনা সহ অঙ্গুলির অগ্রভাগে ক্ষত।

অঙ্গুলিমধ্যে শুড়্‌শুড়ি বোধ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিতম্ব, উরু, বঙ্ক্ষণ (কুচকি) ও বাম পায়ে (*foot*) অতি তীব্র চিড়িকমারাযুক্ত ছিন্নকর বেদনা।

গ্রেট ট্রোকাণ্টারের পুনরায় বেদনা, ঐ বেদনা উরুর পশ্চাৎ বহিয়া নামে, তৎপরে জানুর সম্মুখ দিয়া, নিম্নে টিবিয়া অস্থি বাহিয়া গুল্‌ফ পর্য্যন্ত; বেদনা জানু গুঠাইলে (সঙ্কোচনে) কথঞ্চিৎ উপশমিত হয়।

হাঁটীতে গেলে জানুমধ্যে খট্ খট্ শব্দ হয়।

জানুদ্বয়ের স্ফীতি ও বেদনা।

ছিন্নকর বেদনার সহিত পর্য্যায়ক্রমে জানু ও চরণদ্বয়ের অচলভাব।

‖ জানুসন্ধিতে আঘাত প্রাপ্তির ন্যায় বেদনা।

শীতলতা, বিশেষতঃ জানু ও চরণ দ্বয়ের।

পায়ের ডিমে খিলধরা।

উপবিষ্টাবস্থায় মেজেতে পা রাখিলে পদদ্বয়ে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

‖ চরণদ্বয়ে শোথবৎ স্ফীতি।

▌ চরণদ্বয়ের দুর্ব্বলতা ও শ্রান্তি, অসাড়তা।

গোড়ালিতে ছিন্নকর বেদনা।

চরণ ও উরুদ্বয়ের অসহ্য চুলকানি।

পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নিম্ন দিকে আকৃষ্ট।

▌ চরণ ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের তলায় ক্ষত।

▌ ভ্রমণকালে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে টাটানি বেদনা, যেন ছাল উঠিয়া গিয়াছে।

উপরে সিঁড়ি দিয়া উঠিতে গেলে, বোধ হয় যেন নিম্নাঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

▌ নিম্নাঙ্গে অসুখ বোধ, রাত্রিতে স্থির হইতে শুইতে পারে না।

উপশম করিবার জন্য চরণদ্বয়ের অবস্থিতি-ভাব সদত পরিবর্ত্তন করিতে কিম্বা ভ্রমণ করিতে হয়।

৩ঃ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—উৎক্ষেপ; কম্পন; নিদ্রিত হইলে সজোরে নাচিয়া (চমকাইয়া) উঠে; অসাড়তা; আলস্য; ▌ শ্রান্তি।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও পরিশ্রান্তি বশতঃ তিনি শুইয়া পড়িতে বাধ্য হন।

উর্দ্ধ ও নিম্নাঙ্গে অতি প্রবল ছিন্নকর বেদনা; বেদনাক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না; রোগাক্রান্ত অংশ সঞ্চালন কালে বেদনা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প অনুভূত হয়।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—ভ্রমণ: ৩, ২০, ২৬, ৩৩। আরোহন: ২৬, ৩৩। সঞ্চালন: ২, ৩, ৫, ২৩, ২৪, ৩৪। রোগাক্রান্ত অংশ সঞ্চালন করিলে: ৩৪। উঠিবার সময়ে: ৩। উঠিলে পর: ২০। বসিয়া থাকিলে: ২০, ২৩, ২৭, ৩৩। উঠিয়া বসিলে: ১০, ২৭। অবশ্য উঠিয়া বসিতে হয়: ২৭। অবনত হইয়া বসিলে: ২৩। বক্ষঃ সম্মুখ দিকে অবনত করিলে: ২৬। অবনত হইলে: ১৯। হেলান দিলে: ৩। বিশ্রাম লইলে: ৩, ৩২, ৩৩। বক্র হইলে: ২৩। জানু গুটাইলে: ৩৩। শুইয়া পড়িলে: ২৭, ৩১। চিত হইয়া শুইলে: ১৯, ২৯।

রোগাক্রান্ত পার্শ্বে শুইলে : ৩৪। অবশ্য শুইতে বাধ্য : ৩১, ৩৪। স্থির হইয়া শুইতে পারে না : ৩৩। শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিতে হয় : ২৬। শয্যায় গড়াগড়ি দেয় : ১৯।

৩৬ স্নায়ু।—অত্যন্ত অস্থিরতা, কোন অবস্থাতেই সুখ পায় না।

নিদ্রিত হইলে চমকাইয়া উঠে।

হিষ্টিরিয়ার আক্ষেপ, তৎপরে পরিশ্রান্তি।

▌ পুনঃ পুনঃ ভ্রমি।

পশ্চাৎদিকে পৃষ্ঠদেশ বক্র করিয়া আক্ষেপ ; মুখ দিয়া ফেনা উঠে।

▌ তাণ্ডব রোগ (chorea), রোগের সরলাবস্থায়।

শিশু মৃতবৎ পড়িয়া থাকে ; রক্তহীন কিন্তু উষ্ণ ; কিয়ৎক্ষণের জন্য শ্বাসশূন্য।

মৃগীরোগের আক্ষেপ ; ধনুষ্টংকারবৎ আক্ষেপ।

অতি সামান্য মাত্র ব্যায়ামে পরিশ্রান্তি।

▌ অত্যন্ত পরিশ্রমের পরে ; পর্ব্বতারোহণের পর, ইত্যাদি।

▌ অতি সত্বর শক্তির হ্রাস।

৩৭ নিদ্রা।—হাঁইতোলা ও আড়ামুড়ি ভাঙ্গা।

নিদ্রাকালে ও নিদ্রা হইতে পুনঃ পুনঃ চমকাইয়া উঠা ; বেদনা বশতঃ জাগিয়া উঠে, রাত্রি ১২ টার সময়ে বৃদ্ধি।

অস্থিরতা ও কোঁথানি সহ, অনিদ্রা ; চক্ষু শ্রান্ত ; শয্যা হইতে উঠিতে পারে না।

স্বপ্ন :—চিন্তা, দুঃখ ও ভয়পূর্ণ ; বজ্রাঘাত সম্বন্ধে ; অগ্নি ; কালজল ও অন্ধকার সম্বন্ধে ; মৃত্যু সম্বন্ধে।

৩৮ সময়।—সাধারণতঃ রাত্রিতে বৃদ্ধি, বিশেষতঃ মধ্যরাত্রির পরে (রাত্রি ১টা হইতে ৩ টা পর্য্যন্ত)।

প্রাতঃকাল : ২০, ৪০। পূর্ব্বাহ্ন : ৪০। সন্ধ্যাকাল : ৬, ২৬, ২৭, ২৮, ৪০। রাত্রি : ৪, ৮, ২০, ২৫, ২৬, ২৭, ৩২, ৪০। মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে : ৩৭। মধ্যরাত্রির পরে : ২০, ৩৭। রাত্রি ৩ টা : ১। প্রাতে ১১ টা ও বৈকালে ৩ টা : ১৬।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণতায় প্রায় সর্ব্বদা বেদনা উপশমিত হয়।

মাথাধরা ব্যতীত, ঠাণ্ডা লাগিলে সাধরণতঃ বৃদ্ধি, মাথাধরা শীতল জলে ধৌত করিলে এবং শীতল বায়ু লাগাইলে উপশমিত হয়।

শীতল, সরস (ভিজা) নিম্নতলার ঘর উপসর্গ সকল বৃদ্ধি করে বা আনায়ন করে। সায়াটিকা।

শীতল খাদ্য : ২০; শীতল জল : ১০ ; শীতল জলে ধৌত : ৩; শীতল বায়ু : ৮, ২৭। খোলা বায়ু : ২, ৩, ৪, ৮, ৪০। ঠাণ্ডা লাগান : ২৬। ঘর : ২। উষ্ণতা : ৪, ৮, ১০, ২০, ২৬। অবশ্য আবৃত হইবে : ৪০; অবশ্য অনাবৃত হইবে : ৪০। উত্তাপের পরিবর্ত্তন : ২৬। ঝটিকাপূর্ণ বায়ু : ২৬। ভারী বায়ু : ২৬।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীতের (এবং উত্তাপের) অনিশ্চিত উৎপত্তি; হয় এক সঙ্গে, নতুবা পর্য্যায়ক্রমে।

তৃষ্ণা না থাকিয়া কম্প, খোলা বায়ুতে বৃদ্ধি।

পূর্ব্বাহ্নে শীত, কিছুতেই উপশমিত হয় না।

বাহ্যিক উত্তাপ ও লালবর্ণ গণ্ড সহ, আভ্যন্তরিক শীত।

▌ তৃষ্ণা না থাকিয়া শীত, তৎপরে অত্যন্ত তৃষ্ণা সহ এবং ঘর্ম্ম না থাকিয়া উত্তাপ; কয়েক ঘণ্টা পর ঘর্ম্ম হয়, ঘর্ম্ম হইলে উপসর্গ সকল বৃদ্ধি হয়; যকৃত ও প্লীহা স্ফীত। * শোথ।

শীতল, চটচটে ঘর্ম্ম সহ বাহ্যিক শীতলতা।

শীতের সময়ে (এবং উত্তাপের সময়ে) যে সমস্ত লক্ষণ পূর্ব্বে ছিল কিন্তু অতি সামান্য মাত্র ছিল তাহার বৃদ্ধি।

স্তন্যপায়ী শিশু সুস্পষ্ট শীত না থাকিলেও আবৃত হইতে চায়; অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর।

শীতের সময়ে নীলবর্ণ নখ ও ঠোঁট।

▌ আভ্যন্তরিক জ্বালা, শুষ্ক উত্তাপ; অনাবৃত হইতে ইচ্ছা।

▌ সন্ধ্যা ও রাত্রিতে শুষ্ক উত্তাপ, তৎসহ তৃষ্ণা ও পুনঃ পুনঃ কিন্তু প্রত্যেক বারে অল্প অল্প পরিমাণে জলপান।

ক্ষুদ্র, ক্ষীণ, ও অত্যন্ত দ্রুত নাড়ী সহ, প্রবল উত্তাপ; মুখগহ্বর শুষ্ক,

জিহ্বা এত শুষ্ক যে ইহা নাড়াইতে বেদনা বোধ হয়; তৃষ্ণা, তৎ-পরে তৃষ্ণা-শূন্যতা। * টাইফইড।

রাত্রিতে উত্তাপ, যেন উত্তপ্ত জল গাত্রে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জ্বরের শেষে ঘর্ম্ম, ঘর্ম্ম হইলে পূর্ব্বকার লক্ষণ সকল বিলুপ্ত হয়; ঘর্ম্মে বেদনা উপশমিত হয়; বাত।

উপশম না হইয়া প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম; শীতল চট্‌চটে কিম্বা অম্লাক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত।

▌ নিদ্রা আসিতে গেলে ঘর্ম্ম; অল্প ঘর্ম্ম হইয়া বন্ধ হইয়া যায়।

রাত্রিকালে জানুর নিকটে প্রচুর ঘর্ম্ম।

ঘর্ম্মাবস্থায় অপরিতৃপ্ত তৃষ্ণা।

৪১ আক্রমণ।—উপসর্গ সকল নিয়মিত সময়ান্তর প্রত্যাবর্ত্তন করে।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৩, ৫, ৬, ৭, ৯, ১৮, ১৯, ২৩, ২৮, ৩২। বাম: ৩, ৬, ৮, ১৮, ১৯, ২৮, ৩১, ৩২, ৩৩। বাম হইতে দক্ষিণ: ৩২। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে: ১৯, ২৩, ৩২, ৩৩। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধ দিকে: ২৮, ৩১, ৩২, ৪৩। ভিতর হইতে বাহিরের: ৬।

৪৩ অনুভব।—▌ আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক স্থান সমূহে জ্বালা।

▌ বোধ হয় যেন উত্তপ্ত জল ধমনী মধ্য দিয়া ছুটিতেছে, তজ্জন্য নিদ্রা হয় না।

উষ্ণ বায়ু মেরুদণ্ড মধ্য দিয়া মস্তক মধ্যে দিয়া যাইতেছে বোধ।

মৃগী রোগের আক্রমণের পূর্ব্বে।

৪৪ তন্তু।—অত্যন্ত শীর্ণতা, মুখমণ্ডল মৃত্তিকাবৎ।

চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ মণ্ডলাকার রেখা, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির দুর্ব্বলতা, কোন কাজ করিতে ইচ্ছা থাকে না, ক্রমাগত বিশ্রাম লইতে ইচ্ছা।

মাংসপেশী শিথিল।

সার্ব্বাঙ্গিক, কিম্বা বক্ষঃগহ্বর অথবা উদর গহ্বরে শোথ।

▌ স্কার্লাটিনার পরবর্ত্তী শোথ; মোমের ন্যায় চর্ম্ম। *ব্রাইটের পীড়া।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি।—স্পর্শ: ৪, ১০, ১৭। চাপ: ৩, ১০,

১৭, ২৬, । ঘর্ষণ : ৩ । আঁচড়াইলে : ৩৬ ।

▌সর্পদংশন।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্ম অত্যন্ত শাদা, তৎপরে হরিদ্রা বর্ণ, আইসবৎ ছাল উঠে।

চর্ম্ম শুষ্ক ও ছাল উঠে।

চর্ম্মোপরি নীলবর্ণ দাগ।

জ্বালাকর, চুলকানিযুক্ত স্থান সকল আঁচড়াইলে পর বেদনাযুক্ত।

অত্যন্ত বেদনাযুক্ত কাল উদ্ভেদ।

▌ব্রণ সকল অত্যন্ত জ্বালা করে, তাহাতে অসহ্য যন্ত্রণা উৎপাদিত হয়।

দদ্রুবৎ (herpetic) উদ্ভেদ চুলকায় ও জ্বালা করে; শুষ্ক ছাল উঠে, জ্বালাযুক্ত প্রুরাইটাস।

আম্বাত বড় বড় ও অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

লালবর্ণ পেটিকি-বৎ উদ্ভেদ, মশক দংশনের আকার হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজের আকার পর্য্যন্ত।

▌উদ্ভেদ বাহির হইতে বিলম্ব হয় কিম্বা হঠাৎ রক্তশূন্য হইয়া যায়; দূষিত (malignant) গলক্ষত; শোথ; কিম্বা উদ্ভেদ বেশ বাহির হইয়াছে কিন্তু তত্তুলনায় অধিক দুর্ব্বলতা, মৃদু প্রলাপ, বমন, ইত্যাদি। *স্কার্লাটিনা।

▌কাল ফুষ্কুড়ি সকল অত্যন্ত জ্বালাকর বেদনা উৎপাদন করে।

▌বসন্ত, অত্যন্ত দুর্ব্বলতাসংযুক্ত রোগীর; পষ্টুল সকল গর্ত্ত হইয়া যায়, তাহার চতুর্দ্দিকের স্থান সকল (areola) রক্তশূন্য হইয়া উঠে; আরও, রক্তস্রাবযুক্ত ও পচনযুক্ত বসন্তে উপকারী।

উচ্চ কিনারা সহ, ক্ষত; ক্ষতের স্রাব কাল, জমাট রক্ত।

▌পায়ে ক্ষত, মামরী দ্বারা আবৃত এবং প্রদাহিত কিনারা দ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত; জ্বালাকর ও বেদনাযুক্ত।

পুরাতন ক্ষতের বেদনাযুক্ত চৈতন্যাধিক্যতা।

উদ্ভেদ সকল হইতে পূঁজযুক্ত দুর্গন্ধ স্রাব।

ক্ষতের পচনশীল (গলিত) চেহারা।

কার্ব্বঙ্কল।

জ্বালাকর বেদনা সহ কর্কট রোগ।

জানুর বক্রস্থানে পাঁচড়াবৎ উদ্ভেদ।

৭ অবস্থা।—হাইড্রজিনইড অবস্থা।

মদ্যপায়ীদিগের রোগে উপযোগী।

৮ সম্বন্ধ।—সদৃশ ঔষধ: এস্থ্রা (কার্ব্বঙ্কল, এন্থ্রাক্স, পাইমিয়া, ইত্যাদি); এসেট-এসি (শোথ); একো (জ্বর, পক্ষাঘাত); এপি; এপো-ক্যান; ব্যাপটি (পচনাবস্থা, টাইফইড); বিসমাথ (বমন); বোরাক্স (সোরায়েসিস); সিঙ্কো (দুর্ব্বলতা, রসস্রাব, শোথ, কম্পজ্বর, গলিত ক্ষত, ক্ষত, রক্তউঠা, উদরাময়, পচা জল হইতে কুফল, জলা ভূমি হইতে বিষ, ইত্যাদি); কার্ব্ব-এনি (দুর্ব্বলতা, গ্রন্থির পীড়া সকল); কার্ব্ব-ভেজ (দুর্ব্বলতা, প্রতিক্রিয়া হয় না, পচনাবস্থা, বিশেষতঃ পচা মৎস্য মাংস কিম্বা জল হইতে রোগ সকল); ক্যালকে-আর্স (হৃৎপিণ্ড-লক্ষণ সহ মৃগী রোগ); ক্যাম্ফ (পতনাবস্থা, শীতলতা, ইত্যাদি); ক্যাপসি (মুখ হইতে দুর্গন্ধ); ক্রোটে (রক্ত বিষাক্ত হওয়া); কুপ্র (ওলাউঠা, প্রতিক্রিয়ার অভাব, পক্ষাঘাত, ইত্যাদি); কুপ্র-আর্স (ঔদরিক যন্ত্র সকলের স্নায়ুশূল); ফেরম (উদ্ভেদ, শোথ, ক্লোরোসিস, স্নায়ুশূল, ইত্যাদি); গ্রাফাই (পুরাতন উদ্ভেদ সকল); হাইড্রাষ্ট (লুপাস রোগে শ্রেষ্ঠ); ইপিকা (কম্প ও জ্বর; হাপানি কাসী; শ্বাসরোধ সহ নাসিকা ও বক্ষের সর্দ্দি, গ্রীষ্মকালের রোগ সকল, বিশেষ পুষ্টকায় শিশুদিগের; উদরাময়; বমন, ইত্যাদি); আইরি-ভার্সি; কালি-বাইক্র (প্রায়ই লুপাস রোগে শ্রেষ্ঠ); ল্যাকে (পচনাবস্থা, ইত্যাদিতে); মিউরিয়াটি-এসি; নাইট্রি-এসি (বিকারাবস্থা; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, ক্ষত সকল হইতে সহজেই রক্তস্রাব হয়, ডিপথিরিয়া, ইত্যাদি); নক্স-ভম (স্নায়ুশূল রোগে উত্তম, স্নায়ুশূল প্রাতঃকালে বৃদ্ধি); ফস্ফর; প্লম্ব (পক্ষাঘাত, পেটবেদনা, কম্পন); রস টক্স (মৃদু

প্রলাপ, বিসর্প, চক্ষুপ্রদাহ, স্কার্লাটিনা, দুর্ব্বলতা ও অসাড়ে মলত্যাগ সহ টাইফইড জ্বর; চর্ম্ম লক্ষণ সমূহ, ইত্যাদি); সিকেল (ওলাউঠা, উদরাময়, ক্ষত, গলিত ক্ষত, ইত্যাদি); সলফা; সলফু-এসি; ট্যাবেক; টেরিবি (জরায়ুপ্রদাহ; ঘোলা মূত্র সহ নিদ্রা, ইত্যাদি); ভিরাট্র-এল্ব (শীতলতা, ওলাউঠা, শীতল ঘর্ম্ম)।

ইহা এলিয়াম-স্যাটাইভামের কার্য্যাবশেষ পূরক।

▌তামাক চর্ব্বণের মন্দ ফল; কুইনাইন, লৌহ ও আওডিনের অপব্যবহার।

অল্পমাত্রায় আর্সেনিকের প্রতিবিষ:—▌ক্যাম্ফ, সিঙ্কো, চিনি-সলফ, ফেরম, হেপার, আওডি, ইপিকা, নক্স-ভমি, স্যাম্বুক, ট্যাবেক, ভিরাট্র।

আর্সেনিক নিম্ন লিখিত ঔষধসমূহের ক্রিয়া প্রতিষেধ করে:—কার্ব্ব-ভেজ, সিঙ্কো, ফেরাম, গ্রাফাইটি, আওডি, ইপিকা, ল্যাকে, মার্ক্যু, নক্স-ভমি, ভিরাট্র।

ইউপেটোরিয়াম পার্পু রিয়াম।

পরীক্ষক:—শ্রীমতী এইচ, এইচ, ড্রেসার।

১ মন।—বোকার ন্যায়, কোন চিন্তা করিতে পারে না।

দীর্ঘশ্বাস যুক্ত।

ভগ্নোদ্যম, নিদ্রালু।

বাড়ী থাকিয়া থাকিয়া কষ্টবোধ।

২ চৈতন্য।—লঘু, মাথাঘোরা, বোধ হয় যেন পুনঃ পুনঃ মণ্ডলাকারে ঘুরিতেছে; অনুভব হয় যেন বাম পার্শ্বে পড়িয়া যাইবে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—সবমন শিরঃপীড়া:—মস্তকের বাম পার্শ্বে অল্প অল্প মুদ্গরাঘাত, স্পন্দন, সূচীবেধ, অথবা প্রেকবেধবৎ বেদনা, দক্ষিণ হইতে বাম পার্শ্বে চাপ বোধ; প্রাতঃকালে আরম্ভ হইয়া বৈকাল ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি হয়; শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি; পরিষ্কার বায়ুতে ধীরে ধীরে ভ্রমণকালে উপশম।

৪ বহির্মস্তক।—করোটী-ত্বকে ক্ষতবৎ বেদনা।

মস্তকে ঘর্ম্ম, কপালের নিকট প্রচুর।

৫ চক্ষু।—একদৃষ্টি।

জ্বরের সময়ে চক্ষু জলপূর্ণ।

শীতের সঙ্গে সঙ্গে কঞ্জঙ্কটাইভা হরিদ্রাবর্ণ।

৬ কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে চট্ পট্ শব্দ, বট গাছের ছাল দগ্ধ হওয়ার ন্যায়।

কর্ণ বোধ হয় যেন পরিপূর্ণ।

৭ নাসিকা।—তরল সর্দ্দি; অত্যন্ত উত্তাপ, হাঁচি।

৮ মুখমণ্ডল।—জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল আরক্তবর্ণ।

মুখমণ্ডল চক্‌চকে।

৯ নিম্নমুখ।—ঠোঁট নীলবর্ণ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বা লেপাবৃত, মধ্যভাগে কটা বর্ণ; শীতের সঙ্গে সঙ্গে তিক্তাস্বাদ।

জিহ্বা অসাড়; খোঁচাবেধা, হুলবেধ বেদনা।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে শ্বাসরোধকারী পূর্ণতা বোধ, পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিতে হয়।

গলমধ্য বামপার্শ্বে বেদনাযুক্ত, তাহাতে গলাধঃকরণে বেদনা উপস্থিত হয়; শীতের পূর্ব্বে।

গলমধ্য পশ্চাতভাগে ঝলসিয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—শীত ও উত্তাপের সময় তৃষ্ণা; কিম্বা শীতের পূর্ব্বে।

শীতের সময় লেমনেড কিম্বা শীতল পানীয় খাইতে চাহে।

শোথ সহ তৃষ্ণা।

ক্ষুধা নাই।

১৫ বিবমিষা ও বমন।—সবমন শিরঃপীড়া সহ বমন।

শীতের সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বিবমিষা, কিন্তু বমন নাই।

বিবমিষা, জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে বমন।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে খিলধরাবৎ বেদনা।

১৯ উদর।—উদর মধ্যে গড় গড় ডাকা।

নিম্নোদর স্ফীত ও উত্তপ্ত।

মূত্রত্যাগের পর সমস্ত উদরে পেটবেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—পিত্তযুক্ত উদরাময়; "পেট নরম" অর্থাৎ বাহ্যে হয়, কম্প।

২১ মূত্র।—মূত্রনাশ (suppression of urine)।

মূত্রবেগ ধারণে অক্ষমতা; বিশেষতঃ শিশুদিগের।

বৃক্কের গভীর স্থানে অল্প অল্প বেদনা, আরও কর্ত্তনবৎ বেদনা; পুরাতন বৃক্ক প্রদাহ।

অত্যন্ত মূত্রকৃচ্ছ্রতা :—গর্ভাবস্থায় অত্যন্ত গাত্রান্দোলন সহ অশ্বারোহণের পর; জরায়ু স্থানচ্যুত হইলে।

সদত মূত্রত্যাগের ইচ্ছা; এমন কি পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের পরেও মূত্রাশয় তথাপি পূর্ণ অনুভব হয়।

মূত্রাশয় মধ্যে টাটানি ও বেদনা; গভীর স্থানে কামড়ানি; অসুখ বোধ; সর্দ্দি।

প্রস্রাব করিতে গেলে মূত্রাশয় ও মূত্রপথে ছনছনে, জ্বালা।

পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের চেষ্টা, কেবল কয়েক ফোটা মাত্র মূত্র বহির্গত হয়।

মূত্র :—অত্যন্ত প্রচুর; অল্প, অণ্ডলাল-যুক্ত; অল্প কিন্তু পুনঃ পুনঃ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বাম ডিম্বকোষ মধ্যে ক্রত, উৎক্ষেপবৎ বেদনা।

বাম ডিম্বকোষের উপর ভারবিশিষ্ট চাপ বোধ।

অসাড়তা, কুচকিতে বেশী।

শ্বেত প্রদর প্রচুর।

বাহ্য জননেন্দ্রিয় যেন সরস (ভিজা) বলিয়া অনুভূত হয়।

২৫ লেরিংক্স।—কর্কশ স্বর সহ, স্বরভঙ্গতা।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—কষ্টকর শ্বাসক্রিয়া।

প্রত্যেক গভীর নিশ্বাস গ্রহণে বক্ষে শব্দযুক্ত ঘর্ষণবৎ অনুভব।

২৭ কাসী।—সন্ধ্যাকালে খক্‌খক্ করিয়া কাসী।

ব্রংকিয়া মধ্যে টাটানি ও উত্তাপসহ কাসী।

এক একবার কিয়ৎক্ষণ অন্তর শুষ্ক, খক্‌খক্ করিয়া কাসী; কম্পাজ্বর।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—নাড়ী বৰ্দ্ধিতগতি ও পূর্ণ; কম্পজ্বর।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—পৃষ্ঠদেশে অতি প্রবল কর্ত্তনবৎ বেদনা।

নিম্ন হইতে ঊৰ্দ্ধদিকে স্নায়ুশূলের বেদনা উঠে, প্রধানতঃ পৃষ্ঠদেশ নিতম্বের বামপার্শ্বে।

পৃষ্ঠদেশে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পদদ্বয়:—অসাড়; দুর্ব্বল, পরিশ্রান্ত।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—বাতের বেদনা স্থান পরিবর্ত্তন করে, সর্ব্ব নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে উঠে।

শীতের পূর্ব্বে বাহু ও পদদ্বয়ে বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালনে শীত বৰ্দ্ধিত হয়।

অবস্থিতি পরিবর্ত্তন: ৪০। ভ্রমণ: ৩।

৩৬ স্নায়ু।—অস্থির, ছট্‌ফট্ করা, কোঁথান।

প্রসব লক্ষণসমূহ সহ দুর্ব্বল, শ্রান্ত, ভ্রমি।

৩৭ নিদ্রা।—হাঁইতোলা; দীর্ঘশ্বাস ফেলা।

নিদ্রা অস্থির, পুনঃ পুনঃ ভঙ্গ; কম্পজ্বর, তৎসহ জ্বরের সময়ে ভীতি প্রদ স্বপ্ন।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত: ২৭। রাত্রি: ৪০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—শীতল বায়ু: ৩। খোলা বায়ুতে ভ্রমণ: ৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মাবস্থায় অবস্থিতি পরিবর্ত্তনের সময় শীত বোধ।

কোমরে শীত আরম্ভ হয়, এবং সর্ব্বাঙ্গ শরীরে বিস্তৃত হয়; অতি প্রবল কম্প, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প শীতলতা; অস্থি বেদনা; শীত উত্তাপ কালে তৃষ্ণা।

নখ সকল নীলবর্ণ।

দীর্ঘস্থায়ী জ্বর, তৎপরে অল্প ঘর্ম্ম, ঘর্ম্ম প্রধানতঃ কপালে ও মস্তকে।

রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম; বিলেপী জ্বর (hectic)।

৪১ আক্রমণ।—দিবার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শীত।

একদিন অন্তর।

ার্শ্ব।—বাম : ২, ৩, ১৩, ৩১। দক্ষিণ হইতে বাম : ৩। নিম্ন হইতে
ঊর্দ্ধদিকে : ৩১, ৩৪।

স্ত।—শীর্ণতা ; মূত্রাশয়ের পুরাতন প্রদাহের সঙ্গে শীর্ণতা।

ংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি। গাত্রান্দোলন সহ অশ্বারোহণ: ২১।

ইউপেটোরিয়াম পার্ফোলিয়েটাম।

পরীক্ষক :—হেন্স।

ান।—কামড়ানি বেদনা বশতঃ কোঁথানি।

উদ্বেগপূর্ণ চেহারা।

জ্বর সহ নিরাশা।

তন্য।—জ্বরকালে সঞ্চালনে ভ্রমি।

মস্তিষ্ক মধ্যে বোঁ বোঁ করিয়া ঘূর্ণিত হওয়া ; অতি প্রত্যূষে।

বোধ হয় যেন বাম দিকে টলিয়া পড়িবে।

স্তকাভ্যন্তর।—শীতের সঙ্গে সঙ্গে মাথাধরা।

জাগিবার সময়ে, একদিন অন্তর প্রাতঃকালে মাথাধরা ও বিবমিষা।

মস্তকের পশ্চাৎ পার্শ্বে টাটানি বেদনা ও স্পন্দন।

মস্তকশীর্ষে উত্তাপ ; কষ্ট বোধ।

শীত ও উত্তাপের সময়ে দপদপানি সহ মাথাধরা।

সবিরাম জ্বরের উষ্ণাবস্থায় মাথাধরা ও কম্পন।

মস্তকের বাম হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে চিড়িকমারা।

সবমন শিরঃপীড়া :—প্রথম জাগিবার সময়ে ; সমস্ত দিবস স্থায়ী ; এক-
দিন অন্তর।

শয়নের পর অক্ষিপটে বেদনা, তৎসহ ভার বোধ, মস্তকোত্তলন কালে
হাত দিয়া ধরিয়া সাহায্য করিতে হয়।

হির্মস্তক।—দক্ষিণ প্যারায়টাল অস্থির উন্নত স্থান ক্ষতবৎ বেদনাযুক্ত।

মস্তক আক্ষেপের সহিত পশ্চাৎ দিকে আকৃষ্ট।

।—আলোকে অত্যন্ত অনিচ্ছা।

অক্ষিগোলকের ক্ষতবৎ বেদনা।

অক্ষিপুটের কিনারা সকল লালবর্ণ, তৎসহ মিবোমিয়ান গ্রন্থিসমূহ হইতে আঠাবৎ রসনিঃসরণ।

চক্ষুমধ্য দিয়া অত্যন্ত তীব্র বেদনা চিড়িক মারিয়া উঠে, যেমন ছুঁচ বিঁধিলে হয়; চক্ষু প্রদাহিত নহে।

স্ক্লেরোটিকা হরিদ্রাভাযুক্ত।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে ভন্‌ভন্ শব্দ করে, মস্তকশীর্ষে উত্তাপ।

৭ নাসিকা।—সর্দ্দি, তৎসহ প্রত্যেক অস্থি মধ্যে কামড়ানি বেদনা।

বহুব্যাপক সর্দ্দি (ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা), তৎসহ দুর্ব্বল নাড়ী, শয্যাশায়ীতা, অস্থিসকল বেদনাযুক্ত; বিশেষতঃ অমিতাচারী মদ্যপায়ী ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে।

৮ মুখমণ্ডল।—সবিরাম জ্বর সহ রুগ্নবৎ; সর্দ্দি সহ, রক্তশূন্য; লালবর্ণ, চর্ম্ম শুষ্ক।

দক্ষিণ গণ্ডের মাংসপেশীর হঠাৎ অত্যন্ত প্রবল সঙ্কোচন।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বা শাদা কিম্বা হরিদ্রা লেপাবৃত। তিক্তাস্বাদ।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্যের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির রক্তশূন্যতা।

শ্বাসবায়ু ঈষৎ অম্ল গন্ধযুক্ত।

১৩ গলমধ্য।—ফসেস টাটানি।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—কুল্পি খাইতে প্রবল ইচ্ছা।

খাদ্যে অনিচ্ছা।

কম্পজ্বরের সঙ্গে সঙ্গে অথবা পূর্ব্বে, কিম্বা কুইনাইন ব্যাবহারের পরে অতিরিক্ত ক্ষুধা।

ক্ষুধা বিলুপ্ত।

শীতল জলের তৃষ্ণা।

১৫ পানাহার।—শীতল জল পান করিলে পর:—কম্প; পিত্ত বমন।

আহারের পরে:—অত্যন্ত কষ্টদায়ক বেদনা; যতক্ষণ সমস্ত বমিত না হইয়া যায়, ততক্ষণ সুখ নাই।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—কম্প জ্বর আসিবার পূর্ব্বদিন রাত্রিতে বমনভাব-যুক্ত পাকস্থলী

বমন :—যেমন শীত অতিবাহিত হয়, কিম্বা শীত ও জ্বরের মধ্যবর্ত্তী সময়ে; উত্তাপাবস্থার শেষ সময়ে পিত্ত বমন; পিত্তবমন, তৎসহ কম্পন ও অত্যন্ত বিবমিষা, তাহাতে অত্যন্ত শয্যাশায়ীতা উৎপাদন করে; বমনের পূর্ব্বে তৃষ্ণা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত প্রদেশে টাটানি।

কসিয়া কাপড় পড়িলে কষ্টবোধ হয়।

১৯ উদর।—উদরের উপরাংশে অত্যন্ত প্রবল পেটবেদনা, তৎসহ মাথাঘোরা ও অন্যান্য বেদনা।

উদর পূর্ণ ও আধ্মানযুক্ত।

২০ মল, ইত্যাদি।—অত্যন্ত পেটকামড়ানি, মলত্যাগের পর বৃদ্ধি, তৎসহ কোঁথপাড়া।

দুর্গন্ধযুক্ত বায়ুনিঃসরণ, তাহাতে উপশম হয়।

প্রাতঃকালিক উদরাময়।

পুনঃ পুনঃ সবুজ, জলবৎ মল।

সর্দ্দিসহ, কোষ্ঠবদ্ধ।

২১ মূত্র।—অল্প, তাহাতে শাদাটে, কর্দ্দমবৎ পদার্থ অধঃক্ষিপ্ত হয়; বাতরক্ত (gout) সহ, প্রচুর, বর্ণশূন্য প্রস্রাব।

স্ত্রীলোকের প্রস্রাবপথের প্রদাহ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—মন্স-ভিনেরিসে চুলকানি।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গ, গলমধ্য শুষ্ক, বেদনা: কথা কহিতে পারে না; প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিবার সময়ে বৃদ্ধি।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসক্রিয়ার কষ্ট, তৎসহ ঘর্ম্ম, উদ্বেগপূর্ণ মুখের চেহারা, নিদ্রালুতা।

বক্ষে অত্যন্ত কষ্ট বোধ; পূর্ণ শ্বাস লইতে বেদনা; বক্ষে ঘড় ঘড় শব্দ।

শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, তৎসহ শুষ্ক কাসী।

মস্তক ও স্কন্ধদেশ উচ্চ করিয়া শয়ন করিতে চাহে।

২৭ কাসী।—সবিরাম-জ্বর রুদ্ধ হওয়া বশতঃ বিলেপী (hectic) কাসী।

বিজ্বরাবস্থায় সরল কাসী; এবং হামের পর রা ত্রতে।

কর্কশ কাসী, বক্ষে বেদনাযুক্ত; বক্ষে হাত দিয়া ধরিতে হয়; মুখমণ্ডল আরক্তিম, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষাভ্যন্তরে বেদনা; নিশ্বাস গ্রহণে বেদনা বৃদ্ধি।

ষ্টার্ণামের পশ্চাতে বেদনা ও টাটানি; হৃৎপিণ্ড বোধ হয় যেন অতি অল্প মাত্র স্থানে রহিয়াছে।

ষ্টার্ণামের মধ্যভাগে কষ্টবোধ; বোধ হয় যেন কোন পদার্থ হৃৎপিণ্ডের উপর চাপ দিতেছে; হৃদকম্পন।

শ্বাসক্রিয়া-কালে দক্ষিণ চুচুক মধ্য দিয়া বেদনা।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—পৃষ্ঠদেশ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে অত্যন্ত প্রবল কামড়ানি।

গ্রীবার পশ্চাৎ দেশে এবং স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বেদনা।

পৃষ্ঠদেশে কামড়ানি সহ টাটানি।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—শীতাবস্থায় বাহুদ্বয় ও অঙ্গুলিসমূহের কাঠিন্য।

মণিবন্ধে বেদনা বোধ হয়, যেন ভগ্ন কিম্বা সন্ধিচ্যুত হইয়াছে বোধ।

হস্তদ্বয়ে উত্তাপ, কখন কখন তৎসহ ঘর্ম্ম।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—খিলধরার ন্যায় অতি প্রবল বেদনা, তাহাতে নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে; তৎপরে শীতল ঘর্ম্ম বাহির হয়।

ভ্রমণকালে দক্ষিণ নিতম্বে ও নিম্নাঙ্গে খঞ্জতা।

বাম উরুর মাংসপেশী সকল বোধ হয় যেন অস্থি হইতে ঝুলিয়া পড়িতেছে।

উরুদ্বয়ের আভ্যন্তরিক পার্শ্বে চর্ম্মের জ্বালা।

দক্ষিণ পদে দপদপানি।

পদদ্বয়ে আল্‌পিন ফুটানবৎ সূচীভেদ বোধ।

প্রাতঃকালে পায়ের তলায় উত্তাপ।

পদদ্বয়ে অতি তীব্র জ্বালা, তিনি (স্ত্রী) জুতা পায়ে রাখিতে পারেন না।

বাম পায়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে গাইটযুক্ত স্ফীতি; জানু ও পদদ্বয় শোথযুক্ত।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গাদি মধ্যে অতি তীব্র কামড়ানি, যেন অস্থিসকল ভগ্ন হইয়াছে; পৃষ্ঠদেশ ও অঙ্গাদি কামড়ায়, যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

সর্ব্বাঙ্গে বেদনা; বাম গুল্‌ফ, নিতম্ব, স্কন্ধ; বেদনা হঠাৎ আইসে এবং শীঘ্র চলিয়া যায়।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—অত্যন্ত অস্থির, কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না, যদিও স্থির থাকিবার অত্যন্ত ইচ্ছা আছে।

সঞ্চালনে উপশমিত হয় না। সঞ্চালন: ২, ৪০। ভ্রমণ: ৩৩। শয়ন: ৩, ২৬। মস্তকোত্তলন করিতে পারে না: ৪০।

৩৬ স্নায়ু।—জ্বরের সময়ে দুর্ব্বল, ভ্রমি বোধ, স্নায়বীয়, কম্পন।

৩৭ নিদ্রা।—সবিরাম জ্বরের সঙ্গে হাইতোলা ও আড়ামুড়ি ভাঙ্গা।

নিদ্রালু; কষ্টকর শ্বাসক্রিয়া।

মধ্যাহ্নে গভীর নিদ্রা কিন্তু তথাপি প্রত্যেক শব্দ শুনিতে পায়।

জ্বরের সঙ্গে অনিদ্রা।

জাগিলে পর মাথাধরা।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ২, ৩, ২০, ২৫, ৩৩, ৪০। প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত: ৪০। মধ্যাহ্ন: ৩৭, ৪০। রাত্রি: ২৭, ৪০। সমস্ত দিবস: ৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীতের পূর্ব্বে:—তৃষ্ণা; জ্বরের পূর্ব্ব রাত্রিতে কাসী; হাইতোলা।

শীতের সময়ে:—তৃষ্ণা, মস্তক দপ্ দপ্ করে; সর্ব্বাঙ্গে কামড়ানি, যেন অস্থিমধ্যে; শীতলতা অপেক্ষা কম্প বেশী; কম্পন, ঝিমঝিমা; বেদনায় কোঁথায়।

শীতের শেষে:—পিত্তবমন।

পৃষ্ঠদেশ হইতে শীত প্রসারিত হয়; প্রাতে ৭টা হইতে ৯টার মধ্যে আরম্ভ হয়।

একদিন অতি প্রত্যুষে শীত, পরদিন মধ্যাহ্নে অল্প শীত।

জ্বরের পূর্ব্বে তৃষ্ণা, মস্তক উত্তোলন করিতে পারে না; গণ্ডদ্বয় লালবর্ণ; দপ্‌দপানি মাথাধরা; নিদ্রা ও কোঁথানি; কম্পন, সঞ্চালনে ভ্রমি; উত্তাপাবস্থার শেষভাগে পিত্তবমন, তৎপরে অল্প ঘর্ম্ম ও নিদ্রা।

চর্ম্ম ঘর্ম্মে স্নাত; কিম্বা অল্প ঘর্ম্ম।

রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম, তৎসহ সঞ্চালনে অনাবৃত হইলে শীত শীত বোধ।

কম্পজ্বর রুদ্ধ হইয়া বিলেপী (hectic) জ্বর।

পৈত্তিক জ্বর; স্বল্প বিরাম জ্বর। ডেঙ্গু জ্বর।

৪১ আক্রমণ।—একদিন অন্তর প্রাতঃকালে:—সকল প্রকারের সবিরাম জ্বর, বিশেষতঃ দ্ব্যাহিক (tertain) প্রকারের।

বেদনা সকল শীঘ্র আইসে এবং শীঘ্র চলিয়া যায়: ৩৪।

৪২ পার্শ্ব।—বামপার্শ্বে শয়ন করিতে অক্ষম।

দক্ষিণ: ৪, ৮, ২৮, ৩৩, ৪০। বাম: ২, ২৮, ৩৩। বাম হইতে দক্ষিণ: ৩।

৪৩ অনুভব।—অসাড়তা অনুভব, বোধ হয় যেন মাংস অস্থি হইতে খসিয়া পড়িতেছে।

পৃষ্ঠদেশ, মস্তক, বক্ষঃ প্রভৃতি স্থানে বেদনা,—বেদনা যতই সার্ব্বাঙ্গিক ও প্রবল হইবে, ইউপেটোরিয়ম ততই উপযোগী হইবে।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত।—অবশ্য হাত দিয়া ধরিতে হয়: ২৭।

৪৬ চর্ম্ম।—উদ্ভেদ সকল বিলম্বে বহির্গত হয়; বিশেষতঃ হাম।

মস্তক পশ্চাতে আকৃষ্ট; অঙ্গাদি কামড়ায়, টাটানি বোধ হয়।

দদ্রু।

৪৭ অবস্থা।—বৃদ্ধব্যক্তি।

মদ্যপায়ী।

৪৮ সম্বন্ধ।—ইউপেট-পার্ফোলিয়েটামের পরে সিপিয়া অথবা নেট্রম-মিউরেটিকাম ফলপ্রদ।

ইউফেসিয়া।

পরীক্ষক:—হানিম্যান।

১ মন।—স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা।

মস্তক মধ্যে গোলমাল (confusion)।

অবসাদ-বায়ুযুক্ত অলসভাব; চতুষ্পার্শ্বস্থ কোন পদার্থেই যত্ন নাই

২ চৈতন্য।—মথাঘোরা, তৎসহ মস্তকের ভারবোধ, তৎসহ পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—অল্প অল্প কপাল-প্রদেশে মাথাধরা।

অত্যন্ত প্রবল দপ্‌দপানি মাথাঘোরা।

মাথাধরা (সন্ধ্যাকালে), যেন ছেঁচা আঘাত লাগিয়াছে, তৎসহ সর্দ্দি।

মস্তিষ্ক মধ্যে সূচীবেধ।

মাথাধরা, বোধ হয় যেন মস্তক ফাটিয়া যাইবে, তৎসহ সূর্য্যালোকে চক্ষুদ্বয় ঝলসিয়া যাওয়া।

৫ চক্ষু।—আলোকাসহ্যতা:—দিবসে ও সূর্য্যালোকে; সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি; অন্ধকার গৃহে থাকিতে হয়; এমন কি অক্ষিপুটের আক্ষেপ উপস্থিত হয়; তৎসহ স্ফীত, সংযোজিত অক্ষিপুট; অক্ষিপুটের মধ্য দিয়া পুরু, হরিদ্রাবর্ণ স্রাব নির্গত হয়।

প্রদীপের আলোকের দিকে তাকাইলে চক্ষুমধ্যে চাপ বোধ।

অক্ষিতারকা অত্যন্ত সঙ্কুচিত।

চক্ষুতে চাপযুক্ত, কর্ত্তনবৎ বেদনা, উহা ফ্রণ্টাল-সাইনাস পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

চক্ষুমধ্যে সূচীবেধসহ চাপবোধ।

চক্ষুমধ্যে জ্বালাকর সূচীবেধবোধ।

চক্ষুমধ্যে শুষ্ক চাপবোধ, যেন নিদ্রালু হইয়াছে।

চক্ষুমধ্যে যেন বালুকা পড়িয়াছে অনুভব।

কর্ণিয়ার দাগ, ফুস্কুড়ি ও ক্ষত।

কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা।

বোধ হয় যেন একগাছি চুল চক্ষুর উপর ঝুলিতেছে এবং তাহা মুছিয়া ফেলিতে হয়।

সর্দ্দিজ চক্ষুপ্রদাহ (ophthalmia), তৎসহ অশ্রুস্রাব এবং প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব, কঞ্জঙ্কটাইভা রক্তিমাবর্ণ, সেই সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দি (coryza) এবং কপালে বেদনা।

কঞ্জঙ্কটাইভার কৈশিকা সকল বিস্ফারিত।

আর্জ্জুনরোগ (chemosis), ক্ষতকর অশ্রুস্রাব ও সর্দ্দি।

ক্ষতকর, প্রচুর অশ্রুস্রাব, তৎসহ আলোকে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা।

অক্ষিপুটের কিনারার প্রদাহ ও ক্ষত।

চক্ষুতে বেদনাসহ পর্য্যায়ক্রমে উদরে বেদনা।

অক্ষিপুট স্ফীত।

মিবোমিয়ান গ্রন্থি সমূহের প্রদাহ ও স্ফীতি।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে ঘণ্টার শব্দবৎ অনুভব।

কান কামড়ানি।

৭ নাসিকা।—প্রচুর, অক্ষতকারী (bland), সরস সর্দ্দি, তৎসহ জ্বালাকর অশ্রুস্রাব ও আলোকে অনিচ্ছা; সন্ধ্যাকাল ও রাত্রিতে বৃদ্ধি।

সর্দ্দিসহ হাঁচি।

নাসিকার উপরে দক্ষিণ পার্শ্বে ব্রণবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লালবর্ণ দাগ, নাসিকা মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া বেদনা।

নাসিকার উপর দিয়া দক্ষিণ হইতে বামপার্শ্বে বেদনা; মুখমণ্ডল ও কপালের বামার্দ্ধ এবং বাম চক্ষু প্রদাহিত; কান কামড়ানি।

নাসিকার দক্ষিণ পার্শ্বে কর্কট রোগ (cancer)।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের লাল বর্ণ ও উত্তাপ।

মুখে উদ্ভেদ বাহির হয়, উষ্ণতায় উহা চুলকায়, জলে ভিজাইলে লাল ও জ্বালা করিয়া উঠে।

কথা কহিতে ও চর্ব্বণ করিতে গেলে বাম গণ্ডের কাঠিন্য (stiffness) বোধ, তৎসহ উত্তাপ এবং তথায় সূচীবেধ বোধ।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—ওষ্ঠের কাঠিন্য, যেন বোধ হয় কাষ্ঠ নির্ম্মিত।

১৪ পানাহার।—আহার : ২৭। ধূমপান : ২৭।

১৯ উদর।—পুনঃ পুনঃ পেট বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—অত্যন্ত জ্বালাসহ, মলদ্বারের নিকটে দীর্ঘস্থায় কণ্ডাইলোমেটা; রাত্রিতে বৃদ্ধি।

উপবিষ্টাবস্থায় মলদ্বার মধ্যে জ্বালা; এমন কি অর্শ রোগেও

২১ মূত্র।—অতি বারে বারে এবং প্রচুর।

২২ পুংজননেন্দ্রিয় ।—জননেন্দ্রিয় ভিতরে আকৃষ্ট বলিয়া বোধ; পিউবিসের ঊর্দ্ধে চাপ বোধ, সন্ধ্যাকালে।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ।—স্বল্পরজঃ, তৎসহ চক্ষুর প্রদাহ ও নাসিকার উপরি ভাগের দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষত।

ঋতু বেদনাদায়ক, কেবল একঘণ্টা থাকে, সময় নিয়মিত।

ঋতু বিলম্বিত, অল্প, এবং অতি অল্প ক্ষণ স্থায়ী।

২৫ লেরিংক্স ।—সর্দ্দিজ স্বরভঙ্গতা।

২৭ কাসী ।—কাসী:—প্রাতঃকালে উঠিলে পর, ক্রমাগত থাকে যতক্ষণ না পুনরায় শয়ন করে; এত কাসী যে শ্বাস লইতে অবকাশ পায় না; ট্রেকিয়ার মধ্যে শুড়শুড়ি, ধূমপান করিলে বৃদ্ধি, আহারের সময়ে উপশম; অর্শ বিলুপ্ত হইলে কাসী; কাসীর সহিত প্রবল সর্দ্দি; চক্ষু আক্রান্ত; দিবসে গয়ার তুলিতে কষ্ট; রাত্রিতে কাসী থাকে না; কাষ্ঠের ধূম হইতে কাসী।

৩৩ নিম্নাঙ্গ ।—পায়ের ডিমে খিলধরা, বিশেষতঃ দাঁড়াইয়া থাকিলে।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি ।—শয়ন: ৭, ২৭। দণ্ডায়মান: ৩৩। ভ্রমণ: ২৩। উঠিলে: ২৭।

৩৭ নিদ্রা ।—মধ্য রাত্রির পরে অনিদ্রা।

পুনঃ পুনঃ জাগিয়া উঠা, যেন ভয় হইতে।

প্রায়ই নিদ্রার পরে বৃদ্ধি।

অতি বিলম্বে নিদ্রা হইতে জাগেন।

৩৮ সময় ।—দিবা: ২৭, ৪০। প্রাতঃকাল: ২৭। পূর্ব্বাহ্ণ: ৪০।

বৈকাল: ৪০। সন্ধ্যাকাল: ৩, ৫, ৭, ২২। রাত্রি: ৭, ২০, ২৭, ৩৭, ৪০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু ।—প্রায়ই শয্যায় শুইয়া থাকিলে বৃদ্ধি; শয্যা হইতে উঠিলে উপশম।

ঘরের বাহিরে কাজ করিলে উপশম; ঘরের মধ্যে থাকিলে বৃদ্ধি।

উষ্ণতা: ৮। ভিজা: ৮।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম ।—পূর্ব্বাহ্ণে শীত ও আভ্যন্তরিক শীত শীত বোধ বৈকালে বাহ্যিক শীত ও বাহুদ্বয়ে শীতলতা।

উত্তাপ অবতরণ করে।

দিবসে উত্তাপের আক্রমণ, তৎসহ মুখমণ্ডলের লালবর্ণ ও শীতল হস্তদ্বয়।

ঘর্ম্ম প্রায়ই দেহের সম্মুখ দিকে আবদ্ধ।

রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় ঘর্ম্ম, ঘর্ম্মে অত্যন্ত প্রবল দুর্গন্ধ, বক্ষোপরি সর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর।

৪২ পার্শ্ব।—বাম পার্শ্ব।

ঊর্দ্ধে দক্ষিণ, নিম্নে বাম পার্শ্বে।

দক্ষিণ: ৭, ২৩। বাম: ৭, ৮। দক্ষিণ হইতে বাম দিকে: ৭। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধ দিকে: ৪৩।

৪৩ অনুভব।—একাঙ্গে মক্ষিকা-হণ্টনবৎ বোধ, যেন মক্ষিকা সরল রেখায় নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধ দিকে যাইতেছে বোধ, তৎপরে সেই অংশের অসাড়তা।

৪৪ তন্তু।—গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি।

শীর্ণতা।

৪৫ সংস্পর্শ।—পতন, ছেঁচা আঘাত বা অন্য কোন প্রকার বাহ্যিক আঘাত।

৪৬ চর্ম্ম।—আঁচিল।

৪৮ সম্বন্ধ।—ইউক্রেসিয়ার প্রতিবিষ:—ক্যাম্ফা, পল্‌সা।

ইগনেসিয়া।

পরীক্ষক:—হানিমান।

মন। অন্যমনস্ক।

একাকী থাকিতে ইচ্ছা।

পরিবর্ত্তনশীল মানসিক ভাব; ঠাট্টা ও হাস্য করে, তৎক্ষণাৎ বিষন্নতায় পরিবর্ত্তিত হয় এবং অশ্রুত্যাগ করিতে থাকে।

নিস্তব্ধ (কথা না কহিয়া থাকা) প্রকৃতি, বিষন্নতা।

মানসিক প্রকৃতি চৈতন্যাধিক, বিবেকের অত্যন্ত প্রবলতা

স্নেহশীল প্রকৃতি।

▌ অতিশয় স্নেহের ব্যক্তি বা বন্ধু হারাইলে অত্যন্ত শোক।

ক্রোধ, তৎপরে নিস্তব্ধ ভাবে শোক বা দুঃখ ভোগ।

▌ শিশুদিগকে তিরস্কার ও ভৎর্সনা করার পরে শয্যায় শুইতে বলা হয় এবং পীড়িত হয়।

শোক, মানসিক অসুখ, মন্দ সংবাদ অথবা মানসিক কষ্ট কুদ্ধ হইয়া উপসর্গ সকল। হিংসা।

নিরাশ প্রণয়ের ফল।

চৈতন্য।—মস্তকের ভার।

মস্তকাভ্যন্তর।—চাপবিশিষ্ট কপালে মাথাধরা, মস্তক সম্মুখে অবনত করিতে হয়; তৎপরে বমন করিবার ইচ্ছা।

মাথাধরা; মস্তিষ্কের উপর পার্শ্বে যেন কোন কঠিন দ্রব্যদ্বারা চাপ দিতেছে।

অক্ষিপটে দপ্‌দপানি বেদনা, মলত্যাগকালে বেগ দিতে গেলে বৃদ্ধি।

মস্তকের পশ্চাতে ভার বোধ; মস্তক পশ্চাতে অবনত করিতে ইচ্ছা।

ধমনীর প্রত্যেক স্পন্দনের সহিত বেদনা।

বেদনা, বোধ হয় যেন একটা প্রেক মস্তকের পার্শ্ব মধ্যে প্রোথিত করা হইতেছে, সেই পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে উপশম।

মাথাধরা, প্রাতঃকালে বৃদ্ধি; চক্ষু সঞ্চালন করিলে; শব্দে; কাফি, তামাক অথবা সুরাপানে; বিশেষ মনঃসংযোগ করিলে।

তাঁহাকে কোন কথা বলিলে মস্তকে রক্তাধিক্য।

মস্তক টাটানি বেদনা; ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

বহির্মস্তক।—মস্তকের কম্পন।

আক্ষেপের সময়ে মস্তক পশ্চাতে বক্র হয়।

চক্ষু।—আলোকের দীপ্তি অসহ্য; সূর্য্যালোকে মাথাধরে।

চক্ষুর সম্মুখে আলোক-রেখা দর্শন।

অপরিষ্কার দৃষ্টি।

মস্তক হইতে বাম চক্ষুমধ্যে বেদনা; বাম চক্ষে জ্বালা ও অশ্রুস্রাব।

উপর অক্ষিপুটের নিম্নে বেদনা, যেন অত্যন্ত শুষ্ক।

চক্ষুমধ্যে বালুকাকণার ন্যায় অনুভব।

দিবসে চক্ষুমধ্যে জ্বালাকর অশ্রুস্রাব।

উপর অক্ষিপুট স্ফীত।

রাত্রিকালে অক্ষিপুটের সংযোজনা।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ সঙ্গীতবাদ্যাদিতে উপশমিত হয়।

গোলমাল অসহ; গোলমাল হইতে মাথাধরা।

প্রবল বায়ুর ন্যায় কর্ণের নিকট শব্দ।

কর্ণ কণ্ডুয়ণ।

৭ নাসিকা।—এক নাসিকা বন্ধ।

সরস সর্দ্দি।

নাসারন্ধ্র ক্ষতযুক্ত।

স্ফীতিসহ, নাসিকাভ্যন্তরে টাটানি ও চৈতন্যাধিক্যতা।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের মাংসপেশীর আক্ষেপিক উৎক্ষেপ।

মুখমণ্ডলের পর্য্যায়ক্রমে লালবর্ণ ও রক্তশূন্যতা।

এক গণ্ড ও কর্ণের লালবর্ণ ও উত্তাপ।

মুখমণ্ডল মৃত্তিকাবৎ ও অন্তঃপ্রবিষ্ট, তৎসহ চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কাল মণ্ডলাকার দাগ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—মুখের কোণের স্পন্দন।

চোয়াল আক্ষেপের সহিত আবদ্ধ।

ঠোঁট শুষ্ক, ফাটা, রক্তস্রাবী।

মুখের একটী কোণ ক্ষতযুক্ত।

অধরের (নিম্ন ঠোট) অভ্যন্তর ভাগ বেদনাযুক্ত, যেন ক্ষতবৎ।

গ্রীবা সঞ্চালন কালে সব্‌ম্যাক্সিলারি গ্রন্থি সমূহে বেদনা।

১০ দন্ত।—সম্মুখ দন্তে বিদ্ধকারী বেদনা; সমস্ত দন্তেই টাটানি।

দন্তশূল, কাফি ও ধূমপানের পরে বৃদ্ধি; মধ্যাহ্নের পরে; সন্ধ্যাকালে শয়নের পরে; কিম্বা প্রাতঃকালে জাগরণের পরে।

আক্ষেপসহ দন্তোদ্গমে কষ্ট।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—অম্ল, লালারও অম্লাস্বাদ; খড়ির ন্যায়। খাদ্যে কোন আস্বাদ পাওয়া যায় না।

চর্ব্বণ করিবার ও কথা বলিবার সময়ে গালের অভ্যন্তর ভাগ অথবা জিহ্বা দন্তদ্বারা দংশিত হয়।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্যে প্রচুর লালা সঞ্চয়।

মুখমধ্য প্রদাহিত ও ক্ষতবৎ বেদনাযুক্ত।

মুখ হইতে পচা গন্ধ।

১৩ গলমধ্য।—কোমল তালুতে সূচীবেধ, কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষতসহ, প্রদাহিত, কঠিন স্ফীত টন্সিল।

কেবল গলাধঃকরণের মধ্যবর্ত্তী সময়ে গলার মধ্যে সূচীবেধ অনুভব।

গলার মধ্যে পিণ্ডবৎ অনুভব, গিলিবার সময়ে নহে।

পাকস্থলী হইতে উর্দ্ধে গলমধ্য পর্য্যন্ত শ্বাসরোধ করা অনুভব।

যখন কিছু গেলা যায় না, এবং যখন জল গেলা যায় তখন গলমধ্যে বেশী কষ্ট; খাদ্য গিলিবার সময়ে ভাল বোধ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—একই সময়ে ক্ষুধা ও বিবমিষা।

সন্ধ্যাকালে ক্ষুধা বোধ, তাহাতে নিদ্রা হয় না।

নানা দ্রব্য খাইবার ইচ্ছা, কিন্তু দিলে আর ক্ষুধা থাকে না।

খাইবার ইচ্ছা :—অম্লদ্রব্য, রুটী।

খাইতে অনিচ্ছা :—তামাক, উষ্ণ খাদ্য, মাংস, সুরা।

১৫ পানাহার।—কাফিপান করিলে : ১০, ২১। আহারকালে : ১১, ১৩ ৪০। আহারের পরে : ১০, ৩৬। আহার ও পানের পরে : ১৬। উষ্ণ পানীয় : ২৭। তাড়াতাড়ি পান : ৩৬। ধূমপান : ১০, ১৬।

১৬ বিবমিষা, বমন।—হিক্কা :—আহার ও পানের পরে; ধূমপান হইতে।

বুক বহিয়া জলোদ্গম।

ভুক্ত পদার্থ গলা বহিয়া উঠে।

মুখে তিক্ত জলোদ্গম।

বিবমিষা, কিন্তু বমন নাই; খালি কাঠ বমি, আহার করিলে উপশম।

বমন :—তিক্ত ; ভুক্ত পদার্থের।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়-গহ্বরে দুর্ব্বলতা অনুভব, মুখে বিস্বাদ বোধ, অথবা দীর্ঘশ্বাস।

পাকাশয়ে আক্ষেপিক বেদনা।

স্পর্শ হইতে সময়ে সময়ে খিলধরার আক্রমণ, উহা রাত্রিতে বৃদ্ধি ; অবস্থিতি পরিবর্ত্তন করিলে বৃদ্ধি।

পাকাশয়ের চর্ব্বণ ও কর্ত্তনবৎ বেদনা।

পাকাশয় স্ফীত।

বুকের নিকট কষ্ট বোধ।

এপিগাষ্ট্রিয়মে পূর্ণতা ও চাপ বোধ ; পাকস্থলী প্রদেশ ও হাইপোকণ্ড্রিয়া এত স্ফীত যে তিনি (স্ত্রীং) শ্বাস লইতে পারেন না।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—প্লীহার স্ফীতি ও কাঠিন্য।

১৯ উদর।—উদরের সাময়িক (নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তর) আক্ষেপ।

নাভিদেশে আকর্ষণ ও চিমটিকাটাবৎ।

উদরের এক পার্শ্বে শূলবেদনাবৎ বেদনা, প্রথমে কামড়ানি, তৎপরে সূচীবেধ।

উদরাধ্মানযুক্ত পেট বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—উদরাময় :—বেদনাশূন্য, তৎসহ পেটের ভিতর বায়ুজনিত গড়্ গড়্ শব্দ ; রাত্রিতে ও ভয় হইতে বৃদ্ধি ; তৎসহ সরলান্ত্রে জ্বালা।

নিষ্ফল চেষ্টা এবং মলত্যাগের বেগ।

মল বড় ও কোমল, কিন্তু অতি কষ্টে বহির্গত হয়।

মল ত্যাগের এক বা দুই ঘণ্টা পরে সরলান্ত্রে সঙ্কোচনযুক্ত, টাটানি বেদনা, যেন রক্তস্রাব শূন্য (blind) অর্শ হইতে।

মলত্যাগের পর মলদ্বারের সঙ্কোচন, দাঁড়াইয়া থাকিলে বৃদ্ধি।

মলদ্বার হইতে সরলান্ত্র পর্য্যন্ত সূচীবেধ।

কৃমি বশতঃ মলদ্বারের চুলকানি।

মলত্যাগ কালে সহজ বেগ দিলেই, সরলান্ত্রের স্খলন।

২১ মূত্র।—মূত্রত্যাগের হঠাৎ, দুর্দ্দম্য ইচ্ছা।
কাফিপান হইতে মূত্রত্যাগের বেগবোধ।
পুনঃ পুনঃ প্রচুর জলবৎ মূত্রত্যাগ।
প্রস্রাব-ত্যাগকালে প্রস্রাবপথে জ্বালা, ছন্‌ছনে অথবা ক্ষতবৎ টাটানি বোধ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—সঙ্গমেচ্ছা দুর্ব্বল।
মল ত্যাগকালে লিঙ্গোত্থান।
পুরুষাঙ্গের সঙ্কোচন, উহা অত্যন্ত ছোট হইয়া যায়।
মেঢ্রত্বকের কিনারায় চুলকানিসহ মিশ্রিত, টাটানি ও ক্ষতবৎ বেদনা।
সন্ধ্যাকালে শয়নের পরে জননেন্দ্রিয়ের চতুর্দ্দিকে ও পুরুষাঙ্গের উপরে চুলকানি; চুলকাইলে উহা নিবারিত হয়।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু :—অতি শীঘ্র; অল্প, অথবা প্রচুর।
আর্ত্তব শোণিত কাল, পচা দুর্গন্ধযুক্ত, রক্ত জমাটসহ।
ছুরিকাদ্বারা কর্ত্তনবৎসহ জরায়ুমধ্যে খিলধরা বেদনা, সেই অংশসকল স্পর্শে বেদনা বৃদ্ধি।
প্রসববেদনার ন্যায় প্রবল বেদনা, তৎপরে পুঁজযুক্ত ক্ষতকারী শ্বেতপ্রদর।

২৪ গর্ভাবস্থা, ইত্যাদি।—দুগ্ধ হ্রাস।
অত্যন্ত দীর্ঘশ্বাসের সহিত প্রসবান্তিকা বেদনা (ভেদালির ব্যথা)।
সূতিকাবস্থায় আক্ষেপ, গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া এবং আড়ামুড়ি ভাঙ্গিয়া আরম্ভ ও শেষ হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বমন থাকে।

২৫ লেরিংক্স।—স্বর :—নীচ; কম্পবান; ঠাণ্ডা লাগা হইতে স্বরভঙ্গতা।
লেরিংক্সমধ্যে টাটানি অনুভব।
ট্রেকিয়া ও লেরিংক্স মধ্যে সঙ্কোচন অনুভব।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—গভীর শ্বাস লইতে ইচ্ছা।
পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাস।
বক্ষোপরি ভারচাপান ন্যায়, বাধাপ্রাপ্ত নিশ্বাস গ্রহণ।
আক্ষেপের সহিত পর্য্যায়ক্রমে কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া।

রাত্রিতে বক্ষমধ্যে কষ্টবোধ, মধ্যরাত্রির পরে বৃদ্ধি।
দৌড়াইতে গেলে শ্বাস বন্ধ হইয়া যায়।

২৭ কাসী।—শুষ্ক, আক্ষেপিক কাসী।

যেন গন্ধকের ধূম অথবা গলমধ্যে ধুলা পড়িয়াছে এইরূপ অনুভব হইয়া সন্ধ্যাকালে খং খং করিয়া আক্ষেপিক কাসী; প্রাতঃকালে পাকাশয়-গহ্বরের ঊর্দ্ধে শুড়শুড়ি বোধ হইয়া কাসী।

যত বেশীক্ষণ কাসী থাকে, ততই কাসীর উত্তেজনা বৃদ্ধি হয়।

ভ্রমণের পর, যতবার তিনি (পুং) স্থিরভাবে দাঁড়ান, ততবার কাসেন।

উষ্ণ পানীয় পানের পর কাসী; প্রত্যেক কাসীর আক্রমণের পরে নিদ্রাবোধ।

গয়ার :—সন্ধ্যাকালে, প্রাতঃকালে প্রায়ই হয় না; সন্ধ্যাকালে কষ্টকৃত; পুরাতন সর্দ্দির ন্যায় আস্বাদ ও গন্ধ।

২৮ ফুস্‌ফুস।—উদরাধ্মান বশতঃ পেটকামড়ানি হইতে বক্ষমধ্যে সূচীবেধ।

বক্ষের আক্ষেপিক সঙ্কোচন।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—রাত্রি ও প্রাতঃকালে শয্যায় শয়ানাবস্থায় হৃদকম্পন।

নাড়ী:—সাধারণতঃ (প্রায় সর্ব্বদা) কঠিন, পূর্ণ ও দ্রুত, তৎসহ রক্তবহা নাড়ী মধ্যে দপ্‌দপানি; তদপেক্ষা অল্প সময় নাড়ী ক্ষুদ্র ও ধীর; পরিবর্ত্তনশীল।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার পশ্চাৎদেশ অচল (stiff)।

গ্রীবাদেশে গ্রন্থিসমূহের বেদনাশূন্য স্ফীতি।

সেক্রমে বেদনা, চিত হইয়া শুইয়া থাকিলে প্রাতঃকালে।

মেরুদণ্ডের পীড়া।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—ডেল্টইড মাংসপেশী মধ্যে সকম্পন উৎক্ষেপ।

পশ্চাৎদিকে বক্র করিতে গেলে বাহু-সন্ধিসমূহে বেদনা; যেমন অতি পরিশ্রম হইতে, অথবা যেন টবৎ।

রাত্রিতে শয্যায় শয়ানাবস্থায় বাহুদ্বয়ের অসাড় বোধ, তৎসহ অনুভব হয় যেন কি একটা জীব বাহু দিয়া দৌড়িতেছে।

নিম্নাঙ্গ।—নিতম্ব সন্ধিতে ছিন্নকর, কর্ত্তনবৎ বেদনা।

সায়াটিক বেদনা :—সবিরাম, পুরাতন ; গ্রীষ্মকালে উপশম, শীতকালে বৃদ্ধি।

নিম্নাঙ্গের আক্ষেপযুক্ত উৎক্ষেপ।

জানুসন্ধিতে খট্‌খট্ শব্দ।

চরণদ্বয়ের ভার।

চরণদ্বয়ের তলায় ঘৃষ্টবৎ অথবা হুলবেধ অনুভব।

রাত্রিতে গোড়ালিতে জ্বালা ; কিন্তু উভয়ের সংস্পর্শ হইলে শীতল অনুভূত হয়।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি মধ্যে শুড়শুড়ি।

স্কন্ধ, নিতম্ব এবং জানুসন্ধিদ্বয়ে যেন মচকান অথবা সন্ধিচ্যুতবৎ বেদনা।

নিদ্রাগমকালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির উৎক্ষেপ।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন : চক্ষু, ৩ ; গ্রীবা, ৯। ভ্রমণ : ৩৩। দৌড়ান : ২৬। দাঁড়ান : ২০, ২৭। মস্তক পশ্চাতে বক্রীকৃত : ৪। মস্তক সম্মুখে অবনত করিতে হয় : ৩। বাহুদ্বয় পশ্চাতে বক্র করিলে : ৩২। শয়ন করিলে : ১০, ২২ ; বেদনাযুক্ত পার্শ্বে : ৩ ; চিত হইয়া : ৩১, ৩৬। শয্যায় : ২৯, ৩২। অবস্থিতি ভাব (স্থান) পরিবর্ত্তনে উপশম।

৩৬ স্নায়ু।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির কম্পন।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে আলস্য।

শিশুদিগের আক্ষেপ, তৎপূর্ব্বে তাড়াতাড়ি জলপান।

আক্ষেপযুক্ত উৎক্ষেপ, বিশেষতঃ ভয় বা দুঃখের পরে।

আক্ষেপ :—দন্তোদ্গমকালে, তৎসহ মুখে ফেণা উঠে, পদদ্বয় দ্বারা লাথি মারে ; উদ্ভেদযুক্ত জ্বরের প্রারম্ভে ; শাস্তি দেওয়ার পরে শিশুদিগের ; ভয় অথবা ভয় প্রাপ্তির পরে ; প্রতি দিন ঠিক সেই সময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

ভয় প্রাপ্তির পর তাণ্ডব রোগ, আহারের পর বৃদ্ধি ; চিত হইয়া শুইলে উপশম।

শাস্তি দেওয়ার পরে নিদ্রিতাবস্থায় শিশুর আক্ষেপ উপস্থিত হয়।

অত্যন্ত মানসিক আবেগের পরে এবং রোগী-শুশ্রূষায় রাত্রি জাগরণের পরে পক্ষাঘাত।

৩৭ নিদ্রা।—আক্ষেপযুক্ত হাইতোলা :—তৎসহ নিম্ন চোয়ালে বেদনা, যেন সন্ধিচ্যুত হইয়াছে ; এত বেদনা যে চক্ষুতে জল বাহির হয়।

সচেতন নিদ্রা, নিদ্রাবস্থায় সমস্তই শুনিতে পায়, এমন কি দূরাগত শব্দ।

অস্থির নিদ্রা।

নিদ্রাবস্থায় নাক ডাকাইয়া নিশ্বাস লওয়া।

শিশুদিগের নিদ্রাকালে :—মুখের চর্ব্বণবৎ সঞ্চালন এবং চমকাইয়া উঠা (অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি-সঙ্কোচক মাংসপেশীর) ; দাঁত কিড়মিড় করে।

শিশু অত্যন্ত চীৎকার করিয়া নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে এবং সর্ব্বাঙ্গ শরীর কাঁপিতে থাকে।

স্বপ্ন :—সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সেই একই বস্তুর স্বপ্ন দেখেন।

যখন নিদ্রিত হন : ৩৪। প্রাতঃকালে জাগিবার পর : ১০।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ৩, ১০, ২৭, ২৯, ৩১। বৈকাল : ১০। সন্ধ্যাকাল : ১০, ১৪, ২২, ২৭। রাত্রি : ৫, ১৭, ২০, ২৬, ২৯, ৩২, ৩৩, ৩৬। মধ্যরাত্রির পরে : ২৬। প্রতিদিন সেই একই সময় ৩৬। দিবস : ৫।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উত্তপ্ত হইলে : ৪৬। বাহ্যিক উষ্ণতা : ৪০। বাতাসের বেগ : ৪৬। খোলা বায়ু : ৪৬।

গ্রীষ্মকালে ভাল, কিন্তু শীতকালে খারাপ : ৩৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত ও শীত শীত বোধ, তৎসহ বর্দ্ধিত বেদনা।

তৃষ্ণাসহ শীত, বাহ্যিক উষ্ণতায় উপশম।

শীত প্রায় সর্ব্বদা দেহের পশ্চাদংশের।

আভ্যন্তরিক শীতলতা, তৎসহ বাহ্যিক উত্তাপ।

তৃষ্ণাশূন্য বাহ্যিক উত্তাপ, বাহ্যিক উষ্ণতা সহ্য হয় না।

বাহ্যিক উত্তাপের বেগ।

উত্তাপ হইতে শীতলতার ক্রমাগত শীঘ্র শীঘ্র পর্য্যায়ক্রমে পরিবর্ত্তন।

মুখমণ্ডলের এক পার্শ্বের জ্বালাকর উত্তাপ।

উত্তাপ কিম্বা ঘর্ম্মাবস্থায় ভ্রমি।

ঘর্ম্ম অল্প, অথবা কেবল মুখমণ্ডলে।

বোধ হয় যেন ঘর্ম্ম হইবে কিন্তু তাহা হয় না।

আহারকালে ঘর্ম্ম; এবং তৎপরে মুখমণ্ডলে একটী ক্ষুদ্র স্থানের উপর।

ঘর্ম্ম কখন কখন শীতল, কিন্তু সাধারণতঃ উষ্ণ এবং কথঞ্চিৎ পরিমাণে অম্লগন্ধ-বিশিষ্ট।

৪১ আক্রমণ।—সাময়িক (নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তর): ১৭, ৩৬।

৪২ পার্শ্ব।—বাম পার্শ্ব: ১৮। এক পার্শ্ব: ৪০। ভিতর হইতে বাহিরে: ৩, ৪৩। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে: ১৩, ২০।

৪৩ অনুভব।—বেদনার অতিশয় চৈতন্যাধিক্যতা।

ভিতর হইতে বাহিরের দিকে চাপযুক্ত বেদনা, যেন একটী কঠিন, ছুঁচাল পদার্থ হইতে।

আভ্যন্তরিক অংশ সমূহে ফাট্ ফাট্ বোধ।

নির্দ্দিষ্ট অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে বেদনা।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—সামান্ত স্পর্শে সাধারণতঃ বৃদ্ধি; সজোরে চাপ দিলে উপশম।

স্পর্শ: ১৭, ২৩। চুলকাইলে: ২২, ৪৬।

৪৬ চর্ম্ম।—বাতাসের হাওয়া লাগিলে চর্ম্মের অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা।

কণ্ডূয়ন:—আস্তে আস্তে চুলকাইলে উপশম; খোলা বায়ুতে উত্তপ্ত হইলে উপশম।

চর্ম্ম ছাল উঠা, ক্ষতবৎ টাটানি।

ক্ষত:—বেদনাশূন্য; অল্প অল্প নিঃস্রাব।

৪৭ অবস্থা।—স্নায়বীয় (বায়ু প্রধান) ধাতু এবং নম্র প্রকৃতি কিন্তু সহজেই উত্তেজিত হয় এই রূপ প্রকৃতির গুল্মবায়ু (হিষ্টিরিয়া) রোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষতঃ উপযোগী।

৪৮ সম্বন্ধ।—ইগ্নেসিয়া জিঙ্কমের ক্রিয়া প্রতিষেধ করে।

কাফি, ক্যামমিলা, ব্রাণ্ডিমদ্য, পলসাটিলা, তামাকু প্রভৃতি হইতে উৎ-
পাদিত রোগ সমূহে ইগ্নেসিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে।
ইগ্নেসিয়া কর্ত্তৃক উৎপাদিত রতীচ্ছার স্বল্পতা ককুলাস দূরীভূত করে।
ইগ্নেসিয়ার প্রতিবিষ :—আর্ণি, ক্যাম্ফ, ক্যাম, কক্কু, কফি, নক্স-ভম,
পলসা।
ইগ্নেসিয়ার বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত ঔষধ :—কফি, ট্যাবেক।

ইথুজা সাইনেপিয়াম।

পরীক্ষক :—মেনিং।

১ মন।—অচৈতন্য পড়িয়া থাকে, অক্ষিতারকা প্রসারিত, একদৃষ্টি চক্ষু।
চিন্তা করিতে অক্ষমতা, মনমধ্য গোলমাল; বুদ্ধি লোপ (idiocy)।
একাকী থাকিলে অত্যন্ত বিষণ্নতা: বিভীষিকা ও প্রলাপ।
উদ্বেগ ও অস্থিরতা, তৎপরে মাথাধরা ও পেটবেদনা।
খিট্‌খিটে স্বভাব, বিশেষতঃ বৈকালে ও খোলা বায়ুতে।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—নিদ্রালুতাসহ, মস্তক উত্তোলন করিতে পারে
না; মাথাঘোরা স্থগিত হয় এবং মস্তক উত্তপ্ত হয়; তৎসহ
হৃদকম্পন।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—অত্যন্ত বেদনা, যেন মস্তিষ্ক বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।
কপালে চাপবিশিষ্ট বেদনা, যেন উহা বিদীর্ণ হইবে, বেদনায় চরমসীমায়
বমন ও পরিশেষে উদরাময়।
বায়ুনিঃসরণের সঙ্গে সঙ্গে মাথাধরা স্থগিত হয়।
মস্তকমধ্যে সূচীবেধ ও স্পন্দন।
অনুভব যেন মস্তকের দুই পার্শ্বেই দোষ ঘটিয়াছে।

৪ চক্ষু।—দ্রব্য সকল স্বাভাবিক অপেক্ষা বৃহত্তর দেখায়।
চক্ষু উজ্জ্বল, বহির্গামী; অক্ষিতারকা প্রসারিত।
পুরাতন আলোকাসহতা দোষ; স্ক্রফুলা-দোষজ চক্ষুপ্রদাহ; বিষো-

মিয়ান গ্রন্থিসমূহের স্ফীতি; অক্ষিপুটের কিনারা প্রদাহিত, রাত্রিকালে সংযোজিত, প্রাতঃকালে ধুইয়া তবে খুলিতে হয়।

৬ কর্ণ।—সূচীবেধ বেদনাসহ, দক্ষিণ কর্ণ হইতে হরিদ্রাবর্ণ স্রাব।

৭ নাসিকা।—ঘন শ্লেষ্মায় নাসিকা রুদ্ধ; পুনঃ পুনঃ কিন্তু নিষ্ফল হাঁচিবার ইচ্ছা।

৮ মুখমণ্ডল।—উদ্বেগের লক্ষণ, তৎসহ নাসিকোপরি দাগ।

মুখমণ্ডল :—স্ফীতভাব, লাল লাল দাগযুক্ত; রক্তশূন্য।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—চিবুক ও মুখের কোণ শীতল অনুভব হয়।

১০ দন্ত।—মাড়ীমধ্যে হুলবেধ অথবা ছিন্নকর বেদনা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—মুখ-গহ্বর ও গলমধ্যে ঘা, লালানিঃসরণ।

বোধ হয় যেন জিহ্বা অতিরিক্ত লম্বা হইয়াছে।

আস্বাদ :—তিক্ত; পনীরবৎ; পেঁয়াজের ন্যায়; প্রাতঃকালে ঈষৎ মিষ্টাস্বাদ।

বাক্য কথনে বাধাপ্রাপ্ত, ধীর।

১৩ গলমধ্য।—কোমল তালু লালবর্ণ ও স্ফীত।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—জ্বালাকর তৃষ্ণা।

মদ্যপানেচ্ছা, অল্প মদ্য পানে রোগের বৃদ্ধি।

১৫ আহার।—আহারকালে :—কপালে হঠাৎ ভারবোধ।

আহারান্তে :—নাভির নিম্নে বেদনা, উদরাময়ের ন্যায় মল, শুষ্ক কাসী।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—হঠাৎ প্রবল বমন :—ফেনাযুক্ত শাদা পদার্থ; হরিদ্রাবর্ণ তরল পদার্থ, তৎপরে জমাট দুগ্ধ। কোন প্রকার দুগ্ধ সহ্য করিতে পারে না।

সবুজাভাযুক্ত শ্লেষ্মা বমন, মলের বর্ণের ন্যায় বর্ণ।

দুগ্ধ পান করিবার কিঞ্চিৎ পরেই উহা সজোরে উদ্গিরীত হয়; তৎপরে দুর্ব্বলতা বশতঃ নিদ্রালুতা উপস্থিত হয়। *স্তন্যপায়ী শিশুগণ।

আহারের এক ঘণ্টা পরে খাদ্য পুনরায় বুক বহিয়া উঠে।

১৭ পাকস্থলী।—পাকস্থলীর বেদনাদায়ক সঙ্কোচন, উহা এত প্রবল যে তজ্জন্য বমন হয় না।

পাকাশয়-গহ্বরে ছিন্ন ও বিদীর্ণকর বেদনা, অন্নমলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—বৈকালে দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়মে কর্ত্তনবৎ।

বাম হাইপোকণ্ড্রিয়মে বেদনাদায়ক চাপ, জ্বালা,সূচীবেধ।

বাম হাইপোকণ্ড্রিয়মে চিড়িকমারা, প্রায় সদত এবং দীর্ঘস্থায়ী।

উভয় হাইপোকণ্ড্রিয়াতে টাটানি ও বেদনা।

১৯ উদর।—উদর ও নিম্নাঙ্গের শীতলতা, তৎসহ পেটকামড়ানি, উষ্ণতা, জলপ্রয়োগে উপশমিত হয়।

উদরের নীলাভাযুক্ত কাল স্ফীতি।

পেটবেদনা, তৎপরে বমন, মাথাঘোরা ও দুর্ব্বলতা।

২০ মল, ইত্যাদি।—উদরাময়:—মল হরিদ্রাভাযুক্ত, তৎপরে সবুজ ও পিচ্ছিল; সবুজ, পাতলা পিত্তযুক্ত কিম্বা রক্তযুক্ত আম; অজীর্ণ মল; সবুজ আম, তৎসহ পিত্ত, অত্যন্ত বেদনা ও ও কোঁথপাড়া।

২১ মূত্র।—বৃক্কদ্বয় মধ্যে বেদনা, হাঁচিলে, গভীর নিশ্বাস লইলে এবং শয়ন করিলে বৃদ্ধি।

মূত্রাশয় মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা, তৎসহ পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা।

মূত্র:—লালবর্ণ, অধঃক্ষেপ শাদা; প্রচুর, জলবৎ পরিষ্কার; পরিশ্রমের পরে অত্যন্ত পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—দক্ষিণ অণ্ডকোষ উপরে উত্তোলিত, তৎসহ বৃক্কদ্বয়ে বেদনা।

২৪ গর্ভাবস্থা।—প্রসব বেদনা অত্যন্ত দুর্ব্বল, নিয়মিতরূপ নহে।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—অগম্ভীর হ্রস্ব শ্বাসক্রিয়া, হিক্কা বশতঃ প্রতিবন্ধক ঘটে।

২৮ ফুস্‌ফুস।—বক্ষের বামপার্শ্বে সূচীবেধ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃদকম্পন, তৎসহ মাথাঘোরা ও মাথাধরা।

নাড়ী:—দ্রুত, ক্ষুদ্র, কতকপরিমাণে কঠিন ও অনিয়মিত।

৩১ পৃষ্ঠদেশ।—বোধ হয় যেন কোমরে কোন দোষ ঘটিয়াছে।

সেক্রাম-প্রদেশে বেদনাযুক্ত কুস্কুড়ি।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহুদ্বয়ের অসাড়তা, স্কন্ধাস্থির নিকটে কামড়ানি,—বাহুদ্বয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

অনুভব হয় যেন বাহুদ্বয় আরও ক্ষুদ্রতর হইয়াছে।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিম্নাঙ্গে প্রেকবেধবৎ ও চিড়িকমারা, তৎসহ অতি দুর্ব্বলতা।

বাম নিতম্ব হইতে উরুমধ্যে বেদনা ও আকর্ষণ (টানিয়াধরা) বোধ।

উপবেশন কালে দক্ষিণ উরুদেশের মধ্যভাগে খঞ্জবৎ কামড়ানি; সঞ্চালন কালে বৃদ্ধি।

দক্ষিণ গোড়ালি হইতে পদতলে বেদনা।

পদদ্বয়ে কীট-হণ্টনবৎ।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন: ৩৩। ভ্রমণ: ৪৬। পশ্চাতে বক্র হওয়া: ৩। দাঁড়াইতে পারে না: ৩৬। শয়ন; ২১।

৩৬ স্নায়ু।—মৃগীরোগবৎ আক্ষেপ, তৎসহ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মুষ্টিবদ্ধ, মুখমণ্ডল লালবর্ণ, চক্ষুদ্বয় উপরে উত্তোলিত; প্রসারিত, একদৃষ্টি, অচল অক্ষিতারকা, মুখে ফেনা উঠে, দাঁত লাগিয়া যায়, নাড়ী ক্ষুদ্র, কঠিন ও দ্রুত।

আক্ষেপ, তৎসহ নিদ্রা বা প্রলাপ।

অত্যন্ত যন্ত্রণাসহ অস্থিরতা।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, শিশুগণ দাঁড়াইতে পারে না; মস্তক উচ্চ করিয়া তুলিতে পারে না।

৩৭ নিদ্রা।—বমন অথবা মলত্যাগের পর শিশুগণ ঢুলিতে থাকে।

নিদ্রিত হইলে, চক্ষু ঘূর্ণন অথবা অল্প আক্ষেপ।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ৫। বৈকাল: ১, ১৮। রাত্রি: ৫।

৩৯ বায়ু ও উত্তাপ।—খোলা বায়ুতে ভ্রমণে মাথাধরার উপশম।

গ্রীষ্মকালে বেশী ব্যবহৃত হয়।

উত্তাপ: ৪৬। সরস উষ্ণতা: ১৯। গৃহ: ৪৩। খোলা বায়ু: ১। ধৌত করা: ৪৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীতলতা, কম্প, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অচল।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৬, ১৮, ২২, ৩৩। বাম: ১৮, ২৮, ৩৩।

৪৩ অনুভব।—অনুভব হয় যেন মস্তক, মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় স্ফীত হইয়াছে; ধৌত করিলে পর বৃদ্ধি; গৃহ মধ্যে আসিলে উপশম।

অনুভব যেন একটা চেওড়া ফিতা মস্তক ও বক্ষের চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে।

অনুভব হয় যেন শরীরের কোন কোন অংশে দোষ ঘটিয়াছে, যথা, মস্তক, বক্ষ, কোমর।

৪৪ তন্তু।—কালশিরা, সর্ব্বাঙ্গ শরীরে কাল ও নীলবর্ণ দাগ।

৪৬ চর্ম্ম।—উদ্ভেদ সকল উত্তাপ লাগিলে চুলকায়।

ভ্রমণকালে উরুদ্বয়ের ছাল উঠিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা।

চর্ম্মোপরি লাল দাগ সকল।

জলপূর্ণ ফোস্কা, শয্যায় শয়নে চুলকায়।

দদ্রুবৎ উদ্ভেদ হইতে সহজেই রক্তপড়ে।

গাত্রে ও বাম পায়ে লালাভাযুক্ত নীলবর্ণ দাগ সকল।

৪৭ অবস্থা।—শিশুগণ, দন্তোদ্গমকালে।

৪৮ সম্বন্ধ।—সমগুণবিশিষ্ট :—সিকুট, কোনি, ইনান্থ-ক্রোকে।

সহপ্রযুজ্যঃ—এণ্টিম-ক্রুড (দুগ্ধ বমন); আর্সে; এসেরাম; ক্যালকে-কার্ব্ব (দুগ্ধ বমন); কুপ্র; ইপিকা; ওপি।

ইহা ওপিয়মের ক্রিয়া নাশ করে, এবং উদ্ভিজ্জাম্ল কর্ত্তৃক ইহার ক্রিয়া বিনষ্ট হয়।

ইপিকাকুয়ানহা।

পরীক্ষক:—হানিমান।

মন।—ইচ্ছায় পরিপূর্ণ, কিন্তু কিসের জন্য তাহা জানে না।

চীৎকার করে।

নিস্তব্ধতা, চিন্তায় জড়িত।

খারাপ মেজাজ, সকল পদার্থ ঘৃণা করে।

খিট্‌খিটে, অস্থির, হঠাৎ রাগিয়া উঠে।

ক্রোধ, মনোভঙ্গ, বিরক্তি প্রভৃতি হইতে রোগ সকল।

চৈতন্য।—ভ্রমণকালে ও ফিরিতে গেলে মাথাঘোরে।

মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তক যেন মুষ্টবৎ, মস্তকের সমস্ত অস্থিমধ্যে এ তথা হইতে নিম্নে জিহ্বা মূল পর্য্যন্ত ; বিবমিষা, বমন ; ব র্দ্দেশে থাকিলে উপশম।

লালবর্ণ গণ্ড সহ, মস্তক মধ্যে উত্তাপ ও দপদপানি।

কপালে কামড়ানি ; কপালের মধ্যে সূক্ষ্ম হুলবেধ বোধ।

কপালে দপ্‌দপানি।

অশ্রুস্রাব সহ চক্ষুমধ্যে বেদনা।

বিবমিষা ও বমন সহ, অর্দ্ধাংশে শিরঃপীড়া।

মস্তকমধ্যে বেদনা।

অক্ষিপট ও গ্রীবাদেশে বেদনা।

বহির্মস্তক।—ফণ্টানেল সকল উন্মুক্ত ; অক্ষিপট ও গ্রীবার মধ্যে বেদনা।

চক্ষু।—আলোকে বৃদ্ধি, বিশেষতঃ বাতির আলোক হইতে।

আলোকের চতুর্দ্দিকে নীল ও লালবর্ণ মণ্ডলাকার।

দৃষ্টির ব্যাঘাত ; চক্ষু প্রদাহিত, লালবর্ণ।

অক্ষিতারকা প্রসারিত।

স্ক্লেরোটিকা হরিদ্রাবর্ণ।

অর্জ্জুন রোগ (chemosis) ; প্রচুর অশ্রুস্রাব ; বিবমিষা।

অক্ষি গোলকের মধ্য দিয়া প্রবল রূপে চিড়িক মারিয়া উঠে।

অক্ষিপুটের উৎক্ষেপ।

কর্ণ।—অতি সামান্য শব্দ সহ্য করিতে পারে না।

জ্বরের উত্তাপ কালে কর্ণ শীতল।

নাসিকা।—আঘ্রাণ শক্তি বিলুপ্ত ; সর্দ্দি, তৎসহ বিবমিষা, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ; নাসিকা বন্ধ।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ; রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল :—রক্তশূন্য, স্ফীতভাব ; হরিদ্রাবর্ণ ; মুখ রক্তশূন্য, চক্ষু অন্তঃপ্রবিষ্ট ; এবং তৎসহ নীলবর্ণ দাগ।

নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তর ইনফ্রা ও সুফ্রাঅর্ব্বিটাল স্নায়ুশূল।

তৎসহ আলোকাসহতা, অশ্রুস্রাব, এবং জ্বালাযুক্ত অক্ষিপুট; ম্যালেরিয়া বিষোদ্ভূত।

মাংসপেশীর উৎক্ষেপ।

উদ্ভেদ।

নিম্নমুখমণ্ডল।—মুখগহ্বরের চতুর্দ্দিকে লালবর্ণ চর্ম্ম।

ঠোঁট নীলবর্ণ; শীতের (কম্পের) সময়ে।

শিশুগণ মুখমধ্যে মুটা পুরিয়া দেয়; চীৎকার করে; মুখমণ্ডল রক্তশূন্য; দন্তোদ্গম।

জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—তিক্ত; মিষ্ট, রক্তবৎ; গলাধঃকরণ কালে দুর্গন্ধ তৈলের মত।

জিহ্বা:—পরিষ্কার; হরিদ্রা বা শাদা; রক্তশূন্য হইয়া যায়।

কথা কহিতে চাহে না; জিহ্বা শুষ্ক।

মুখমধ্য।—লালা বর্দ্ধিত।

মুখগহ্বরে ও জিহ্বার উপরে ছন্‌ছনে জ্বালা।

গলমধ্য।—ফসেস শুষ্ক, ক্ষতবৎ টাটানি, কর্কশ, হুলবেধ বোধ।

কষ্টকৃত গলাধঃকরণ।

ডায়াফ্রামে বেদনা সহ, গলমধ্যে চাপবোধ।

ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট খাদ্য, মিষ্টান্ন খাইতে ইচ্ছা।

সকল প্রকার খাদ্যেই অনিচ্ছা, ক্ষুধা নাই; মাটীর ন্যায় আস্বাদ; পাকস্থলী শিথিল বোধ হয়; বিবমিষা।

তৃষ্ণা।

তৃষ্ণাশূন্যতা।

পানাহার।—বৃদ্ধি:—দুষ্পাচ্য দ্রব্য, লেবুর খোঁসা, পিষ্টক ইত্যাদি হইতে, এমন কি এই সমস্ত হইতে আক্ষেপ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়; ফল, শূকর, মাংস, চর্ব্বি ইত্যাদি হইতে।

কোন শীতল পানীয় খাইলে (কুল্পি খাইলেও) পেটবেদনা, বিবমিষা, বমন।

পান করিলে : ৪০।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—শূন্য উদ্গার ; প্রচুর লালা।

বির্বমিষা সহ হিক্কা।

প্রায় সকল রোগের সঙ্গে সঙ্গেই সদত বিবমিষা; বিবমিষা, যেন পাকাশয় হইতে।

ধূমপান হইতে বিবমিষা ও কাঠবমি ; তামাকের প্রাথমিক (মুখ্য) ক্রিয়া।

বমন :—ভুক্ত পদার্থ ; পিত্ত; প্রচুর আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা ; রক্ত অথবা পিচের ন্যায় পদার্থ ; কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ, তৎসঙ্গে রক্ত থাকে বা থাকে না ; অম্ল তরল পদার্থ ; সদত বিবমিষা থাকে।

বমন :—বমনের সহিত তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ ; বমনের সহিত উদরাময়, পেটবেদনা, স্ফীত উদর ; বমনের পর নিদ্রালু।

অবনত হইলে বমন বৃদ্ধি।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয় মধ্যে অবর্ণনীয় কষ্টবোধ (বমনের ন্যায়)।

দুষ্পাচ্য পদার্থ অথবা বরফবৎ শীতল পদার্থ হইতে পাকাশয়ের সর্দ্দি।

পাকাশয় শিথিল বোধ হয়, যেন ঝুলিতেছে।

খামচান-বৎ বেদনার আক্রমণ।

পাকাশয়ে স্পন্দন বোধ।

প্রতি দিন অথবা এক দিন অন্তর, ঠিক একই সময়ে, অজীর্ণ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—বাম হাইপোকণ্ড্রিয়মে বেদনা।

ডায়াফ্রাম যেন জাঁতার মধ্যে ফেলিয়া পিষ্ট হইতেছে।

১৯ উদর।—পেট মোচড়ান বেদনা, যেন কাহরও হস্তের অঙ্গুলিগুলি অন্ত্র-মধ্যে চাপ দিতেছে ; বিশ্রামে উপশম, সঞ্চালনে অত্যন্ত বৃদ্ধি।

প্রত্যেক সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গেই কর্ত্তনবোধ বেদনা, প্রায় সর্ব্বদা ঐ বেদনা বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে যায়।

পুনঃ পুনঃ তরল মলত্যাগের সহিত, উদরাধ্মানযুক্ত পেট বেদনা।

নাভির নিকট কর্ত্তনবৎ বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—বেদনা সহ উদরায়, বেদনায় অবিরাম চীৎকার ও ছট্‌ফট্ করা।

মল :—হরিদ্রাবর্ণ, বেদনাশূন্য, উচ্ছলিত (উৎসেচনযুক্ত) অর্থাৎ ফেনা ফেনা; যেন উৎসেচনযুক্ত (fermented) ঘাসের ন্যায় সবুজ, তৎসহ বিবমিষা ও পেট বেদনা; সবুজ আম; মল লাল, রক্তযুক্ত আমদ্বারা আবৃত; রক্তযুক্ত; পিচের ন্যায় অথবা ফেনাযুক্ত গাদের ন্যায়; পিচ্ছিল, রক্তযুক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত; তৎপরে কোঁথ পাড়া।

শরৎকালিক উদরাময়; নাভির নিকট অতিশয় মোচড়ানি বেদনা।

শিশুর ওলাউঠার প্রারম্ভে, বিবমিষা, বমন, পেটবেদনা, উদরাময়; বিশেষতঃ স্থূলকায় (মেদযুক্ত) রক্তশূন্য শিশুদিগের।

মলদ্বারে চুলকানি।

দক্ষিণ বৃক্ক হইতে জানুতে চিড়িকমারা।

২১ মূত্র।—মূত্রঃ—অল্প, কাল্‌চে লালবর্ণ; ঘোলা, তৎসহ লালবর্ণ অধঃক্ষেপ।

প্রস্রাবত্যাগে নিষ্ফল বেগ।

রক্তপ্রস্রাব :—তৎসহ উদর ও প্রস্রাবপথে কর্ত্তন; চুলকানি পাঁচড়া হঠাৎ বসিয়া গেলে।

২২ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুর সময়ে স্খলন (prolapsus) এবং রক্তস্রাব।

• ঋতু অত্যন্ত আগাইয়া হয় ও প্রচুর।

২৪ গর্ভাবস্থা।—জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ, প্রচুর, জমাট বাদ্ধা; বিবমিষা; শ্বাসক্রিয়া কষ্টকৃত; নাভি হইতে জরায়ু মধ্যে সূচীবেধ।

প্রসব বেদনা আক্ষেপযুক্ত; বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে কর্ত্তনবৎ বেদনা; বিবমিষা; নাভির নিকট খামচান।

প্রসবান্তে : ৪৬।

২৫ লেরিংক্স।—স্বর গলার মধ্য হইতে।

ক্রূপ বা গ্লটিসের আক্ষেপ।

দীর্ঘ শ্বাস লইতে গেলে বায়ুভুজনলী মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ।

বায়ুনলী মধ্যে বাহ্যবস্তু; শ্বাস রোধক আক্রমণসকল।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসক্রিয়া :—দীর্ঘশ্বাসযুক্ত; দ্রুত, উদ্বেগপূর্ণ

শ্বাস বায়ু :—দুর্গন্ধ, তৎসহ বমন ও ঘর্ম্ম; হ্রাস, যেন ধূলা নিশ্বাসের সহিত লইয়া।

কষ্টকর প্রশ্বাস প্রক্ষেপ।

গলমধ্য ও বক্ষের অতি প্রবল সঙ্কোচন, বিশেষ এক প্রকার হাঁপানির শব্দ; খোলা জানালায় গিয়া বাতাসের জন্য হাঁপায়; মুখমণ্ডল রক্তশূন্য; অতি সামান্য মাত্র সঞ্চালনে বৃদ্ধি; শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার ভয়; *হাপানি।

কাসিতে কাসিতে শ্বাস বন্ধ হইয়া যায়।

সর্দ্দির সময়ে শ্বাসরুদ্ধের ভয়, বিশেষতঃ যদ্যপি সর্দ্দি হঠাৎ বসিয়া যায়।

২৭ কাসী।—কাসী :—কর্কশ, সর্ব্বশরীর কাঁপাইয়া; শুষ্ক, লেরিংক্সের ঊর্দ্ধাংশে শুড়শুড়ি হইতে; প্রত্যেক শ্বাসের সহিত; তৎসহ বমন করিতে ইচ্ছা; তৎসহ সামান্য পরিশ্রমে রক্তউঠা; সদত, কিছুই শ্লেষ্মা উঠে না, যদিও বক্ষ শ্লেষ্মার পূর্ণ বোধ হয়; শ্বাসরুদ্ধের ন্যায় বোধ, ব্রংকিয়া মধ্যে এত শ্লেষ্মা জমিয়াছে বোধ হয়; রাত্রিতে ক্রুপের ন্যায়; স্থূলকায় (মেদপূর্ণ) শিশুগণ।

হুপশব্দক কাসী, তৎসহ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, মুখ হইতে রক্তস্রাব, বমন, শ্বাসরোধ হয়, রক্তশূন্য অথবা নীলবর্ণ হইয়া যায়, এবং অনম্য (শক্ত) হইয়া উঠে।

শ্বাসরোধক সন্ধ্যাকালীন কাসী; ক্রমাগত কাসী, তৎসহ কপালে ঘর্ম্ম, মস্তকমধ্যে ধাক্কা লাগা বোধ, কাঠবমি ও বমন।

গয়ার প্রাতঃকালে ঈষৎ লাল রক্তযুক্ত, শ্লেষ্মার সহিত মিশ্রিত; কিম্বা টানিলে দড়ির ন্যায় শ্লেষ্মা, উহা প্রায়ই বমিত হয়।

২৮ ফুস্‌ফুস।—শিশুদিগের ফুস্‌ফুসপ্রদাহ; শ্বাসক্রিয়া দ্রুত, কষ্টকর; গাত্র নীলবর্ণ; মুখমণ্ডল রক্তশূন্য।

বড় বড় বুদ্‌বুদের ঘড় ঘড় শব্দ; জ্বর, কিন্তু মুখমণ্ডল অপেক্ষাকৃত রক্তশূন্য; কাসী এবং ওয়াক-তোলা।

ফুস্‌ফুস হইতে রক্তস্রাব; অতি সামন্য পরিশ্রমেই বৃদ্ধি; পুনঃ পুনঃ খক্ খক্ করিয়া কাসী, তৎসহ রক্তের দাগযুক্ত শ্লেষ্মা গয়ার উঠে।

বক্ষের ভিতর সূক্ষ্ম ঘড় ঘড় শব্দ, আক্ষেপিক কাসী; বিবমিষা, ফুস্‌ফুসের স্ফীতি (ইডিমা)।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—নাড়ী:—বৃহৎ ও কোমল; বর্দ্ধিতগতি, কিন্তু দুর্ব্বল।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গলমধ্যে স্ফীতি ও পূয়োৎপত্তি।

সঞ্চালন কালে দুই স্কন্ধাস্থি মধ্যে খিলধরে।

চিড়িকমারা বেদনা, দক্ষিণ বৃক্ক হইতে নিম্নে উরুদিয়া জানুতে।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—এক হাত শীতল, অপর হাত উষ্ণ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—রাত্রিতে উরুদ্বয়ে খিলধরে।

পদ ও চরণদ্বয়ে আক্ষেপযুক্ত উৎক্ষেপ।

পায়ের ডিমে চুলকানি।

চরণে ক্ষত, ক্ষতের মধ্যস্থল কাল।

৩৪ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—ভ্রমণ: ২। ফিরিতে গেলে: ২। অবনত হওয়া: ১৬। সঞ্চালন: ১৯, ২৬, ৩১, ৪০। বিশ্রাম: ১৯। ছটফট করে: ২০। অতি সামান্য মাত্র পরিশ্রম: ২৭, ২৮। উপবেশন: ৩৩।

৩৬ স্নায়ু।—শরীর অনম্য, প্রসারিত, পরে বাহুর আক্ষেপযুক্ত উৎক্ষেপ।

তামাকু গলাধঃকরণ করায় ধনুষ্টংকারবৎ আক্ষেপ।

আক্ষেপ:—হুপশব্দক কাসীতে; উদ্ভেদ বসিয়া গেলে; অজীর্ণ খাদ্য হইতে, ইত্যাদি।

মৃগীরোগবৎ আক্ষেপ, তৎসহ চীৎকার; আক্ষেপে পশ্চাতে ধনুকবৎ বক্র হওয়া; মুখমণ্ডল রক্তশূন্য, স্ফীত ভাব; পাকাশয়ের গোলমাল।

অত্যন্ত দুর্ব্বল, সকল প্রকার খাদ্যেই অনিচ্ছা; বিবমিষা; হঠাৎ শয্যাশায়ীবৎ দুর্ব্বলতা।

৩৭ নিদ্রা।—হাইতোলা ও আড়ামুড়ি ভাঙ্গা।

অর্দ্ধ মুদিত নেত্রে নিদ্রা; কোঁথানি, গোঁ গোঁ করা।

নিদ্রা রহিত।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ২৭। প্রাতে ১১টা : ৪০। সন্ধ্যাকাল : ২৭।
রাত্রি : ২৭, ৩৩।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উত্তাপ ও ঠাণ্ডায় অতি চৈতন্যাধিক।
শীতকালে ও শুষ্ক বায়ুতে বৃদ্ধি।
উষ্ণ সজল বায়ুতে বৃদ্ধি, | দক্ষিণে বাতাসে :—সর্দ্দি ; হাঁপানি।
ঘরের বাহিরে : ৩, ৪০। খোলা জানালার বাতাসে : ২৬। উষ্ণতা :
৪০। খোলা বায়ু : ৪০। গৃহ : ৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম। একদিন অন্তর বেলা ১১ টার সময়ে শীত।
শরীরের ঊর্দ্ধাংশের শীতলতা।
উষ্ণগৃহে অথবা বাহ্যিক উত্তাপ হইতে শীত বৃদ্ধি; পান করিলে এবং
খোলা বায়ুতে থাকিলে হ্রাস হয়। শীতের সময়ে বমন।
আভ্যন্তরিক শীত, বাহ্যিক উত্তাপ।
পৃষ্ঠে বেদনা, হ্রস্ব (স্বল্পস্থায়ী) শীত, দীর্ঘস্থায়ী জ্বর; শীতের সঙ্গে
প্রায়ই তৃষ্ণা; মাথাধরা, বিবমিষা এবং কাসী; ঘর্ম্ম সর্ব্বশেষে।
সর্ব্বাঙ্গ শরীরে উত্তাপ, তৎসহ পর্য্যায়ক্রমে মুখমণ্ডলের শীতলতা ও
রক্তশূন্যতা; কপালে শীতল ঘর্ম্ম।
ঘর্ম্ম :—উত্তপ্ত, গৃহমধ্যে হঠাৎ আক্রমণ; আংশিক, শীতল; শরীরের
ঊর্দ্ধাংশে; সঞ্চালনে বৃদ্ধি; টক্ গন্ধযুক্ত; হরিদ্রা দাগ পড়ে;
গৃহের বাহিরে গেলে বৃদ্ধি; শীতল, চট্‌চটে; কুইনাইন ব্যবহারের
পরে প্রচুর।
কুইনাইন অপব্যবহারের পর সবিরাম জ্বর; অনিয়মিত সবিরাম
জ্বরের প্রারম্ভে, বিশেষতঃ যদ্যপি তাহাতে বিবমিষা থাকে;
নেট্রাম-মিউরেটিকামের ন্যায় কপালে মাথাধরাসহ শীত, জ্বর
এবং ঘর্ম্ম।
ঘর্ম্মাবস্থায় বৃদ্ধি; ঘর্ম্মের পরে উপশম।

৪১ আক্রমণ।—খাদ্যে অরুচিসহ রোগের আক্রমণ।
প্রতিদিন অথবা একদিন অন্তর ঠিক একই সময়ে : ১৭, ৪০। শরৎ
কাল : ২০।

৪২ পার্শ্ব। -দক্ষিণ: ২১, ৩১। বাম: ১৮। বাম হইতে দক্ষিণ: ১৯, ২৪। উর্দ্ধ হইতে নিম্নে: ৩১।

৪৪ তন্তু।—রক্তস্রাব, উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত।

মেদ, স্থূলকায় শিশু।

বেদনা, যেন সমস্ত অস্থি বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে; তৎসহ বমন এবং অন্ত্রে বেদনা।

আভ্যন্তরিক অংশ সমূহে শোথ।

চর্ম্ম ও মাংসপেশী শিথিল (শ্লথ)।

মৃৎপাণ্ডু রোগ (ক্লোরোসিস):—ঋতু অল্প; চর্ম্ম ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি সকল শাদাটে ও রক্তশূন্য।

৪৬ চর্ম্ম।—কপাল, রগ ও গণ্ডে উদ্ভেদ।

চর্ম্ম চুলকায়; যতক্ষণ না বমি হয় ততক্ষণ চুলকায়।

সূতিকাবস্থায় উদ্ভেদ।

উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়া কিম্বা অতি ধীরে ধীরে বহির্গত হয়, তৎসহ বক্ষে (শ্বাসগ্রহণে) কষ্ট বোধ; বমনকারক ও গুড়্‌গুড়ি কাসী।

বিসর্প।

৪৮ সম্বন্ধ।—ইপিকার পরে সুফলপ্রদ:—শৈশব বিসূচিকা, দুর্ব্বলতা, ক্রুপ, জ্বর ইত্যাদিতে আর্সেনিক; লেরিংক্স মধ্যে বাহ্য বস্তুতে এণ্টিম-টার্ট; সর্দ্দি বসিয়া গেলে নক্স-ভমিকা, আর্সেনিক; কিরাটাইটিস রোগে এপিস।

ইপিকার প্রতিবিষ:—আর্ণি, আর্সে, সিঙ্কো, নক্স-ভম, টাবে।

ইপিকা প্রতিষেধ করে:—এলুমি, আর্ণে, আর্সে, সিঙ্কো, ডক্কা, ফেরাম, লরো, ওপি, ট্যাবে, এণ্টিম-টার্ট।

ইপিকার কার্য্যাবশেষপূরক:—কুপ্রম।

ইলাটিরিয়াম।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—বিবমিষা ; জলবৎ পদার্থ, অথবা সবুজবর্ণ, পিত্ত-যুক্ত পদার্থ, তৎসহ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

১৯ উদর।—অন্ত্রমধ্যে কর্ত্তনবৎ, মোচড়ানি বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।— প্রচুর তরল, ফেনাযুক্ত কিম্বা সবুজবর্ণ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বাম সায়াটিক স্নায়ু বহিয়া পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত চিড়িক-মারা এবং অল্প অল্প কামড়ানি বেদনা।

৩৪ তন্তু।—ইলাটিরিয়াম শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, বিশেষতঃ অন্ত্র ও পাকাশয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে, প্রচুর জলবৎ সিরাম নির্গত করায়।

৪৮ সম্বন্ধ।—তুলনা কর :—ক্রোট-টিগ (সমগুণ সম্বন্ধ), সিকেলি (সবুজ উদরাময়), ভিরাট্র-এল্বম, কলচিক (ওলাউঠাবৎ লক্ষণ)।

ইস্কুলাস হিপোকাষ্টেনাম।

পরীক্ষক :—হেলবিগ।

১ মন।—উদ্যমশূন্য ; বিমর্ষ ; খিট্‌খিটে।
মনঃসংযোগ করিতে পারেন না।

২ চৈতন্য।—মস্তকমধ্যে গোলমাল (confused) বোধ, তৎসহ মাথাঘোরা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালে অল্প অল্প চাপবোধ, অল্প বিবমিষা, তৎক্ষণাৎ তাহার পার্শ্বে দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়মে সূচীবেধ।
কপালের দক্ষিণ হইতে বাম পার্শ্বে স্নায়ুশূলের চিড়িকমারা বেদনা ; তৎপরে এপিগ্যাষ্ট্রিয়মে ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা। রগের মধ্যদিয়া পুনঃ পুনঃ ফাটিয়া যাওয়াবৎ বেদনা।

৫ চক্ষু।—চক্ষু সম্মুখে আলোক-কম্পন।
অক্ষিতারকা প্রসারিত ; ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়।
চক্ষু ভার ও অলস বোধ ; অক্ষিগোলক টাটানি বেদনাযুক্ত ও উত্তপ্ত বোধ।
বামচক্ষুর ঊর্দ্ধে বেদনাদায়ক কামড়ানি।

উৎক্ষেপ :—অক্ষিপুটের ; বাম চক্ষুর নিম্নস্থিত মাংসপেশীর।

অশ্রুস্রাব।

৭ নাসিকা।—পোষ্টিরিয়ার-নেরিস ও গলমধ্যের শুষ্কতা।

*সর্দ্দি (coryza)।

সরস সর্দ্দি, অল্প অল্প কপালের শিরঃপীড়া, পাতলা জলবৎ সর্দ্দিস্রাব ; জ্বালাযুক্ত ও ক্ষতবৎ বোধ।

পোষ্টিরিয়ার-নেরিস ও কোমল তালু মধ্যে হুলবেধ ও জ্বালা।

৮ মুখমণ্ডল।—রক্তশূন্য, অতি দুঃখীর ন্যায় চেহারা।

মুখমণ্ডলের বামপার্শ্বের উত্তাপ ও লালবর্ণ।

ধুইলে পর মুখমণ্ডল স্ফীত হয় ; ঘর্ষণে লাল দাগ সকল বাহির হয়।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—মিষ্ট ; তিক্ত, পরে মিষ্ট ; ধাতব ; লালাস্রাবসহ তৈল অথবা তাম্রবৎ।

জিহ্বাকে শাসন করিতে পারেন না যে ঠিক কথাটী উচ্চারণ করিতে পারিবেন।

জিহ্বা শাদা বা হরিদ্রাবর্ণ ক্লেদাবৃত ; ঝলসান বোধ হয়।

জিহ্বার অগ্রভাগ টাটানিযুক্ত, যেন ক্ষত হইয়াছে।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্যে পুরু হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মা।

লালাস্রাব, তৈলবৎ আস্বাদ ; দন্ত যেন তৈলাবৃত।

১৩ গলমধ্য।—টানিলে দড়ির ন্যায় শ্লেষ্মা তুলে, শ্লেষ্মা মিষ্টাস্বাদযুক্ত।

ফসেস মধ্যে খোঁচাবেধ বোধ ; যেন কিছু সেখানে আটকাইয়া এইরূপ চাপ বোধ।

ফসেসমধ্যে শুষ্কতা, জ্বালা ও সঙ্কোচন বোধ।

টন্সিলদ্বয় কালচেবর্ণ, রক্তপূর্ণ স্ফীত ; বাম পার্শ্বের টন্সিলে বেশী ; গলাধঃকরণ করিতে ইচ্ছা, তৎসহ অল্প কামড়ানি বেদনা।

১৫ আহার।—আহারান্তে পাকস্থলী পূর্ণ বোধ হয়, বোধ হয় যেন তাহার প্রাচীর পুরু হইয়াছে।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার :—অম্ল ; চর্ব্বিযুক্ত ; তিক্ত ; ভুক্তপদার্থের আস্বাদ ; খালি (শূন্য) ; ঘন শ্লেষ্মা।

প্রবল কাঠবমি ও বমন ; পাকস্থলীতে জ্বালা।

১৭ পাকস্থলী।—প্রত্যুষে পাকস্থলী মধ্যে চর্ব্বণ ও খালি (শূন্য) বোধ।
পাকস্থলীমধ্যে শূন্যতা বোধ, জ্বালা, অত্যন্ত কষ্ট বোধ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—পাকস্থলী হইতে যকৃতের দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত সদত অতি প্রবল কামড়ানি (aching) বেদনা।
দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়মে টাটানি ; মাথাধরার পরে সূচীবেধ।
পেটবেদনাসহ, দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়মে চিমটিকাটাবৎ বেদনা।
যকৃত ও পোর্টাল শৈরিক বিধানের রক্তাধিক্যতা।
প্লীহা প্রদেশে বেদনা।

১৯ উদর।—নাভির নিকটে জ্বালাকর কষ্ট, টাটানি ও কামড়ানি (aching)।
উদর স্পর্শে টাটানিযুক্ত ; ইহার মধ্যে পূর্ণতা ও দপ্‌দপানি বোধ।
পেটডাকা, তৎসহ নাভির নিকটে কর্ত্তনবৎ বোধ।
দক্ষিণ বঙ্ক্ষণ প্রদেশে কর্ত্তনবৎ।
উদর (অন্ত্র) মধ্যে আধ্মান বশতঃ বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণ করে।
মলদ্বারের নিকট টাটানি, জ্বালা, চুলকানি, পূর্ণতা ও কোঁথপাড়া।
। সরলান্ত্রের শুষ্কতা, উত্তাপ ও সঙ্কোচন ; সরলান্ত্র বোধ হয় যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শল্যপূর্ণ রহিয়াছে ; কষ্টকর জ্বালা বোধ ; কদাচিত রক্তস্রাব হয় ; পৃষ্ঠদেশে কামড়ানি ও খঞ্জতা, কিম্বা চিড়িকমারা।
মলত্যাগের পর মলদ্বারের স্খলন (ভ্রংশ) ; অল্প অল্প পৃষ্ঠ বেদনা।
মল বৃহৎ, শুষ্ক কঠিন ও গাঁইটবিশিষ্ট :—কষ্ট নিঃসৃত ; ভসকা ; প্রথমাংশ কঠিন, কাল, শেষাংশ দেখিতে স্বাভাবিক আকার কিন্তু দুগ্ধবৎ শাদা।

২১ মূত্র।—পুনঃ পুনঃ, অল্প অল্প মূত্রত্যাগ ; বৃক্ক মধ্যে বেদনা।
মূত্র :—কর্দ্দমযুক্তবৎ ঘোলা, অতি বেদনার সহিত নিঃসারিত হয় ; জ্বালাবৎ বোধ ; উত্তপ্ত ; কাল্‌চে কটাবর্ণ অধঃক্ষেপ ; হরিদ্রাবর্ণ, তৎসহ ঘন শাদা শ্লেষ্মার অধঃক্ষেপ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—শ্বেত প্রদর কাল্‌চে হরিদ্রাবর্ণ, ঘন এবং চট্‌চটে ;

ঋতুর পরে বৃদ্ধি; ভ্রমণকালে বৃদ্ধি; যোনি-ওষ্ঠে ক্ষত উৎপাদন করে; সেক্রাম ও জানুদ্বয় মধ্যে কামড়ানি (aching)।

২৪ গর্ভাবস্থা।—ভ্রমণকালে সেক্রো-ইলিয়াক সন্ধিস্থল ফাক হইয়া যায়; বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয়; শয়নে অপেক্ষাকৃত ভাল।

* অর্শ।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গ।

গ্লটিস এবং লেরিংক্স ও ফেরিংক্সের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির শুষ্কতা ও কাঠিন্য বোধ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—দ্রুত, কষ্টকৃত; শ্বাসক্রিয়ার সহিত দক্ষিণ ফুস্‌ফুসে বেদনা।

২৭ কাসী।—শুষ্ক, হ্রস্ব, গলাধঃকরণ ও গভীর নিশ্বাস লইলে বর্দ্ধিত হয়।

২৮ ফুস্‌ফুস।—বক্ষমধ্যে ক্ষতবৎ বোধ।

ফুস্‌ফুসদ্বয় রক্তপূর্ণ, ভারী বোধ হয়।

বক্ষমধ্য দিয়া সূচীবেধ; সূচীবেধ বাম হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে গমন করে।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—পূর্ণতাবোধ ও হৃদকম্পনসহ, হৃৎপিণ্ড প্রদেশে চিড়িকমারা।

হৃৎপিণ্ড প্রদেশে অল্প অল্প কামড়ানি (aching); জ্বালা বোধ।

হৃৎকম্পন, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া পূর্ণ; শরীরের সর্ব্বত্র স্পন্দন অনুভূত হয়।

নাড়ী:—বর্দ্ধিত গতি; কোমল, দুর্ব্বল।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার পশ্চাৎদেশে খঞ্জতা ও শ্রান্তি বোধ।

স্কন্ধদ্বয় মধ্যে কামড়ানি (aching)।

দক্ষিণ স্কন্ধাস্থি ও বক্ষ মধ্যে বেদনা; আঘ্রাণ লইলে বৃদ্ধি।

কটিদেশে প্রবল কামড়ানি বেদনা; সম্মুখে অবনত হইলে ও ভ্রমণকালে বৃদ্ধি।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বামবাহু ও হস্ত অধিকতর উষ্ণ, ভারী ও স্ফীত বোধ হয়।

দক্ষিণ বাহুর পক্ষাঘাত বোধ হয়, তাহা তুলিতে পারে না।

হস্তদ্বয় ধৌত করিলে পর তাহাতে খোঁচাবেধা ও স্ফীত বোধ।

নখসকল নীলবর্ণ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পৃষ্ঠদেশ ও পদদ্বয় দুর্ব্বল ; হাঁটিতে পারে না, শুইয়া পড়িতে বাধ্য হয়।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—সন্ধি অচল, কামড়ানি ও বেদনাযুক্ত। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ভারী বোধ হয়।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি —শয়ন : ২৪, ৩৩। সঞ্চালন : ৪৪। ভ্রমণ : ২৩, ২৪, ৩১, ৩৩। অবনত হইলে : ৩১। উপবেশন : ২৪।

৩৬ স্নায়ু।—স্নায়ুশূলের বেদনা।

খঞ্জতা ও পাক্ষাঘাতিক বোধ : ৩১, ৩২, ৩৩।

ভ্রমি ও দুর্ব্বল বোধ ; শ্রান্তি বোধ।

৩৭ নিদ্রা।—আড়ামুড়ি ভাঙ্গিতে ও হাইতুলিতে ইচ্ছা।

নিদ্রালু :—নিদ্রিত হইয়া পড়ে ; জাগিলে পর বুঝিতে পারে না কোথায় সে (স্ত্রী) আছে।

পাকস্থলীতে জ্বালাযুক্ত বেদনা সহ জাগিয়া উঠে।

প্রাতে জাগিলে পর টাটানিযুক্ত ও শ্রান্ত বোধ।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ১৭, ৩৭, ৪৪। সন্ধ্যাকাল : ৪০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—খোলা বায়ু : ৭। ধৌত করিলে : ৩২। অগ্নির তাপ : ৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত শীত বোধ :—শীত পৃষ্ঠ বহিয়া উঠে ও নামে, তৎসহ মলদ্বার মধ্যে জ্বালা ; অগ্নির তাপে উপশম।

সন্ধ্যাকাল :—জ্বর, চর্ম্ম উত্তপ্ত, শুষ্ক ; হাত পায়ের তলায় জ্বালা।

মস্তক কামড়ায়, যেন উহা ফাটিয়া যাইবে ; আড়ামুড়ি ভাঙ্গিতে ও হাই-তুলিতে ইচ্ছা।

অক্ষিপট, মুখমণ্ডল, গ্রীবা ও স্কন্ধদ্বয়ের উপর উত্তাপের বেগ।

জ্বরের সহিত প্রচুর,উত্তপ্ত ঘর্ম্ম।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ :—হাইপোকণ্ড্রিয়া, ১৮ দেখ ; কুচ্‌কি, ফুসফুস ২৬ দেখ।

বাম :—অক্ষিগোলকে বেদনা, লালবর্ণ মুখমণ্ডল, টন্সিল রক্তাধিক্যযুক্ত ; হৃৎপিণ্ড, ২৯ দেখ ; বাহু ভারী।

বাম হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে :—বক্ষমধ্য দিয়া সূচীবেধ।

৪৫ তন্তু।—রক্ত অধিক হওয়ার ন্যায় পূর্ণতা :—হৃৎপিণ্ড, মস্তক, ও চর্ম্মের। মাংসপেশীর টাটানি বোধ, প্রাতঃকালে জাগিলে এবং সঞ্চালন কালে।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির শুষ্কতা।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি স্ফীত হয়।

৪৬ চর্ম্ম।—পিপীলিকা হণ্টনবৎ :—করোটিত্বক, নাসিকা ও ফসেসে। সর্ব্ব শরীরের চুলকানি, বিশেষতঃ কটিদেশে।

৪৭ অবস্থা।—অর্শরোগের প্রবণতা।

৪৮ সম্বন্ধ।—সমগুণ বিশিষ্ট :—ইস্কু-গ্লাব্রা।

সহপ্রযুজ্য :—এলো, কলিন্সো, মার্ক্, নক্সভমি, পডোফ, সলফ।

একোনাইটাম।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—অন্যমনস্ক; স্মরণ শক্তির দুর্ব্বলতা; তারিখ মনে রাখিতে পারে না।

দূরস্থ পদার্থ দর্শন।

আহ্লাদ; কল্পনা সকল; প্রলাপ, বিশেষতঃ রাত্রিতে।

পরিবর্ত্তনশীল মানসিক ভাব, একবার আনন্দ পূর্ণ, আবার ক্রন্দনেচ্ছা।

▌ জনতা কিম্বা জনতাপূর্ণ রাস্তা পার হইতে ভয়।

ভূতের ভয়; জ্ঞানবিলোপের ভয়; ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশঙ্কাযুক্ত।

আসন্ন মৃত্যুর ভয়; মৃত্যুর দিন পূর্ব্বেই গণনা করিয়া বলে।

অস্বাভাবনীয় উদ্বেগ, করুণোৎপাদক বিলাপ; কেবল সামান্য বিষয়ের জন্য অন্যকে তিরস্কার করে; খিট্খিটে, অধীর।

▌ উদ্বেগ, অস্থির, যন্ত্রণায় ছটফট করে।

চৈতন্যাধিক, আলোক কিম্বা শব্দ সহ্য করিতে পারে না।

কানের ভিতর ভন্ ভন্ শব্দ; স্পৃষ্ট অথবা অনাবৃত হইতে চাহে না।

খিট্খিটে, অল্পেই রাগিয়া উঠে; হিংস্রক স্বভাব; কিম্বা বিমর্ষ, নিরাশ।

একবার ভয় প্রাপ্তির পরে, অন্ধকারে থাকিতে ভয়।

ক্রোধজনিত রোগ সকল; শিশু থাকিয়া থাকিয়া এক একবার অত্যন্ত রাগিয়া উঠে।

চৈতন্য।—রক্তাধিক্যতা বশতঃ মাথাঘোরা, যেমন রৌদ্রে ভ্রমণ হইতে, শুষ্ক, শীতল বায়ুর পরে; ক্রোধ, ভয় প্রাপ্তির পরে; মানসিক আবেগ বা ঠাণ্ডা লাগান হেতু হঠাৎ ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া হেতু।

পতন বা ছেঁচা আঘাত হইতে মাথাঘোরা; মুখমণ্ডল রক্তশূন্য অথবা লালবর্ণ, কিন্তু তন্দ্রা নাই।

মস্তকোত্তলন করিলে মাথাঘোরে, বিশেষতঃ উষ্ণগৃহে শয়ান থাকার পরে; বিবমিষা, দৃষ্টিশক্তি লোপ, চৈতন্য বিলুপ্ত, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; কিম্বা মাতালের ন্যায় টলা।

হেলান দেওয়া অবস্থা হইতে উঠিতে গেলে ভ্রমি, তৎসহ মুখণ্ডলের রক্তশূন্যতা অথবা মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যতা।

মস্তকাভ্যন্তর।—সূর্য্যাঘাত, বিশেষতঃ সূর্য্যোত্তাপে শুইয়া থাকিয়া।

শিশুদিগের মস্তিষ্ক পীড়া, তৎসহ মস্তক মধ্যে প্রবল বেদনা ও চক্ষুর চৈতন্যাধিক্যতা, কিম্বা স্তম্ভিতের ন্যায় পড়িয়া থাকে, তৎসহ বমন, কোষ্ঠবদ্ধ।

রক্তাধিক্যতা, উদ্বেগ, তৎসহ মুখমণ্ডলের উত্তাপ ও আরক্তিমতা, কিম্বা রক্তশূন্য মুখমণ্ডল; ক্যারটিড ধমনীর প্রবল স্পন্দন; নাড়ী পূর্ণ, বলশালী, কিম্বা ক্ষুদ্র ও দ্রুত; সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

কপালের পূর্ণতা ও ভার বোধ, যেন সমস্ত মস্তিষ্ক চক্ষুমধ্য দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে।

মস্তকমধ্যে স্পন্দন ও চিড়িকমারা।

নাসিকা মূলের উর্দ্ধে খিলধরাবৎ অনুভব, বোধ হয় যেন তিনি জ্ঞান হারাইবেন; সর্দ্দি বসিয়া যাওয়া।

মাথাধরা, যেন মস্তিষ্ক আলোড়িত অথবা উত্তোলিত হইয়াছে; সঞ্চালন-কালে, পান করিলে, কথা কহিলে অথবা সূর্য্যালোকে বৃদ্ধি।

উষ্ণগৃহে প্রবেশ করিলে, কপালে বোধ হয় যেন চাপ প্রাপ্ত।
কপাল, রগদ্বয় ও মস্তক-শীর্ষে চাপ।
মাথাধরা, তৎসহ মুত্রোৎপত্তি বর্দ্ধিত।

বহির্মস্তক।—মস্তকশীর্ষে বোধ হয় যেন কেশ ধরিয়া টানিতেছে, রগ, কপাল ও নাসিকায় খট্‌খট্‌ শব্দ, যেমন পাতলা ধাতুপত্র বাঁকা ইলে হয়; সন্ধ্যাকালে, সঞ্চালন হইতে বৃদ্ধি; বসিলে উপশম।
কপালে শীতল ঘর্ম্ম।

চক্ষু।—আলোকে বিতৃষ্ণা, বিশেষতঃ সূর্য্যালোক; আলোকে চক্ষু ঝলসিয়া যায়।
দৃষ্টিভ্রমে কৃষ্ণবর্ণের পদার্থ দেখে।
চক্ষু বহির্গামী, একদৃষ্টি, বিকৃত চেহারা। * সংন্যাস। * হাঁপানি। * ধনুষ্টংকার।
অক্ষিতারকা সঙ্কুচিত, পরে প্রসারিত।
চক্ষু লালবর্ণ, প্রদাহিত, ধমনীসকল গভীর লালবর্ণ, জ্বালাযুক্ত, চাপবিশিষ্ট চিড়িকমারা বেদনা, বিশেষতঃ অক্ষিগোলক নাড়িলে; কোন প্রকার স্রাব নাই; শীতল শুষ্ক বায়ু লাগিয়া কঞ্জঙ্কটাইভা-প্রদাহ।
প্রবল বেদনা, অতিশয় রক্তাধিক্যতা; প্রমেহ রুদ্ধ হইয়া চক্ষুপ্রদাহ।
অক্ষিগোলকের উর্দ্ধ অর্দ্ধাংশ সঞ্চালনকালে টাটানি।
অতি প্রবল বেদনাসহ, প্রচুর অশ্রুস্রাব।
ছাই অথবা অন্যপ্রকার বাহ্য বস্তু হইতে কঞ্জঙ্কটাইভা-প্রদাহ।
অক্ষিপুট কঠিন, লালবর্ণ, স্ফীত; উত্তপ্ত, শুষ্ক, জ্বালাযুক্ত এবং বাতাসে চৈতন্যাধিক; শীতলজলে শুষ্ক উত্তাপ উপশমিত হয়।

কর্ণ।—গোলমালে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা; সঙ্গীত অসহ্য, সঙ্গীত যেন প্রত্যেক অঙ্গে প্রবেশ করে; সঙ্গীতে তাঁহাকে (স্ত্রীং) বিষণ্ন করে।
কর্ণমধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ।
বামকর্ণে ছিন্নবৎ বোধ।
বাহ্য কর্ণ উষ্ণ, স্ফীত, লালবর্ণ, বেদনাদায়ক চৈতন্যাধিক্যতা।

৭ নাসিকা।—আঘ্রাণশক্তি অতি তীব্র।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত।

সর্দ্দি :—প্রবল হাঁছি, জ্বর, তৃষ্ণা, অস্থিরতা ; শুষ্ক কিম্বা সরস সর্দ্দি ; শুষ্ক, ঠাণ্ডাবায়ু বা প্রবল বাতাসজনিত সর্দ্দি।

সর্দ্দি, তৎসহ মাথাধরা, কর্ণমধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ, জ্বর, অনিদ্রা ; বিশেষতঃ যদ্যপি সর্দ্দি বসিয়া যায় ; খোলা বায়ুতে ভাল, কথা কহিলে বৃদ্ধি।

৮ মুখমণ্ডল।—উদ্বিগ্ন চেহারা।

মুখমণ্ডল :—পর্য্যায়ক্রমে রক্তবর্ণ ও শাদা ; এক গণ্ড লাল, এক গণ্ড শাদা ; ঠোঁট রক্তশূন্য, কাল্‌চে ; বোধ হয় যেন মুখমণ্ডল বৃহত্তর হইতেছে।

উঠিলে রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল মৃতবৎ রক্তশূন্য (শাদা) দেখায়।

বামপার্শ্বের ট্রাইজেমিনাস স্নায়ুর স্নায়ুশূল ; মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও উষ্ণ ; অস্থিরতা, যন্ত্রণা।

বোধ হয় যেন মাংসপেশী সকল সজোরে, আক্ষেপের সহিত নহে, সঙ্কুচিত হইয়াছে, সমস্ত মুখমণ্ডলের অসাড়তা, ভারীবোধ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ঠোঁট শুষ্ক, কাল, ছাল উঠিয়া যায় ; ওষ্ঠের পীড়া।

ঠোঁটের জ্বালা, শুড়শুড়ি, অসাড়তা।

নিম্ন চোয়ালের স্ফীতি, তৎসহ মুখমণ্ডলে কামড়ানি।

মুখমণ্ডল এক পার্শ্বে আকৃষ্ট (বক্র)। *আক্ষেপ।

১০ দন্ত।—ঠাণ্ডা হইতে, শুষ্ক, শীতলবায়ু হইতে দন্তশূল, তৎসহ এক পার্শ্বে দপ্‌দপানি, গণ্ডের রক্তবর্ণ, মস্তকে রক্তাধিক্যতা, অত্যন্ত অস্থিরতা ; বামপার্শ্ব।

দন্ত সংঘর্ষণ (কিড়মিড় করা)।

দন্ত শীতল বায়ুতে চৈতন্যাধিক ; সুস্থ দন্তে দন্তশূল।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—তিক্ত, জল ব্যতীত ; পচা ; ঈষৎ মিষ্ট ; পচা ডিম্বের ন্যায় ; বিবমিষা উৎপাদক, শক্ত শ্লেষ্মা তুলিতে বাধা করে।

কম্পন এবং ক্ষণিক তোত্‌লা।

বাক্য কথন : ৩, ৭।

জীহ্বা বোধ হয় যেন স্ফীত, জ্বালাযুক্ত, খোঁচাবেঁধা, শুড়শুড়ি।

মুখগহ্বর ও জিহ্বার অসাড়তা।

জিহ্বা শাদা কিম্বা হরিদ্রাযুক্ত শাদা লেপাবৃত।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্য, জিহ্বা ও ঠোঁটের শুষ্কতা।

মুখমধ্যে জল সঞ্চয়। *কৃমি।

লালানিঃসারক নলীসকলের মুখ টাটানি, যেন ছাল উঠিয়া গিয়াছে।

লালা সাধারণতঃ হ্রাস হয়।

১৩ গলমধ্য।—কোমল তালু ও যুভুলার আরক্তিমতা।

শুষ্কতা অনুভব, বোধ হয় যেন গলমধ্যে কিছু আটকাইয়াছে।

গলমধ্যে হুলবেধ; ফসেস কালচে লালবর্ণ, জ্বালাযুক্ত।

গলমধ্যে জ্বালা ও অসাড়তা; গলমধ্য প্রায় অসাড়।

গলমধ্যে ও ইয়ুষ্টেকিয়ান নলী বরাবর খোঁচাবেঁধা, জ্বালা, গলাধঃকরণ করিতে বাধ্য করে।

স্বরভঙ্গতাসহ, গলাধঃকরণে প্রায় সম্পূর্ণ অক্ষমতা।

গলাধঃকরণ কালে:—গলমধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা; বোধ হয় যেন হৃৎ-পিণ্ডপ্রদেশে খাদ্য রহিয়া গেল।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অতি প্রবল, কিন্তু ধীরে ধীরে আহার করে।

জ্বালাজনক অপরিতৃপ্ত তৃষ্ণা।

ইচ্ছা:—সুরা বা ব্রাণ্ডি মদ্য, বিয়ার মদ্য; তিক্ত পানীয়।

ক্ষুধা বিলুপ্ত অথবা খাদ্যে ঘৃণা, বিবমিষা।

১৫ পানাহার।—শীতল পানীয় হইতে উপশম; উদ্বেগ উপশমিত হয়।

বরফ জল খাইলে কাসী হয়; পাকাশয়ের সর্দ্দি, বিশেষতঃ দেহ অতি উত্তপ্ত হইলে পান করিলে পর।

আহারের পরে পাকাশয়ে প্রবল বেদনা, তৎসহ উষ্ণতা ও টাটানি; হিক্কা; বিবমিষা (মাংসের ঝোল খাইলে পর)।

সুরাপানের পর, রক্ত উঠা, রক্তাধিক্যতা।

ধূমপানে :—হৃৎকম্পন বৰ্দ্ধিত হয়; স্তম্ভিত করে।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—হিক্কা।

বিবমিষা ; ক্রমি বমন এবং শ্লেষ্মা বমন।

বিবমিষা অন্ননলী অথবা পাকস্থলীমধ্যে, গলমধ্যে কদাচিত কখন।

বমন :—পিত্ত ; সবুজবর্ণ পদার্থ; তিক্তাস্বাদ ; রক্ত, অথবা রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা, কিম্বা যাহা পান করা হইয়াছে, তৎপরে তৃষ্ণা।

উদ্বেগ ; উত্তাপ, তৃষ্ণা, প্রচুর ঘর্ম্ম এবং বর্দ্ধিত মূত্রত্যাগসহ, বমন।

১৭ পাকস্থলী।—যেন ভার চাপানবৎ পাকাশয়-গহ্বরে চাপ ; পুনঃ পুনঃ বমনের পর বোধ হয় যেন সেখানে একখানি শীতল পাথর রহিয়াছে।

পাকস্থলী হইতে অন্ননলী বহিয়া মুখমধ্য পর্য্যন্ত জ্বালা।

হঠাৎ অসহ্য বেদনা, তৎসহ কাঠবমি, রক্তবমন, শ্বাসরুদ্ধ বোধ।

কপালে শীতল ঘর্ম্ম ; পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির রক্তাধিক্যতা।

পাকাশয়প্রদেশ স্পর্শে চৈতন্যাধিক।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে উদ্বেগ বোধ।

শ্বাসকষ্টসহ, যকৃতপ্রদেশে চাপ অথবা সঙ্কোচন।

শ্বাস গ্রহণে যকৃৎমধ্যে সূচীবেধ।

ডায়াফ্রাম মধ্যে সূচীবেধ ও উত্তাপ।

১৯ উদর।—পেট বেদনায় দুমড়াইয়া পড়ে, তথাপি কোন অবস্থাতেই উপশমিত হয় না ; ঠাণ্ডা লাগার পরে প্রদাহযুক্ত।

অন্ত্রমধ্যে জ্বালা, কর্ত্তন, চিড়িকমারা ; অতি সামান্য মাত্র চাপে অথবা দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি।

উদর স্পর্শে উত্তপ্ত, স্ফীত, চৈতন্যাধিক ; থাকিয়া থাকিয়া যন্ত্রণা।

নাভিপ্রদেশ কঠিন, স্ফীত।

বমন, প্রস্রাবত্যাগে অক্ষমতা।

অন্ত্রবৃদ্ধি আটকাইয়া যায় (অর্থাৎ আর উঠে না), তৎসহ পিত্তযুক্ত বমন ; অনুভবশক্তির অতি প্রাবল্য এবং প্রদাহ, অথবা শীতল চটচটে ঘর্ম্মসহ অন্ত্রবৃদ্ধি।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল অল্প, পাতলা, পুনঃ পুনঃ, তৎসহ কোঁথপাড়া; অথবা, বেদনাযুক্ত, অবশেষে রক্তযুক্ত। *রক্তামাশয়।

শাদা, তৎসহ কাল্চে লালবর্ণ মূত্র।

* গ্রীষ্মকালের পীড়া।

পেট বেদনাসহ, শিশুদিগের পিত্তযুক্ত উদরাময়।

জলে ভিজিয়া উদরাময়; পিচ্ছিল, রক্তযুক্ত, অন্ত্রমধ্যে প্রবল বেদনা; বেগ।

কোঁথ দেওয়া; পিচ্ছিল মল; রাত্রিতে মলদ্বারে অসহ্য চুলকানি ও গুড়গুড়ি। *কৃমি।

দিবসে অত্যন্ত উত্তাপ এবং রাত্রিতে ঠাণ্ডা এইরূপ সময়ে রক্তামাশয় অথবা প্রদাহযুক্ত উদরাময়।

ক্রোধ অথবা ভয়প্রাপ্তির পরে, কর্ত্তন, পেটকামড়ানি, তৎপরে পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের বেগ।

পর্য্যায়ক্রমে পিচ্ছিল মল ও কোষ্ঠবদ্ধ। *কামলারোগ।

কোষ্ঠবদ্ধ; কর্দ্দমবৎ মল।

রক্তস্রাবী অর্শ, অর্শ প্রদাহিত; মলদ্বারে হুলবেধ ও চাপ।

২১ মূত্র।—বৃক্কপ্রদেশের চৈতন্যাধিক্যতা; চিড়িকমারা বেদনা।

মূত্রত্যাগ বেদনাযুক্ত, কষ্টকৃত, ফোটা ফোটা করিয়া; পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা।

মূত্র অল্প, অগ্নিবৎ, জ্বালাজনক উত্তপ্ত, কাল্চে লালবর্ণ, ঘোলা।

ইষ্টকচূর্ণবৎ অধঃক্ষেপ।

তৃষ্ণাসহ, অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

মাথাধরা ও প্রচুর ঘর্ম্মসহ, অধিক মূত্রত্যাগ।

মূত্র নাশ অথবা মূত্ররোধ, তৎসহ মূত্রাশয়প্রদেশে চাপবোধ, কিম্বা যকৃত-প্রদেশে সূচীবেধ; ঠাণ্ডা লাগান হেতু মূত্ররোধ, বিশেষ শিশুদিগের, তৎসহ অত্যন্ত ক্রন্দন ও অস্থিরতা।

রক্তস্রাব, তৎসহ অর্শ; প্রস্রাবপথে জ্বালাবশতঃ অসহ্য কষ্ট।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—সঙ্গমেচ্ছা বৰ্দ্ধিত; থাকিয়া থাকিয়া কামোদ্দীপনা।

সন্ধ্যাকালে সঙ্গমেচ্ছা বর্দ্ধিত।

সঙ্গমেচ্ছা হ্রাস, তৎসহ স্থান সকল শিথিল।

অণ্ডকোষে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

অণ্ডকোষের গ্রন্থি (বীচি) স্ফীত ও কঠিন বোধ হয়।

শিশুগণ জননেন্দ্রিয় হাত দিয়া স্পর্শ করে। *মূত্রাশয়-প্রদাহ।

১৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।---ডিম্বকোষপ্রদাহ, মূত্রত্যাগের কষ্টকর বেগ; প্রবল জ্বর; আর্ত্তব শোণিতস্রাব হঠাৎ রুদ্ধ হইয়া গেলে।

হঠাৎ জরায়ু স্খলন, তৎসহ প্রদাহ, তিক্ত বমন, শীতল ঘর্ম্ম, কিম্বা শুষ্ক, উষ্ণ চর্ম্ম।

জরায়ুপ্রদাহ, অতি তীব্র চিড়িকমারা বেদনা, উদর অত্যন্ত টাটানি।

ঋতু :—সাধারণতঃ অতি বিলম্বে, হ্রাস, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী; স্থূলকায় (মদাক্ত) স্ত্রীলোকগণ যাহারা কেবল বসিয়া থাকে; মস্তক ও বক্ষে রক্তাগম-প্রবণতা; প্রচুর, তৎসহ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; ভয়প্রাপ্তি হেতু রুদ্ধ হইয়া যাওয়া।

শ্বেত প্রদর প্রচুর, আঠাবৎ, হরিদ্রাভাযুক্ত।

জরায়ুমধ্যে প্রসব বেদনাবৎ চাপ বোধ; দুনড়াইয়া পড়িতে হয় কিন্তু কোন অবস্থাতেই উপশমিত হয় না। *কষ্টরজঃ।

জরায়ু হইতে প্রবল রক্তস্রাব, অত্যন্ত উত্তেজনশীলতা, মাথাঘোরে, উঠিয়া বসিতে পারে না, মৃত্যুভয়।

১৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায় অস্থির, মৃত্যুভয়, মৃত্যুর দিন পূর্ব্ব হইতে বলে।

ভয়প্রাপ্তি হইতে গর্ভস্রাবের আশঙ্কা; রক্তসঞ্চালন উত্তেজিত, দ্রুত শ্বাসক্রিয়া।

প্রসববেদনা অতি প্রবল, বেদনা অতি ঘন ঘন আইসে; স্থান সকল শুষ্ক, টাটানি, অপ্রসারণীয়; জরায়ুসঙ্কোচন অপ্রচুর।

প্রসবান্তিকা বেদনা (ভেদালির ব্যথা) অতি বেদনাদায়ক; দীর্ঘস্থায়ী।

স্তন্যজ্বর, তৎসহ প্রলাপ; স্তনদ্বয় উত্তপ্ত।

সূতিকাজ্বর, লোকিয়া (ক্লেদস্রাব) রুদ্ধ, স্তনদ্বয় শ্লথ, শূন্য; চর্ম্ম উত্তপ্ত, শুষ্ক; নাড়ী কঠিন, দ্রুত কিম্বা সঙ্কুচিত; চক্ষু উদ্ভ্রান্তের

ন্যায়, একদৃষ্টি, উজ্জ্বল; জিহ্বা শুষ্ক; উদর বায়ুপূর্ণ ও চৈতন্যাধিক।

যখন স্ত্রীলোকগণ প্রসবের কিছুদিন পরে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করে, তখন লোকিয়া-স্রাব প্রত্যাবর্ত্তন করে।

সদ্যজাত শিশু :—শ্বাসরোধ (মৃতকল্পতা), সংন্যাসের লক্ষণ যথা উত্তপ্ত, নীলবর্ণাভ, শ্বাস বহে না, নাড়ী নাই; কামলা; চক্ষু-প্রদাহ; মূত্র অবরুদ্ধ।

১৫ লেরিংক্স।—ভেকের ন্যায় স্বর।

লেরিংক্স স্পর্শে চৈতন্যাধিক্যতা।

প্রাদাহিক জ্বরসহ লেরিংজাইটিস (লেরিংক্সপ্রদাহ); তৎসহ শ্বাস-রোধের আক্ষেপ।

বায়ুনলী মধ্যে শুষ্কতা, তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ একটু একটু কাসী।

■ ঘুংরিকাসী (ক্রুপ) :—প্রথম নিদ্রাতেই জাগিয়া উঠে; শিশু যন্ত্রণা পায়, অধীর, ছট্ ফট্ করে; শুষ্ক, হ্রস্ব কাসী, কিন্তু অধিক সাঁই সাঁই শব্দ অথবা করাতকরার ন্যায় শব্দ থাকে না; শ্বাস প্রক্ষেপ কালে কাসী ও শব্দযুক্ত শ্বাসক্রিয়া; প্রত্যেক প্রশ্বাস স্বরভঙ্গতা, খক্ খক্ করিয়া কাসী, প্রভৃতিতে পর্য্যবসিত হয়; শুষ্ক, শীতল বায়ু লাগান পরে।

১৬ শ্বাসক্রিয়া।—কষ্টকৃত, উদ্বেগযুক্ত, কিম্বা দ্রুত ও অগভীর; নিদ্রাকালে অথবা উঠিয়া বসিতে গেলে হ্রস্ব; গভীর, ধীর দীর্ঘনিশ্বাস।

শ্বাসবায়ু উত্তপ্ত; ফুস্ফুস মধ্যে উত্তাপ বোধ।

ফুস্ফুস ও মস্তিষ্কে প্রবল রক্তাধিক্যতা বশতঃ হাঁপানি, মুখমণ্ডলে রক্তবর্ণ, চক্ষু একদৃষ্টি; মানসিক আবেগের পরে; কথা কহিতে পারে কিন্তু এক সময়ে অতি অল্প; মুখ খুলিয়া উচ্চ শব্দযুক্ত, প্রবল, শ্বাসক্রিয়া।

তরুণ উদ্ভেদ বসিয়া গেলে হাঁপানি; বক্ষের চতুর্দ্দিকে যেন একটা চেওড়া ফিতা রহিয়াছে অনুভব; বক্ষের মাংসপেশী সকল অনম্য; কখন কখন বমন, অল্প মূত্র; হাঁপানির আক্রমণের পরে, গয়ার হরিদ্রাবর্ণ অথবা রক্তের দাগযুক্ত।

যন্ত্রণা, সোজা হইয়া উঠিয়া বসে, নিশ্বাস লইতে পারে না ; নাড়ী ঠিক সূত্রবৎ, বমনেচ্ছা ; উদ্বেগসহ ঘর্ম্ম ; ক্ষুদ্র পঞ্জরাস্থির নিম্নে স্ফীতি। দ্রুত সঞ্চালন কিম্বা আরোহণ কালে বক্ষে কষ্টবোধ। *হৃদরোগ।

২৭ কাসী।—যতবার শিশু কাসে ততবার হাত দিয়া গলা চাপিয়া ধরে। কাসী :—শুষ্ক ও বেদনাদায়ক ; হ্রস্ব, শুষ্ক, খক্ খক্ করিয়া কাসী, লেরিংক্সমধ্যে শুড়শুড়ি বশতঃ কাসী উত্তেজিত হয়।

আক্ষেপযুক্ত, কর্কশ কাশী, তৎসহ শ্বাসরোধের আশঙ্কা।

গয়ার উঠে না ; কিম্বা রক্তযুক্ত ; ঘন, শাদা শ্লেষ্মা।

ঠাণ্ডা লাগিলে কাসীর বৃদ্ধি ; শীতল জল খাইলে বৃদ্ধি ; তামাকের ধূম হইতে ; যে কোন এক পার্শ্বে শুইলে ; সন্ধ্যাকাল, রাত্রি, মধ্য-রাত্রির পরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

▌ চিত হইয়া শুইলে শুষ্ক কাসী আংশিক উপশমিত হয়।

২৮ ফুস্‌ফুস।—রক্ত নিষ্ঠীবন :—অল্প কাসিলেই, অথবা হক্ করিলেই রক্ত উঠে ; উদ্বেগের চেহারা ; অত্যন্ত মৃত্যুভয় ; হৃদকম্পন, দ্রুত নাড়ী ; বক্ষে সূচীবেধ ; মানসিক উত্তেজনা বশতঃ হয় ; শুষ্ক ; শীতল বাতাস লাগান হেতু হয় ; সুরা ব্যব-রের পর।

বক্ষের নিকট সূচীবেধ ; দক্ষিণ পার্শ্বে শুইতে পারে না ; কেবল চিত হইয়া শুইয়া থাকে ; শুষ্ক, খক্ খক্ করিয়া কাসী। *প্লুরিসি।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের নিকট কষ্টবোধ।

হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে উদ্বেগ বোধ, হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিকতর দ্রুত ও জোরে স্পন্দিত হয় ; মৃত্যুভয়।

হৃদকম্পন, তৎসহ বোধ হয় যেন বক্ষমধ্যে ফুটন্ত জল ঢালিয়া দিয়াছে।

উদ্বেগ, শ্বাসকষ্ট, বোধ হয় যেন মস্তকমধ্যে কি প্রবেশ করিয়াছে।

পূর্ণতাবোধ ; হৃৎপিণ্ডে সূচীবেধ ; স্কন্ধদেশ উচ্চ করিয়া চিত হইয়া শুইয়া থাকে, বক্ষে কসিয়া ধরা (সঙ্কোচন) বোধ।

ভ্রমি।

নাড়ী :—জ্বর ও প্রদাহে পূর্ণ, কঠিন, বলশালী; হাঁপানিতে ক্ষুদ্র, সবিরাম গতি, অনিয়মিত; হৃদস্পন্দন অপেক্ষাও দ্রুততর; পেরিটোনাইটিস রোগে দ্রুত, কঠিন ও ক্ষুদ্র; কখন প্রায় অননুভবনীয়, সূত্রবৎ, অতি ধীর।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—বেদনাদায়ক অচল গ্রীবা, গ্রীবা সঞ্চালনে কষ্ট বোধ; গ্রীবা বহিয়া নিম্নে দক্ষিণ স্কন্ধ পর্য্যন্ত বেদনা।

দুই স্কন্ধের মধ্যে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

▌ পৃষ্ঠদেশে বেদনা বশতঃ গভীর নিশ্বাস লইতে পারে না।

পৃষ্ঠদেশের অচলতা (কাঠিন্য)।

কোমরে বেদনা, বিশেষতঃ কটিদেশস্থ শেষ কশেরুকায়, যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

মেরুদণ্ডের প্রদাহযুক্ত পীড়ায় আক্ষেপ।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধসন্ধিতে ছিন্নকর বেদনা।

বাহু, হস্ত ও অঙ্গুলিসমূহের পিপীলিকা হণ্টন অনুভব।

▌ বাহুদ্বয় শক্তিহীন হইয়া ঝুলিতে থাকে, যেন আঘাতপ্রাপ্তি হেতু পক্ষাঘাত হইয়াছে।

▌ বাম বাহুর অসাড়তা; হাত প্রায় নাড়াইতে পারে না; অঙ্গুলিসমূহের শুড়শুড়ি।

বাহু, সম্মুখ বাহু, মণিবন্ধ ও অঙ্গুলি সমূহের চিড়িকমারা, ছিন্নকর বেদনা।

মণিবন্ধের পক্ষাঘাত।

লিখিবার সময়ে অঙ্গুলি মধ্যে কীটচারণ বোধ।

হস্তদ্বয়ের পশ্চাতে লালবর্ণ ফুস্কুড়ি।

হস্তদ্বয় বরফবৎ শীতল; শীতল, ঘর্ম্মযুক্ত হাতের তলা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বাম নিতম্ব সন্ধিতে সঞ্চালনকালে আকর্ষণ-ছিন্নকর।

পদ, জানু, গুল্ফ, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে চিড়িকমারা, ছিন্নকর।

বিশ্রামকালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি পরিশ্রান্ত বোধ হয়।

পায়ের ডিমে খিলধরা।

পদ ও চরণদ্বয় অসাড় বোধ হয়; শুড়্শুড়ি চরণে আরম্ভ হয় এবং উর্দ্ধে বিস্তৃত হইতে থাকে।

অনুভব হয় যেন শীতল জলের ফোটা সকল উরুদেশের সম্মুখ দিয়া বহিয়া পড়িতেছে।

বাতরক্তযুক্ত (gouty) অঙ্গাদিতে অসাড়তা।

চরণ ও গুল্‌ফদ্বয়ের শীতলতা; চরণদ্বয়ের তলা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ শীতল ও ঘর্ম্মযুক্ত।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—ঘৃষ্টবৎ, ভারী অনুভব।

হস্ত ও চরণদ্বয়ের অসাড়তা, বরফবৎ শীতলতা ও চৈতন্যশূন্যতা।

হস্তদ্বয় উত্তপ্ত ও চরণদ্বয় শীতল।

সন্ধিসমূহের বাতের প্রদাহ, সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে বৃদ্ধি; স্থান সকলের অতি তীব্র, উজ্জ্বল আরক্তিমতা, চকচকে স্ফীতি, অতি সামান্য মাত্র স্পর্শে চৈতন্যাধিক।

আক্রান্ত স্থানসমূহে খঞ্জতা ও অসাড় অনুভব; বেদনা অসহ্য।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বিশ্রাম: ৩৩। শয়ন করিলে: ২, ৪০; দক্ষিণ পার্শ্বে: ১৯, ২৮; যে হয় এক পার্শ্বে ২৭; চিৎ হইয়া: ২৭, ২৮, ২৯। উপবেশন: ৪, ৩৩, ৪৬। সোজা হইয় উঠিয়া বসে: ২৬। বসিতে পারে না: ২৩। উঠিলে: ২, ৮। অবশ্য দুমড়াইয়া পড়িতে হয়: ১৯, ২৩। সঞ্চালন: ৩, ৪, ৫, ৩১, ৩৩। ভ্রমণ: ৩৩। দ্রুত সঞ্চালন: ২৬। আরোহণ: ২৬।

৩৬ স্নায়ু।—স্নায়ুবিধানের অত্যন্ত উত্তেজনা।

শিশুদিগের আক্ষেপ, দন্তোদ্গম, উত্তাপ, চমকাইয়া উঠা, একএকটী মাংসপেশীর উৎক্ষেপ; শিশু নিজ মুষ্টি চর্ব্বণ করে, খুঁতখুঁত করে, কান্দে; কোষ্ঠবদ্ধ অথবা কাল্‌চেবর্ণ জলবৎ মল।

সকম্পন হৃৎকম্পন; মাংসপেশী সকল ছেঁচা আঘাতপ্রাপ্ত বোধ হয়।

অসাড়তা, শুড়শুড়ি; বাম পার্শ্ব খঞ্জ; অঙ্গাদির পক্ষাঘাত।

বাম পদ বা বাহুর উৎক্ষেপ; দন্ত সংঘর্ষণ; নিদ্রাবিভূত, অস্থির, কোঁথানি।

শরীরের আলস্য, স্বপ্নবৎ ও অস্থিরতা বোধ।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রালুতা; আক্ষেপিক হাইতোলা।

মধ্য রাত্রির পরে অনিদ্রা, তৎসহ উদ্বেগ, অস্থিরতা, ক্রমাগত ছট্‌ফট করা; চক্ষু মুদিত।

ভয়, ভয়প্রাপ্তি, অথবা উদ্বেগ বশতঃ অনিদ্রা, তৎসহ ভবিষ্যত সম্বন্ধে ভয়।

স্বপ্ন উদ্বেগপূর্ণ; সুস্পষ্ট।

৩৮ সময়।—সন্ধ্যাকাল: ৩, ৪, ২২, ২৭, ৩৪, ৪০। রাত্রি: ১, ২৫, ২৭, ৩৪, ৪০, ৪৩। মধ্যরাত্রির পরে: ২৭, ৩৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—সূর্য্য: ৩, ৫, ৪৬। উষ্ণ দিবস ও ঠাণ্ডা রাত্রি: ২০। উষ্ণগৃহ: ৩। খোলাবায়ু: ৭। শুষ্ক, ঠাণ্ডা বাতাস: ২, ৫, ৭, ২৫, ২৮, ৪৪। শীতল জল: ৫। ভিজিলে: ২০। অনাবৃত হইলে: ১, ৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—প্রারম্ভে অতি প্রবল শীত, সন্ধ্যাকালে শয়নের পর বেশী, তৎসহ প্রায়ই উষ্ণ গণ্ড ও সঙ্কুচিত অক্ষি-তারকা থাকে।

শীত শীত বোধ, যদ্যপি অনাবৃত অথবা স্পর্শ করা যায়।

শীতের সহিত:—আভ্যন্তরিক উত্তাপ, উদ্বেগ, লালবর্ণ গণ্ড; শরীর শীত শীত বোধ, উষ্ণ কপাল ও কর্ণ, আভ্যন্তরিক উত্তাপ।

চরণদ্বয় হইতে বক্ষে কম্প উঠে।

শুষ্ক উত্তাপ, তৎসহ তৃষ্ণা, হ্রস্ব শ্বাসক্রিয়া, দ্রুত, কঠিন, পূর্ণ নাড়ী।

আবৃত অথবা আক্রান্ত স্থানসকল প্রচুর ঘামে; অনাবৃত হইতে ইচ্ছা করে।

নিদ্রিতাবস্থায় প্রচুর, উষ্ণ ঘর্ম্ম (যক্ষ্মাকাস রোগীদিগেরও)।

ঘর্ম্ম রুদ্ধ হইয়া যাওয়ার কুফল।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৩১।

দক্ষিণ হইতে বাম পার্শ্বে যায়; কাণ কামড়ানি, মুখমণ্ডল কামড়ানি, দন্তশূল, বাহু অসাড়।

বাম হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে : পক্ষাঘাত।

৪৩ অনুভব।—জ্বালা, গুড়্গুড়ি ও অসাড়তা।

শীতলতা ও শৈরিক রক্তসঞ্চালন ধীরগতি।

বেদনার অতি চৈতন্যাধিক্যতা; বেদনা, বিশেষতঃ রাত্রিতে, অসহ্য বোধ হয়।

৪৪ তন্তু।—সিরস (স্নৈহিক) ঝিল্লির বর্দ্ধিত ক্রিয়া, তাহার কৈশিকা সকলকে রক্তবর্ণ করিয়া তুলে।

ধামনিক বিধান প্রবল; পরিবর্ত্তিত রক্ত কণিকার উপর একোনাইটের অতি অল্পই ক্রিয়া আছে; বিকারাবস্থায় ব্যবহৃত হয় না।

পূর্ব্বোক্ত মানসিক লক্ষণসহ রক্তাধিক্যতা।

গ্রন্থিসকল বেদনাযুক্ত, উষ্ণ, স্ফীত।

সকল শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির মধ্য দিয়া জ্বালা।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ১, ৫, ১৭, ২৫, ৩৪, ৪০। চাপ : ১১। ছেঁচা আঘাত : ২। পতন : ২।

৪৬ চর্ম্ম।—রক্তবর্ণ, চকচকে, উষ্ণ স্ফীতিসকল ; অতি প্রবল বেদনা।

গাত্রে কাল্‌চেবর্ণ উদ্ভেদ।

হামের ন্যায় উদ্ভেদ, সন্ধিসমূহে বেদনা ; শুষ্ক, খং খং করিয়া কাসী ; আলোক অসহ্য ; উষ্ণ, শুষ্ক ঘর্ম্ম।

লালবর্ণ উদ্ভেদ, তৎসহ প্রবল জ্বর।

মশকদংশনের ন্যায় দাগ।

বিসর্প ; মসৃণ চর্ম্ম ; প্রবল জ্বর।

সূর্য্যালোকে অরুণিমা (এরিথিমা) ; ফুস্কুড়িযুক্ত অরুণিমা (এরিথিমা)।

হরিদ্রাবর্ণ চর্ম্ম। *কামলা।

চর্ম্মের শুষ্কতা ও জ্বালা।

৪৭ অবস্থা।—অতি প্রবল জ্বরসহ, শিশুদিগের পীড়া।

কৃষ্ণবর্ণ কেশ ও চক্ষু।

যে সকল ব্যক্তি কেবল নিষ্কর্ম্ম বসিয়া থাকে।

বৃদ্ধাবস্থা ; অনিদ্রা।

বিশেষতঃ যে সকল ব্যক্তির মাংসপেশী বেশ শক্ত।

শুষ্ক চর্ম্মসহ যন্ত্রণায় ছট্‌ফটানি না থাকিলে উদ্ভেদবিশিষ্ট জ্বরে ইহা অপ্রযুজ্য।

৩৮ সম্বন্ধ।—একোনাইটের প্রতিবিষ :—এসেট-এসি, প্যারিস, মদ্য।

একোনাইট স্বয়ং প্রতিবিষ :—বেল, ক্যাম, কফি, নক্স-ভম, পিট্রোলি, সিপি, সালফ, ভিরাট্র।

একোনাইটের পরে ফলপ্রদ :—আর্ণি, বেল, ব্রাইও, সিপি ও সালফ; ফুস্‌ফুস আক্রান্ত হইয়া জ্বর রোগে উদরের দোষ থাকিলে: ইপিকা; পেট (শূল) বেদনায়: আর্সে; কাসীতে: ব্রাইও, স্পঞ্জি।

একোনাইট প্রায়ই আবশ্যক হইতে পারে আর্ণি, কফি, সালফ ও ভিরাট্রমের পরে।

একোনাইটের পরে রক্তামশয়রোগে মার্কুরিয়াস ফলপ্রদ।

একোনাইট জ্বর, অনিদ্রা, বেদনাসহ্যতায় কফিয়ার কার্য্যাবশেষপূরক; ঘৃষ্টাঘাতে আর্ণিকার; অতি উচ্চ ক্রম সালফারের।

একোনাইট হইতে রোগ সকল :—একুটি-ব্রাসি, ক্যাম, কফি, নক্স-ভম, পিট্রোলি, সিপি, সালফ।

একোনাইটের অপব্যবহার হইলে সালফার প্রয়োজন হয়।

এগনাস কাষ্টস।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—■ অন্যমনস্ক, কোন বিষয়ের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না।

বিষাদযুক্ত, আসন্ন মৃত্যুর ভয়।

নিরাশা, বিষণ্ণতা; খিট্‌খিটে স্বভাব।

উদ্বেগপূর্ণ, ভয় ও দুর্ব্বলতা।

২ চৈতন্য।—মস্তকমধ্যে স্তম্ভিতের ন্যায় বোধের পরে, চাপযুক্ত, দীর্ঘস্থায়ী মাথাধরা, তৎপরে বমন ও আক্ষেপিক কম্পন।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—রগ ও কপালে চাপসহ ছিন্নকর, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।
অধ্যয়ন বশতঃ রগের উপরে সঙ্কোচক মাথাধরা।

৪ বহির্মস্তক।—করোটীত্বকে দংশন-চুলকানি, সন্ধ্যাকালে ও নিদ্রাগম-কালে বৃদ্ধি।

৫ চক্ষু।—অক্ষিতারকা প্রসারিত; আলোকাসহ্যতা।
সন্ধ্যাকালে পড়িতে গেলে চক্ষু জ্বালা করে।
ভ্রূ ও অক্ষিপুটের মধ্যে ও উপরে এবং চক্ষুর নিম্নে ক্ষতকারী চুলকানি।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে ঘণ্টাশব্দবৎ অথবা গোঁ গোঁ শব্দ, শ্রবণশক্তি হ্রাস।

৭ নাসিকা।—ভুল আঘ্রাণ পায় যথা হেরিং মৎস্যের, মৃগনাভির।
নাসিকোপরি কামড়ানি বেদনা, চাপিলে উপশম।

৮ মুখমণ্ডল।—গণ্ডদ্বয়ের ক্ষতকারী চুলকানি।
বাম গণ্ডোপরি বিসর্প, নাসিকা হইতে সমস্ত মুখমণ্ডল ও মস্তকে বিস্তৃত হয়।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—মাড়ীর নিম্নে দক্ষিণ নিম্ন-চোয়ালের অস্থিমধ্যে বিদীর্ণ ছিন্নকর বেদনা।

১০ দন্ত।—উষ্ণ খাদ্য বা পানীয় দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে দন্ত বেদনাযুক্ত।
বাম কেনাইন দন্তে দপ্‌দপানি ছিন্নকর দন্তশূল, ঐ দন্তের নিকট ক্ষুদ্র স্ফোটক, স্পর্শে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত।
বেদনা থাকিয়া থাকিয়া আক্রমণ করে।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—ধাতব, তাম্রবৎ; তিক্ত।
জিহ্বা শাদা ক্লেদাবৃত।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা হ্রাস; তৃষ্ণাশূন্যতা।

১৫ আহার।—ভোজনের পর উদর স্ফীত।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—হিক্কা; সহজেই ক্রোধান্বিত হয়; খিট্‌খিটে।
দাঁড়াইয়া থাকিলে বিবমিষা।
যেন চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য খাইয়া। *ঋতু রুদ্ধ হইলে।

১৭ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—প্লীহাপ্রদেশে টাটানি।
প্লীহার স্ফীতি ও কাঠিন্য।

যকৃতপ্রদেশে কামড়ানি, স্পর্শে বৃদ্ধি।

১৯ উদর।—নিদ্রাকালে উদর মধ্যে গড় গড় করিয়া ডাকা।

উদর চাপে চৈতন্যাধিক।

বায়ু আবদ্ধ, নিঃসৃত হয় না।

প্রবল সঙ্কোচনযুক্ত পেট কামড়ানি, প্রাতঃকালে হঠাৎ আইসে, তৎসহ কোঁথানি। *ঋতু বন্ধ হইলে।

২০ মল, ইত্যাদি।—শিশুদিগের উদরাময়, প্রৌঢ়দিগের পুরাতন উদরাময়।

দাঁড়াইলে যেন উদরাময় আরম্ভ হইবে বোধ; যন্ত্রণা, অতি দুর্ব্বল।

অত্যন্ত বায়ু-সঞ্চয়; কাপড়ে মূত্র অনেকক্ষণ থাকিলে যেরূপ গন্ধ হয়, বায়ুনিঃসরণে সেইরূপ গন্ধ।

কঠিন মল; কোষ্ঠবদ্ধ; কোমল মল কষ্টে নিঃসৃত হয়।

মলত্যাগকালে বেগ দিতে গেলে, প্রষ্টাটিক রস বহির্গত হয়।

ভ্রমণকালে মলদ্বারের নিকট চর্ম্মনিম্নে টাটানি বোধ।

পেরিনিয়মের ক্ষতকারী চুলকানি।

মলদ্বারের গভীর ফাটা (fissures)।

ক্রিমি।

২১ মূত্র।—মূত্রাশয়ে বেদনা।

অধিকতর প্রস্রাব হয়।

প্রস্রাবত্যাগকালে কখন নিম্নোদরে কখন বৃক্ক মধ্যে বেদনা।

রক্তবর্ণ ঘোলা মূত্র, তৎসহ প্রস্রাবপথে জ্বালা ও চাপ।

প্রষ্টাটিক রস বহির্গমন। ২০, ২২ দেখ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—▌ সঙ্গমেচ্ছা হ্রাস, প্রায় বিলুপ্ত; অনিচ্ছায় শুক্র-নিঃসরণ (spermatorrhœa) সহ ধ্বজভঙ্গতা।

লিঙ্গোত্থান ক্ষীণ, সঙ্গমেচ্ছা নাই।

▌ পুরুষাঙ্গ এত শিথিল যে কামোদ্দীপক চিন্তাতেও লিঙ্গ কাঠিন্য হয় না।

▌ অণ্ডকোষের বীচি শীতল, স্ফীত, কঠিন; পুরুষাঙ্গ ক্ষুদ্র, শিথিল।

▌ ধ্বজভঙ্গতা, তৎসহ পুরাতন প্রমেহ, বিশেষতঃ যে সকল ব্যক্তির পুনঃ পুনঃ প্রমেহ হইয়াছে।

▌ প্রস্রাবপথ হইতে হরিদ্রাবর্ণ স্রাব।

জননযন্ত্র-সমূহের চুলকানি।

▌ পুরাতন প্রমেহ, তৎসহ রতীচ্ছার ও লিঙ্গোত্থানের অভাব।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু রুদ্ধ, তৎসহ উদরে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

▌ শ্বেতপ্রদরের স্বচ্ছ স্রাব অসাড়ে শিথিল স্থানসকল হইতে নিঃসৃত হয়।

শ্বেতপ্রদর প্রচুর নহে কিন্তু কাপড়ে হরিদ্রা দাগ লাগে।

কামোন্মত্ততাসহ গুল্মবায়ু রোগ (হিষ্টিরিয়া)।

২৪ গর্ভাবস্থা।—অমরা জরায়ু মধ্যে রক্ষিত।

▌ দুগ্ধ অল্প, অথবা মোটেই নাই।

বন্ধ্যতা।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে গেলে কষ্ট।

শ্বাসকষ্ট ; সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

২৭ কাসী।—কাসী :—সন্ধ্যাকালে শয্যায়, নিদ্রিত হইবার পূর্ব্বে ; রক্ত উঠাসহ, তৎপরে প্রচুর শ্লেষ্মা ; থাকিয়া থাকিয়া একএকবার, তৎসহ হৃদকম্পন ও নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব, প্রধানতঃ প্রাতঃকালে ; যখন শীতল বায়ু নিশ্বাসগ্রহণ করে।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—দক্ষিণ বগলে ও উপর বাহুতে কঠিন চাপবোধ, স্পর্শ ও সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

অঙ্গুলি সন্ধিসমূহের স্ফীতি, ছিন্নকর বেদনা, বাতের ফুলা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—দক্ষিণ চরণের ভারীবোধ, যেন ভার চাপান রহিয়াছে।

দক্ষিণ নিতম্বসন্ধিতে বেদনা, সঞ্চালনকালে বৃদ্ধি, বিশ্রামে কিয়ৎ পরিমাণে উপশম।

সন্ধ্যাগমে পদদ্বয় অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও স্ফীত।

শীতল জানু।

মচকানর পরে গুল্ফ স্ফীত।

চরণ ও অঙ্গুলি সমূহের ছিন্নকর, বিদীর্ণকর বেদনা, ভ্রমণে বৃদ্ধি।

৩৫ অবস্থিতি ইত্যাদি।—সঞ্চালন: ৩, ৩২, ২৩,। ভ্রমণ: ২০, ৩৩।
উপরে উঠিলে: ২৬। দাঁড়াইলে: ১৬, ২০।

৩৬ স্নায়ু।—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা:—যেন অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে; তৎসহ মনের বিষাদ ভাব; তৎসহ স্তনে দুগ্ধাভাব।

সর্ব্বাঙ্গ শরীরে ঘৃষ্ট (ছেঁচা আঘাতপ্রাপ্তি) বোধ।

৩৭ নিদ্রা।—অনিদ্রা।

পুনঃ পুনঃ জাগিয়া উঠে, যেন ভয়প্রাপ্ত হইয়াছে, চমকাইয়া উঠে।

উদ্বেগযুক্ত স্বপ্ন।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ১৯। সন্ধ্যাকাল: ৪, ৫, ২৬, ২৭, ৩৩, ৪০, ৪৬।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—চরণদ্বয় ভিজান হেতু কুফল।

উষ্ণদ্রব্য: ১০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত শীত বোধ, তৎসহ কম্পন, চর্ম্ম উষ্ণ।

সন্ধ্যাগমে ঈষৎ শীত বোধ, তৎপরে উত্তাপ, তৎসহ মাথাধরা।

তৃষ্ণা নাই, অল্প প্রলাপ, যন্ত্রণা, প্রচুর ঘর্ম্ম।

পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উত্তাপ।

সর্ব্বাঙ্গে শীত, কিন্তু কেবল হস্তদ্বয় স্পর্শে শীতল অনুভূত হয়।

খোলাবায়ুতে ভ্রমণকালে হস্তদ্বয়ে ঘর্ম্ম।

সহজেই ঘর্ম্ম হয়।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৪, ৯, ৩২, ২৩। বাম: ৪, ৩১, ৩৩।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত।—ছেঁচা আঘাত ও ক্ষতে ব্যবহৃত হইতে পারে।

সন্ধি সমূহের মচকান; ভারীদ্রব্য উত্তোলন হেতু বেগ প্রাপ্ত।

স্পর্শ: ১০, ১৬, ৩২। চাপ: ৭।

৪৬ চর্ম্ম।—শরীরের বিভিন্ন স্থানে চর্ব্বণ বোধ ও চুলকানি, চুলকাইলে ক্ষণিক উপশম।

৪৭ অবস্থা।—লিম্ফাটিক ধাতু।

"পুরাণ পাপী," তৎসহ ধ্বজভঙ্গতা ও পুরাতন প্রমেহ।

৪৮ সম্বন্ধ।—আগনাস-কাষ্টসের পরে উপকারী:—আর্সে, ব্রাইও, ইগ্নে, লাইকো, পলসা, সেলেনি (ধ্বজভঙ্গতা), সলফা।

আগনস-কাষ্টাসের প্রতিবিষ :—ক্যাম্ফা, নেট্র-মিউরে; অতি তীব্র লবণ-জল।

এগারিকাস মাস্কেরিয়াস।

পরীক্ষক :—ভ্রেটার ও ষ্টাপ।

১ মন।—ঠিক কথাটি খুঁজিয়া পায় না, ভুলকথা বলিয়া ফেলে; পরিশ্রমের পরে বৃদ্ধি; নিদ্রাশূন্য রাত্রি।

মস্তকমধ্যে গোলমাল, ভার বোধ, যেমন সুরাপানের পর।

প্রলাপ, শয্যা হইতে উঠিয়া যাইতে চেষ্টা করে।

প্রলাপসহ অতি শ্রমসূচক হস্তপদাদি সঞ্চালন।

অত্যন্ত বকুনি, মৌখিক ও গ্রীবাদেশীয় মাংসপেশীর আক্ষেপিক সঞ্চালন, প্রধানতঃ দক্ষিণ পার্শ্ব, মস্তক স্কন্ধোপরি আনীত হয়; হৃষ্টচিত্ত, এলোমেলো বকা।

গীত গায়, কথা কহে, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দেয় না।

প্রশ্নের উত্তর দিতে অনিচ্ছা।

কোন প্রকার পরিশ্রম, বিশেষতঃ মানসিক পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছা।

দীর্ঘকাল অধ্যবসায়সহ মনঃসংযোগ অথবা উত্তেজক তর্কবিতর্কে মাথাঘোরা উপস্থিত হয়।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—খোলাবায়ুতে ভ্রমণকালে, মদ্যপায়ীর ন্যায় টলিতে থাকে; দীর্ঘস্থায়ী, তৎসহ শীতল বায়ুতে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা; ক্ষণিক, সূর্য্যের প্রখর আলোক হইতে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—অল্প অল্প মাথাধরা, বিশেষতঃ কপালে; এদিক ওদিক মস্তক সঞ্চালন করা এবং নিদ্রা যাওয়ার ন্যায় চক্ষু মুদিত করা আবশ্যক।

প্রাতঃকালে অল্প অল্প আকৃষ্টবৎ (টানিয়া ধরার ন্যায়) মাথাধরা, নাসিকামূলের মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তৎসহ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব কিম্বা ঘন শ্লেষ্মাস্রাব।

মস্তিষ্কের বামার্দ্ধভাগে ছিন্নকর ও চাপ বোধ।

দক্ষিণ পার্শ্বে চাপবোধ, যেন প্রেকবিদ্ধ হইতেছে; স্থিরভাবে বসিয়া থাকিলে বৃদ্ধি, ধীরে ধীরে সঞ্চালনে উপশম।

বেদনা বোধ হয় যেন তীক্ষ্ণ বরফ মস্তক স্পর্শ করিতেছে অথবা শীতল সূচী উহা বিদ্ধ করিতেছে।

▌ যাহাদের তাণ্ডবরোগ (chorea) আছে, অথবা যাহারা জ্বরে কিম্বা বেদনায় প্রলাপযুক্ত হইয়া উঠে তাহাদের মাথাধরা; উৎক্ষেপ কিম্বা মুখবিকৃতি।

• বহির্মস্তক।—ফ্রণ্টাল অস্থির দক্ষিণ পার্শ্বে, যদিও স্পর্শে উষ্ণ, তথাপি শীতলতা অনুভব।

মস্তক ও গ্রীবাদেশীয় মাংসপেশীর উৎক্ষেপ, দক্ষিণ পার্শ্বে বেশী।

মস্তক ও গ্রীবাদেশীয় মাংসপেশীর উৎক্ষেপ, এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে চলিয়া বেড়ায়।

• চক্ষু।—অপরিষ্কার দৃষ্টি।

অস্পষ্ট দৃষ্টি; বস্তু সকল অস্পষ্ট দেখায়, যেন ঘোলা জলের মধ্য দিয়া দেখিতেছে; মাথাঘোরাসহ তরঙ্গায়িত আলোক রেখা।

• কষ্টে পড়িতে হয়, অক্ষর সকল যেন সরিয়া যাইতেছে বোধ। *দ্বিত্ব-দৃষ্টি (diplopia)।

লিখিবার সময়ে চক্ষুর সম্মুখে আলোক রেখার কম্পন।

বাম চক্ষুর সম্মুখে কাল দাগ।

অক্ষিতারকা প্রসারিত।

অক্ষিপুট হরিদ্রাবর্ণ আঠাবৎ শ্লেষ্মায় জোড়া লাগিয়া থাকে।

চক্ষুর কোণে জ্বালা; আভ্যন্তরিক কোণে চুলকায়, জ্বালাকরে এবং রক্তবর্ণ; স্পর্শে বৃদ্ধি।

অক্ষিপুটে পুনঃ পুনঃ সামান্য উৎক্ষেপ।

অক্ষিগোলকে উৎক্ষেপ; পড়িবার সময়ে বাম অক্ষিগোলকে পুনঃ পুনঃ উৎক্ষেপ ও চাপ বোধ।

বাম অক্ষিগোলক কামড়ানিসহ আক্ষেপ। *নিকটদৃষ্টি (myopia)।

৬ কর্ণ।—কর্ণের রক্তিমাবর্ণ, জ্বালা, চুলকানি।

৭ নাসিকা।—আঘ্রাণশক্তির চৈতন্যাধিক্যতা।

পুনঃ পুনঃ হাঁছি।

প্রাতঃকালে নাসিকা দিয়া সজোরে শ্বাস ফেলিতে গেলে রক্তস্রাব।

নাসিকা হইতে প্রচুর দুর্গন্ধি স্রাব।

সর্দ্দি না হইয়া পুনঃ পুনঃ ফোটা ফোটা পরিষ্কার জল পড়ে।

৮ মুখমণ্ডল।—স্ফীত ভাব, রক্তশূন্য, চক্ষুর নিম্নে নীলবর্ণ, নাসিকা ও ঠোঁট নীলবর্ণ।

মৌখিক মাংসপেশীর উৎক্ষেপ।

রক্তিমাবর্ণ।

মুখমণ্ডলে ও চোয়াল অস্থিতে ছিন্নকর বেদনা।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ঠোঁট ও নিম্ন চোয়ালের মাংসপেশীর কম্পন; নিম্ন চোয়ালের আক্ষেপিক কম্পন।

চিবুকে সূচীবিদ্ধের ন্যায় খোঁচাবেঁধা।

১০ দন্ত।—নিম্ন কসের দন্তে ছিন্নকর বেদনা, শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি।

মাড়ীর স্ফীতি ও রক্ত পড়া।

দক্ষিণ পার্শ্বের নিম্ন চোয়ালের দন্ত সমূহ হইতে চিড়িকমারিয়া মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে গমন করে।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বার বাম পার্শ্ব অসাড়।

জিহ্বা : শুষ্ক;—প্রাতঃকালে শাদা ক্লেদাবৃত; টাটানি; জ্বালাযুক্ত অগ্রভাগ,—যেন মরিচ হইতে।

জিহ্বা বহিষ্করণে কম্পন; অস্পষ্ট বাক্যকথন। *তাণ্ডব (কোরিয়া)।

১৩ গলমধ্য।—ফসেস ও লেরিংক্সের শুষ্কতা অনুভব।

অতি প্রচুর ক্ষুধাসহ, গলাধঃকরণে অতি কষ্ট।

প্রায় না কাসিয়াই নিটন পিণ্ডবৎ পদার্থ তুলে।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অধিক ক্ষুধা, অতি প্রত্যুষে ক্ষুধা থাকে না।

জ্বালাকর তৃষ্ণা। *টাইফাস।

১৫ পানাহার।—আহারান্তে একঘণ্টা ভাল, কিন্তু অত্যন্ত নিদ্রালুতা থাকে।

মাংসাহারের পরে বুকজ্বালা।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার :—পচা ডিম্বের অথবা আতার আস্বাদ; খালি (শূন্য)।

বিবমিষা, বমন।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়শূল আহারের পরে তিনঘণ্টাকাল স্থায়ী হয়; জ্বালা, উহা অল্প অল্প চাপবৎ বেদনায় পরিবর্ত্তিত হয়, যেন একটা বাহ্যিক পদার্থ রহিয়াছে, তৎসহ বিবমিষা।

পাকস্থলী মধ্যে ভারী বোধ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত বর্দ্ধিত, রক্তাধিক্যযুক্ত।

যকৃতপ্রদেশে সূচীবিদ্ধের ন্যায় তীব্র সূচীবেধবৎ বেদনা।

বাম পার্শ্বের ক্ষুদ্র পঞ্জরাস্থির নিম্নে সূচীবেধ।

প্লীহার গভীর স্থানে স্পন্দন।

১৯ মল, ইত্যাদি।—ঘাসের ন্যায় সবুজ, পিত্তযুক্ত; পাতলা, হরিদ্রাবর্ণ, মলযুক্ত, পিচ্ছিল; রক্তযুক্ত, রক্তামাশয়যুক্ত।

উদরাময় প্রধানতঃ প্রাতঃকালে উত্থান ও আহারের পরে, তৎসহ অত্যন্ত পেটডাকা; খিলধরার ন্যায় পেটবেদনা ও বায়ু নিঃসরণ হয়।

অধিক গন্ধহীন বায়ুনিঃসরণ হয়।

২১ মূত্র।—মূত্র :—প্রচুর, বর্ণহীন।

প্রস্রাবপথ হইতে গাঢ় আঠাবৎ চট্‌চটে শ্লেষ্মা নির্গমন।

মূত্রাশয়-মুখের দুর্ব্বলতা, তৎসহ অসাড়ে মূত্র ঝরিতে থাকে।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—সঙ্গমেচ্ছা অতি প্রবল, পুরুষাঙ্গ শিথিল।

জননযন্ত্র-সমূহের কামোদ্দীপক চুলকানি।

সঙ্গমের পরে :—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; প্রচুর রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম; চর্ম্মের জ্বালা, চুলকানি; পঞ্জরাস্থির নিম্নে ফাট্ ফাট্ ও চাপবোধ।

অনিচ্ছায় শুক্রক্ষরণ, তৎসহ উরুদ্বয়ে বেদনা ও দুর্ব্বলতা।

অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবীদিগের রোগসকল।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু স্থগিত হওয়ার পরে জরায়ুস্খলন।

▌ কোঁথপাড়া বেদনা প্রায় অসহ্য।

স্থানসকলের চুলকানি ও উত্তেজনা, পৃষ্ঠদেশ ও উদরে চাপযুক্ত বেদনা।

২৪ গর্ভাবস্থা।—চুচুক চুলকায়, জ্বালাকরে, রক্তবর্ণ দেখায়।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—লেরিংক্সের কষ্ট ও সঙ্কোচন বোধ; তিনি (পুং) শ্বাস-রোধের ভয় করেন।

পুনঃ পুনঃ গভীর নিশ্বাস গ্রহণ।

শ্বাসকষ্ট, বোধ হয় যেন বক্ষ অতি পরিপূর্ণ রহিয়াছে; তাঁহার আরও গভীরতর নিশ্বাস লইতে হয়।

২৭ কাসী।—প্রবল কাসী, পুনঃ পুনঃ হাঁছিলে উপশমিত হয়।

আক্ষেপযুক্ত কাসী, তৎসহ কষ্টকর ঘর্ম্ম।

▌ হঠাৎ আক্ষেপযুক্ত কাসী দুই প্রহরের পূর্ব্বে বৃদ্ধি।

রাত্রিতে অতি প্রবল আক্ষেপিক কাসী।

ক্ষুদ্র স্বচ্ছ পিণ্ডবৎ গয়ার উঠে, প্রায়ই বিনা কাসীতে উঠে, তাহাতে ফুস্‌ফুস উপশমিত হয়।

২৮ ফুস্‌ফুস।—বক্ষে কষ্ট বোধ।

দক্ষিণ ফুস্‌ফুস মধ্য দিয়া উৎক্ষেপযুক্ত সূচীবেধ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ড প্রদেশে জ্বালাযুক্ত, চিড়িকমারা বেদনা, ঐ বেদনা বাম স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ঐ বেদনা গভীর নিশ্বাস গ্রহণে উৎপন্ন হয় এবং কাসীতে, হাঁছিতে, হিক্কা তুলিতে অত্যন্ত বৃদ্ধি।

অবনত হইতে গেলে হৃৎপিণ্ডে কষ্টবোধ।

প্রবল হৃৎকম্পন, সজোরে আঘাত করে, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি, তৎসহ মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা; উপবেশনে কতকগুলি এলোমেলো বলশালী স্পন্দন; উদ্বেগযুক্ত কষ্ট।

নাড়ী:—ক্ষীণ, প্রায় অনুভূত হয় না; ক্রমশঃ ধীরতর হয়; ক্ষুদ্র, অনিয়মিত।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবাদেশীয় মাংসপেশীর উৎক্ষেপ।

গ্রীবার পশ্চাৎদেশে অনম্যতা।

স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যে বিশেষ একপ্রকার দুর্ব্বলতা ও অনম্যতা অনুভব; ঐ অনুভব গ্রীবা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

পৃষ্ঠদেশে বেদনা, যেরূপ অনেকক্ষণ অবনত হইয়া থাকার পর হয়।

মাংসপেশীসকল ছেঁচা আঘাতের ন্যায় অনুভব হয়; সম্মুখে বক্র হইতে গেলে ছোট বোধ হয়।

পৃষ্ঠদণ্ডের অতি গভীর স্থানে অতি প্রবল চিড়িকমারা, জ্বালাজনক বেদনা।

মেরুদণ্ড ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে কামড়ানি।

▌ কটিদেশ ও সেক্রমে বেদনা; পৃষ্ঠদেশে একপ্রকার আক্ষেপিক বেদনা; উহা বরাবর গ্রীবার পশ্চাৎদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

বোধ হয় যেন মেরুদণ্ড বহিয়া পিপীলিকা হাঁটিতেছে।

মেরুদণ্ড স্পর্শে চৈতন্যাধিক; প্রাতঃকালে বৃদ্ধি।

প্রত্যেক সঞ্চালনে এবং প্রত্যেক বার দেহ ফিরিবার ঘুরিবার সময়ে মেরুদণ্ডে বেদনা লাগে।

৩২ **উর্দ্ধাঙ্গ।**—হৃৎকম্পন আরম্ভ হওয়ার পরে বাম হস্ত ও বাহুতে খঞ্জকারী বেদনা।

▌ উভয় হস্তেই জ্বালা, চুলকানি, যেন ঠাণ্ডায় জমিয়া গিয়াছে; স্থানসকল উষ্ণ, স্ফীত, লালবর্ণ।

▌ হস্তদ্বয়ের কম্পন।

লিখিবার সময় দক্ষিণ হস্ত কাঁপে; অধিক লেখা হেতু বাহু পক্ষাঘাতবিশিষ্ট অনুভূত হয়।

▌ বাতরক্ত (gout) বশতঃ অঙ্গুলিসমূহের অচলতা (stiffness)।

৩৩ **নিম্নাঙ্গ।**—নিতম্বের মাংসপেশীর উৎক্ষেপ।

পদদ্বয়ের ভারী বোধ; আলস্য।

পদদ্বয়ে বেদনা, বিশেষতঃ দক্ষিণ নিতম্ব প্রদেশে, যেন পরিশ্রান্তির ন্যায়।

অঙ্গপ্রত্যাঙ্গদিতে অতি প্রবল বেদনা, বিশেষতঃ নিতম্ব মাংসপেশীর নিম্নে বাম নিতম্বে।

পদদ্বয়ে বেদনা, উঠিতে বসিতে গেলে বেশ সুস্পষ্ট অনুভূত হয়; ভ্রমণ কিম্বা সঞ্চালন কালে ভাল।

পায়ের অঙ্গুলি সকল চুলকায় ও জ্বালা করে; লাল ও স্ফীত।

রাত্রিতে পদতলে খিলধরা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—মাংসপেশী পুনঃ পুনঃ লাফিয়া উঠা।

বোধ হয় যেন তাঁহার (স্ত্রীৎ) অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি তাঁহারই নহে।

নাসিকা হইতে পুনঃ পুনঃ ও প্রবল রক্তস্রাবের পর অঙ্গঃপ্রত্যঙ্গাদির সন্ধি সমূহের টাটানি ও ছেঁচা আঘাতের ন্যায় বোধ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি শীতল, লালবর্ণ।

৩৫ অবস্থিতি ইত্যাদি।—বিশ্রামে: লক্ষণ সকল সাধারণতঃ মন্দ।

সঞ্চালন: ৩, ২৮, ৩১ ৪৪। ভ্রমণ: ২, ২৮, ৩১, ৪২। পরিশ্রম: ১, ৪০। উপবেশন: ৩, ২৮, ২৯। বক্র হইলে: ২৯, ৩১।

৩৬ স্নায়ু।—সঙ্গমের (রতিক্রিয়ার) পর দুর্ব্বলতা।

সমস্ত শরীরের কম্পন।

নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত, তৎসহ বাহুদ্বয়ের অল্প আক্ষেপ।

আক্ষেপিক সঞ্চালন,—সামান্য অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার ও একটী মাংসপেশীর উৎক্ষেপ হইতে সমস্ত শরীরের নৃত্য পর্য্যন্ত।

অক্ষিপুট ও অক্ষিগোলকের উৎক্ষেপ; হস্তপদাদির কম্পন, দুর্ব্বলতা; মেরুদণ্ডের টাটানি।

▌জাগরিত অবস্থায় অনৈচ্ছিক সঞ্চালন; নিদ্রিত হইলে স্থগিত হয়।

দন্তোদ্গম কালে জ্বরের পরে কোমা; চক্ষু অর্দ্ধ মুদিত, চক্ষুর শাদা অংশ বাহির হইয়া থাকে; শ্বাসক্রিয়া দ্রুত নহে, কিন্তু পুনঃ গভীর নিশ্বাস গ্রহণ, তৎপরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ও হস্তপদাদির অল্প অল্প আক্ষেপিক উৎক্ষেপ।

হস্তপদে খিলধরা; দেহ আক্ষিপ্ত, যেন মেরুদণ্ডে গ্যালভানিক ব্যাটারি (তাড়িত বেগ) প্রয়োগ করা হইয়াছে।

৩৭ নিদ্রা।—পুনঃ পুনঃ হাইতোলা; আক্ষেপের, কিম্বা মাথাধরার অক্রমণের (বৃদ্ধির) পূর্ব্বে।

অস্বাভাবিক নিদ্রালুতা।

অস্থির, অসচ্ছন্দ নিদ্রা; চর্ম্মের অতি প্রবল চুলকানি ও জ্বালাবশতঃ।

নিদ্রিত হইলে :—চমকাইয়া উঠে, উৎক্ষেপ হয় ; হঠাৎ সম্পূর্ণ জাগরণ।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ৩, ১১, ১৪, ২০, ৩১, ৪৪। পূর্ব্বাহ্ণ : ২৭, ৪৪।
সন্ধ্যাকাল : ২৯। রাত্রি : ২৭, ৩৩, ৪০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—শীতল বায়ুতে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক।
নীহার স্ফোটক (চিলব্লেন)।
শীতল : ১০। খোলা বায়ু : ২, ৩১, ৪০। উষ্ণ শয্যায় : ৪৪।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—খোলা বায়ুতে অত্যন্ত শীতানুভব, শীত সর্ব্বাঙ্গ শরীর মধ্যে যেন প্রবেশ করে।
সামান্য সঞ্চালনেই শীত বোধ, কিম্বা শয্যাবস্ত্র উত্তোলন করিলে, সর্ব্ব-শরীরে কম্প, কম্প ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে আগমন করে।
ঘর্ম্ম :—সমস্ত রাত্রি নিদ্রাবস্থায় চর্ব্বিযুক্ত (তৈলাক্ত) ঘর্ম্ম, কিন্তু দুর্গন্ধ নহে; অল্প পরিশ্রমে ; প্রায়ই শরীরের সম্মুখ দিকে ; রাত্রিতে, বিশেষতঃ পদদ্বয়ে ; মুখমণ্ডল, গ্রীবা ও বক্ষে শীতল ঘর্ম্ম।

৪২ পার্শ্ব।—লক্ষণসকল কোণাকুণিভাবে প্রকাশিত হয় (যথা দক্ষিণ বাহু ও বাম পায়ে, ইত্যাদি)।
দক্ষিণ : ৩, ৪, ১০, ২৮, ৩৩। বাম : ৩, ৫, ১১, ১৮, ২৯, ৩২, ৩৩, ৪৪।

৪৩ অনুভব।—শরীরের স্থানে স্থানে জ্বালাকর চুলকানি ও আরক্তিমতা :—কর্ণ, নাসিকা, মুখমণ্ডল, ঊর্দ্ধ ও নিম্নাঙ্গ, ঠিক নীহার স্ফোটকের (চিলব্লেন) ন্যায়।
খোঁচাবেধা, যেন আলপিন বিদ্ধের ন্যায়, জ্বালা।
শরীরের নানা স্থানে অনুভব হয় যেন বরফ স্পৃষ্ট হইতেছে অথবা বরফ-বৎ শীতল সূচী চর্ম্মে বিদ্ধ করা হইতেছে।
পিপীলিকা হণ্টন, কীটচারণ অনুভব।
মাংসপেশীতে খিলধরার ন্যায় বেদনা, বেদনা ভ্রমণশীল।

৪৪ তন্তু।—রক্তকে তরলীকৃত (পাতলা) করে।
শিরা সকল স্ফীত, তৎসহ শীতল ঘর্ম্ম।
স্পর্শে মাংসপেশী ছেঁচা আঘাত প্রাপ্তিবৎ অনুভব হয়, ভ্রমণে উপশম।
সঞ্চালনের পর ঘুষ্টাঘাত প্রাপ্তির ন্যায় দীর্ঘাস্থিসমূহে বেদনা।

প্রাতঃকাল ও পূর্ব্বাহ্নে অস্থিসমূহে বেদনা (বেদনা উপদংশের বেদনার ন্যায়, শয্যার উষ্ণতায় বৃদ্ধি না হইয়া বরঞ্চ ভাল)।

সন্ধি সকল যেন সন্ধিচ্যুত হইয়াছে অনুভব।

মেদ বৃদ্ধি (অতিরিক্ত মোটা হওয়া)।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—শরীর স্পর্শ কিম্বা চাপে চৈতন্যাধিক; চক্ষুর কোণে জ্বালা; দুই কশেরুকার মধ্যবর্ত্তী স্থানে মেরুদণ্ডে বেদনা; মাংসপেশী সকল মুষ্টাঘাত বোধ অনুভব; বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে খোঁচা বেধা।

স্পর্শে বৃদ্ধি : ৪, ৩১। চুলকাইলে পরে : ৪।

সামান্য আঘাতে কালশিরার দাগ পড়ে।

৪৬ চর্ম্ম।—জ্বালাকর চুলকানি, লালবর্ণ ও স্ফীতি, যেন নীহারস্ফোটকবৎ।

উদ্ভেদসকল ঘন সন্নিবিষ্ট ও শাদা, তৎসহ অসহ্য জ্বালা, চুলকানি।

শরীরের বিভিন্ন স্থানে চুলকানিসহ সূচীবেধ।

৪৭ অবস্থা।—স্বল্পকেশ, চর্ম্ম ও মাংসপেশী সকল শ্লথ।

ধীর রক্তসঞ্চালন সহ বৃদ্ধ ব্যক্তি।

শৈরিক রক্তসঞ্চালনের উত্তেজনা।

৪৮ সম্বন্ধ।—সদৃশ :—সিমিসি, বেলেড, ক্যালকে-কার্ব্ব, ক্যানাবি-ইণ্ড, সাইকু, কফি, হায়ো, ইগনে, ল্যাকে, নক্সভমি, ওপি, পলসা, সিপি,ষ্টিক্টা, ষ্ট্রামো, টারাণ্টু, ভিরাট্র-এল্ব, জিঙ্ক।

এগারিকাসের পরে ফলপ্রদ :—বেলেড, ক্যালকে-কার্ব্ব, মার্কু, ওপি, পলসা, রসটক্স ও সাইলি।

ডল্কা, ফস্ফ-এসি, পলসা ও কুপ্রম নিষ্ফল হইলে পর এগারিকাস হইতে সুফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। *পুরাতন উদরাময়।

যেখানে বেলেড, ষ্ট্রামো ও হায়ো নিষ্ফল হইয়াছে, সেখানে এগারিকাস আরোগ্য করিয়াছে।

এনাকার্ডিয়াম ওরিয়েণ্টেল।

পরীক্ষক :—ষ্টাপ।

১ মন।—▌অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও স্মরণ শক্তির বিলোপ।

▌অতি কষ্টে স্মরণ হয়।

অনুমান হয় বিদেশস্থিতা মাতা বা ভগ্নির স্বর তিনি শুনিতেছেন।

বোধহয় যেন তাঁহার দুইটী ইচ্ছা শক্তি আছে, একটীতে যাহা করিতে বলে অপরটি তাহা বারণ করে।

অত্যন্ত আহ্লাদ; যখন গম্ভীর হওয়া উচিত তখন হাস্য করেন।

অসামাজিক।

কার্য্যে অনিচ্ছা।

বিষণ্নতা; প্রত্যেক বিষয়ে মন্দ ভাব দৃষ্টি করেন।

▌বিষাদ বায়ু (Hypochondriasis)। *অর্শ ও কোষ্ঠবদ্ধ।

তিনি বোধ করেন যে তিনি সমস্ত পৃথিবী হইতে পৃথক এবং তাঁহার নিজের উপর এত অল্প বিশ্বাস যে তিনি ভাবেন যে তাঁহাকে যাহা করিতে দেওয়া হইয়াছে তাহা তিনি করিতে পারিবেন না।

উদ্বেগ ও আসন্ন দুর্ঘটনা বোধ।

সুখকর বা অসুখকর ঘটনায় অত্যন্ত তাচ্ছল্য ও অসাড়।

অত্যন্ত খিটখিটে; রাগী।

▌শাপ দিতে ও শপথ করিতে অদম্য ইচ্ছা।

মানসিক শ্রমে কপাল, রগ ও অক্ষিপটে ছিন্নকর, চাপযুক্ত মাথাধরা আনয়ন করে।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—ভ্রমণকালে; অবনত কালে; যেন চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থ অথবা স্বয়ং টলিতেছে; অবনতাবস্থা হইতে উঠিতে গেলে বোধহয় যেন বামদিকে টলিয়া পড়ে।

▌সমস্ত ইন্দ্রিয়গণেরই দৌর্ব্বল্য।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—চাপ :—প্রাতঃকালে জাগিবার সময়ে কপালে, এবং সন্ধ্যাকালে; অক্ষিপটের দক্ষিণ পার্শ্বে।

দক্ষিণ অথবা বাম রগে প্রবল চাপ বোধ।

কপালে সঙ্কোচনকারী মাথাধরা, তৎসহ অত্যন্ত খিট্‌খিটে প্রকৃতি, বেদনা প্রতি ঘণ্টায় বর্দ্ধিত হয়; সজোরে চাপ দিলে ক্ষণিক উপশমিত হয়; পরিশেষে মস্তক আক্রান্ত হয়।

মাথাধরা মানসিক শ্রমে বৃদ্ধি হয়, তৎসহ মস্তক মধ্যে উত্তাপানুভব; আহারের সময়ে উপশম, আহারের পরে বৃদ্ধি।

অক্ষিপটে ছিন্নকর বেদনা।

সূচীবেধ :—দক্ষিণ চক্ষুর উর্দ্ধে; মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে।

দপদপানি মাথাধরা।

মস্তক মধ্যে উত্তাপ।

মাথাধরা—সঞ্চালন কালে ও কাজ করিবার সময়ে বৃদ্ধি।

▌ পাকাশয়িক ও স্নায়বিক মাথাধরা।

৪ বহির্মস্তক।—করোটিত্বকের অত্যন্ত প্রবল চুলকানি; কপালেরও চুলকানি।

করোটিত্বকে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক, তৎসহ স্পর্শ করিলে বা চুলকাইলে টাটানি বেদনা।

৫ চক্ষু।—আলোকে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা।

আলোকের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকার দর্শন।

নিকটদৃষ্টি।

▌ দৃষ্টি অস্পষ্ট।

অক্ষিগোলকের উপর সম্মুখ হইতে ভিতরের দিকে চাপবোধ।

৬ কর্ণ।—কর্ণে গুন্ গুন্ শব্দ; কর্ণের নিকট গোঁ-গোঁ শব্দ।

শ্রবণশক্তি একসময়ে অত্যন্ত দুর্ব্বল, অপর সময়ে অত্যন্ত তীব্র।

বাম কর্ণে ছিন্নকর অথবা সূচীবেধ বেদনা; গলাধঃকরণে বৃদ্ধি।

৭ নাসিকা।—প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে মিথ্যা আঘ্রাণ প্রাপ্তি।

সদত নাসিকার নিকট পায়রা অথবা কুক্কুটশাবকের মলের আঘ্রাণ বোধ, বিশেষতঃ যখন নিজ দেহ অথবা বস্ত্রাদি আঘ্রাণ করেন।

আঘ্রাণশক্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত বোধ হয়, যদিও নাসিকা রুদ্ধ নহে।

হাঁচি, তৎপরে সরস সর্দ্দি ও চক্ষুদিয়া অশ্রুস্রাব।

৮ মুখমণ্ডল।—রক্তশূন্য, ঔজ্জ্বল্যবিহীন; চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ মণ্ডলাকার দাগ।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—মুখের চতুর্দ্দিকে কর্কশ, ছালউঠা-যুক্ত চর্ম্ম, তৎসহ কীটচারণ-চুলকানি বোধ।

১০ দন্ত।—কোন উষ্ণ দ্রব্য মুখে করিলে দন্তশূল।

একটী নিম্ন ইন্‌সাইসার দন্তে দন্তশূল, জিহ্বা ও০ খোলাবায়ুর সহিত সংস্পর্শ হইলে বৃদ্ধি; দন্তে ছিন্নকর বোধ।

নিম্ন চোয়ালের দন্তসকলই বেশী আক্রান্ত বোধ হয়।

মাড়ী স্ফীত; সামান্য ঘর্ষণেই মাড়ী হইতে রক্ত পড়ে।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—ধূমপানের পরে মুখে তিক্তাস্বাদ।

মুখমধ্যে ও খাদ্যের বিস্বাদ, খারাপ আস্বাদ।

জিহ্বা ভারী ও যেন স্ফীত বোধ; কথা কহিতে বাধা জন্মে।

১২ মুখমধ্য।—মুখগহ্বর হইতে পচা দুর্গন্ধ, কিন্তু তিনি তাহা অনুভব করিতে পারেন না।

মুখমধ্যে বেদনাদায়ক সজল ফুস্কুড়ি।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে কর্কশ বোধ।

আহারের পর কাসীতে গেলে গলমধ্যে ক্ষতবৎ বোধ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—সদত তৃষ্ণা; তথাপি পান করিতে গেলে শ্বাসরুদ্ধ বোধ হয়, পুনঃ পুনঃ থামিয়া পান করিতে হয়।

জ্বরের উত্তাপের সময়ে তৃষ্ণা।

একসময়ে প্রবল ক্ষুধা, অন্য সময়ে ক্ষুধা নাই।

১৫ পানাহার।—মধ্যাহ্নাহারের সময়ে লক্ষণসকল বিলুপ্ত হয়; দুই ঘণ্টা পরে পুনরায় নূতন হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে।

আহারের পরে বৃদ্ধি :—মস্তক, পাকাশয় ও অন্ত্রের লক্ষণসকল।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—হিক্কা।

উদ্গার :—শূন্য, পুনঃ পুনঃ জলবৎ পদার্থ, তাহাতে শ্বাসরোধ বোধ হয়; তৎসহ পাকস্থলীতে আক্ষেপিক বেদনা।

ঝোল খাইলে পর বুকজ্বালা; পাকাশয় হইতে গলাপর্য্যন্ত জ্বালা, ভুক্ত পদার্থ ঠেলিয়া উঠা।

প্রাতঃকালে বিবমিষা, শীতল জল পান করিবা মাত্র প্রত্যাবর্ত্তন করে, তৎসহ ঐ জল বমিত হয়, তৎসঙ্গে সঙ্গে অন্ননলী মধ্যে বেদনা।

ভুক্ত পদার্থ বমন, তাহাতে উপশম বোধ হয়।

১৭ পাকস্থলী।—প্রথমে পাকাশয়গহ্বরে উপবাসের ন্যায় বোধ, তৎপরে পাকাশয়ে চাপ বোধ.।

নিশ্বাসগ্রহণ কালে পাকাশয়ে সূচীবেধ বোধ।

পাকাশয় গহ্বরে গড় গড় করিয়া ডাকা ও উৎসেচন।

দুর্ব্বল পরিপাক-ক্রিয়া, তৎসহ উদরের পূর্ণতা ও স্ফীতি।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—হাইপোকণ্ড্রিয়াতে সূচীবেধ।

১৯ উদর।—নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা, যেন একটা মোটা শল্য অন্ত্রমধ্যে সজোরে চাপ দিতেছে।

উদরে, বিশেষতঃ নাভি প্রদেশে, ক্রমাগত ডাকা।

উদর মধ্যে চিমটিকাটা ও মোচড়ানি বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—সরলান্ত্র হইতে রস পড়া।

মলত্যাগের অত্যন্ত প্রবল ইচ্ছা, কিন্তু মলত্যাগের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ইচ্ছা চলিয়া যায়, বাহ্যে হয় না; সরলান্ত্র শক্তিহীন বোধ, তৎসহ যেন উহা কোন বস্তু দ্বারা রুদ্ধ করা হইয়াছে বোধ।

সরলান্ত্রের অক্ষমতা, এমন কি কোমল মলও কষ্টে নিঃসৃত হয়।

মল অত্যন্ত শাদাটে বর্ণের।

মলত্যাগকালে পুনঃ পুনঃ প্রচুর রক্তস্রাব।

মলত্যাগে চুলকানি।

২১ মূত্র।—সদত মূত্রত্যাগের ইচ্ছা।

পুনঃ পুনঃ বেগ কিন্তু প্রস্রাব অতি অল্প হয়।

মূত্র:—জলবৎ পরিষ্কার; পরিত্যক্ত হইলে ঘোলা, অতি অপরিষ্কার অধঃক্ষেপ জন্মে; আলোড়িত করিলে কর্দ্দমবৎ বর্ণ অনুমিত হয়।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—অতি প্রবল রতীচ্ছা।

দিবসে লিঙ্গোত্থান।

কামোদ্দীপক স্বপ্ন না দেখিয়াই রাত্রিতে শুক্রক্ষরণ।

পুরুষাঙ্গে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

স্ক্রোটামের কামোদ্দীপক চুলকানি, তাহাতে রতীচ্ছা উত্তেজিত হয়।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ।—শ্বেত প্রদর, তৎসহ টাটানি,—ইহাতেও চুলকায়।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায় বিবমিষা, আহারের পূর্ব্বে ও পরে বৃদ্ধি, আহারের সময়ে উপশম।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গ ও গভীর।

কথা কহিতে কাসী আইসে।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসের হ্রস্বতা, ষ্টার্ণাম প্রদেশে কষ্ট বোধ।

ষ্টার্ণাম প্রদেশে উদ্বেগ, বেদনা থাকে না, বোধ হয় যেন তাঁহার খোলা বায়ুতে যাইতে হইবে এবং তথায় ব্যস্ত থাকিতে হইবে।

২৭ কাসী।—উত্তেজিত হয়:—কথা কহিলে; ট্রেকিয়াতে শুড়শুড়ি বশতঃ।

আহারান্তে কাসী, তৎসহ খাদ্যবমন; তৎসহ অক্ষিপটে বেদনা।

গয়ার:—মিষ্ট শ্লেষ্মা; আঠাবৎ; পুঁজযুক্ত।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—অল্প অল্প চাপ, যেন বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে শল্য বিদ্ধ রহিয়াছে।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ড প্রদেশে সূচীবেধ; নিশ্বাসগ্রহণ কালে রাত্রিতে।

নাড়ী সাধারণতঃ বর্দ্ধিতগতি।

রক্তবহা নাড়ীসমূহ মধ্যে সজোরে স্পন্দন।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষোপরি চুলকানি।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবাপশ্চাতে অচলতা।

গ্রীবার দক্ষিণ পার্শ্বে অল্প অল্প সবিরাম (থাকিয়া থাকিয়া) চাপ বোধ।

দুই স্কন্ধাস্থি মধ্যে বেদনাযুক্ত ছিন্নকর।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাম স্কাপুলাতে সূচীবেধ, ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়।

কম্পন সহ, বাহুদ্বয় মধ্যে দুর্ব্বলতা বোধ।

সম্মুখ বাহুর নানাস্থানে স্বল্পস্থায়ী, বেদনাযুক্ত আভ্যন্তরিক চাপবোধ।

হস্তদ্বয়ে অত্যন্ত শুষ্কতা অনুভব।

হস্তদ্বয়, এমন কি হাতের তলা আঁচিলে আবৃত।

অঙ্গুলি সমূহের অসাড়তা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বাম নিতম্বপেশী সমূহে অল্প অল্প চাপ বোধ।

উরুমধ্যে বেদনাদায়ক, অল্প অল্প, ছুচাল পদার্থ হইতে চাপ বোধ।

জানুর নিকটে কষ্টকর অসুখ বোধ, তৎসহ বসিতে অনম্যতা অনুভব।

পায়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তরঙ্গাকারে সূচীবেধ।

জানুদ্বয় পক্ষাঘাত বোধ, তৎসহ অনম্যতা ও অলসতা, হাঁটিতে পারে না।

ভ্রমণ অথবা উপবিষ্টাবস্থা হইতে উঠিতে গেলে পায়ের ডিম্বে খিলধরা; শয়ন করিলে উপশম হয়।

গোড়ালি হইতে পায়ের ডিম পর্য্যন্ত খিলধরাবৎ সবিরাম আকর্ষণ বোধ।

গুল্ফ সন্ধিতে বেদনা, মচকাইয়া গিয়াছে।

পায়ের তলায় সূচীবেধ।

পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হইতে পায়ের তলা পর্য্যন্ত খিলধরাবৎ, আকর্ষণ ও ছিন্নকর বেদনা।

উপবিষ্টাবস্থায় পায়ের তলায় জ্বালা।

প্রাতঃকালে চরণদ্বয়ের শীতলতা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির শ্রান্তি বোধ।

যুগপৎ উর্দ্ধ ও নিম্নাঙ্গের মধ্যদিয়া পুনঃ পুনঃ ছিন্নকর বেদনা, বেদনা থাকিয়া থাকিয়া হয়।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—শরীরের অস্থিরতা, স্থির হইয়া থাকিতে পারে না।

চিত হইয়া শুইতে বাধ্য।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে গেলে অত্যন্ত ভ্রমি বোধ।

উপবিষ্টাবস্থায় রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া উত্তেজিত।

সঞ্চালন: ১, ৩, ৪৩। ভ্রমণ: ২, ৩৩, ৪৩। শয়ন বা উপবেশন: ৪৩। অবনত হওয়া: ২।

ভ্রমণের প্রারম্ভে কষ্ট বোধ, ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে উপশম।

৩৬ স্নায়ু।—একাঙ্গের অথবা একাংশের পক্ষাঘাত।

কম্পন :—প্রত্যেক সঞ্চালনে; সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে।

৩৭ নিদ্রা।—অস্থিরতা বশতঃ অনিদ্রা।

চুলকানি বশতঃ ভাল নিদ্রা যাইতে পারে না।

প্রাতে বেলা ৯টা পর্য্যন্ত গভীর নিদ্রা। রাত্রিতে সুস্পষ্ট স্বপ্ন, দিবসে সেই সমস্ত স্বপ্ন মনে পড়ে, মনে হয় যেন সেই সমস্ত ঘটনা যথার্থই ঘটিয়াছে।

স্বপ্ন :—অগ্নির; মৃত দেহের।

৩৮ সময়।—রোগের বৃদ্ধির সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সময়,—প্রাতঃকাল, মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত রাত্রি।

মধ্য রাত্রির পরে এবং দিবসে হ্রাস।

প্রাতঃকাল : ১, ৩, ৭, ১৬, ৩৩। পূর্ব্বাহ্ণ : ১, ১১। অপরাহ্ণ : ১১। সন্ধ্যাকাল : ১, ৩, ৪০। রাত্রি : ২২, ২৯, ৩৭, ৪০। দিবস : ২২, ৩৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—বাতাসের হাওয়াতে চৈতন্যাধিক; সর্দ্দিপ্রবণতা।

খোলা বায়ু : ১০, ২৬, ৪৬। উষ্ণ গৃহ : ৪০। সূর্য্যোত্তাপযুক্ত স্থান ভালবাসে, শীত অনুভব করে।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—পৃষ্ঠদেশে কম্প, যেন তথায় শীতল জল ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে, তৎসহ মুখাভ্যন্তরে উত্তাপ।

আভ্যন্তরিক শীত, এমন কি উষ্ণ গৃহেও।

ঊর্দ্ধাঙ্গের উত্তাপ, তৎসহ চরণদ্বয় শীতল, আভ্যন্তরিক কম্প এবং উষ্ণ শ্বাস বায়ু।

প্রতিদিন বৈকালে ৪টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উত্তাপ; রাত্রিকালের আহারের পর চলিয়া যায়।

বাম পার্শ্বের উত্তাপ।

সন্ধ্যাকালে মস্তক, উদর ও পৃষ্ঠ দেশে ঘর্ম্ম, এমন কি যখন নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে।

উদর ও পৃষ্ঠ দেশে রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম।

হাতের তলায় চট্‌চটে ঘর্ম্ম, বিশেষ বাম হাতে।

আভ্যন্তরিক উত্তাপ সহ শীতল ঘর্ম্ম।

আহারের সময়ে ঘর্ম্ম হ্রাস হয়।

৪১ আক্রমণ।—দুই এক দিন থাকে না এবং তৎপরে কয়েক দিন থাকে।
দ্ব্যাহিক ও ত্র্যাহিক প্রকারের সবিরাম জ্বর।

৪২ পার্শ্ব।—বাম পার্শ্ব, অথবা ▌প্রথমে বাম, পরে দক্ষিণ পার্শ্ব।
দক্ষিণ : ৩, ৭, ৮, ২৮, ৩১। বাম : ৩, ৬, ৩১, ৩২, ৩৩, ৪০।
সম্মুখ হইতে পশ্চাতে : ৫, ২৮। নিম্ন হইতে উর্দ্ধে : ৩৩।

৪৩ অনুভব।—ক্রমাগত বসিয়া বা শুইয়া থাকিতে চায়; একটী হাত নড়াইতে পারে না।
দেহের সর্ব্বত্র আকৃষ্টবৎ ও বেদনা।
শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চাপ অথবা শল্য বিদ্ধবৎ বেদনা।
▌অনুভব যেন সেই স্থানের চতুর্দ্দিকে একটা চেওড়া ফিতা বান্ধা আছে।

৪৪ তন্তু।—মাংসপেশী সমূহে খিলধরাবৎ বেদনা।
সন্ধি সমূহের সঙ্কোচন।
বাহ্যিক স্থান সমূহের পীড়া।
শীর্ণতা।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৪, ৭, ১০।
চাপ : ৩।
চুলকাইলে সাধারণতঃ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু কখন কখন উপশম অথবা স্থান পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।
ঘর্ষণ : ১১।

৪৬ চর্ম্ম।—শাদা হার্পেটিক (দদ্রুবৎ) দাগসকল।
জ্বালাকর ও হুলবেধযুক্ত হার্পিস (দদ্রু)।
অত্যন্ত কণ্ডূয়নযুক্ত উদ্ভেদসকল।
ফোস্কা, তাহা হইতে হরিদ্রাভাযুক্ত স্বচ্ছ তরল পদার্থ নিঃসৃত হয়, উহা খোলাবায়ুতে কঠিন মামড়ীতে পরিণত হয়।
হাতের তলাতেও আঁচিল।

৪৭ অবস্থা।—স্নায়বীয় ও হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে প্রায়ই উপযোগী।

বৃদ্ধব্যক্তিগণ।

গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকগণ।

৪৮ সম্বন্ধ।—সদৃশ ঔষধ :—এণ্টিম টার্ট, এপি, ফের, আওড, লাইকো, নাইট্রি-এসি, নক্সভমি, ফস্ফ-এসি, প্লাটি, পলসা, আর্টিকা, জিঙ্ক, নেট্রম-মিউরে, কষ্টি।

এনাকার্ডিয়াম সুফলপ্রদ :—লাইকো, পলসা ও প্লাটিনার পরে।

এনাকার্ডিয়ামের পরে :—প্লাটিনা সুফলপ্রদ।

এণ্টিমোনিয়াম ক্রুডাম।

পরীক্ষক :—কাম্পারি।

১ মন।—অচৈতন্য ; শয্যাক্ষত হইয়াছে কিন্তু কোন বেদনার কথা বলে না।

বালক প্রলাপযুক্ত, তন্দ্রালু, তৎসহ বিবমিষা, উষ্ণ ও লালবর্ণ মুখমণ্ডল ; নাড়ী অনিয়মিত ; জ্বরের উত্তাপ ; শীতল জলে স্নান করাইতে গেলে কান্দে ; উষ্ণ জলে কান্দে না।

▌ জীবনে বিতৃষ্ণা।

নিজেকে গুলিকরিয়া আত্মহত্যা করিতে চাহে।

অত্যন্ত বিষণ্ণ ও দুঃখপূর্ণ মানসিক ভাব।

▌ চন্দ্রালোকে কল্পনাপূর্ণ মানসিক ভাব, বিশেষতঃ প্রণয় সম্বন্ধে।

▌ শিশু খুঁতখুঁতে ও খিট্খিটে, স্পৃষ্ট অথবা দৃষ্ট হইতে চাহে না।

গম্ভীর হইয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা কহে না।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা, বিবমিষা, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

মস্তকের দুর্ব্বলতা।

কপালে ভারবোধ।

মস্তকে রক্তাগম।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—অল্প মাথাধরা ও মাথাঘোরা, সিঁড়িতে উঠিতে বৃদ্ধি।
কপালে স্তম্ভনকারী মাথাঘোরা, এত প্রবল যে উদ্বেগে ঘর্ম্ম বাহির হয়।
বাম রগে :—ভিতরের দিকে চাপবোধ; আকর্ষণ বোধ; অতি সূক্ষ্ম সূচীবেধসহ ধীর স্পন্দন।
▌ মাথাধরা :—নদীতে অবগাহনের পর, তৎসহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে দুর্ব্বলতা ও খাদ্যে অনিচ্ছা; পাকাশয়ের বিকৃতি বশতঃ; সুরা পান বশতঃ; উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়ার পরে; সর্দ্দি লাগার পরে।

৪ বহির্মস্তক।—করোটীত্বকে পীপিলিকা হণ্টনবৎ চুলকানি; চুল উঠে।
করোটীত্বকে নানাস্থানে ছোট ছোট গুটিকা, চাপিলে বেদনাযুক্ত, তাহাদের চতুর্দ্দিকে কীট-চারণা বোধ।
জলে ভিজিলে অথবা শীতল জলে স্নান করিলে সর্দ্দি লাগার সম্ভাবনা; সন্ধ্যাকালে সর্দ্দি এবং দেহ উষ্ণ হইলে বৃদ্ধি; খোলাবায়ুতে এবং বিশ্রামকালে উপশম।

৫ চক্ষু।—অগ্নির দিকে তাকাইলে কাসী বৃদ্ধি হয়।
চক্ষুদ্বয় লালবর্ণ, প্রদাহিত, তৎসহ চুলকানি ও রাত্রিতে পল্লবের সংযোজনা।
বামচক্ষুর আরক্তিমতা, তৎসহ আলোকে বিতৃষ্ণা।
কর্ণিয়ার উপরে পষ্টুল, তৎসহ প্রচুর শ্লেষ্মা; অক্ষিপুটের কিনারায় ও মুখমণ্ডলে পষ্টুল।
▌ চক্ষুর বাহ্যিক কোণে টাটানি।
▌ অক্ষিপুট লালবর্ণ ও প্রদাহিত।
▌ শিশুদিগের পুরাতন অক্ষিপুট-চক্ষুপ্রদাহ।

৬ কর্ণ।—কর্ণের নিকট ঘণ্টাশব্দ, কর্ণমধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ।
দক্ষিণ কর্ণের এক প্রকার বধিরতা, অঙ্গুলি দিয়া কর্ণমধ্যে নাড়িলেও উপশমিত হয় না।
দক্ষিণ কর্ণ ও ইয়ুষ্টেকিয়ান নলী দিয়া আকৃষ্টবৎ, মধ্যাহ্নাহারের পরে।
বাম কর্ণের আরক্তিমতা, জ্বালা ও স্ফীতি।
কর্ণ হইতে পুঁজস্রাব।

নাসিকা।—নাসিকা রুদ্ধ।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব :—সন্ধ্যাকালে ; মথাঘোরাসহ মাথাধরার পরে ; মস্তকে রক্তাগমসহ।

সর্দ্দি :—শুষ্ক বা সরস।

টাটানিযুক্ত, ফাটা অথবা মামরীযুক্ত নাসারন্ধ্র।

মুখমণ্ডল।—মুখের চেহারা বিমর্ষ।

মুখমণ্ডল লালবর্ণ। ১ দেখ।

মৌখিক মাংসপেশীতে উৎক্ষেপ।

গণ্ডোপরি উত্তাপ ও চুলকানি।

মুখমণ্ডলে ক্ষুদ্র ব্রণ, পষ্টুল এবং স্ফোটক।

আম্বাতের ন্যায় উদ্ভেদ।

বাম গণ্ডোপরি হরিদ্রাবর্ণ মামরিযুক্ত উদ্ভেদ, স্পর্শে বেদনাদায়ক।

গণ্ডোপরি পুঁজযুক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী উদ্ভেদ।

নিম্নমুখমণ্ডল।—ঠোঁট শুষ্ক।

মুখের কোণে ফাটা।

চিবুকোপরি জ্বালা, হুলবেধ।

১০ দন্ত।—গহ্বরবিশিষ্ট দন্তে দন্তশূল, বেদনা কখন কখন মস্তক মধ্যে প্রবেশ করে ; রাত্রিতে বৃদ্ধি ; আহারের পরে, এবং শীতল জল হইতে ; জিহ্বা দ্বারা দন্ত স্পর্শ করিলে যেন স্নায়ু ছিন্ন হইয়াছে এইরূপ বেদনা উপস্থিত হয় ; খোলাবায়ুতে ভ্রমণে উপশম।

মুখ দিয়া বায়ু টানিলে দন্তমধ্যে সূচীবেধবোধ।

গহ্বরযুক্ত দন্তে দপ্‌দপ্‌ অথবা চর্ব্বণ বোধ।

মাড়ী দন্ত হইতে সরিয়া যায় ও সহজেই রক্তপড়ে।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—তিক্ত অথবা হ্রাস।

জিহ্বা ক্লেদাবৃত :—পুরু ও শাদা ; দুগ্ধবৎ শাদা ; হরিদ্রাবর্ণ।

মুখে অধিক পরিমাণে লবণাক্ত লালা।

জিহ্বার কিনারার টাটানি বোধ ও আরক্তিমতা।

১২ মুখমধ্য।—মুখ-গহ্বরের শুষ্কতা।

প্রচুর লালানিঃসরণ, লবণাস্বাদযুক্ত লালা।

১৩ গলমধ্য।—তালুর ক্ষতবৎ বোধ, তৎসহ গলা পরিষ্কার করিবার সময়ে অধিক শ্লেষ্মা উঠে।

নাসিকার পশ্চাৎ ছিদ্র (নেরিস) হইতে খানিক পরিমাণে ঘন, হরিদ্রা বর্ণ শ্লেষ্মা টানিয়া গলমধ্যে লয় ও তাহা গয়ার তুলে।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অম্ল খাইতে ইচ্ছা।

সর্ব্বপ্রকার খাদ্যে বিতৃষ্ণা সহ দীর্ঘস্থায়ী অক্ষুধা।

প্রাতঃকালে জাগিবার সময়ে ক্ষুধা, কিন্তু খাইতে রুচি নাই।

ঠোঁটের শুষ্কতাসহ প্রবল তৃষ্ণা; রাত্রিতে অধিক; কিম্বা তৃষ্ণাশূন্যতা।

১৫ পানাহার।—▌ রুটী খাইলে বিশেষতঃ বিবমিষা ও কর্ত্তনবৎ পেট বেদনা উপস্থিত হয়।

আহারের পরে শয়নেচ্ছাসহ আলস্য বোধ।

আহারান্তে পূর্ণতা ও ফাট ফাট বোধ, উহা পর্য্যায়ক্রমে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, আনন্দ ও চাঞ্চল্য বোধ।

▌ খারাপ, অম্ল মদ্য পান করিয়া বমন। *পাকাশয়ের সর্দ্দি।

স্তনপ্রদানের পর উদরাময়।

স্তন্যপায়ী শিশুগণ স্তনপান অথবা বোতল হইতে দুগ্ধ পান করিবামাত্র অল্প অম্লযুক্ত দুগ্ধ তুলিয়া ফেলে।

অম্লাহারের পর বৃদ্ধি। *উদরাময়, হুপ্‌শব্দক কাসী।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—ধূমপানের পর হিক্কা।

▌ যাহা খাইয়াছে তাহা গলা বহিয়া উঠে।

উত্তম ক্ষুধাসহ বুক জ্বালাবৎ পাকাশয়ের জ্বালা।

বিবমিষা:—এক গ্লাস সুরাপানের পর; অধিক আহার হইতে।

▌ বমন:—শ্লেষ্মা ও পিত্ত; পিচ্ছিল; কেবল জল; খাদ্য বা জল পান করিলে প্রত্যাবর্ত্তন করে; ক্রমাগত স্থায়ী, জিহ্বা শাদা।

তৃষ্ণা নাই। *শিশুদিগের শুষ্কতা প্রাপ্তি, পাকাশয়ের সর্দ্দি ইত্যাদি।

প্রবল বমন ও উদরাময়।

১৮ পাকস্থলী।—পাকাশয় দুর্ব্বল, সহজেই পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটে।

পাকাশয়ের বেদনাদায়ক পূর্ণতা বোধ, পাকাশয় চাপে টাটানি বোধ।

অধিক পরিমাণে খাওয়ার ন্যায় পাকাশয়ে বেদনা, তৎসহ স্ফীত (কিন্তু কঠিন নহে) উদর।

পাকাশয়ে খিলধরার ন্যায় বেদনা।

❙ পাকাশয়ের সর্দ্দি:—জিহ্বা শাদা, বিবমিষা ও বমন; কাসী; "পেট নরম।" জন্মে:—অতিভোজন, অম্ল মদ্য, উষ্ণ বায়ু, স্নান প্রভৃতি হইতে; হামের সময়ে; বাতরক্ত (gout) অথবা বাতের স্থান পরিবর্ত্তন হইতে।

১৯ উদর।—উদর অত্যন্ত স্ফীত।

বায়ু আবদ্ধ; কোষ্ঠবদ্ধ।

পেট ডাকা।

চিমটিকাটা এবং যেন উদরাময় উপস্থিত হইবে বোধ।

অন্ত্রমধ্যে পূর্ণতা বোধ, আহারের পরে চলিয়া যায়।

পেট বেদনা, তৎসহ অক্ষুধা, কঠিন মল, লালবর্ণ প্রস্রাব।

উদরে অতি প্রবল কর্ত্তন, পাকাশয় হইতে কষ্ট বোধ উত্থিত হয়, কাজ করিতে অনিচ্ছা, অলস মন ও উদ্গার উঠা সহ পাকাশয়ে বেদনা।

জলবৎ উদরাময় সহ উদরে কর্ত্তন বোধ।

২০ মল, ইত্যাদি।—ক্ষতকর উদরাময়।

মল:—বমন সহ জলবৎ; জলবৎ; প্রচুর।

❙ জলবৎ, তৎসহ ছোট ছোট কঠিন গুট্‌লে, অথবা অজীর্ণ খাদ্য থাকে; প্রাতঃকালে আমযুক্ত।

❙ উদরাময়, সির্কা ও অন্যান্য অম্ল খাইলে বৃদ্ধি; অম্ল খাদ্যে; অতি ভোজনে; শীতল জলে স্নানের পর; রাত্রিতে ও অতি প্রত্যূষে।

❙ বৃদ্ধ দিগের পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ।

❙ বৃদ্ধদিগের উদরাময়।

❙ কষ্টনিঃসৃত কঠিন মল, মল অতি বৃহৎ, কোষ্ঠবদ্ধ, তৎসহ আবদ্ধ বায়ু (নিঃসরণ হয় না)।

মল শুষ্ক, শাদা। বড়বড় জমাট দুগ্ধের দলা।

মলত্যাগকালে সরলান্ত্রে বেদনা; টাটানি বোধ, যেন ক্ষত স্থান ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

নিটন মলের সহিত অন্ত্র হইতে প্রচুর রক্তস্রাব; অর্শের রক্তস্রাব।

শ্লেষ্মা (রস) স্রাবী অর্শ, অর্শে খোঁচা বেধা, জ্বালা; ক্রমাগত রসস্রাব হয়, কাপড়ে হরিদ্রা দাগ লাগে; কখন কখন রক্তযুক্ত জলবৎ পদার্থ নিঃসৃত হয়।

২১ মুত্র।—মুত্রাশয়ের বেগ, তাহাতে রাত্রিতে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া তুলে।

পুনঃ পুনঃ মুত্রত্যাগ, তৎসহ অধিক শ্লেষ্মা, প্রস্রাব ত্যাগ কালে প্রস্রাব পথে প্রবল জ্বালা ও পৃষ্ঠদেশ কামড়ানি।

মুত্রত্যাগ কালে প্রস্রাব পথে কর্ত্তন বোধ।

মুত্র :—স্বর্ণবৎ হরিদ্রাবর্ণ; ২৪ ঘণ্টা থাকিলে তন্মধ্যে ক্ষুদ্র লোহিত কণিকা।

অসাড়ে মুত্রত্যাগ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা উত্তেজিত, তৎসহ সমস্ত শরীরের অসুখ বোধ, তাহাতে তিনি অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারেন না।

রাত্রিতে স্বপ্নদোষ; তৎসহ কামোদ্দীপক স্বপ্ন থাকে বা থাকে না।

কণ্ডুয়ন :—পুরুষাঙ্গের; লিঙ্গ মুণ্ডের অগ্রভাগের।

স্ক্রোটামের বাম পার্শ্বে কামড়ানি, চুলকানি।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—স্নান করার পরে ঋতু স্থগিত হইয়া গেলে ডিম্বকোষ প্রদেশের উপর বেদনা বোধ।

জরায়ু মধ্যে চাপ বোধ, যেন কিছু তাহা হইতে বাহির হইয়া পড়িবে।

অল্পবয়সে ঋতু আরম্ভ হয়, প্রচুর, তৎপরে স্থগিত হয়; তৎপরে ক্লোরোসিস।

ঋতুর পূর্ব্বে দন্তশূল, তৎসহ রগ মধ্যে প্রেকবেধ বোধ।

যোনি হইতে জ্বালাকর জলীয় পদার্থ নিঃসরণ, তাহাতে উরু পর্য্যন্ত জ্বালা করে।

শ্বেত প্রদর জলবৎ এবং তন্মধ্যে পিণ্ডবৎ পদার্থ থাকে।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায় :—পাকাশয়-আন্ত্রিক ও অর্শ সম্বন্ধীয় পীড়া।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরের ক্ষীণতা।

স্বর বিলুপ্ত ; অতি উত্তপ্ত হওয়া হেতু ; বিশ্রামের পর উপশম।

লেরিংক্স ও ফেরিংক্স মধ্যে অতি প্রবল আক্ষেপ, তৎসহ টাটানি বোধ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

গভীর দীর্ঘশ্বাসবৎ শ্বাসক্রিয়া, যেন বক্ষঃ পূর্ণ, বৈকালে ও আহারের পরে।

পাকাশয় হইতে যেন শ্বাসকষ্ট বোধ।

প্রায় শ্বাসরুদ্ধের ন্যায় সঙ্কোচন।

২৭ কাসী।—পুনঃ পুনঃ শুষ্ক কাসী।

সমগ্র শরীর কম্পনকারী কাসী, তৎসহ অসাড়ে প্রচুর মূত্রত্যাগ।

প্রাতঃকালে উঠিবার পর কাসী ; ▌প্রথম কাসীর আক্রমণ সর্ব্বদাই অতি প্রবল, পরে ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আইসে, পরিশেষে শেষ কাসী কেবল অল্প খক্ খক্ করিয়া হইতে থাকে। *হুপ্‌শব্দক কাসী। *পাকাশয় দোষ বশতঃ কাসী।

হামের পর হুপ্‌শব্দক কাসী।

অগ্নির দিকে তাকাইলে কাসী বৃদ্ধি হয়।

২৮ ফুস্‌ফুস।—বক্ষে সূচীবেধ।

▌উত্তাপ সহ বক্ষে বেদনা।

বক্ষে জ্বালা ও খোঁচাবেধা বোধ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—অতি প্রবল হৃৎ কম্পন। নাড়ী অত্যন্ত অনিয়মিত; একবার দ্রুতগতি এবং পরক্ষণেই ধীর।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা দেশীয় গ্রন্থিসমূহের স্ফীতি।

সন্ধ্যাকালে শয়নের পর এবং প্রাতঃকালে পশ্চাৎ গ্রীবার মাংসপেশীর আক্ষেপিক টানিয়া ধরা বেদনা, স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত; অবনত হইলে, বাহুদ্বয় সঞ্চালনে এবং মস্তক বামদিকে ফিরাইলে ঐ বেদনা বর্দ্ধিত হয়।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশে চুলকানি।

উপবিষ্টাবস্থা হইতে উঠিতে গেলে কটিদেশে অতি প্রবল বেদনা; ভ্রমণ কালে বিলুপ্ত হয়।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—সঞ্চালন কালে কনুই সন্ধিতে খট্‌খট্ শব্দ।

টানিয়া ধরা বেদনা :—বাহুদ্বয়ে; অঙ্গুলি ও তাহার সন্ধিসমূহে।

▌অঙ্গুলি সমূহে বাতের বেদনা।

নখসকল আর পূর্ব্বের মত শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হয় না, এবং চর্ম্মের অতি বেদনাযুক্ত চৈতন্যাধিক্যতা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিতম্ব সন্ধিতে বেদনাযুক্ত টানিয়া ধরা।

জানুর বেদনাযুক্ত অনম্যতা।

ঠিক জানুর নিম্নে বেদনা, যেন উহা অতি কসিয়া বান্ধা হইয়াছে।

টানিয়া ধরা বেদনা :—জানুদ্বয়ে, বাম গুল্‌ফে; এবং দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যে ছিন্নকর বেদনা। *বাতরক্ত (Gout)।

নিম্নাঙ্গে অতি প্রবল বেদনা।

▌পায়ের তলায়, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অতি নিকটে শৃঙ্গবৎ শক্ত বড় বড় স্থান।

পায়ের তলা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে কড়া।

▌ভ্রমণকালে পায়ের তলায় অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির আক্ষেপ ও কম্পন।

সমস্ত অঙ্গাদির অলসতা, সকম্পন শ্রান্তি এবং ভার বোধ।

বাত বা বাতরক্তের (Gouty) বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি ইত্যাদি।—বিশ্রাম : ৪, ২৫। উপবেশন : ৩১, ৩৩। অবনত : ৩১। শয়ন : ১৫, ৩১। উত্থান : ৩১। আরোহণ : ৩। ভ্রমণ : ১০, ৩১, ৩৩। বাহু সঞ্চালন : ৩২। লেখা : ৩৪। মস্তক ফিরান : ৩১।

৩৬ নিদ্রা।—▌দিবসে অত্যন্ত নিদ্রালুতা; প্রধানতঃ পূর্ব্বাহ্নে।

কোমা। গভীর, অশান্তিপ্রদ নিদ্রা।

ভয় প্রাপ্তির ন্যায় পুনঃ পুনঃ জাগরণ।

স্বপ্ন :—বিবাদের; কামোদ্দীপক; উদ্বেগ পূর্ণ, যেন কেহ তাহাকে আঘাত করিবে; ভয়ানক, মানুষের হাত, পা, গলা কাটা ইত্যাদি সম্বন্ধে।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ১৪, ২০, ২৭, ৩১, ৪০। পূর্ব্বাহ্ণ : ৫, ৩৭। মধ্যাহ্ণ ৪০। অপরাহ্ণ : ৬, ২০। সন্ধ্যাকাল : ৪ ৭, ৩১, ৩৭। রাত্রি : ৫, ১০, ১৪, ২০, ২১, ২২, ৩৭, ৪০। দিবস : ৪০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণ হইলে : ৪, ২৫, ৩৭। উষ্ণ গৃহ : ২৭, ৪০। সূর্য্যোত্তাপ : ২৭। উষ্ণ জল : ১। স্নান : ২৩; নদীর জলে স্নান : ৩, ৪। শীতল জল : ১, ১০, ২০। খোলা বায়ু : ৪, ৪, ১০।

উষ্ণ গৃহে বৃদ্ধি ; ▌রাত্রিকালীন ঘর্ম্মসহ শ্রান্তি বোধ, নিদ্রালুতা, বিবমিষা ; বমন।

▌সূর্য্যোত্তাপ সহ্য করিতে পারে না।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—দিবসে শীতের প্রাবল্য, এমন কি উষ্ণ গৃহেও।

তৃষ্ণা (বিয়ার মদ্যের জন্য) সহ মধ্যাহ্নের সময়ে অতি প্রবল কম্প।

পৃষ্ঠ বহিয়া কম্প ; চরণদ্বয় বরফবৎ শীতল, তৎসহ শরীরের অন্যান্য স্থানে ঘর্ম্ম।

রাত্রিতে উত্তাপ।

প্রাতঃকালে জাগিবার সময়ে ঘর্ম্ম, তাহাতে অঙ্গুলির অগ্রভাগের চর্ম্ম কুঞ্চিত হয়।

ঘর্ম্ম ঠিক সেই একই সময়ে হয়, প্রায়ই এক দিন অন্তর (তৃতীয় দিন) প্রাতঃকালে।

▌ঘর্ম্ম হইয়া গেলে উত্তাপ ও তৃষ্ণা প্রত্যাবর্ত্তন করে।

৪১ আক্রমণ।—লক্ষণ সকল প্রতি ৫, ৬, অথবা ১২ সপ্তাহ প্রত্যাবর্ত্তন করে।

সাময়িক প্রত্যাবর্ত্তন :—কোমা, কর্ণ বেদনা।

একদিন অন্তর ঠিক সেই একই সময়ে ঘর্ম্ম।

৪২ তন্তু।—কাল রক্তস্রাব।

সমস্ত শরীরে শোথের স্ফীতি।

▌শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি সকল সাধারণতঃ আক্রান্ত।

গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি সহ বেদনা ও আরক্তিমতা।

বাহ্যাংশ সকল কাল হইয়া যায়; শুষ্ক গলিত ক্ষত (গ্যাংগ্রিন)।
যুবাদিগের মেদসঞ্চয়।

১৬ চর্ম্ম।—স্ফোটক ও ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ।
পানি বসন্তের ন্যায় পষ্টুল।
চর্ম্মের চুলকানি, চুলকাইলে বেদনা বোধ হয়।
কীটাদির হুলফুটান ন্যায় জলপূর্ণ ফুস্কুড়ি, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল ও হস্ত পদাদির সন্ধিসমূহের উপরে।
▌হামের ন্যায় উদ্ভেদ; আঁচিল; ▌শৃঙ্গবৎ শক্ত প্রবর্দ্ধন সকল।
পেরিনিয়মে স্ফোটকসকল; তাহাদের চতুর্দ্দিকে জ্বালা।
গভীর, স্পঞ্জের ন্যায় ক্ষত।
পুরু, শক্ত মামড়ী সহ উদ্ভেদ।

১৭ অবস্থা।—শিশুগণ।
যুবকগণ মোটা হইয়া পড়ে।
▌বৃদ্ধ ব্যক্তি:—পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ।

১৮ সম্বন্ধ।—সদৃশ:—এপি (চর্ম্ম); আর্সে (পাকাশয়ের সর্দ্দি, জ্বালাকর উদ্ভেদ, শোথ); ব্রাইও (বাত, পাকাশয়ের লক্ষণ, উত্তাপের ফল, ইত্যাদি); ক্যাম; হেপার; ইপিকা (পাকাশয়ের পীড়া সকল); মার্ক; নক্স ভমি; পলসা (পাকাশয়ের লক্ষণ সকল, খোলা বায়ুতে উপশম); র‍্যানা-বল্ব (শৃঙ্গবৎ শক্ত উদ্ভেদ); রসটক্স; সলফ; সিনা।

পাকাশয়ের দোষ বশতঃ মাথা ঘোরায় পলসাটিলার; অম্ল পদার্থ খাইয়া মাথাধরায় পলসাটিলা বা আর্সেনিকের; প্রদাহিত চক্ষুতে একোনাইট ও ইউফ্রেসিয়ার; গহ্বর বিশিষ্ট দন্তের দন্তশূলে পলসাটিলার; গ্রীষ্মকালের উত্তাপ বশতঃ ক্ষুধামান্দ্যে ব্রাইও ও কার্ব্বভেজের; পাকাশয়ে খিলধরায় পলসা বা ইপিকার; জলবৎ উদরাময়ে ফেরামের; অতি উত্তপ্ত হইলে পর পাকাশয়ের লক্ষণ সমূহে ব্রাইওনিয়ার সদৃশ।

সমগুণবিশিষ্ট:—ইপিকা, তদপেক্ষা অধিকতর লাইকো।

সবিরাম জ্বরে ইপিকা বা পলসাটিলার পরে উপকারী।

▌ পলিপাস রোগে পলসাটিলা ও মার্কুরিয়াসের সহিত উপকারী।

এণ্টিম-ক্রুডের পরে সুফলপ্রদ :—পলসা, মার্কু, সলফা।

এণ্টিম-ক্রুডের প্রতিবিষ :—ক্যালকে-কার্ব্ব, হেপার, মার্কু।

এণ্টিম-ক্রুড প্রতিষেধ করে :—কীটাদির হুলফুটান।

কার্য্যাবশেষপূরক :—স্কুইলা।

এণ্টিমোনিয়াম টার্টারিকাম।

পরীক্ষক :—ষ্টাপ।

১ মন।—মস্তক মধ্যে গোলমাল (confusion)।

▌ খারাপ মেজাজ।* বায়ুনলীভুজের সর্দ্দি।

সন্ধ্যাগমে উদ্‌ভ্রান্ত আনন্দ।

আশঙ্কাযুক্ত ও অস্থির।

একাকী থাকিতে ভয়, পাছে তিনি অত্যন্ত স্নায়বীয় হইয়া উঠেন।

মানসিক উত্তেজনা।

অতি সামান্য বিষয়ে ভয় পান।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—চক্ষু মুদিলে; ভ্রমণ কালে; চক্ষুর সম্মুখে আলোক কম্পন; মস্তকোত্তোলন কালে; শুইতে বাধ্য।

মস্তকের ভার।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মাথাধরা, বোধ হয় যেন কপালের চতুর্দ্দিকে একটা ফিতা দিয়া চাপ দেওয়া রহিয়াছে।

কপালে চাপযুক্ত বেদনা, সূচীবেধ বামচক্ষুর মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

কপালের দক্ষিণ পার্শ্বে দপ্‌দপানি।

মস্তকমধ্যে ছিন্নকর বেদনা।

মস্তকের কম্পন বিশেষতঃ বসিবার সময়।

৫ চক্ষু।—চক্ষুর সম্মুখে আলোক কম্পন।

যেন একটী পুরু পর্দ্দার মধ্য দিয়া দেখিতেছেন। দৃষ্টি বিলোপ।

▌ অস্পষ্ট দৃষ্টি।* উদরাময়।

অধিক অশ্রুস্রাব সহ কঞ্জঙ্কটাইভার প্রদাহ।

অক্ষিগোলক বেদনা করে, যেন ছেঁচা আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

চক্ষুদ্বয় শ্রান্ত বোধ হয়, যেন অক্ষিপুট বন্ধ হইয়া আসিবে।

▌ বাত বা বাতরক্ত (Gout) সম্বন্ধীয় চক্ষুপ্রদাহ।

৬ কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ।

বাম কর্ণের নিকট বৃহৎ একটী পক্ষীর পক্ষ বিধূননবৎ বোধ।

দক্ষিণ বাহ্যকর্ণে উৎক্ষেপ, ছিন্নকর বোধ, সন্ধ্যাকালে শুইলে।

৭ নাসিকা।—আস্বাদ ও আঘ্রাণশক্তির অভাব সহ হাঁছি, সরল সর্দ্দি ও শীত শীত বোধ।

পর্য্যায়ক্রমে সরস সর্দ্দি সহ, নাসিকা রুদ্ধ।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, তৎপরে হাঁছি সহ সরল সর্দ্দি।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল :—▌রক্তশূন্য, অন্তঃপ্রবিষ্ট; কোমা সহ, রক্তশূন্য, স্ফীতভাব; নীলাভাযুক্ত।

▌ মুখমণ্ডলের সমগ্র পার্শ্বে, এমন কি সেই পার্শ্বের মস্তক ও গ্রীবার, ছিন্নকর বেদনা।

মুখমণ্ডলের জ্বালাকর উত্তাপ।

মুখমণ্ডলের শীতল ঘর্ম্ম।

বমন করিবার কষ্টে কপাল ও মস্তকের উপর ঘর্ম্ম।

মুখমণ্ডলের প্রায় প্রত্যেক মাংসপেশীতে আক্ষেপযুক্ত উৎক্ষেপ (নৃত্য)।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—ঠোঁট শুষ্ক, মামরীযুক্ত।

ঠোঁটের উপরে কণ্ডূয়নযুক্ত সজল ফুস্কুড়ি।

চিবুকের দক্ষিণ পার্শ্বে, উজ্জ্বল অগ্নির ন্যায় জ্বালা।

১০ দন্ত।—প্রাতঃকালে অতি প্রবল দন্তশূল।

সবিরাম দন্তশূল।

মাড়ী দিয়া রক্তপড়ে।

দন্তোদ্গম কালে দন্তে সৰ্দ্দিজ রক্তাধিক্যতা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—বিস্বাদ; লবণাক্ত; অম্লাক্ত; তিক্ত; পচা ডিম্বের ন্যায়।

খাদ্য আস্বাদহীন বোধ হয়। তামাকের কোন আস্বাদ নাই।

▌ জিহ্বা :—লাল দাগযুক্ত; অত্যন্ত লালবর্ণ, এবং মধ্যস্থলে শুষ্ক; পুরু শাদা ক্লেদে আবৃত; অতি পাতলা শাদা ক্লেদাবৃত, তৎসহ লালবর্ণ কণ্টকসকল, লালবর্ণ কিনারাদ্বয়।

জিহ্বা নাড়াইতে কষ্ট, এমন কি বেদনাদায়ক।

১২ মুখমধ্য।—প্রাতঃকালে উঠিলে পর, মুখগহ্বর এত বেদনা যে গিলিতে পারে না।

মুখমধ্যে ও জিহ্বার উপরে বসন্তের পষ্টুলবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার দাগ।

১৩ গলমধ্য।—তালুর পশ্চাদংশে টাটানি বোধ।

▌ হ্রস্ব শ্বাসক্রিয়াসহ গলমধ্যে অধিক শ্লেষ্মা।

গলাধঃকরণ বেদনাদায়ক অথবা অসম্ভব।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—আতা খাইতে ইচ্ছা, ও শীতল জলপানের তৃষ্ণা।

অম্ল খাইতে ইচ্ছা।

অধিক তৃষ্ণা, অল্প অল্প ও পুনঃ পুনঃ জলপান করে, কিম্বা, তৃষ্ণাভাব।

রুচি অল্প।

তামাক খাইতে ইচ্ছা নাই।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—প্রবল হিক্কা।

উদ্গার :—শূন্য; অম্ল; তিক্ত; লবণাক্ত; ন্যাকারজনক তরল পদার্থ; ভুক্তখাদ্যের আস্বাদ।

বিবমিষা :—▌ উদ্বেগোৎপাদক; তৎসহ পাকাশয়গহ্বরে অল্প চাপ, তৎপরে কপালে মাথাধরা; এবং উদরাময়সহ সমস্ত রাত্রি অবিরাম বমন; তৎপরে প্রচুর অশ্রুস্রাবসহ হাইতোলা, তৎপরে বমন।

বমন :—সকল অবস্থাতেই, কেবল দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে নহে; মাথাধরাসহ হস্তদ্বয়ের কম্পন; সবেগে।

বমনঃ—সবুজ; জলবৎ শ্লেষ্মা, তৎপরে চাপ চাপ খাদ্য, তৎপরে পিত্ত মিশ্রিত তরল পদার্থ।

। বমনের পরে অত্যন্ত আলস্য, নিদ্রালুতা, বিতৃষ্ণা, ঠাণ্ডাজিনিষের ইচ্ছা। * উদরাময়।

কাঠবমি, তৎপরে বমন, বমনের পরে অত্যন্ত শয্যাশায়িতা।

১৭ পাকস্থলী।—অনুভব হয় যেন পাকাশয়ে অত্যধিক বোঝাই, হইয়াছে; পচা ডিম্বের ন্যায় পুনঃ পুনঃ উদ্গার; অস্থির নিদ্রা।

এপিগাষ্ট্রিয়ম প্রদেশে অতি প্রবল বেদনা।

পাকাশয়ে খিলধরা।

স্পন্দন ও দপ্‌দপানি, বিশেষতঃ পাকাশয় গহ্বর অথবা উদরে।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃৎপ্রদেশ স্পর্শে চৈতন্যাধিক।

ফুস্‌ফুসপ্রদাহসহ কামলা, বিশেষতঃ দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের।

১৯ উদর।—যদিও খান নাই, এবং উদর কঠিন বলিয়া অনুভূত হয় না, তথাপি বোধ হয় যেন উহা পাথরপূর্ণ রহিয়াছে।

হাইপোগাষ্ট্রিয়মে চাপ বোধ ও কামড়ানি (aching)।

অতি প্রবল পেটবেদনা, বোধ হয় যেন অন্ত্র খণ্ড খণ্ড কর্ত্তিত হইবে।

কুচ্‌কির মধ্যে উপর হইতে নীচের দিকে প্রবল কর্ত্তনবৎ ও প্রসব বেদনাবৎ ছিন্নকর বেদনা, ঐ বেদনা উরুর মধ্য দিয়া নিম্নে জানু পর্য্যন্ত।

নাভির নিকটে পেটবেদনা।

দক্ষিণ কুচকিতে প্রবল জ্বালাকর টাটানি।

সঞ্চিত বায়ু নড়িয়া বেড়ায়, তৎসহ পেটডাকা, উদরাময়।

২০ মল, ইত্যাদি।—সরলান্ত্রে সূচীবেধ।

প্রচুর মলনিঃসরণ।

মল :—পাতলা, পিত্তযুক্ত, আমযুক্ত; তরল সবুজাভাযুক্ত, তৎসহ মলদ্বারে উত্তাপ; পিচ্ছিল; দুর্গন্ধ।

মলত্যাগের নিষ্ফল চেষ্টা, যদিও বোধ হয় উদর পূর্ণ ও বেগ আসিতেছে।

২১ মূত্র।—মূত্র :—ঘোলা, তীব্র গন্ধযুক্ত; ঘোলা হইয়া যায় এবং বেগুনে

রঙ্গের মাটীবৎ অধঃক্ষেপ পতিত হয়; অল্প, শেষ কয়েক ফোঁটা রক্তযুক্ত; মূত্রাশয়ে প্রবল বেদনা; এল্‌বুমেনযুক্ত।

মূত্রত্যাগকালে ও পরে প্রস্রাব পথে জ্বালা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অতি অগ্রে, দুর্ব্বল, এবং কেবল দুইদিনের জন্য।

ঋতুর পূর্ব্বে :—কুচকিতে বেদনা।

জলবৎ রক্তের শ্বেত প্রদর, বসিয়া থাকিলে বৃদ্ধি; এক এক বার বেশী।

বাহ্য জননেন্দ্রিয়ের উপরে পষ্টুল।

২৪ গর্ভাবস্থা।—পাকাশয়ের বিকৃতি—শ্লেষ্মা বমন; উদ্গার; খাদ্যে বিতৃষ্ণা; লালানিঃসরণ।

▌ জন্মকালে শিশু রক্তশূন্য, শ্বাসরুদ্ধ, হাঁপাইতে থাকে, যদিও নাড়ী তখনও স্পন্দিত হয়। * শিশুদিগের শ্বাসরোধ হইয়া মৃতকল্পাবস্থা।

২৫ লেরিংক্স।—স্বর দুর্ব্বল এবং সন্ধ্যাকালে পরিবর্ত্তিত।

প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গতা, কথা কহিলে বৃদ্ধি।

▌ কাসিতে অথবা শ্বাসক্রিয়া কালে শ্লেষ্মা ঘড়্ ঘড়্ করে।

▌ ট্রেকিয়া মধ্যে শ্লেষ্মার অত্যন্ত ঘড়্ ঘড়্ শব্দ; উহা তুলিতে পারে না।

▌ ঘড়্ ঘড়্ শব্দ অনেক দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। * বায়ুনলী-ভুজের সর্দ্দি।

▌ সর্দ্দিজ ক্রূপ, প্রৌঢ়দিগের ক্রূপ।

▌ বৃদ্ধদিগের সর্দ্দি।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—দ্রুত; হ্রস্ব; ভারযুক্ত উদ্বেগপূর্ণ।

▌ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা; উপবিষ্টাবস্থায় থাকিতে বা অবলম্বন দিতে হয়।

▌ রাত্রি ৩ টার সময়ে শ্বাসরুদ্ধ এবং কষ্টপ্রাপ্ত, অবশ্য উঠিয়া বসিতে হয়; কাসী ও গয়ার উঠিলে পর তিনি (স্ত্রীং) কিছু উপশম বোধ করেন।

▌ শিশু জন্মকালে শ্বাস ও রক্তশূন্য।

প্রশ্বাস প্রক্ষেপে অত্যন্ত কষ্ট।

▌ শ্লেষ্মা বশতঃ অত্যন্ত গলা ঘড় ঘড় করিয়া শ্বাসক্রিয়া।

২৭ কাসী।—▌ যুগপৎ কাসী ও হাইতোলা।

▌ কাসী, যদি শিশু রাগান্বিত হয়, এবং আহারের পরেও শিশু খাদ্য ও শ্লেষ্মা বমন করে।

▌ উচ্চ শব্দসহ হ্রস্ব কাসী। * বায়ুনলীভুজের সর্দ্দি।

▌ কাসী রোগীকে উঠিয়া বসিতে বাধ্য করে, সরস ও ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত কিন্তু শ্লেষ্মা (গয়ার) উঠে না।

প্রত্যেক কাসীর আক্রমণের পূর্ব্বে বায়ু লইবার জন্য হাঁপায়।

কাসী :—প্রচুর ফেনাযুক্ত গয়ারসহ অথবা মোটেই গয়ার উঠে না।

▌ কাসী ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আইসে, রোগীর রক্ত দ্ব্যম্লঙ্গার-বাষ্পপূর্ণ হইয়া উঠায় তাহার লক্ষণসকল প্রকাশ পায়।

রক্তযুক্ত, রক্ত উঠার পরে পিচ্ছিল।

২৮ ফুস্‌ফুস।—▌বক্ষ শ্লেষ্মাপূর্ণ বোধ কিন্তু তুলিতে ক্ষমতা নাই।

বক্ষ পূর্ণ বোধ। বক্ষ সঙ্কোচন বোধ।

▌ ফুস্‌ফুসের স্ফীতি (ইডিমা)। ▌ ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎকম্পন।

▌ হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে অত্যন্ত উদ্বেগ, তৎসহ শ্লেষ্মা ও পিত্ত বমন।

নাড়ী :—কঠিন ও দ্রুত, বৃদ্ধদিগের ; দ্রুত, দুর্ব্বল ও কম্পবান ; ক্ষুদ্র।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—কোন দ্রব্য তাঁহাকে স্পর্শ করে তাহা তিনি ভাল বাসেন না ; জামার কলারের বোতাম খুলিয়া দিতে ইচ্ছা।

গ্রীবার মাংসপেশীতে খিলধরা।

পরিশ্রান্তিবৎ পৃষ্ঠদেশে বেদনা, বিশেষতঃ আহারান্তে ও বসিয়া থাকিলে।

▌ সেক্রোলম্বার (কটি) প্রদেশে অত্যন্ত প্রবল বেদনা।

সঞ্চালনের অতি সামান্য মাত্র চেষ্টা করিলে কাঠবমি ও শীতল, চট্‌চটে ঘর্ম্ম উপস্থিত হয়।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—ছিন্নকর ও সূচীবেধ বেদনা।

দক্ষিণ স্কন্ধে, সন্ধি চ্যুতবৎ বেদনা।

▌ হস্তদ্বয়ের কম্পন।

হস্তদ্বয় শীতল ও সরস।

অঙ্গুলির অগ্রভাগসকল মৃতবৎ শুষ্ক ও কঠিন ; চৈতন্যহীন।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পদদ্বয়ে অসাড়তা ও শীতলতা।

নিতম্ব, উরু ও পায়ের ডিমে বাতের বেদনা।

চরণদ্বয়ে পরিশ্রান্তি বোধ। শীতল চরণদ্বয়।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—দুর্ব্বলতা; অসাড়তা ও শীতলতা; ভার।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সদত বিস্তৃত করিতে ইচ্ছা।

উঠিতে এবং উঠিবার ঠিক পূর্ব্বে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে বাতের ও ধৃষ্টাঘাতের অনুভব।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—শয়ন করিতে: ৬। উপবেশন: ২৩, ২৬, ৩১, ৩৩। মস্তকোত্তলন: ২। উত্থান: ৩৪। অবনত: ৩। সঞ্চালন: ৩১, ৩৬, ৪০। বাহুদ্বয় সঞ্চালন: ৩১। বিস্তৃত করিতে ইচ্ছা: ৩৪। ভ্রমণ: ২, ৩৩।

৩৬ স্নায়ু।—কম্পন:—সমগ্র শরীরের; আভ্যন্তরিক; মস্তকের এবং প্রত্যেক সঞ্চালনে হস্তদ্বয়ের পাক্ষাঘাতিক কম্পন।

অত্যন্ত অস্থিরতা। * বায়ুনলীভুজের সর্দ্দি।

অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য ও আলস্য।

ভ্রমি।

৩৭ নিদ্রা।—▌হাইতোলা; অত্যন্ত নিদ্রালুতা; ঘুমাইতে অদম্য ইচ্ছা।

৩৮ সময়।—রাত্রি ৩ টা: ২৬। প্রাতঃকাল: ১০, ১২, ২৫। সন্ধ্যাকাল: ১, ৬, ২৫। রাত্রি: ২৬, ৪০। দিবসে: ৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—দিবসে শীত ও উত্তাপ পর্য্যায়ক্রমে।

দীর্ঘস্থায়ী শীতের পরে প্রবল (কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী নহে) উত্তাপ, প্রত্যেক সঞ্চালনে বর্দ্ধিত।

স্বল্পস্থায়ী শীতের পরে, দীর্ঘস্থায়ী উত্তাপ, তৎসহ নিদ্রা ও কপালে ঘর্ম্ম।

সর্ব্বাঙ্গ শরীরে প্রচুর ঘর্ম্ম, রাত্রিতেও।

ঘর্ম্ম প্রায়ই শীতল ও চট্‌চটে।

আক্রান্ত স্থানসকল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘামে।

৪১ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৪, ৯, ১৬, ১৯, ৩২। বাম: ৩, ৬, ৩০। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে: ৩, ১৯। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে: ৩।

৪৪ তন্তু।—▌ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিসকল; সর্দ্দি বা প্রদাহ; কণ্ঠনালীর প্রদাহ; পাকাশয় প্রদাহ; অন্ত্র প্রদাহ; বায়ুকোষসমূহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত লেরিঞ্জাইটিস, ট্রেকিয়াইটিস, ব্রংকাইটিস, সিস্‌টাইটিস।

▌ পষ্টুলযুক্ত উদ্ভেদ :—কণ্ঠনালীর উপরে; মুখমণ্ডলে; মুখ গহ্বর ও ফুসফুসে; অন্ননলী, পাকাশয় ও জিজুনামে; জননযন্ত্রসমূহে।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—শিশু বেড়াইয়া বেড়াইতে বলে, কেহ তাহাকে স্পর্শ করিলে কান্দে; নাড়ী দেখিতে দেয় না।

৪৬ চর্ম্ম।—শরীরের সর্ব্বত্র লালবর্ণ কণ্ডূয়নযুক্ত উদ্ভেদ।

শরীরের সর্ব্বত্র সরস ফুস্কুড়িযুক্ত উদ্ভেদ।

▌ পষ্টুলযুক্ত উদ্ভেদসকল হইতে মুখমণ্ডলে নীলাভাযুক্ত লালদাগ থাকিয়া যায়, জননযন্ত্র ও উরুদ্বয়ে ঐরূপ উদ্ভেদ, উদ্ভেদ বেদনাযুক্ত।

▌ বসন্তের ন্যায় ঘনসন্নিবিষ্ট উদ্ভেদ, প্রায়ই পষ্টুলাকার, কণ্ডূয়নযুক্ত পষ্টুল সকল মটরের মত বড় বড়। উহা শীঘ্রই শুকাইয়া যায়।

চর্ম্মে চুলকানি।

▌ উদ্ভেদসকল বাহির হয় না এবং আক্ষেপ উপস্থিত হয়; পানিবসন্ত।

৪৮ সম্বন্ধ।—সদৃশ :—একো (ক্রুপ, লেরিংক্সের আক্ষেপ); আর্সে (হাঁপানি; হৃৎপিণ্ডের লক্ষণ সমূহ; পাকাশয়ের সর্দ্দি, ইত্যাদি); ব্যারা-কার্ব্ব; ব্রোমিন (ক্রুপ); হেপার; আওডি; কালি-হাইড্র (ফুস্‌ফুস স্ফীতি, ফুস্‌ফুস প্রদাহ); ল্যাকে (জাগরণের পর শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, হাঁপানি, শ্বাসরোধ, ইত্যাদি); লাইকো (বক্ষে সর্দ্দি, কিন্তু নাসাপুটদ্বয়ের আক্ষেপযুক্ত সঞ্চালনের পরিবর্ত্তে এণ্টিম-টার্টে নাসাপুটদ্বয় বিস্ফারিত থাকে); ভিরাট্র (উভয়েরই উদরাময়, পেটবেদনা, বমন, শীতলতা এবং অম্ল খাইতে প্রবল ইচ্ছা লক্ষণ আছে; এণ্টিম-টার্টে অধিকতর উৎক্ষেপ বা নৃত্য, নিদ্রালুতা এবং মূত্রত্যাগে বেগ আছে; ভিরাট্রমে অধিকতর শীতল ঘর্ম্ম ও ভ্রমি বা মোহ)।

ইপিকার সদৃশ (কিন্তু শ্বাসক্রিয়ার বিকৃতি বা ব্যাঘাত বশতঃ অধিকতর

নিদ্রালুতা আছে। যখন ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া আইসে, রোগী নিদ্রালু হইয়া পড়ে এবং কাসী থামিয়া অথবা বারে অল্প হইয়া আইসে তখন ইহা ইপিকার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃতব্য)।

টীকা দেওয়ার পরিণাম ফলসমূহে যখন থুজা নিষ্ফল হয় এবং সাই-লিসিয়া উপযোগী বোধ হয় না।

ফসফরসের সহিত ব্যাবহৃত হয়—ক্ষয়প্রাপ্ত দেহে মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় রোগে; লেরিঞ্জাইটিস, ফুসফুস প্রদাহ, ইত্যাদিতে।

জননযন্ত্র সমূহে এণ্টিম-টার্ট কর্ত্তৃক উৎপাদিত পষ্টুল সকল কোনিয়াম আরোগ্য করে।

এণ্টিম-টার্টের পরে সুফলপ্রদ:—ক্যাম্ফা, ইপিকা, পলসা, সিপি, সলফা।

এণ্টিম-টার্ট সুফলপ্রদ:—ব্যারা-কার্ব্ব, পলসা, ক্যাম্ফা ও কষ্টিকমের পরে।

এণ্টিম-টার্টের প্রতিবিষ:—এসাফি, সিঙ্কো, ককু, ইপিকা, লরো, ওপি, পলসা ও সিপি।

এণ্টিম-টার্ট প্রতিষেধ করে:—সিপিয়া।

এপিস মেলিফিকা।

(মধুমক্ষিকার বিষ)

পরীক্ষক:—ব্রন্স, ১৮৩৫।

১ মন।—অচৈতন্যতা।

▌ তন্দ্রা, মধ্যে মধ্যে এক একবার অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার।

দুর্ব্বল স্মরণ শক্তি। ▌ অন্যমনস্ক।

মস্তকে যেন কিছুই প্রবেশ করে না; ▌ তাচ্ছিল্য।

কোন বিষয়ে চিত্ত স্থির করিতে পারে না।

আস্তে আস্তে অস্পষ্ট প্রলাপ।

▌ হঠাৎ অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার। *মস্তকে জলসঞ্চয়, ইত্যাদি।

▌ অত্যন্ত অশ্রুযুক্ত, ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারে না।

মৃত্যুভয়।

তাচ্ছিল্য, শ্রবণশক্তি হ্রাস।

প্রকৃতি :—খিট্‌খিটে, অসন্তুষ্ট চিত্ত; বায়ু-প্রধান (স্নায়বীয়)।

‖ হিংসা (স্ত্রীলোকদিগের)।

৩ মস্তকাভ্যন্তর —মস্তিষ্ক শ্রান্ত বোধ।

অক্ষিগহ্বর মধ্যে বেদনা সহ, চক্ষুপরি অল্প অল্প, ভারযুক্ত মাথাধরা।

পুরাতন শিরঃপীড়া, কপাল ও রগদ্বয়ে অত্যন্ত প্রবল বেদনা, সময়ে সময়ে চক্ষুদ্বয় আক্রান্ত, তৎসঙ্গে সঙ্গে মাথাঘোরা, বিবমিষা ও বমন, মস্তক ও চক্ষুদ্বয় নিম্ন করিতে হয়।

মস্তক মধ্যে জ্বালা ও দপদপানি, সঞ্চালন ও অবনত করিলে বৃদ্ধি, হস্তদ্বয় সজোরে চাপিয়া ধরিলে ক্ষণিক উপশম।

অক্ষিপটে কামড়ানি (aching)।

বামরগে এবং তন্নিকটস্থ স্থানে, মক্ষিকার হুলবেধবৎ স্নায়ুশূল বেদনা।

মস্তক ও মুখমণ্ডলে রক্তাধিক্যতা; মস্তক মধ্যে পূর্ণতা।

‖ শিশু স্থির হইয়া থাকে; প্রলাপ, হঠাৎ চীৎকার করিয়া ক্রন্দন, বক্রদৃষ্টি, দন্ত সংঘর্ষণ, বালিসে মাথা গোঁজা; এক পার্শ্ব উৎক্ষেপ-যুক্ত, অপর পার্শ্ব পক্ষাঘাতবিশিষ্ট; ঘর্ম্মে মস্তক স্নাত; মূত্র অল্প, দুগ্ধবৎ; শ্বাস বায়ুতে দুর্গন্ধ; জিহ্বায় টাটানি। *তরুণ মস্তকোদক। *বিসর্পোদ্ভেদের পরে।

‖ অক্ষিপটে বেদনা, তৎসহ সময়ে সময়ে অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার।

পুরাতন মেনিঞ্জাইটিস। মস্তিষ্ক লক্ষণে বোধ হয় যে যদিও মস্তিষ্ক ঝিল্লি মধ্যে যথার্থ সিরম নিঃসৃত না হউক, নিঃসৃত হইবার আশঙ্কা আছে।

‖ মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় (মস্তকোদক); নিদ্রা বা তন্দ্রা; চক্ষুদ্বয় লালবর্ণ, মস্তক উষ্ণ, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার; জিহ্বা শুষ্ক, চর্ম্ম শুষ্ক, হস্তদ্বয় শীতল ও নীলবর্ণ; মূত্ররুদ্ধ, উদর বেদনাযুক্ত; আমযুক্ত উদরাময়, দুর্গন্ধযুক্ত, অসাড়ে, তাহাতে পূঁজের অংশ সকল থাকে। ২০ দেখ।

মস্তকে জলসঞ্চয়বৎ মস্তকের বৃদ্ধি।

॥ বহির্মস্তক।—▌ মস্তক স্ফীত অনুভব; চর্ম্ম স্ফীত ও অনম্য বোধ।

করোটীত্বক, কপাল ও চক্ষুর চতুর্দ্দিকে স্ফীতভাব। * করোটীত্বক ও মুখমণ্ডলের বিসর্পযুক্ত প্রদাহ।

▌ মস্তক বালিসে গোঁজা (boring)।

▌ ফন্টানেলিস বসিয়া যায়। * শৈশব বিসূচিকা।

• চক্ষু।—▌ বক্রদৃষ্টি; অক্ষিগোলকের কম্পন; রাত্রিতে বৃদ্ধি।

▌ জ্বালাকর, হুলবেধবৎ, চিড়িকমারা বেদনা।

▌ কঞ্জঙ্কটাইভা রক্তপূর্ণ, গাঢ় বর্ণের রক্তবহা নাড়ীপূর্ণ; কিমোসিস।

▌ কর্ণিয়া :—পুরু, গাঢ় ধূমবর্ণের দাগযুক্ত; অস্বচ্ছ; ধূমযুক্তবৎ।

কর্ণিয়াতে ক্ষত।

কঞ্জঙ্কটাইভা প্রদাহ, আলোকাসহতা, কিন্তু চক্ষু আবৃত করিতে পারে না।

▌ জ্বালাকর অশ্রুবারি, প্রচুর; আলোকে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা।

অক্ষিপুটদ্বয় :—স্ফীত, উল্টাইয়া পড়ে; স্ফীত ও অত্যন্ত চৈতন্যাধিক; ▌ শোথবৎ স্ফীতি, চক্ষুর নিম্নে ব্যাগের ন্যায় স্ফীতি।

• কর্ণ।—শ্রবণশক্তি হ্রাস।

উভয় কর্ণের আরক্তিমতা ও স্ফীতি।

প্রত্যেক চীৎকারের সহিত কর্ণের পশ্চাতে হাত তুলে।

• নাসিকা।—▌ নাসিকা স্ফীত, লালবর্ণ ও শোথবৎ ফুলা।

▌ নাসারন্ধ্রে স্ফোটক, ঠাণ্ডায় ভাল।

শাদা, ঘন, দুর্গন্ধ, রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মাস্রাব।

• মুখমণ্ডল।—মুখের চেহারা :—আনন্দকর, সুখজনক; ভীতিযুক্ত; তাচ্ছিল্য-প্রকাশক; চেহারা বিকৃত, মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ও অধিক স্ফীত; অন্তঃপ্রবিষ্ট, রক্তশূন্য, রুগ্নবৎ।

মুখমণ্ডল :—রক্তশূন্য; কালচে লালবর্ণ; জ্বালা ও খোঁচাবেধাসহ, স্ফীত, লালবর্ণ ও উষ্ণ, দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক; শোথবৎ ফুলা, ▌ মোমবৎ, রক্তশূন্য।

শীতল চরণসহ, গণ্ডদ্বয়ের জ্বালা।

▌ মুখমণ্ডলের বিসর্প।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ঠোঁট শোথবৎ স্ফীত।

ওষ্ঠ স্ফীত, উষ্ণ ও রক্তপূর্ণ।

অধর ফাটা।

জ্বালা :— ঠোঁটে ; চিবুকে।

▌ শ্বাসরোধাবস্থায় নীলবর্ণ ঠোঁট; গলমধ্যে সঙ্কোচন।

১০ দন্ত।—মাড়ী হইতে সহজেই রক্তপড়ে।

মাড়ীতে প্রবল বেদনা।

বাম পার্শ্বের উপরকার কসের দন্তে লম্ফনকারী বেদনা।

দন্তমধ্যে টাটানি ও হুলবেধবৎ বেদনাসহ, মাড়ী ও গণ্ডের স্ফীতি ও আরক্তিমতা।

দন্তোদ্গম :—মাড়ী জলপূর্ণ বোধ হয়, শিশু চীৎকারসহ জাগিয়া উঠে ; চর্ম্মোপরি স্থানে স্থানে লালদাগ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—তিক্তাস্বাদ।

কথা কহিতে বা জিহ্বা বাহির করিতে পারে না।

জিহ্বার শুষ্কতা ; মুখগহ্বরের অগ্নিবৎ আরক্তিমতা, বেদনা ; জিহ্বার কিনারায় বরাবর ক্ষতবৎ টাটানি, জ্বালা ও বেদনাযুক্ত ফোস্কা।

জিহ্বা :—অগ্রভাগ লালবর্ণ ; স্ফীত ; শুষ্ক দেখায়, উজ্জ্বল ; ফাটা টাটানি, ক্ষতযুক্ত, কিম্বা জলপূর্ণ ফুস্কুড়িতে পূর্ণ ; শাদা ক্লেদাবৃত ; জিহ্বাপ্রদাহ।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্য ও ফসেসের শুষ্কতা।

দুর্গন্ধ শ্বাসবায়ু।

আঠাবৎ চটচটে, কঠিন, ফেনাযুক্ত লালা।

১৩ গলমধ্য।—▌ টন্সিল গ্রন্থিদ্বয় স্ফীত, উজ্জ্বল লালবর্ণ, গলাধঃকরণকালে হুলবেধবৎ বোধ।

টন্সিল ও তালুতে গভীরক্ষত ; ক্ষতের চতুর্দ্দিকে দেখিতে বিসর্পযুক্ত ও শোথবৎ স্ফীতিযুক্ত।

গ্লটিসের শোথবৎ স্ফীতি।

গলমধ্যে আঠাবৎ শ্লেষ্মা।

গলমধ্য ভিতরে ও বাহিরে স্ফীত; স্বরভঙ্গ; শ্বাসক্রিয়া ও গলাধঃকরণ কষ্টকৃত।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা নাই, খাইতে ইচ্ছাও নাই।

অপরিতৃপ্ত তৃষ্ণা; পুনঃ পুনঃ কিন্তু প্রত্যেক বার অল্প অল্প জলপান করে। * বক্ষের সর্দ্দি, উদরাময়, ডিপথিরিয়া এবং কোন কোন শোথরোগে।

তৃষ্ণাশূন্য। * মস্তিষ্কমেরুমজ্জীয় মেনিঞ্জাইটিস, ডিম্বকোষের শোথ, উদরী প্রভৃতি রোগে এবং গর্ভাবস্থায়।

জ্বরের উত্তাপের সহিত তৃষ্ণা নাই; মুখগহ্বর শুষ্ক।

অম্লাক্ত দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা।

শিশু দিনে স্তনপান করে, রাত্রিতে করে না। * টীকা দেওয়ার পরে।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—মুখে জলউঠা; তিক্ত বা জ্বালাকর গলাবহিয়া উঠা।

বমন :—পিত্ত; শ্লেষ্মা; ভুক্ত ও পিচ্ছিল পদার্থ; এবং উদরাময়।

১৯ উদর।—পাকাশয়ে জ্বালাকর উত্তাপ।

পঞ্জরাস্থির নিম্নে টাটানিবৎ বেদনানুভব।

▌ হাইপোকণ্ড্রিয়া প্রদেশে বেদনা, উর্দ্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

উদরের স্ফীতি ও বৃদ্ধি প্রাপ্তি।

উদরে গড় গড় ডাকা। প্রবল কর্ত্তনবৎ বেদনা।

▌ বোধ হয় যেন অন্ত্রে ধৃষ্টাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। * রক্তামাশয়। * উদরী।

অন্ত্রে জ্বালা, হুলবেধ।

▌ এক্সুডেশান (সিরাম স্রাবসহ) পেরিটোনাইটিস; প্রায়ই তৎসহ জরায়ুপ্রদাহ; মূত্র অল্প ও কাল্‌চেবর্ণ।

▌ উদরের প্রাচীর টান টান; ইলিও-সিকাল প্রদেশের চৈতন্যাধিক্যতা। * টাইফাস।

২০ মল, ইত্যাদি।—সরলান্ত্রে দপ্‌দপানি, তৎসহ অনুভব হয় যেন মলদ্বার সম্পূর্ণ রুদ্ধ; বেগ দেওয়া।

উদরাময়:—▌জলবৎ; পেটকামড়ানিসহ, হরিদ্রাবর্ণ; জলবৎ ও দুর্গন্ধযুক্ত; জলবৎ, প্রচুর, কাল; সবুজাভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ আম, প্রাতঃকালে বৃদ্ধি; পিচ্ছিল আম ও রক্ত; পুনঃ পুনঃ রক্তযুক্ত ও বেদনাশূন্য; সবুজ, পিচ্ছিল, প্রচুর, উজ্জ্বল লালবর্ণ পিণ্ডবৎ পদার্থ পূর্ণ; পাতলা, হরিদ্রাবর্ণ, তৎসহ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, শরীরের প্রত্যেক সঞ্চালনের সহিত মলত্যাগ, বোধ হয় যেন মলদ্বার সদত খোলাই রহিয়াছে।

কোষ্ঠবদ্ধ, তৎসহ বৃহৎ, কঠিন মল, কষ্টকৃত মলত্যাগ।

▌অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব, তৎসহ জ্বালাকর বেদনা, মলদ্বারের ক্ষত, সদত বেগ বা কোঁথপাড়া। * মলদ্বার স্খলন (prolapsus ani)।

২১ মূত্র।—বৃক্ককে বেদনা, চাপ দিলে অথবা অবনত হইলে বেদনা বোধ।

মূত্রবাহকনলীর বরাবর পুনঃ পুনঃ হঠাৎ বেদনার আক্রমণ।

▌পুনঃ পুনঃ এবং জ্বালাযুক্ত মূত্রত্যাগসহ, মূত্রাশয়ের গ্রীবার অত্যন্ত উত্তেজনশীলতা।

পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু কেবল কয়েক ফোটামাত্র প্রস্রাব নির্গত হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্রতা, নিরুদ্ধ প্রকশ (stricture)।

শিশুদিগের কষ্টকৃত মূত্রত্যাগ।

মূত্রবেগ ধারণে অক্ষমতা।

মূত্র:—স্বল্প, লালবর্ণ; রক্তবর্ণ, রক্তযুক্ত, উষ্ণ ও স্বল্প; স্বল্প, দুর্গন্ধি; থাকিলে ঘোলা হয়; স্বল্প, দুগ্ধবৎ, এল্‌বুমেনযুক্ত; কাল্‌চেবর্ণ, কাফির গুঁড়ার ন্যায় অধঃক্ষেপযুক্ত।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—পুনঃ পুনঃ এবং দীর্ঘস্থায়ী লিঙ্গোত্থান।

▌স্ক্রোটামের শোথ; জলদোষ (hydrocele)।

স্ক্রোটামের প্রবল চুলকানি ও আরক্তিমতা, স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ডিম্বকোষ (ওভারি) প্রদেশে তীক্ষ্ণ, কর্ত্তনবৎ,

বেদনা, নিম্নে উরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত; দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক।

* ডিম্বকোষ প্রদাহ। * ডিম্বকোষার্ব্বুদ।

ডিম্বকোষ প্রদেশে ভার বোধ।

দক্ষিণ ডিম্বকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বাম বক্ষপ্রদেশে বেদনা, কাসী।

▌ ডিম্বকোষদ্বয়ের (দক্ষিণ) অথবা জরায়ুর শোথ।

▌ কোঁথপাড়া বেদনাসহ জরায়ু প্রদেশের উপর অত্যন্ত টাটানি বোধ।

জরায়ু প্রদেশের উত্তাপ ও পূর্ণতা বোধ।

▌ জরায়ু অথবা ডিম্বকোষ প্রদেশে জ্বালাকর অথবা হুলবেধবৎ বেদনা।

রক্তাধিক্যতাযুক্ত অথবা প্রদাহিত ডিম্বকোষসহ, ঋতু রুদ্ধ।

ঋতুরোধ (amenorrhœa)।

অতি স্বল্প পিচ্ছিল রক্তস্রাবসহ, রজঃশূল (dysmenorrhœa)।

যোনি-ওষ্ঠের স্ফীতি।

ডিম্বকোষার্ব্বুদ।

শ্বেতপ্রদর :—প্রচুর, জ্বালাকর, সবুজবর্ণ।

২৪ গর্ভাবস্থা।—▌ প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব।

স্তনযুগল :—জ্বালা, হুলবেধ, স্ফীতি, কাঠিন্য ও পূঁজোৎপত্তি।

▌ স্তনদ্বয়ের বিসর্প।

▌ স্তনদ্বয়ের স্কিরাস অর্ব্বুদে, অথবা কর্কট রোগে হুলবেধ, জ্বালা।

সদ্যজাত শিশুদিগের নাভিক্ষত।

২৫ লেরিংক্স।—প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গতা ; শুষ্কতা, জ্বালা।

▌ ইডিমা গ্লটিডিস।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—দ্রুত ও কষ্টকৃত, তৎসহ জ্বর ও মাথাধরা ; হ্রস্ব, দ্রুত ; বামপার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি।

শ্বাসরোধানুভব ; গলার নিকট কিছুই রাখিতে বা সহ্য করিতে অক্ষম।

২৭ কাসী।—প্রবল কাসী, বিশেষতঃ শয়ন ও নিদ্রার পরে।

কাসী :—ঘুংরিবৎ ; শুষ্ক, তৎসহ ওয়াকতোলা ; বক্ষের ঊর্দ্ধাংশের টাটানিসহ।

গয়ার :—অতি কদাচিত উঠে ; মিষ্ট অথবা আস্বাদ বিহীন।

২৮ ফুসফুস।—টাটানি বোধ, যেন ঘৃষ্ট অথবা আঘাত প্রাপ্ত।

▌ বক্ষোদক (hydrothorax) * প্লুরিসির পরে।

বক্ষের বামপার্শ্বে সূচীবেধ।

▌ বক্ষের সমগ্র সম্মুখ পার্শ্বে জ্বালাকর, হুলবেধ বেদনা।

২৯ হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—নাড়ী :—দ্রুতগতি, পূর্ণ ও বলশালী; মণিবন্ধে প্রায় অনুভূত হয় না; সময়ে সময়ে সবিরাম ও অননুভবনীয়; ▌ কঠিন, ক্ষুদ্র ও দ্রুত।

৩০ বহির্বক্ষ।—▌ বক্ষ বোধ হয় যেন ঘৃষ্ট অথবা আঘাত প্রাপ্ত।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—গ্রীবার পশ্চাতে অনম্যতা।

দক্ষিণ, পরে বামস্কন্ধে প্রবল বাত।

▌ হস্তদ্বয়ের শোথবৎ স্ফীতি।

▌ জ্বালা, হুলবেধ ও দপ্‌দপানি সহ আঙ্গুলহাড়া; স্পর্শে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা; বিশেষতঃ সালফারের অপব্যবহারের পর।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বাম নিতম্ব সন্ধির নিকটে টাটানি বেদনা।

বাম জানুমধ্যে অতি প্রবল বেদনা।

পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে বেদনা, তৎসহ আরক্তিমতা।

▌ পদ ও চরণদ্বয় রক্তশূন্য, স্ফীত, শোথবৎ ফুলা।

৩৬ অবস্থিতি।—শয়ন : ২; বামপার্শ্বে : ২৬, ২৭। উপবেশন : ২, ৩১। উত্থান : ৩৬। সঞ্চালন : ৩, ২০, ৩২, ৪০। ভ্রমণ : ২। অবনত হওয়া : ৩, ২১।

বেদনাযুক্ত অংশসমূহের অবস্থিতি পরিবর্ত্তনে উপশম।

সঞ্চালন বা ভ্রমণকালে বেদনা সকল উপশম।

৩৭ নিদ্রা।—▌ ঘুমাইতে ইচ্ছা, কিন্তু স্নায়বিক অস্থিরতা বশতঃ পারে না।

ক্রমাগত গভীর নিদ্রা।

▌ নিদ্রাকালে চীৎকার করিয়া উঠে; হঠাৎ চমকাইয়া উঠে।

স্বপ্ন :—পর্য্যটনের; উড়ার; অসুখকর।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ২, ২৫। বৈকালে, ৩টা : ৪০; ৪টা : ৭। সন্ধ্যাকাল : ৩১, ৪০। রাত্রি : ৫, ১৪, ৩৩। দিবস : ১৪।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—খোলা বায়ুতে থাকিতে ইচ্ছা।

শীতল বায়ুতে দুর্ব্বলতা ও কাসীর পীড়াসকল বর্দ্ধিত হয়।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—বৈকালে ৩টার সময়ে শীত।

অতি সামান্য সঞ্চালনে শীত বোধ।

শীতলতা অনুভব কিন্তু চর্ম্ম শীতল নহে; কম্পজ্বর।

উত্তাপ, তৎসহ গাত্র অনাবৃত করিতে ইচ্ছা।

শুষ্ক, উষ্ণ চর্ম্ম, কিম্বা পর্য্যায়ক্রমে শুষ্ক এবং সরস চর্ম্ম।

▌ উষ্ণাবস্থায় ন্যূনাধিক প্রবল মাথাধরা, সাধারণতঃ ক্রমাগত গভীর নিদ্রা। * সবিরাম জ্বর।

▌ ঘর্ম্মাবস্থা হয় অনুপস্থিত নতুবা অতি সামান্য মাত্র।* সবিরাম জ্বর।

▌ ক্রমাগত অল্প অল্প (low) জ্বর; তৃষ্ণা নাই; বৈকালে ৩টার সময়ে বৃদ্ধি, সেই সময়ে অত্যন্ত নিদ্রালু।

▌ বিকার জ্বর, বিশেষতঃ আন্ত্রিক, মাস্তিষ্ক ও উদ্ভেদ প্রকারের জ্বরসকল।

ঘর্ম্মাবস্থায় তৃষ্ণার অভাব; উত্তাপাবস্থায় তৃষ্ণা থাকিতে পারে বা পারে না, শীতাবস্থায় সর্ব্বদা তৃষ্ণা।

বিজ্বরাবস্থায়:—পদদ্বয় স্ফীত; প্রস্রাব স্বল্প; অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ও সন্ধি-সমূহ টাটানি; অস্থির; আম্বাত।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৮, ২২, ২৩, ৩১। বাম: ৩, ৮, ১০, ১৮, ২৩, ২৯, ৩১, ৩৩, ৪০। বাম হইতে দক্ষিণে: ২৯, ৩১। দক্ষিণ হইতে বামে: ৩২। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে: ১৮। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে: ২৩।

৪৩ অনুভব।—জ্বালা, মক্ষিকা দংশনের ন্যায় হুলবেধ এবং টাটানি,—এই তিনপ্রকারই প্রধান বেদনা।

৪৪ তন্তু।—রক্ত ও রক্তসঞ্চালন সম্বন্ধীয় পীড়া, শোথ, শিরাপ্রদাহ, শিরা-কুঞ্চন, কালশিরা-স্থানসকল, গলিত ক্ষত, অস্বাস্থ্যসূচক পূজোৎপত্তি।

অস্থিবেষ্টক ঝিল্লি প্রদাহ।

▌ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি:—প্রদাহিত; ইফুসান; সাইনোভাইটিস।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি প্রদাহিত ও সর্দ্দিযুক্ত।

গ্রন্থি বর্দ্ধিত, প্রদাহিত।

মাংসপেশী অনম্য, চাপ দিলে বেদনা, কতক স্ফীত ; বাতের প্রদাহ।

১৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ১৭, ১৯, ২২, ২৬, ৩২, ৪৬। চাপ : ৩, ১৭, ১৯, ২১।

১৬ চর্ম্ম।—হুলবেধ, জ্বালা, খোঁচাবেধা অথবা চুলকানি, অতি সামান্য মাত্র স্পর্শে চৈতন্যাধিক্যতা।

চর্ম্ম অত্যন্ত উষ্ণ ও রক্তবর্ণ।

অতি প্রগাঢ় লালবর্ণ উদ্ভেদ।

▌ স্কার্লাটিনা।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পষ্টুল, তৎসহ জ্বালা, হুনহুনে, হুলবেধ, তাহার উপর শুষ্ক, আঁইসবৎ মামরী।

▌ বিসর্প, তৎসহ ধ্বস্তাঘাত প্রাপ্ত, টাটানি বেদনা এবং অধিক স্ফীতি।

বক্ষ ও উদরোপরি শাদা উদ্ভেদ।

গরমের সময়ে যখন ঘর্ম্ম হয় না তখন আম্বাত।

জ্বালাকর, হুলবেধযুক্ত বেদনাসহ পচনশীল বিস্ফোটক (কার্ব্বঙ্কল)।

১৭ অবস্থা।—পৈত্তিক, বায়ুপ্রধান ধাতু ; স্ত্রী ও শিশু, বিশেষতঃ বিধবাগণ।

বৃদ্ধদিগের হাঁপানি।

যাহাদের গর্ভস্রাবের আশঙ্কা থাকে তাহাদের অতি উচ্চ ক্রম ব্যতীত এপিস সেবন করা অবিধেয়।

১৮ সম্বন্ধ।—ক্রমের প্রতিবিষ :—ইপিকা, ল্যাকে।

প্রতিষেধ করে :—ক্যাম্ফা (মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাশয়-প্রদাহ) ; আওডিয়াম, চায়না ও ডিজিটেলিসের অপব্যবহার।

টীকা দেওয়ার পর ইহা সুফলপ্রদ (বিসর্প, বেদনাশূন্য উদরাময়) ; আঙ্গুলহাড়ায় সালফারের পরে।

এপিসের পরে সুফলপ্রদ :—গ্রাফাই, আর্সে, ফসফ, ষ্ট্রামো, লাইকো, সলফা, আওডি।

কার্য্যাবশেষপূরক :—নেট্রম-মিউরে।

এপিস পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয় :—জানুর স্ফীতিতে আওডিয়মের সহিত; চক্ষুর স্ফীতিতে সলফারের সহিত; আম্বাতে হেপারের সহিত; পেরিটোনাইটিসসহ উদরীতে মার্কুরিয়াসের সহিত; ষ্টাফিলোমাতে লাইকপোডিয়ামের সহিত।

সদৃশ:—একুটি-রাসি (শোথ); এনাকা (আম্বাত); এপো-ক্যান (শোথ); আর্ণি (ঘৃষ্টাঘাত, টাটানি); আর্সে (বিকারযুক্ত জ্বর, গলিতক্ষত, শোথ, আম্বাত, কম্পজ্বর); বেলেড (মেনিঞ্জাইটিস—বিশেষতঃ মস্তিষ্কের, ফসেসপ্রদাহ, বিসর্প, গ্রন্থিসমূহের পীড়া, ইত্যাদি); ব্রোমি (ঋতুকালে ডিম্বকোষ-স্ফীতি); ব্রাইও; ক্যান্থা (বিসর্প, মূত্রলক্ষণসমূহ); চায়না; কলচি (বাত); ক্রোট-টিগ (আম্বাত); ইউফ্রে (কঞ্জঙ্কটাইভা); ফের; গ্রাফাই; হেফার; আওডি (জানুর স্ফীতি); ল্যাকে (বিকারাবস্থা, গলিত ক্ষত); লাইকো; মার্কু; নেট্র-আর্সে; নেট্র-মিউরে (কম্প, আম্বাত); পলসা; রসটক্স (চক্ষুদ্বয়, কিন্তু এপিসে অল্প পুঁজোৎপত্তি; ফুস্কুড়িযুক্ত বিসর্প, এপিস অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ এবং বাম হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত; বিকারাবস্থা; অস্থিরতা); রুমেক্রিস্প (বেদনাশূন্য, সবুজাভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ উদরাময়); স্তাবা (ডিম্বকোষ ও জরায়ু সম্বন্ধীয় লক্ষণসকল); সিপি; সাইলি; সলফা (গুটিকাযুক্ত মেনিঞ্জাইটিস, উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়া বিশেষতঃ আম্বাত, হাঁপানি, বক্ষোদক); টেরিবি (মূত্রসম্বন্ধীয় লক্ষণসমূহ); থেরিডি (মাথাঘোরা); থুজা (সাইকোসিস, টীকার কুফল); আর্টি-ইউরে; জিঙ্ক; ক্যালকে-আওডি।

এপোসাইনাম ক্যানাবিনাম।

১ মন।—বিহ্বল।

বিমর্ষ চিত্ত। * উদরী ও পুরাতন উদরাময়।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—সন্ধ্যাকালে মস্তকের ভার।

মস্তকোদক; নিদ্রাদোষ, একচক্ষুর দৃষ্টি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত।

৫ চক্ষু।—উত্তাপ, বামচক্ষু লাল, যেন চক্ষুতে বালি পড়িয়াছে বোধ।

৮ মুখমণ্ডল। শয়নের পরে স্ফীত ভাব; বসিলে পর চলিয়া যায়।

১২ মুখমধ্য।—জাগিলে মুখের শুষ্কতা; তৃষ্ণা।

সদত থুথু ফেলা; মুখমধ্যে ও ফসেসে শ্লেষ্মা ও লালানিঃসরণ বর্দ্ধিত।

আস্বাদ:—তিক্ত।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—▌ অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু জল সহ্য হয় না, জলপানে বেদনা উপস্থিত হয় অথবা তৎক্ষণাৎ বমিত হয়। * শোথ।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—নিদ্রার পরে বিবমিষা।

প্রবল বমন, দুর্ব্বলতা ও নিদ্রালুতা, শীতলচর্ম্ম।

১৭ পাকস্থলী।—▌ পাকাশয় এত উত্তেজনশীল যে এক ঢোক জলও পেটে থাকে না। * শোথ।

১৯ উদর।—▌ উদরী।

২০ মল, ইত্যাদি।—পিত্তযুক্ত মল; পাতলা, কিন্তু প্রচুর নহে।

২২ মূত্র।—স্বল্প; কোন অসুখ নাই।

মূত্রাবরোধ, তৎসহ নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—যুবতী স্ত্রীলোকদিগের রজোরোধ; উদর ও পদদ্বয় স্ফীত ভাব।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব ক্রমাগত অথবা থাকিয়া থাকিয়া; তরল বা জমাট বান্ধা; বিবমিষা, বমন, হৃৎকম্পন; সঞ্চালিত হইলে নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ; বালিস হইতে মস্তকোত্তলনে ভ্রমি।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—▌ বক্ষোদক (hydrothorax)।

জাগিলে বক্ষে কষ্টবোধ। দীর্ঘনিশ্বাসের অনম্য ইচ্ছা।

২৭ কাসী।—সরল, ঘড় ঘড় করিয়া, তৎসহ বক্ষে কষ্টবোধ; শুষ্ক, হ্রস্ব; সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে।

অতি অল্প শাদা শ্লেষ্মা গয়ার উঠে।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—দুইবার বমনের আক্রমণের মধ্যে নাড়ী স্পন্দন মিনিটে ৪৫ বার। * জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—উভয় জানুতে কামড়ানি (aching)।

পদ ও জানুদ্বয়ের শোথবৎ স্ফীতি।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—চুলকানি; দৌর্ব্বল্য।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—মস্তকোত্তলনে, ভ্রমি : ২৩।

শয়নে, মুখমণ্ডল স্ফীতভাব, উঠিয়া বসিলে ভাল : ৮।

৩৬ স্নায়ু।—দৌর্ব্বল্যসহ সাধারণ অস্থিরতা। * মস্তকোদক।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রালুতা; বমন; দৌর্ব্বল্য।

নিদ্রাবিভূত।

অস্থিরতা, অতি অল্প নিদ্রা।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ৫, ৭, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭। সন্ধ্যাকাল : ৩, ২৭, ৩৭, ৪৬। রাত্রি : ২৭।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শয্যায় শয়ন মাত্র গাত্রোষ্ণতা।

ঘর্ম্ম; যখন চর্ম্ম (ঘর্ম্মে) সরস হয়, তখন শোথ থামে।

৪৪ তন্তু।—▌ বহিঃস্রাব হ্রাস, বিশেষতঃ মূত্র, ঘর্ম্ম।

▌ তরুণ প্রদাহজনিত শোথ।

▌ শোথ:—তৎসহ অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু জলপানে বেদনা উপস্থিত কিম্বা তাহা বমিত হয়, টাইফাস, স্কার্লাটিনা; সিরোসিসের পরে; কিন্তু প্রধানতঃ কোন প্রকার যান্ত্রিক পীড়া (বিকার) না থাকিলে।

৪৮ সম্বন্ধ।—সদৃশ :—এসেট-এসি; ▌ এপি (এপিসের শোথে তৃষ্ণা নাই); আর্সে; বেলেড; ব্রাইও; চায়না; কলচি; ডিজিটে (শোথ; ক্ষীণ নাড়ী); ইলাটি; ▌ হেলিবো (মস্তকোদক,

উদরী, ইত্যাদি); কালি-কার্ব্ব; লাইকোপো; মার্ক্; সিনা; সলফা; ভিরাট্র-এল্ব।

▌ কুইনাইন অপব্যবহারের পর শোথ।

এমোনিয়াম কার্ব্বনিকাম।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—বিস্মৃত; অন্যমনস্ক।

কার্য্যে বিতৃষ্ণা, কোন কাজেই ইচ্ছা নাই।

সম্পূর্ণ অপ্রসন্নতা; উদ্বেগ, তৎসহ কাঁদিতে ইচ্ছা।

২ চৈতন্য।—পুনঃ পুনঃ মাথাঘোরা, বোধ হয় যেন চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত পদার্থ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে; প্রাতঃকালে গাত্রো-খানের পর, সমস্ত দিন থাকে, সন্ধ্যাকালে সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি; রাত্রিতেও বৃদ্ধি, যখন মস্তক সঞ্চালন করে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মাথাধরা:—প্রাতঃকালে, কিন্তু বৈকালে বৃদ্ধি।

রাত্রিতে প্রেকবেধবৎ, সূচীবেধবৎ মাথাধরা।

কপালে স্পন্দনকারী, আঘাতকারী, চাপযুক্ত বেদনা, যেন উহা ফাটিয়া যাইবে; আহারান্তে বৃদ্ধি; খোলা বায়ুতে ভ্রমণে বৃদ্ধি; চাপ হইতে এবং উষ্ণগৃহে উপশম।

মস্তকের নানাস্থানে সূচীবেধ।

ছিন্নকর:—সমস্ত মস্তকে; রগে; বাম কর্ণের পশ্চাতে, মস্তক শীর্ষ পর্য্যন্ত উঠে।

৪ বহির্মস্তক।—কপালের অস্থিবেষ্টক ঝিল্লিতে আকৃষ্টবৎ বেদনা, প্রাতঃ-কালে নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে, গাত্রোত্থানে চলিয়া যায়।

অতিশয় করোটিত্বক কণ্ডূয়ন, বিশেষতঃ অক্ষিপটে।

৫ চক্ষু।—দ্বিত্ব দৃষ্টি।

চক্ষুতে জ্বালাসহ, আলোকে বিতৃষ্ণা।

দক্ষিণ চক্ষুর হানি।

চক্ষুতে চাপ, কর্ত্তন ও সূচীবেধ।

চক্ষুতে জ্বালা এবং অক্ষিপুটের কিনারায় চুলকানি।

দক্ষিণ উপরাক্ষিপুটে অঞ্জনি।

চক্ষুপ্রদাহ ; দৃষ্টি অপরিষ্কার।

অশ্রুস্রাবসহ, চক্ষু রক্তপূর্ণ।

৬ কর্ণ।—শ্রবণশক্তি হ্রাস ; কর্ণ চুলকায় এবং পুঁজ পড়ে।

কর্ণের সম্মুখে গুন্ গুন্ শব্দ।

কর্ণোর্দ্ধে চুলকানি, সমস্ত শরীরে বিস্তৃত হয়।

দক্ষিণ প্যারাটিড গ্রন্থির কঠিন স্ফীতি।

৭ নাসিকা।—অবনত হইলে নাসাগ্রে রক্ত ধাবিত হয়।

প্রাতঃকালে মুখ ধুইবার সময় নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

নাসিকা হইতে জ্বালাকর জল নিঃসরণ।

রাত্রিতে নাসিকা রুদ্ধ হইয়া থাকে, মুখ দিয়া শ্বাস ফেলিতে হয়।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলে উত্তাপ :—তৎসহ গণ্ডদ্বয় লালবর্ণ ; মানসিক পরিশ্রমের সময় ; আহারের সময় ও আহারান্তে।

মুখমণ্ডল রক্তশূন্য, স্ফীত ভাব।

কপাল, গণ্ডদ্বয় ও চিবুকোপরি পষ্টুলযুক্ত উদ্ভেদ।

মুখের কোণে, গণ্ড এবং চিবুকোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক ও কঠিন স্থান, তাহা হইতে জল ও রক্ত পড়ে।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—মুখের চতুর্দ্দিকে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ।

ঠোঁটের উপর কণ্ডূয়নযুক্ত উদ্ভেদ।

ওষ্ঠে বেদনা, যেন ফাটিয়া গিয়াছে।

অধরের মধ্যস্থলে ফাটা, রক্তপড়ে ও জ্বালাকরে।

ঠোঁটের নীলাভা।

১০ দন্ত।—সন্ধ্যাকালে শয্যায় যাইবামাত্র প্রবল দন্তবেদনা।

দন্তে দন্তে ঘর্ষণে কসের দন্তে সূচীবেধ বেদনা।

দন্ত দীর্ঘ অনুভূত হয়। দন্ত পড়িয়া যায়।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—ঈষৎ মিষ্ট; রক্তের; তিক্ত; খাদ্যের; অম্লাক্ত অথবা ধাতব।

জিহ্বায় বেদনাযুক্ত ফোস্কা।

১২ মুখমধ্য।—মুখগহ্বর এবং অন্ননলীর আরক্তিমতা ও প্রদাহ।

অনুভব হয় যেন মুখগহ্বর স্ফীত।

অতিশয় লালানিঃসরণ।

১৩ গলমধ্য।—গলাধঃকরণে গলমধ্যে বেদনা, যেন দক্ষিণ টন্সিল স্ফীত।

টন্সিল বর্দ্ধিত, নীলাভাযুক্ত, সেখানে অত্যন্ত দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা।

গলমধ্যে জ্বালাকর বেদনা।

টন্সিলের গলিত ক্ষতের আশঙ্কা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্রমাগত তৃষ্ণা, ক্ষুধা নাই।

রুচি :—কেবল রুটী ও শীতল খাদ্যে; মিষ্টান্নে।

অত্যন্ত ক্ষুধা ও রুচি কিন্তু অল্প পরিমাণে খাইলেই পরিতৃপ্ত হয়।

১৫ পানাহার।—জলপান না করিয়া খাইতে পারে না।

আহারের সময়ে বৃদ্ধি :—মুখমণ্ডলে উত্তাপ, মাথাধরা, বিবমিষা ও দৌর্ব্বল্য।

আহারান্তে বৃদ্ধি :—বিবমিষা, পাকাশয় ও কপালে চাপ বোধ।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার :—শূন্য; অসম্পূর্ণ; খাদ্যের আস্বাদ; অম্ল।

বুকজ্বালা। বিবমিষা এবং যাহা খাইয়াছে সমস্ত বমন; তৎপরে মুখমধ্যে অম্লাস্বাদ।

১৭ পাকস্থলী।—পূর্ণবোধ। শূন্যবোধ।

আহারান্তে পাকাশয়ে চাপ।

পাকাশয়ে উত্তাপ, উহা অন্ত্রমধ্যে বিস্তৃত হয়।

পাকাশয়ের বেদনা, তৎসহ মুখদিয়া জলউঠার সম্ভাবনা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়ামে চাপ অথবা টাটানি অনুভব।

বাম হাইপোকণ্ড্রিয়ামে সূচীবেধ।

প্লীহার রোগসকল।

১৯ উদর।—বোতামের ন্যায় নাভির উপরে চাপ।

উদরের বামপার্শ্বে চাপযুক্ত বেদনা।

পেট বেদনা এবং স্কন্ধাস্থিদ্বয় মধ্যে বেদনা।

উদরের মধ্যদিয়া সূচীবেধ।

২০ মল, ইত্যাদি।—বেদনাযুক্ত উদরাময়।

মল ও আম।

মলের কাঠিন্য বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ।

মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে রক্তস্রাব।

মলত্যাগের পরে প্রষ্টাটিক রসনিঃস্রব।

মলত্যাগের পর অর্শ বাহির হয়, তৎসহ দীর্ঘস্থায়ী বেদনা, ভ্রমণ করিতে পারে না।

মলদ্বারে চুলকানি। মলদ্বারে জ্বালা।

২১ মূত্র।—রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ; নিদ্রাবস্থায় অসাড়ে মূত্রত্যাগ, প্রাতঃকালের দিকে।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—অণ্ডকোষ ও শুক্রবাহক নলীতে বেদনা; অণ্ডকোষ স্পর্শে চেতন্যাধিকস্থতা, লিঙ্গোত্থানে বৃদ্ধি।

অণ্ডকোষ ও স্ক্রোটাম শ্লথ।

সঙ্গমেচ্ছা না হইয়া লিঙ্গোত্থান, প্রাতঃকালে।

প্রবল সঙ্গমেচ্ছা, লিঙ্গোত্থান প্রায় থাকে না।

প্রায় প্রতি রাত্রি স্বপ্নদোষ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুঃ—অসময়ে, প্রচুর, তৎপূর্ব্বে পেটকামড়ানি ও বেদনা, এবং অক্ষুধা; অতি বিলম্বে, স্বল্প এবং অল্পস্থায়ী; কাল্‌চে, রক্তজমাট সহ; বিদাহী ঋতুশোণিত, উহার সংস্পর্শে উরুদেশে ক্ষত জন্মে।

ঋতুর প্রারম্ভে ওলাউঠার ন্যায় লক্ষণ।

শ্বেতপ্রদর:—জলবৎ, জ্বালাকর, জরায়ু হইতে নির্গত হয়; বিদাহী, প্রচুর, যোনি হইতে নির্গত হয়।

বাহ্যজননেন্দ্রিয়ের স্ফীতত্ব, কণ্ডূয়ন ও জ্বালা।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গতা, উচ্চরবে কথা কহিতে পারে না; কথা কহিলে বৃদ্ধি; অত্যন্ত শুষ্কতা।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—এমন কি দুই চারি পা উপরে উঠিতে অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট; খোলা বায়ুতে হ্রাস।

শ্বাসকষ্ট, তাহাতে হ্রস্ব কাসী হয়।

‖ কোন রোগের ভোগের সময় শ্বাসরুদ্ধের আশঙ্কা। প্রত্যেক পরিশ্রমে শ্বাসের হ্রস্বতা ও হৃৎকম্পন।

‖ এম্ফিসিমা।

২৭ কাসী।—কাসী:—রাত্রিতে, প্রায় মধ্যরাত্রিতে; রাত্রি ৩। ৪ টার সময়ে অতি প্রবল; শুষ্ক, বিশেষতঃ রাত্রিতে, যেন গলমধ্যে পালককণা রহিয়াছে; বক্ষস্থলের আক্ষেপযুক্ত, সঙ্কোচনসহ লেরিংক্সের উপদাহ (irritation) জনিত হাঁপানি রোগের হ্রস্ব কাস।

২৮ ফুস্‌ফুস।—বক্ষে জ্বালা।

দক্ষিণ বক্ষে সূচীবেধ:—অবনত হইলে; ভ্রমণে; শয্যায় উঠিয়া বসিলে।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎকম্পন শুনা যায়, তৎসহ অত্যন্ত উদ্বেগের আক্রমণ, যেন মৃত্যু হইবে; শীতল ঘর্ম্ম; অজ্ঞাতসারে অশ্রুস্রাব; কথা কহিতে অক্ষম; কষ্টকৃত, উচ্চশব্দে শ্বাসক্রিয়া এবং হস্তদ্বয়ের কম্পন।* এঞ্জাইনা পেকটরিস।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—লোমিক গ্রন্থিসকল স্ফীত।

কটিদেশে প্রবল বেদনা।

কেবল বিশ্রামকালে, দিবসে, কটিদেশে চাপযুক্ত, আকৃষ্টবৎ বেদনা; ভ্রমণকালে চলিয়া যায়।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বগলের গ্রন্থিসকল বেদনাযুক্ত ও স্ফীত।

দক্ষিণ বাহুতে খিলধরা।

দক্ষিণবাহু অতিশয় গুরু ও শক্তিশূন্য বোধ হয়।

মণিবন্ধে, হস্তের পশ্চাতে, অঙ্গুলি সমূহে বেদনা।

হস্তদ্বয়ের কম্পন।

শীতল জলে ধৌত করিলে পর হস্তদ্বয় নীলবর্ণ ও শিরা সকল স্ফীত।

▌ অঙ্গুলির অগ্রভাগের প্রদাহ, আঙ্গুলহাড়া।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিম্নাঙ্গের অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য ও অলসতা।

ভ্রমণকালে নিতম্বসন্ধিতে প্রবল বেদনা।

জানুর ঊর্দ্ধদেশে অত্যন্ত জ্বালাসহ নীলবর্ণ দাগ্। পায়ে খিলধরা।

প্রাতঃকালে জাগিবার সময়ে গুল্‌ফদ্বয়ে অতি প্রবল বেদনা।

শীতল পদ, বিশেষতঃ শয়ন করিবার সময়।

সন্ধ্যাকালে, বিশেষতঃ শয্যায় পদাঙ্গুষ্ঠ আরক্ত, স্ফীত ও বেদনা বিশিষ্ট।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—নড়িতে অনিচ্ছা।

বিশ্রাম: ৩১। শয়ন: ১৯, ৩৩। স্থির হইয়া বসিতে বাধ্য: ২৬। উপবেশন: ৩৩। দণ্ডায়মান: ৩৩। সঞ্চালন: ২, ৩২। অবনত: ৭, ২৮। উত্থান: ৪। ভ্রমণ: ৩ (খোলাবায়ুতে), ২৮, ৩১, ৩৩। আরোহণ: ২৬। পরিশ্রম: ২৬।

৩৭ নিদ্রা।—অস্থির, অস্বচ্ছন্দ নিদ্রা, ছট ফট করে।

নিদ্রাবস্থায় বারংবার চকিত হইয়া জাগরণ, ও তৎপরে অতিশয় ভয়।

প্রতি রাত্রে বুকচাপা (স্বপ্নে বাক্‌রোধ)। *হৃদ্‌রোগ।

স্বপ্ন:— সুস্পষ্ট; কামোদ্দীপক; অভাব ও বিপদের; ভূতের; মৃত্যুর; মৃত ব্যক্তির; কীটাদির।

নিদ্রাকালে কথা কহে।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ২, ৩, ৪, ৭, ১৬, ২১, ২২, ৩৩, ৪০। বৈকাল: ৩৭। সন্ধ্যা: ২, ১০, ২৭, ৩৩, ৪০। দিবা: ৩১, ৪০। রাত্রি: ২, ৭, ১৭, ২০, ২১, ২২, ২৭, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৪০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—শীতলবায়ুতে চৈতন্যাধিক।

খোলা বায়ু: ২৬, ৪০। উষ্ণ গৃহ: ৩, ২৬, ৪০। শয্যায় উষ্ণ হইলে: ৩৩, ৪৩। ধৌত করিলে: ৭, ৩২।

শিশুগণ স্নান বা ধৌত করিতে ভাল বাসে না।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সন্ধ্যাকালে,শীত।

শীত খোলাবায়ুতে বর্দ্ধিত, উষ্ণগৃহে হ্রাস।
বিলেপী (হেক্‌টিক) জ্বর। *স্কার্ভি।
প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম, প্রধানতঃ সন্ধিসমূহে।
শরীরের নিম্নাঙ্গে ঘর্ম্ম।
দিবা বা রাত্রিকালীন ক্রমাগত ঘর্ম্ম।

১ আক্রমণ।—অমাবস্যার সময়ে বৃদ্ধি।

২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৫, ৬, ১৩, ১৮, ২৮, ৩০, ৩২। বাম: ৩, ৮, ১৮, ১৮, ১৯, ২৮।

১ অনুভব।—আকৃষ্ট বোধ, যেন মাংসপেশী ছোট পড়িয়াছে।
বেদনা যেন সন্ধিসকল মচকাইয়া গিয়াছে।
সন্ধিসমূহে ছিন্নকর, শয্যার উত্তাপে উপশম।

তন্তু।—নাসিকা, মাড়ী ও অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব।
মাংসপেশী কোমল ও শ্লথ, শীর্ণতা। * স্কার্ভি।
স্থানসকলের গলিতাপকর্ষ (যথা গলিত ক্ষত ইত্যাদি) প্রবণতা। *ভগের প্রদাহ।

চর্ম্ম।—প্রবল কণ্ডূয়ন; চুলকাইলে পর জ্বালাকর ফোস্কা বাহির হয়।
চুলকাইলে কণ্ডূয়ন হ্রাস।
▌ দূষিত স্কার্লাটিনা।
বৃদ্ধদিগের বিসর্পে যখন মাস্তিষ্ক লক্ষণসকল প্রকাশিত হয়; উদ্ভেদ সকল থাকিতে থাকিতে দৌর্ব্বল্য ও সর্ব্বশরীরের টাটানি; গলিত ক্ষতের সম্ভাবনা।

৪৭ অবস্থা।—স্ক্রফুলাদূষিত-ধাতু বালকগণ।
বলিষ্ঠ স্ত্রীলোকগণ, যাহারা কেবল বসিয়া থাকে, এবং যাহাদের শীতকালে সহজেই সর্দ্দি লাগে।
বৃদ্ধদিগের বিসর্প।

৪৮ সম্বন্ধ।—সদৃশ:—এমো-মিউরে; এণ্টিম-টার্ট (এম্ফিসিমা); আর্ণি; আর্সে (প্রদাহসকল); অরম (হৃৎপিণ্ড); এপি (স্কার্লাটিনা, জ্বালা-হুলবেধ); বেলেড; কষ্টু; হেপার; কালি-

বাইক্র ; কালি-কার্ব্ব ; ল্যাকে (বিসর্প) ; লরো ; নেট্রাম-মিউরে ; ফস্‌ফ ; পলসা ; রসটক্স (স্কার্লাটিনা, তৎসহ প্যারটাইটিস, ইত্যাদি) ; রুটা ; ষ্টাফি ; সলফা ; ভিরাট্র (ঋতুর সময়ে ওলাউঠার ন্যায় লক্ষণ)।

ল্যাকেসিসের সদৃশ।

প্রতিষেধ করে :—কীটাদির হুলফুটান।

প্রতিষেধিত হয় :—আর্ণি, ক্যাম্ফ, হেপার কর্ত্তৃক।

এমোনিয়াম মিউরিয়াটিকম।

পরীক্ষক :—নেনিং।

১ মন।—ক্রন্দনেচ্ছা, এবং সময়ে সময়ে ক্রন্দন।

কথা কহিতে অনিচ্ছা।

অত্যন্ত ব্যগ্রতা।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা ও মস্তকের পূর্ণতা ; সময়ে সময়ে যেন তিনি (স্ত্রীং) কোন পার্শ্বে টলিয়া পড়িবেন।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালে ভার, প্রায়ই দিবসে।

কপালে নাসিকামূলের নিকট চাপবোধ, তৎসহ অনুভব হয় যেন মস্তিষ্ক ছিন্ন হইয়াছে।

অক্ষিপটে সঙ্কোচক বেদনা।

বাম রগে ও মস্তকের পার্শ্বে সূচীবেধ।

৪ বহির্মস্তক।—করোটীত্বকের কণ্ডূয়ন।

অক্ষিপটের দক্ষিণ পার্শ্বে কণ্ডূয়নযুক্ত ফুস্কুড়ি।

৫ চক্ষু।—চক্ষুর সম্মুখে কুয়াসা। চক্ষুর সম্মুখে হরিদ্রাবর্ণ দাগসকল।

চক্ষুর সম্মুখে উড্ডীয়মান বিন্দু ও দাগসকল।

রাত্রিতে চক্ষুজ্বালা ও অশ্রুস্রাব।

৬ কর্ণ।—দক্ষিণ কর্ণমধ্যে গুন্‌গুন্‌ ও গোঁ গোঁ শব্দ।

স্রাবসহ শ্রবণশক্তির হ্রাস।

উভয় কর্ণে কণ্ডূয়ন, চুলকাইলে উপশমিত হয় না।

কর্ণমধ্যে সূচীবেধ, প্রেকবেধ ও জ্বালা, প্রধানতঃ খোলাবায়ুতে।

নাসিকা।—সর্দ্দিসহ আঘ্রাণশক্তি বিলুপ্ত।

নাসারন্ধ্রের ভিতরে ও কিনারায় টাটানি।

স্পর্শে চৈতন্যাধিক্যতাসহ বাম নাসারন্ধ্রে ক্ষতযুক্ত বেদনা।

বাম নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, তৎপূর্ব্বে চুলকানি।

সর্দ্দি, তৎসহ নাসিকা রুদ্ধ, স্বরভঙ্গতা ও লেরিঙ্কে জ্বালা।

▌ সজল (সরস) বিদাহী সর্দ্দি, ঠোঁট ক্ষত হইয়া যায়।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের জ্বালাকর উত্তাপ, খোলাবায়ুতে চলিয়া যায়।

মুখাস্থি সমূহে ছিন্নকর বেদনা।

গণ্ডের স্ফীতি।

নিম্নমুখমণ্ডল।—ঠোঁট অগ্নিবৎ জ্বালা করে।

মুখের কোণ ক্ষতযুক্ত।

ওষ্ঠে ফুস্কুড়ি ও ফোস্কা।

দন্ত।—বিনষ্ট দন্তে বেদনা, অঙ্গুলি দিয়া টিপিয়া ধরিলে দূরীভূত হয়।

নিম্নে বামপার্শ্বের মাড়ী স্ফীত।

জিহ্বা, ইত্যাদি।—জ্বালাকর বেদনাসহ, জিহ্বাগ্রে ফোস্কা।

গলমধ্য।—গলমধ্যে সূচীবেধ।

গলমধ্যের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক স্ফীতি, গলক্ষত, তৎসহ আঠাবৎ শ্লেষ্মা। গলামধ্যে শুষ্কতা।

১৫ পানাহার।—রুচি নাই।

অধিক তৃষ্ণা, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—বক্ষে সূচীবেধসহ হিক্কা।

উদ্গার :—শূন্য ; তিক্ত অথবা খাদ্যের আস্বাদযুক্ত।

বিবমিষা, তৎসহ মুখদিয়া জলউঠা।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে শূন্য অথবা ক্ষুধাবোধ।

উপবাসের ন্যায় অনুভব, তথাপি পাকাশয়ে পূর্ণতানুভব।

পাকাশয়ে টাটানি, যেন তন্মধ্যে কীট আছে।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—উভয় হাইপোকণ্ড্রিয়াতে আভ্যন্তরিক বেদনা।
বসিয়া থাকিলে প্লীহামধ্যে সূচীবেধ।

১৯ উদর।—পেটকামড়ানি, নাভির নিকট মোচড়ানি।
নিম্নোদরে ভার, যেন ভার চাপান।
উদরের স্ফীতি। উদরে সূচীবেধ।

২০ মল, ইত্যাদি।—ভ্রমণকালে পেরিনিয়মে সূচীবেধ অথবা ছিন্নকর বেদনা।
▌মলত্যাগকালে, এবং তৎপরে কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত, সরলান্ত্রে জ্বালা।
প্রাতঃকালে সবুজ, পিচ্ছিল, উদরাময়ের মল।
উদরাময়, তৎসহ মলদ্বারে টাটানি; সেখানে টাটানিযুক্ত পষ্টুল।
আহারান্তে উদরাময়, তৎপর উদর, পৃষ্ঠদেশ, কটি ও হস্তপদাদিতে বেদনা; অধিক বায়ুনিঃসরণ।
অর্শ। শ্বেতপ্রদর বা রুদ্ধ হইলে অর্শ।

২১ মূত্র।—বারম্বার বেগ, তৎসহ বারম্বার প্রস্রাব।
রাত্রিতে প্রচুর ও পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব।
গভীর হরিদ্রাবর্ণ মূত্র। কর্দ্দমবৎ অধঃক্ষেপ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—বাম শুক্রনলীতে সূচীবেধ ও স্পন্দন।
বারংবার লিঙ্গোত্থান (বা লিঙ্গকাঠিন্য)।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—▌ঋতু অত্যন্ত আগাইয়া, তৎসহ উদর ও কটিদেশে বেদনা, রাত্রি পর্য্যন্ত থাকে; রাত্রিতে স্রাব অধিকতর প্রচুর। *জরায়ুস্খলন।
শ্বেতপ্রদর:—ডিম্বের শাদার ন্যায়, তৎপূর্ব্বে নাভিদেশে মোচড়ানি; প্রত্যেক প্রস্রাবের পরে পিচ্ছিল, বেদনাশূন্য।

২৫ লেরিংক্স।—বৈকালে স্বরভঙ্গতা, তৎসহ লেরিংক্সের জ্বালা, পুনঃ পুনঃ হক্ করিয়া কাস, তৎসহ ক্ষুদ্র পিণ্ডবৎ শ্লেষ্মা উঠে।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসের হ্রস্বতা।
খোলাবায়ুতে ভ্রমণকালে বক্ষে ভারবোধ।

২৭ কাসী।—দিবা বা রাত্রে গলমধ্যে শুড় শুড়ি বশতঃ শুষ্ক কাসী; প্রাতঃ-কালে শুষ্ক, তৎসহ বক্ষে সূচীবেধ; বৈকালে সরল হয়।

গলমধ্যে চুলকানি বোধ হইয়া রক্তউঠা।

২৮ ফুস্ফুস।—বক্ষমধ্যে চাপ ও সূচীবেধ, যেন একদলা খাদ্য তথায় আটকাইয়া রহিয়াছে।

দক্ষিণপার্শ্বে বক্ষের নিম্নাংশে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে জ্বালা।

প্রাতঃকালে কেবল দণ্ডায়মানাবস্থায় বামবক্ষে একটী ক্ষুদ্র স্থানে স্পন্দন।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে ছিন্নকর। নাড়ী বর্দ্ধিত-গতি।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা অনম্য (অচল), তৎসহ গ্রীবাপশ্চাৎ হইতে স্কন্ধদ্বয়েরমধ্যে সঞ্চালনে বেদনা।

দুই স্কন্ধাস্থির মধ্যে ঘৃষ্ট ও মচকানবৎ বেদনা।

বাম স্কন্ধাস্থি মধ্যে সূচীবেধ।

দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির মাংসপেশীতে চিমটিকাটা।

কটিদেশে বেদনা, বিশ্রাম বা সঞ্চালনকালে, রাত্রিতে শয্যাতেও, চিৎ হইয়া বা পার্শ্বফিরিয়া শুইতে পারে না।

লম্বোসেক্রাল (কটি) দেশে প্রবল বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বগলের গ্রন্থিসমূহের স্ফীতি।

প্রথমে দক্ষিণ, পরে বাম স্কন্ধাস্থিতে বাতের বেদনা।

দক্ষিণ কনুই হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত আকৃষ্ট ও ছিন্নকর বেদনা।

দক্ষিণ সম্মুখবাহু ভারী।

হস্তের পৃষ্ঠদেশে স্ফীতিসহ বাম মণিবন্ধের ছিন্নকর বেদনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিম্নাঙ্গের অলসতা ও দৌর্ব্বল্য।

বাম নিতম্বে বেদনা, হাঁটিতে গেলে খোঁড়ায়; উপবেশনকালে অস্থিমধ্যে চর্ব্বণবৎ বেদনা।

উপবেশন কালে উরুদ্বয়ে ছিন্নকর বেদনা।

বাম পদের নিম্নাংশে খিলধরাবৎ সঙ্কোচন।

ক্ষতবৎ বেদনা সহ গুল্‌ফদ্বয়ের অতি প্রবল ছিন্নকর (এবং সূচীবেধ); সময়ে সময়ে ঘর্ষণে উপশম।

সন্ধ্যাকালে দক্ষিণ পায়ের তলায় চুলকানি।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—একবার এখানে, একবার সেখানে, এই-রূপে সমস্ত অঙ্গাদির মধ্যে ছিন্নকর ও বেদনাযুক্ত উৎক্ষেপ।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—অঙ্গাদিতে বেদনা সঞ্চালনে উপশম।

বিশ্রাম : ৩১। শয়ন : ৬, ২৭। উপবেশন : ৩৭। দণ্ডায়মান : ২৮। অবনত : ৩। সঞ্চালন : ৩১, ৩২। পার্শ্ব পরিবর্ত্তন : ২৭। ভ্রমণ : ১৮, ২০, ৩৩, ৩৬।

৩৬ নিদ্রা।—নিদ্রালুতা অভাবে প্রাতঃকালে সদত হাইতোলা।

সন্ধ্যারম্ভে নিদ্রালুতা।

চরণদ্বয়ের শীতলতা বশতঃমধ্যরাত্রির পূর্ব্বে ঘুমাইতে পারে না।

মস্তকে উত্তাপ বশতঃ মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে।

অস্থির নিদ্রা এবং মধ্যরাত্রির পরে জাগরণ।

উদ্বেগপূর্ণ, ভয়াবহ স্বপ্ন, নিদ্রা হইতে চমকাইয়া উঠে।

স্বপ্ন :—জলে পতিত হওয়া; রোগের; কামোদ্দীপক।

উদরে অতি প্রবল কর্ত্তনবশতঃ রাত্রি ২ টার সময়ে জাগে।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকালে : ১, ৫, ১৭, ২৭, ২৮, ৩৬, ৩৭, ৪০, ৪৩। বৈকাল : ১৮, ২৫, ২৭। সন্ধ্যাকাল : ১৫, ১৯, ৩০, ৩৩, ৩৭, ৪০, ৪৬। রাত্রি : ৫, ৬, ২১, ২৩, ৩১, ৩৩, ৩৭, ৪০। দিবা : ২। দিবা ও রাত্রি : ৪০। রাত্রি কিম্বা দিবা : ২৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—সাধারণতঃ খোলাবায়ুতে উপশম।

খোলাবায়ু : ৫, ৬, ৮, ২৬, ৩৬। উষ্ণগৃহ : ৪০। গৃহ : ৫। ধৌত : ৫।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—পৃষ্ঠ বহিয়া শীত উঠে।

প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উত্তাপ।

আরক্ত, স্ফীতভাব মুখমণ্ডল সহ উত্তাপ, বিশেষতঃ উষ্ণগৃহে ও শারীরিক পরিশ্রমের পরে।

উত্তাপের পরে দিবা ও রাত্রি ঘর্ম্ম।

সর্ব্বাঙ্গে রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম, মধ্যরাত্রির পরে এবং অতি প্রত্যুষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৩, ৪, ৬, ১৮, ১৯, ২৮, ৩১, ৩২, ৩৩। বাম: ৩, ৫, ৭, ১০, ১৯, ২২, ২৭, ২৮, ৩১, ৩২, ৩৩।

স্কন্ধসন্ধি:—দক্ষিণ, তৎপরে বাম: ৩২।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ: ৭। চাপ: ১০। চুলকাইলে: ৬।

৪৬ চর্ম্ম।—শরীরের নানাস্থানে কণ্ডূয়ন, সাধারণতঃ সন্ধ্যাকালে শয্যায় যাইবার পূর্ব্বে, পরে উপশম।

সমগ্রশরীরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উদ্ভেদ।

হাম।

বসন্ত শরীরে ও উর্দ্ধাঙ্গে বেশী।

৪৭ অবস্থা।—যাহারা স্থূলকায় (মোটা) এবং ধীরপ্রকৃতি তাহাদের পক্ষে উপযোগী; শরীর মোটা কিন্তু পদদ্বয় সরু।

৪৮ সম্বন্ধ।—সদৃশ:—এণ্টিম-ক্রুড (শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি); এলো (ঔদরিক লক্ষণ); আর্সে (সর্দ্দিসমূহ); আর্জে-নাইট্র (গলমধ্যে শ্লেষ্মা); ক্যালকে-কার্ব্ব (মোটাশরীর; স্কন্ধাস্থিদ্বয় মধ্যে শীতলতা, প্রচুর ঋতু); কোনি (রাত্রিকালীন কাসী); কষ্টিক (অচল সন্ধি, মাংসপেশীর সঙ্কোচন; জ্বালাকর স্বরভঙ্গ); কার্ব্ব-ভেজ (স্বরভঙ্গ; বক্ষোপরি জ্বালা, ইত্যাদি); কলো (শূল বা পেটবেদনা); হেপার; আওডি; কালি-বাইক্র (দড়ির ন্যায় আঠাবৎ শ্লেষ্মা); কালি-ক্লোর (সর্দ্দি); কালি-হাইড্র (পৃষ্ঠদেশে ফুস্কুড়ি ইত্যাদি); মার্কু; মার্কু-কর; ম্যাগনে-মিউরে (রক্তযুক্ত গয়ার; দুর্ব্বলতা-দোষযুক্ত মূত্রাশয়); নেট্রাম-মিউরে (সর্দ্দি); নক্স-ভমি; ফস্ফ; রসটক্স (মচকাইয়া যাওয়া, বসিয়া থাকিলে সন্ধিতে বেদনা বৃদ্ধি); সেনেগা; সিপি (সন্ধি-নিকটে ফোস্কা, দুর্ব্বলতাদোষযুক্ত মূত্রাশয়); সাইলি; সলফা।

প্রতিষেধিত হয়:—কফিয়া, নক্সভমিকা কর্ত্তৃক।

এম্ব্রা।

হানিমান কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

১ মন।—স্মরণশক্তি বিকৃত।

প্রত্যেক বিষয়ই ৩।৪ বার পড়িতে হয় এবং তবুও বুঝিতে পারে না।

স্তম্ভিত ভাব। মস্তকমধ্যে গোলমাল (confusion)।

বিকৃত মূর্ত্তি, বিকৃত মুখভঙ্গি, পৈশাচিক মুখমণ্ডল তাঁহার কল্পনায় উদিত হয়।

বিষণ্ণচিত্ত ; নিরাশ ; বিমর্ষতা।

রাত্রিতে সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম ও যন্ত্রণা।

২ মস্তকাভ্যন্তর।—ছিন্নকর :—কপালে ; মস্তকশীর্ষ পর্য্যন্ত বাম রগে ; দক্ষিণ কপালে উন্নত স্থান ও বাম কর্ণের পশ্চাতে।

মস্তোকপরি এবং দৃশ্যতঃ মস্তিষ্কের উর্দ্ধ অর্দ্ধাংশে বেদনাদায়ক ছিন্নকর।

মস্তকমধ্যে ছিন্নকর বেদনার প্রাধান্য।

৪ বহির্মস্তক।—চুল উঠিয়া যায়।

মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে একটী স্থান, যেখানকার কেশ স্পর্শ করিলে টাটানিবৎ বেদনা।

৫ চক্ষু।—কুয়াসা মধ্য দিয়া দেখার ন্যায় দৃষ্টি অপরিষ্কার।

ধুলি পড়ার ন্যায় চক্ষুমধ্যে চাপ ও জ্বালাবোধ ; অশ্রুস্রাব।

অক্ষিপুটে চুলকানি যেন একটী অঞ্জনি হইতেছে।

৬ কর্ণ।—বৈকালে কর্ণমধ্যে গোঁ গোঁ ও বংশিধ্বনি।

বাম কর্ণে ঘড়িতে দম দেওয়ার ন্যায় শব্দ।

শ্রবণশক্তি হ্রাস।

দক্ষিণ কর্ণে ছিন্নকর।

কর্ণ মধ্যে কীটচারবৎ, চুলকানি ও শুড়শুড়ি।

সঙ্গীতে কাসী বৃদ্ধি হয়।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে।

নাসিকা রুদ্ধ। নাসিকামধ্যে শুষ্ক রক্ত জমিয়া থাকে।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলে উত্তাপ।

ফুস্কুড়ি। মুখমণ্ডলের কামলাবৎ বর্ণ।

উপর চোয়ালের উপর গণ্ডে বেদনাযুক্ত স্ফীতি, তৎসহ মাড়ীতে দপ্‌দপানি।

১০ দন্ত।—এখন একটী তখন অপর দন্তে আকৃষ্ট বেদনা; উষ্ণতায় বর্দ্ধিত, ঠাণ্ডায় ক্ষণিক উপশম; চর্ব্বণে বর্দ্ধিত হয় না।

মাড়ী হইতে রক্ত পড়ে।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—প্রাতঃকালে জাগিলে পর মুখে তিক্তাস্বাদ।

দুগ্ধ পানের পর অম্লাস্বাদ।

▌র‍্যানুলা।

১২ মুখমধ্য।—মুখে দুর্গন্ধ, প্রাতঃকালে বৃদ্ধি।

মুখে ফোস্কা। মুখগহ্বরের জ্বালা ও ফাটাবৎ বেদনা।

১৩ গলমধ্য।—প্রাতঃকালে গলমধ্যে শুষ্কতা।

ঢোক গিলিবার সময়ে গলমধ্যে টাটানি বোধ।

হাওয়া লাগাইয়া গলায় বেদনা; গলমধ্য হইতে দক্ষিণ কর্ণ মধ্যে সূচীবেধ, নাড়াইলে বেদনা বোধ হয়।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—তৃষ্ণাশূন্যতা।

১৫ পানাহার।—উষ্ণ পানীয় হইতে বৃদ্ধি, বিশেষতঃ গরম দুগ্ধ হইতে; আহারান্তে ভাল: ৪০।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—শূন্য, তিক্ত বা অম্ল উদ্গার।

বুকজ্বালা:—অসম্পূর্ণ উদ্গারসহ; খোলাবায়ুতে ভ্রমণকালে; দুগ্ধপান হইতে।

প্রাতঃকালিক আহারান্তে বিবমিষা।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে চাপ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—প্লীহাপ্রদেশে ছিন্নকর বেদনা।

১৯ উদর।—উদর স্ফীত; অত্যন্ত বায়ুসঞ্চয়, তাহা নিঃসৃত না হইয়াই উপশমিত হয়।

। উদরে শীতলানুভব।

উদরের এক পার্শ্বে শীতলতা।

পেটবেদনা, কখন কখন তৎপরে উদরাময়।

২০ মল, ইত্যাদি।—কয়েক দিন কোষ্ঠবদ্ধ থাকিয়া প্রচুর কোমল মল।

মল বড় কিন্তু কঠিন নহে।

বারম্বার মলত্যাগের নিষ্ফলবেগ, ইহাতে তাঁহাকে (স্ত্রীং) উদ্বেগপূর্ণ করিয়া তুলে, । এই সময়ে নিকটে অন্য লোক আসিলে অসহ্য বোধ হয়।

মলের সহিত প্রচুর রক্তনির্গমণ।

২১ মূত্র।—রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব।

অম্লগন্ধবিশিষ্ট মূত্র। * হুপ্‌শব্দক কাসী।

যতখানি জল পান করে তাহার তিনগুণ প্রস্রাব।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—জননযন্ত্রসমূহে আভ্যন্তরিক, প্রবল, কামোদ্দীপক অনুভব; রাত্রিতে স্বপ্নদোষ।

পুংজননযন্ত্রে কণ্ডূয়নযুক্ত ফুস্কুড়ি।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ডিম্বকোষপ্রদেশে সূচীবেধ।

। প্রত্যেক সামান্য ঘটনায় যথা কঠিন মলত্যাগের পর অথবা নিয়মিতাপেক্ষা একটু বেশী হাঁটিলে পর ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়ে রক্তস্রাব।

ঋতুর সময়ে শিরাসকল স্ফীত হওয়ায় বাম পদ সম্পূর্ণ নীলবর্ণ হইয়া উঠে।

ঘন, শ্লৈষ্মিক শ্বেতপ্রদর, দিন দিন বর্দ্ধিত হয়; প্রত্যেক স্রাবের পূর্ব্বে যোনিমধ্যে সূচীবেধ।

শয়ন করিলে জরায়ু লক্ষণসকল বর্দ্ধিত হয়।

ভগোপরি প্রবল কণ্ডূয়ন, স্থানসকল চুলকাইতে হয়।

২৫ লেরিংক্স।—গলমধ্যে শুড়শুড়ি, তাহাতে কাসী হয়।

স্বরভঙ্গতা এবং স্বরের কর্কশতা, তৎসহ ঘন, আঠাবৎ শক্ত শ্লেষ্মা সঞ্চয়, কাসিলে সহজেই উঠিয়া যায়।

লেরিংক্স ও ট্রেকিয়ামধ্যে চুলকানি, চাঁচিয়া তোলা ও টাটানি।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—বক্ষে কসিয়া ধরা বোধ, গভীর শ্বাস লইতে বা সম্পূর্ণ হাইতুলিতে পারে না।

বক্ষে ও স্কন্ধাস্থিদ্বয় মধ্যে কষ্টবোধ।

বৃদ্ধ ও শিশুদিগের হাঁপানি।

২৭ কাসী।—থাকিয়া থাকিয়া কাসীর আক্রমণ যেন কাসী বক্ষের গভীর স্থান হইতে আসিতেছে, গলমধ্যে প্রবল শুড়শুড়ি বশতঃ কাসী উত্তেজিত হয়, প্রাতে গয়ার উঠে, সন্ধ্যাতে উঠে না।

▌ প্রবল আক্ষেপযুক্ত কাসী, তৎসহ পুনঃ পুনঃ উদ্গার ও স্বরভঙ্গতা।

২৮ ফুস্‌ফুস।—বক্ষমধ্যে ক্ষতবৎ টাটানি বোধ।

বক্ষে চুলকানি।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের নিকট কষ্ট বা উদ্বেগ বোধ।

খোলাবায়ুতে ভ্রমণকালে হৃৎকম্পন।

বক্ষে চাপবোধসহ অতি প্রবল হৃৎকম্পন।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা পশ্চাতে চাপযুক্ত, আকৃষ্টবৎ বেদনা।

বাম, কিম্বা উভয় স্কন্ধে ছিন্নকর বেদনা।

পৃষ্ঠের দক্ষিণ পার্শ্বে বাতের বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাম স্কন্ধসন্ধিতে ছিন্নকর।

স্কন্ধ, কনুই, সম্মুখবাহু ও হস্তে ছিন্নকর বেদনা।

রাত্রিতে অঙ্গুলি সমূহের দুর্ব্বলতা।

হস্তদ্বয়ের দীর্ঘস্থায়ী বরফবৎ শীতলতা।

হস্তে ও অঙ্গুলি সমূহে কীটাদির হুলফুটানবৎ।

হাতের তলায় চুলকানি।

কখন কখন কোন দ্রব্য ধরিতে গেলে হাতে খিলধরে।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—ছিন্নকর বেদনা, প্রথমে বাম, তৎপরে দক্ষিণ নিতম্বসন্ধিতে।

নিতম্ব, জানু, পা, গুল্‌ফসন্ধি ও চরণে ছিন্নকর বেদনা।

পদদ্বয়ের ভার বোধ।

প্রায় প্রতি রাত্রিতে পা ও পায়ের ডিমে খিলধরা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—সমস্ত অঙ্গাদির স্থানে স্থানে ছিন্নকর অথবা বাতের বেদনা।

সমস্ত অঙ্গাদিতে অসাধারণ উৎক্ষেপ।

কীটচারণবৎ অসুখ বোধ, কেবল দিবসে।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—শয়ন: ২৩। শুইয়া পড়িতে হয়: ২, ৩৬। অতি প্রত্যুষে শয্যায় দৌর্ব্বল্য, ব্যায়াম: ১৩।

৩৬ স্নায়ু।—▌মাংসল স্থান সমূহে আক্ষেপ ও উৎক্ষেপ।

অত্যন্ত আলস্য বোধ।

বামপার্শ্বের (অর্দ্ধাঙ্গের) পক্ষাঘাত।

দৌর্ব্বল্য:—সমগ্র দেহের; জানুদ্বয়ের, চরণদ্বয়ের, তৎসহ চৈতন্যবোধ বিলুপ্ত; পাকস্থলীতে।

৩৭ নিদ্রা।—রাত্রিতে নিদ্রা হয় না, কেন বলিতে পারে না।

বিরক্তিকর, উদ্বেগপূর্ণ স্বপ্ন এবং নিদ্রাবস্থায় কথা কহা।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ৫, ৭, ৯, ১১, ১২, ১৩, ২১, ২৭, ৩৪। পূর্ব্বাহ্ন: ৪০। অপরাহ্ন: ৬। সন্ধ্যা: ২৭, ৪০। রাত্রি: ১, ২১, ২৩, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৪০। মধ্যরাত্রির পরে: ৪০। দিবা: ৩৪। দিবা রাত্রি: ৩২।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণতা: ১০। খোলাবায়ু: ১৬। বাতাসের হাওয়া: ১৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—অলসতা ও নিদ্রালুতাসহ পূর্ব্বাহ্নে শীত, আহার করিলে উপশম।

শরীরের একাঙ্গের শীত, তৎসহ মুখমণ্ডলের উত্তাপ।

রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম্ম, মধ্যরাত্রির পরে বৃদ্ধি।

৪১ আক্রমণ।—▌থাকিয়া থাকিয়া আক্ষেপযুক্ত কাসীর আক্রমণ।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৩, ৪, ৬, ৮, ১৩, ১৮, ২৮, ৩১, ৩৩। বাম: ৩, ৬, ১৩, ১৮, ২৩, ২৮, ৩১, ৩২। বাম হইতে দক্ষিণ: ৩৩। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে: ৩।

৪৪ তন্তু।—মাংসপেশী ও সন্ধিসমূহে ছিন্নকর, প্রায়ই একপার্শ্বে।

মস্তিষ্কের কোমলত্ব প্রাপ্তি। শীর্ণতা।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্মে জ্বালা। অঙ্গুলির অগ্রভাগ কুঞ্চিত হইয়া যায়।
চর্ম্মের অসাড়তা। জ্বালাকর দক্রু।

৪৭ অবস্থা।—‖ বৃদ্ধাবস্থা। *হাঁপানি। *সর্দ্দি। পৈত্তিক অথবা বায়ুপৈত্তিক ধাতু।

৪৮ সম্বন্ধ।—সদৃশ :—আর্সে (হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধীয় হাঁপানি); এণ্টি-রাসি (রাত্রিকালীন কাসী); এসাফি (বায়ুপ্রধান স্ত্রীলোকগণ); কফি; চায়না; ইগনে।

মস্ক (হিষ্টিরিয়াযুক্ত, হাঁপানি); নক্সভমি (উভয়ই বায়ুপ্রধান, শার্ণকায়, পৈত্তিকধাতু ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী); ওপি; ফসফ (ক্ষীণাঙ্গ, হাঁপানি, স্নায়বীয় উত্তেজনশীলতা); ফসফ-এসি; পলসা; সিপি; ষ্টাফি; সলফা; সলফু-এসি (কাসী ও উদ্গার); ভ্যালে (বায়ুপ্রবণতা, হিষ্টিরিয়া)।

এম্ব্রার প্রতিবিষ :—ক্যাম্ফ, কফি, নক্সভমি, পলসা, ষ্টাফি।

এম্ব্রা প্রতিষেধ করে :—ষ্টাফি, নক্সভমি।

এরাম ট্রিফাইলাম।

১ মন।—বিস্মৃত।
অন্যমনস্কতা।
‖ প্রলাপের সময়ে নাসিকা খোঁটা।* টাইফাস।
নিদ্রাশূন্য, অস্থির, চীৎকার করে।

২ চৈতন্য।—অন্যমনস্কতা সহ মাথাঘোরা ও পূর্ণতা বোধ।
মস্তক লঘুবোধ, নিদ্রালু।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মাথাধরা। মাথাধরা দক্ষিণ বা উভয় পার্শ্বে।
দক্ষিণ কপালে ও রগে ছিন্নকর।
বাম চক্ষুপরি সূচীবেধ।
রগে ছিন্নকর, চিড়িকমারা অথবা সূচীবেধ।

৫ চক্ষু।—আলোকে বিতৃষ্ণা, চক্ষুর সম্মুখে পর্দ্দার ন্যায় অস্পষ্ট দৃষ্টি।
উপর অক্ষিপুট ভারী, তৎসহ মাথাধরা।
▌ উপর অক্ষিপুটের কম্পন।

৬ কর্ণ।—দক্ষিণ কর্ণে জ্বালা, বাম কর্ণে ছিন্নকর।
বাম প্যারটিড গ্রন্থি স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

৭ নাসিকা।—সর্দ্দি, সরস, বিদাহী।
▌ বিদাহী, অল্পরক্তযুক্ত স্রাব, নাসাপুটের অভ্যন্তর এবং অধরে ক্ষত উৎপন্ন করে।
▌ ডিপথিরিয়া রোগে ক্ষতকারী, হরিদ্রাবর্ণ, নাসিকা হইতে স্রাব।
▌ নাসিকা সরস কিন্তু অবরুদ্ধ; প্রাতঃকালে স্রাবে রক্তের দাগ, দিবসে হরিদ্রাবর্ণ, ঘন শ্লেষ্মা।
▌ নাসিকা অবরুদ্ধ, মুখদিয়া শ্বাস লয়; প্রাতঃকালে বৃদ্ধি।
হাঁছি ও নিদ্রালু, রাত্রিতে বৃদ্ধি।
▌ নাসারন্ধ্র টাটানি, ফাটা, বামদিকে বেশী।
▌ পান করিলে নাসিকা মধ্য দিয়া জল উঠে।
▌ সদত নাসিকা খোঁটা।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ঠোঁট, নাক ও মুখমণ্ডল হিমলাগাবৎ ফাটা।
▌ ঠোঁট পুরু, জ্বালাযুক্ত, স্ফীত, ফাটা ও রক্তস্রাব।
▌ ঠোঁট যেন ঝলসিয়া গিয়াছে, প্রাতঃকালে।
▌ ঠোঁট খোঁটে যতক্ষণ না রক্তপড়ে; মুখের কোণ টাটানি, ফাটা ও রক্তস্রাবী। * স্কার্লাটিনা। * টাইফাস।
▌ সব্-ম্যাক্সিলারি গ্রন্থির স্ফীতি, বাম দিকে বেশী।

১২ মুখমধ্য।—জিহ্বা:—ফাটা, জ্বালাকর, বেদনাযুক্ত; টাটানিযুক্ত, লাল, কণ্টকসকল উন্নত।
▌ প্রচুর লালানিঃসরণ; লালা বিদাহী।
▌ মুখগহ্বর জ্বালা করে, এবং এত টাটানি যে জল পান করিতে পারে না এবং কোন দ্রব্য খাইতে দিতে গেলে কান্দে।
▌ মুখগহ্বর ক্ষতবৎ ও টাটানি, রক্তস্রাবী।

১৩ গলমধ্য।—হাঁচি সহ গলমধ্যে সঙ্কোচন বোধ।

গলাধঃকরণকালে কোমল তালুতে স্ফীত অনুভব।

তালুতে টাটানি, জ্বালা, এবং বেদনা, আহার বা পানকালে বৃদ্ধি।

▌ গলমধ্য ও জিহ্বা টাটানি, জ্বালাকর বেদনা, গলমধ্যে পচাক্ষত।

▌ গলমধ্যে টাটানি বশতঃ আহার বা পান করিতে চাহে না।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—▌ রুচি নাই; খেলায় অনিচ্ছা; রোগা হইয়া যায়।

১৫ পানাহার।—পান বা আহারকালে বৃদ্ধি: ১৩।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—বিবমিষা; মাথাটলা।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে খিলধরা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতে বেদনা।

১৯ উদর।—পেটডাকা; আধ্মান; কর্ত্তনবৎ বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—বেদনাযুক্ত বেগ দেওয়া।

মূত্রাবরোধসহ, মলদ্বার ফাটিয়া (চিরিয়া) যাওয়া।

মল:—জলবৎ; কোমল, পাতলা, হরিদ্রাবর্ণ এবং বেদনাশূন্য; বেগ দেওয়াসহ কোমল।

মলদ্বারে জ্বালা।

২১ মূত্র।—▌ মূত্র স্বল্প অথবা মূত্রোৎপত্তি রুদ্ধ। *স্কার্লাটিনা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—প্রাতঃকালে দক্ষিণ অণ্ডকোষে ছিন্নকর বেদনা; উহা হঠাৎ আইসে, হঠাৎ যায়।

উপস্থের শেষভাগে জ্বালা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ডিম্বকোষে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

আর্ত্তব শোণিত কালচেবর্ণ।

২৪ গর্ভাবস্থা।—কামড়ানি (aching) বেদনাসহ, বামস্তনে গভীর স্থানে পিণ্ডবৎ বোধ।

দন্তোদ্গম কালে আক্ষেপ।

• লেরিংক্স।—▌ স্বরভঙ্গ; কথাকহিয়া বা গানে স্বরের অতিব্যবহার বশতঃ।

গ্লটিস স্ফীতি।

স্বর সদত পরিবর্ত্তনশীল।

কাসিতে গেলে ট্রেকিয়াতে শ্লেষ্মা।

লেরিংক্সে সদত বেদনা।

ধর্ম্মপ্রচারকদিগের গলবেদনা (Sore throat)।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—পুরাতন সর্দ্দি সহ হাঁপানিযুক্ত শ্বাসক্রিয়া।

২৬ কাসী।—অধিক বেদনা ও গয়ার সহ পুনঃ পুনঃ কাসী।

কাসিতে ফুসফুস মধ্যে বেদনা।

২৮ ফুসফুস।—ফুস্‌ফুস টাটানি বোধ।

দক্ষিণ ফুস্‌ফুসে ও স্কন্ধাস্থির নিম্নে সূচীবেধ।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা অচল।

গলমধ্যে ও গ্রীবার গ্রন্থিসমূহ স্ফীত।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রতঙ্গ্যাদি।—হস্তদ্বয় অচল ও স্ফীত।

প্রাতঃকালে জাগিলে দক্ষিণ পায়ে খিলধরা।

পায়ের তলায় হুলবেধ, খোঁচা বেধা, অথবা ঘৃষ্টাঘাতবৎ বেদনা।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির ভার বোধ, পায়ে বেশী।

৩৬ স্নায়ু।—অলসতা ও বিষন্নতা।

দন্তোদ্গম কালে দক্ষিণ পার্শ্ব খঞ্জ।

. অত্যন্ত বায়ুপ্রধান (স্নায়বীয়)।

অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য। বাহু ও হস্তদ্বয়ের খিলধরা।

৩৭ নিদ্রা।—সন্ধ্যাকালে নিদ্রালু।

মুখগহ্বর ও গলমধ্য টাটানি অথবা চর্ম্মের চুলকানি বশতঃ অনিদ্রা।

রাত্রিতে বুকচাপা।

৩৮ সময়।—সমস্ত দিন : ৭, ১৩। প্রাতঃকাল : ৭, ৯, ১২, ১৩, ২৫, ৩৩; বেলা ১১টা : ৭। অপরাহ্ন : ৮, ৪০। সন্ধ্যাকাল : ৩৭। রাত্রি : ৭, ৩৭।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—ঠিক একই সময়ে অত্যন্ত হাই তুলিয়া সমগ্র শরীরে শীত বিস্তৃত হয়।

জ্বরের উত্তাপ অতি প্রবল। *স্কার্লাটিনা।

▌ *বিকার জ্বর :—অঙ্গুলির অগ্রভাগ খোঁটা; যতক্ষণ না রক্ত বাহির হয় ততক্ষণ শুষ্ক ঠোঁট খোঁটা;* শয্যায় অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্ করে, পলায়ন করিতে চাহে, যাহা করিতেছে বা যাহা বলা হইতেছে তৎসম্বন্ধে অচেতন; মূত্রাবরোধ; অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য।

৪২পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৩, ৬, ২২, ২৮, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৩৭। বাম; ৩, ৫, ৬, ৭, ১০, ১৮, ২৩, ২৪, ২৮।

৪৬ চর্ম্ম।—▌ কণ্ডূয়নযুক্ত। *স্কার্লাটিনা।

দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার ত্বকস্খলন। *স্কার্লাটিনা। সমগ্র শরীর, পদদ্বয়, বাহু ও মুখমণ্ডলে ছোট ছোট, মণ্ডলাকার, লালবর্ণ, কঠিন ফুস্কুড়ি।

৪৮ সম্বন্ধ।—ঘোল (যাহার মধ্যে ল্যাকটিক-এসিড আছে) ইহার ক্রিয়াকে প্রতিষেধ করে।

তুলনা কর :—এমো-মিউরে, সিপা, কালি-হাইড্র, লাইকোপো, মেজে, নাইট্রি-এসি, সাইলি (নাসিকা হইতে স্রাব), আর্জে-নাইট্রি, ক্রোকা (জিহ্বা), ক্যাপসি (গলমধ্য), কষ্টি, ফের-ফস (স্বরভঙ্গতা), মার্ক্‌ ও ভিরাট্র (লালানিঃসরণ), মার্ক্‌ ও ব্রাইও, (ঠোঁট ও মুখের কোণ)।

সদৃশ :—ল্যাকে, লাইকোপো, এলাম্ব, আর্সে, ক্যাম্ফা, মিউরি-এসি, নাইট্রি-এসি, সলফু-এসি, হাইড্র-এসি, আওডি, ফাইট, সাঙ্গু, সাইলি, সলফা।

টাইফাস জ্বরে ক্যালেন্ডি ও নাইট্রি-এসি তুলনা কর।

এরামের মুখের কোণে টাটানি ও ফাটা একটী প্রধান লক্ষণ আছে; ঐ লক্ষণের জন্য কণ্ডুরাঙ্গো অনাদৃত হওয়া অবিধেয়, বিশেষতঃ যদ্যপি কর্ণিয়ার অগভীর ক্ষত থাকে।

এরিজিরান।

পরীক্ষক :—বার্ট।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকের রক্তাধিক্যতা, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; জ্বর।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—কাঠবমি ও পাকাশয়ে জ্বালা, তৎসহ রক্তবমন।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—ছোট, রক্তদাগযুক্ত; অন্ত্রে ও সরলান্ত্রে জ্বালা। রক্তস্রাবী অর্শ; তৎসহ কঠিন মোটা মল; মলদ্বারের কিনারায় জ্বালা, যেন ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

২১ মূত্র।—মূত্রত্যাগ বেদনাদায়ক অথবা মূত্রোৎপত্তি রুদ্ধ।

দন্তোদ্গামী শিশুদিগের মূত্রকৃচ্ছ্রতা; পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা কিন্তু মূত্রত্যাগ কালে ক্রন্দন করে; মূত্র প্রচুর, অতি তীব্র গন্ধবিশিষ্ট; বাহ্য (স্ত্রী) জননেন্দ্রিয় প্রদাহিত, তৎসহ অধিক শ্লেষ্মাস্রাব।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ু হইতে রক্তস্রাব :—তৎসহ সরলান্ত্র ও মূত্রাশয়ের অতি প্রবল উত্তেজনা; উদরাময় ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা সহ গর্ভস্রাবের পরে; জরায়ুস্খলন (ভ্রংশ) সহ।

অতি প্রচুর উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তস্রাব; রোগীর প্রত্যেক সঞ্চালনেই স্রাব বর্দ্ধিত হয়; রক্তশূন্যতা ও দৌর্ব্বল্য।

আক্ষেপযুক্ত বেদনা সহ প্রচুর শ্বেতপ্রদর, এবং মূত্রাশয় ও সরলান্ত্রের উত্তেজনশীলতা।

২৪ গর্ভাবস্থা।—অতি সামান্য সঞ্চালনেই রক্তযুক্ত লোকিয়াস্রাব প্রত্যাবর্ত্তন করে; বিশ্রামকালে বৃদ্ধি।

২৭ কাসী।—রক্তযুক্ত গয়ার, যক্ষ্মাকাসের সূত্রপাত।

৪৮ সম্বন্ধ।—জরায়ু হইতে রক্তস্রাবসম্বন্ধে এরিজিরান ট্রিলিয়াম, হামামেলিস ও ফেরম-ফসের সহিত তুলনীয়।

এরিজিরানের রক্তস্রাব এক সময়ে মোটেই থাকে না, এক সময়ে অতি প্রবল হয়; হঠাৎ এক ঝলক রক্ত পড়ে, আবার তখনই বন্ধ হয়।

এলাম্বাস গ্লাণ্ডুলোসা।

পরীক্ষক :—পি, পি, ওয়েল্‌স।

১ মন।—মানসিক অলসতা, তাচ্ছিল্য।

স্মরণশক্তির বিলোপ। মন স্থির করিতে পারে না।

বিমর্ষতা; পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা।

সদত অস্পষ্ট প্রলাপ।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—অবনত হইলে অধিক; বিবমিষা ও শীতল ঘর্ম্ম সহ।

▌মাথাটলে, মুখমণ্ডল উষ্ণ, উঠিয়া বসিতে পারে না; নিদ্রালু, তথাপি অত্যন্ত অস্থির ও উদ্বেগপূর্ণ; পরে অচেতন, তৎসহ অস্পষ্ট প্রলাপ; কাহাকেও চিনিতে পারে না। * স্কার্লাটিনা।

বোধ হয় যেন মস্তকের বামপার্শ্বের মধ্য দিয়া তাড়িতবেগ প্রবাহিত হইতেছে; কিম্বা নিম্নে হস্তপদাদিতে নামিতেছে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—বিবমিষা ও মাথাঘোরা সহ মাথাধরা।

কপালে ভার বোধ, তৎসহ কোন চিন্তা বা কাজ করিতে অনিচ্ছা।

মানসিক ভাবের গোলমালসহ রগ ও মস্তকের পশ্চাতের মধ্য দিয়া চিড়িকমারা।

অস্থিপটে বেদনা।

৫ চক্ষু।—আলোকাসহতা; উজ্জ্বলালোকে, খোলাবায়ুতে অশ্রুস্রাব।

▌চক্ষু রক্তবর্ণ ও রক্তাধিক্য, জাগাইলে চকিতের ন্যায় তাকাইয়া থাকে।

চক্ষুমধ্যে জ্বালা ও কামড়ানি (aching)।

বামচক্ষুতে ধুলাপড়ার ন্যায় কর্কশ বোধ।

পুঁজের ন্যায় স্রাব, প্রাতঃকালে অক্ষিপুট সংযোজনা।

৬ কর্ণ।—গলাধঃকরণকালে কর্ণে বেদনা।

রাত্রিতে বামকর্ণের পশ্চাতে চুলকানি; চুলকাইলে লালবর্ণ হইয়া উঠে।

প্যারাটিড গ্রন্থি বেদনাযুক্ত ও বর্দ্ধিত। * স্কার্লাটিনা।

৭ নাসিকা।—আঘ্রাণশক্তি বিলুপ্ত।

সর্দ্দি, তৎসহ নাসাভ্যন্তরে ক্ষতবৎ।

হাঁছিসহ সরস নাসিকার সর্দ্দি।

▌ প্রচুর, পাতলা, রক্তযুক্ত দুর্গন্ধশূন্য স্রাব।

পুরাতন সর্দ্দি। নাসিকার শুষ্কতা।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের উষ্ণতা ও লালবর্ণ।

মুখমণ্ডলে একপ্রকার ব্রণ।

মুখমণ্ডলের বামপার্শ্বের স্ফীতি।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—মুখের কোণে ক্ষুদ্র কিন্তু গভীর অসমান ক্ষত; ঠোঁট ফাটা।

অধরে প্রদাহিত সরস ফুস্কুড়ি।

১০ দন্ত।—পিচ্ছিল পদার্থ কিম্বা সর্ডিস (দন্ত-শর্করা) কর্তৃক আবৃত।

বামপার্শ্বের উপর অথবা নিম্নকার দন্ত, মুখমণ্ডল এবং মস্তকের ছিন্নকর।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বা:—শাদাটে পুরু ক্লেদাবৃত; ▌ শুষ্ক, ফাটা।

আস্বাদ:—বিস্বাদ; জ্বরের ন্যায়। * বায়ুনলীভুজের সর্দ্দি।

১৩ গলমধ্য।—ফসেস ও টন্সিল প্রদাহিত, তৎসহ তথায় ক্ষত দাগ।

গলমধ্যে বেদনা, গলাধঃকরণে টাটানি।

▌ গলমধ্য রক্তশূন্য; টন্সিল অনেক গভীর ক্ষত কর্তৃক পরিপূর্ণ, তৎসহ দুর্গন্ধস্রাব। * স্কার্লাটিনা।

গলমধ্য স্ফীত, কালচে লালবর্ণ, প্রায় বেগুনে রং। * স্কার্লাটিনা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—রুচি:—অনিশ্চিত; অতি অল্প, তথাপি নিয়মিত রূপে আহার করে।

জ্বরের শীতের সময়ে ক্ষুধা ও শূন্যতা বোধ।

১৫ পানাহার।—খাদ্য আহার করিবামাত্র বমিত হয়।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উঠিয়া বসিতে গেলে হঠাৎ, প্রবল বমন।

বিবমিষা, বমন, উদরাময়, আক্ষেপযুক্ত ঔদরিক বেদনা।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে বিশেষ এক প্রকার শূন্যতা বোধ; বেদনা।

১৯ উদর।—যকৃতপ্রদেশের উপরে বেদনা বোধ।

উদরাধ্মান; পেটের মধ্যে অল্প অল্প ডাকা।

২০ মল, ইত্যাদি।—রক্তামাশয়, পুনঃ পুনঃ বেদনাযুক্ত মল, মলের ভাগ অল্প, রক্তযুক্ত আম বেশী; অত্যল্প জ্বর।

▌ মল পাতলা, জলবৎ, দুর্গন্ধ, প্রস্রাবের সঙ্গে অনিচ্ছায় নির্গত হয়।

▌ কৃমি (tapeworm)।

২১ মূত্র।—অত্যল্প অথবা মূত্রোৎপত্তি রুদ্ধ; অসাড়ে নির্গত হয়; অম্ল।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—মেঢ্র-ত্বকে উপদংশবৎ ক্ষত।

২৫ লেরিংক্স।—প্রাতঃকালে যখন জাগে তখন সম্পূর্ণরূপে স্বর বিলুপ্ত। ক্রুপবৎ শ্বাসরোধ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—দ্রুত, অনিয়মিত। *স্কার্লাটিনা। শ্বাসকৃচ্ছ্রতাসহ শ্বাসের হ্রস্বতা।

২৭ কাসী।—সদত শুষ্ক, খক্ খক্ করিয়া; বক্ষে জ্বালা ও বেদনা সহ; অল্প গয়ারসহ শাঁই,শাঁই করিয়া; বাম ফুস্ফুসের মধ্য দিয়া বেদনা।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তুলিয়া ফেলেন ততক্ষণ ক্রমাগত কাসেন।

গয়ার:—কখন রক্ত মিশ্রিত, কখন কেবল রক্ত; তিক্ত, হরিদ্রাবর্ণ।

২৮ ফুস্ফুস।—ফুস্ফুসের টাটানি ও বেদনা; বক্ষে সূচীবেধ ও চুলকানি। দক্ষিণ ফুস্ফুসে জ্বালা, বামে কামড়ানি (aching)।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—নাড়ী দ্রুত ও ক্ষুদ্র; দুর্ব্বল, কখন প্রায় অননুভবনীয়, অত্যন্ত দ্রুত ও অনিয়মিত।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—তাঁহার (স্ত্রী) গ্রীবার চতুর্দ্দিকে চুলকানি।

▌ গ্রীবা বেদনা বোধ এবং অত্যন্ত স্ফীত।

স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যে সদত কামড়ানি (aching)।

গ্রীবার গ্রন্থিসমূহে টাটানি, বাম স্কন্ধাস্থির নিম্নে বেদনা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির সীমান্তে বড় বড় ফোস্কা।

বাম পদের অসাড়তা, তৎসহ চরণ ও অঙ্গুলিতে গুড় গুড়ি ও খোঁচাবেধা।

অসুখ বোধ এবং কামড়ানি বশতঃ অস্থিরতা।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির ভার বোধ।

৩৫ অবস্থিতি ইত্যাদি।—পরিশ্রম: ২৭। ভ্রমণ: ১০, ৩৪। অবনত: ২। উত্থান: ২৭। শয়ন: ১০।

৩৬ স্নায়ু।—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, সহজেই পরিশ্রান্ত।
বৈদ্যুতিক বেগ মস্তিষ্ক হইতে হস্তপদাদি পর্য্যন্ত।
নিদ্রাকালে হস্তপদাদির উৎক্ষেপযুক্ত খিলধরা।
দৌর্ব্বল্যসংযুক্ত রোগ, হঠাৎ ও অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য (শয্যাশায়ী অবস্থা), বমন, নাড়ী ক্ষুদ্র ও দ্রুত।

৩৭ নিদ্রা।—অত্যন্ত নিদ্রালু, অস্থির, সত্বরেই অচেতন হইয়া পড়ে।
অশান্তিপ্রদ নিদ্রা ; রাত্রিতে অস্থির, নিদ্রাবস্থায় কথা কহা ও কোঁথান, রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম, পুনঃ পুনঃ জাগরণ।
দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে ভাল নিদ্রা হয়। *বায়ুনলীভুজের রোগসকল।

৩৮ সময়।—দিবস : ২৭। প্রাতঃকাল : ৫, ২৫, ২৭, ৪০। সন্ধ্যাঃ ২৭। রাত্রি : ৬, ২০, ৩৭, ৪৬।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত, তৎসহ ক্ষুধা ও সাধারণ শূন্যতা বোধ।
শীত, তৎপরে উত্তাপের বেগ ; তৎসহ মস্তকে প্রবল বেদনা, এবং ফুস্‌ফুসের টাটানি।
শুষ্ক, উষ্ণ চর্ম্ম, প্রধানতঃ প্রাতঃকালে, দুই প্রহর পর্য্যন্ত।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩, ১৮, ২৮, ৩৭। বাম : ২, ৫, ৬, ৮, ১০, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪, ৪৬।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্মোপরি চাকা চাকা উদ্ভেদ ; প্রধানতঃ কপাল ও মুখমণ্ডলে।
চর্ম্ম শীতল ও শুষ্ক; শাদাটেবর্ণ।
বামকর্ণ, পৃষ্ঠদেশ, মুখমণ্ডল এবং গ্রীবার চতুর্দ্দিকে রাত্রিতে চুলকানি।

৪৮ সম্বন্ধ।—সহপ্রযুজ্য :—টিলিয়া ও জান্থক্সাইলাম।
সদৃশ :—এমোন-কার্ব্ব, আর্ণি, এরাম, এলো, ব্যাপটি, ব্রাইও, জেলসি, হাইও, ল্যাকে, নাইট্রি-এসি, নক্সভমি, লাইকো, রসটক্স।

এলুমিনা।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—সময় অতি ধীরে অতিবাহিত হয়।

ছুরিকায় রক্ত দেখিলে তাঁহার (স্ত্রীং) মনে আত্মহত্যা করিবার ভয়ঙ্কর ভাব সকল উদয় হয়।

অপ্রসন্ন চিত্ত ; মৃত্যু ভয়।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—তাঁহার সঙ্গে প্রত্যেক দ্রব্য যেন মণ্ডলাকারে ঘুরিতেছে, তৎসহ বিবমিষা।

মস্তকের ভারবোধ, তৎসহ রক্তশূন্য, আলস্যব্যঞ্জক মুখমণ্ডল।

ভ্রমণ করিতে অক্ষমতা, কেবল তাকাইয়া পারেন এবং দিবাভাগে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালে দপদপানি বেদনা, সিড়িতে উপরে উঠিতে গেলে অথবা পদবিক্ষেপে বৃদ্ধি।

দণ্ডায়মান অথবা উপবিষ্টাবস্থায় কপালে উত্তাপসহ, জ্বালাকর, চাপযুক্ত বেদনা, খোলা বায়ুতে উপশম।

বিবমিষাসহ মস্তিষ্কমধ্যে প্রবল সূচীবেধ।

কোষ্ঠবদ্ধসহ মাথাঘোরা।

৪ বহির্মস্তক।—করোটিত্বকের চুলকানি, তৎসহ শুষ্ক, শাদা খুস্কি।

সরস পীড়কা, রগে বেশী, চুলকাইলে রক্তপড়ে, সন্ধ্যাকালে, কিম্বা অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় বৃদ্ধি।

কসা টুপি মাথায় দেওয়ার ন্যায় কপালে চাপ বোধ।

চুল উঠিয়া যায়। কেশ স্পর্শ করিলে করোটিত্বকে বেদনা।

৫ চক্ষু।—চক্ষুর সম্মুখে শ্বেতবর্ণ নক্ষত্রবৎ, তৎসহ মাথাঘোরা।

অস্পষ্টদৃষ্টি, যেন কুয়াসার মধ্যদিয়া দেখা, বস্তুসকল হরিদ্রা বর্ণ দেখায়।

চক্ষুমধ্যে জ্বালা ও চাপবোধ।

▌ চক্ষুপ্রদাহিত, আভ্যন্তরিক কোণে চুলকানি, রাত্রিতে জোড়া লাগিয়া থাকে, দিবসে অশ্রুস্রাব, দীপশিখার চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকার দাগ।

▌ অক্ষিপুট পুরু, শুষ্ক, জ্বালা ও ছনছনে।

একদৃষ্টি তাকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা।

দুই চক্ষুর মধ্যে এক চক্ষুর বক্রদৃষ্টি।

৬ কর্ণ।—গুনগুন; গোঁ গোঁ; শিশদেওয়াবৎ; যেন বৃহৎ ঘণ্টার শব্দ।

সন্ধ্যাকালে এক কর্ণের আরক্তিমতা ও উত্তাপ।

কর্ণে সূচীবেধ, সন্ধ্যা বা রাত্রি।

৭ নাসিকা।—আঘ্রাণ শক্তি দুর্ব্বল।

সর্দ্দি লাগিবার সম্ভাবনা।

পুনঃপুনঃ হাঁছিসহ সরস সর্দ্দি; অশ্রুস্রাব।

নাসিকার পুরাতন সর্দ্দি; তৎসহ নাসারন্ধ্রে মামরীযুক্ত পীড়কা, বেদনা, এবং নাসিকা হইতে ঘন, হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মা।

নাসিকামূলে প্রবল বেদনা।

প্রচুর, হরিদ্রাবর্ণ, অম্লগন্ধি শ্লেষ্মা, তৎসহ নাসারন্ধ্রে ক্ষতবৎ বেদনা।

▌ নাসিকার আরক্তিমতা।

▌ নাসাগ্র ফাটা।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের নানাস্থানের চুলকানি।

মুখমণ্ডল ও নাসিকোপরি রক্তস্ফোটক।

ফুলা ফুলা উচ্চ উচ্চ দাগ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—চর্ব্বণ বা মুখব্যাদানকালে চোয়াল সন্ধিতে বেদনা।

▌ নিম্ন চোয়ালের অনৈচ্ছিক আক্ষেপযুক্ত উৎক্ষেপ। *অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব।

১০ দন্ত।—দন্তশূল, দন্ত শিথিল ও লম্বা অনুভব হয়, চর্ব্বণে, খোলাবায়ুতে, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

দন্তশর্করায় (সর্ডিস) দন্ত আবৃত।

দন্তশূলের বেদনা অন্যান্য স্থলে যথা লেরিংক্স, গ্রীবা বা স্কন্ধে প্রসারিত।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—ঈষৎ মিষ্ট; প্রায় বিলুপ্ত।

১২ মুখমধ্য।—মুখ হইতে দুর্গন্ধ।

মুখমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত।

লালা বর্দ্ধিত, যদিও মুখগহ্বর শুষ্ক বোধ হয়।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে দুই পার্শ্বে স্ফীতানুভব।

ফেরিংক্স হইতে পাকাশয় পর্য্যন্ত আকুঞ্চন, যেন খাদ্য নামিতে পারে না।

ফেরিংক্স শুষ্ক, উজ্জ্বল ও লালবর্ণ দেখায়।

গলমধ্যে অত্যন্ত শুষ্কতা, বিশেষতঃ জাগিলে পর। গলমধ্যে শল্যবিদ্ধ বোধ। সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে প্রচুর, ঘন, আঠাবৎ শক্ত শ্লেষ্মা।

ফসেসে স্পঞ্জবৎ ক্ষত; তাহা হইতে হরিদ্রাবর্ণ দুর্গন্ধি পুঁজ স্রাব হয়।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ফল ও উদ্ভিজ্জ খাইতে ইচ্ছা, গোলালু সহ্য হয় না। মাংসে অনিচ্ছা। সমস্তদিন তৃষ্ণা।

রুচিঃ—শ্বেতসার; খড়ি; পরিষ্কার শাদা ন্যাকড়া; কয়লা; অম্ল। শুষ্ক চাউল এবং অন্যান্য দুষ্পাচ্য পদার্থ।

১৫ পানাহার।—। গোলালু আহারে বৃদ্ধি। তামাকের ধূমে বৃদ্ধি।

সর্ব্বপ্রকার উত্তেজক পদার্থ, যথা লবণ, সুরা, সির্কা, মরিচ ইত্যাদি খাইয়া শুষ্ক কাশী।

খাদ্যের সহিত পেঁয়াজ খাইয়া গলমধ্যে ক্ষতবৎ বেদনা।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার:—অম্ল; তিক্ত, গোলালুর পরে।

শ্লেষ্মা বমন। বুকজ্বালা।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে সঙ্কোচন ও মোচড়ানি বোধ, উহা অন্ননলী বহিয়া গলমধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

আকৃষ্ট বা যন্ত্রনাযুক্ত বেদনা বক্ষঃস্থল ও গলমধ্য পর্য্যন্ত ধাবিত হয়।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত হইতে নিতম্ব পর্য্যন্ত ছিন্নকর। প্লীহা প্রদেশে চিড়িকমারা বেদনা।

১৯ উদর।—বৈকালে ভ্রমণকালে উদর ভারী হইয়া যেন ঝুলিয়া পড়ে।

বক্র হইয়া বসিলে বেদনা বৃদ্ধি।

সন্ধ্যায় উভয় কুচকিতে জননেন্দ্রিয়ের নিকটে চাপযুক্ত বেদনা।

আধ্মানিক শূলবেদনা; । চিত্রকরদিগের শূলবেদনা। প্রাতে শূলবেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—। সরলান্ত্রের অক্ষমতা; এমন কি কোমল মলেও বেগ দিতে হয়।

‖ যতদিন না অনেক সঞ্চিত হয় তত দিন মলত্যাগের কোন ইচ্ছা অথবা মলত্যাগের ক্ষমতা থাকে না।

‖ মলঃ—কঠিন, শুষ্ক এবং গাঁইটবিশিষ্ট ; ছাগলের নাদির মত, তৎসহ মলদ্বারে কর্ত্তন, তৎপরে রক্ত পড়ে।

স্তন্যপায়ী শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধ।

উদরাময়ঃ—সরলান্ত্রে সদত বেগ ; ‖ যখন তিনি প্রস্রাব করেন।

মলদ্বার হইতে রক্তজমাট বহির্গত হয়।

মলদ্বারে চুলকানি ও জ্বালা ; ভগন্দর।

২১ মূত্র।—মূত্রাশয়ের সদত বেগ বোধ।

‖ মলত্যাগকালে বেগ দিতে গেলে মূত্র বহিষ্কৃত হয়, অথবা, এইরূপ বেগ না দিলে প্রস্রাব করিতে পারে না।

মূত্রঃ—সন্ধিস্থিত বাতের পীড়ায়, স্বল্প মূত্র, তৎসহ লালবর্ণ অধঃক্ষেপ ; বায়ুরোগসমূহে প্রচুর ও বর্ণশূন্য ; তৎসহ ঘন, শাদা অধঃক্ষেপ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা অতি প্রবল। অনৈচ্ছিক শুক্রক্ষরণ, তৎপরে তাঁহার সমস্ত পুরাতন লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।

বাম অণ্ডকোষ কঠিন ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুঃ—অত্যন্ত আগাইয়া, অল্পস্থায়ী, স্বল্প এবং বর্ণশূন্য রক্তের ; অতি আগাইয়া, তৎপূর্ব্বে মাথাধরা ; বিলম্ব, পরিশেষে ঋতু হয়, কিন্তু অতি অল্প ও ফিকাবর্ণ।

শ্বেতপ্রদর :—বিদাহী, ক্ষতকারী ; বিদাহী, প্রচুর, জলদিয়া ধুইলে উপশমিত হয় ; স্বচ্ছ, প্রচুর, দিবাভাগে।

যোনির বামপার্শ্বে বেদনাযুক্ত দপদপানি।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায় পাকাশয়িক ও আন্ত্রিক লক্ষণ-সমূহ।

২৫ লেরিংক্স।—লেরিংক্সমধ্যে শ্লেষ্মা দৃঢ় সংলগ্ন অনুভব, হক্ করিলে কিম্বা কাসিলে দূরীভূত হয় না।

লেরিংক্স মধ্যে শুড়্‌শুড়ি। জাগিলে ক্ষতবৎ বোধ।

হঠাৎ স্বর সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। সন্ধ্যা ও রাত্রিতে স্বরভঙ্গ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—ঘড় ঘড় করিয়া, হাপানির শ্বাসক্রিয়া, কাসিলে বৃদ্ধি।

কথা কহিলে কিম্বা গান করিলে কাসী হয়।

প্রচুর, ঘন, আঠাবৎ, লবণাক্ত শ্লেষ্মায় শ্বাসরুদ্ধ হয়।

২৭ কাসী।—কাসী :—শুষ্ক, তৎসহ পুনঃ পুনঃ হাঁচি; বোধ হয় যেন একখানি শ্লথ চামড়া গলমধ্যে ঝুলিতেছে; ঘুভুলা বিবর্দ্ধিত হেতু; কথা কহিলে কিম্বা গান গাইলে; হ্রস্ব; কাসিলে দক্ষিণ রগ ও মস্তকশীর্ষে বেদনা হয়; প্রাতঃকালে জাগরণের অল্পক্ষণ পরেই; বৃদ্ধ অথবা শুষ্ককায় ব্যক্তির ছিন্নকর বেদনা ও অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ সহ কাসী।

২৮ ফুস্‌ফুস।—বক্ষে প্রবল কষ্টযুক্ত বেদনা, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

বক্ষ সঙ্কুচিত বোধ, অবনত হইয়া বসিলে কিম্বা অবনত হইলে বৃদ্ধি, সোজা হইয়া বসিলে অথবা ভ্রমণকালে উপশম।

অর্শ হইতে রক্তস্রাব রুদ্ধ হেতু, মুখমণ্ডল ও এক কর্ণের আরক্তিমতা সহ, বক্ষে ও মস্তকে রক্তাধিক্যতা।

গাড়ীতে চড়িলে বক্ষে বেদনা বোধ হয়।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎকম্পনসহ জাগিয়া উঠে।

নাড়ী অপরিবর্ত্তিত, অথবা পূর্ণ ও বর্দ্ধিত-গতি।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার পশ্চাতে দক্ষিণ পার্শ্বে চিড়িকমারা।

পৃষ্ঠ ও কটিদেশে আঘাত প্রাপ্তিবৎ বেদনা।

পৃষ্ঠের মধ্যস্থলে প্রবল সূচীবেধ।

পৃষ্ঠে চর্ব্বণবৎ বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধ সন্ধিতে মচকাইয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা।

বাহু ও অঙ্গুলিতে জ্বালা, এবং বাম কনুইতে, যেন অগ্নিবৎ উত্তপ্ত লৌহ

বাহুদ্বয় ভারী, যেন পক্ষাঘাতের ন্যায় অনুভব হয়।

নখসকল ক্ষণভঙ্গুর কিম্বা পুরু।

আঙ্গুলহাড়া, বেদনা ও অঙ্গুলির অগ্রভাগের ক্ষত হওয়ার সম্ভাবনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিম্নাঙ্গে অত্যন্ত-ভার বোধ, ভ্রমণকালে টলে এবং বসিয়া পড়িতে বাধ্য।

জানু ও প্যাটেলাতে, কিম্বা জানু হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত ছিন্নকর।
পাদবিক্ষেপ কালে গুল্‌ফের অসাড়তা।
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চুলকানি ও আরক্তিমতা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি।—হস্ত পদাদি ভারী বোধ হয়।
হস্ত পদাদির কম্পন। হস্ত পদাদির উৎক্ষেপ।

৩৫ অবস্থিতি।—খোলাবায়ুতে মধ্যম প্রকারের ব্যায়ামে উপশম।
রাত্রিতে এক প্রকার ভাল বোধ হয়, কিন্তু কাসীর জন্য দক্ষিণ পার্শ্বে শুইতে পারে না।
চোয়াল সঞ্চালন : ৯, ১০। হস্তোত্তলন : ২২। পাদবিক্ষেপ, ৩, ৩৩। ভ্রমণ : ১৯, ২৬, ২৮, ৩৩। উপবেশন : ৩, ১৯, ২১, ৩৪। দণ্ডায়মান : ৩। অবনত হওয়া : ২, ২৮।

৩৬ স্নায়ু।—কথা কহিতে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত।
ভ্রমি অথবা শ্রান্ত, বসিয়া বা শুইয়া পড়িতে হয়।
মেরুদণ্ডের পীড়া বশতঃ পক্ষাঘাত।
বাতরক্তের (gouty) ব্যক্তির বাতের বা আভিঘাতিক পক্ষাঘাত।
হঠাৎ উৎক্ষেপ, নিদ্রা হইতে চমকাইয়া উঠা।
পাক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা; অদম্য রক্তাল্পতা (anæmia)।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রালুতা, শুইয়া পড়িতে ইচ্ছা।
অস্থির নিদ্রা, হৃৎকম্পন সহ সতত জাগিয়া উঠে।
স্বপ্ন :—উদ্বেগপূর্ণ ; নৌকা জলমগ্ন ; ভূতের ; চোরের।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ১, ৫, ১৩, ১৬, ১৯, ২০, ২৭। বৈকাল : ১৯, ২৮।
সন্ধ্যাকাল : ৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ১৩, ১৬, ১৯, ২০, ২১, ২৫, ৩৩, ৪০। রাত্রি : ৫, ৬, ২৪, ২৫, ২৮, ৪০। দিবা : ৫, ২৩, ৪০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণতায় সাধারণতঃ ভাল ; শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি।
ঘরের ভিতর বসিয়া থাকিলে বৃদ্ধি।
শয্যার উষ্ণতা : ৪৬। খোলাবায়ু : ৩, ৫, ১০, ২৬। শীতকাল : ৩২, ৪১। শীতল জলে ধৌত : ২৩, ৩২।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—অধিক তৃষ্ণাসহ শীত।

আভ্যন্তরিক শীত ও কম্প, তৎসহ অগ্নির উষ্ণতার ইচ্ছা।

দিবসে শীত, রাত্রিতে উত্তাপ।

উদ্বেগ ও ঘর্ম্মসহ রাত্রিতে উত্তাপ।

রাত্রিতে ঘর্ম্ম; প্রায়ই মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্বে।

৪১ আক্রমণ।—অমাবশ্যা ও পূর্ণিমায় বৃদ্ধি, চর্ম্ম লক্ষণসমূহ।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ১৮, ২৭, ৩১, ৪০। বাম: ১৮, ২২, ২৩, ২৮, ৩২।

দক্ষিণ হইতে বাম: ২৮।

৪৩ অনুভব।—আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহের সঙ্কোচন বোধ।

শরীরের কোন কোন অংশ বৃহত্তর, কোন কোন অংশ (নিম্ন চোয়াল ও বাহুদ্বয়) ক্ষুদ্রতর বোধ হয়।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ: ৭, ২০। চুলকাইলে: ১১, ৩৩। শকটারোহণ: ২৮।

৪৬ চর্ম্ম।—সমগ্র শরীরের অসহ্য চুলকানি, বিশেষতঃ দেহ উষ্ণ হইলে ও শয্যাতে; যতক্ষণ না রক্তপড়ে ততক্ষণ চুলকায়; আধ্মান, শুষ্ক মল বা উদরাময়সহ চুলকানি ও কীটচারণ বোধ।

উদ্ভেদ সরস, মামরীযুক্ত, টাটানি, চর্ব্বণানুভব।

ক্ষত স্থান হইতে হরিদ্রাবর্ণ, দুর্গন্ধ পুঁজ নির্গত হয়।

৪৭ অবস্থা।—শৈশবাবস্থা :—কোষ্ঠবদ্ধ, বিশেষতঃ যখন কৃত্রিম খাদ্য খাইতে দেওয়া হয়।

শৈশব বিসূচিকা, মল সবুজ।

স্তন্যপায়ী শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ।

বক্র দৃষ্টি।

যৌবনারম্ভ :—অপাচ্য খাদ্যের ইচ্ছা সহ ক্লোরোসিস।

মৃদু প্রকৃতি। বৃদ্ধ ব্যক্তি, বিষাদবায়ু-গ্রস্ত।

৪৮ সম্বন্ধ।—সদৃশ :—ব্যারা-কার্ব্ব (বৃদ্ধদিগের বিষাদ বায়ু, কোষ্ঠবদ্ধ); ব্রাইও (খিট্‌খিটে, পাকাশয় ও আন্ত্রিক লক্ষণ, কোষ্ঠবদ্ধ, দপদপানি মাথাধরা, বমনসহ মাথাধরা, বক্ষে সূচীবেধ,

শ্লৈষ্মিক স্থানসকল শুষ্ক, জ্বর, ইত্যাদি); ক্যালকে-কার্ব্ব; ক্যাম (অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধ রূপে ব্যবহৃত); কোনি; ফেরম (ক্লোরোসিস); ফের-আওড (প্রচুরস্বচ্ছ শ্বেতপ্রদর); গ্রাফাই (ক্লোরোসিস, চর্ম্ম চুলকানি, ফাটা); ইপিকা; ল্যাকে; পলসা (অশ্রুযুক্ত, খিট্‌খিটে, নাসিকা হইতে শ্লেষ্মাস্রাব, মাংসে অনিচ্ছা, ক্লোরোসিস, স্বল্প মূত্রস্রাব, যৌবনারম্ভে পীড়া সকল); প্লম্ব (পেটবেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ); রুটা; সিপি (জরায়ুস্খলন, সরলান্ত্রের অক্ষমতা, মূত্রযন্ত্রের দৌর্ব্বল্য); সাইলি; সলফা; জিঙ্ক।

ধর্ম্মপ্রচারকদিগের গলবেদনায় নিম্নলিখিত ঔষধের সহিত তুলনা কর :—
আর্জ্জে-নাইট্রি, কালি-বাইক্র, লাইকোপো।

এলুমিনা সুফলপ্রদ :— ব্রাইও, ল্যাকে, সলফারের পরে।

এলুমিনার পরে সুফলপ্রদ :—ব্রাইও।

এলুমিনা ও ব্রাইওনিয়া পরস্পর কার্য্যাবশেষপূরক।

ক্যামমিলা অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধরূপে ব্যবহৃতব্য।

এলুমিনার প্রতিবিষ :—ব্রাইও, ক্যাম্ফ, ক্যাম, ইপিকা।

এলুমিনা প্রতিষেধ করে :—সিসা ধাতু হইতে বিষাক্ত যথা চিত্রকরদিগের শূলবেদনা, সিসা ধাতু হইতে রোগ সকল।

এলো সকোট্রিনা।

পরীক্ষক :—হেলবিগ।

১ মন।—মানসিক শ্রমে অত্যন্ত অনিচ্ছা।
অলসতা। উদ্বেগ।
সকলকে ঘৃণা করে।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—যেন তাঁহার (স্ত্রীং) সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই ঘূর্ণীত হইতেছে; নাসিকায় সর্দ্দি হইলে উপশম।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকে রক্তাধিক্যতা, তাহাতে উঠিয়া বসিতে হয়।

কপালে মাথাধরা, তৎসহ চক্ষুর ভার ও বিবমিষা।

মস্তকশীর্ষে ভার ; কপালে ও অক্ষিপটে চাপ।

প্রতি পাদবিক্ষেপে রগে সূচীবেধ বর্দ্ধিত হয়।

কোষ্ঠপরিষ্কার না হওয়ার পরে মাথাধরা।

পাকাশয়-আন্ত্রিক উত্তেজনা এবং মস্তিষ্কে রক্তধাবন বশতঃ নিম্নাঙ্গে শীতলতাসহ মাথাধরা।

৪ বহির্মস্তক।—করোটীত্বকে স্থানে স্থানে চৈতন্যাধিক্যতা।

পুরাতন শিরঃপীড়া, চুল উঠিয়া যাওয়া।

৫ চক্ষু।—মুখমণ্ডলের উত্তাপসহ চক্ষু সম্মুখে আলোককম্পন।

লিখিবার সময়ে চক্ষুসম্মুখে অস্পষ্টতা।

৬ কর্ণ—চোয়ালসঞ্চালন কালে কর্ণ মধ্যে খট্‌খট্ শব্দ।

৭ নাসিকা।—জাগরণের পরে শয্যায় নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

নাসিকার জ্বালা ও বেদনাসহ সর্দ্দি ; হাঁছিলে নাভি প্রদেশে সূচীবেধ।

৮ মুখমণ্ডল।—মাথাধরাসহ অথবা উত্তেজিত হইলে মুখমণ্ডলের উত্তাপ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ঠোঁট :—স্বাভাবিক অপেক্ষা রক্তবর্ণ ; শুষ্ক, ফাটা ; সরস, কিনারায় টাটানি।

১০ দন্ত।—গহ্বরযুক্ত কসের দন্তে চৈতন্যাধিক্যতা ; আহারের পরে বৃদ্ধি।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—তিক্ত, অম্ল, কালী বা লৌহের ন্যায় ; ধাতব।

জিহ্বা :—হরিদ্রাবর্ণাভ শাদা ক্লেদাবৃত ; অনন্য ; শুষ্ক, রক্তবর্ণ।

জিহ্বোপরি হরিদ্রাবর্ণ ক্ষত।

১২ মুখাভ্যন্তর।—মুখমধ্য, জিহ্বোপরি এবং গালের ভিতরে প্রদাহিত, টাটানি ক্ষুদ্র স্থান।

মুখ হইতে ন্যাকারজনক গন্ধ।

জ্বালা বর্দ্ধিত।

১৩ তালু ও গলমধ্য।—তালু স্ফীত।

পিণ্ডাকার অর্দ্ধতরল ঘন শ্লেষ্মা হক্ করিয়া তুলে, ফসেস ও পোষ্টিরিয়ার নেরিস মধ্যে।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—মাংসে অনিচ্ছা।

ফল, বিশেষতঃ আতা খাইতে ইচ্ছা।

১৫ পানাহার।—উদরাময়ের সময়ে ক্ষুধার্ত্ত ; প্রাতঃকালে মলত্যাগের পরে ক্ষুধার্ত্ত।

অম্ল খাদ্য সহ্য হয় না। জলে পাকাশয়ে বেদনা হয়।

▌ পান অথবা আহার করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ পায়খানায় যাইতে হয়।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার:—তিক্ত ; বিদাহী ; অথবা অম্ল।

যেন বমন আসিতেছে অনুভবসহ, গলার দিকে বায়ু ঠেলিয়া উঠে।

বিবমিষা :—তৎসহ কপালে মাথাধরা ; তৎসহ পাকাশয়ে শূন্যবোধ ; তৎসহ নাভিদেশে বেদনা।

রক্ত বমন।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—শীত শীত অনুভব ও উদরাময়সহ, হাইপোকণ্ড্রিয়াতে বেদনা।

প্লীহা হইতে বক্ষমধ্যে সূচীবেধ, কিম্বা কুচ্‌কিমধ্যে আকর্ষণ বোধ।

যকৃত প্রদেশ :—জ্বালা, অসুখ উত্তাপ, চাপ এবং ফাট ফাট বোধ।

যকৃত হইতে বক্ষমধ্যে সূচীবেধ, তাহাতে শ্বাসরুদ্ধ হয়।

১৯ উদর।—নাভিদেশে স্পন্দন।

উদর স্ফীত, বিশেষতঃ এপিগাষ্ট্রিয়ামে, তৎসহ বায়ু নড়িয়া বেড়ায় ; আহারান্তে, ঋতুকালে, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

ডিসেণ্ডিং কোলান মধ্যে বায়ুর গড়গড় শব্দ ; আহারান্তে বৃদ্ধি।

উদর বেদনাযুক্ত, বিশেষতঃ নাভির নিকটে ; নাভির নিকটে মোচড়ানি, কামড়ানি (griping), তাহাতে সম্মুখে বক্র হইয়া উঠিয়া বসিতে হয় ; মলত্যাগের বেগ, তৎসহ কেবল দুর্গন্ধি বায়ু নিঃসরণ হয়।

▌ ভার :—হাইপোকণ্ড্রিয়ামে ; সরলান্ত্রে।

২০ মল, ইত্যাদি।—সরলান্ত্রে উত্তাপ, টাটানি ও গুরুত্ব।

মলত্যাগের বেগ বশতঃ রাত্রিতে জাগিয়া উঠে, প্রাতে উঠার সময়ে শয্যা হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িতে হয়।

মলত্যাগের বেগ, কিন্তু কেবল মূত্র নির্গত হয়।

▌ উদরাময়ের ন্যায় মলত্যাগের বেগ, কেবল গরম বায়ু নিঃসরণ হয়, তাহাতে অত্যন্ত উপশম বোধ হয়; ঐ বেগ আবার প্রত্যাবর্ত্তন করে, তৎসহ অনুভব হয় যেন একটা শল্যবৎ পদার্থ পিউবিস হইতে কক্সিক্স পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে।

▌ প্রায় অজ্ঞাতসারে মল নির্গত হয়।

মল :—ক্ষুদ্র, পিচ্ছিল, অর্দ্ধতরল; হরিদ্রাবর্ণ, ভসকা; রক্তযুক্ত, জেলি-বৎ আম, এবং অধিক ফড়ফড় শব্দে বায়ু নিঃসরণসহ মল স্রাব; মল ও মূত্র একত্রে বহির্গত হয়।

▌ পিণ্ডবৎ পদার্থযুক্ত, জলবৎ মল।

উদরাময় :—উষ্ণ, সরস বায়ুতে; সন্ধ্যা, রাত্রি ও প্রাতঃকালে; শীতল সরস গৃহে; ভ্রমণ বা দণ্ডায়মানকালে; মূত্রত্যাগকালে।

▌ আঙ্গুরগুচ্ছের ন্যায় অর্শবলি বাহির হয়, তৎসহ সরলান্ত্র মধ্যে সদত বেগ বোধ।

▌ মলদ্বারে চুলকানি ও জ্বালা, তাহাতে নিদ্রা হয় না।

▌ মলদ্বারের মুখাবরক পেশীর দুর্ব্বলতা বা শক্তিশূন্যতা।

২১ মূত্র।—মূত্রত্যাগকালে জ্বালা।

পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের বেগ; রাত্রিতে বৃদ্ধি; কিম্বা বৈকালে; বেগ এত প্রবল যে তিনি মূত্রধারণ করিতে পারেন না।

মূত্র :—প্রচুর; বর্ণশূন্য, বিশেষতঃ মলত্যাগের পরে; জাফরানের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ, থাকিলে ঘোলা হয়; কিম্বা স্বল্প, উষ্ণ; কিম্বা রক্তযুক্ত।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা বর্দ্ধিত।

শুক্রক্ষরণ; তৎপরে প্রবল ইচ্ছা।

অণ্ডকোষ শীতল; উপস্থ ক্ষুদ্র; স্ক্রোটোম শ্লথ।

মেঢ্রত্বকের কণ্ডূয়ন।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ু প্রদেশে পূর্ণত্ব ও গুরুত্ব, তৎসহ কটি ও কুচ্‌কিতে প্রসববেদনাবৎ বেদনা।

নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব।

রক্তাক্ত শ্লেষ্মা নিঃসরণশীল শ্বেতপ্রদর।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া।

বক্ষের বাম পার্শ্বে সূচীবেধ দ্বারা শ্বাসক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত।

২৭ কাসী।—লেরিংক্সের দক্ষিণ পার্শ্বে সূচীবেধসহ; গয়ার হরিদ্রাবর্ণ, আঠাবৎ শ্লেষ্মা।

২৮ ফুস্‌ফুস।—বক্ষে রক্তাধিক্যতা; শুষ্ক কাসী; রক্তাক্ত গয়ার।

বক্ষের দুর্ব্বলতা। গভীর নিশ্বাসে বক্ষসম্মুখে টাটানি।

২৯ হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—নাড়ী :—বর্দ্ধিত-গতি; দুর্ব্বল, বমনের পর বিলুপ্ত; বৈকালে ধীর।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—মাথাধরার সহিত পর্য্যায়ক্রমে লম্বেগো।

উপবিষ্টাবস্থায় ত্রিকদেশে চাপ ও গুরুত্ব।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—মণিবন্ধ-সন্ধির দৌর্ব্বল্য।

গুলফ সন্ধির দুর্ব্বলতা, মেজেতে পদবিক্ষেপে পায়ের তলায় বেদনাযুক্ত।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে খঞ্জতা, পরিশ্রান্তি; সন্ধিসমূহে দুর্ব্বলতা; প্রায়ই তৎসহ উদরের পীড়া থাকে।

যেন ঘৃষ্ট অথবা সন্ধিচ্যুত এইরূপ ক্ষণস্থায়ী বেদনা (যথা বাম সম্মুখ বাহু, দক্ষিণ স্কন্ধাস্থি, বাম পঞ্জরাস্থি সকল)।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—শয়ন: ৬। উপবেশন: ৩১। দণ্ডায়মান: ১৮, ১৯, ২০, ২৩। সম্মুখে বক্র: ১৮, ১৯। উত্থান: ১৯। ভ্রমণ: ২০, ২২, ২৩। সঞ্চালন: ২, ৬, ১১, ১৯, ২৮, ৩১।

৩৭ নিদ্রা।—প্রাতঃকালে নিদ্রালু, ঢুলিতে থাকে।

জাগরিত হয়:—তৃষ্ণাদ্বারা; মূত্রবেগ দ্বারা; স্বপ্নদোষ ও রতীচ্ছা দ্বারা; পৃষ্ঠবেদনা দ্বারা।

বিপদের কষ্টকর স্বপ্ন; মলত্যাগের স্বপ্ন।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ১৩, ১৫, ২০, ২২, ৩৭। বৈকাল: ২১, ২৯। সন্ধ্যা: ১৩, ২০। রাত্রি: ১৫, ২০, ২১, ৩৭, ৪০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—মেঘাচ্ছন্ন বায়ু: ১, ৮। আর্দ্র বায়ু: ২০। শীতল, আর্দ্র গৃহ: ২০। ঠাণ্ডা: ৩, ২৩, ৪০। উষ্ণতা: ৩। খোলাবায়ু: ১৯, ৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত শীত বোধ:—তৎসহ শীতল বায়ুতে সর্দ্দি; মলত্যাগকালে কম্প।
শয্যায় হস্তপদ শীতল, তাহাতে নিদ্রা হয় না।
শীতল হস্ত, উষ্ণ পদ।
*করোটীত্বকে অথবা মুখমণ্ডলে স্থানে স্থানে উত্তাপ।
ঘর্ম্ম:—তীব্রগন্ধ; জননযন্ত্রসমূহে দুর্গন্ধি; রাত্রিতে, পানান্তে।

৪১ আক্রমণ।—হঠাৎ, দ্রুত, মলত্যাগের বেগ।
ক্ষণস্থায়ী বেদনাসকল।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৫, ৬, ২৭, ৩২, ৩৪। বাম: ৬, ৯, ২৬, ২৯, ৩৪। বাম হইতে দক্ষিণে: ৬।

৪৪ তন্তু।—মস্তক ও বক্ষে, বিশেষতঃ শৈরিকবিধানে রক্তাধিক্যতা।
শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিসকল; জেলিবৎ আম উৎপন্ন হয়।
সরলান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপর প্রধান ক্রিয়া।

৪৬ চর্ম্ম।—চুলকানি, বিশেষতঃ পদদ্বয়ের।
উদরোপরি ফুস্কুড়ি।

৪৭ অবস্থা।—▌ বৃদ্ধদিগের। *পেটবেদনা ও উদরাময়।
শ্লেষ্মা প্রধান ধাতু, অলসপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ।

৪৮ সম্বন্ধ।—সলফারের ন্যায় এলোজের অনেক লক্ষণ আছে এবং ভুঁড়ি-যুক্ত ব্যক্তির পক্ষে পুরাতন রোগসমূহে এই ঔষধদ্বয় সমান উপকারী।
সদৃশ:—এলাম্ব (কপালের মাথাধরা); গমা-গটা (উদরাময়); এমোন-মিউরে (ঔদরিক ও উদরাময়ের লক্ষণসমূহ); নক্স-ভমি (পাকাশয়, উদর ও জরায়ু সম্বন্ধীয় পীড়াসকল; কেবল বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া পীড়াসকল); ক্যান্থা (মূত্রাশয়)।
এলোজের প্রতিবিষ:—সলফার, শর্ষপ।

এবিস ক্যানাডেন্সিস।

পরীক্ষক :—গ্যাচেল।

২ চৈতন্য।—অল্প মদ্যপানের ন্যায় আনন্দানুভব, মাথাটলা, ভ্রমি যেন মস্তকশীর্ষ রক্তপূর্ণ হইয়াছে।

১১ পাকস্থলী।—▌চর্ব্বণ, ক্ষুধার্ত্ত, ভ্রমিবোধ ; মাংস খাইতে চাহে।

এবিস নাইগ্রা।

পরীক্ষক :—গ্যাচেল।

১ মন।—▌বিমর্ষ চিত্ত।

৬ কর্ণ।—বাম বাহ্য কর্ণনলী মধ্যে বেদনা।

১৩ গলমধ্য।—অন্ননলীর নিম্ন সীমায় যেন কি বিদ্ধ রহিয়াছে অনুভব।

১৪ রুচি।—▌প্রাতঃকালে অরুচি, কিন্তু মধ্যাহ্ন ও রাত্রে খাইতে চাহে।

১১ পাকস্থলী।—পাকাশয়ের নিকটে ক্রমাগত কষ্ট বোধ।

▌অনুভব হয় যেন পাকাশয়ে অজীর্ণ শক্ত সিদ্ধ ডিম্ব রহিয়াছে।

▌পরিতৃপ্ত আহারের পরে বেদনা।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

৪৮ সম্বন্ধ।—তুলনাকর :—নক্সভমি ; ল্যাকটি-এসি (বোধ হয় যেন সমস্ত খাদ্য ষ্টার্ণামের উপর সীমায় রহিয়াছে)।

এসাফিটিডা।

(হিং)।

১ মন।—অস্থির চিত্ত, অধ্যবসায় নাই।

হঠাৎ আনন্দ। মৃত্যুর আশঙ্কা।

উদ্বেগ, বিষণ্ণতা।

২ চৈতন্য।—চৈতন্যাধিক্যতা, শারীরিক বা মানসিক।

পেটবেদনার চরম সীমায় ভ্রমি।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকপার্শ্ব অথবা রগে চাপ, স্পর্শে উপশম।

কপালে, রগ এবং মস্তক পার্শ্বে ভিতর হইতে বাহিরের দিকে সূচীবেধ।

সর্ব্বপ্রকার মাথাধরা সন্ধ্যাগমে বৃদ্ধি; গৃহমধ্যে বিশ্রাম, উপবেশন অথবা শয়নাবস্থায় বৃদ্ধি।

উত্থানকালে অথবা খোলাবায়ুতে সঞ্চালনে উপশম।

৫ চক্ষু।—চক্ষু সম্মুখে কুয়াসা।

▌ চক্ষু ও মস্তকের মধ্যে ও চতুর্দ্দিকে রাত্রিকালীন, দপ্‌দপানি বেদনা।

▌ জ্বালা, শল্যবিদ্ধ বা চাপযুক্ত বেদনাসহ, কর্ণিয়ার বিস্তৃত অগভীর ক্ষত।

৭ নাসিকা।—▌ নাসিকা হইতে দুর্গন্ধিস্রাব।

নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ।

অস্থিসকল আক্রমণ করিয়া স্ফীতি ও প্রদাহ।

৮ মুখমণ্ডল।—শ্রবণশক্তি হ্রাস, তৎসহ পাতলা, দুর্গন্ধি পুঁজস্রাব।

গণ্ডোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা।

৯ নিম্নচোয়াল।—লালাস্রাবসহ নিম্ন চোয়ালের আকৃষ্ট বেদনা ও ক্ষয়প্রাপ্তি (caries)।

১০ দন্ত।—মাড়ীতে বেদনা।

১২ মুখমধ্য।—তৈলাক্ত আস্বাদ। লালা হ্রাস। জ্বালা।

১৩ গলমধ্য।—ফসেসে জ্বালা, তৎপরে টাটানি।

বক্ষ হইতে উর্দ্ধে অন্ননলীর দিকে চিড়িকমারা।

গলমধ্যে বেদনা বোধ।

▌ গলমধ্যে একটা গোলা উঠিতেছে অনুভব, তাহাতে শ্বাসকষ্ট উৎপন্ন করিতে পারে।

অন্ননলী মধ্যে শুষ্কতা ও জ্বালা।

▌ অন্ননলী মধ্যে এইরূপ অনুভব যেন উহার ক্রমিবৎ (peristaltic) সঞ্চালন নিম্ন হইতে উপর দিকে হইতেছে; হিষ্টিরিয়া রোগের গোলাকার পদার্থ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—সর্ব্বপ্রকার খাদ্যে অত্যন্ত বিতৃষ্ণা।

১৫ পানাহার।—আহারান্তে :—পাকাশয়ে চাপবোধ, নিম্ন পঞ্জরাস্থি সমূহের নিকট সূচীবেধ, উদরে ফাটফাট বোধ ; অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট ; জ্বর।

পানান্তে :—উদরাময়।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—॥ উদ্গার ; রসুনের ন্যায় গন্ধ।

॥ বায়ু উপর দিয়া (উদ্গার) উঠে, নিম্ন দিয়া (বায়ুনিঃসরণ) নামে না।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে পূর্ণতানুভব।

এপিগাষ্ট্রিয়ামে শূন্যবোধ।

থাকিয়া থাকিয়া চাপযুক্ত, কর্ত্তনবৎ, সূচীবেধ বেদনা।

১৯ উদর।—পেটকামড়ানি, যেন অন্ত্র ছিন্ন বা কর্ত্তিত হইয়াছে।

যেন কি একটা বক্ষ হইতে গলমধ্যে উঠিতেছে অনুভব সহ, পার্শ্বে ক্ষতবৎ বেদনা স্থান।

বায়ুজনিত পেটবেদনা, তৎসহ উদরের স্পন্দন ; উদর অত্যন্ত বেদনাদায়ক স্ফীত, পেট ডাকা ; বায়ুনিঃসরণে উপশমিত হয়।

২০ মল, ইত্যাদি।—বিরক্তিকর শব্দযুক্ত জলবৎ মল ; মলস্রাব প্রচুর ও সবুজাভাযুক্ত।

অতি দুর্গন্ধ উদরাময়, তৎসহ পেটবেদনা ; দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণ।

উদরের খিলধরাবৎ বেদনাসহ অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ।

কেবল আম নির্গত হয়, মল নাই।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—উপস্থে সূচীবিদ্ধবৎ বোধ।

মেঢ্রে আকৃষ্ট বোধ, অপরাহ্নে বেশী।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা উত্তেজিত।

ঋতু অতি পুনঃ পুনঃ, অত্যল্প এবং অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী। কর্ত্তন ও বেগবোধ সহ, জরায়ুপ্রদেশে প্রসব বেদনাবৎ বেদনা।

জননযন্ত্রসমূহে বেগ বোধ, শকটারোহণে বৃদ্ধি।

জরায়ু-ক্ষত, চৈতন্যাধিক ও বেদনাযুক্ত।

শ্বেতপ্রদর প্রচুর, সবুজাভাযুক্ত, পাতলা ও দুর্গন্ধযুক্ত।

২৫ লেরিংক্স।—স্বর দুর্ব্বল, ভঙ্গ।

গ্লটিসের আক্ষেপ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—বক্ষের আক্ষেপযুক্ত কসিয়া ধরা বোধ, যেন ফুসফুস সম্পূর্ণ বিস্তৃত হইতে পারে না।

বক্ষের সঙ্কোচন বোধ গলমধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

২৭ কাসী।—শুষ্ক কাসীর উত্তেজনা।

হুপ্‌শব্দক কাসী, এমন কি স্তন্যপায়ী শিশুদিগেরও; ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত শ্বাসক্রিয়া, উৎকণ্ঠাযুক্ত ও অস্থির, উদর ও বক্ষ উষ্ণ।

ট্রেকিয়াতে শুড় শুড়ি বশতঃ স্বরভঙ্গতাযুক্ত, হ্রস্ব কাসী, তৎসহ হাঁপানির ন্যায় অনুভব।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষে ভারচাপানবৎ চাপবোধ।

বক্ষে চাপযুক্ত সূচীবেধ।

বক্ষে জ্বালা, ঐ জ্বালা উভয় বাহু বহিয়া এবং নিম্নাঙ্গ মধ্যদিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—ক্ষুদ্র নাড়ী সহ স্নায়বিক হৃৎকম্পন; অতিশ্রম অথবা স্রাবসমূহ রুদ্ধ হইয়া (স্ত্রীলোকদিগের)।

নাড়ীঃ—অসমান; প্রায়ই সাধারণতঃ বর্দ্ধিতগতি, কিন্তু ক্ষুদ্র।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—সঞ্চালনে গ্রীবার বামপার্শ্বে নিম্নদিকে আকর্ষণ।

পৃষ্ঠদেশের মাংসপেশীতে সূচীবেধ।

স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের নিম্নে আকর্ষণ ও কর্ত্তন।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহুমধ্যে সূচীবেধ ও চিড়িকমারা।

স্কন্ধ-সন্ধিতে কম্পন। সম্মুখবাহুতে ছিন্নকর অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত।

অঙ্গুলি সঞ্চালনে দক্ষিণ সম্মুখবাহুতে ছিন্নকর সূচীবেধ, পরে জ্বালা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—টিবিয়া অস্থির ক্ষয় (caries)।

গুলফসন্ধির চতুর্দ্দিকে স্ফীতি।

চরণের অস্থির স্ফীতি ও ক্ষয় (caries)।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বিশ্রাম; ৩, ৫। সঞ্চালন: ৩১। উপবেশন: ৩,১৮। উঠিয়া বসা: ২। সম্মুখে বক্র হইয়া বসা: ২। শয়ন: ৩। শয়নান্তে: ২। উঠিলে: ৩।

সদত অবস্থান পরিবর্ত্তন।

৩৬ স্নায়ু।—গলমধ্যে বা অন্ননলী মধ্যে কষ্টসহ গুল্মবায়ু (হিষ্টিরিয়া)।
মাংসপেশীর নৃত্য ও উৎক্ষেপ।
তাণ্ডব রোগ (কোরিয়া)।

৩৭ নিদ্রা।—ঘুমাইতে প্রবৃত্তি। মধ্যরাত্রির পরে অনিদ্রা।
মধ্যরাত্রির সময়ে শরীরের বামার্দ্ধ মধ্যদিয়া প্রবল বেদনা।

৩৮ সময়।—প্রাতে ১১টা : ১৭। বৈকাল : ২, ২২, ৪০। বেলা ৩টা হইতে ৪টা : ৪০। সন্ধ্যা : ২, ৩। রাত্রি : ৪৩। মধ্য-রাত্রি ও বৈকাল : ৩৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—গৃহমধ্যে বৃদ্ধি, খোলাবায়ুতে উপশম।
খোলাবায়ুর ইচ্ছা। গৃহ : ৩। খোলা বায়ু : ৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত, চর্ম্মের শীতলতা ও শুষ্কতা।
প্রতিদিন বেলা ৩টা হইতে ৪টার মধ্যে শীতলতা ও কম্প, তৎসহ মস্তকমধ্যে অসহ্য সূচীবেধ।
উৎকণ্ঠা ও নিদ্রালুতা সহ (তৃষ্ণা নাই) আহারান্তে মুখমণ্ডলে উত্তাপ।

৪১ আক্রমণ।—ক্ষত সমূহে সবিরাম চিমটিকাটাবৎ বেদনা।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ১৮, ৩২, ৩৩। বাম : ২, ৩১, ৩৭। ভিতর হইতে বাহিরে : ৩, ৫, ২৮। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে : ১৩, ১৬, ১৯, ২৬, ৩২। ঊর্দ্ধহইতে নিম্নে : ২৮, ৩১, ৩২।

৪৩ অনুভব।—বেদনাসহ অসাড়তা।
মাংসপেশী সমূহে জ্বালাকর কিম্বা চাপযুক্ত, বিদ্ধবৎ বেদনা।
সর্ব্বাঙ্গের অত্যন্ত ভার বোধ।
শল্যবিদ্ধবৎ বেদনা।

৪৪ তন্তু।—চিড়িকমারা ও উৎক্ষেপযুক্ত বেদনা সহ, গ্রন্থিসমূহের কাঠিন্য, স্ফীততা, উষ্ণতা ও দপদপানি।
ঊরুচ্ছেদনের পরে অবশিষ্টাংশে (stump) স্নায়ুশূল। অস্থিপ্রদাহ, অস্থিক্ষয় (caries), স্থান সকলের নীলাভাযুক্ত আরক্তিমতা ও স্ফীততা।

ক্ষত, তাহার কিনারা নীলবর্ণ, শক্ত, সামান্যমাত্র স্পর্শে বেদনাযুক্ত; স্বচ্ছ ও পাতলা, অত্যন্ত দুর্গন্ধময় পুঁজ।

অস্থির কোমল বিবৃদ্ধি, অস্থিবক্রতা।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৩, ২৮, ৪৬। চাপ : ৫, ১৯। শকটারোহণ : ২৩।

৪৬ চর্ম্ম।—উচ্চ ও শক্ত প্রান্তবিশিষ্ট ক্ষত, উহাতে স্পর্শ অসহ্য এবং সহজেই উহা হইতে রক্ত পড়ে; প্রভূত, সবুজাভ, পাতলা, দুর্গন্ধ পুঁজ।

ক্ষতের চতুর্দ্দিকে চিড়িকমারা বেদনা।

ক্ষতসকল কাল হইয়া যায়।

ক্ষতের পুরাতন দাগসকল পুনরায় ক্ষত হয় এবং কাল হইয়া যায়।

৪৭ অবস্থা।—শ্লেষ্মাপ্রধান প্রকৃতি।

গণ্ডমালা দোষগ্রস্ত, স্ফীত, কুৎসিত বালকগণ।

শৈরিক প্রধান, অর্শ-বিশিষ্ট ধাতু।

স্নায়বীয় (বায়ুপ্রধান) ব্যক্তি।

অতিশয় পারদসেবী উপদংশগ্রস্ত রোগী।

৪৮ সম্বন্ধ।—সদৃশ :—অরম (অস্থির পীড়াসকল); আর্জে-নাইট্রি; ক্যাষ্টরি; চায়না; কষ্টি; কোনি; হেপার (ক্ষতে স্পর্শ অসহ্য); ইগনে (হিষ্টিরিয়া); মার্কু (উপদংশ); মস্ক (হিষ্টিরিয়া, ফুসফুসের আক্ষেপ, ভ্রমি); পলসা; থুজা; ভিরাট্র।

এসাফিটিডার প্রতিবিষ :—পলসা, কষ্টি, ক্যাম্ফ, চায়, মার্কু, ভ্যালে।

এসেটিকাম এসিডাম।

পরীক্ষক :—সি, হেরিং।

১ মন।—পর্য্যায়ক্রমে তন্দ্রাদোষ ও প্রলাপ।

উদর স্ফীত ও অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ সহ প্রবল প্রলাপ।

অতি বিমর্ষচিত্ত। উৎকণ্ঠা।

২ চৈতন্য।—ক্ষীণতা ও ভ্রমিসহ মাথাঘোরা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—তামাক, আফিং, কাফি, সুরাপান হইতে শিরঃপীড়া।

৪ বহির্মস্তক।—করোটীত্বকে লালবর্ণ চাকা চাকা দাগ, কেশমধ্যে মামরী।

৫ চক্ষু।—কঞ্জঙ্কটাইভা প্রদাহিত। অশ্রুস্রাব।

কৃত্রিম ঝিল্লি—পুরু, হরিদ্রাবর্ণ, শক্ত, সজোরে সংলগ্ন।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

পুনঃ পুনঃ সর্দ্দি লাগিয়া থাকে।

৮ মুখমণ্ডল।—▌ জ্বরের সহিত বামগণ্ড অত্যন্ত রক্তিমাবর্ণ। *ক্রূপ।

রক্তশূন্য, মোমবৎ, শীর্ণ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ঠোঁট গভীর বেগুনে রং।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বামূলে বেদনা, কথা কহিতে ও চোয়াল নাড়াইতে বাধা জন্মে।

জিহ্বানিম্নে ও নিম্ন চোয়াল অস্থিস্থ গ্রন্থিসমূহ স্ফীত; স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

১৩ গলমধ্য।—▌ শিশুগণ এমন কি এক চামচে জলও অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করে। *ক্রূপ।

কষ্টকৃত গলাধঃকরণ, ধীরে ধীরে আহার করিতে হয়।

গলবেদনা প্রদাহযুক্ত, ক্ষতবিশিষ্ট।

১৫ পান।—▌ জ্বরের সহিত তৃষ্ণার অভাব। *ক্রূপ।

▌ অত্যন্ত তৃষ্ণা। * শোথ, বহুমূত্র, ২১।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উষ্ণ উদ্গার, পাকাশয়ে উত্তাপ।

▌ অধিক তৃষ্ণাসহ প্রত্যেক আহারের পরেই বমন। *কর্কট রোগ।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়স্থ পদার্থ সকলের যেন উৎসেচন হইতেছে।

▌পাকাশয় ও বক্ষে অতি প্রবল জ্বালাকর বেদনা, তৎপরে চর্ম্মের শীতলতা ও কপালে শীতল ঘর্ম্ম; চিত হইয়া শয়নে জ্বালা বৃদ্ধি।

১৯ উদর।—পেটডাকা, উদরাময়, এবং প্রবল প্রলাপ সহ পেট কামড়ানি।

▌উদরী।

২০ মল, ইত্যাদি।—তরল বা অজীর্ণ উদরাময়, তৎসহ পদ ও চরণদ্বয়ের স্ফীততা। *যক্ষ্মাকাস।

▌ঔদরিক লক্ষণযুক্ত (যথা উদরাময়যুক্ত) টাইফাসের শেষাবস্থায় উদরাময়।

আধ্মান ও তন্দ্রাদোষ সহ কোষ্ঠবদ্ধ।

অর্শ হইতে প্রচুর রক্তস্রাব।

অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব। *জরায়ু হইতে রক্তস্রাব রুদ্ধ হইলে পর।

২১ মুত্র।—▌বর্ণশূন্য প্রচুর মূত্রত্যাগ করে।* সশর্করা বহুমূত্র।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—অত্যন্ত দুর্ব্বলকারী রাত্রিকালীন স্বপ্নদোষ।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায় অম্ল উদ্গার ও বমন, দিবারাত্রি গলা বহিয়া জল উঠে ও প্রভূত লালা নিঃস্রব হয়।

প্রসবান্তে রক্তস্রাব।

স্তনদ্বয় বেদনাযুক্ত অত্যন্ত দুগ্ধ পূর্ণ।* স্তনের এবসেসের আশঙ্কা।

দুগ্ধ নীলাভ, স্বচ্ছ, অতি তীব্র অম্লাস্বাদ ও অম্ল গন্ধময়; উহাতে ছানা ও মাখনের অংশ অল্প থাকে।

স্তন্যপায়ী শিশুগণ রোগা হইয়া যায়, দেহ শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গতা।

লেরিংক্স ও ট্রেকিয়াবরক ঝিল্লি ফাইব্রিনাস-এক্স্যুডেশান দ্বারা আবৃত।

▌ক্রুপ, বিশেষতঃ যখন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল লালবর্ণ থাকে। (এসেটিক এসিড জলে দ্রব করিয়া, তাহার দশফোটা একগ্লাস জলে দিয়া একটু চিনি মিশ্রিত করিয়া দুই এক ঘণ্টা অন্তর প্রযোজ্য।)

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—লেরিংক্সে বাধা বশতঃ শ্বাসকষ্ট।

গলমধ্যে হিস্ হিস্, ঘড় ঘড়্ শব্দ।

দ্রুত ও কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া।

২৭ কাসী।—ক্রুপবৎ শব্দ।

২৯ হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—নাড়ী মিনিটে ৯৬ বার; পূর্ণ ও অনিয়মিত; বর্দ্ধিতগতি ও ক্ষুদ্র; অত্যন্ত দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র।

৩১ পৃষ্ঠদেশ।—পৃষ্ঠদণ্ডের বেদনা উপশমের জন্য উপুড় হইয়া শুইতে হয়। *মেরুমজ্জা প্রদাহ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—দুর্ব্বল ও শ্রান্ত।

চৈতন্য শক্তি হ্রাস।

উদরাময়সহ শোথবৎ স্ফীততা।

৩৭ নিদ্রা।—অন্যান্য যন্ত্রণা সহ অনিদ্রা।

বিনা কারণে নিদ্রা বারে বারে ভাঙ্গিয়া যায়

৩৮ সময়।—উদরাময় প্রাতঃকালে বেশী।

দিবা রাত্রি : ২৪। রাত্রি : ২২, ৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—চর্ম্ম শীতল।

জ্বরের উত্তাপ, তৎসহ শুষ্ক চর্ম্ম; পৈত্তিক, পচনশীল ও টাইফাইড জ্বরে।

প্রলাপসহ টাইফাস জ্বর।

প্রচুর ঘর্ম্ম হয়; রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম।

বিলেপী জ্বর তৎসহ কাসী, শ্বাসকৃচ্ছ্র, নৈশ ঘর্ম্ম, উদরাময়, শোথবৎ স্ফীততা ও শীর্ণতা।

৪৩ অনুভব।—সমগ্র শরীরের চৈতন্য হ্রাস।

আভ্যন্তরিক ও বাহ্যাংশ সমূহে জ্বালা।

৪৪ তন্তু।—নাসিকা, ফুসফুস, পাকাশয়, অন্ত্র ও জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

রোগা হইয়া যাওয়া, অত্যন্ত শীর্ণতা।

‖ অধিক তৃষ্ণা সহ, সাধারণ সার্ব্বাঙ্গিক শোথ এবং উদর ও পদদ্বয়ের শোথের পীড়া।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ১১। চাপ : ৯।

দাহ ও ঝলসিয়া যাওয়া।

ভেমরুলের হুলফুটান।

উন্মত্ত বিড়ালের দংশনের পরে, বিচ্ছিন্ন ক্ষত, উপর ও নিম্ন পদ স্ফীত (বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ব্যবহৃত হয়)।

৪৩ চর্ম্ম।—চর্ম্ম হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক ত্বক স্খলিত হয়।

চর্ম্ম রক্তশূন্য ও মোমবৎ। *শোথ।

যৌতুক, আঁচিল, কড়া।

৪৮ সম্বন্ধ।—ইহার উচ্চক্রমের প্রতিবিষ:—যন্ত্রণা ও বিষণ্নতা বোধ: ট্যাবেক; তাহাতে সুফল না হইলে একো; পাকাশয়িক, ফুস্‌ফুসীয় ও জ্বরের লক্ষণে: উচ্চক্রম নেট্রাম-মিউরে।

রক্তস্রাবে ইহা চায়নার পরে সুফলপ্রদ।

কালি-বাইক্রমিকের সহিত ইহার তুলনা কর।

এসেটিক এসিড প্রতিষেধ করে:—একো, এসেরি, কফি, ইউফবি, হেপার, ইগনে, ওপি, ষ্ট্রামো, ট্যাবেক।

বেলেড, মার্ক ও ল্যাকেসিসের লক্ষণসকল এসেটিক এসিড কর্তৃক বর্দ্ধিত হয়।

বোরাক্স, কষ্টি, নক্সভমি, র‍্যানা-বল্ব ও সারসাপারিলার পরে এসেটিক এসিড উপযোগী হয় না।

এসেরাম ইউরোপিয়াম।

পরীক্ষক:—হানিমান।

মন।—ক্রমশঃ চিন্তা হ্রাস হয়,—যেমন নিদ্রিত হইবার সময় হয়।

মস্তকমধ্যে স্তম্ভিতবৎ বোধ, কোন কাজ করিতে ইচ্ছা নাই। অশ্রুযুক্ত বিষণ্নতা ও উৎকণ্ঠা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—বামরগে মাথাধরা, তৎপরে প্যারায়টাল অস্থির নিম্নে এবং সর্ব্বশেষে অক্ষিপটে।

মস্তিষ্কের অধিকাংশের উপর চাপবোধ—বাহির হইতে ভিতরের দিকে।

নাসিকামূলার্দ্ধে চাপযুক্ত মাথাধরা।

কপালে ছিন্নকর, স্পন্দনযুক্ত বেদনা, অবনত হইলে বর্দ্ধিত।

৪ বহির্মস্তক।—বাম রগের নিম্নে চুলকানি।

মস্তকের বামপার্শ্বে, কর্ণের উর্দ্ধে, একটী ক্ষুদ্র স্থানে শীতলতা অনুভব।

৫ চক্ষু।—বাম উপরকার অক্ষিপুট কিঞ্চিৎ স্ফীত। চক্ষুদ্বয়ের বেদনাযুক্ত শুষ্কতা। চক্ষুতে জলপড়া ও জ্বালা।

৬ কর্ণ।—দক্ষিণকর্ণ স্পর্শে উষ্ণ।

স্নায়ুসকলের চৈতনাধিক্যতা, কাপড় প্রভৃতির শব্দ অসহ্য বোধ হয়।

দূরস্থ প্রবল বায়ুবৎ বামকর্ণে গোঁ গোঁ শব্দ; দক্ষিণ কর্ণে সুস্পষ্ট সঙ্গীত।

বামকর্ণের শ্রবণশক্তি হ্রাস।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে রক্তযুক্ত শ্লেষ্মাস্রাব। শুষ্ক সর্দ্দি, বাম নাসিকা রুদ্ধ।

প্রবল হাঁচি।

৮ মুখমণ্ডল।—গণ্ডদ্বয়ের উষ্ণতা।

দক্ষিণগণ্ডে সূক্ষ্ম হুলবেধ বোধ।

বাম গণ্ডোপরি জ্বালাযুক্ত হুলবেধ বেদনা।

১০ দন্ত।—বামপার্শ্বের দন্তসকল যেন গহ্বরবিশিষ্ট।

মাড়ীর উপরে ছন্‌ছনে বোধ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—রুটি তিক্ত লাগে।

ধূমপানের সময় তামাক তিক্ত লাগে।

জিহ্বোপরি জ্বালা অনুভব।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্যে থুথু, থুথু ঈষৎ মিষ্ট, বিস্বাদ।

বিবমিষাসহ বমন, মুখমধ্যে অধিক জলসঞ্চয়।

১৩ গলমধ্য।—সূচীবেধ সহ, গলমধ্যে শুষ্কতা।

গলমধ্যে শক্ত শ্লেষ্মা; তুলিতে পারে না।

গলাধঃকরণ কষ্টকৃত, যেন গলমধ্যকার গ্রন্থিসকল স্ফীত হইয়াছে।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—কোন প্রকার পাকাশয়িক বিকৃতি না থাকিয়া খাদ্যে বিতৃষ্ণা।

মদ্যপানের অদম্য ইচ্ছা।

১৮ বিবমিষা ও বমন।—হিক্কা। বারম্বার শূন্য উদ্গার।
ক্রমাগত বিবমিষা ও বমন করিবার ইচ্ছা।
শূন্য কাঠবমি; কাঠবমির সময়ে মস্তকের স্তম্ভিত বোধ ব্যতীত অন্যান্য সকল লক্ষণ বর্দ্ধিত হয়, উহা হ্রাস হয়।
অল্প পরিমাণে ঈষৎ অম্ল, সবুজাভাযুক্ত তরল পদার্থ বমন।
বমনের পরে মস্তকের লক্ষণসকল উপশম হয়।

১৯ উদর।—উপর পেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা, বায়ু নিঃসরণে উপশম।
প্রবল পেটবেদনা ও বমন।
উদরমধ্যে গড় গড় ও গোঁ গোঁ ডাক।

২০ মল, ইত্যাদি।—মলত্যাগের পূর্ব্বে, উদরমধ্যে কর্ত্তন এবং সরলান্ত্রে সূচীবেধ।
মল :—ভষ্মবর্ণ, মলের অগ্রভাগে রক্তযুক্ত আম।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—বাম কুচকিতে প্রবল বেদনা, ঐ বেদনা প্রস্রাবপথ মধ্য দিয়া শিশ্নে চিড়িক মারিয়া উঠে।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু আগমনে কটিদেশে প্রবল বেদনা, তজ্জন্য তিনি নিশ্বাস লইতে পারেন না।
যোনিমধ্যে নালী (fistula)।

২৪ গর্ভাবস্থা।—স্নায়ুগণের অত্যধিক চৈতন্যাধিক্যতা বশতঃ গর্ভস্রাবের আশঙ্কা।

২৫ লেরিংক্স।—লেরিংক্স মধ্যে সূচীবেধ ও সঙ্কোচন বোধ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—অত্যন্ত হ্রস্ব শ্বাসক্রিয়া (রাত্রিতে)।
লেরিংক্সের সূচীবেধ ও সঙ্কোচন বশতঃ হ্রস্ব, শ্বাসক্রিয়া।

২৭ কাসী।—নিশ্বাসগ্রহণকালে দক্ষিণ অথবা উভয় ফুসফুসে সূচীবেধ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—নাড়ী দ্রুত ও বলশালী।

৩০ বহির্বক্ষ।—দক্ষিণ বক্ষে জ্বালানুভব, আভ্যন্তরিক অপেক্ষা বাহ্যিক বেশী।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—বসিতে গেলে কটিদেশে সূচীবেধসহ জ্বালাকর বেদনা।

পৃষ্ঠদেশে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের নিম্নে সূচীবেধ।

৩২ **ঊর্দ্ধাঙ্গ**।—সঞ্চালন বা বিশ্রামকালে উভয় স্কন্ধে প্রবল সূচীবেধ।

বাম মণিবন্ধ-সন্ধিতে আকৃষ্ট ও খঞ্জবৎ বেদনা।

৩৩ **নিম্নাঙ্গ**।—দক্ষিণ নিতম্বে চাপ।

পদবিক্ষেপকালে নিতম্বসন্ধি ও উরুর মধ্যেদেশে প্রবল বেদনা।

সঞ্চালন ও বিশ্রামকালে জানুদ্বয়মধ্যে প্রবল বাতজনিত ছিন্নকর সূচীবেধ।

জানুদ্বয়ে অলসতা।

পায়ের তলায় সূচীবেধ।

৩৫ **অবস্থিতি, ইত্যাদি**।—বিশ্রাম বা সঞ্চালন : ৩২, ৩৩। উত্থান : ২। পাদবিক্ষেপ : ৩৩। ভ্রমণ : ২, ৩। অবনত : ৩। উপবেশন : ৩ : ৩১। শয়ন : ৩। শয়নান্তে : ৪৩। দণ্ডায়মান : ৩৩।

৩৬ **স্নায়ু**।—অত্যন্ত অলসতা।

অত্যন্ত ভ্রমিবোধ ও সদত হাইতোলা।

সাধারণ পরিশ্রান্তি বোধ।

৩৭ **নিদ্রা**।—পুনঃ পুনঃ হাইতোলা।

দিবসে অত্যন্ত নিদ্রালুতা।

অস্থির নিদ্রা।

৩৮ **সময়**।—প্রত্যুষে : ৫১। পূর্ব্বাহ্নে : ৪০। মধ্যাহ্নে :৩। সন্ধ্যা : ৩৩। রাত্রি : ৩৭, ৪০। দিবা : ৩৭, ৪০।

৩৯ **উত্তাপ ও বায়ু**।—উষ্ণতা বা আবরণ : ৪০।

খোলা বায়ু : ৩, ৪০। খোলা বায়ুতে ভ্রমণ : ২।

৪০ **শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম**।—পূর্ব্বাহ্নে পান বা আহারের পরে, এবং খোলা বায়ুতে শীত এবং ঠাণ্ডা বোধ, সাধারণতঃ তৎসহ মস্তকের উত্তাপ।

ঠাণ্ডাবোধ, আবরণে অথবা গৃহের উষ্ণতায় উপশমিত হয় না।

সন্ধ্যাকালে শয়নের পরে উত্তাপ, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল ও হাতের তলায়।

রাত্রিতে ঘর্ম্ম বর্দ্ধিত, অম্লগন্ধ ; বগলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৬, ৮, ২৮, ৩০, ৩৩। বাম : ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ২২, ৩২, ৩৩। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে : ২০। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে : ২৭। বাহির হইতে ভিতরে : ৩।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৬।

৪৭ অবস্থা।—বায়ুপ্রধান প্রকৃতি, উত্তেজনশীল অথবা বিমর্ষচিত্ত।

৪৮ সম্বন্ধ।—তুলনা কর :—কুপ্র, নক্স-ভমি, ফস্ফ।

এসেরামের প্রতিবিষ :—ক্যাম্ফার, সির্কা, উদ্ভিজ্জাম্ল।

ওপিয়াম।

(অহিফেন)।

পরীক্ষক :—হামিমান।

১ মন।—অচেতন, চক্ষু অর্দ্ধমুদিত, মুখমণ্ডল রক্তশূন্য, গভীর কোমা।

সুস্পষ্ট কল্পনা, মনের প্রসন্নতা।

অনুমান হয় দেহের অংশসকল অতি বৃহৎ।

প্রলাপ বকা, চক্ষু উন্মুক্ত, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, স্ফীতভাব।

বায়ুপ্রধান (স্নায়বীয়) ও খিট্‌খিটে।

রোগসকল :—অতিরিক্ত আহ্লাদ ; ভয়প্রাপ্তি ; ক্রোধ বা লজ্জা হইতে।

ভয়প্রাপ্তির পরে ভয়প্রাপ্তির ভয় তথাপি থাকে।

২ চৈতন্য।—শব্দ, আলোক এবং অতি সামান্যমাত্র আলোকে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা।

সংন্যাস, তৎসহ মাথাঘোরা, কাণ ভোঁ ভোঁ অচৈতন্যতা, রক্তবর্ণ, স্ফীত উষ্ণ মুখমণ্ডল ; ধনুষ্টংকারবৎ কাঠিন্য (অনম্যতা)।

মস্তকে রক্তাধিক্যতা, তৎসহ উহাতে স্পন্দন।

মস্তকের অত্যন্ত ভারবোধ। উঠিলে ভ্রমি।

মাথাঘোরা ; সুরাপানের ন্যায় স্তম্ভিত।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মাথাধরা চক্ষুসঞ্চালনে বর্দ্ধিত।

পুরাতন মস্তকোদক (hydrocephaluss)।

৫ চক্ষু।—অস্পষ্ট দৃষ্টি। দৃষ্টি হ্রাস।

অক্ষিতারকা বিস্ফারিত ও আলোকে অসাড়।

অক্ষিতারকা সঙ্কুচিত। *শৈশব বিসূচিকা।

চক্ষু অনড়, বহির্গামী, উজ্জ্বল।

একদৃষ্টি। লালবর্ণ, অর্দ্ধমুদিত চক্ষু, বিস্ফারিত অক্ষিতারকা।

নিম্ন অক্ষিপুটের স্ফীততা। অক্ষিপুটদ্বয় পক্ষাঘাতের ন্যায় ঝুলিয়াপড়ে।

৬ কর্ণ।—শ্রবণশক্তির তীব্রতা; দূরে ঘড়ির শব্দ অথবা কুক্কুট-রবে তাহাকে জাগাইয়া রাখে।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তি বিলুপ্ত।

দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণে দক্ষিণ নাসিকায় সূচীবেধ।

নাসিকা রুদ্ধ; শুষ্ক সর্দ্দি।

৮ মুখমণ্ডল।—স্ফীত, কালচেবর্ণ; লালবর্ণ ও উষ্ণ; লালবর্ণ; রক্তশূন্য, মৃত্তিকাবর্ণ, অন্তঃপ্রবিষ্ট মুখমণ্ডল ও চক্ষু, তৎসহ গণ্ডোপরি লালবর্ণ দাগ; নীলাভাযুক্ত, স্ফীত মুখমণ্ডল।

মুখমণ্ডলের মাংসপেশী শ্লথ, অধর ঝুলিয়া পড়ে।

মৌখিক মাংসপেশীর কম্পন, উৎক্ষেপ ও আক্ষেপযুক্ত সঞ্চালন।

মুখমণ্ডলের শিরাসকল পূর্ণ।

৩। ৪ সপ্তাহের স্তন্যপায়ী শিশুকে বৃদ্ধের ন্যায় দেখায়।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—অধর ও নিম্ন চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে।

মুখে ফেনা উঠে।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বার পক্ষাঘাত ও বাক্যোচ্চারণে কষ্ট। কাল জিহ্বা। মুখগহ্বর ও জিহ্বায় ক্ষত।

১২ মুখমধ্য।—শুষ্ক। লালাস্রাব, রক্ত নিষ্ঠীবন।

লালাহ্রাস।

১৩ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—তৃষ্ণা নাই।

প্রবল তৃষ্ণা; খাদ্যে বিতৃষ্ণা, কিম্বা রুচি না থাকিয়া প্রবল ক্ষুধা।

সুরাপানের ইচ্ছা; কোষ্ঠবদ্ধ।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—মদ্যপায়ীদিগের নিষ্ফল বমোনোদ্যম।

বমন, প্রথমে খাদ্য,তৎপরে মলের গন্ধের ন্যায় পদার্থ; হিক্কা; অত্যন্ত তৃষ্ণা, হস্তপদাদি শীতল; বিকৃত মুখমণ্ডল।

বমন:—সবুজ, রক্তযুক্ত বা তিক্ত, তৎসহ প্রবল পেটবেদনা ও আক্ষেপ; মল বমন।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে ভার ও চাপ বোধ।

পরিপাকযন্ত্রের ক্রিয়া শৈথিল্য।

১৮ উদর।—প্লীহার স্ফীততা।

বায়ুকর্ত্তৃক পূর্ণ; উদ্গার ও বমন; অন্ত্র বোধ হয় সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ কিন্তু তৎসহ সদত মলমূত্র ত্যাগের বেগ।

অণ্ডকোষ ও মুত্রাশয় মধ্যে চিড়িকমারা বেদনা; অস্থির, উৎকণ্ঠাপুর্ণ, পরিবর্ত্তনশীল অবস্থিতি; মুখমণ্ডল উষ্ণ; নাড়ী ধীব।

উদর শক্ত, স্ফীত, আধ্মানযুক্ত।

▌নাভি ও কুচকিতে অবরুদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধি; মল বমন।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল:—জলবৎ; কাল, দুর্গন্ধময়; মলদ্বারে জ্বালা ও বেগসহ সফেন; অসাড়ে, দুর্গন্ধময়, পাতলা; ভয়প্রাপ্তির পরে অসাড়ে।

▌শৈশববিসূচিকা, তৎসহ তন্দ্রাদোষ, নাক ডাকানসহ আক্ষেপ।

▌ওলাউঠার বিকার লক্ষণে অথবা অধিকমাত্রায় কর্পূর সেবনের পরে।

▌স্থূলকায়, প্রসন্নচিত্ত স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধতা।

মল শক্ত, গোলাকার, কাল; অন্ত্রের ক্রিয়া শৈথিল্য হেতু কোষ্ঠবদ্ধ।

▌মলাবরোধ, ileus অথবা অন্ত্রের পক্ষাঘাত হইতে।

২১ মূত্র।—অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

মূত্র:—মূত্রোৎপত্তি রুদ্ধ; নিদ্রালু, স্তম্ভিত; মূত্র রুদ্ধ, মূত্রাশয় পূর্ণ; মূত্রাশয়ের মুখাবরক পেশীর সঙ্কোচন অথবা পক্ষাঘাত বশতঃ; অল্প, ইষ্টকচূর্ণ অধঃক্ষেপ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা এবং প্রবল লিঙ্গোত্থান; কিম্বা ধ্বজভঙ্গ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু প্রচুর, প্রবল পেটবেদনা, তাহাতে তাঁহাকে বক্র হইয়া পড়িতে বাধ্য করে; মলত্যাগে বেগ।

ভয়প্রাপ্তিহেতু ঋতুরোধ; অদম্য নিদ্রালুতা; আক্ষেপ।

ভয়প্রাপ্তি হইতে জরায়ুস্খলন।

জরায়ু হইতে দুর্গন্ধ স্রাব। * জরায়ুপ্রদাহের পরে।

জরায়ুর কোমলতা।

২৪ গর্ভাবস্থা।—ভ্রূণের প্রবল সঞ্চালন।

অত্যন্ত ভয় প্রাপ্তির পরে গর্ভস্রাবের আশঙ্কা, বিশেষতঃ গর্ভাবস্থার শেষভাগে।

প্রসবের সময়ে:—প্রসব বেদনা স্থগিত; তন্দ্রাদোষ (coma); মলমূত্র অবরুদ্ধ; প্রায়ই ভয়প্রাপ্তি হইতে।

প্রসব বেদনার সময়ে ও পরে আক্ষেপ, তৎসহ চৈতন্য বিলুপ্ত ও নিদ্রালুতা, মুখ উন্মুক্ত।

ভয়প্রাপ্তি হইতে প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব (লোকিয়া) অবরুদ্ধ।

সদ্যজাত শিশুগণ রক্তশূন্য, শ্বাসহীন, নাভি নাড়ী স্পন্দিত হয়।

▌ কয়েক সপ্তাহের স্তন্যপায়ী শিশু বাড়ে নাই, কিন্তু দেখিতে বৃদ্ধের ন্যায়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি শ্লথ।

চর্ম্ম কুঞ্চিত।

২৫ লেরিংক্স।—শুষ্ক মুখগহ্বর ও গলমধ্য, এবং শাদা জিহ্বাসহ স্বরভঙ্গতা।

ক্ষীণস্বর।

▌ ক্রুপ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—হ্রস্ব নিশ্বাস গ্রহণ, দীর্ঘ, ধীর প্রশ্বাস প্রক্ষেপ; সদত কাসী, সূক্ষ্ম শব্দ (rales), নিদ্রা, মুখমণ্ডল নীলাভাযুক্ত; অত্যন্ত যন্ত্রনা এবং শ্বাসরুদ্ধের ভয়; আসন্ন মৃত্যুবৎ দেখায়।

কষ্টকৃত, সবিরাম শ্বাসক্রিয়া, যেন ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাত হইতে।

ঘড় ঘড় করিয়া শ্বাসক্রিয়া; মুখব্যাদান করিয়া গভীর, নাকডাকাইয়া শ্বাসক্রিয়া; ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত (stertorous) শ্বাসক্রিয়া।

বুকচাপার ন্যায় নিদ্রাবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ বোধ। * ডিপথিরিয়া।

২৭ কাসী।—শুষ্ক, গুড়গুড় করিয়া, থাকিয়া থাকিয়া, রাত্রিতে বৃদ্ধি; ফুস্-
ফুসের আক্ষেপ ও নীলবর্ণ মুখমণ্ডল। * ডিপথিরিয়া।

▌কাসী, তৎসহ শ্বাসকৃচ্ছ্র ও নীলবর্ণ মুখমণ্ডল। ▌কাসী, তৎসহ
সর্ব্বাঙ্গ শরীরে প্রচুর ঘর্ম্ম। * ডিপথিরিয়া।

২৮ ফুস্‌ফুস।—বক্ষে সঙ্কোচন বোধ।

বক্ষে উত্তাপ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের নিকটে জ্বালা।

গ্রীবায় স্পন্দনকারী ধমনী ও স্ফীত শিরা।

নাড়ী:—পরিবর্ত্তনশীল; নাকডাকানসহ, পূর্ণ ও ধীর; উৎকণ্ঠাপূর্ণ
শ্বাসক্রিয়াসহ, দ্রুত, কঠিন; অননুভবনীয়; শিশুদিগের নীলবর্ণ-
প্রাপ্তি অবস্থায়।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—মদ্যপায়ীদিগের ন্যায়, বাহু ও হস্তদ্বয়ের উৎক্ষেপ ও আক্ষে-
পিক সঞ্চালন।

বাহুদ্বয়ের পক্ষাঘাত।

হস্তের শিরাসকল পূর্ণ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পদদ্বয়ের উৎক্ষেপ ও আক্ষেপিক সঞ্চালন।

পদদ্বয়ের দুর্ব্বলতা, অসাড়তা ও পক্ষাঘাত।

চরণদ্বয়ের ভার ও স্ফীততা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—ভয় প্রাপ্তির পরে হস্তপদাদির কম্পন।

হস্তপদাদির আক্ষেপিক উৎক্ষেপ ও অবশতা।

হস্তপদাদির আক্ষেপিক সঞ্চালন।

হস্তপদের শীতলতা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—উঠিয়া বসে: ২। চক্ষুসঞ্চালন: ৩। সম্মুখে
বক্র: ২৬। সঞ্চালন: ৩৬। চীত হইয়া শয়ন: ৩৭।

৩৬ স্নায়ু।—আক্ষেপ:—মানসিক আবেগ, ভয়, ক্রোধ ইত্যাদি হইতে;
অপরিচিত ব্যক্তির আগমনে (শিশুগণ); ক্রন্দনের পর।
ধনুষ্টঙ্কারে দেহ পশ্চাতে বক্র। উচ্চরবে চীৎকার করিয়া
আক্ষেপ আরম্ভ হয়; তৎপরে মুখ দিয়া ফেনা উঠে;

হস্তপদাদির কম্পন; শ্বাসরোধ; চক্ষু অর্দ্ধমুদিত ও ঊর্দ্ধনেত্র, অক্ষিতারকা আলোকে অসাড়। আক্রমণের পরে গভীর নিদ্রা, মুখমণ্ডল গাঢ় রক্তবর্ণ ও উষ্ণ থাকে।

মস্তক, বাহুও হস্তদ্বয়ের উৎক্ষেপ, কম্পন; দেহ শীতল; নিদ্রা; দেহ-সঞ্চালন এবং মস্তক অনাবৃত করিলে উপশম।

প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর ভ্রমি হয়; চক্ষু মুদিত করে; মস্তক ঝুলিয়া পড়ে; অচেতন হয়; উৎক্ষেপ; গভীরশ্বাস।

ঔষধের ক্রিয়ায় উত্তেজনশীলতার অভাব; জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়ার অভাব।

অবশতা ও অসাড়তা।

সংন্যাসের পরবর্ত্তী পক্ষাঘাত, অসাড়তা; মদ্যপায়ী ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের মল মূত্র অবরুদ্ধ।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রালুতা বা তন্দ্রাদোষ; নাকডাকাইয়া শ্বাস গ্রহণ; উষ্ণ ঘর্ম্ম।

অতিশয় নিদ্রালুতা কিন্তু নিদ্রা হয না।

অচৈন্যকর নিদ্রা ও তৎসহঅর্দ্ধনিমীলত চক্ষু এবং উচ্চনাসারব।

কোমা ভিজিল।

নিদ্রাকালে শয্যাবস্ত্র খোঁটা; গোঁ গোঁ করে; কামোদ্দীপক স্বপ্ন।

অনিদ্রা, তৎসহ ভীতিপ্রদ দৃশ্য, মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে।

▌ অনিদ্রা, তৎসহকারে শ্রবণশক্তির তীব্রতা।

৩৮ সময়।—দিবা ও সন্ধ্যায় হ্রাস।

রাত্রি ও প্রাতে বৃদ্ধি।

রাত্রি: ২৭, ৪০। মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে: ৩৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—▌ শয্যা এত উষ্ণ বোধ হয় যে তিনি (স্ত্রী) উহাতে শুইতে পারেন না; ঠাণ্ডায় উপশম; উত্তাপে বৃদ্ধি।

শীতল বায়ুতে অত্যন্ত রোগপ্রবণ।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—কেবল হস্তপদের শীতলতা।

শেষ রাত্রিতে শীত, তৃষ্ণা, হস্তপদে বেদনা, মস্তক উত্তপ্ত, নিদ্রালু; পরে উষ্ণতা, তৎসহকারে নিদ্রা, মাথাধরা, রক্তশূন্য মুখমণ্ডল,

পিত্ত বমন ; তৎপরে ঘর্ম্ম, প্রধানতঃ পদদ্বয়ে, তৎসহকারে জ্বালা-কর উত্তাপ বোধ।

জ্বর, এমন কি ঘর্ম্মে স্নাত হইলেও সর্ব্বাঙ্গ শরীরে জ্বালা, মুখমণ্ডল লাল-বর্ণ; নাক ডাকান, মুখব্যাদান ; অনাবৃত হইতে চাহে।

যখন জ্ঞান হয় তখন বলে যে মস্তক অত্যন্ত গরম। * টাইফাস।

রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল, শীতল পদদ্বয়, নিদ্রালু কিন্তু নিদ্রা যাইতে পারে না।

সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম, শরীর জ্বালাকর উষ্ণ ; নিদ্রা এবং নাসারব (নাকডাকা)।

শরীরের ঊর্দ্ধাংশে ঘর্ম্ম ; নিম্নাংশ উষ্ণ ও শুষ্ক।

কপালে শীতল ঘর্ম্ম।

টাইফইড প্রকারের জ্বর, তন্দ্রাদোষ, জাগাইতে পারা যায় না; বাক্‌রোধ; চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত ; মৃদু প্রলাপ অথবা উচ্চরবে বকে, প্রলাপে বলপূর্ব্বক হস্তপদাদি সঞ্চালন, সঙ্গীত, পলায়নের ইচ্ছা ; মুখমণ্ডল যত কাল্‌চে লালবর্ণ হইবে, ততই ওপিয়াম উপযোগী হইবে; গভীর রক্তাধিক্যতা বশতঃ মাস্তিষ্ক পক্ষাঘাতের আশঙ্কা।

৪১ আক্রমণ।—রাত্রিকালে মৃগীরোগের আক্রমণ।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ১৯, ৪২। বাম : ১৮।

৪৩ তন্তু।—মেদ সঞ্চয় (plethora)।

বেদনাশূন্য পুজোৎপত্তি এবং ক্ষত।

শিরাসমূহে জ্বালা ও শীতলতা অনুভব।

ঐচ্ছিক মাংসপেশীর ক্রিয়া এবং উত্তেজনশীলতা বর্দ্ধিত, অনৈচ্ছিক মাংসপেশীতে হ্রাস।

সমগ্র শরীরের শোথজনিত স্ফীততা।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৪৬।

৪৬ চর্ম্ম।—জ্বর না থাকিয়া চর্ম্মের শুষ্কতা।

সর্ব্বস্থানে অতিশয় বিরক্তিকর চুলকানি, সূক্ষ্ম ছুঁচবিদ্ধ বোধ।

চর্ম্মের আরক্তিমতা ও চুলকানি।

চর্ম্মোপরি নীলবর্ণ দাগ। চর্ম্মের রক্তশূন্যতা।

৪১ অবস্থা।—শিশু ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে বিশেষতঃ উপযোগী।
মদ্যপায়ীদিগের পক্ষে প্রায়ই উপযোগী।

৪৮ সম্বন্ধ।—ওপিয়াম কয়লার ধূমজনিত রোগে প্রায়ই নির্দ্দিষ্ট।
ওপিয়াম প্রতিষেধ করে :—বেলেড, ডিজি, ল্যাকে, মার্কু, নক্সভমি, ষ্ট্রিক, প্লম্ব, ষ্ট্রামো, এণ্টিম-টার্ট।
ওপিয়ামের প্রতিবিষ :—তীব্র কাফি, বেলেড, ইপিকা, নক্স-ভমি।

ওলিয়েণ্ডার।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—স্মরণশক্তি দুর্ব্বল।
অন্যমনস্ক, মনঃসংযোগাভাব।
মেধাশক্তি ধীর।
অলস, কোন কাজ করিতে চাহে না।
প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না, চটিয়া উঠে।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—পক্ষাঘাতের পূর্ব্বে বহুদিবস পর্য্যন্ত; শয্যা হইতে উঠিতে; দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিম্নে তাকাইলে।
মস্তকভার; শুইয়া পড়িলে উপশম।
যেন দুর্ব্বলতা বশতঃ ভ্রমি, ঘর্ম্মে উপশমিত হয়।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—বক্র দৃষ্টিতে মাথাধরা উপশমিত হয়।
কপালে, ভিতর হইতে বাহিরের দিকে, চাপযুক্ত বেদনা।
যেন ফাটিয়া যাইবে এইরূপ কপালে বেদনা।

৪ বহির্মস্তক।—করোটীত্বকে দংশন-চুলকানি, যেন কীটাদির ন্যায়, মস্তকের ও কর্ণের পশ্চাতে বেশী।
সরস, আইসবৎ মামরীযুক্ত, দংশন-চুলকানি উদ্ভেদ, বিশেষতঃ মস্তকের পশ্চাতে।

৫ চক্ষু।—অশ্রুস্রাব। দ্বিত্ব দৃষ্টি। চক্ষু অন্তঃপ্রবিষ্ট।

৬ কর্ণ।—কর্ণের উপর ও চতুর্দ্দিকে ভ্রক্র ও ক্ষত।

৮ মুখমণ্ডল।—প্রাতঃকালে রক্তশূন্য, অন্তঃপ্রবিষ্ট মুখমণ্ডল, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ মণ্ডলাকার দাগ।

ওষ্ঠের অসাড়তা (অবশতা)। মুখে ফেনা উঠে।

১০ দন্ত।—কেবল চর্ব্বণকালে দন্তশূল।

রাত্রিতে শয়নকালে কসের দন্তে আকর্ষণবৎ বেদনা, তৎসহ উৎকণ্ঠা, বিবমিষা ও পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব।

১১ জিহ্বা।—বাক্‌রোধ।

জিহ্বা:—কর্কশ, শুষ্ক শাদা, কণ্টকসকল উন্নত।

খাদ্যে বিস্বাদ।

১২ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অত্যন্ত ক্ষুধা, তৎসহ হস্তদ্বয়ের কম্পন এবং দ্রুত ভক্ষণ, রুচি নাই।

অধিক তৃষ্ণা, বিশেষতঃ শীতল জলের।

১৫ পানাহার।—ভোজনকালে প্রবলরূপে শূন্য উদ্গার।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—খাদ্য এবং তিক্ত সবুজাভাযুক্ত জল বমন।

বমনের পরে প্রচুর ক্ষুধা ও তৃষ্ণা।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়গহ্বরে শূন্যতা বোধ, এমন কি আহারান্তেও।

পাকাশয়গহ্বরে স্পন্দন।

১৯ উদর।—নাভির নিকটে সূচীবেধ ও চর্ব্বণ।

অন্ত্রমধ্যে ডাকা ও গড় গড় শব্দ হয়, তৎসহ অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধ বায়ুঃনিঃসরণ।

২০ মল, ইত্যাদি।—মলত্যাগের নিষ্ফল বেগ।

গড় গড় করিয়া পেট ডাকা, তৎসহ পঁচা ডিম্ববৎ দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ।

মল পাতলা, হরিদ্রাবর্ণ, অজীর্ণ, বায়ু নিঃসরণকালে অসাড়ে নির্গত হয়।

যাহা তিনি পূর্ব্বদিন ভক্ষণ করিয়াছেন তাহা পরদিন প্রাতে অজীর্ণ নির্গত হইয়া যায়।

প্রথমে উদরাময়, তৎপরে কঠিন, কষ্টকৃত মল; গর্ভাবস্থায়।

মল ও মূত্র অসাড়ে।

অন্ত্রে ক্ষত সহ উদরাময়।* টুবার্কুলোসিস।

মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে মলদ্বারে জ্বালা ॥

২১ মূত্র ।—পুনঃ পুনঃ প্রচুর প্রস্রাব।

২৫ লেরিংক্স ।—ট্রেকিয়াতে আঠাবৎ শ্লেষ্মা ॥

২৬ শ্বাসক্রিয়া ।—শয়নে কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া। গলা ঘড় ঘড় করিয়া শ্বাসক্রিয়া।

২৭ কাসী ।—লেরিংক্সে শুড় শুড়ি বশতঃ প্রবল, দেহ-কম্পনকারী কাসী।

২৮ ফুস্‌ফুস ।—বক্ষমধ্যে শূন্যতা ও শীতলতা অনুভব।

বাম বক্ষে সূচীবেধ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী ।—হৃৎপিণ্ডোপরি আকৃষ্ট বেদনা, অবনত হইলে বৃদ্ধি।

চক্ষের দুর্ব্বলতা ও শূন্যতা অনুভব সহ হৃৎকম্পন, সেই সময়ে পাকাশয়-গহ্বরে পূর্ণতাবোধ।

নাড়ী:—দ্রুত, চর্ম্ম উষ্ণ ; পরিবর্ত্তনশীল, অনিয়মিত।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ ।—লিখিবার সময়ে হাতকাঁপে।

জ্বালাকর বেদনা সহ অঙ্গুলিসকল অনম্য ও স্ফীত।

হস্তোপরি শিরা সকল স্ফীত।

মণিবন্ধের আভ্যন্তরিক পার্শ্বে ও অঙ্গুলিসমূহের মধ্যে মধ্যে চুলকানির ন্যায় উদ্ভেদ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ ।—নিম্নাঙ্গের দুর্ব্বলতা।

দাঁড়াইলে জানুদ্বয় কম্পবান।

চরণদ্বয় সদত শীতল।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি ।—সঞ্চালনে :—আক্ষেপ উপস্থিত হয়।

লেখা : ৩২। উত্থান : ২। দাঁড়ান : ২, ৩৩। শয়ন : ২, ১০।

৩৬ স্নায়ু ।—বেদনাশূন্য পক্ষাঘাত।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির অনম্যতা ও শীতলতা।

পৈশিক শক্তি বিলুপ্ত ; কম্প।

মাংসপেশীর প্রবল আক্ষেপিক সঙ্কোচন ; শরীরের ঊর্দ্ধাংশের ও বাম পার্শ্বেরই বেশী।

৩৭ নিদ্রা।—হাইতোলা :—তৎসহ নিম্নচোয়ালের কম্পন; তৎসহ শীত শীত বোধ ও মাংসপেশীর কম্পন।

অস্থির নিদ্রা, পুনঃ পুনঃ জাগরণ।

স্বপ্নদোষ সহ কামোদ্দীপক স্বপ্ন।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীতবোধ, গাত্রের জান্তব উত্তাপ হ্রাস; অথবা বাহ্যিক শীত, আভ্যন্তরিক উত্তাপ; তৃষ্ণা নাই।

সর্ব্বাঙ্গে সাময়িক শীত; মুখমণ্ডল উষ্ণ, হস্তদ্বয় শীতল।

৪১ আক্রমণ।—সাময়িক : ৪০।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩৬। বাম : ২৮, ৩৬।

৪৬ চর্ম্ম।—প্রবল কণ্ডূয়নযুক্ত উদ্ভেদ, রক্তস্রাবী, রস পড়িয়া মামড়ী জন্মে।

৪৮ সম্বন্ধ।—ওলিয়েণ্ডারের প্রতিবিষ :—ক্যাম্ফার।

ককুলাস।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—মস্তকমধ্যে স্তম্ভিত বোধ।

মেধাশক্তি ধীর।

সময় অতি দ্রুত চলিয়া যায়।

দীর্ঘশ্বাস, কোঁথান, গোঁ গোঁ করা।

হঠাৎ অধিক উৎকণ্ঠা।

সহজেই চমকিত হয়।

সামান্য বিষয়েই রাগান্বিত হয়।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—সুরাপানের ন্যায়, অথবা তৎসহ শয্যায় উঠিয়া বসিতে গেলে বমনেচ্ছা; শুইয়া থাকিতে বাধ্য।

মস্তক যেন কুয়াসাবৃত, সাধারণতঃ পানাহারে বর্দ্ধিত হয়।

মস্তকমধ্যে শূন্যতা ও গহ্বর বোধ, খোলাবায়ুতে ও আহারান্তে বৃদ্ধি, শয্যায় দেহ উষ্ণ হইলে উপশম।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মাথাধরা, তৎসহ বিবমিষা ও বমনেচ্ছা।

মাথাধরা যেন চক্ষুদ্বয় টানিয়া ছিঁড়িয়া বাহির হইতেছে।

বাহির হইতে ভিতরের দিকে চাপযুক্ত মাথাধরা।

বিবমিষাসহ কপালে চাপযুক্ত বেদনা, বাহির হইতে ভিতরের দিকে বেদনা; আহার, পান, নিদ্রা, চিন্তা হইতে বৃদ্ধি; বিশ্রাম ও গৃহমধ্যে উপশম।

প্রবল মাথাধরা, মস্তকের পশ্চাতে চাপ দিয়া শুইতে পারে না, পার্শ্বে শুইতে হয়; সামান্য মাত্র আলোকে বৃদ্ধি; শব্দে বমন হয়।

সন্ধ্যাকালে কপালে স্পন্দন, আহারের পূর্ব্বে ও পরে বৃদ্ধি।

৪ বহির্মস্তক।—গ্রীবার মাংসপেশীর দৌর্ব্বল্য বশতঃ মস্তকের আক্ষেপিক কম্পন; খোলাবায়ুতে ও নিদ্রার পরে, কাফি ও তামাকে বৃদ্ধি; উষ্ণ গৃহে উপশম।

৫ চক্ষু।—অল্প দৃষ্টি, চক্ষুর সম্মুখে কাল দাগ, যদিও পদার্থ সুস্পষ্ট দেখা যায়।

চক্ষুতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা, তৎসহ রাত্রিতে অক্ষিপুট খুলিতে অক্ষমতা।

অক্ষিগোলক সদত বিঘূর্ণন সহ, চক্ষু মুদিত।

৬ কর্ণ।—শ্রবণশক্তির চৈতন্যাধিক্যতা।

শ্রবণশক্তির হ্রাস সহ, জলস্রোতের ন্যায় কর্ণ মধ্যে শব্দানুভব।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তি তীব্র কিম্বা দুর্ব্বল।

নাসিকা হইতে স্রাব রক্তযুক্ত; পুঁজের ন্যায়।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল :—রক্তশূন্য; চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ; মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম।

গণ্ডাস্থিদ্বয়ের নিকটে চাপযুক্ত, অসাড়, ও খিলধরাবৎ বেদনা; চোয়াল খুলিলে বৃদ্ধি।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—নিম্ন চোয়ালের নিম্নে স্ফীত কঠিন গ্রন্থি সকল, এবং সম্মুখ বাহুতে গুল্ম, ঐ সকল আঘাত করিলে বেদনাযুক্ত বোধ হয়।

১০ দন্ত।—গহ্বরযুক্ত দাঁতসকল কেবল চর্ব্বণের সময় বেদনা করে, এমন কি কোমল খাদ্য হইলেও।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—তিক্ত; পচা; অম্ল; দুর্গন্ধ; ধাতব; গন্ধকবৎ।

খাদ্যে বোধ হয় যেন অল্প লবণ দেওয়া হইয়াছে; তামাক তিক্ত লাগে।

খাদ্যে বিতৃষ্ণা সহ হরিদ্রাবর্ণ লেপাবৃত জিহ্বা।

১২ মুখমধ্য।—রাত্রিতে মুখের শুষ্কতা, তৃষ্ণা নাই।

ফেনাযুক্ত লালা ও প্রবল তৃষ্ণাসহ, মুখমধ্যে শুষ্কতা অনুভব।

১৩ গলমধ্য।—লেরিংক্সে শুষ্কতা।

টন্সিলদ্বয়ে চাপযুক্ত বেদনা, খাদ্য গলাধঃকরণ অপেক্ষা ঢোক গিলিতে বৃদ্ধি।

মুখে গন্ধকের গন্ধসহ অন্ননলীতে জ্বালা, উহা ফসেস পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

একপ্রকার পক্ষাঘাত, তাহাতে গলাধঃকরণে বাধা জন্মে।

শ্বাসকষ্ট ও কাসী, কিম্বা কাসিবার ইচ্ছাসহ, ফসেসের উর্দ্ধাংশে শ্বাস-রোধক সঙ্কোচন বোধ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—রুচি অভাবে ক্ষুধা।

জলপানে বিতৃষ্ণাসহ তৃষ্ণা।

তৃষ্ণাশূন্য, অম্ল পদার্থে বিতৃষ্ণা।

১৫ পানাহার।—সমস্ত লক্ষণ ও রোগসকল (বিশেষতঃ মস্তকের) পান ও আহারে বর্দ্ধিত হয়।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—পুনঃ পুনঃ শূন্য উদ্গার; তৎপরে তিনি (স্ত্রী) খাইতে চান।

প্রাতঃকালে বিবমিষা মস্তক মধ্যে অনুভূত হয়, এবং বমন করিবার ইচ্ছা, ভ্রমি বশতঃ শয্যা হইতে উঠিতে পারে না।

শকটারোহণ অথবা ঠাণ্ডা লাগাইলে বিবমিষা ও বমন।

বমন:—অম্ল; তিক্ত; দুর্গন্ধময়।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ের প্রবল খিলধরা; এবং তৎসহ অধিক বায়ু-সঞ্চয় (আধ্মান) ও লালা; পাকাশয়শূল (gastralgia)।

পাকাশয় মধ্যে বেদনাযুক্ত পূর্ণতা অনুভব।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত প্রদেশে চাপযুক্ত বেদনা, কাসিলে বৃদ্ধি।

যকৃত প্রদেশে সূচীবেধ।

১৯ উদর।—উদরমধ্যে শূন্যতা বোধ।

উদরমধ্যে অনুভব হয় যেন প্রত্যেক সঞ্চালনে তীক্ষ্ণধার প্রস্তর খণ্ড সকল পরস্পর ঘৃষ্ট হইতেছে।

পেটের মধ্যে অত্যন্ত ডাকা।

প্রায় মধ্যরাত্রির সময়ে আক্ষেপিক আধ্মানিক পেট বেদনা।

বায়ু নিঃসরণে উপশমিত হয় না; উদ্গারে উপশম হয়।

২০ মল, ইত্যাদি।—বৈকালে সরলান্ত্রে সঙ্কোচক বেদনা, তাহাতে বসিতে পারে না।

উদরাময়, তৎসহ অনুভব হয় যেন উদরমধ্যে তীক্ষ্ণধার প্রস্তরখণ্ড পরস্পর ঘৃষ্ট হইতেছে।

কেবল দিবসে উদরাময়, মল পাতলা, হরিদ্রাভাযুক্ত, বেদনাশূন্য।

উদরমধ্যে আবদ্ধ বায়ু; অন্ত্রের অবরোধ।

২১ মূত্র।—জলবৎ মূত্র। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের ইচ্ছা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রাত্রিতে স্বপ্নদোষ।

জননযন্ত্রের উত্তেজনা, তৎসহ সঙ্গমেচ্ছা।

জননযন্ত্র সমূহে চৈতন্যাধিক্যতা বর্দ্ধিত।

স্পর্শ করিলে অণ্ডকোষ মধ্যে আকৃষ্ট, টাটানি বেদনা।

স্ক্রোটামের চুলকানি।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু প্রচুর ও অতি শীঘ্র শীঘ্র, উঠিয়া দাঁড়াইলে রক্ত পড়িয়া ভাসিয়া যায়।

কাল রক্তযুক্ত স্বল্প স্রাব।

ঋতুর পরিবর্ত্তে শ্বেতপ্রদর।

শ্বেতপ্রদর, রক্তের জলীয়াংশের (সিরামের) ন্যায়, তৎসহ পুঁজ, ঈষৎরক্ত ইত্যাদি মিশ্রিত।

রজঃশূলের পরে অর্শ। জরায়ু মধ্যে বেদনাদায়ক চাপ, তৎসহ বক্ষে খিলধরা, বিবমিষা ও ভ্রমি।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায় জরায়ু হইতে রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা স্রাব।

আক্ষেপিক ও অনিয়মিত প্রসব বেদনা।

কটিদেশে ভয়ানক বেদনা, তৎসহ জরায়ুর ৪ এর আকারবৎ সঙ্কোচন।

কষ্টদায়ক প্রসববেদনার পর আক্ষেপ।

২৫ লেরিংক্স।—কথা কহিলে সমস্ত লক্ষণ, বিশেষতঃ মস্তকের লক্ষণসকল বর্দ্ধিত হয়।

২৭ কাসী।—বক্ষে কষ্ট বোধ বশতঃ শ্রান্তিপ্রদ কাসী।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—নাড়ী ক্ষুদ্র ও আক্ষেপযুক্ত, প্রায়ই অনমুভবনীয়, কদাচিত কঠিন, কিঞ্চিত বর্দ্ধিতগতি।

দ্রুত সঞ্চালন এবং মানসিক উত্তেজনা বশতঃ, মাথাটলা ও ভ্রমিবোধ সহ হৃৎকম্পন।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—সঞ্চালনকালে গ্রীবায় বেদনাদায়ক অনম্যতা।

নিতম্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত পক্ষাঘাতের বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।— স্কন্ধসন্ধি ও বাহুর মাংসপেশী সমূহে বিশ্রামকালে সূচীবেধ।

দক্ষিণ বাহুর ঊর্দ্ধাংশে সূচীবেধ।

একবার এক হাত, আবার অন্য হাত অসাড়।

একবার এক হাত, আবার অন্য হাত পর্য্যায়ক্রমে উষ্ণ অথবা শীতল।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—আঘাত প্রাপ্তির ন্যায় উরুদ্বয়ে বেদনা।

জানুর প্রদাহযুক্ত বেদনা।

সঞ্চালনকালে জানুদ্বয়ে খট্ খট্ শব্দ।

নিম্নাঙ্গ :—প্রায় পক্ষাঘাতযুক্ত।

চরণদ্বয়ের উষ্ণ, কণ্ডূয়নযুক্ত, স্ফীততা।

চরণদ্বয় শীতল, চরণদ্বয়ের শোথবৎ স্ফীততা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—দক্ষিণ বাহু ও দক্ষিণ পদের অনৈচ্ছিক সঞ্চালন, নিদ্রাকালে স্থগিত হয়।

সন্ধিসমূহে খট্ খট্ শব্দ ; সন্ধিসমূহের বেদনাদায়ক অনম্যতা।

৩৫ অবস্থিতি।—বিশ্রাম : ৩, ৩২। সঞ্চালন : ১৯। ভ্রমণ : ২৮। সঞ্চালন : ৩৩। দ্রুত সঞ্চালন : ২৯। সামান্য ব্যায়াম : ৪০। উপবেশন : ২০। শয়ন : ৩।

৩৬ স্নায়ু।—সর্ব্বাঙ্গ শরীরের অলসতা, চীৎকার করিয়া কথা কহিতে দুর্ব্বলতা অনুভব হয়।

প্রাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানে মৃগীরোগ; তৎপরে জ্বর।

বিমর্ষতাসহ হিষ্টিরিয়া রোগ।

মুখমণ্ডল, জিহ্বা ও ফেরিংক্সে পক্ষাঘাত; অসাড়তা ও গুড়গুড়িযুক্ত নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত।

৩৭ নিদ্রা।—রাত্রি জাগরণ করিয়া অনিদ্রা।

অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা বশতঃ নিদ্রা ভাল হয় না।

নিদ্রায় সমস্ত লক্ষণ, বিশেষতঃ মস্তকের লক্ষণসকল, বর্দ্ধিত হয়।

উৎকণ্ঠাযুক্ত, ভীতিপ্রদ স্বপ্ন।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ১৬, ৪০। বৈকাল: ২০, ৪০। সন্ধ্যা: ৩, ৪০, ৪৬। রাত্রি: ৫, ১২, ২২, ৪০, ৪৬। সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত: ৪০। দিন: ২০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—ঠাণ্ডা বা গরম (খোলা) বাতাস সহ করিতে পারে না।

ঠাণ্ডা লাগাইলে: ১৬। ঠাণ্ডা ঘর: ৮। শীতল বায়ু: ৩। খোলা বায়ু: ২, ৪। বাহিক উষ্ণতা: ৪০। উষ্ণ গৃহ: ৪। গৃহমধ্য: ৩, ৪।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—পুনঃ পুনঃ পর্য্যায়ক্রমে শীতের সহিত উত্তাপ।

বৈকাল ও সন্ধ্যায় আভ্যন্তরিক শীত; তৎসহ সমস্ত শরীরে কম্প, কিন্তু পৃষ্ঠদেশ ও পদদ্বয়ে বেশী।

উষ্ণ চর্ম্মসহ ক্রমাগত শীত শীত বোধ।

সমস্ত রাত্রি শুষ্ক উত্তাপ।

সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত শরীরের ঘর্ম্ম, তৎসহ মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম।

অতি সামান্য মাত্র পরিশ্রমে সমস্ত শরীরে ঘর্ম্ম।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৯, ১৮, ১৯, ২৮, ৩২, ৩৪। বাম: ২৮। বাহির হইতে ভিতরে: ৩, ৪৪। উর্দ্ধ হইতে নিম্নে।

৪৪ তন্তু।—শীর্ণতা। রক্তাল্পাবস্থা।

সন্ধিসমূহে বাতরক্তের (gout) বেদনা ও খট্ খট্ শব্দ।

পক্ষাঘাতের বেদনা; ছিন্নকর; টাটানি; খননবৎ; অস্থিমধ্যে যেন আঘাত প্রাপ্ত।

গ্রন্থিসকল :—জ্বালা; বাহির হইতে ভিতরে চাপ বোধ; উষ্ণ স্ফীততা; শীতল; হুলবেধ।

৪৬ চর্ম্ম।—অত্যন্ত কণ্ডূয়ন, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে গাত্রবস্ত্রাদি খুলিবার সময়ে কিম্বা রাত্রিতে পালক-শয্যায়।

ক্ষত স্পর্শে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা।

৪৭ অবস্থা।—শিশু ও স্ত্রীদের পক্ষে প্রায়ই উপযোগী।

স্বল্পকেশ ব্যক্তি। মদ্যপায়ীগণ।

৪৮ সম্বন্ধ।—সুরাপানজনিত রোগসমূহে উপযোগী।

পাকাশয়শূলে (gastralgia) নক্সভমিকার পরে উপকারী।

কফিয়া।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—নানাপ্রকার ভাবোদয়; কার্য্যে সত্বরতা, তন্নিমিত্ত নিদ্রার অভাব।

পানাত্যয় :—মনে হয় তিনি বাড়ীতে নাই, তৎসহ হস্তদ্বয়ের কম্পন; ক্ষুদ্র, দ্রুত নাড়ী।

সামান্য বিষয়ের জন্য অত্যধিক ক্রন্দন ও বিলাপ।

শিশু সহজেই কান্দে ও হাসে; ক্রন্দনের সময় হঠাৎ আনন্দচিত্তে হাসে, এবং পরিশেষে পুনরায় কান্দে।

প্রফুল্লতা। মৃত্যুর ভয়।

বেদনা অসহ বোধ হয়, তাহাতে নিরাশা জন্মে।

২ চৈতন্য।—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত প্রাখর্য্য;—শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদ ও স্পর্শ শক্তি তীক্ষ্ণ। সংন্যাসের আশঙ্কা; অতি-উত্তেজিত, বেশী কথা কহে, ভয়পূর্ণ, বিবেকের যন্ত্রণা, খোলাবায়ুতে অনিচ্ছা, নিদ্রাহীন, আক্ষেপিক দন্তসংঘর্ষণ।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকে রক্তাধিক্যতা; কথা কহা বশতঃ।

চিন্তা করিয়া মাথাধরা।

এক পার্শ্বের মাথাধরা, যেন মস্তক মধ্যে প্রেকবিদ্ধ হইতেছে, খোলা-বায়ুতে বৃদ্ধি।

মাথাধরা, যেন মস্তিষ্ক ছিন্নবিছিন্ন বা খণ্ড খণ্ড হইয়াছে।

৫ চক্ষু।—রক্তাভ; দর্শনশক্তি বর্দ্ধিত। অক্ষিতারকা বিস্ফারিত।

৬ কর্ণ।—শ্রবনশক্তি অধিকতর তীব্র।

শব্দে বিতৃষ্ণা; শব্দে কষ্টবোধ হয়।

মস্তক (একপার্শ্বে) মধ্যে খট্ খট্ শব্দ, নাড়ীস্পন্দনের সহিত সম-কালিক; বিশেষতঃ প্রাতে ও খোলাবায়ুতে; গৃহমধ্যে ভাল।

৭ নাসিকা।—তীব্র, চৈতন্যাধিক আঘ্রাণশক্তি।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব:—মস্তকের ভার ও বিমর্ষতাসহ; মলত্যাগে বেগ দিবার সময়ে।

৮ মুখমণ্ডল।—রক্তবর্ণ গণ্ডসহ, মুখমণ্ডলের শুষ্ক উত্তাপ।

বেলা ১ টার সময়ে মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্বে, মস্তকে এবং দক্ষিণ অক্ষি-গোলকে স্নায়ুশূল।

১০ দন্ত।—দন্তশূল:—হুলবেধ ও উৎক্ষেপযুক্ত, সবিরাম কামড়ানি (aching), তৎসহ অস্থিরতা, যন্ত্রণা ও ক্রন্দনেচ্ছা, বিশেষতঃ রাত্রিতে ও আহারের পরে; দন্তশূল বর্দ্ধিত হয়:—উত্তপ্ত বা উষ্ণ পানীয় হইতে, চর্ব্বণ হইতে, রাত্রিতে; উপশমিত হয়:—বরফ বা বরফজল মুখে লইলে।

১৩ গলমধ্য।—মুভুলা অতি লম্বা, স্ফীত। গলবেদনা, ঠাণ্ডাবায়ুতে বৃদ্ধি।

তালুর পার্শ্ব হইতে অন্ননলী পর্য্যন্ত স্থায়ী বেদনা; গলমধ্যে শল্যানুভব বশতঃ গলাধঃকরণে সদত ইচ্ছা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—দ্রুত ভোজনসহ বর্দ্ধিত ক্ষুধা।

রাত্রিতে তৃষ্ণায় জাগিয়া উঠে; ঘর্ম্মাবস্থায় তৃষ্ণা।

১৫ পানাহার।—দ্রুত আহার ও পান করে।

সুরাপান হেতু কুফল।

আহারান্তে : ১০। উত্তপ্ত বা উষ্ণ পানীর : ১০। বরফ বা বরফজল : ১০।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—হিক্কা, উদ্গার।

গলমধ্যে সর্ব্বদা বমন করিবার ইচ্ছা বোধ হয়।

উদর।—পেটবেদনা :—যেন পাকাশয় অধিক বোঝাই হইয়াছে; যেন উদর ফাটিয়া যাইবে; উদরের উপর কসা কাপড় সহ্য করিতে পারে না।

উদরমধ্যে চাপ বোধ, যেন বায়ুরুদ্ধ রহিয়াছে।

মল, ইত্যাদি।—উদরাময় :—জলবৎ, সমস্ত দিবস বেদনাশূন্য।

দন্তোদ্গমকালে। দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—জননযন্ত্র সমূহ অধিক উত্তেজিত কিন্তু শুক্রক্ষরণ হয় না, এবং তৎসহ দেহের শুষ্ক উত্তাপ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু :—অতি প্রচুর ও দীর্ঘস্থায়ী; প্রচুর, তৎসহ দেহের শীতলতা ও অনম্যতা।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব :—বৃহৎ কাল কাল পিণ্ডবৎ, প্রত্যেক সঞ্চালনে বৃদ্ধি, তৎসহ কুচকিতে প্রবল বেদনা ও মৃত্যুভয়।

শ্বেতপ্রদর :—শ্লেষ্মার ন্যায়, কিম্বা দুগ্ধবৎ; প্রস্রাবের সময়ে বেশী।

২৪ গর্ভাবস্থা।—আসন্ন গর্ভস্রাব, বা প্রসববেদনা হেতু অতি প্রবল বেদনা।

প্রসব বেদনা স্থগিত হইয়া আইসে।

প্রসব বা প্রসবান্তিকা বেদনার সময়ে অত্যন্ত মৃত্যুভয়।

মানসিক উত্তেজনাবশতঃ সূতিকা জ্বর, তৎসহ দেহের উষ্ণতা, জিহ্বা সরস, তৃষ্ণা নাই; প্রলাপ বকা, চক্ষু উন্মিলীত; প্রবল ঔদরিক বেদনা, তৎসহ নিরাশা, অনিদ্রা।

২৫ লেরিংক্স।—গ্লটিসের আক্ষেপ, নিদ্রাহইতে কষ্টকর শ্বাসক্রিয়া বশতঃ জাগিয়া উঠে, তৎসহ শাঁই শাঁই শব্দ, শীতলঘর্ম্ম, নীলবর্ণ মুখমণ্ডল।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—বক্ষের কষ্টবোধ; হ্রস্ব নিশ্বাস গ্রহণ; বক্ষ সুস্পষ্ট উন্নত অবনত হয়।

প্রাতে হাঁপানির আক্রমণ, ক্রমাগত নড়িতে চাহে।

২৭ কাসী।—হ্রস্ব; শুষ্ক; আক্ষেপিক ও শুষ্ক; রাত্রিতে; হাপের সময়ে।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎকম্পন প্রবল, অনিয়মিত, তৎসহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির কম্পন।

নাড়ী অধিকতর দ্রুত কিন্তু অল্প বলশালী, এমন কি ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—সায়াটিক স্নায়ুশূল; ফাটিয়া যাওয়া, চিড়িকমারা, ভ্রমণে বর্দ্ধিত; চাপে উপশমিত, বৈকাল ও রাত্রিতে বৃদ্ধি; রাত্রিতে অস্থির ও নিদ্রাশূন্য।

৩৫ অবস্থিতি।—সঞ্চালন: ২৩। নড়িতে ইচ্ছা: ২৬। ব্যায়াম: ৪০। ভ্রমণ: ৩৩। উপবেশন: ৩।

৩৬ স্নায়ু।—অত্যন্ত স্নায়বীয় অস্থিরতা ও উত্তেজনা।

দন্তোদ্গামী শিশুদিগের আক্ষেপ, তৎসহ দন্ত সংঘর্ষণ এবং হস্তপদের শীতলতা।

হঠাৎ মানসিক আবেগবশতঃ ভ্রমি।

৩৭ নিদ্রা।—অনিদ্রা:—মানসিক বা শারীরিক অধিক উত্তেজনা বশতঃ।

৩৮ সময়।—৬, ২৫, ২৬, ৪০। বৈকাল: ৩। সন্ধ্যা: ২৩, ৪০। রাত্রি: ১০, ১৪, ১৭, ৩৩, ৪০। সমস্তদিন: ২০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উত্তপ্ত বা গরম পানীয়: ১০। বরফ বা বরফজল: ১০। শীতলবায়ু: ১৩। ঠাণ্ডা: ৪০। খোলাবায়ু: ২, ৩, ৬, ২৭।

৪০ শীত জ্বর, ঘর্ম্ম,।—শীত পৃষ্ঠ বহিয়া নামে।

ব্যায়ামে শীত বর্দ্ধিত।

মুখমণ্ডল বা সমস্ত শরীরের বাহ্যিক উত্তাপ সহ আভ্যন্তরিক কম্প।

আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উষ্ণতা সহ শীত শীত বোধ।

ঠাণ্ডায় অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা।

সন্ধ্যাকালে শয়নান্তে, পৃষ্ঠদেশে কম্পসহ, বাহ্যিক উত্তাপ। প্রলাপ সহ রাত্রিতে উত্তাপ।

৪২ পার্শ্ব।—বাহির হইতে ভিতরে: ২। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে: ৪০।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি।—চুলকাইলে: ২৩। চাপ: ৩৩; কাপড়ের চাপ: ১৯। চর্ব্বণ: ১০।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্মের অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা।
অত্যন্ত বর্দ্ধিত উত্তেজনশীলতা ও ক্রন্দন সহ হাম।
গাত্রে রক্তিমাবর্ণ উদ্ভেদ।

৪৮ সম্বন্ধ।—কফিয়ার প্রতিবিষ:—একো, ক্যাম, নক্সভমি
কফিয়া প্রতিষেধ করে:—ক্যাম, কলো, নক্সভমি, সোরি।
কাফি পানবশতঃ পুরাতন রোগ সমূহে:—ক্যাম, ইগনে, মার্কু,
সলফা।

কলচিকাম।

পরীক্ষক:—ষ্টাফ।

১ মন।—চৈতন্যশক্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত, অজ্ঞান।
স্মরণশক্তি দুর্ব্বল। পড়িতে পারে কিন্তু বুঝিতে পারে না।
মস্তকমধ্যে গোলমাল (confusion)।
কোন প্রকার ব্যায়ামে অনিচ্ছা।
মানসিক প্রকৃতি প্রায়ই প্রফুল্ল; কিম্বা বিমর্ষ।
বাহ্য উত্তেজনাসকল যথা উজ্জ্বল আলোক, তীব্র গন্ধ, সংস্পর্শ, অন্যে
অন্যায় কাজ প্রভৃতি তাঁহাকে জ্ঞানহারা করিয়া তুলে।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা ভ্রমণান্তে উপবিষ্টাবস্থায়; উঠিলে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—প্রেকবিদ্ধবৎ মাথাধরা, বিশেষতঃ চক্ষুর্দ্ধে।
মস্তকে চাপ বোধ; বিশেষতঃ অক্ষিপটে।
মস্তিষ্কমধ্যে গভীর স্থানে চাপযুক্ত ভার বোধ, বিশেষতঃ সঞ্চালন বা
অবনত হইলে।
কপালে কীটচারণানুভব।

৪ বহির্মস্তক।—করোটীত্বকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে, বিশেষতঃ অক্ষিপ
ছিন্নকর।
মস্তক সঞ্চালনে কষ্ট।

৫ চক্ষু।—চক্ষুর মধ্যে ও চতুর্দ্দিকে অতি প্রবল, তীক্ষ্ণ ছিন্নকর বে
ৎসহ
, জল-
কর্ত্তনবৎ

ক্ষগহ্বরের মধ্যে আকর্ষণ খননবৎ বেদনা।

াহ, অপরিষ্কার দৃষ্টি, চক্ষু হইতে জল পড়ে, কর্ণিয়ার উপরে
াদা দাগ।

ছানি (cataract)।

-অর্দ্ধমুদিত ; অন্তঃপ্রবিষ্ট, একদৃষ্টি।

-শ্রবণশক্তি সাধারণতঃ তীব্র।

াধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ ; কর্ণ রুদ্ধ বোধ হয়।

াধ্যে সূচীবেধ সহ কাণ কামড়ানি।

মধ্যে ছিন্নকর বেদনাসহ কর্ণ হইতে স্রাব। *হামের পর।

াকা।—ঘ্রাণশক্তি অতি তীব্র ; মাংসের ব্রথের গন্ধে বিবমিষা,
এবং টাট্‌কা ডিম্বের গন্ধে প্রায় ভমি উপস্থিত হয়।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

দীর্ঘস্থায়ী সর্দ্দি ; স্রাব পাতলা, আঠাবৎ।

নাসিকা শুষ্ক ও কাল।

মুখমণ্ডল।—বিমর্ষ, শোকার্ত্ত চেহারা ; অন্তঃপ্রবিষ্ট ; যেন হাস্যবদন ;
হরিদ্রা দাগযুক্ত ; গণ্ডদ্বয় লালবর্ণ ও উষ্ণ ; ঘর্ম্মাবৃত।

মুখমণ্ডলের শোথবৎ স্ফীততা।

বিনষ্ট দন্ত বশতঃ বেদনা ও স্ফীততা।

মুখমণ্ডল ও নাসিকার অস্থিসমূহ মধ্যে আকর্ষণ, যেন উহা বিদীর্ণ
হইতেছে।

১০ দন্ত।—দন্ত সংঘর্ষণ। দন্তে দন্তে চাপিলে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক।

দন্ত অতি লম্বা বোধ হয়।

ঠাণ্ডা হইতে দন্তশূল বর্দ্ধিত ; গরম দ্রব্যের পক্ষে।

চোয়াল ও মাড়ীতে ছিন্নকর বেদনা।

জিহ্বা, ইত্যাদি।—খাদ্যের আস্বাদশূন্যতা।

বাকরোধ। *টাইফাস জ্বরে।

জিহ্বা :—উজ্জ্বল লালবর্ণ ; ভারী, অচল ও অসাড় ; কষ্টে বহিষ্কৃত
করা যায়।

১২ মুখমধ্য।—গলমধ্যের শুষ্কতা সহ, প্রচুর লালানিঃসরণ।

মুখগহ্বর ও গলমধ্যকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ।

তৃষ্ণাসহ মুখমধ্যে উত্তাপ।

গলমধ্য।—যেন সর্দ্দি এইরূপ গলমধ্যে শুড়শুড়ি বোধ।

গলমধ্যে অধিক সবুজাভ, পাতলা শ্লেষ্মা।

তালু ও ফসেসের প্রদাহ ও আরক্তিমতা।

টন্সিল প্রদাহিত ও স্ফীত; স্থানে স্থানে পুঁজাবৃত স্থান, কষ্টকৃত গলাধঃকরণ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু আহারে রুচি নাই।

খাদ্যে বিতৃষ্ণা; খাদ্যের দৃষ্টি এবং তদপেক্ষা খাদ্যের আঘ্রাণ অতি ঘৃণাকর।

বিবমিষা ও বমন।—বিবমিষা, উদ্গার ও প্রভূত শ্লেষ্মা ও পিত্ত বমন।

পুনঃ পুনঃ, প্রচুর, আস্বাদহীন বাষ্পের উদ্গার।

অত্যন্ত অস্থিরতা সহ বিবমিষা।

প্রবল কাঠবমি, তৎপরে প্রচুর ও সবেগে খাদ্য এবং পরে পিত্ত বমন, সম্পূর্ণ স্থিরভাবে থাকিলে উপশম।

পাকস্থলী।—এপিগাষ্ট্রিয়াম স্পর্শে বা চাপে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক।

পেটবেদনা সহ, পাকাশয় বরফবৎ শীতল।

পেটবেদনা :—আহারে বৃদ্ধি; বায়ু জন্মে এরূপ খাদ্যে : উদরের অত্যন্ত স্ফীততা সহ; বক্র হইয়া দুমড়াইয়া পড়িলে উপশম।

১৯ উদর।—উদরের আধ্মানিক স্ফীততা, তৎসহ বারে ও পরিমাণে অতি অল্প মলত্যাগ হয়।

উদরমধ্যে চাপযুক্ত, ছিন্নকর, কর্ত্তনবৎ বা সূচীবেধ বেদনা।

আধ্মান। পেটবেদনা আহারে বৃদ্ধি, ইত্যাদি, ১৭ দেখ।

২০ মল, ইত্যাদি।—সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণ।

মলঃ—পুনঃ পুনঃ, প্রচুর, জলবৎ; হরিদ্রাভ ও রক্তযুক্ত; অত্যল্প, তৎসহ বেগ, রক্তস্রাব এবং প্রচুর মূত্রোৎপত্তি; প্রচুর, পুনঃ পুনঃ, জলবৎ অথবা পিত্তযুক্ত, প্রায়ই বেদনা থাকে না, কখন কখন কর্ত্তনবৎ

পেটবেদনা থাকে ; মলদ্বারে বেদনা, এবং প্রবল কোথপাড়া বেগ সহ অত্যল্প, কষ্টকৃত, রক্তযুক্ত আম ; মলত্যাগের সদত নিষ্ফল চেষ্টা ; সবুজ, জলবৎ, অত্যন্ত দুর্গন্ধ আম ; অজ্ঞানে, অসাড়ে মলত্যাগ করে।

মলত্যাগ বা অন্য সময়ে মলদ্বারের মুখাবরক মাংসপেশীর আক্ষেপ।

পুনঃ পুনঃ ; কিঞ্চিৎ রক্তযুক্ত এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ মল ; রক্তামাশয়।

২১ মূত্র।—বৃক্ক প্রদেশে বেদনা।

মূত্র :—পুনঃ পুনঃ, প্রচুর, জলবৎ ; মূত্রাশয়ের বেগ এবং প্রস্রাবপথে জ্বালাসহ কাল্চেবর্ণ ও ঘোলা ; অম্লগন্ধ এবং অম্ল প্রতিক্রিয়াযুক্ত ; অত্যল্প, ফোটা ফোটা নিঃসৃত, শাদাটে অধঃক্ষেপ।

। রক্তযুক্ত, প্রায় ঠিক কালীর ন্যায়, তাহাতে এল্বুমেন থাকে।

মূত্র অত্যল্প, দেখিতে টুকরা টুকরা গলিত রক্তখণ্ডের ন্যায়, তাহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

মূত্রত্যাগকালে প্রস্রাব পথে যেন ক্ষতবৎ বেদনা বোধ হয়।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—অণ্ডকোষ ও বাম শুক্রবাহক নলীতে ছিন্নকর বেদনা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অত্যন্ত আগাইয়া।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থার শেষ কয়েক মাসে জ্বরজনিত অস্থিরতা।

চুচুক অত্যন্ত বহির্গামী; সন্তান কর্তৃক অতি সামান্য মাত্র স্পর্শে অসহ্য বেদনা ; স্তনযুগল পূর্ণ, চর্ম্ম উষ্ণ, নাড়ী বলশালী (সূতিকাগারে ৪র্থ দিন)।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—দ্রুতগতি ও শ্রুতিগোচর হয় ; ধীর ; অনিয়মিত ; হাঁপানিবৎ।

বক্ষে কষ্ট বোধ, স্বরভঙ্গ, বা স্বাভাবিকাপেক্ষা গম্ভীর।

২৭ কাসী।—সর্দ্দিসহ সামান্য কাসী।

লেরিংক্স মধ্যে শুড়্শুড়ি বশতঃ পুনঃ পুনঃ, হ্রস্ব, শুষ্ক কাসী।

নৈশকাসী, তৎসহ অসাড়ে মূত্র ছিটকাইয়া বাহির হয়।

২৮ ফুস্ফুস।—বক্ষমধ্যে প্রবল কর্ত্তনবৎ বেদনা, তাহাতে শ্বাসক্রিয়ার বাধা জন্মে।

কষ্ট বোধসহ, হৃৎপিণ্ড প্রদেশে হুলবেধ।

আঘাতের পরে রক্তনিষ্ঠীবন (রক্ত উঠা)।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—উদ্বেগসহ প্রবল হৃৎকম্পন।

▌ তরুণ বাতের পরে হৃদ্‌রোগ।

হৃদ্‌বেষ্টক ঝিল্লিমধ্যে জলসঞ্চয়।

নাড়ী :—দ্রুতগতি ও কঠিন, কিম্বা পূর্ণ ও ধীর ; ধীর ও ক্ষীণ ; দ্রুত ও সূত্রবৎ।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশে বাতের বেদনা।

আকর্ষণ, সূচীবেধ বেদনা সঞ্চালনে উপস্থিত বা অধিক বর্দ্ধিত হয়।

কটিদেশে হঠাৎ ছিন্নকর ও চিড়িকমারা।

ত্রিকাস্থিতে একটী স্থানে যেন ক্ষতবৎ টাটানি বোধ ; উহা স্পর্শে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বাতের বেদনা :—কণ্ঠাস্থি, স্কন্ধ, বাহু, পৃষ্ঠদেশ ও গ্রীবায়, তাহাতে মস্তক সঞ্চালন করিতে পারে না ; কনুইসন্ধি, সন্মুখবাহু, মণিবন্ধ এবং অঙ্গুলি সন্ধিসমূহের বন্ধনীতে।

বাহুদ্বয়ে খঞ্জকারী বেদনা, তাহাতে সামান্য লঘু পদার্থও ধরিতে পারে না।

হস্তদ্বয়ের শোথবৎস্ফীতি।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—ছিন্নকর বেদনা :—উরুদেশে ; স্ফীততাসহ জানুসন্ধিতে ; প্যাটেলাস্থিতে (মালুইচাকী) ; টিবিয়াস্থি, পায়ের ডিম, গুলফ্‌সন্ধি ; বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, প্রভৃতিতে।

বেদনা হইতে পরিশ্রান্তি, ভার বোধ, এবং সঞ্চালনে অক্ষমতা।

পদ ও চরণদ্বয়ের শোথবৎ স্ফীততা ও শীতলতা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—খোঁচাবেধ সহ হস্ত ও চরণদ্বয়ের অসাড়তা।

স্কন্ধ ও নিতম্ব সন্ধিতে বেদনা ; এবং মস্তক ও জিহ্বা সঞ্চালনে কষ্টসহ সমস্ত অস্থিতে বেদনা।

মাংসপেশী ও সন্ধিসমূহে ছিন্নকর বেদনা।

অবস্থিতি, ইত্যাদি।—ব্যায়াম : ১। সঞ্চালন : ৩, ৪, ৩১, ৩২, ৩৪। উত্থান : ২, ১৬। উপবেশন : ২। অবনত : ৩। সম্মুখে বক্র হইয়া দুমড়াইয়া পড়া : ১৭, ১৯।

৩৬ স্নায়ু।—যেন পরিশ্রান্তির ন্যায় অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

হঠাৎ শক্তি বিলোপ ; অত্যন্ত শয্যাশায়িতা।

বেদনা সহ পক্ষাঘাত বোধ।

ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ ভিজিয়া পায়ের ঘর্ম্ম, হঠাৎ রুদ্ধ হইয়া পক্ষাঘাত।

নিদ্রা।—তন্দ্রাদোষযুক্ত নিদ্রা।

দিবসে অত্যন্ত নিদ্রালুতা, পড়িতে পড়িতে নিদ্রিত হয়।

রাত্রিতে বেদনাবশতঃ নিদ্রার ব্যাঘাত।

ভীতিপ্রদ স্বপ্ন বশতঃ নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে।

নিদ্রাবস্থায় চমকিত, উৎক্ষিপ্ত।

৩৮ সময়।—সন্ধ্যা : ২০। রাত্রি : ২৭, ৩৭, ৪০। দিবা : ৩৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণতা : ৪০। ঠাণ্ডা : ১০। ভিজিলে : ৩৬।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম,।—সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির মধ্য দিয়া শীত ও কম্প উঠে ; এমন কি উষ্ণ গৃহেও।

পৃষ্ঠ বহিয়া পুনঃ পুনঃ কম্প।

অগ্নির নিকটে বসিয়াও শীত শীত বোধ।

সমস্ত রাত্রি বাহ্যিক শুষ্ক উত্তাপ, তৎসহ প্রবল, অতৃপ্ত তৃষ্ণা।

শরীর উষ্ণ এবং হস্তপদাদি শীতল। * টাইফাস জ্বরে।

ঘর্ম্মের অভাব। *সবিরাম জ্বরে।

প্রচুর অম্ল ঘর্ম্ম, হঠাৎ আইসে ও যায়। * বাতরোগে।

৪১ আক্রমণ।—শরৎকালিক রক্তামাশয়।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ১৮। বাম : ৩, ১৮, ২২, ২৮। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে : ৪০।

যে বাতরক্ত (gout) বাম হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে যায় তাহা এই ঔষধে আরোগ্য হয়।

তন্তু।—অস্থিবেষ্টক ঝিল্লির উপর ইহার সুস্পষ্ট ক্রিয়া; সন্ধিসমূহের, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধি সমূহের, স্নৈহিক (সাইনোভিয়াল)

ঝিল্লির উপর ; স্নায়ুবিধানের যে অংশ দ্বারা ঐচ্ছিক সঞ্চালন অনুশাসিত হয়।

ফাইব্রস তন্তুর সহিত ইহার অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ; আরক্তিমতা, স্ফীতভা, উত্তাপ ইত্যাদি কিন্তু পূজোৎপন্ন করে না, একস্থান হইতে স্থানান্তরে সহজেই ও সত্বরেই স্থান পরিবর্ত্তন করে ; আরক্তিমতা হ্রাস হয় যেমন রোগ সরিয়া যায়।

শীর্ণতা। ইডিমা। সার্ব্বাঙ্গিক শোথ।

দেহস্থিত গহ্বর ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহের শোথ, বিশেষতঃ হৃদ্‌বেষ্টক ঝিল্লিতে জলসঞ্চয় (হৃদবেষ্টকোদক) ; বক্ষোদক ; উদরী ; জরায়ূদক।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৩, ১৭, ২৪, ৩১। চাপ : ১০, ১৭।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্ম শুষ্ক, ঘর্ম্ম অবরুদ্ধ, কিম্বা প্রচুর ঘর্ম্ম হয়।

চর্ম্মমধ্যে সূচীবেধ।

৪৭ অবস্থা।—সবলদেহ ব্যক্তির বাতরক্ত (gout)।

বৃদ্ধদিগের পক্ষে প্রায়ই উপযোগী।

৪৮ সম্বন্ধ।—কলচিকামের সাধারণ প্রতিবিষ :—বেলেড, ক্যাম্ফ, ককু, নক্স-ভমি, পলসা।

নক্সভমি বা লাইকোপোডিয়ামে উপকার দর্শিলে পর কলচিকম সুফলপ্রদ।

কলিন্সোনিয়া।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—পদদ্বয়ে সঞ্চরমাণ বেদনাসহ অল্প অল্প কপালে মাথা-ধরা ; জানুদ্বয়ে ছিন্নকর।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—মধ্য ও মূলদেশে জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ ; তিক্তাস্বাদ।

১৮ উদর।—হাইপোগাষ্ট্রিয়ামে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—কোষ্ঠবদ্ধ, মল বড় বড়, তৎসহ অত্যন্ত কোঁথপাড়া।

উদরাময়, আম ও রক্তযুক্ত ; পাতলা, হরিদ্রাবর্ণ পদার্থ, কিম্বা জলবৎ ; প্রবল বেগ ও অন্ত্রমধ্যে তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ বেদনাসহ।

অর্শ, রক্তপড়ে বা পড়ে না ; সরলান্ত্রে ভার বোধ, চুলকানি, শল্য-বেধ বা বালির ন্যায় বোধ ; নিম্নাস্ত্রের রক্তাধিক্যতাযুক্ত ক্রিয়াভাব-জনিত। অত্যন্ত দুর্দ্দম্য স্থলে ইহা উপকারী।

২২ **পুংজননেন্দ্রিয়।**—ভেরিকোসিল ; সরলান্ত্রের লক্ষণানুসারে ইহা প্রযুজ্য।

২৩ **স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।**—পুরাতন প্রদাহ, রিট্রোফ্লেক্সন বা রিট্রোভার্সান ; স্খলন ; যখন পেলভিস মধ্যে রক্তাধিক্যতা, অর্শ ইত্যাদি, ডিম্বকোষ সম্বন্ধীয় স্নায়ুশূল, কর্ত্তনবৎ বেদনা, দক্ষিণ পার্শ্বে বেশী প্রভৃতি লক্ষণ থাকে।

ভগদদ্রু ; জরায়ু স্খলন অথবা গর্ভাবস্থায়।

২৭ **কাসী।**—কাল, শক্ত, আঠাবৎ শ্লেষ্মাবৃত জমাট রক্ত তুলে ; পূর্ব্বে এ রক্ত মলদ্বার দিয়া নির্গত হইত।

২৯ **হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।**—হৃৎপিণ্ড উত্তেজনশীল, উহা দ্রুত ও অনিয়মিত স্পন্দিত হয়, অতি সামান্য সঞ্চালন অথবা উত্তেজনায় বৃদ্ধি ; সাময়িক ভ্রমি বোধ।

৪৪ **তন্তু।**—নিম্নাস্ত্রের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহাতে রক্তাধিক্যতা-যুক্ত ক্রিয়াভাব উৎপন্ন করে।

ইহা শিরা সকলকেও আক্রমণ করিয়া থাকে, তজ্জন্য ইহা আর্ণিকার ন্যায় ক্ষত ও বাহিক আঘাতাদি আরোগ্যার্থ ব্যবহৃত এবং ভেরি-কোসিল রোগে প্রযুক্ত হয়।

৪৮ **সম্বন্ধ।**—তুলনা কর :—এলোজ (রক্তামাশয়) ; ইস্কুলাস (অর্শ) ; নক্স-ভমি।

কলোফিলাম।

পরীক্ষক :—বার্ট।

২ চৈতন্য।—দৃষ্টির অস্পষ্টতা সহ, একপ্রকার মাথাঘোরা; তিক্ত, অম্ল তরল পদার্থ তুলে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মাথাধরা, চক্ষুপশ্চাতে চাপবোধ, দৃষ্টির অস্পষ্টতা; জরায়ুরোগ-জনিত মাথার অসুখ।

৪ বহির্মস্তক।—বাতের মাথাধরা, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের।

৫ চক্ষু।—চক্ষুপশ্চাতে চাপ; প্রচুর অশ্রুস্রাব।

৮ মুখমণ্ডল।—শ্বেতপ্রদর সহ, কপালে দাগ।

১০ দন্ত।—দন্তসকল বেদনা, লম্বা বোধ হয়।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—শাদা ক্লেদাবৃত।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্যে শুষ্কতা অনুভব; উত্তাপ। ক্ষত (aphtæh)।

১৩ গলমধ্য।—ফসেসে কষ্ট বোধ, তাহাতে পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিতে ইচ্ছা জন্মে।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অধিক তৃষ্ণা।

শাদা ক্লেদাবৃত জিহ্বাসহ, প্রচুর ক্ষুধা।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—শূন্য উদ্গার।

মাথাঘোরা সহ, পুনঃ পুনঃ অম্ল, তিক্ত তরল পদার্থ তুলে।

আক্ষেপিক বমন, পাকাশয়-শূল, অত্যন্ত বিবমিষা, জরায়ুর উত্তেজনা বশতঃ পাকাশয়ের আক্ষেপ।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে উত্তাপ; পূর্ণতা।

দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়ামে আকর্ষণ সহ পাকাশয় ও অন্ত্রে কষ্ট বোধ।

আক্ষেপিক লক্ষণসমূহসহ অজীর্ণ রোগ।

১৯ উদর।—বেদনাসহ উদরের স্ফীততা।

অন্ত্রমধ্যে গড় গড় শব্দে ডাকা।

আক্ষেপিক ও আধ্মানিক পেটবেদনা।

গত্যুৎপাদক স্নায়ুর উত্তেজনা অথবা বাত বশতঃ অন্ত্রের পৈশিক তন্তুর আক্ষেপিক ক্রিয়া।

২০ মল, ইত্যাদি।—কোষ্ঠবদ্ধ; একদিন অন্তর মলত্যাগ।

জলবৎ মল, পরিমাণে অধিক কিন্তু বেদনা নাই; রাত্রি ১ টা।

কোমল মল, অত্যন্ত শাদা। মূত্র প্রচুর, জলবৎ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—কয়েক মিনিট অন্তর শিশ্নে হুলবেধবৎ বেদনা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অনুভব হয় যেন জরায়ু রক্তাধিক্যতাযুক্ত।

ঋতু অতি শীঘ্র শীঘ্র।

ঋতুরোধ; আক্ষেপ, খিলধরা, কিন্তু অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য।

কষ্টকর ঋতু, স্রাব পরিমাণে স্বাভাবিক।

আক্ষেপিক রজঃশূল; মূত্রাশয়, পাকাশয়, কুচকি, এমন কি বক্ষ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে আক্ষেপিক, সবিরাম বেদনা; জরায়ুর রক্তাধিক্যতা ও উত্তেজনশীলতা; স্বল্প স্রাব।

রজঃশূল; জরায়ু পশ্চাতে বক্র (retroverted)।

যোনি উত্তেজনশীল, আক্ষেপযুক্ত, তীব্র বেদনা।

শ্বেতপ্রদর:—প্রচুর, শ্লেষ্মাযুক্ত; কপালে দাগ; প্রায়ই ছোট ছোট বালিকাদের।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভস্রাবের আশঙ্কা, আক্ষেপিক বেগ দেওয়া বেদনা; রক্ত সঞ্চালনের উত্তেজনা; সকম্পন দুর্ব্বলতা; পৃষ্ঠ ও কটিদেশে বেদনা অতি প্রবল, কিন্তু জরায়ুর সঙ্কোচন অতি ক্ষীণ; অল্প স্রাব দেখা দেয়।

জরায়ুর দৌর্ব্বল্য বশতঃ অভ্যস্ত গর্ভস্রাব।

প্রসববেদনা স্বল্পস্থায়ী, অনিয়মিত, আক্ষেপযুক্ত; রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল; প্রসববেদনার কোন উন্নতি দেখা যায় না।

জরায়ুমুখের (অসেব) আক্ষেপিক অনম্যতা (কাঠিন্য), তাহাতে প্রসববেদনার বিলম্ব হয়।

প্রসববেদনা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, দীর্ঘস্থায়ী বেদনা বশতঃ ক্রমশঃ হ্রাস হয়, তাহাতে পরিশ্রান্তি উৎপন্ন করে; তৃষ্ণাতুর, অল্প জ্বর।

গর্ভস্রাব বা প্রসবের পরে শৈরিক রক্তস্রাব।

দীর্ঘস্থায়ী লোকিয়া। লোকিয়া রুদ্ধ।

প্রসবান্তিকা বেদনা, বিশেষতঃ দীর্ঘস্থায়ী, শ্রান্তিজনক প্রসববেদনার পরে; নিম্নোদরের উপর দিয়া আক্ষেপিক বেদনা; কুচকি পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

২৫ লেরিংক্স।—স্বর বিলুপ্ত; জরায়ুর বিকৃতি বশতঃ প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়াজনিত রোগসকল।

২৮ ফুস্‌ফুস।—রজোরোধ (amenia) সহ, বক্ষে আক্ষেপিক, সবিরাম বেদনা।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবায় বাতজনিত অনম্যতা।

মস্তক বাম পার্শ্বে আকৃষ্ট।

কটিদেশে অল্প অল্প বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্ফীততাসহ মণিবন্ধ ও অঙ্গুলি-সন্ধিসমূহের বাত। হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিতে গেলে সন্ধিসমূহে কর্ত্তনবৎ বেদনা; বেদনা সরিয়া গ্রীবাপশ্চাতে যায়, তৎসহ আক্ষেপিক অনম্যতা; বক্ষে ভীষণ কষ্ট বোধ; প্রবল জ্বর; প্রলাপ; স্নায়বীয় উত্তেজনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—জানু, গুলফ্, চরণ ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে আকৃষ্ট বেদনা।

ভ্রমণ বা ফিরিতে গেলে সমস্ত সন্ধিতে খট্ খট্ শব্দ হয়।

চরণ ও অঙ্গুষ্ঠে বেদনা, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

প্রতিদিন বেদনা উপস্থিত হয়।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—বাত, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির।

বাহু ও পদদ্বয়ে সদত সঞ্চরমাণ বেদনা; কয়েক মিনিট মাত্র বেদনা কোন এক স্থানে থাকে।

বাহু ও পদদ্বয়ের সন্ধিসমূহে অতি প্রবল আকৃষ্টবৎ বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—হস্তমুষ্টি করিলে কর্ত্তনবৎ: ৩২। ভ্রমণ: ৩৩। ফিরিলে: ৩৩।

৩৬ স্নায়ু।—যৌবনারম্ভে তাণ্ডব রোগ (কোরিয়া)।

যৌবনারম্ভে ঋতুর গোলমাল বশতঃ, বিশেষতঃ বাত রোগগ্রস্ত স্ত্রীলোক-দিগের গুল্মবায়ু অথবা মৃগীরোগের আক্ষেপ।

প্রসবান্তে জরায়ুর পশ্চাতে বক্রতা (Retroversion) ও রক্তাধিক্যতা সহ নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত; চেতনাশক্তির আংশিক হ্রাস; শীর্ণতা, রক্তাল্পতা, সাধারণ দুর্ব্বলতা।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রাহীন, অস্থির, স্নায়বীয় (বায়ুপ্রবল)।

৩৮ সময়।—রাত্রি ১টা : ২০। রাত্রি : ৩৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—প্রবল জ্বর, প্রলাপ, স্নায়বীয় উত্তেজনা (বায়ুর প্রাবল্য), বাত।

৪১ আক্রমণ।—বেদনাসকল সবিরাম।

প্রতিদিন : ৩৩। একদিন অন্তর : ২০। প্রতি কয়েক মিনিট অন্তর : ২২, ৩৪।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ১৭। বাম : ৩১।

৪৭ অবস্থা।—স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী।

কলোসিন্থিস।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—বিষণ্ণ, আনন্দশূন্য; কথা কহিতে, প্রশ্নের উত্তর দিতে, বন্ধুবান্ধব-দিগকে দেখিতে অপ্রবৃত্তি।

অত্যন্ত খিটখিটে; কিছুই তাঁহার নিকট ঠিক বলিয়া বোধ হয় না; অত্যন্ত অসহ; প্রত্যেক কথাতেই চটিয়া উঠে।

ত্যক্ততাসহ ক্রোধান্বিততা; ক্রোধবশতঃ কুফল, বিশেষতঃ বমন ও উদরাময়।

▌ অপরের এবং তাঁহার (স্ত্রী) নিজের দুর্ঘটনায় তিনি অত্যন্ত আক্রান্ত হন।

২ চৈতন্য।—মস্তক দ্রুত ফিরাইতে মাথাঘোরা, যেন পড়িয়া যাইবেন।

শূলবেদনার প্রারম্ভে মাথাটলা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালে চাপযুক্ত শিরঃপীড়া, অবনত বা চিত হইয়া শুইলে বৃদ্ধি।

সমস্ত মস্তিষ্ক মধ্য দিয়া বেদনাদায়ক ছিন্নকর, উপর অক্ষিপুট সঞ্চালনে অসহ্য হয়।

কপালের দক্ষিণপার্শ্বে অতি প্রবল জ্বালাকর, প্রেক দ্বারা ছিদ্রকর বেদনা।

কপালের বাম পার্শ্বে ছিন্নকর।

উভয় রগে চাপ বোধ।

৪ বহির্মস্তক।—কেশমূলসকল বেদনাযুক্ত।

বামপার্শ্বে করোটীত্বকে জ্বালা।

৫ চক্ষু।—দৃষ্টি অস্পষ্ট।

অক্ষিগোলক মধ্যে বেদনাদায়ক চাপ, বিশেষতঃ অবনত হইলে।

চক্ষুতে বেদনাসহ দক্ষিণ অক্ষিগোলকে তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ।

চক্ষু হইতে বিদাহী তরল পদার্থ স্রাব।

৬ কর্ণ।—উভয় কর্ণে, বিশেষতঃ বামে, গোঁ গোঁ শব্দ ও দপ্‌দপানি।

কর্ণমধ্যে কীটচারণ; চুলকানি; সূচীবেধ; কর্ত্তন বা কামড়ানি, কর্ণমধ্যে অঙ্গুলি দিলে উপশম।

৭ নাসিকা।—সরস সর্দ্দি, গৃহাপেক্ষা খোলাবায়ুতে বৃদ্ধি।

স্পন্দন ও খননবৎ বেদনা।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল:—মলিন আরক্ত; কিম্বা, রক্তশূন্য, তৎসহ মাংসপেশী শিথিল ও চক্ষুদ্বয় অন্তঃপ্রবিষ্ট।

উত্তাপ ও স্ফীততা সহ ছিন্নকর বেদনা, বিশেষতঃ বামপার্শ্বের; স্পর্শ বা সঞ্চালনে বৃদ্ধি, সম্পূর্ণ বিশ্রামে এবং বাহ্যিক উষ্ণতা প্রয়োগে উপশম।

বামপার্শ্বে ছিন্নকর, বা জ্বালাকর ও হুলবেধবৎ বেদনা, ঐ বেদনা কর্ণ ও মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত; গণ্ডদ্বয়ে ছিন্নকর।

১০ দন্ত।—আকর্ষণ ও উৎক্ষেপযুক্ত দন্তশূল।

স্পন্দনকারী দন্তশূল, প্রথমে বামপার্শ্বের একটী, পরে আর একটী দন্তে।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—তিক্ত, কখন কখন বিরক্তিকর কিম্বা ধাতব।

জিহ্বা :—শাদা, অথবা হরিদ্রাবর্ণ ক্লেদাবৃত; কর্কশ; অগ্রভাগে জ্বালা।

জিহ্বায় ঝলসিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভব।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—রুটি খাইতে ইচ্ছাসহ প্রচুর ক্ষুধা।

খাদ্যে অনিচ্ছা।

রুচি হ্রাস, তৃষ্ণা নাই তথাপি জলপানের অত্যন্ত ইচ্ছা; তৎপরে মুখমধ্যে পচা আস্বাদ।

১৫ পানাহার।—অতি সামান্য মাত্র খাদ্য বা পানীয়ের পরে উদরাময়।

গোলালু খাইলে পেট কামড়ায়।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—বিবমিষা পাকাশয় হইতে উত্থিত হয়।

তিক্তাস্বাদ; হরিদ্রাবর্ণ তরল পদার্থ বমন।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে শূন্যতা অনুভব।

পাকাশয়ে জ্বালাকর বেদনা।

এপিগ্যাষ্ট্রিক প্রদেশে পূর্ণতা অনুভব।

প্রত্যেক আহারের পরে এপিগ্যাষ্ট্রিয়ামে মোচড়ানি বেদনা, সন্ধ্যাগমে বৃদ্ধি।

রাত্রিতে পাকাশয়ে খিলধরা, উদ্গারে উপশমিত।

▌ অতি প্রবল কর্ত্তনবৎ, ছিন্নকর বেদনা বক্ষ ও উদরের নানাস্থান হইতে আসিয়া পাকাশয়গহ্বরে কেন্দ্রীভূত হয়, সজোরে চাপ দিলে এবং সম্মুখে দুমড়াইয়া পড়িলে উপশমিত হয়; বিরক্তি বা ত্যক্ততা বশতঃ পুনরুপস্থিত হয়।

১৮ উদর।—উদর স্ফীত ও বেদনাবিশিষ্ট; আধ্মানযুক্ত। আবদ্ধ বায়ু।

▌ উদরের উভয় পার্শ্বে খিলধরার ন্যায় বেদনা, চাপে বৃদ্ধি।

▌ প্রথম প্রসবের পর হইতে উদরে মেদসঞ্চয়।

প্রবল শূলবেদনাবৎ বেদনা, প্রধানতঃ নাভির চতুর্দ্দিকে; সম্মুখে দুমড়াইয়া পড়িতে হয়, অন্যান্য সকল অবস্থাতেই বৃদ্ধি; অবস্থিতি পরিবর্ত্তনে অত্যন্ত অস্থিরতা ও উচ্চরবে চীৎকার; ৫ বা ১০ মিনিট অন্তর অন্তর বৃদ্ধি।

শূলবেদনা এত কষ্টকর যে পেটে টেবিলের কোণ, বালিস অ
খাটের পায়ার মাথা চাপিয়া ধরে।

শূলবেদনা নাভি হইতে প্রসারিত হয়, পুনঃ পুনঃ বায়ুনিঃসর
উপশম।

কুচকিতে বেদনা, যেন অন্ত্রবৃদ্ধির ন্যায়, টিপিলে অনুভব হয় যেন অঃ
বৃদ্ধি সরিয়া যাইতেছে।

২০ মল, ইত্যাদি।—উদরের পার্শ্বে বেদনাসহ, প্রাতঃকালে জলবৎ পুরাতঃ
উদরাময়।

রক্তামাশয়বৎ উদরাময়, প্রত্যেক বারে অতি সামান্য মাত্র খাদ্য ব
পানীয় গ্রহণে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

রক্তযুক্ত উদরাময়, তৎসহ উদরের প্রবল বেদনা, বেদনা নিম্নে উরু
পর্য্যন্ত প্রসারিত।

পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের বেগ, তৎসহ অনুভব হয় যেন দীর্ঘস্থায়ী উদরাময
বশতঃ মলদ্বার ও সরলান্ত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

মল :—প্রচুর মলযুক্ত উদরাময়, তৎসহ অত্যধিক বায়ুনিঃসরণ;
তরল; আহারান্তে, তৎসহ বায়ুনিঃসরণ ও উদরে বেদনা বোধ,
শয্যায় দেহ গরম হইলে উপশম; পাতলা, ফেণাযুক্ত, জাফরাণের
ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ; পিচ্ছিল, রক্তযুক্ত, যেন চাঁচিয়া বাহির হইয়াছে,
তৎসহ মলত্যাগকালে কোঁথপাড়া বেগ; মলত্যাগের পর বেদনার
উপশম।

কোষ্ঠবদ্ধ, মল কঠিন।

সরলান্ত্রে ও মলদ্বারে বেদনাদায়ক স্ফীত অর্শ।

২১ মূত্র।—মূত্রাশয়ের উপর হঠাৎ প্রবল চাপবোধ, বায়ুনিঃসরণে উহা
হঠাৎ চলিয়া যায়।

প্রচুর মূত্র; মূত্রাশয়ের সূচীবেধ ও জ্বালাসহ পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের ইচ্ছা;
পর্য্যায়ক্রমে সরলান্ত্রে সূচীবেধ।

মূত্র :—দুর্গন্ধ; কপিসবর্ণ; গাঢ় আঠাবৎ; প্রচুর জেলিবৎ পদার্থ অধঃ-
পতিত; ঈষৎ মাংসাভ, অর্দ্ধস্বচ্ছ অধঃক্ষেপ, মূত্রমধ্যে ঈষৎ রক্তাভ

দানা সকল জন্মে, উহা পাত্রের গাত্রে সংলগ্ন হইয়া থাকে এবং জলে ধৌত করিলে সহজে বিদূরিত হয় না।

পুংজননেন্দ্রিয়।— রতীচ্ছা বলবতী; তৎসহ লিঙ্গোত্থান।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বাম ডিম্বকোষ প্রদেশে খিলধরাবৎ বেদনা।

ডিম্বকোষে প্রবল প্রেকবেধবৎ বেদনা, তাহাতে তাঁহার সম্মুখে বক্র হইয়া দুমড়াইয়া পড়িতে হয়। গভীর সূচীবেধ, বাম ডিম্বকোষে অধিক।

বিরক্তি বা অপ্রসন্নতা জনিত ঋতুরোধ।

রজঃশূল, খিলধরাবৎ বেদনা, সম্মুখে দুমড়াইয়া পড়িতে হয়, কখন কখন আহার বা পানান্তে বৃদ্ধি।

যোনি-ওষ্ঠ স্ফীত, তৎসহ যোনিতে টন্ টন্ বেদনা ও উত্তাপ।

অজীর্ণ বশতঃ জরায়ুর প্রদাহ; অন্ত্রমধ্যে ছুরিকাদ্বারা কর্ত্তনবৎ বেদনা, উদরের স্ফীততা; অনুভব হয় যেন অন্ত্র প্রস্তর খণ্ডদ্বয়ের মধ্যে নিপীড়িত হইতেছে।

অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট কোন কোন প্রকার কর্কট রোগে ব্যবহৃত হয়।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায় পুনঃ পুনঃ শূলবেদনার আক্রমণ, তাহাতে রোগী প্রায় দুমড়াইয়া পড়ে।

প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব (লোকিয়া) রুদ্ধ:— তৎসহ প্রবল শূলবেদনা; ক্রোধ বা বিরক্তি বশতঃ, তৎসহ উদরের আধ্মানিক স্ফীততা ও উদরাময়।

১

শ্বাসক্রিয়া।—রাত্রিতে হাপানির ন্যায় আক্রমণ, তৎসহ ধীর, কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া, তাহাতে কাসী উত্তেজিত হয়।

বক্ষে কষ্ট বোধ, সন্ধ্যাকালে ও মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে বৃদ্ধি।

২৭ কাসী।—গুড়গুড়িযুক্ত কাসী, প্রায়ই রাত্রিতে।

২৮ ফুস্ফুস।—বক্ষের দক্ষিণ বা বাম পার্শ্বে সূচীবেধ বেদনা।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ড প্রদেশে সূচীবেধ।

নাড়ী:—সাধারণতঃ পূর্ণ, কঠিন ও বর্দ্ধিতগতি দৃষ্ট হয়, তদপেক্ষা অল্প সময়ে নাড়ী ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল। সমস্ত ধমনীতে দপ্দপানি।

৩১ গ্রীবা, ও পৃষ্ঠদেশ।—মস্তক সঞ্চালনকালে গ্রীবপাশ্চাতের মাংসপেশীতে অনম্যতা বোধ।

বাম গ্রীবাদেশীয় পেশীতে প্রবল আকৃষ্ট বেদনা, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

দক্ষিণ স্কন্ধদেশে আকৃষ্ট বেদনা, যেন স্নায়ু ও ধমনীসকল টানটান হইয়াছে।

সন্ধ্যাকালে কটিদেশ ও নিম্নাঙ্গে বেদনাদায়ক অলসতা।

কটিদেশে বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বগলের গ্রন্থিসমূহের স্ফীততা ও পুঁজোৎপত্তি।

মুখমণ্ডল ও গ্রীবা হইতে বামস্কন্ধে আকৃষ্ট ছিন্নকর বেদনা।

বাহুমধ্য দিয়া বাতের বেদনা।

হাতের তলায় বেদনা, যেন মাংসপেশী সঙ্কুচিত হইয়াছে।

বাম হস্তের সন্ধিসমূহে ছিন্নকর।

দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুলিতে প্রবল আকৃষ্ট বেদনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—আক্রান্ত নিতম্বে খিলধরা বেদনা, জানু গুটাইয়া আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করে।

সমস্ত নিম্নাঙ্গ মধ্যদিয়া যেন বিদ্যুৎবৎ চিড়িকমারা বেদনা।

কেবল ভ্রমণকালে দক্ষিণ উরুতে বেদনা।

বৈকালে বাম উরুর আভ্যন্তরিক পার্শ্বে আকৃষ্ট বেদনা।

দক্ষিণ উরুতে নিম্নে জানু পর্য্যন্ত আকৃষ্ট বেদনা।

বাম জানুসন্ধিতে ক্রমাগত বেদনা, তাহাতে ভ্রমণে বাধা জন্মে।

বাম পায়ের ডিমে খিলধরা। বাম চরণে আকৃষ্ট, কামড়ানি।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে ছিন্নকর বা আকৃষ্টবৎ বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বিশ্রাম : ৮। ভ্রমণ : ৩৩। সঞ্চালন : ৮, ৩১। মস্তক সঞ্চালন : ৩১। মস্তক ফিরান : ২, ৩১। অবনত : ৩, ৫। বক্রহইয়া দুমড়াইয়া পড়া : ১৭, ১৯, ২৩, ২৪। চীত হইয়া শয়ন : ৩, ৩১। আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন : ৩।

আকৃষ্ট, ছিন্নকর এবং জ্বালাকর বেদনাসকল সঞ্চালনে সাধারণতঃ উপশমিত হয়।

৩৬ স্নায়ু।—সর্ব্বশরীরের পেশীতে বেদনাসহ খিলধরার অত্যন্ত প্রবণতা।
দুর্ব্বলতা অনুভব, ভ্রমি বোধ।

৩৭ নিদ্রা।—হাইতোলা ও নিদ্রালুতা।
বেদনাসহ অনিদ্রা ও অস্থিরতা।
স্বপ্ন :—তাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে; উৎকণ্ঠাপূর্ণ।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ২০, ২৬। বৈকাল : ৩৩। সন্ধ্যাকাল : ১৭, ২৬, ৩১। রাত্রি : ১৭, ২৭, ৪০। মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে : ২৬।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—গরম প্রয়োগ: ৮। শয্যার উষ্ণতা : ২০। খোলা বায়ু:৭।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—প্রায়ই মুখমণ্ডলের উত্তাপসহ, সর্ব্বাঙ্গ শরীরের শীত ও শীতলতা।
হস্তের অথবা পায়ের তলায় শীতলতা, শরীরের অপরাপর স্থান উষ্ণ।
বেদনাসহ শীত ও কম্প। বাহ্যিক শুষ্ক উত্তাপ।
রাত্রিকালে মূত্রগন্ধবৎ ঘর্ম্ম, তাহাতে চর্ম্মের চুলকানি উপস্থিত হয়।
ঘর্ম্ম প্রধানতঃ মস্তক ও হস্তপদাদিতে।

৪১ আক্রমণ।—ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় : ৩।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩, ৫, ১৮, ১৯, ২৬, ৩১, ৩২, ৩৩। বাম : ১, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ১০. ১৯, ২৩, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩।

৪৩ অনুভব।—সর্ব্বপ্রকার বেদনাসহ, পিপীলিকা হণ্টন ও অসাড়তা সহ, বাত।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শে :—রগে বেদনা উপশমিত হয় : ৩; কর্ণমধ্যে : ৬; মৌখিকশূল বৃদ্ধি হয়; পাকাশয় স্পর্শে চৈতন্যাধিক। সজোর চাপে উপশমিত হয় : ১৭, ১৯। চাপে উশমিত হয় কিন্তু পরে বৃদ্ধি হয়।

৪৬ চর্ম্ম।—কণ্ডূয়ন; খোঁচাবেধা; কীট সঞ্চারণ; পিপীলিকা হণ্টন।
সমস্তশরীরের ত্বকস্খলন।

৪৮ সম্বন্ধ।—কলোসিন্থ প্রতিষেধ করে :—কষ্টি।
কলোসিন্থের প্রতিবিষ :—ক্যাম্ফ, কফি, ষ্টাফি।
মানসিক লক্ষণ ও উদরের বেদনা সম্বন্ধে ষ্টাফিসেগ্রিয়া কলোসিন্থের অত্যন্ত সদৃশ ঔষধ।

কষ্টিকম

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—স্মরণশক্তির দৌর্ব্বল্য; অন্যমনস্ক।

অমনোযোগী, কাজ করিতে অনিচ্ছা।

অত্যন্ত উদ্বেগ। বিষণ্ণ চিত্ত। নিরাশ।

খিট্‌খিটে প্রকৃতি। রোগের বিষয় চিন্তা করিলে রোগ বর্দ্ধিত হয়, বিশেষতঃ অর্শ।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—সম্মুখে ও পার্শ্বে পড়িবার সম্ভব; রাত্রিতে-শয্যায়, কিম্বা রাত্রি ১১ টার সময়ে; কোন বস্তুর প্রতি একদৃষ্টি দেখিলে; খোলাবায়ুতে উপশম; মস্তকমধ্যে দুর্ব্বলতা ও উদ্বেগসহ রক্তাল্পতা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালের দক্ষিণ উন্নত স্থানে চাপযুক্ত বেদনা: অল্প অল্প চাপযুক্ত মাথাধরা।

রগে সূচীবেধ, বসিলে বা পড়িলে বৃদ্ধি।

মস্তকশীর্ষে দপ্‌দপানি ও সূচীবেধ।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তকশীর্ষে একটী ক্ষুদ্র স্থানে কেবল স্পর্শে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

করোটীত্বকে টন টনানি বা চুলকানি।

৫ চক্ষু।—সমস্তদিন আলোকাসহতা। চক্ষু সম্মুখে আলোক কম্পন বা অগ্নিকণা।

দৃষ্টি অপরিস্কার :—চক্ষু সম্মুখে যেন জালমধ্য দিয়া দৃষ্টি; যেন কুয়াসার মধ্যদিয়া।

ছানিরোগে বস্তুসকলের লম্বভাবে অর্দ্ধদৃষ্টি; কষ্টিকামে ছানি স্থগিত হয়।

চক্ষুতে বেদনা যেন তাহাতে বালি রহিয়াছে।

চক্ষুতে চাপযুক্ত বেদনা, স্পর্শে বৃদ্ধি।

সদত চক্ষু স্পর্শ ও ঘর্ষণ করিতে ইচ্ছা, তাহাতে চক্ষুতে চাপবোধের উপশম হয়।

চক্ষু :—প্রদাহিত; জ্বালাকর, লালবর্ণ, শুষ্ক, হুলবেধযুক্ত।

চক্ষুর চুলকানি, বিশেষতঃ অক্ষিপুটের।

চক্ষু মুদিত করিতে ইচ্ছা, অক্ষিপুট ভারী বোধ হয়; এমন কি উপরাক্ষিপুটের পক্ষাঘাত। রেক্টাই মাংসপেশীর দুর্ব্বলতা। দ্বিত্ব দৃষ্টি।

অক্ষিপুটের সংযোজনা।

গৃহমধ্যেও অশ্রুস্রাব, যদিও খোলাবায়ুতে বৃদ্ধি।

ক্ষতকারী অশ্রুস্রাব, চিড়িকমারা বেদনা, মস্তকমধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত; স্ফুলা-দূষিত চক্ষুপ্রদাহ।

ভ্রূ, অক্ষিপুট বা নাসিকোপরি পুরাতন আঁচিল।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে গোঁ গোঁ বা ভন্ ভন্ শব্দ।

দক্ষিণ কর্ণে সূচীবেধ, থাকিয়া থাকিয়া বৃদ্ধি, এবং ত্বরায় পুনঃ পুনঃ।

দুর্গন্ধ পুঁজস্রাব সহ কর্ণমধ্যে অবরোধ (তালাধরা) বোধ।

৭ নাসিকা।—পুনঃ পুনঃ হাঁছি।

বক্ষ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে বেদনাসহ সরস সর্দ্দি।

প্রাতঃকালে নাসিকা হইতে রক্ত পড়ে। নাসিকা হইতে প্রচুর রক্তস্রাব।

নাসিকাগ্রভাগে ফুস্কুড়ি। নাসাগ্রের ও নাসাপুটের চুলকানি। নাসিকোপরি পুরাতন আঁচিল।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল :—হরিদ্রাবর্ণ; রুগ্নবৎ।

স্নায়ুশূল :—দক্ষিণ পার্শ্ব; রাত্রিতে বৃদ্ধি, শীত বোধ, তৃষ্ণা নাই; আকৃষ্টবৎ বেদনা গণ্ড ও কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; মাংসপেশীর আক্ষেপ ও অসাড়তা; শ্মশ্রু স্বল্প।

প্রবল কণ্ডূয়নসহ বাম গণ্ডোপরি ফুস্কুড়ি। চুলকাইলে ব্রণ জ্বালা করে, জলে ধৌত করিলে উপশম।

মুখের এক পার্শ্বের পক্ষাঘাত।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—চোয়ালে বেদনা, অতি কষ্টে মুখব্যাদন করিতে পারে, এবং ভাল করিয়া খাইতে পারে না কারণ একটী দাঁত অতি লম্বা বলিয়া অনুভূত হয়।

১০ দন্ত।—দন্তের বেদনাদায়ক শিথিলতা ও লম্বায় বৃদ্ধি।

চর্ব্বণকালে দন্ত বেদনাযুক্ত।

শীতল বায়ু টানিলে সুস্থ দন্তে বেদনা।

সূচীবেধযুক্ত ও ছিন্নকর বেদনাযুক্ত দন্তশূল।

মাড়ীর স্ফীততা।

মাড়ী অতি কষ্টে ও বিলম্বে পাকে (পূঁজোৎপত্তি হয়)। *দন্তে নালী।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—তৈলাক্ত; পচা; তিক্ত; পাকাশয়ের দোষ থাকিলে যেরূপ হয় সেইরূপ।

বাক্‌যন্ত্রের পক্ষাঘাত বশতঃ বাক্‌রোধ।

কথা কহিবার সময়ে জিহ্বা ও মুখের বিকৃতি।

গদগদ, অস্পষ্ট, কষ্টসাধ্য কথা।

জিহ্বার অগ্রভাগে বেদনাবিশিষ্ট স্ফোট।

১২ মুখমধ্য।—মুখগহ্বর ও জিহ্বার শুষ্কতা।

মুখমধ্যে ও গলমধ্যে অধিক শ্লেষ্মা।

কঠিন তালুতে টাটানিযুক্ত বেদনাবিশিষ্ট স্থান।

গণ্ডের ভিতর পার্শ্বে স্ফীততা; চর্ব্বণকালে উহা কামড়ায়।

১৩ গলমধ্য।—গলমেধ্য শুষ্কতা।

গলমধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চয় হয়, হক্ করিয়া উহা তোলা যায় না; উহা গলাধঃকরণ করিতে হয়।

গলমধ্যে ক্ষতবৎ বোধ, তৎসহ বুকজ্বালাবৎ অনুভব।

গলমধ্যে ক্ষতবৎ ও শুড়শুড়ি; তৎসহ শুষ্ক কাসী এবং কেবল দীর্ঘকাল কাসিয়া কিছু গয়ার।

গলমধ্যে গলগণ্ডের ন্যায় স্ফীততা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—শীতল পানীয়ের তৃষ্ণা; পানের অনিচ্ছাসহ তৃষ্ণা।

মিষ্টান্নে অনিচ্ছা।

কিঞ্চিৎ ক্ষুধার সহিত খাইতে বসে কিন্তু এক মুষ্টিও খাইতে-পারে না।

১৫ পানাহার।—রুটী খাইলে পাকাশয়ে চাপানুভব।

কাফিপানে প্রত্যেক লক্ষণ বৰ্দ্ধিত। টাট্‌কা মাংসে বিবমিষা উৎপন্ন হয়।

১৬ বিবমিষা ও বমন ।—উদ্গার :—পুনঃ পুনঃ ; শূন্য ; খাদ্যের আস্বাদ-
যুক্ত ; খাদ্যের ; জ্বালাকর ।

আহারের সময়ে ও পরে বিবমিষা ।

অম্ল বমন, তৎপরে অম্ল উদ্গার ।

রাত্রিতে রক্তবমন ।

১৭ পাকস্থলী ।—প্রাতে পাকাশয়ে বেদনা, প্রত্যেক দ্রুত সঞ্চালনে বর্দ্ধিত ;
শুইয়া পড়িতে হয় ।

পাকাশয়ে খিলধরা ; পাকাশয় গহ্বরে চাপ বোধ ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া ।—যকৃত প্রদেশে সূচীবেধ ।

১৯ উদর ।—উদরে বেদনা, দুমড়াইয়া পড়িতে হয় ; অতি সামান্য আহারে
অথবা কাপড় কসিয়া পরিলে বৃদ্ধি ।

পেট বেদনা :—প্রাতে : বেদনা পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষে বিস্তৃত হয় ।

উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে সূচীবেধ ।

উদরের বেদনাবিশিষ্ট স্ফীততা ।

উদরাধ্মান, উচ্চরবে পেটডাকা ।

২০ মল, ইত্যাদি ।—সরলান্ত্রে চাপবোধ ।

সরলান্ত্রে কণ্ডূয়ন ও শল্যবেধ বোধ ।

সরলান্ত্রে পুনঃ পুনঃ, হঠাৎ, বিদ্ধকারী, চাপযুক্ত বেদনা ।

পুনঃ পুনঃ দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণ ।

মল :—প্রথমে কঠিন ও খণ্ড খণ্ড, শেষে কোমল ; গাঁইট বিশিষ্ট, ছাগ-
লের নাদির মত ।

অধিক বেদনা, উদ্বেগ ও মুখমণ্ডলে আরক্তিমতাসহ মলত্যাগের পুনঃ
পুনঃ নিস্ফল চেষ্টা ।

পেরিনিয়মে স্পন্দন ।

মলদ্বারে ফাটা, ভ্রমণকালে বেদনা বৃদ্ধি ।

মলদ্বারে চুলকানি ।

মলদ্বারের নিকট বৃহৎ, বেদনাবিশিষ্ট ফুস্কুড়ি, তাহা হইতে পুঁজ, রক্ত ও
রস পড়ে ।

অর্শ :—মলত্যাগে বাধা জন্মে; স্ফীত, কণ্ডূয়নযুক্ত, সূচীবেধযুক্ত, সরস; হুলবেধযুক্ত, জ্বালাকর; স্পর্শে, ভ্রমণে কিম্বা অর্শ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে বেদনাযুক্ত।

২১ মূত্র।—দীর্ঘকাল মূত্রাবরোধ বশতঃ মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত।

অসাড়ে মূত্রত্যাগ :—কাসিতে, ভ্রমণে, কিম্বা নাসিকা ঝাড়িতে; রাত্রিতে নিদ্রাকালে।

বহুমূত্র।

মূত্রাবরোধ, তৎসহ পুনঃ পুনঃ ও প্রবল মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, কখন কখন কয়েক ফোটা কিম্বা অল্প মাত্র মূত্র বিন্দু বিন্দু পড়ে।

মূত্রত্যাগকালে প্রস্রাবপথে জ্বালা।

প্রস্রাবপথের ছিদ্রের চুলকানি।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—শিশ্নের নিকট seginaর বৃদ্ধি।

ক্রমাগত প্রষ্টাটিক রসক্ষরণ; স্মরণশক্তি দুর্ব্বল।

অণ্ডকোষদ্বয়ে চাপযুক্ত বেদনা।

স্ক্রোটামের এবং উপস্থের চর্ম্মের চুলকানি।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—সঙ্গমে অনিচ্ছা।

ঋতু:—অতি আগাইয়া ও অতি প্রচুর, এবং স্থগিত হইয়া পরে কয়েক দিন পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে অল্প অল্প নির্গত হয়; মন্দ গন্ধ এবং ভগের কণ্ডূয়ন উৎপাদিত করে; কেবল দিবসে; তৎসহ উদরে অতি প্রবল বেদনা এবং বড় বড়রক্তজমাট বহির্গত হয়; স্বল্প তৎসহ মৌখিক বেদনা।

শ্বেতপ্রদর :—প্রচুর. ঋতুর ন্যায় গড়াইয়া পড়ে এবং ঋতুর ন্যায় গন্ধ; কেবল রাত্রিতে; তৎসহ স্বল্প ঋতু।

ভগে টাটানি। প্রস্রাবান্তে ভগে লবণ লাগার ন্যায় জ্বালা।

২৪ গর্ভাবস্থা।—আক্ষেপিক প্রসববেদনা। প্রসববেদনা অল্প, অনিয়মিত; জরায়ুমুখ বিস্ফারিত কিন্তু রোগী পরিশ্রান্ত ও খুঁতখুঁতে হইয়া পড়িয়াছে।

অতিশ্রান্তি, রাত্রিজাগরণ এবং উদ্বেগ বশতঃ স্তনে প্রায় দুগ্ধ নাই।

চুচুক টাটানি, ফাটা, চতুর্দ্দিকে দদ্রু পরিবেষ্টিত।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গতা :—প্রাতে ও সন্ধ্যায় বৃদ্ধি; অনেকদিন পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে পারে না।

ক্রুপ, বিশেষতঃ যখন লেরিংক্সে ক্ষতবৎ অনুভব থাকে। সর্দ্দিজ ক্রুপ।

লেরিংক্সের পেশীসকল স্বস্ব কার্য্যে অক্ষম; উচ্চরবে কথাকহিতে পারে না।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—দ্রুত কথা কহিতে বা ভ্রমণ করিতে শ্বাসরোধ হয়।

শ্বাসক্রিয়ার হ্রস্বতা।

২৭ কাসী।—প্রবল, গম্ভীর, কখন বা শুষ্ক, তৎসহ দক্ষিণ বক্ষে বেদনা; গম্ভীর, বিশেষতঃ রাত্রি ও প্রাতে, তৎসহ বক্ষে শ্লেষ্মা দৃঢ় সংলগ্ন; তৎসহ বাম নিতম্বের উর্দ্ধে বেদনা এবং অসাড়ে ফোটা ফোটা মূত্র নিঃসৃত হয়।

কাসী সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি; শীতল বায়ুতে; বাতাসের হাওয়াতে; জাগিলে।

কাসী এক ঢোক শীতল জল পান করিলে উপশমিত।

২৮ ফুস্‌ফুস।—বক্ষে টাটানি। কাসী ইত্যাদি সহ, ষ্টার্ণামের নিম্নে বরাবর একটী রেখায় টাটানি।

বক্ষের কসিয়া ধরা বোধ, পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাস লইতে হয়।

বক্ষে ঘড়ঘড় শব্দ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের নিকটে সূচীবেধ।

হৃৎকম্পন।

বিষণ্ণতা সহ হৃৎপিণ্ডের নিকটে যন্ত্রণাবোধ।

সন্ধ্যাগমে নাড়ী উত্তেজিত।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার অনম্যতা, মস্তক সঞ্চালন করিতে পারে না।

গ্রীবা ও গলমধ্যে অনম্যতা ও বেদনা, তৎসহ অক্ষিপটে বেদনা, মাংসপেশীসকল বোধ হয় যেন বান্ধা রহিয়াছে, মস্তক নাড়িতে পারে না।

পৃষ্ঠদেশের বেদনাযুক্ত অনম্যতা, বিশেষতঃ চেয়ার হইতে উঠিতে গেলে।

সূচীবেধ :—পৃষ্ঠদেশে; বাম কটিদেশে।

কক্সিক্স অস্থিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধোপরি চাপ।

বাহু ও হস্তদ্বয়ে আকৃষ্ট ও ছিন্নকর বেদনা।

দক্ষিণ হস্তে পক্ষাঘাত বোধ।

মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিতে গেলে হাতের তলায় পূর্ণত্ব অনুভব।

অঙ্গুলি-সন্ধিসমূহে আকৃষ্ট বেদনা।

হস্তদ্বয়ের কম্পন।

লিখিতে গেলে অঙ্গুলি সমূহের আক্ষেপ; লেখকের অঙ্গুলিতে খিলধরা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিতম্বসন্ধিতে কামড়ানি (aching) যেন সন্ধিচ্যুত হইয়াছে।

প্রাতঃকালে শয্যায় উরু ও পদদ্বয়ে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

প্রাতঃকালে শয্যায় পায়ের ডিমে খিলধরা।

ভ্রমণে জানুতে খট্‌খট্ শব্দ।

চরণদ্বয়ে খিলধরা।

গোড়ালিতে ক্ষত ও ফোস্কা।

উভয় পায়ের তলায় যেন জীবিত কিছু হাঁটিতেছে বোধ।

চরণের উপর পৃষ্ঠায় কণ্ডূয়ন।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—সমস্ত অঙ্গপ্রত্যাঙ্গিতে বাতের বেদনা।

সমস্ত অঙ্গপ্রত্যাঙ্গাদির দুর্ব্বলতা ও কম্পন।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পাক্ষাঘাতিক দৌর্ব্বল্য।

সন্ধ্যাকালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে অসহ্য কষ্টবোধ।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—রাত্রিতে কোন ভাবে স্থির হইতে পারে না, কিম্বা একমিনিট সুস্থির হইয়া শুইতে পারে না।

যে পার্শ্বে চাপ দিয়া শুইয়া থাকে সেই পার্শ্বে টাটানি বোধ হয়, বারম্বার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

সঞ্চালন : ৪০, ৪৪। দ্রুত সঞ্চালন : ১৭। মস্তক নাড়িতে পারে না : ৩১। ভ্রমণ : ২০, ২৬, ৩৩, ৪০। দাঁড়ান : ২০। উপবেশন : ৩। উত্থান : ২, ৩১। শয়ন : ২। শয্যায় : ২, ৩৩, ৪০।

৩৬ স্নায়ু।—দৌর্ব্বল্য ও কম্পন।

ভ্রমির ন্যায় শক্তির বিলোপ।

শরীরের অস্থিরতা।

মস্তিষ্কের রক্তস্রাব বা কোমলত্বপ্রাপ্তি হেতু অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত।

যৌবনারম্ভের সময়ে মৃগী রোগের আক্রমণ, অমাবস্যায় বৃদ্ধি।

আক্ষেপ :—চীৎকার, দন্ত কিড়মিড় এবং হস্তপদাদির অতি প্রবল সঞ্চালন সহ; জ্বরের উত্তাপ এবং হস্তপদাদির শীতলতা সহ।

রাত্রিতেও কোরিয়া, মুখমণ্ডল ও জিহ্বার দক্ষিণ পার্শ্ব পক্ষাঘাতবিশিষ্ট।

৩৭ নিদ্রা।—হাইতোলা ও আড়ামুড়িভাঙ্গা।

অতি প্রবল নিদ্রালুতা, তাহা দমন করিতে পারে না, শুইয়া পড়িতে হয়।

শুষ্ক উত্তাপ বশতঃ রাত্রিতে অনিদ্রা।

সমগ্র রাত্রি অত্যন্ত অসুখকর, অতি অল্প নিদ্রার পরে উদ্বেগ ও অস্থিরতা হেতু জাগিয়া উঠে; উঠিয়া বসিতে বাধ্য।

নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠে; রাত্রিতে নিদ্রাকালে হস্তপদাদির বিবিধ সঞ্চালন।

স্বপ্ন :—উদ্বেগপূর্ণ; বিপদজনক।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ৭, ১৭, ১৯, ২৫, ২৭, ৩৩, ৪০। রাত্রি ৪টা : ৪০। সন্ধ্যাকাল : ১, ২৫, ২৭, ২৯, ৩৪, ৪০। বৈকাল ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত : ৪০। সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত : ২৭। রাত্রি : ২, ৮, ১৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৪০। মধ্যরাত্রি : ৪০। দিবস : ৫, ২৩।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—শয্যার উষ্ণতা : ৩৩। গৃহ : ৫। খোলাবায়ু : ২, ৫, ৩৩, ৪০। শীতল বায়ু : ২৭। শীতল জল : ২৭। হাওয়া : ২৭।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত ও শীত শীত বোধ; সমগ্র বাম পার্শ্বের শীতলতা সহ শীতের প্রাবল্য।

আভ্যন্তরিক অধিক শীত শীত বোধ, তৎক্ষণাৎ তাহার পরেই (উষ্ণতা না হইয়াই) ঘর্ম্ম; প্রায় মধ্যরাত্রিতে প্রবল আভ্যন্তরিক শীত।

কম্প মুখমণ্ডলে আরম্ভ এবং তথা হইতে বিস্তৃত হয়।

পানে শীতের হ্রাস, এবং শয্যাতেও হ্রাস।

বৈকালে ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত উত্তাপ, উত্তাপ নিম্নে অবতরণ করে।

প্রচুর ঘর্ম্ম :—খোলাবায়ুতে ভ্রমণকালে ; সঞ্চালনে।

অম্লগন্ধ নৈশঘর্ম্ম।

প্রায় রাত্রি ৪টার সময়ে ঘর্ম্ম।

৪১ আক্রমণ।—অমাবস্যা : ৩৬।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩, ৬, ৮, ১৮, ১৯, ২৭, ৩২, ৩৬। বাম : ৮, ৩১, ৪০।

৪৪ তন্তু।—বাতের প্রদাহ, তৎসহ সন্ধিসমূহের অনম্যতা।

রাত্রিতে ছিন্নকর, বিদ্ধকর বেদনা, বাধ্য হইয়া অঙ্গাদি নাড়িতে হয়, কিন্তু তাহাতে উপশমিত হয় না।

চরণদ্বয়ের শীর্ণতা।

অত্যন্ত কালরক্তের রক্তস্রাব।

বেদনাযুক্ত শিরাস্ফীতি, ক্ষত, বা আচিল।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৪, ৫, ২০, ২৫। ঘর্ষণ : ৫। কসিয়া কাপড় পড়িলে : ১৯, ৩০।

৪৬ চর্ম্ম।—দন্তোদ্গমকালে অহিপুতন (ইণ্টারট্রাইগো)। গ্রীবায় অতি প্রবল কণ্ডূয়নযুক্ত, সরস, ফুস্কুড়ি।

নাসাগ্রে ফুস্কুড়ি।

কণ্ডূয়ন :—সমগ্র শরীরে; নানাস্থানে, বিশেষতঃ নাসাগ্রে ও নাসাপুট-দ্বয়ে; মুখমণ্ডলে; স্ক্রোটামে; পৃষ্ঠদেশে; হাত পায়ের তলায়।

চর্ম্মের ক্ষত যাহা আরোগ্য হইয়া গিয়াছিল তাহা পুনরায় টাটাইয়া উঠে।

৪৭ অবস্থা।—যাহাদের কৃষ্ণ কেশ ও দৃঢ় দেহতন্তু তাহাদের পক্ষেই এই ঔষধ উপযোগী।

৪৮ সম্বন্ধ।—খোস পাঁচড়া রোগে গন্ধক ও পারদের অপব্যবহারের পর কষ্টিকম উপযোগী।

কষ্টিকামের প্রতিবিষ :—এসাফি, কফি, কলোসি, নক্সভমি।

কার্ব্ব এনিমেলিস।

(জান্তব অঙ্গার)

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—গোলমাল, জানিতে পারে না যে সে জাগিয়া কিম্বা ঘুমাইয়া ছিল। একাকী থাকিতে ইচ্ছা; তিনি (স্ত্রী) বিমর্ষ, চিন্তাশীল, বাক্যহীন, কথা কহিতে চাহে না।

পর্য্যায়ক্রমে প্রসন্নতা ও বিমর্ষতা।

বিমর্ষ চিত্ত। অন্ধকারে ভয়।

২ চৈতন্য।—উঠিয়া বসিতে গেলে মাথাঘোরা ও মস্তক মধ্যে গোলমাল; হেলান দিলে উপশম; বিবমিষা।

সঞ্চালনকালে মস্তিষ্ক বোধ হয় যেন শিথিল।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকোপরি বেদনা বোধ হয় যেন করোটী দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে; উভয় হস্ত দিয়া মস্তক চাপিয়া ধরিতে হয়।

ভার :—রাত্রিতে মস্তকমধ্যে; অবনত হইলে কপালে; বিশেষতঃ সেরিবেলমে, বৈকালে ও শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি; ভোজনের পরে উপশম।

ঋতুর পরে দপদপানি মাথাধরা; খোলাবায়ুতে বৃদ্ধি।

৫ চক্ষু।—অস্পষ্ট দৃষ্টি, চক্ষুদ্বয় দুর্ব্বল বোধ হয়।

চক্ষুসম্মুখে জালবৎ প্রতীয়মান হয়।

৬ কর্ণ।—জানিতে পারে না কোন দিক হইতে শব্দ আসিতেছে।

নাসিকা দিয়া সজোরে শ্বাস ফেলিতে গেলে কর্ণে ঘণ্টাশব্দ।

কর্ণ হইতে রক্তযুক্ত পাতলা স্রাব।

কর্ণপশ্চাতে অস্থিবেষ্টক ঝিল্লি স্ফীত।

প্যারটিড গ্রন্থি স্ফীত; ছিন্নকর বেদনা।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব :—প্রতি প্রাতে; তৎপূর্ব্বে মাথাঘোরা।

শুষ্ক সর্দ্দি, প্রাতঃকালে জাগিলে পর, এবং তাহার পরেও কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত নাসিকা দিয়া নিশ্বাস ফেলিতে পারে না।

সরস সর্দ্দি, তৎসহ ঘ্রাণশক্তি বিলুপ্ত, হাইতোলাও হাঁচি।

নাসাগ্রভাগ :—লালবর্ণ, স্পর্শে বেদনাযুক্ত; ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক।

নাসিকার সীমাভাগে কঠিন, নীলাভ অর্ব্বুদ।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের ক্যাকেটিক চেহারা; মৃত্তিকাবৎ।

বৈকালে মুখমণ্ডল ও মস্তকে উত্তাপ।

মুখমণ্ডলের বিসর্প।

তাম্রবর্ণ উদ্ভেদ।

ব্রণ; যুবা, স্ক্রফুলা-দূষিত ব্যক্তি।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—মেলার (হনু) অস্থিতে, বিশেষতঃ বামপার্শ্বের, কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত চিড়িকমারা ও সূচীবেধ বেদনা।

ঠোঁট স্ফীত, জ্বালাকর।

ঠোঁটে সজল ফুস্কুড়ি, কিম্বা ফাটা।

১০ দন্ত।—দন্ত শিথিল, চর্ব্বণে চৈতন্যাধিক।

মাড়ী :—লালবর্ণ, স্ফীত, বেদনাযুক্ত; রক্তস্রাব হয়।

মাড়ীস্ফোটক।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—তিক্ত, বিশেষতঃ প্রাতে; অম্ল।

জিহ্বাগ্রে জ্বালা, এবং মুখমধ্যে ক্ষতবৎ।

জিহ্বার অগ্রভাগে ও পার্শ্বে জ্বালাকর ফোস্কা।

জিহ্বায় গাঁইট গাঁইট কঠিন স্থানসকল।

১২ মুখমধ্য।—ফোস্কা, জ্বালা।

মুখমধ্য ও জিহ্বা শুষ্ক।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে শ্লেষ্মা।

গলমধ্য ও অন্ননলীতে পাকাশয়-গহ্বর পর্য্যন্ত ক্ষতবৎ অনুভব; গলাধঃকরণে বৃদ্ধি হয় না।

বুকজ্বালার ন্যায় ক্ষতবৎ অনুভব, আহারান্তে উপশম।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—প্রচুর ক্ষুধা।

রুচি নাই; মেদাক্ত খাদ্যে অনিচ্ছা।

১৫ পানাহার।—আহারে জন্মে :—শ্রান্তি; পাকাশয়ে কষ্ট বোধ ও জ্বালা; পেটফাঁপা; দীর্ঘস্থায়ী বিবমিষা (মাংসাহারের পরে)।

আহারে গলমধ্যে ক্ষতবৎ অনুভব উপশমিত হয়।

আহারান্তে: ১৩, ২৬, ২৯, ৪০।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—যাহা দীর্ঘকাল খাইয়াছে সেই খাদ্যের আস্বাদ-যুক্ত উদ্গার উঠে।

বুকজ্বালা।

মুখ হইতে লবণাক্ত জল পড়ে, কাঠবমি, বমন, হিক্কা, শীতল পদদ্বয়।

* পাকাশয়ের কর্কট রোগ।

১৭ পাকস্থলী।—আক্ষেপিক খিলধরা।

প্রাতে জাগিলে পাকাশয়ে যেন একটা ভার চাপান রহিয়াছে।

পাকাশয়-গহ্বরে টাটানি বোধ।

পাকাশয়ে চাপ, খামচান, মোচড়ানি, জ্বালা।

অতি অল্প মাত্র আহারে পাকাশয়ে পূর্ণত্ব, শীতলতা অনুভব, পাকাশয়ের উপর হাত দিয়া রাখিলে উপশম।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত প্রদেশে কামড়ানি (aching), প্রায় কর্ত্তনবৎ বেদনা, এমন কি যখন শুইয়া থাকে।

১৯ উদর।—উদর অধিক স্ফীত; বায়ুসঞ্চয় হেতু অত্যন্ত বিরক্ত।

নিম্নোদরের দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনাবিশিষ্ট অনুভব।

বসিতে গেলে, বাম কুচকিতে যেন কি একটা কঠিন পদার্থ রহিয়াছে অনুভব; চাপদিলে পর, বায়ুঃনিঃসরণ হইলে পর উপশমিত হয়।

কাসিতে উদরে টাটানি বোধ।

কঠিন বাগী, পাকিতে আরম্ভ করে; কিম্বা যে সকল বাগীর সুচিকিৎসা হয় নাই, তাহাদের কিনারা সকল কঠিন ও অসাড়, তাহাহইতে রক্তযুক্ত, দুর্গন্ধ স্রাব।

২০ মল, ইত্যাদি।—সন্ধ্যাকালে সরলান্ত্রে প্রবল জ্বালা।

মলদ্বার টাটানি; আঠাবৎ রস, পেরিনিয়াম হইতেও নিঃসৃত হয়।

সরলান্ত্র ও মলদ্বারে সূচীবেধ।

মল কঠিন, বড় বড়, অল্প।

মলত্যাগের নিষ্ফল বেগ; কেবল দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণ হয়; পৃষ্ঠদেশে বেদনা, এবং বোধ হয় যেন উদরের মলবহির্গামী ক্ষমতা নাই।

মলত্যাগকালে রক্তপড়ে।

অর্শ, জ্বালা করে ও হুলবিদ্ধবৎ বোধ হয়, ভ্রমণ কালে বৃদ্ধি। অতি প্রবল জ্বালাসহ মলদ্বারের ফাটা (fissure)।

২১ মূত্র।—পুনঃপুনঃ ইচ্ছা, মূত্র বর্দ্ধিত; দুর্গন্ধ; কখন কখন বাধাপ্রাপ্ত; রাত্রিতে বারে বেশী।

নিষ্ফল বেগ, তৎসহ নিতম্ব, কুচকি ও উরুদ্বয়ে বেদনাযুক্ত চাপ বোধ।

মূত্রত্যাগকালে :—প্রস্রাবপথে জ্বালাকর টাটানি।

উদরে সূচীবধে ও ছিন্নকর বেদনা, প্রস্রাবত্যাগে উপশম।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—শুক্রক্ষরণ; স্থানসকল দুর্ব্বল বোধ হয়; শারীরিক ও মানসিক শ্রান্ত বোধ।

▌ উপদংশ; বাগী (buboes)।

২৩ স্ত্রীংজননেন্দ্রিয়।—জরায়ুগ্রীবার কাঠিন্য; জ্বালা।

জরায়ুর পুরাতন কাঠিন্য বশতঃ প্রচুর রজঃস্রাব।

▌ উরুমধ্য পর্য্যন্ত জ্বালা; পেলভিস ও ত্রিকাস্থিতে প্রসববেদনাবৎ বেদনা; পিচ্ছিল, রক্তযুক্ত স্রাব, অত্যন্ত দুর্ব্বল। * জরায়ুর কর্ক্কট রোগ।

ঋতু :—অত্যন্ত আগাইয়া, দীর্ঘস্থায়ী, প্রচুর নহে।

ঋতুকালে :—উরুদ্বয়ে খঞ্জতা; কটিদেশ, কুচকি ও উরুদ্বয়ে চাপ বোধ, উদ্গারের নিষ্ফল চেষ্টা, শীত শীত বোধ, হাইতোলা; স্রাবে তাঁহাকে দুর্ব্বলকরে, তিনি কথা কহিতে পারেন না; রক্তবর্ণ কাল।

শ্বেতপ্রদর :—কাপড়ে হরিদ্রা দাগ লাগে; দুর্গন্ধযুক্ত; জালাকর; ভ্রমণ বা দণ্ডায়মানকালে অধিক; স্রাবে পাকাশয়ে দুর্ব্বলতা অনুভব হয়।

২৪ গর্ভাবস্থা।—বিবমিষা, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

লোকিয়া দীর্ঘস্থায়ী, পাতলা, দুর্গন্ধযুক্ত, ক্ষতকারী; হস্তপদাদি অসাড়।

স্তনদ্বয় :—চিড়িকমারা বেদনা, তাহাতে শ্বাসবন্ধ হয়, চাপে বৃদ্ধি; কঠিন, বেদনাযুক্ত স্থানসকল; সূতিকাবস্থায় স্ফীত,প্রদাহিত (বিসর্পযুক্ত)।

অর্ব্বুদ কঠিন, অসমান, চর্ম্ম শিথিল; জ্বালাকর বেদনা; মলিন, নীলাভ লালবর্ণ দাগসকল; বেদনা বগলের দিকে অগ্রসর হয়; নৈশ ঘর্ম্ম, বিষণ্ণ চিত্ত।

*স্তনের স্কিরাস (কর্ক্কটরোগ)।

২৫ লেরিংক্স।—প্রাতে উঠিলে পর ক্ষতবৎ ও টাটানি।

স্বরভঙ্গতা, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি; রাত্রিতে স্বর বিলুপ্ত।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ও উদ্বেগ; বিষণ্ণচিত্ত।

হাঁপায় ও ঘড় ঘড় শব্দ হয়।

প্রাতে ও আহারান্তে কষ্টবোধ।

২৭ কাসী।—প্রবল শুষ্ক কাশী, পেট চাপিয়া ধরিতে হয়; প্রাতে গাত্রোত্থান করিলে এবং প্রায় সমস্ত দিন।

২৮ ফুস্ফুস।—বক্ষে শীতলতা অনুভব।

নৈশঘর্ম্ম সহ পুরাতন ব্রংকাইটিস।

বক্ষে (দক্ষিণ পার্শ্বে) জ্বালা।

দক্ষিণ ফুস্ফুসের নিউমোনিয়া, পুঁজ হইতে আরম্ভ হইয়াছে; সবুজ বর্ণ গয়ার।

প্লুরিসি, দীর্ঘস্থায়ী; চর্ম্ম রক্তশূন্য, দেহ শীর্ণ, বিলেপী জ্বর; কিম্বা বিকার লক্ষণসকল।

বক্ষে তীক্ষ্ণ জ্বালাকর সূচীবেধ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—আহারান্তে হৃৎকম্পন; গির্জায় গান করিবার সময়; প্রাতে জাগিলে পর, চক্ষু মুদিত করিয়া স্থির হইয়া শুইয়া পড়িতে হয়।

নাড়ী বর্দ্ধিতগতি, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে; রক্তবহানাড়ীসমূহে স্পন্দন।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার গ্রন্থিসকল কঠিন, স্ফীত, বেদনাবিশিষ্ট।

কটিদেশে ভগ্নবৎ চাপযুক্ত, আকৃষ্ট বেদনা ও অনম্যতা।

কস্নিরন্ধ্র ঘৃষ্টবৎ অনুভব হয়; স্পর্শে জ্বালা করে; চর্ম্মনিম্নে ক্ষতবৎ বেদনা, শয়ন ও উপবেশনে বৃদ্ধি।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বগলের গ্রন্থিসকল কঠিন।

বাহুদ্বয় স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

মণিবন্ধে মচকান ন্যায় বেদনা।

হস্তদ্বয় অসাড়; প্রায়ই তৎসহ বক্ষের রোগ থাকে।

অঙ্গুলিসন্ধিসমূহের বাতরক্তের (gouty) অনম্যতা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—উপবেশনকালে বাম নিতম্বে সূচীবেধ।

কেবল উরুদ্বয়ে রাত্রিকালে ঘর্ম্ম।

যেন গুল্‌ফ দুর্ব্বল বশতঃ ভ্রমণকালে চরণ দুমড়াইয়া উণ্টাইয়া পড়ে।

গোড়ালিতে বেদনা; চরণে টাটানি।

নীহার-স্ফোটক; প্রদাহিত, জ্বালাকর।

কড়া (কদর) স্পর্শে বেদনাবিশিষ্ট।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—ঘৃষ্টবৎ (bruised) বোধ, বিশেষতঃ সঞ্চালনকালে।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—উপবেশন: ২, ১৯, ৩১, ৩৩। সঞ্চালন: ২ ৩৪। ভ্রমণ: ২০, ২৩, ৩১, ৩৩। সামান্য পরিশ্রম: ৪০। উঠিলে পর: ২৫, ২৭। দণ্ডায়মান: ২৩। অবনত: ৩। হেলানদিলে: ২। শয়ন: ১৮, ৩১; দক্ষিণ পার্শ্বে: ২৭। স্থির হইয়া শুইয়া থাকিতে হয়: ২৯।

৩৬ স্নায়ু।—দুর্ব্বল, উৎসাহ উদ্যমের অভাব; মস্তকমধ্যে গোলমাল; শয্যাশায়ীবৎ দুর্ব্বলতা

এমন কি অতি সামান্য ভার তুলিতে গেলেও সহজে মচকাইয়া যায়।

৩৭ নিদ্রা।—উদ্বেগপূর্ণ; ভীতিপ্রদ দৃশ্য ও অস্থিরতা হেতু তাঁহাকে জাগাইয়া রাখে।

সমস্ত পূর্ব্বাহ্ন নিদ্রালু; হাইতোলা।

নিদ্রা সুস্পষ্ট কল্পনাপূর্ণ; কথাকহে, গোঁ গোঁ করে, চক্ষু হইতে অশ্রুপড়ে।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ১, ৭, ১১, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯। পূর্ব্বাহ্ন: ৩, ৩৭।

অপরাহ্ণ : ৮, ৪০। সন্ধ্যাকাল : ৭, ২০, ২৫, ২৯, ৪০, ৪৬। রাত্রি : ৩, ৭, ২১, ২৭, ২৫, ৩৩, ৪০। প্রাতঃকালের দিকে : ৪০। সমস্তদিন : ২৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—ভিজাবায়ু : ৩। খোলাবায়ু : ৩। শয্যায় ৪০, ৪৬। খোলাবায়ুতে যাইতে অনিচ্ছা।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত, বিশেষতঃ অপরাহ্ণে ও আহারান্তে; সন্ধ্যা-কালীন শীত, তৎপরে ঘর্ম্ম।

সর্ব্বদা শীতের পর উত্তাপ, প্রধানতঃ রাত্রিতে, শয্যায়।

ঘর্ম্ম সাধারণতঃ প্রাতঃকালের দিকে, এবং অতি সামান্য শ্রমে, এমন কি আহারেও।

নৈশঘর্ম্ম দুর্গন্ধ, দুর্ব্বলকারী, কাপড়ে হরিদ্রাদাগ লাগে।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ১৮, ১৯, ২৭, ২৮। বাম : ৯, ১৯।

৪৪ তন্তু।—শৈরিক রক্তের প্রাধান্য : ৪৭।

ক্ষত শুকাইয়া গেলে যে দাগ থাকে তাহাতে হুলবেধ।

দূষিত পুঁজোৎপত্তিতে সুস্থতাসূচক পরিবর্ত্তন।

গ্রন্থিসকল কঠিন, স্ফীত প্রদাহিত; তৎসহ ছিন্নকর, কর্ত্তন বা জ্বালা। *স্কিরাস।

সন্ধিসকল দুর্ব্বল; সহজেই মচকাইয়া যায় : ৪৫।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৭, ৩১, ৩২, ৩৩। চাপ : ৩, ১৭, ১৯, ২৪। চর্ব্বণ : ১০। উত্তোলন : ৩৬।

৪৬ চর্ম্ম।—সমগ্র শরীরে চুলকানি; সন্ধ্যাকালে শয্যায়। জ্বালাকর বেদনা-সহ, বিসর্পযুক্ত স্ফীততা।

৪৭ অবস্থা।—বয়োধিক ব্যক্তিগণ, বিশেষতঃ তৎসহ শৈরিক রক্তের প্রাধান্য, নীলবর্ণ গণ্ডদ্বয়, নীলবর্ণ ঠোঁট, দুর্ব্বলতা, ইত্যাদি।

যুবা, স্ক্রুফুলা-দূষিত রোগী।

৪৮ সম্বন্ধ—প্রতিবিষ :—আর্সে, ক্যাম্ফ, নক্সভমি, সুরা।

কার্ব্ব ভেজিটেবিলিস।

(উদ্ভিজ্জ অঙ্গার)

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—মস্তকমধ্যে গোলমাল, তজ্জন্য চিন্তা করিতে কষ্ট; প্রাতে জাগিলে পর।

তন্দ্রাদোষ (stupor), পতনাবস্থা (collapse)।

মুখমণ্ডলে উত্তাপসহ, উদ্বেগযুক্ত।

রাত্রিতে ভূতের ভয়।

তাচ্ছিল্য; সন্তোষ বা অসন্তোষ কিছুই অনুভব না করিয়া এবং তদ্বিষয়ে কিছুই চিন্তা না করিয়া সকল কথা শ্রবণ করে।

কোপনতা, ক্ষণরাগিতা।

অস্থির, উদ্বেগযুক্ত; বৈকালে ৪ টা হইতে ৬ টা।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—কোন দ্রব্য চাপিয়া ধরিতে হয়; অবনত হইলে; আধ্মান বশতঃ; শৈরিক রক্ত সঞ্চালনের মন্দ গতি; বিশেষতঃ অমিতাচারের পর; সমস্ত দিবস মস্তকমধ্যে ঘূর্ণন।

নিদ্রার পরে, উঠিলে অথবা যখন শয্যায় থাকে তখন ভ্রমি; উদ্গার; দুর্ব্বলকারী রসস্রাব, বা পারদ অপব্যবহার কর্ত্তৃক উৎপাদিত।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তক সীসধাতুবৎ ভারী বোধ হয়।

মস্তকে রক্তাগম, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

আক্ষেপিক সঙ্কোচন, বিবমিষা ও চক্ষূর্দ্ধে চাপ, সর্দ্দিবোধসহ মস্তকে রক্তাধিক্যতা; অত্যুষ্ণ গৃহ হইতে মস্তকে রক্তাধিক্যতা।

নিশ্বাসগ্রহণ কালে মস্তকে বেদনাযুক্ত দপদপানি।

অশ্রুস্রাবসহ ঠিক চক্ষূর্দ্ধে চাপযুক্ত মাথাধরা; চক্ষু নাড়িলে বেদনা।

চক্ষূর্দ্ধে অথবা সমগ্র মস্তকে কামড়ানি (aching) এবং স্পন্দন; গ্রীবা-পশ্চাতে আরম্ভ হয়; সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি; ভোজনান্তে, তৎসহ মস্তকে রক্তাধিক্যতা; অমিতাচারের পরে।

উভয় রগ ও মস্তকশীর্ষে চাপ বোধ।

কপালে, রগের নিকটে একটী ক্ষুদ্র স্থানে প্রবল ছিন্নকর বেদনা।

অক্ষিপটের বামপার্শ্বে ছিন্নকর ও আকৃষ্ট।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তক চাপে চৈতন্যাধিক, বিশেষতঃ টুপির।

করোটীত্বক স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

চুল উঠিয়া যায়; মস্তকের পশ্চাতে বেশী; সন্ধ্যায় শয্যায় উষ্ণ হইলে করোটীত্বক চুলকায়।

৫ চক্ষু।—চক্ষু জ্যোতিহীন, অক্ষিতারকা আলোকে ক্রিয়াহীন।

চক্ষুর অতিক্রিয়া বশতঃ হ্রস্বদৃষ্টি; অতিক্রিয়া বা সূক্ষ্ম কাজ করিয়া চক্ষু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

চক্ষুর সম্মুখে কাল দাগ ভাসিয়া বেড়ায়।

চক্ষুপরি ভারী পদার্থ রহিয়াছে বোধ।

চক্ষুতে জ্বালা।

মস্তকে রক্তাধিক্যতাসহ চক্ষু হইতে রক্তস্রাব। *হুপিং কাসী।

উপরের দিকে দেখিতে গেলে চক্ষুর পেশী বেদনা করে, অক্ষিপুটের কিনারা সকল চুলকায়; প্রাতঃকালে।

৬ কর্ণ।—কর্ণে ঘণ্টাধ্বনি; ভন্ ভন্ শব্দ।

কর্ণের সম্মুখে গুরুদ্রব্য থাকার ন্যায় অনুভব; কর্ণরুদ্ধবৎ অনুভব, কিন্তু শ্রুতিশক্তি হ্রাস হয় না।

নূতন স্ফোটজ্বরের পরে বধিরতা; পারদ অপব্যবহার; কর্ণদ্বয় অতি শুষ্ক।

কর্ণ হইতে দুর্গন্ধ পুঁজস্রাব।

প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে বাম কর্ণের উত্তাপ ও আরক্ততা।

প্যারটাইটিস, স্ফীততা কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব:—সপ্তাহাধিক কাল প্রতিদিন অনেকবার নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; প্রত্যেক আক্রমণের পূর্ব্বে ও পরে মুখমণ্ডল রক্তশূন্য; মলত্যাগে বেগ দেওয়ার পরে; ক্ষুদ্র, সবিরাম নাড়ী; অমিতাচারের পরে; বৃদ্ধ কিম্বা দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের।

নাসিকা মধ্যে সদত ও প্রবল শুড়শুড়ি সহ বারম্বার হাঁছি।

স্বরভঙ্গতা ও বক্ষে ক্ষতবৎ বোধ সহ প্রবল প্রতিশ্যায়।

শুষ্ক প্রতিশ্যায়।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল :—অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ; ধূসরাভ পীতবর্ণ; সবুজাভ; মৃতবৎ।

মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম; মুখমণ্ডল শীতল, জিহ্বা শীতল।

গণ্ডদ্বয় আরক্ত ও শীতল ঘর্ম্মাবৃত।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ওষ্ঠের স্পন্দন।

ওষ্ঠ ও গণ্ডের স্ফীততা ও তাহাতে বেদনা।

ওষ্ঠ দেখিতে কাল্‌চেবর্ণ ও ফাটা।

১০ দন্ত।—কসের দন্তে আকৃষ্ট ও ছিন্নকর বেদনা।

উষ্ণ, শীতল বা লবণাক্ত খাদ্য হইতে দন্তে ছিন্নকর বেদনা; জিহ্বাদ্বারা স্পর্শ করিলে বৃদ্ধি; সমগ্র দন্তপাটী অতিলম্বা ও বেদনা বোধ হয়।

দন্ত সত্বরে বিনষ্ট হইয়া যায়।

মাড়ী :—রক্তপড়ে, এবং যখন মাড়ী চুষা যায়; ক্ষতবৎ বেদনা; চর্ব্বণকালে চৈতন্যাধিক; মাড়ীস্ফোটক।

১১ জিহ্বা।—তালুতে তিক্ততা, জিহ্বা শুষ্ক।

আহারের পূর্ব্বে ও পরে তিক্তাস্বাদ; লবণাস্বাদ।

জিহ্বা প্রদাহ, জিহ্বা কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়।

জিহ্বা ভারী, কষ্টকৃত বাক্যোচ্চারণ।

জিহ্বা :—শাদা; সিসাবর্ণ; নীলবর্ণ, চট্‌চটে, সরস; শুষ্ক, ফাটা।

জিহ্বা কাল হইয়া যায়।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্য ও শ্বাসবায়ু শীতল।

লালা স্রাব বর্দ্ধিত।

মুখমধ্য উষ্ণ, জিহ্বা প্রায় অচল, লালা রক্তযুক্ত; মাড়ী শিথিল, দন্ত হইতে নামিয়া পড়ে, ক্ষতযুক্ত।

নাসিকা ও মুখ হইতে রক্তস্রাব।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে ক্ষতবৎ, জ্বালা।

স্ফীত ফসেসের কোন কোন অংশ পচিয়া বাহির হয় দুর্গন্ধ পুঁজস্রাব।

গলাধঃকরণ, কাসী বা নাসিকায় সজোরে শ্বাস প্রক্ষেপে নাসিকার পশ্চাৎ ছিদ্রে (নেরিসে) ও ফসেসে যেন ক্ষতবৎ বেদনা অনুভূত হয়।

খাদ্য সহজে গলাধঃকরণে অক্ষম, গলমধ্য সঙ্কুচিত বোধ হয়, বেদনা নাই।

যুভুলার স্ফীততা ও প্রদাহ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—রুচির অভাব; হস্তপদাদির মাংসপেশীর শিথিলতা ও দুর্ব্বলতা অনুভব হয়।

কাফি, অম্ল, মিষ্টান্ন ও লবণাক্ত দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা।

মাংস ও চর্ব্বি (ঘৃত তৈলাদি) যুক্ত খাদ্য, এবং দুগ্ধ খাইতে অনিচ্ছা, দুগ্ধে উদরে বায়ুসঞ্চয় হয়।

১৫ পানাহার।—আহারান্তে :—মুখমধ্যে অম্লতা; অতি সহজ খাদ্যও সহ্য হয় না; ভার বোধ, পূর্ণতা বোধ (রাত্রিকালের আহারান্তে বেশী), নিদ্রালুবোধ; বিবমিষা, বমন; বোধ হয় যেন উদর ফাটিয়া যাইবে।

দুগ্ধপানের পর অম্ল উদ্গার।

বেদনা এবং এপিগাষ্ট্রিয়াম ও উদরের গভীর স্থানে জ্বালা বশতঃ খাইতে ভয় হয়।

মদ্য হইতে পাকাশয়িক লক্ষণসকল; কাফি হইতে; অতিরিক্ত পরিমাণে দুগ্ধ হইতে; অতিরিক্ত মাখন ইত্যাদি চর্ব্বি হইতে; মৎস্য হইতে; বরফজল বা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জল হইতে; বায়ু জন্মে এরূপ উদ্ভিজ্জ হইতে।

লবণ বা লোনা মাংসের অপব্যবহারজনিত মন্দ ফল।

উষ্ণ, শীতল বা লবণাক্ত খাদ্য : ১০। পান বা আহার : ২৭।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—পুনঃ পুনঃ শূন্য উদ্গার।

মুখ দিয়া অধিক জল উঠে।

অম্ল বা পচা উদ্গার। প্রাতে বিবমিষা।

বমন :—রক্ত; খাদ্য (সন্ধ্যাকালে); অম্ল, পিত্ত, বা রক্তযুক্ত পদার্থ।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়গহ্বরে কামড়ানি (aching)।

পাকাশয়ে জ্বালা, নিম্নে কটিদেশ ও ঊর্দ্ধে স্কন্ধপর্য্যন্ত বিস্তৃত।

চিত হইয়া শয়ন ও ভ্রমণকালে পাকাশয়ে অম্ল বোধ হয়; পাকাশয় অত্যন্ত ভারী এবং যেন ঝুলিতেছে বোধ হয়।

টান টান, পূর্ণ বোধ হয়; আধ্মান।

রক্ত বমন; শরীর বরফবৎ শীতল; শ্বাসবায়ু শীতল; নাড়ী সূত্রবৎ, সবিরাম গতি; ভ্রমি; মৃতবৎ মুখের চেহারা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া—স্পর্শে বেদনাযুক্ত; কাপড়ে কষ্ট বোধ হয়, সহ্য হয় না।

যকৃত প্রদেশে সূচীবেধ।

কামলা:—অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বা অত্যন্ত অধিক ঘৃতমসলাদিযুক্ত খাদ্য ভক্ষণ হইতে; পারদ অপব্যবহার হইতে।

প্লীহাপ্রদেশে চাপ, চিমটিকাটাবৎ বেদনা; দ্রুত, বিদ্যুৎবৎ সূচীবেধ; উদর স্ফীত।

১৯ উদর।—আধ্মান বশতঃ শূলবেদনা, উদর ফাটিয়া যাইবে এইরূপ পূর্ণ; মূত্রাশয়ের নিকট বেদনা বেশী; অতি সামান্য মাত্র খাদ্যে বৃদ্ধি; বায়ুনিঃসরণ, বা কঠিন মলত্যাগ হইলে উপশম।

উদর স্ফীত, বায়ু উপরদিক (উদ্গার) বা নিম্নদিক (অপান) দিয়া নির্গমনে উপশম।

এপিগাষ্ট্রিয়াম ও উদরের গভীর স্থানে জ্বালা, ছিন্নকর বেদনা; আহারে বৃদ্ধি; তৎসহ যন্ত্রণা, আধ্মান, উদরাময়।

উদর অনুভব হয় যেন ভারী হইয়া ঝুলিতেছে।

উচ্চরবে পেটডাকা; দুর্গন্ধ বা গন্ধহীন বায়ুনিঃসরণ।

২০ মল, ইত্যাদি।—সরলান্ত্রে বিদাহী, ক্ষতকারী রসস্রাব।

মলত্যাগ না করিবার সময়ে সরলান্ত্রে খামচান; কীটসঞ্চারণ। * কৃমি।

অপান উষ্ণ, সরস দুর্গন্ধি।

মলঃ—জ্বালাকর, দুর্গন্ধ, জলবৎ, রক্তযুক্ত, তৎসহ বেগ; সূত্রবৎ হরিদ্রা-বর্ণ আমদ্বারা আবৃত, শেষাংশ রক্তযুক্ত; [illegible]; রক্তামাশয়, ভয়ানক দুর্গন্ধ; পাতলা [illegible]

এমন কি কোমল মলও কষ্টে নির্গত হয়।

ওলাউঠা, পতনাবস্থা।

অর্শ:—বহির্গামী; নীলবর্ণ; পুঁজযুক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত; জ্বালাসহ; অমিতাচারের পরে; মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপাদিত করে।

২১ মূত্র।—সুরা অপব্যবহার-জনিত ব্রাইটের পীড়া।

মূত্রাশয় হইতে পাতলা স্রাব নির্গত; বৃদ্ধদিগের।

মূত্র:—লালাভ, ঘোলা; যেন রক্তমিশ্রিত; রক্তবর্ণ অধঃক্ষেপ; রক্তযুক্ত; প্রচুর, ঈষৎ বর্ণবিশিষ্ট, বহুমূত্রের; দুগ্ধবৎ।

রাত্রিতে শয্যায় মূত্রত্যাগ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—নিদ্রাকালে কৃত্রিমমৈথুন।

রতিক্রিয়াকালে অতি সত্বরেই রেতঃস্রাব, তৎপরে মস্তকমধ্যে এক প্রকার শব্দানুভব।

মলত্যাগের বেগ দিতে প্রষ্টাটিক রসনিঃসরণ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু:—অতি আগাইয়া, অতি প্রচুর; রক্ত বর্ণবিহীন বা ঘন, দাহক; উগ্র গন্ধ।

প্রচুর রজঃস্রাব (menorrhagia)।

শ্বেতপ্রদর:—প্রাতে গাত্রোত্থানকালে পাতলা, সমস্ত দিবসে নহে; দুগ্ধবৎ, ক্ষতকারী; ঘন, হরিদ্রাবর্ণ।

যোনিনালী (fistula), জ্বালাকর বেদনা।

ভগের শিরা স্ফীততা, ভগ ও মলদ্বারেব চুলকানি;তাহাতে মূত্রকৃচ্ছ্রতা জন্মে।

২৪ গর্ভাবস্থা।—প্রসববেদনা দুর্ব্বল, বা থামিয়া আইসে, তৎসহ অধিক দুর্ব্বলতা; বিশেষতঃ প্রবল পীড়া বা অধিক রসস্রাবের পরে।

স্তনপান করাইয়া দুর্ব্বলতা।

স্তনমধ্যে চাপবৎ স্থান; তৎসহ বগলের গ্রন্থিসমূহের কঠিনত্বপ্রাপ্তি, এবং তৎসহ জ্বালাকর বেদনা, উদ্বেগ।

দুর্গন্ধ প্রসবান্ত স্রাব (লোকিয়া)।

২৫ লেরিংক্স।—গভীর স্বর, কথা কহিতে স্বর বাহির হয় না, বেদনা নাই।

স্বরভঙ্গতা:—এবং ক্ষতবৎ অনুভব, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি; প্রাতে স্বর

বিলুপ্ত; সরস, শীতল বায়ুতে; পুরাতন; সরস সান্ধ্যসমীরণ এবং কথা কহিলে বৃদ্ধি।

লেরিংক্সাবরক ঝিল্লির কৃষ্ণাভ স্ফীততা।

লেরিংক্সে ক্ষতবৎ বেদনা ও গুড়্গুড়ি।

ট্রেকিয়া মধ্যে অস্বাভাবিক শুষ্কতা অনুভব।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসবায়ু শীতল।

শীতল হস্তপদাদি সহ হ্রস্ব (short) শ্বাসক্রিয়া।

পাখা করিতে ইচ্ছা, অধিকতর বায়ু চাহে।

কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া, বক্ষের পূর্ণতা বোধ, এবং অতি সামান্য সঞ্চালনে হৃৎকম্পন।

বৃদ্ধদিগের হাঁপানিরোগ, দুর্ব্বলতা, কম্পন; যেন আসন্নমৃত্যুবৎ দেখায়; বায়ুপূর্ণ কিন্তু তাহা তুলিতে পারে না; শীতল বায়ুতে উপশম; প্রাতে বৃদ্ধি।

উচ্চরবে ঘড়ঘড় শব্দসহ শ্বাসক্রিয়া; কাসী থামিয়া যায়; ফুস্ফুস-স্ফীতির আশঙ্কা।

অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, অত্যন্ত উদ্বেগ, কিন্তু অস্থির নহে; কাসী থাকিয়া থাকিয়া প্রবল বেগে এক একবার; গয়ার জলবৎ, প্রচুর। *এম্ফিসিমা।

২৭ কাসী।—কাসী :—আক্ষেপিক, হ্রস্ব, থাকিয়া থাকিয়া এক একবার আক্রমণ; বোধ হয় যেন গন্ধকের ধূমবশতঃ কাসী; সন্ধ্যা বা মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে বৃদ্ধি; এক সময়ে শুষ্ক, বেদনাযুক্ত; অপর এক সময়ে গয়ার পুঁজযুক্ত, পিচ্ছিল, দুর্গন্ধযুক্ত; কাসী, তৎসহ রাত্রি ও প্রাতে প্রচুর শ্লেষ্মা উঠে; এবং হুপশব্দক কাসীর অন্যান্য লক্ষণসকল দূরীভূত হইলে বমন; সঞ্চালন, খোলাবায়ুতে ভ্রমণ, শয়নের পর, সন্ধ্যায় শয্যাতে, পানাহার (বিশেষতঃ শীতল পানীয় বা খাদ্য) এবং কথা কহিলে বৃদ্ধি।

গয়ার :—হরিদ্রাভ-সবুজ পুঁজযুক্ত; রক্তযুক্ত; অম্ল বা লবণাক্ত আস্বাদ; কিম্বা খারাপ গন্ধ।

২৮ ফুস্‌ফুস ।—প্রজ্জ্বলিত অগ্নিবৎ বক্ষে জ্বালা।

বক্ষ ও মস্তকে রক্তাধিক্যতা।

বক্ষে দুর্ব্বল, পরিশ্রান্ত বোধ।

ষ্টার্ণামের নিম্নে জ্বালা; বড় বড় বুদ্বুদের ঘড় ঘড় শব্দ; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

বায়ুনলীভুজের সর্দ্দি, স্বরভঙ্গ, শ্লৈষ্মিক শব্দ; বক্ষ ও পঞ্জরাস্থিসকল ঘৃষ্টাঘাত প্রাপ্ত অনুভূত হয়।

রক্ত নিষ্ঠীবন, বক্ষে জ্বালা, থাকিয়া থাকিয়া প্রবল কাসীর আক্রমণ, স্বরভঙ্গ; মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ; চর্ম্ম শীতল; ধীর, সবিরাম নাড়ী; পাখার হাওয়া খাইতে চাহে।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী ।—হৃৎকম্পন :—কয়েক দিবস পর্য্যন্ত অতি প্রবল; আহারান্তে; উপবেশনকালে।

কৈশিকা মধ্যে রক্ত সঞ্চালনের মন্দা গতি, নীলিমাপ্রাপ্তি (সায়ানোসিস); মুখমণ্ডল ও হস্তপদাদি শীতল, শীতল ঘর্ম্ম; হৃৎপিণ্ডের আসন্ন পক্ষাঘাতের আশঙ্কা।

নাড়ী সূত্রবৎ; দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র; সবিরাম।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ ।—গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থিসকল স্ফীত ও বেদনাযুক্ত, বিশেষতঃ গ্রীবার পশ্চাতস্থিত।

গ্রীবাদেশীয় মাংসপেশীর ছিন্নকর।

পৃষ্ঠদেশের বাতসম্ভূত আকৃষ্টবৎ বেদনা, অবনত হইলে বৃদ্ধি।

পৃষ্ঠদেশের অনম্যতা।

কটিদেশে অতি প্রবল বেদনা, তিনি (স্ত্রী) বসিতে অক্ষম।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ ।—দক্ষিণ স্কন্ধোপরি জ্বালা।

রাত্রিতে যে বাহু চাপিয়া শুইয়া থাকেন তাহাতে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

উভয় কনুইসন্ধিতে মৃষ্টবৎ বেদনা।

লিখিতে গেলে বাহুদ্বয় পরিশ্রান্ত বোধ হয়।

ছিন্নকর বেদনা :—একটী মণিবন্ধে; বাম হস্তের অঙ্গুলিতে।

হস্তদ্বয় :—জ্বালা করে; বরফবৎ শীতল; অঙ্গুলির অগ্রভাগ শীতল ঘর্ম্মে আবৃত।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিম্নাঙ্গে ভার বোধ।

উদর হইতে নিম্নে বাম পদ পর্য্যন্ত অতি প্রবল খঞ্জকারী, আকৃষ্টবৎ বেদনা।

বাম নিতম্বের নিকটে ও নিম্নে, ত্রিকাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ছিন্নকর বেদনা।

নিতম্ব পীড়া (hip disease), তৃতীয়াবস্থা; কৃষ্ণবর্ণ, রক্তযুক্ত পাতলা, দুর্গন্ধ স্রাব; অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য।

পায়ের ক্ষত রাত্রিতে জ্বালা করে; স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত; ক্ষতের চতুর্দ্দিকস্থ চর্ম্ম নীলবর্ণ।

বাম পদ পক্ষাঘাতবিশিষ্ট অনুভব হয়।

অঙ্গুলিসকল লালবর্ণ, স্ফীত, হুলবেধযুক্ত, যেন নীহারাক্রান্ত।

পায়ের তলায় খিলধরা, সন্ধ্যাকালে শয়নান্তে।

অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ ক্ষতযুক্ত।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি:—ঘৃষ্টবৎ অনুভূত হয়; অসাড়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

জ্বালা:—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে; ঋতুকালে হস্তদ্বয় ও হাতপায়ের তলায়।

উদরাধ্মান সহ বাতের বেদনা।

৩৬ অবস্থিতি, ইত্যাদি। সঞ্চালন: ২৬, ২৭, ৩৭। চক্ষুসঞ্চালন: ৩। ভ্রমণ: ১৭, ৩৬, ৪; খোলাবায়ুতে: ২৭। উপবেশন: ২৯, ৩১, ৩৭। শয়ন: ৩, ১৭, ২৭, ৩৩; চীত হইয়া: ১৭; পার্শ্ব হইয়া: ৩৭। অবনত: ২, ৩১।

৩৬ স্নায়ু।—জীবনীশক্তি প্রায় শেষ হইয়াছে, গাত্র শীতল, বিশেষতঃ জানুদ্বয় হইতে পদ পর্য্যন্ত; মৃতবৎ পড়িয়া থাকে; শ্বাসবায়ু শীতল; নাড়ী সবিরাম, সূত্রবৎ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে শীতল ঘর্ম্ম।

স্নায়বিক উত্তেজনশীলতার অভাব, ঔষধের ক্রিয়ায় ক্রিয়া-প্রবণতার অভাব (ঔষধে ক্রিয়া দর্শে না)।

অল্প ভ্রমণান্তে শ্রান্ত।

ভ্রমিবৎ দুর্ব্বলতার সময়ে সময়ে আক্রমণ।

প্রাতে শয্যায় অলস, শ্রান্ত।

মধ্যাহ্নে দুর্ব্বলতা, মস্তক শূন্য বোধ হয়, ক্ষুধার অনুভব।

প্রচুর রস (পুঁজ, রক্ত, দুগ্ধাদি) স্রাব বশতঃ বৃদ্ধি।

৩৭ নিদ্রা।—হাইতোলা, আড়ামুড়ি ভাঙ্গা।

পূর্ব্বাহ্নে উপবিষ্টাবস্থায়, এবং পড়িতে গেলে নিদ্রালুতা; সঞ্চালনে দূরীভূত হয়।

দিবাভাগে নিদ্রালু; মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে ও পরে নিদ্রা যাইতে হয়; রাত্রিতে নিদ্রা কেবল কল্পনাপূর্ণ।

শরীরের অসুখ বশতঃ নিদ্রাহীন।

রাত্রি ১ টার কম নিদ্রা হয় না।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিশেষতঃ জানুদ্বয় শীতল বশতঃ, পুনঃ পুনঃ জাগিয়া উঠে।

রাত্রিতে কেবল স্বপ্নপূর্ণ।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ১, ২, ৫, ১৬, ২৩, ২৫, ২৬, ২৭, ৩৬, ৪০। পূর্ব্বাহ্ন: ৭, ৩৭। মধ্যাহ্ন: ৩৬। বৈকাল: ৩৭। সন্ধ্যাকাল: ১, ৩, ৪, ৬, ৮, ১৬, ২৫, ২৭, ৩৩, ৩৬, ৪০। রাত্রি: ১, ৭, ১৭, ২১, ২৭, ৩২, ৩৩, ৩৭, ৪০। মধ্য-রাত্রির পূর্ব্বে: ২৭; পরে: ৩৭। দিবস: ২, ৩৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—বায়ুর পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি, বিশেষতঃ সরস বায়ুতে।

উষ্ণতা: ৪। অত্যুষ্ণ গৃহ: ৩। শীতল বায়ু: ২৬। পাখার হাওয়া চাহে: ২৮। খোলাবায়ু: ২৭। সরস বায়ু: ২৫।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সন্ধ্যাকালে কম্প।

শীত, সাধারণতঃ তৎসহ তৃষ্ণা; প্রায়ই সন্ধ্যাকালে, কখন কখন কেবল বাম পার্শ্বে।

বরফবৎ শীতল গাত্র সহ শীত।

শীতের পরে উত্তাপ, অথবা শীতের সহিত উত্তাপের কোন সম্বন্ধ নাই।

বিলেপী জ্বর (hectic)।

উত্তাপ ও ঘর্ম্ম মিশ্রিত।

দুর্ব্বলকারী নৈশ বা প্রাতঃকালিক ঘর্ম্ম।

সহজেই ঘর্ম্ম হয়, বিশেষতঃ মস্তক ও মুখমণ্ডলে।

ঘর্ম্ম:—প্রচুর ; দুর্গন্ধ কিম্বা অল্প।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৬, ৮, ১৮, ২৮, ৩২। বাম : ৩, ৬, ৭, ৮, ১৯, ২৮, ৩২, ৩৩, ৪০। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে : ৬।

৪৩অনুভব।—বেদনা সর্ব্বাঙ্গশরীরে ঘুরিয়া বেড়ায়। * স্নায়ুশূল।

শরীরের নানা স্থানে আকৃষ্ট ও ছিন্নকর বেদনা।

৪৪ তন্তু।—পচন দোষ, অন্তঃপ্রবিষ্ট মুখাকৃতি, রক্তশূন্য মুখবর্ণ, বিলেপীজ্বর, বিকার লক্ষণসকল।

কৈশিকামধ্যে রক্ত মন্দগতি (স্থগিত হয়), তাহাতে নীলবর্ণতা, শীতলতা জন্মে ; কালশিরা।

গ্রীষ্মকালিক উদরাময়ের পরে রক্তাল্পতা ; ক্ষীণ, শাদা চর্ম্ম।

শুষ্কতা প্রাপ্ত, শরীর শীতল, মৃতবৎ পড়িয়া থাকে, তথাপি জ্ঞান থাকে।

গ্যাংগ্রিন (গলিত ক্ষত) :—সরস ; বার্দ্ধক্যাবস্থায়।

লোষিকা গ্রন্থি স্ফীত, কাঠিন্যযুক্ত, কিম্বা পুঁজযুক্ত ; জ্বালাকর বেদনা।

ক্লোরোসিস, তৎসহ চুলকানিবৎ উদ্ভেদ ও যোনি হইতে শাদা স্রাব।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—ভারী দ্রব্য তুলিয়া বৃদ্ধি।

স্পর্শ : ৪, ১০, ১৮। চাপ : ৪। চর্ব্বণ : ১০। কোন দ্রব্য চাপিয়া ধরা : ৩২। কোন দ্রব্য চাপিয়া ধরিতে হয় : ২।

অশ্বারোহণে বৃদ্ধি হয় :—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে টাটানি ; পেট বেদনা।

৪৬ চর্ম্ম।—আম্বাত।

চুলকানিবৎ শুষ্ক উদ্ভেদ।

সূক্ষ্ম, সরস উদ্ভেদ, তৎসহ যেখানে কোন উদ্ভেদ নাই সেইখানে জ্বালা।

চর্ম্মের খাঁজ সকল ক্ষতযুক্ত হয়।

ক্ষত :—ভেরিকোস ; স্কারবুটিক ; পাণ্ডুবর্ণ, সহজেই রক্তপড়ে, দুর্গন্ধ।

বগলে চুলকানি ও টাটানি।

৪৭ অবস্থা।—জীর্ণশক্তি হ্রাস, শৈরিক রক্তসঞ্চালন প্রবল।

বৃদ্ধদিগের। দুর্ব্বলকর রোগান্তে বালকদিগের।

৪৮ সম্বন্ধ।—কার্ব্ব-ভেজ সুফলপ্রদ :—সলফার ও মার্কুরিয়াসের পরে, যখন

কণ্ডূ (চুলকানি) শুষ্ক; ভিরাট্রমের পরে, হুপশব্দক কাসীর প্রারম্ভে; ল্যাকে, কালি-কার্ব্ব, সিপিয়ার পরে।

কার্ব্ব-ভেজের পরে :—আর্সে, চায়না, ড্রসে, কালি-কার্ব্ব, ফসফ-এসিড প্রায়ই উপযোগী।

কুইনাইন-জনিত রোগ সকল, বিশেষতঃ জ্বর আটকাইয়া গেলে।

পারদ, লবণ বা লবণাক্ত মাংসের অপব্যবহার জনিত রোগ সকল।

কার্ব্ব-ভেজ প্রতিষেধ করে :—চায়না, ল্যাকে, মার্ক্।

কার্ব্ব-ভেজের প্রতিবিষ :— আর্সে, ক্যাম্ফ, কফি, ল্যাকে।

কার্ডুয়াস মেরিয়েনাস।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—কামলা রোগ; যকৃত প্রদেশ চাপে বেদনাযুক্ত; দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়ামে পূর্ণতানুভব। যকৃতের রক্তাধিক্যতা বশতঃ।

২০ মল, ইত্যাদি।—মলের সহিত পিত্তের পরিমাণ হ্রাস।

উদরাময়ের সহিত পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ।

২১ মূত্র।—মূত্রমধ্যে পিত্তের রঙ্গিল পদার্থ বর্ত্তমান; মূত্র স্বল্প, ধূসরবর্ণ ও ঘোলা।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত ও জ্বর, তৎসহ পুর্ব্বোল্লিখিত কামলারোগের লক্ষণসমূহ।

ক্যাকটাস গ্রাণ্ডিফোরাস।

পরীক্ষক :—রুবিনি।

১ মন।—একটীও কথা কহিতে, কিম্বা উত্তর দিতে অনিচ্ছা।

ক্রন্দন করে কিন্তু কেন তাহা জানে না; সান্ত্বনায় বর্দ্ধিত হয়।

অদম্য বিষণ্ণতা।

মৃত্যুভয়; তিনি বিবেচনা করেন যে তাঁহার রোগ অসাধ্য।

২ চৈতন্য।—রক্তাধিক্যতা বশতঃ মাথাঘোরা; মুখমণ্ডল লালবর্ণ, স্ফীত-ভাব, মস্তিষ্কে স্পন্দন; উন্মত্ততা, উদ্বেগ।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যতা, চক্ষু রক্তপূর্ণ, কোমা (তন্দ্রা-দোষ), শ্বাসরোধ, মুখমণ্ডলে রক্তাগম; সূর্য্যাতপ লাগান হেতু জ্বর।

মস্তকশীর্ষে প্রবল বেদনা, চাপে উপশম, কথা কহিলে বা তীব্রালোকে বৃদ্ধি।

রগে স্পন্দন, যেন করোটী বিদীর্ণ হইবে; রাত্রিতে অসহ্য।

উত্তেজনা-জনিত মাথাধরা, দক্ষিণ পার্শ্বে বেশী।

৫ চক্ষু।—দৃষ্টির অস্পষ্টতা; থাকিয়া থাকিয়া সময়ে সময়ে দৃষ্টির দৌর্ব্বল্য প্রত্যাবর্ত্তন করে।

৬ কর্ণ।—রক্তাধিক্যতা বশতঃ শ্রবণশক্তির হ্রাস; কর্ণ মধ্যে স্পন্দন; ঘর্ম্ম-রোধজনিত কর্ণপ্রদাহের পরে কর্ণ মধ্যে জলস্রোতের ন্যায় অথবা ভন্ ভন্ শব্দ।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে প্রচুর রক্তস্রাব, শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যায়।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল:—নীলবর্ণ; শীতল ঘর্ম্ম; পাণ্ডুবর্ণ; রক্তপূর্ণ।

মৌখিকশূল দক্ষিণ পার্শ্বের, পুরাতন; অতি সামান্য মাত্র পরিশ্রমে বৃদ্ধি, কেবল শয্যায় স্থিরভাবে শয়নে মধ্যম প্রকারে থাকে; সুরা, সঙ্গীত, তীব্রালোক, অথবা নিয়মিত সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে আহার বশতঃ উৎপন্ন।

১২ মুখমধ্য।—প্রাতে মুখে দুর্গন্ধ।

১১ গলমধ্য।—গলমধ্যে সঙ্কোচন বোধ, তাহাতে সদত ঢোক গিলিতে ইচ্ছা হয়।

অন্ননলীর সঙ্কোচন; অত্যন্ত অধিক পরিমাণে জল খাইলে তবে উহা সজোরে পাকাশয় মধ্যে নামে।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—রুচি নাই।

১৫ পানাহার।—আহারান্তে পাকাশয়ে ভার ও কষ্ট বোধ।

আহারান্তে পাকাশয়পশ্চাতে স্পন্দনানুভব।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—প্রাতে বিবমিষা, সমস্ত দিন থাকে।

বিদাহী, অম্ল তরল পদার্থ গলা ও মুখমধ্যে উঠে, তাহাতে খাদ্য পর্য্যন্ত অম্লাস্বাদ বোধ হয়।

রক্ত বমন।

১৭ পাকাশয়।—জ্বালা; পাকাশয়ে স্পন্দনানুভব।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতে রক্তপূর্ণতা; হৃদরোগ বশতঃ তরুণ বা পুরাতন।

অনুভব হয় যেন বক্ষের নিম্নাংশ দিয়া একটা দড়ী সজোরে বান্ধা রহিয়াছে।

ডায়াফ্রামের মধ্য দিয়া এবং বক্ষ পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ বেদনা চিড়িক্ মারিয়া উঠে।

১৯ উদর।—উদরে অসহ্য উত্তাপ, যেন মধ্যে কি জ্বলিতেছে।

নাভিপ্রদেশে ভ্রমণশীল (সঞ্চরমাণ) বেদনা, ঐ বেদনা থাকিয়া থাকিয়া স্থগিত ও বৃদ্ধি হয়।

২০ মল, ইত্যাদি।—প্রাতঃকালিক উদরাময়, তৎপূর্ব্বে বেদনা হয়।

মলদ্বারে ভার বোধ, মলত্যাগের প্রবল ইচ্ছা, কিন্তু কিছুই বহির্গত হয় না

আলপিনের ন্যায় মলদ্বারে খোঁচাবেধা, সামান্য ঘর্ষণে স্থগিত হয়।

২১ মূত্র।—সদত মূত্রত্যাগের ইচ্ছা।

মূত্র:—প্রচুর, বিচালির ন্যায় বর্ণ; অধিক জ্বালা সহ ফোটা ফোটা বহির্গত হয়; মূত্রাশয়-গ্রীবার সঙ্কোচন; জ্বরে মূত্র রুদ্ধ।

রক্তপ্রস্রাব; রক্তজমাট বশতঃ মূত্রনির্গত হয় না।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অতি শীঘ্র; কাল, পিচের ন্যায়।

জরায়ুর সঙ্কোচক আক্ষেপসহ ঋতু; অতি যন্ত্রণাদায়ক বেদনা; সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি; স্রাব স্বল্প, শয়নে স্থগিত হয়।

ডিম্বকোষ প্রদেশে দপদপানি বেদনা নিম্নে উরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত, প্রতিদিন ঠিক একই সময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

২৪ গর্ভাবস্থা।—।স্তনের প্রদাহ; বক্ষে পূর্ণতানুভব; শীতল বায়ুতে অতি চৈতন্যাধিক।

২৫ লেরিংক্স।—স্বর গম্ভীর, স্বরভঙ্গ ; বক্ষের সঙ্কোচন বোধ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে গেলে শ্বাসকষ্ট।

যেন অত্যন্ত ভার চাপান রহিয়াছে এইরূপ কষ্ট বোধ, কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া; অসুখবোধ, যেন একটা লৌহপাত বক্ষের চতুর্দ্দিকে থাকায় বক্ষের স্বাভাবিক সঞ্চালন রুদ্ধ হইয়াছে।

২৭ কাসী।—আক্ষেপিক কাসী, তৎসহ প্রচুর শ্লেষ্মা গয়ার উঠে।

ঘন হরিদ্রাবর্ণ গয়ার সহ কাসী।

২৮ ফুস্‌ফুস।—ধামনিক বিধানের সুস্পষ্ট উত্তেজনা (কিন্তু একোনাইট অপেক্ষা অল্প জ্বর ও অস্থিরতা)।

হৃৎকম্পন সহ বায়ুনলীভুজের প্রদাহ (ব্রংকাইটীস) ; হৃৎপিণ্ডের অতি-ক্রিয়া বশতঃ বায়ুনলীভুজের সর্দ্দি।

ক্রমাগত শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ ; কষ্টযুক্ত শ্বাসক্রিয়া ; ঠিক সোজা হইয়া শুইতে পারে না ; থাকিয়া থাকিয়া উদ্বেগ ও শ্বাসরোধের আক্রমণ।

বক্ষে খোঁচাবেধা বেদনা, রক্তযুক্ত গয়ার ; কঠিন, দ্রুত, কম্পবান (তরঙ্গ-বৎ) নাড়ী ; বক্ষ ও স্কন্ধ প্রদেশে তীক্ষ্ণ ভ্রমণশীল বেদনা।

বক্ষে সঙ্কোচন বোধ, তাহাতে কথা কহিতে পারে না।

বক্ষে রক্তাধিক্যতা, তাহাতে শুইতে পারে না ; হৃৎকম্পন ; বক্ষের সঙ্কোচন বোধ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডে সঙ্কোচন বোধ, যেন একটা লৌহপাত চতু-র্দ্দিকে জড়ান থাকায় উহার স্বাভাবিক সঞ্চালন রুদ্ধ হইয়াছে।

খোঁচাবেধা বেদনা বশতঃ শ্বাসক্রিয়া ও দেহের সঞ্চালন বন্ধ ; কষ্টবোধ ; বামপার্শ্বে শুইতে পারে না ; নীলবর্ণ মুখমণ্ডল ; নাড়ী দ্রুত, দপ-দপানিযুক্ত ও কঠিন।

ভারযুক্ত বেদনা, চাপে বৃদ্ধি ; শ্বাসক্রিয়া রুদ্ধ হয় ; মুখমণ্ডল নীলবর্ণ ; ইডিমা (স্ফীতি), বিশেষতঃ বামহস্ত ও জানু পর্য্যন্ত পদদ্বয়ের ; চরণ-দ্বয় বরফবৎ শীতল ; নাড়ী সবিরাম গতি।

হৃৎপিণ্ডাগ্রে বেদনা বাম বাহুর মধ্য দিয়া চিড়িক মারিয়া অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগে আইসে ; ক্ষীণ নাড়ী ; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

এণ্ডোকার্ডিয়াল মারমার; বক্ষপ্রাচীরে হৃৎপিণ্ডের প্রবল আঘাত; দক্ষিণ ভেণ্ট্রিকেল বর্দ্ধিত।

মাথাঘোরা, অচৈতন্যতা, খাসকৃচ্ছ্রতা সহ হৃৎকম্পন; ভ্রমণে, রাত্রিতে, বাম পার্শ্বে শয়নে, ঋতুর (স্ত্রী) আগমনে এবং যে কোন পরিশ্রমে বৃদ্ধি।

পাকাশয়ে গড়গড় শব্দ করিয়া পরে হৃৎকম্পন।

দীর্ঘকাল স্থায়ী হৃৎকম্পন, নিরাশ প্রণয়জনিত।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অনিয়মিত, কখন দ্রুত, কখন ধীর।

৩০ **বহির্বক্ষ।**—ষ্টার্ণামের মধ্যদেশে সঙ্কোচন বোধ, যেন একটা লৌহপাত দ্বারা চাপ দেওয়া রহিয়াছে, তৎসহ কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

বক্ষের মাংসপেশীর বাত।

৩২ **উর্দ্ধাঙ্গ।**—বাহুদ্বয়ে পিপীলিকা হণ্টন ও ভার বোধ।

হস্তদ্বয়ের শোথবৎ স্ফীতি, প্রধানতঃ বামহস্তের।

৩৩ **নিম্নাঙ্গ।**—পদদ্বয়ের অস্থিরতা, উহা স্থির রাখিতে পারে না।

পদদ্বয়ের শোথবৎ স্ফীতি, চর্ম্ম চক্‌চকে; টিপিলে দাগ (গর্ত্তবৎ) অনেক ক্ষণ থাকে।

৩৪ **অবস্থিতি, ইত্যাদি।**—সঞ্চালন: ৩০। ভ্রমণ: ২৯। আরোহণ: ২৬। পরিশ্রম: ৮, ২৯। শয়ন: ৮, ২৩। শুইতে পারে না: ৪০; সোজা হইয়া: ২৮; বাম পার্শ্বে: ২৯।

৩৬ **স্নায়ু।**—সাধারণ দুর্ব্বলতা, শয্যাশায়ীবৎ দৌর্ব্বল্য, অনিদ্রা। ভ্রমি।

৩৭ **নিদ্রা।**—বিনা কারণে নিদ্রাহীন; কিম্বা পাকাশয়-গহ্বর বা কর্ণমধ্যে স্পন্দন বশতঃ।

রাত্রিতে প্রলাপ; জাগিলে প্রলাপ স্থগিত হয়, কিন্তু নিদ্রিত হইলে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

৩৮ **সময়।**—প্রাতঃকাল: ১২, ১৬, ২০। সন্ধ্যাকাল: ২৩, ২৬। রাত্রি: ৩, ২৯, ৩৭। বেলা ১১ টা ও রাত্রি ১১ টা: ৪০।

৩৯ **উত্তাপ ও বায়ু।**—সূর্য্যাতপ: ৩, ৪০। শীতল বায়ু: ২৪।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম ।—পৃষ্ঠদেশে শীতলতা ও শীতল হস্তদ্বয়।

শীত আবরণে উপশমিত হয় না; প্রতিদিন একই সময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে; বেলা ১১ টা ও রাত্রি ১১ টার সময় জ্বরের নিয়মিত আক্রমণ।

সবিরাম জ্বর, তৎসহ মস্তকে রক্তাধিক্যতা, মুখমণ্ডলে রক্তাগম, মূত্ররোধ, মূত্রাশয়ে বেদনা, হৃৎপিণ্ডে ছিন্নকর বেদনা, প্রবল বমন; ঘর্ম্ম প্রকাশ হয় না; সূর্য্যাতপ লাগান পরে।

শীতের পরে উত্তাপ, তৎসহ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, মাথাধরা ও তৃষ্ণা; তৎসহ মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত অচৈতন্যতা, তৎপরে শ্বাসক্রিয়ার হ্রস্বতা এবং শয়ান থাকিতে অক্ষমতা; তৎপরে অত্যন্ত তৃষ্ণাসহ প্রচুর ঘর্ম্ম।

৪১ আক্রমণ।—সাময়িক (থাকিয়া থাকিয়া) আক্রমণ: ৫, ১৯, ২৩, ৪০।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৩, ৮, ২৯। বাম: ৩২। চর্ম্মের লক্ষণসমূহ, প্রথমে নিম্নে বাম হইতে উর্দ্ধে দক্ষিণ পার্শ্ব; পরে নিম্নে দক্ষিণ হইতে উর্দ্ধে বাম পার্শ্ব।

৪৩ অনুভব।—সমগ্র শরীর যেন বোধ হয় পিঞ্জরাবদ্ধ, তাহার প্রত্যেক তার যেন কসিয়া কসিয়া বান্ধা হইয়াছে।

৪৪ তন্তু।—হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক (organic) রোগসকল। শোথরোগ।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—চাপ: ৩, ৩৯। ঘর্ষণ: ২০।

৪৬ চর্ম্ম।—শুষ্ক, চুলকানিশূন্য আঁইসবৎ ছাল উঠে এরূপ হার্পিস।

৪৮ সম্বন্ধ।—ক্যাকটাসের প্রতিবিষ:—একো, ক্যাম্ফ, চায়না।

তুলনা কর:—একো (রক্তস্রাব, হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা, ইত্যাদি কিন্তু একোনাইটে অধিকতর যন্ত্রণা ও অস্থিরতা থাকে); কনভ্যালেরিয়া ম্যাজেলিস (হৃৎপিণ্ড)।

ক্যানাবিস ইণ্ডিকা।

(গাঁজা)।

পরীক্ষক :—ফিলাডেল্‌ফিয়া পরীক্ষক সমিতি।

১ মন।—মস্তক অত্যন্ত ভারী বোধ হয়, অজ্ঞান হয়, ও পড়িয়া যায়।

মস্তিষ্কমধ্যে নানা প্রকার চিন্তা একত্রিত হওয়ায় কোন ঘটনা স্মরণ করিতে পারে না।

অত্যন্ত অন্যমনস্ক।

▌ সময় ও স্থানের দীর্ঘতা (ব্যপ্তি) সম্বন্ধে অত্যুক্তি; কএক মিনিট যুগান্তর এবং এক রশি স্থান বহুদূর বলিয়া বোধ হয়।

অত্যন্ত মানসিক স্ফূর্ত্তি। একটী আমোদজনক চিন্তা শেষ হইবা মাত্র আর একটী চিন্তা ; চিন্তার সাধারণ ভাব পরিবর্ত্তিত হয় না।

▌ পানাত্যয় (ডিলিরিয়াম ট্রিমেন্স) ; প্রচণ্ড বেগশালী হইবার সম্ভাবনা ; বিবমিষা ; অপরিতৃপ্ত তৃষ্ণা।

অসংখ্য বিভীষিকা ও কল্পনা।

তামাসা ও ক্ষতিজনক প্রবৃত্তি, এবং অপরিমিত হাস্য করে।

২ চৈতন্য।—উঠিলে মাথাঘোরে, তৎসহ মস্তকের পশ্চাতে স্তম্ভনকারী বেদনা।

মস্তিষ্কোপরি ভারযুক্ত চাপ, তাহাতে তাহাকে অবনত হইতে বাধ্য করে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালে, বিশেষতঃ চক্ষূর্দ্ধে, আকৃষ্টবেদনা।

কপালে দপদপানি কামড়ানি (aching) বেদনা।

উভয় রগে কামড়ানি (aching), দক্ষিণ পার্শ্বে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল।

দক্ষিণ রগে অল্প অল্প সূচীবেধ।

মস্তিষ্ক মধ্য দিয়া প্রবল বেগ (বিদ্যুৎবৎ) গমন করে।

অনুভব হয় যেন মস্তকশীর্ষ স্থান খুলিতেছে ও বন্ধ হইতেছে ; এবং যেন করোটী (মস্তকাস্থি) তুলিয়া ফেলা হইতেছে। (সিমিসিফুগার সদৃশ)।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তকোপরি করোটীত্বকে কীটচারণানুভব।

করোটীত্বক স্পর্শে টাটানি।

৬ চক্ষু।—দক্ষিণ চক্ষুর আলোকে চৈন্যাধিক্যতা।

পড়িতে গেলে অক্ষর সকল একত্র সংলগ্ন দেখায়।

চক্ষুসম্মুখে আলোক পিট্ পিট্ করা ও কম্পন।

উভয় চক্ষুর কঞ্জঙ্কটাইভার ধমনীসকল রক্তপূর্ণ।

৭ কর্ণ।—স্মরণশক্তি অতি তীব্র।

জল ফোটার ন্যায় কর্ণমধ্যে শব্দ।

কর্ণে ঘণ্টারব ও ভন্ ভন্ শব্দ।

উভয় কর্ণে কামড়ানি (aching)।

উভয় কর্ণে দপদপানি ও পূর্ণতানুভব।

৮ মুখমণ্ডল।—পরিশ্রান্ত, দুর্ব্বল মুখাকৃতি।

নিদ্রালু ও বোকার ন্যায় চেহারা।

পাণ্ডুবর্ণ (রক্তশূন্য) মুখমণ্ডল।

মুখমণ্ডলের, বিশেষতঃ কপাল ও চিবুকের, চর্ম্ম যেন কসিয়া টানিয়া ধরা রহিয়াছে বোধ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—মুখমধ্য ও ঠোঁটের শুষ্কতা।

ঠোঁটদ্বয় বোধ হয় যেন আঠাদ্বারা সংযোজিত হইয়াছে।

১০ দন্ত।—নিদ্রাকালে দন্ত কিড়মিড়।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—প্রত্যেক দ্রব্যই অত্যন্ত সুস্বাদু লাগে।

ধাতব আস্বাদ।

তোত্লা।

১২ মুখমধ্য।—তৃষ্ণা না থাকিয়া মুখের শুষ্কতা।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্য ঝলসিয়া যাওয়া, তৎসহ শীতল জলের প্রবল তৃষ্ণা

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—প্রচুর ক্ষুধা।

জলের ইচ্ছা ও ভয়।

১৫ পানাহার।—আহারকালে পাকাশয় স্ফীত ও বক্ষে কষ্ট বোধ হয়, যেন শ্বাসরুদ্ধ হইবে; কাপড়সকল শিথিল করিয়া দিতে হয়।

১৬ উদর।—রাত্রিতে উদরমধ্যে বায়ুসঞ্চার বশতঃ পেটডাকা।

উদর স্ফীত অনুভব হয়; উদ্গারে উপশমিত হয়।

২০ মল, ইত্যাদি।—মলদ্বারে অনুভব হয় যেন তিনি একটা গোলাকার পদার্থের উপর বসিয়া রহিয়াছেন; যেন মলদ্বার ও প্রস্রাব-পথের কিয়দংশ একটী গোলাকার কঠিন পদার্থ দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে।

বেদনাশূন্য হরিদ্রাবর্ণ উদরাময়।

২১ মূত্র।—হাসিতে গেলে বৃক্ককে বেদনা।

উভয় বৃক্ককে তীক্ষ্ণ স্চীবেধ।

বৃক্ককে কামড়ানি, (aching), তাহাতে রাত্রিতে তাঁহাকে জাগাইয়া রাখে।

বৃক্ককে জ্বালা।

মূত্র :—পিচ্ছিল শ্লেষ্মাপূর্ণ, সরস ঠাণ্ডা লাগান পরে; মূত্রাশয় ও প্রস্রাব-পথে জ্বালা; প্রচুর, বর্ণবিহীন।

পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হয়, কিন্তু পরিমাণে অল্প।

পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ, তৎসহ সন্ধ্যাকালে জ্বালাকর বেদনা।

প্রস্রাব বাহির হইবার পূর্ব্বে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়।

শেষ কয়েক ফোটা হস্তদ্বারা সজোরে বহির্গত করিতে হয়।

প্রস্রাবের ধার স্থগিত হইলে পর প্রস্রাব ফোটা ফোটা পড়িতে থাকে।

প্রস্রাবত্যাগের বেগ, কিন্তু এক ফোটাও প্রস্রাব হয় না।

প্রস্রাবত্যাগের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে প্রস্রাবপথে জ্বালা ও ঝলসান বোধ, কিম্বা হুলবেধযুক্ত বেদনা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা অত্যন্ত বর্দ্ধিত।

লিঙ্গোত্থান :—অশ্বারোহণ, ভ্রমণ এবং স্থিরভাবে উপবেশন কালেও; কামোদ্দীপক চিন্তাজনিত নহে; অতি প্রবল; বেদনাযুক্ত।

উপস্থ (লিঙ্গ) শিথিল ও আকুঞ্চিত।

উপস্থে (লিঙ্গে) ও প্রস্রাবপথে জ্বালানুভব সহ অসুখ বোধ, তৎসহ পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা।

মেঢ্রের চুলকানি।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা বর্দ্ধিত।

অতি প্রচুর ঋতুস্রাব।

জরায়ুর অতি প্রবল শূলবেদনা।

২৫ লেরিংক্স।—কথা কহিবার সময়ে স্বরের মাত্রা ও সীমা ঠিক রাখিতে পারে না।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—গভীর নিশ্বাস লইতে অধিক চেষ্টা লাগে।

বক্ষের কষ্টবোধ, তৎসহ গভীর, কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া, উপরে উঠিতে গেলে বৃদ্ধি।

শ্বাসরোধের ন্যায় অনুভব হয়; পাখার হাওয়া খাইতে চাহে।

২৭ কাসী।—কঠিন, শুষ্ক কাসী।

২৮ ফুস্‌ফুস।—সূচীবেধ উভয় স্তন হইতে বক্ষের ভিতর দিয়া বিস্তৃত হ

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎকম্পন, তাহাতে নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে।

হৃৎপিণ্ডে চাপবিশিষ্ট বেদনা, তৎসহ সমস্ত রাত্রি শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধকারী বেদনা।

অনুভব হয় যেন হৃৎপিণ্ড হইতে ফোটা সকল পড়িতেছে।

হৃৎপিণ্ডের সূচীবেধ, তৎসহ অত্যন্ত কষ্টবোধ; গভীর নিশ্বাসে সে কষ্টবোধ উপশমিত হয়।

নাড়ী ধীর (এত ধীর যে মিনিটে ৪৬); দ্রুত (এত দ্রুত যে মিনিটে ১৬০)

৩০ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—স্কন্ধদ্বয় ও পৃষ্ঠদণ্ড দিয়া বেদনা, অবনত হই থাকিতে হয়, সোজা হইয়া বেড়াইতে পারে না।

৩১ নিম্নাঙ্গ।—জানু হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত সুখকর আনন্দানুভব।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির প্রায় সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত বশতঃ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠি পারে না, তৎসহ জানুদ্বয়ে অনম্যতা ও শ্রান্তিজনক কামড়ানি।

ভ্রমণের চেষ্টা করিলে তিনি অতি তীব্র বেদনা অনুভব করেন, বোধ হ যেন তিনি কতকগুলি প্রেকের উপর পা দিয়াছেন, ঐ প্রেক স পদতল বিদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধে নিতম্ব পর্য্যন্ত উঠিয়াছে; ণাঙ্গে বেশী।

বামচরণের অঙ্গুলি-সন্ধিসমূহের ঢিড়িকমারা বেদনা, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে বেশী।

৩২ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—নিম্নাঙ্গ ও দক্ষিণ বাহুর পক্ষাঘাত।

অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বিশ্রামে সাধারণ উপশম বোধ হয়।
দিবাভাগে শয়নের অত্যন্ত ইচ্ছা।
ভ্রমণ: ২২, ৩৩, ৩৬। আরোহণ: ২৬, ৩৩। উপবেশন: ২২।
অবনত: ৩১। উত্থান: ২।

স্নায়ু।—অল্প ভ্রমণের পরেই সম্পূর্ণ শ্রান্ত বোধ।
এত দুর্ব্বল বোধ হয় যে কথা কহিতে পারেন না, এবং তৎক্ষণাৎ গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হন।
গুল্মবায়ু (হিষ্টিরিয়া) জনিত কাটালেপ্সি।
ধনুষ্টংকাররোগে সম্মুখে ধনুকবৎ বক্রতা, চৈতন্য বিলুপ্ত।

নিদ্রা।—অত্যন্ত প্রবল নিদ্রালুতা।
নিদ্রিতাবস্থায় অঙ্গাদি নড়িয়া (চমকাইয়া) উঠে, তাহাতে জাগাইয়া তুলে।
কামোদ্দীপক স্বপ্ন, লিঙ্গোত্থান এবং প্রচুর রেতস্খলন।
স্বপ্ন:—বিপদের; মৃতদেহের; বিরক্তিকর।
নিদ্রিত হইবা মাত্রই প্রতি রাত্রিই বুকচাপা ধরে।

সময়।—বৈকাল: ৪০। সন্ধ্যাকাল: ২১। রাত্রি: ১৯, ২১, ২৯, ৩৭।

শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—জান্তব উত্তাপের হ্রাস
সার্ব্বাঙ্গিক শীত শীত অনুভব।
ভোজনান্তে মুখমণ্ডল, নাসিকা ও হস্তদ্বয়ের শীতলতা।
শরীরের উত্তাপ বর্দ্ধিত।
প্রচুর চটচটে ঘর্ম্ম কপালে ফোটা ফোটা বাহির হয়।

পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৩, ৫, ৩৩, ৩৪। বাম: ৩৩।

অনুভব।—অবর্ণনীয় এক প্রকার আশ্চর্য্য অনুভব সমগ্র শরীরে পরিব্যপ্ত বোধ হয়।
লঘুত্ব অনুভব; যেন তিনি মৃত্তিকা হইতে উত্তোলিত এবং উড়িয়া যাইতে পারেন।
অনুভব হয় যেন কোন অংশ বৃহত্তর ও মোটা হইয়াছে।

সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ: ৪। চাপ: ১৭।

কাপড় শিথিল করিয়া দিতে হয় : ১৫। অশ্বারোহণ : ২২।

৪০ চর্ম্ম।—নানা স্থানে পিপিলীকা হন্টন বা চুলকানি।

চর্ম্ম চটচটে, অসাড়।

৪১ অবস্থা।—বায়ু (স্নায়ু) ও রক্তপ্রধান ধাতুর লোককে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, পৈত্তিক ধাতুর লোককে প্রায় সেইরূপ এবং লিম্ফাটিক ধাতুর লোককে অতি সামান্য মাত্র আক্রমণ করে।

ক্যানাবিস স্যাটিভা।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—কথা কহিতে একটা বলিতে আর একটা বলে।

চিন্তা স্থগিত হইয়া যায়।

বিষণ্ণতা; পূর্ব্বাহ্নে নিরাশ, অপরাহ্নে হৃষ্টচিত্ত। লিখিতে ভুল করে।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—দাঁড়াইয়া থাকিলে মস্তক ঘুরিতে থাকে ভ্রমণকালে পার্শ্বে টলিয়া পড়িবার সম্ভাবনা।

মস্তকে রক্তাগম, তাহাতে উত্তাপ ও আরক্ততা উপস্থিত হয়।

মস্তকের প্রবল দপদপানি ও উত্তাপ, এবং জ্বর।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপাল সঙ্কুচিত (পিষ্ট) অনুভূত হয়; সম্মুখে অবনত হইলে উপশমিত হয় না।

কপালের উন্নত স্থানদ্বয়ের নিম্নে চাপবোধ, ঐচাপবোধ মস্তিষ্কের গভীর স্থানের মধ্য দিয়া অক্ষিপট পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

রগে চাপ বোধ।

৪ বহির্মস্তক।—অনুভব হয় যেন মস্তকোপরি ফোটা ফোটা শীতল জল পড়িতেছে।

করোটীত্বকে কীটচারণানুভব।

৫ চক্ষু।—একই আলোকে অক্ষিতারকার পর্য্যায়ক্রমে বিস্ফারণ ও সঙ্কোচন।

চক্ষুপশ্চাৎ হইতে সম্মুখদিকে চাপবোধ।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে ঘণ্টাশব্দ।

কর্ণমধ্যে দপদপানি।

৭ নাসিকা।—নাসিকার শুষ্কতা।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

নাসিকোপরি বড় বড় ফুস্কুড়ি, তাহার চতুর্দ্দিকে রক্তবর্ণ স্ফীততা।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ।

বামগণ্ড রক্তবর্ণ কিন্তু উষ্ণ নহে; দক্ষিণগণ্ড পাণ্ডুবর্ণ; দক্ষিণ পার্শ্বে একটী দন্তে বেদনা।

১০ দন্ত।—গর্ত্তযুক্ত দন্তে বেদনা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি। আস্বাদ বিলুপ্ত।

কষ্টকৃত বাক্যোচ্চাণ।

১২ মুখমধ্য।—মুখগহ্বর, গলমধ্য ও ঠোঁটের শুষ্কতা।

১৩ গলমধ্য।—প্রাতঃকালে তালুর জ্বালাকর শুষ্কতা।

গলমধ্যে শুষ্কতা।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার:—বায়ুর; তিক্ত।

বিদাহী তরল পদার্থ।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে খিলধরা।

পাকাশয়-গহ্বরের নিকটে পঞ্জরের ঠিক নিম্নে অবিরাম সূচীবেধ।

১৯ উদর।—অন্ত্র বোধ হয় যেন মুষ্ট্যাঘাতপ্রাপ্ত।

উদরমধ্যে বেদনাদায়ক উৎক্ষেপ, একস্থান হইতে স্থানান্তরে নড়িয়া বেড়ায়, বোধ হয় যেন জীবিত কি একটা উহার ভিতর রহিয়াছে।

২০ মল, ইত্যাদি।—সরলান্ত্র ও ত্রিকাস্থিপ্রদেশে চাপবোধ। বোধ হয় যেন বসিবার সময়ে অন্ত্র সজোরে বাহির হইয়া পড়িবে।

অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ; কখন কখন তাহাতে মূত্রাবরোধ জন্মে।

২১ মূত্র।—বৃক্ক ও মূত্রাশয়ের টাটানি, এবং প্রদাহ।

বৃক্কপ্রদেশ হইতে কুচকির গ্রন্থি পর্য্যন্ত আকৃষ্ট বেদনা, তৎসহ পাকাশয়-গহ্বরে বিবমিষা অনুভব।

দীর্ঘকাল স্থায়ী মূত্রকৃচ্ছ্রতা।

মূত্রকৃচ্ছ্রতা। টাইফাইড জ্বর।

প্রস্রাব পথে জ্বালা ও ছনছনে বোধ, প্রস্রাব পথ হইতে পশ্চাৎ পর্য্যন্ত; প্রস্রাব কালে পশ্চাতে সূচীবেধানুভব।

প্রস্রাব পথ বরাবর সমস্ত স্থান প্রদাহিত ও স্পর্শে টাটানি; লিঙ্গোত্থান কালে ফাটিয়া যাওয়া বৎ বেদনা।

বেদনাশূন্য শ্লেষ্মা স্রাব, ন্যূনাধিক প্রচুর।

প্রস্রাবকালে জ্বালা, কিন্তু বিশেষতঃ প্রস্রাবের পরে।

প্রস্রাবপথে বরাবর জ্বালা, প্রস্রাবের প্রারম্ভে ও শেষে।

প্রস্রাবত্যাগের সময়ে নহে অন্য সময়ে প্রস্রাবপথের শেষভাগে জ্বালাকর বেদনা, তাহাতে প্রায় সদত প্রস্রাবত্যাগ করিতে তাঁহাকে বাধ্য করে।

প্রস্রাবপথে বরাবর ছিন্নকর বেদনা।

প্রস্রাবধার দ্বিধা বিভক্ত।

মূত্র :—শাদা ঘোলা; কিম্বা লালবর্ণ ও ঘোলা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা বর্দ্ধিত।

রতিক্রিয়ার অপব্যবহার-জনিত ধ্বজভঙ্গ।

পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোত্থান, তৎপরে প্রস্রাবপথে সূচীবেধ।

উপস্থ (লিঙ্গ) স্ফীত, কিন্তু সুস্পষ্ট লিঙ্গোত্থান থাকে না।

ভ্রমণ কালে উপস্থ বেদনাবিশিষ্ট, যেন টাটাইয়াছে বা পুড়িয়া গিয়াছে।

উপস্থের জ্বালা-হুলবেধ।

উপস্থে বিদ্ধকারী বেদনা।

দণ্ডায়মান কালে অণ্ডকোষে চাপযুক্ত টনটনানি অনুভব।

মেঢ্রত্বকের অত্যন্ত স্ফীততা, যেন মুদার ন্যায়।

মেঢ্র ও মেঢ্রত্বক কাল্‌চে রক্তবর্ণ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা বর্দ্ধিত বিশেষতঃ বন্ধ্যানারীর।

মূত্রকৃচ্ছ্র তা সহ অতি প্রচুর ঋতুস্রাব।

২৪ গর্ভাবস্থা।—প্রমেহ রোগীর গর্ভস্রাবের আশঙ্কা কিম্বা অতি বারম্বার রতিক্রিয়া বশতঃ গর্ভস্রাব।

২৫ লেরিংক্স।—প্রাতে ট্রেকিয়ার নিম্নাংশে আঠাবৎ শ্লেষ্মা, কাসিয়া বা হক্

করিয়া তুলা যায় না ; হক্ হক্ করা ও কাসিবার পরে ট্রেকিয়া ক্ষতবৎ ও টাটানি অনুভব হয় ; পরিশেষে শ্লেষ্মা স্বয়ং শিথিল হয় এবং তিনি হক্ হক্ করিয়া তুলিয়া ফেলেন।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—ষ্টার্ণামের মধ্যভাগে চাপযুক্ত বেদনা বশতঃ শ্বাসকষ্ট, ঐ স্থান স্পর্শেও বেদনাযুক্ত ; নিদ্রালুতা।

গভীর শ্বাস লইতে বাধ্য ; বক্ষে কষ্টবোধ ; গলমধ্যে আশঙ্কা বোধ।

শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, সমস্তক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়।

২৭ কাসী।—কাসী, তৎসহ সবুজ, আঠাবৎ গয়ার।

২৮ ফুস্ফুস।—ষ্টার্ণামের উর্দ্ধাংশের নিম্নে টাটানি অনুভব।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—শরীর নাড়াইলে বা অবনত হইলে হৃৎপিণ্ডের অতি প্রচণ্ড স্পন্দন, তৎসহ হৃৎপিণ্ড প্রদেশে উষ্ণতানুভব।

নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল, ধীর, অনেক সময়ে প্রায় অননুভবনীয়।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবায় আকৃষ্টবোধ, উর্দ্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

কটিদেশে বেদনা।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধোপরি বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় চাপ বোধ, এক একবার উহার আক্রমণ হয়।

হস্তদ্বয়ের শীতলতা ও শীতল অনুভব।

অঙ্গুলির অগ্রভাগ সমূহে পিপীলিকা হণ্টন ও অসাড় বোধ।

হস্তের হঠাৎ খঞ্জতা, কোন দ্রব্য মুষ্টি দ্বারা ধরিতে গেলে হাত কাঁপে।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—দক্ষিণ নিতম্বে খিলধরাবৎ, উৎক্ষেপযুক্ত, খননবৎ বেদনা।

চরণদ্বয়ে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির শ্রান্তিবোধ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে স্নায়ুশূলের বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—ভ্রমণ : ২, ২২। সঞ্চালন : ২৯। দণ্ডায়মান : ২, ২১, ২২। অবনত : ২৯। উপবেশন : ২০। বসিতে বাধ্য : ২৬।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রালুতা।

রাত্রিতে অসুখকর নিদ্রা।

স্বপ্ন কষ্টকর ও ভীতিপ্রদ ; সকল বিষয়েই নিরাশ হয় এবং উদ্বেগপূর্ণ।

ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখিয়া রাত্রিতে নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠেন, জানেন না কোথায় রহিয়াছেন।

মধ্যরাত্রির পরে সুস্পষ্ট, কামোদ্দীপক স্বপ্ন।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ১৩, ২৫। পূর্ব্বাহ্ন : ১। অপরাহ্ন : ১। রাত্রি : ৩৭, ৪০, ৪৩।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণাবরণে বৃদ্ধি ; অনাবৃত হইলে উপশম : ৪৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত, তৎসহ তৃষ্ণা ও কম্প।

সর্ব্বাঙ্গ শরীরে কম্প।

মুখমণ্ডল ব্যতীত, সর্ব্বাঙ্গশরীরে বাহ্যিক শীতলতা।

কেবল মুখমণ্ডলে, কিন্তু অত্যল্প, উত্তাপ।

রাত্রিকালীন জ্বালাকর উত্তাপ।

ঘর্ম্মের অভাব; কিম্বা, রাত্রিতে কেবল কপাল ও গ্রীবায়।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৮, ৩৩। বাম : ৮, ৯, ১৮। সম্মুখ হইতে পশ্চাতে : ৩। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে : ৫। নিম্ন হইতে উর্দ্ধে : ৩১।

৪৩ অনুভব।—রাত্রিতে, উষ্ণ বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত থাকিয়া ঘর্ম্ম নির্গমনকালে, যেন সহস্র সূচ্যগ্র বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য সূক্ষ্ম সূচীবেধ বোধ, অনাবৃত হইলে উপশম।

অনুভব হয় যেন উত্তপ্ত জল তাঁহার উপর ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অনুভব হয় যেন ফোটা ফোটা শীতল জল পড়িতেছে :—মস্তকোপরি ; মলদ্বার হইতে ; হৃৎপিণ্ড হইতে।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ২১, ২৬, ৪৬।

৪৬ চর্ম্ম।—কণ্ডূয়নযুক্ত ফুস্কুড়ি।

মস্তক ও বক্ষোপরি সজল ফুস্কুড়ি, তন্মধ্যে সিরম (রক্তরস) এবং চতুর্দ্দিকে লালবর্ণ মণ্ডলাকার ; স্পর্শে জ্বালা করে।

৪৮ সম্বন্ধ।—অধিক মাত্রায় ক্যানাবিস স্যাটিভার প্রতিবিষ :—লেবুর রস ; অল্পমাত্রার প্রতিবিষ :—ক্যাম্ফর।

ক্যান্থারিস।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—হঠাৎ চৈতন্য বিলুপ্ত, মুখমণ্ডল লালবর্ণ। * দন্তোদ্গম।

মস্তকের গোলমাল এবং কপালে স্পন্দন, প্রাতঃকালে চিন্তা একত্রীভূত (মনোনিবেশ) কবিতে অক্ষম।

প্রচণ্ড প্রলাপ।

খিট্‌খিটে, প্রত্যেক ব্যক্তি ও বস্তুর উপর অসন্তুষ্ট।

খুঁতখুতে, তৎসহ উদ্বেগপূর্ণ অস্থিরতা, সঞ্চালনে বৃদ্ধি, স্থিরভাবে শুইয়া থাকিলে উপশম।

চীৎকার ক্রন্দন, কুক্কুররব ও দংশন সহকারে ক্রোধাবেশ; সামান্য উজ্জ্বল, আলোকযুক্ত পদার্থ দর্শনে, স্বরযন্ত্র (লেরিংক্স) স্পর্শ করিলে, অথবা জলপান করিবার চেষ্টা করিলে উহা প্রত্যাবর্ত্তন করে।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—এবং টলিয়া পড়া; এবং ভ্রমি; খোলা-বায়ুতে ভ্রমণকালে মাথাঘোরা সহ ক্ষণস্থায়ী মূর্চ্ছার (অচৈ-তন্যতার) আক্রমণ; চক্ষুসম্মুখে কুয়াষা দর্শন।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালে মাথাধরা।

মস্তকপার্শ্বদ্বয়ে জ্বালা, গ্রীবা হইতে উত্থিত হয়, তৎসহ টাটানি ও মাথাঘোরা; প্রাতে ও বৈকালে বৃদ্ধি; দণ্ডায়মান বা উপবেশন কালে; ভ্রমণ বা শয়নে উপশম।

নিদ্রালুতা ও চিন্তা করিতে অক্ষমতাসহ অক্ষিপটে ভারবোধ; মস্তকের ভারবোধ।

মস্তিষ্কের প্রদাহ।

মস্তিষ্কের গভীর স্থানে বেদনা, তৎসহ মুখমণ্ডলের সদত যন্ত্রণার চেহারা, চক্ষুদ্বয় মুদিত; অথবা যন্ত্রণার চেহারা থাকে না, যদ্যপি চক্ষু উন্মিলীত থাকে।

মস্তকশীর্ষে ছিন্নকর বেদনা, তৎসহ অনুভব হয় যেন কেহ এক গুচ্ছ কেশ সজোরে উর্দ্ধে টানিতেছে।

করোটী-অস্থিতে সূচীবিদ্ধ, ছিন্নকর কিম্বা আকৃষ্টবৎ বেদনা
ধৌত বা স্নান করিলে মাথাধরা।

বহির্মস্তক।—মাথা আঁচড়াইতে গেলে চুল উঠিয়া যায়।

চক্ষু।—পদার্থসকল হরিদ্রাবর্ণ দেখায়। চক্ষুদ্বয় হরিদ্রাবর্ণ।

চক্ষুর প্রদাহ; দাহ হইতে।
চক্ষুতে জ্বালা।
চক্ষু বহির্গত হইয়া পড়ে; অগ্নিবৎ উজ্জ্বল, একদৃষ্টি চেহারা।
চক্ষু অন্তঃপ্রবিষ্ট, চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ মণ্ডলাকার দাগ।
খোলাবায়ুতে অশ্রুস্রাব; চক্ষু মুদিত করিতে হয়।

৬ কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে ঘণ্টা, গুণ্ গুণ বা গোঁ গোঁ শব্দ।
দক্ষিণ কর্ণে ছিন্নকর বেদনা।

৭ নাসিকা।—অতি প্রত্যুষে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।
নাসিকার উপরিভাগে বিসর্পযুক্ত প্রদাহ, উভয় গণ্ডে বিস্তৃত হয়, কিন্তু দক্ষিণ গণ্ডে বেশী; তৎপরে ত্বকস্খলন হয়।
নাসিকা হইতে অধিক আঠাবৎ শ্লেষ্মাস্রাব হয়, হাঁচি হয় না।
নাসিকার পশ্চাৎ ছিদ্রে (নেরিসে) শ্লেষ্মা সঞ্চয় হয়, উঠাইতে কষ্ট হয়।

৮ মুখমণ্ডল।—অত্যন্ত যন্ত্রণার চিহ্ন।
বেদনার সময়ে ও পরে মৃতবৎ চেহারা।
মুখমণ্ডল:—অধিক স্ফীত; অবনত হইলে রক্তবৎ; হরিদ্রাবর্ণ, কিম্বা অত্যন্ত পাণ্ডুবর্ণ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—শুষ্ক ঠোঁট, তৃষ্ণা নাই।

১০ দন্ত।—উপর ইনসাইসার দন্তের মূলের উপর আলপিনের মস্তকের ন্যায় একটী ক্ষুদ্র লালবর্ণ, বেদনাযুক্ত স্থান; কেন্দ্রস্থানে একটী ছিদ্র হইতে টিপিলে পুঁজ নির্গত হয়।
দাঁত লাগিয়া যায়, তৎসহ দন্ত সংঘর্ষণ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—তিক্ত; বিলুপ্ত।
দাঁতের গোড়ায় স্বর্ণপাত থাকিলে তাম্রের আস্বাদ বোধ হয়।

বাক্য কথন দুর্ব্বল ও কম্পবান।

জিহ্বা :—ঘন ক্লেদাবৃত, কিনারায় লালবর্ণ; স্ফীত ও ঘন ক্লেদাবৃত; জিহ্বার কম্পন; জিহ্বামূলে কিয়দংশ ক্ষতযুক্ত, কিয়দংশ ফোস্কায় ঢাকা।

১২ মুখমধ্য।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি লালবর্ণ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কায় ঢাকা; টাটানি ও জ্বালা।

মুখমধ্যে নাসিকার পশ্চাৎছিদ্র (নেরিস) পর্য্যন্ত শুষ্কতা।

মুখমধ্য, গলমধ্য ও পাকাশয়ে জ্বালাকর বেদনা।

লালাস্রাব :—প্রভূত, আস্বাদহীন; বিরক্তিকর মিষ্ট।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে জ্বালানুভব; গলা বোধ হয় যেন অগ্নিতে জ্বলিতেছে।

গলমধ্য প্রদাহিত ও প্লাষ্টিক লিম্ফদ্বারা আবৃত।

গলমধ্য স্ফীত।

লেরিংক্সমধ্যে হুলবেধ, শুষ্কতা।

গলার পশ্চাতে সঙ্কোচন ও তীব্র বেদনা।

গলমধ্যে জ্বালাকর টাটানি, উহা প্রদাহিত।

ফসেসের পশ্চাতে ক্ষত, উহা শাদাটে দৃঢ়সংলগ্ন মামরীদ্বারা আবৃত, দক্ষিণ টন্সিলে ঐরূপ মামরী।

তরল পদার্থ গলাধঃকরণ অত্যন্ত কষ্টকর।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—সর্ব্বপ্রকার খাদ্যে অনিচ্ছা, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে।

বেদনা স্থগিত হইবা মাত্র রোগী ক্ষুধা অনুভব করে।

গলমধ্যে ও পাকাশয়ে জ্বালাকর বেদনাসহ অত্যন্ত তৃষ্ণা।

সকল দ্রব্যেই বিরক্তি।

১৫ পানাহার।—কাফি পান করিলে পূর্ণতানুভব হয়।

অতি সামান্য মাত্র পানেও মূত্রাশয়ে বেদনা বর্দ্ধিত করে।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—অম্ল, সফেন শ্লেষ্মা উদ্গার উঠে, উহা উজ্জ্বল লালবর্ণে রঞ্জিত।

বিবমিষা ও বমন।

বমন :—যে জল পান করিয়াছে সেই জল, এবং রক্ত; সবুজাভ, দুর্গন্ধ-

যুক্ত ; পিত্ত ও ভুক্ত পদার্থ ; সফেন শ্লেষ্মা লালবর্ণে রঞ্জিত ; প্রবল কাঠবমি ও প্রচণ্ড পেট বেদনাসহ।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয় ও মূত্রাশয় প্রদেশে তীব্র বেদনা, তৎসহ এত চৈতন্যাধিক্যতা যে অতি সামান্য চাপে আক্ষেপ উপস্থিত হয়।

পাকাশয়ে অতি প্রবল জ্বালাকর বেদনা।

পাকাশয়ে বেদনাসহ রোগী নিরাশার ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করে।

হাইপোকণ্ড্রিয়া।—ক্ষুদ্র পঞ্জরাস্থির নিম্নে বায়ুসঞ্চয়।

উদর।—উদর স্ফীত ও আধ্মানযুক্ত। পেট অত্যন্ত পূর্ণ (স্ফীত) এবং টাটানি।

জ্বালাসহ উদরমধ্যে ছুরিকাদ্বারা কর্ত্তনবৎ।

স্পর্শে বেদনাযুক্ত চৈতন্যাধিক্যতা সহ সমস্ত অন্ত্রমধ্যে অতি প্রচণ্ড জ্বালাকর বেদনা।

কুচকিতে কর্ত্তন, সূচীবেধ বা জ্বালা।

ঔদরিক লক্ষণসকল দূরস্থ অন্যান্য স্থানের লক্ষণসমূহের সহিত সমকালিক।

২০ মল, ইত্যাদি।—উদরাময়ের পরে মলদ্বারে প্রচণ্ড জ্বালা। পেরিনিয়ামে বেদনা, বাহ্যিক বোধ হয় মূত্রাশয়ের গ্রীবা হইতে ঐ বেদনা উঠিতেছে।

প্রস্রাবত্যাগকালে মলত্যাগের ইচ্ছা।

রক্ত ও আমের উদরাময়।

মূত্রকৃচ্ছ্রতা সহ রক্তামাশয় বা উদরাময় ; মল লালবর্ণ, পিচ্ছিল।

মলের সহিত শাদা, আঠাবৎ শক্ত আম, তৎসহ রক্তের দাগ ; পিচ্ছিল ও রক্তযুক্ত মল।

মূত্রাবরোধ বা পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের সহিত কোষ্ঠবদ্ধ, তৎসহ কর্ত্তনবৎ, জ্বালাকর বেদনা, কিন্তু এক একবারে অতি অল্পমাত্র মূত্রনির্গত হয়।

মলত্যাগের সময়ে :—পেটবেদনা, মলদ্বারে চাপযুক্ত, কর্ত্তনবৎ কিম্বা জ্বালাকর বেদনা, তাহাতে রোগী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে।

মলত্যাগের পরে :—কর্ত্তনবৎ পেটবেদনা, মলদ্বারে জ্বালা, দংশন কিম্বা হুলবেধ; শীত শীত বোধ যেন শীতল জল দেহের উপর ঢালিয়া দিয়াছে।

মলদ্বার ও প্রস্রাবপথ হইতে খাটী টাট্‌কা রক্ত বহির্গত হয়।

সরলান্ত্রে কর্ত্তন, বায়ুনিঃসরণে আংশিক উপশম, মলত্যাগে সম্পূর্ণ উপশম হয়।

২১ মূত্র।—বৃক্ক প্রদেশে বেদনা ও মূত্রত্যাগের বেগ, উহার প্রাবল্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়।

সন্ধ্যাকালে বৃক্ক প্রদেশে সদত বেদনানুভব।

বৃক্ককে বেদনা উদর, বগল এবং বরাবর প্রস্রাবপথ দিয়া মূত্রাশয়মধ্যে বিস্তৃত।

উভয় বৃক্ককে থাকিয়া থাকিয়া কর্ত্তন ও জ্বালাকর বেদনা, ঐ প্রদেশ সামান্য স্পর্শে চৈতন্যাধিক, ঐ বেদনা পর্য্যায়ক্রমে পুরুষাঙ্গের (উপস্থের) অগ্রভাগের বেদনার সহিত উপস্থিত হয়; মূত্রত্যাগের বেগ; যন্ত্রণাদায়ক মূত্রত্যাগ, রক্তযুক্ত মূত্র এবং কখন কেবল খাটী রক্ত ফোটা ফোটা পড়ে।

মূত্রবাহক নলীদ্বয় হইতে নিম্নে উপস্থ পর্য্যন্ত কর্ত্তন ও সঙ্কোচক বেদনা; সময়ে সময়ে ঐ বেদনা বাহির হইতে ভিতরের দিকে যায়; মেদে চাপ দিলে ঐ বেদনা কথঞ্চিৎ উপশমিত হয়।

মূত্রাশয়ে ভার বোধ, অতি সামান্য সঞ্চালনে বেদনা বোধ হয়।

মূত্রাশয়ে অতি সামান্য মাত্র মূত্র সঞ্চিত হইলেই মূত্রত্যাগের বেগ উপস্থিত হয়।

পুনঃ পুনঃ বেগসহ মূত্রাশয়ে প্রচণ্ড বেদনা; অসহ্য কোঁথপাড়া।

মূত্রাশয় গ্রীবার অতি প্রবল জ্বালা-কর্ত্তনযুক্ত বেদনা, মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে বেশী।

মূত্রত্যাগের বেগের সহিত মূত্রাশয় গ্রীবার সম্মুখভাগে সূচীবেধ বেদনা; বেগ দিতে থাকিলে কেবল কয়েক ফোটামাত্র বহির্গত হয়।

বেগ, দাঁড়াইয়া থাকিলে বৃদ্ধি, এবং ভ্রমণে ততোধিক বৃদ্ধি; বসিয়া থাকিলে হ্রাস।

মূত্রত্যাগের নিষ্ফল চেষ্টা।

মূত্র সরু ও দ্বিধাবিভক্ত ধারে বহির্গত হয়।

মূত্রাবরোধ, তাহাতে বেদনা উপস্থিত হয়।

মূত্র :—ঘোলা ও স্বল্প ; রাত্রিতে ঘোলাটে, তৎসহ শাদা অধঃক্ষেপ ; এল্‌বুমেনযুক্ত, তাহাতে সিলিণ্ড্রিকাল কাষ্ঠ, শ্লেষ্মা ও সূতা সূতা থাকে ; জেলিবৎ দেখিতে ; মূত্রাশয় সর্দ্দিতে বহুল পরিমাণে পূঁজ থাকে।

মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে প্রস্রাবপথে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা :—বর্দ্ধিত; তাহাতে রাত্রিতে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে।

বলশালী ও স্থায়ী লিঙ্গোত্থান, বেদনা ও কামানুভব থাকে না।

রক্তযুক্ত শুক্র।

বরাবর প্রস্রাবপথে সঙ্কোচন ও টাটানি বেদনা সহ রাত্রিতে লিঙ্গোত্থান।

কর্ডিসহ বেদনাযুক্ত প্রমেহ ; বেদনাযুক্ত priapism।

মূত্রত্যাগকালে শুক্রবাহক নলীতে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ডিম্বকোষপ্রদেশ :—সূচীবেধ, তাহাতে শ্বাস রোধ হয় ; প্রবল চিমটিকাটাবৎ বেদনা ; অত্যন্ত জ্বালাকর বেদনা।

▌ডিম্বকোষপ্রদাহ, তৎসহ কর্ত্তন বা জ্বালাকর বেদনা।

জরায়ু গ্রীবার স্ফীততা।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

ঋতু :—অতি আগাইয়া, অতি প্রচুর ; রক্ত কাল বা স্বল্প, স্তনদ্বয় বেদনাযুক্ত।

স্বল্প রজঃ, তৎসহ মস্তকমধ্যে পূর্ণতা ও বেদনা।

যোনিমধ্যে অতি প্রচণ্ড চুলকানি।

ভগের স্ফীততা ও উত্তেজনা।

ভগকণ্ডূ (প্রুরাইটাস), তৎসহ অতি প্রবল কামেচ্ছা।

২৪ গর্ভাবস্থা।—বমন, তৎসহ অতি প্রবল ক্বাঠবমি ও পেট বেদনা এবং পাইলোরাসের নিকট জ্বালা।

অমরা বা অন্য কোন ঝিল্লি জরায়ুমধ্যে ধৃত, প্রায়ই তৎসহ বেদনাদায়ক মূত্রত্যাগ থাকে।

প্রসবান্তিক (সূতিকা) আক্ষেপ : ৩৬।

২৫ লেরিংক্স।—স্বর :—ভঙ্গ ; ক্ষীণ।

লেরিংক্সে জ্বালা, লেরিংক্স স্পর্শে চৈতন্যাধিক।

লেরিংক্সে উত্তেজনা, তাহাতে থাকিয়া থাকিয়া কাসীর আক্রমণ উপস্থিত হয়, তৎসহ দ্রুত ও কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া ; কখন কখন তৎসহ উদরে বেদনা বা তৎসহ রক্তযুক্ত গয়ার।

লেরিংক্সের নিকট জ্বালা বা দংশন, তৎসহ সঙ্কোচন, বা প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হয় এরূপ আকুঞ্চন।

শ্বাসপথের প্রচুর সর্দ্দি, শ্লেষ্মা আঠাবৎ চটচটে, তৎসহ কষ্টকর হক্ হক্ কাসী ও রাত্রিকালে টেকিয়া মধ্যে শুষ্কতা ও ছিন্নকর বেদনা।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—গভীর শ্বাসপ্রশ্বাস ও কথা কহিবার সময়ে তিনি (স্ত্রী) শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রসমূহের অত্যধিক শুষ্কতা বা দুর্ব্বলতা বশতঃ বেশী জোর দিতে সাহস করেন না।

২৭ কাসী।—শুষ্ক, খক্ খক্ করিয়া।

২৮ ফুসফুস।—সূচীবেধ :— বক্ষে, দক্ষিণপার্শ্বে বেশী, কিম্বা প্রথমে বাম পরে দক্ষিণ পার্শ্বে; দক্ষিণপার্শ্বের নিম্নভাগে, ষ্টার্ণামের মধ্যভাগ ও বগল পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

বক্ষে জ্বালা।

▌প্লূরা (ফুসফুসাবরক ঝিল্লি) মধ্যে এক্স্যুডেশান ; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, হৃৎকম্পন ; স্বল্প মূত্র ; Syncope সম্ভাবনা। ৪৪ দেখ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের নিকট উদ্বেগ।

হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

হৃৎপিণ্ডে সূচীবেধ, তৎপরে কীটসঞ্চারণ অনুভব।

▌এফুসান সহ পেরিকার্ডাইটিস ; নাড়ী ক্ষীণ, অনিয়মিত; Syncepe সম্ভাবনা।

হৃৎপিণ্ডের প্রবল হৃৎকম্পন।

নাড়ী :— অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল, প্রধানতঃ কঠিন, পূর্ণ ও দ্রুত, কখন কখন সবিরাম; দ্রুত ও ক্ষুদ্র; ধীর, ক্ষীণ ও প্রায় অনুভূত হয় না।

৩০ বহির্বক্ষ।—ষ্টার্ণামে সূচীবেধ।

বক্ষোপরি জ্বালা।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—পৃষ্ঠদেশে—হয় স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, কিম্বা তাহার ভিতরে, কিম্বা কটিদেশে—জ্বালা, বিদ্ধকারী, সূচীবেধ কিম্বা ছিন্নকর বেদনা; কখন কখন ঐসকল স্থানের উপর চর্ম্ম ফোস্কাপড়ার ন্যায় জ্বালা করে।

গ্রীবাদেশে অন্যমতা।

গ্রীবাদেশে আকৃষ্ট কিম্বা ছিন্নকর বেদনা; কখন কখন ঐসকল স্থানের উপর চর্ম্মে জ্বালা।

পৃষ্ঠদেশে ছিন্নকর বেদনা, বিশেষত প্রাতঃকালে।

কটিদেশ, বৃক্কদ্বয় ও উদরে বেদনা, তৎসহ মূত্রত্যাগে এরূপ যন্ত্রণা যে চীৎকার না করিয়া একফোটাও প্রস্রাব হয় না।

অবিরত মূত্রত্যাগের ইচ্ছা সহ কটিদেশে বেদনা।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বাহুদ্বয়ে ছিন্নকব ও সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—জানুদ্বয়ে প্রবল বেদনা।

সিঁড়ি আরোহণ করিতে জানুদ্বয় কাঁপে।

নিম্নাঙ্গের অসাড়তা, প্রথমে এক পাযে পরে অপর পায়ে।

পদতলে যেন ক্ষতবৎ বেদনা, পা পাতিতে পারে না।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির দুর্ব্বলতা ও কম্পন।

উর্দ্ধ ও নিম্নাঙ্গে নানা প্রকারের বেদনা, প্রথমে এক পায়ে, পরে অপর পায়ে।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে ছিন্নকর বেদনা, ঘর্ষণে উপশমিত হয়।

৩৫ অবস্থিতি ইত্যাদি।—সঞ্চালন : ১ ২১, ৪০। ভ্রমণ : ২, ৩, ২১। দণ্ডায়মান : ৩, ২১। অবনত : ৮, ৩১। উপবেশন : ২১। শয়ন : ১, ৩।

৩৬ স্নায়ু।—দুর্ব্বলতা, শয্যাশায়ীতা, ভ্রমি।

আক্ষেপ, তৎসহ মূত্রকৃচ্ছ্রতা ও জলাতঙ্কের লক্ষণ সমূহ; উজ্জ্বল

আলোক, পানীয় বা জল পতনের শব্দ, লেরিংক্স কিম্বা বেদনা-যুক্ত স্থান স্পর্শ প্রভৃতি হইতে আক্ষেপ জন্মে বা পুনরুপস্থিত হয়।

৩৭ নিদ্রা।—অল্প নিদ্রা; উদ্বেগপূর্ণ স্বপ্ন।

৩৮ সময়।—কোন কোন লক্ষণ প্রতি সপ্তম দিবসে উপস্থিত হয়।

মধ্যরাত্রির পরে ও দিবসে সাধারণতঃ বৃদ্ধি।

প্রাতঃকালে: ১, ৩, ৩১। বৈকালে: ১, ৩। সন্ধ্যাকাল: ২১, ৪০। রাত্রি: ৭, ২১, ২২, ৪০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণতা প্রয়োগে জানুতে বেদনা উপশমিত হয়।

সূর্য্যাতপ: ৪৬। খোলা বায়ু: ২, ৫। ধৌত ও স্নান: ৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সন্ধ্যাকালে শীত বাহ্যিক উষ্ণতা প্রয়োগে উপশমিত হয় না।

শীত, তৎপরে তৃষ্ণা কিন্তু উত্তাপ নাই।

শীত পৃষ্ঠ বহিয়া উঠে।

হস্ত পদাদি শীতল।

রাত্রিতে জ্বালাকর উত্তাপ, তাহা তিনি (স্ত্রী) অনুভব করেন না।

হস্ত পদাদির তলায় জ্বালা।

উত্তাপ, তৎসহ তৃষ্ণা।

প্রত্যেক সঞ্চালনেই ঘর্ম্ম।

শীতল ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ হস্ত পদে।

জননযন্ত্রসমূহে ঘর্ম্ম।

ঘর্ম্মে মূত্রের ন্যায় গন্ধ।

সবিরাম জ্বর, প্রত্যেক জ্বরের আক্রমণেই ক্যান্থারিসের মূত্রকৃচ্ছ্রতা লক্ষণ থাকে।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ পার্শ্ব: ৬, ৭, ১৩, ২৮, ৩৩। বাম পার্শ্ব: ২৯। বাম হইতে দক্ষিণ: ৭,২৮। দক্ষিণ হইতে বাম: ৩৩। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে: ৪০।

৪৩ অনুভব।—সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতবৎ ও টাটানি বেদনা, আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক।

প্রত্যেক স্থানই অতি চৈতন্যাধিক, এবং তৎসহ আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতা থাকে।

জ্বালাকর, সূচীবেধ ও ছিন্নকর বেদনার প্রাধান্য।

২৪ তন্তু।—▌ শ্লৈষ্মিক (সিরস) ঝিল্লির প্রদাহ; প্লুরিসি রোগে একোনাইট ও ব্রাইওনিয়ার পরে ক্যান্থারিস।

▌ আভ্যন্তরিক স্থান সমূহের ক্ষত ও ছাল উঠা; রোগী নিদ্রাবিভূতের ন্যায় শুইয়া থাকে, তৎসহ হস্তদ্বয়ের থাকিয়া থাকিয়া উৎক্ষেপ; পতনাবস্থার লক্ষণ সকল।

২৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ: ১৯, ২১, ৩৬, ৪৬।
চাপ: ১০, ২১, ৩৩। ঘর্ষণ: ৩৭।

২৬ চর্ম্ম।—সূর্য্যাতপ লাগান হেতু এরিথিমা।
জ্বালাকর, চুলকানিযুক্ত বেদনা।
চর্ম্মের বিসর্পযুক্ত বেদনা; ফোস্কা হয়।
কাউর (লালবর্ণের)।
স্পর্শে ক্ষতবৎ বেদনা।
চুলকানি ও ছিন্নকর বেদনাসহ গলিত ক্ষত।
পেম্ফিগাস।
চুলকানি।
ক্ষতে ছিন্নকর বেদনা।
ফোস্কা হইবার পূর্ব্বে জ্বালা করে।

২৯ সম্বন্ধ।—ইহার প্রতিষেধ:—একো, ক্যাম্ফ, লরো, পলস।

ক্যাপসিকাম।

(লঙ্কা মরিচ)।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—কথা কহে না ও একগুঁয়ে।
আত্মহত্যা করিবার সদত প্রবৃত্তি।
বিষণ্নতা বা বিমর্ষতা।

খিট্‌খিটে, ক্রোধনস্বভাব ; সহজেই চটিয়া যায়।

ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠে, চীৎকার করে এবং ভয়পূর্ণ থাকে।

মানসিক আবেগের পরে জ্বর।

২ চৈতন্য।—সবিরাম জ্বরের শীতাবস্থায় মাথাঘোরা।

মাথাঘোরা, তৎসহ পা টলা।

ইন্দ্রিয়সকল বিকৃত, কিম্বা ইন্দ্রিয়সকলের বর্দ্ধিত তীক্ষ্ণতা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মাথাধরা, যেন করোটী ফাটিয়া যাইবে।

এক পার্শ্বের রগে দপদপানি মাথাধরা।

কপালে চাপযুক্ত মাথাধরা।

মস্তকমধ্যে চিড়িকমারা বেদনা ; বিশ্রামে বৃদ্ধি, ভ্রমণে উপশম।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তক অতি বৃহৎ বোধ হয়।

দক্ষিণ কপালের অস্থিতে আকৃষ্টবৎ, ছিন্নকর বেদনা।

সঞ্চালনে, কিম্বা ভ্রমণে, মস্তক মুষ্টাঘাত প্রাপ্ত অনুভব হয়।

করোটীত্বকের চুলকানি ; একপ্রকার দংশন, জ্বালা, চুলকানি ; চুলকাইলে ভাল হয় কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার পরেই অত্যন্ত খারাপ হয়।

৫ চক্ষু।—পদার্থ সকল কাল দেখায়।

অস্পষ্ট দৃষ্টি, বিশেষতঃ প্রত্যুষে ; চক্ষু ঘর্ষণে উপশম।

আরক্তিমতা ও অশ্রুস্রাব সহ চক্ষুমধ্যে জ্বালা।

চক্ষুমধ্যে চাপযুক্ত বেদনা।

চক্ষুদ্বয় বৃহৎ, লালবর্ণ ও বহির্গামী দেখায়।

৬ কর্ণ।—পূর্ব্বে কর্ণে জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনা হইয়া শ্রবণশক্তি হ্রাস।

সর্দ্দিজ বধিরতা।

কাসীতে এক বা উভয় কর্ণে কামড়ানি।

পটহ ছিদ্রযুক্ত, এবং গহ্বর ঘন হরিদ্রাবর্ণ পূঁজে পূর্ণ।

কর্ণপশ্চাতে বেদনাযুক্ত স্ফীততা।

বামকর্ণের পশ্চাতে ছিন্নকর বেদনা।

কর্ণমধ্যে প্রথমে চাপযুক্ত, পরে চুলকানিযুক্ত বেদনা।

কর্ণদ্বয় অত্যন্ত উষ্ণ।

৭ নাসিকা।—সর্দ্দি (ইনফ্লুয়েঞ্জা), তৎসহ প্রবল হাঁচি ও পাতলা শ্লেষ্মা স্রাব।

প্রাতে শয্যায় নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; কাসীতে রক্তযুক্ত শ্লেষ্মাস্রাব।

নাসিকা ও গলমধ্যে ঘন শ্লেষ্মা সঞ্চয়।

নাসিকাভ্যন্তরে শুড়শুড়ি; নাসাগ্র অত্যন্ত উষ্ণ।

৮ মুখমণ্ডল।—গণ্ডদ্বয় লালবর্ণ, উষ্ণ নহে।

মুখমণ্ডলে বেদনা, সন্ধ্যাকালে স্পর্শে বৃদ্ধি; * মৌখিকশূল।

মুখমণ্ডল বা কপালে উদ্ভেদ, তৎসহ ক্ষতকারী চুলকানি।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ঠোঁট:—স্ফীত; ফাটা; জ্বালাযুক্ত।

১০ দন্ত।—মাড়ী:—উষ্ণ, জ্বালাকর, স্ফীত বা চৈতন্যাধিক; স্পঞ্জবৎ, দন্ত হইতে নামিয়া পড়ে।

দন্তে বেদনা, দন্ত লম্বা অনুভূত হয়।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—স্বাদহীন; অম্ল; বিস্বাদ, জলবৎ; দুর্গন্ধ, পচাজলের ন্যায়।

কাসীতে ফুসফুস হইতে যে বায়ু নির্গত হয় তাহা মুখে এক প্রকার খারাপ আস্বাদ লাগে।

জিহ্বোপরি ক্ষুদ্র জ্বালাকর ফোস্কা তাহা স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

জিহ্বা এবং ঠোঁটের ভিতর পার্শ্বে চৈতন্যাধিক, বিস্তৃতিশীল, অগভীর ক্ষত।

১২ মুখমধ্য।—পচাগন্ধ, অসহ্য।

লালা:—চট্‌চটে, দুর্গন্ধ, প্রচুর; জ্বরের শীতের সময়ে লালাস্রাব।

১৩ গলমধ্য। —যুভুলা লম্বায় বর্দ্ধিত।

মুখমধ্যে ও ফসেসে ক্ষুদ্র, অগভীর, জ্বালাকর ক্ষত।

জ্বালাসহ গলমধ্যে সঙ্কোচন।

বাম টন্সিলগ্রন্থি প্রদাহিত; দক্ষিণ টন্সিল বেদনাযুক্ত।

গলমধ্য প্রদাহিত, কালচে লালবর্ণ, জ্বালাকর।

গলমধ্যে টাটানি, জ্বালা ও দংশন।

গলাধঃকরণে কষ্ট, জিহ্বা ক্লেদাবৃত।

হুলবেধ, তাহাতে রাত্রিকালে কাসী উপস্থিত হয়।

গলমধ্যে ক্রমাগত সূচীবেধ, তাহাতে শুষ্ক, আক্ষেপিক কাসী উপস্থিত হয়।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—রুচি বর্দ্ধিত, পর্য্যায়ক্রমে খাদ্যে অনিচ্ছা।

তৃষ্ণা, যেমন জ্বরের শীত হইতে থাকে।

অত্যন্ত তৃষ্ণা, উদরের কষ্টবোধ, কিন্তু টিপিলে বেদনা বোধ নাই।

১৫ পানাহার।—আহারের সময়ে ভাল; আহারান্তে বৃদ্ধি।

খাদ্যে অম্লাস্বাদ বোধ হয়।

আহারান্তে :—পাকাশয়ে জ্বালা; উদ্ভিজ্জাহারে উদরাধ্মান জন্মে।

জল পানে রেচন উপস্থিত হয়; আরও হঠাৎ কম্প, বেগ, পাতলামল, শীত উপস্থিত হয়।

ঠিক আহারান্তে মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ এবং রোগীর মলত্যাগ করিতে যাইতে হয়, মলত্যাগের সময়ে ও পরে মলদ্বারে জ্বালা থাকে।

পান : ৪০।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—লঙ্কার ধূমের ন্যায় উদ্গার।

বুকজ্বালা। মুখ দিয়া জলউঠা।

মাথাধরা সহ বিবমিষা ও বমন; স্নায়বীয়, আক্ষেপিক বমন।

জ্বরের শীতের সঙ্গে শ্লেষ্মা বমন করে।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে শ্লেষ্মা ও অম্ল সঞ্চয়।

পাকাশয় বরফবৎ শীতল, পরে পাকাশয়ে কম্পন বা জ্বালা অনুভব, তৎসহ সময়ে সময়ে তীব্র উদ্গার।

জ্বর সহ পাকাশয়ের দোষ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতপ্রদেশে এবং প্রত্যেক কাসীর সঙ্গে দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্নাংশে খামচাইয়া ধরার ন্যায় বেদনা।

প্লীহা চৈতন্যাধিক, স্ফীত, বিশেষতঃ কুইনাইনের পরে।

১৯ উদর।—নাভির চতুর্দ্দিকে পেটবেদনা, তৎসহ আমযুক্ত মল, কখন মলে রক্তের দাগ থাকে; প্রত্যেক মলত্যাগের পরে তৃষ্ণা এবং প্রত্যেক মলের পরে হঠাৎ কম্পন; পান করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ মলত্যাগ করিতে যাইতে হয়, কিন্তু আম ব্যতীত আর কিছুই নির্গত হয় না।

পেটে জ্বালাকর বেদনা।

যেন বায়ুসঞ্চয় বশতঃ উদরে কর্ত্তন ; মলত্যাগের পূর্ব্বে।

উদর স্ফীত ; শ্বাসরুদ্ধ হয়, কিম্বা পৃষ্ঠদেশের নিম্নাংশে বেদনযুক্ত চাপবোধ।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—পুনঃ পুনঃ, অল্প অল্প, তৎসহ সরলান্ত্রে ও মূত্রাশয়ে বেগ ও জ্বালা ; রক্তযুক্ত আম ; সবুজাভ, সফেন, রাত্রিতে বৃদ্ধি ; আঠাবৎ আম কালবর্ণ রক্ত মিশ্রিত।

হুলবেধ বা জ্বালাকর বেদনা সহ উদরাময়।

অর্শ :—জ্বালাকর, স্ফীত, চুলকানিযুক্ত, দপদপ্গ্লানি ; তৎসহ মলদ্বারে টাটানি বোধ ; রক্তস্রাব হয় বা হয় না ; তৎসহ আম নির্গত হয় ; অল্প অল্প উদরাময়ের মলত্যাগ, জ্বালা ও ছিন্নকর বেদনা সহ সরলান্ত্রে ও মূত্রাশয়ে বেগবোধ ; প্রচুর রক্তস্রাব।

অর্শ হইতে রক্তস্রাব রুদ্ধ; তজ্জন্য বিষন্নতা জন্মে।

জল পান করিবামাত্র মলত্যাগ করিতে যাইতে হয় ; কেবল অল্প মাত্র আম নির্গত হয়।

২১ মূত্র।—কাসিবার সময়ে মূত্রাশয়ের গ্রীবাদেশে সূচীবেধ।

শূলবেদনা, তৎসহ মূত্রাশয়ের আক্ষেপ।

মূত্রাশয়ে জ্বালা।

পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের নিষ্ফল ইচ্ছা।

মূত্রাশয়ের বেগ ; মূত্রকৃচ্ছ্রতা।

মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে জ্বালা।

প্রস্রাবপথ হইতে স্রাব ; স্রাব পূঁজযুক্ত ; রক্তযুক্ত ; প্রস্রাপথ স্পর্শে বেদনাবিশিষ্ট ; সরের ন্যায় স্রাব।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—ধ্বজভঙ্গ ; স্ক্রোটাম শীতল, কুঞ্চিত।

রাত্রিতে বেদনাদায়ক লিঙ্গোত্থান ; প্রস্রাবপথ হইতে সরের ন্যায় স্রাব ; প্রস্রাবকালে জ্বালা ; অন্য সময়ে প্রস্রাব পথে কর্ত্তন, হুলবেধ বোধ।

প্রমেহ।

মেঢ্রত্বক স্ফীত।

অণ্ডকোষের হ্রাস প্রাপ্তি ; শুক্রবাহক নলী আকুঞ্চিত।

রেতঃস্খলনের পরে অণ্ডকোষদ্বয়ে খিলধরাবৎ বেদনা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুর সময়ে:—বিবমিষা, এপিগ্যাষ্ট্রিয়মে চাপ বোধ। ঋতু সম্বন্ধীয় গোলমাল (অনিয়ম), তৎসহ বাম ডিম্বকোষপ্রদেশে শল্য-বিদ্ধবৎ অনুভব।

২৪ গর্ভাবস্থা—গর্ভাবস্থায়:—বুকজ্বালা, বমন; আমযুক্ত উদরাময়; অর্শ; মলদ্বারে জ্বালা।

২৫ লেরিংক্স।—লেরিংক্সে শুড়শুড়ি।

স্বরভঙ্গতা, নাসিকা অবরুদ্ধ, গলমধ্য কর্কশ অনুভব হয়।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—বোধ হয় যেন তিনি (স্ত্রী) গভীর ফুসফুসমধ্যে নিশ্বাস লইতে পারিবেন না; গভীর নিশ্বাস লইতে বাধ্য হয়, বোধ হয় যেন তাহাতে তাহার সকল লক্ষণ উপশমিত হইবে।

গভীর শ্বাসক্রিয়া, প্রায় ঠিক দীর্ঘশ্বাসের ন্যায়; ধীর শ্বাসক্রিয়া।

কষ্টকর অনুভব হয় যেন বক্ষ চাপিয়া ধরা হইয়াছে, তাহাতে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ হয়; সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

হাঁপানি:—তৎসহ মুখমণ্ডল লালবর্ণ কিম্বা পর্য্যায়ক্রমে লাল ও পাণ্ডুবর্ণ; উদ্গার; সাঁই সাঁই শব্দ সহ নিশ্বাস গ্রহণ।

২৭ কাসী।—কাস সহকারে ফুসফুস হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ (অন্য কোন সময়ে নহে)।

কাসীর পরে ক্রন্দন করে।

শুষ্ক, কঠিন, সন্ধ্যাকালীন কাসী।

স্নায়বীয়, আক্ষেপিক কাসী।

কাসীর আক্রমণ হঠাৎ উপস্থিত হয়।

কাসীতে কর্ণদ্বয়ে বেদনা; কর্ণদ্বয় ও নাসাগ্র উষ্ণ; নাসিকা হইতে রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা।

কাসীর বৃদ্ধি:—সন্ধ্যাকাল, রাত্রি; শয়ন করিবার সময়ে; শুষ্ক শীতল বাতাসে; হাওয়ায় তাহা উষ্ণ হউক বা শীতল হউক; উষ্ণ পানীয় পানের পরে।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা; উত্তাপ।

বক্ষে দপদপকর বেদনা।

বক্ষের এক বা উভয় পার্শ্বে গ্রীবা পর্য্যন্ত আকৃষ্টবৎ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—নাড়ী :—বিষম, প্রায়ই সবিরাম গতি; ধীর, সবিরাম; পূর্ণ, বলশালী, দ্রুত, প্রধানতঃ সন্ধ্যাকালে।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার গ্রন্থিসমূহ বেদনাযুক্ত, স্ফীত।

দক্ষিণ গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থিসমূহে উৎক্ষেপযুক্ত ছিন্নকর বেদনা।

পৃষ্ঠদণ্ডে ও তাহার পার্শ্বে আকৃষ্ট, ছিন্নকর বেদনা।

পৃষ্ঠদেশে অতি অসহ্য ছিন্নকর বেদনা, তাহাতে কান্না বাহির হয় এবং ভুমড়াইয়া পড়িতে হয়।

ত্রিকাস্থি ও কটিদেশে বেদনা, তৎসহ অর্শ, রক্তামাশয়।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহুদ্বয়ে আকৃষ্ট, ছিন্নকর বেদনা।

স্কন্ধ হইতে হস্ত ও অঙ্গুলি পর্য্যন্ত আকৃষ্ট, ছিন্নকর, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিতম্ব হইতে জানু ও পা পর্য্যন্ত, বিশেষতঃ কাসিবার সময়, চিড়িকমারা ছিন্নকর বেদনা।

নানা প্রকারের বেদনা, ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে বিস্তৃত হয়।

▌ দক্ষিণ নিতম্বের অস্থিক্ষয় (Carics); বাম পা শুষ্কতা প্রাপ্ত ও বেদনাযুক্ত।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বিশ্রাম : ৩। সঞ্চালন : ২৬, ৪০, ৪৪। ভ্রমণ : ৩, ৪, ২৬, ৩০, ৩৬; খোলাবায়ুতে : ৪০। শয়ন : ২৭।

শয়নের ইচ্ছা : ৩৬।

৩৬স্নায়ু।—প্রতিক্রিয়া (Reactive) শক্তির অভাব, বিশেষতঃ স্থূলকায় ব্যক্তিদিগের।

জীবনীশক্তি হ্রাস। * পক্ষাঘাত, গলিতক্ষত, টাইফাস।

দুর্ব্বল, পরিশ্রান্ত। ভ্রমণকালে পা টলে।

শুইয়া পড়িতে ও নিদ্রা যাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা; অতিসামান্য মাত্র পরিশ্রমেও ইচ্ছা নাই।

৩৭ নিদ্রা।—হাইতোলা।

আবেগ বা কাসীবশতঃ অনিদ্রা।

নিদ্রা স্বপ্নপূর্ণ, অস্থিরতাযুক্ত। নিদ্রাকালে চীৎকার করিয়া উঠে।

নিদ্রাকালে অনুভব হয় যেন উচ্চ হইতে পতিত হইতেছে।

৩৮ সময়।—দিবসে ও মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে বিরাম।

প্রাতঃকাল : ৭, ২৭। সন্ধ্যাকাল : ৮, ২৭, ২৯। রাত্রি : ১৩, ২২, ২৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণতায় সাধারণতঃ ভাল।

গাত্র অনাবৃত করিতে ভয় পায়, এমন কি কম্পজ্বরের উত্তাপাবস্থাতেও।

খোলা বায়ু ত্যাগ করে : ৪৭। হাওয়া : ২৭, ৪০। খোলা বায়ু : ৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—চর্ম্ম শীতল, নাড়ী ধীর, আহারে রুচির অভাব।

প্রত্যেক পানের পরে কম্প ও শীত।

শীত পৃষ্ঠদেশে আরম্ভ হয়, তৎসহ তৃষ্ণা, পানের পরে বৃদ্ধি, বাড়ীর বাহিরে ভ্রমণকালে হ্রাস।

খোলা বায়ুতে শীত, বিশেষতঃ হাওয়াতে।

শীতের পরে ঘর্ম্ম; কিম্বা শীতের পরে উত্তাপ, তৎসহ ঘর্ম্ম ও পিপাসা।

বাহিরে শীত শীত বোধ; ভিতরে জ্বালা।

অতি প্রবল জ্বালা সহ জ্বরের উত্তাপ।

উত্তাপ :—তৎপরে শীত, তৎসহ তৃষ্ণা; সঞ্চালনে হ্রাস।

ঘর্ম্ম :—প্রচুর, প্রবল; সঞ্চালনে হ্রাস।

৪১ আক্রমণ।—পর্য্যায়শীলতা সুস্পষ্ট।

শীত ক্রমশঃ প্রসারিত হয় যতক্ষণ না শেষ সীমায় পৌছে; তৎপরে ঐরূপে হ্রাস হয়।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৪, ১৩, ১৮, ৩১, ৩৩। বাম : ৬, ১৩, ১৮, ২৬, ৩৩।

নিম্ন হইতে উর্দ্ধে : ২৮। উর্দ্ধ হইতে নিম্নে : ৩৩।

৪৩ অনুভব।—নানা স্থানে প্রবল বেদনা; এখন একস্থানে, অপর সময়ে আর একস্থানে; শিশুদিগের স্নায়ুশূল।

জ্বালা অনুভব।

৪৪ তন্তু। —শিথিল তন্তু; মেদ সঞ্চয়।

গ্রন্থি সম্বন্ধীয় স্ফীততা।

সন্ধিসকল :—খট্ খট্ করে ; অনম্য, সঞ্চালনের প্রারম্ভে বেদনাবিশিষ্ট ; বেদনা, যেন পক্ষাঘাত হইয়াছে।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি।—স্পর্শে বৃদ্ধি।

স্পর্শ : ৮, ২১। চুলকাইলে : ৪৬।

৪৬ চর্ম্ম।—চুলকাইলে কণ্ডূয়ন বৃদ্ধি।

চর্ম্মে জ্বালা।

কপালে কিম্বা মুখমণ্ডলে দক্রবৎ উদ্ভেদ, তাহা চুলকায়, জ্বালা করে।

হুলবেধ-দংশন কিম্বা জ্বালা-কণ্ডূয়ন, করোটী ত্বক, মুখমণ্ডল ও বক্ষে বেশী।

চর্ম্ম স্ফীতভাবযুক্ত, শ্লথ।

৪৭ অবস্থা।—পাতলা চুল, নীলবর্ণ চক্ষু।

বায়ুপ্রধান (স্নায়বীয়)।

অলস স্থূলকায়, অপরিচ্ছন্ন, খোলা বায়ুতে যাইতে ভয় পায়।

অর্শধাতুর ব্যক্তি।

বাতরক্ত (Gout) যুক্ত ব্যক্তি।

৪৮ সম্বন্ধ।—কুইনাইন হইতে, অথবা কুইনাইনের অপব্যবহার হইতে জ্বর।

ইহার প্রতিবিষ :—ক্যালেডি, ক্যাম্ফ, সিনা, চায়না।

ক্যামমিলা।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—ইন্দ্রিয় সকলের অলসতা, বুঝিবার ক্ষমতা হ্রাস।

অনুমান হয় রাত্রিতে অনুপস্থিত লোকের স্বর শুনিতেছেন।

শিশু কাঁদে, কেবল কোলে লইয়া বেড়াইলে চুপ করে।

খুঁত খুঁতে অস্থিরতা ; শিশু নানা দ্রব্য চাহে কিন্তু তাহা দিতে গেলে লয় না কিম্বা ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়।

কোপন স্বভাব, অসহ্য প্রকৃতি।

খিট্‌খিটে, কিছুতেই সন্তুষ্ট নহে।

২ চৈতন্য।—নিদ্রালুতা সহ ইন্দ্রিয়গণের অলসতা, তথাপি নিদ্রা যাইতে পারে না।

মাথাঘোরা :—আহারান্তে; প্রাতে শয্যা হইতে উঠিলে পা টলে; ভ্রমি সহ; শয্যায় উঠিয়া বসিতে গেলে দৃষ্টির অস্পষ্টতা সহ।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—উভয় রগে বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা সজোরে টিপিয়া ধরার ন্যায় চাপযুক্ত বেদনা।

বাম পার্শ্বে, বিশেষতঃ রগে, এবং চক্ষুর মধ্যে ও চতুর্দ্দিকে ছিন্নকর ও হুলবেধবৎ বেদনা।

এক পার্শ্বে আকৃষ্টবৎ মাথাধরা।

মস্তকের বাম পার্শ্বে অক্ষিপট হইতে উপর চোয়াল পর্য্যন্ত অতি প্রবল হুলবেধবৎ বেদনা।

কপালে যেন প্রস্তর খণ্ড দ্বারা চাপযুক্ত মাথাধরা।

মস্তক উষ্ণ, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

মস্তকশীর্ষে অতি প্রবল মাথাধরা, বোধ হয় যেন ভিতর হইতে চাপ দিতেছে এবং মস্তকশীর্ষ স্থান উড়িয়া যাইবে।

দপদপানি মাথাধরা।

চাপ বোধ,—মস্তকশীর্ষস্থান হইতে কপাল ও রগদ্বয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

৪ বহির্মস্তক।—নিদ্রাকালে মস্তক ঘামে।

৫ চক্ষু।—শয়ন করিতে গেলে সম্মুখে আলোক কম্পন।

প্রাতে চক্ষুদ্বয় স্ফীত; পুঁজযুক্ত পদার্থে চক্ষুদ্বয় সংযোজিত।

চক্ষুদ্বয়ের প্রদাহ, অক্ষিপুট প্রাতে সংযোজিত; চক্ষু হইতে রক্তস্রাব; ঠাণ্ডা, সরস বায়ু লাগান হেতু চক্ষুপ্রদাহ।

কঞ্জঙ্কটাইভা হরিদ্রাবর্ণ।

অক্ষিপ্রদেশে চাপ বোধ।

৬ কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে জল প্রবাহের ন্যায় গোঁ গোঁ শব্দ।

কর্ণমধ্যে, বিশেষতঃ অবনত হইতে গেলে সূচীবেধ।

বাম কর্ণে কখন কখন ছিন্নকর বেদনা।

৭ নাসিকা।—সর্ব্বপ্রকার গন্ধেই অত্যন্ত চৈতন্যাধিক।

হাঁচিতে প্রবৃত্তি, তৎসহ কীটসঞ্চারণ, শুষ্ক উত্তাপ ও নাসিকা অনুভব ; বোধ হয় যেন সর্দ্দি হইবে।

সর্দ্দি :—সরস, জলবৎ ; আঠাবৎ।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, তাহাতে মস্তক মধ্যের গোলমাল উপশমিত

৮ মুখমণ্ডল।—লালবর্ণ ; অথবা বামগণ্ড রক্তবর্ণ ও উষ্ণ, দক্ষিণগণ্ড রক্তশূন্য ; পাণ্ডুবর্ণ, অন্তঃপ্রবিষ্ট, বেদনায় বিকৃতভঙ্গী ; হরিদ্রাবর্ণ।

মুখমণ্ডলে জ্বালা।

বামগণ্ড স্ফীত।

মুখের স্নায়ুশূল, বেদনায় মস্তকে উষ্ণ ঘর্ম্ম বাহির হয় ও চীৎকার করে।

সাধারণ প্রদাহযুক্ত ও বাতজনিত মৌখিক শূলে ক্যামমিলায় অত্যন্ত উপশম দেয়।

১০ দন্ত।—দন্তশূল :—সূচীবিদ্ধবৎ ; খননবৎ ; খামচানবৎ ; আহারের সময়ে ও পরে ; মুখমধ্যে কোন উষ্ণ দ্রব্য লইলে ; খোলাবায়ুতে ; গৃহমধ্যে ; স্ত্রীলোকের ঋতুর সময়ে ; বামপার্শ্বে ও নিম্নদন্তে বেশী ; রাত্রিতে বৃদ্ধি।

দন্ত অতি লম্বা অনুভব হয়।

মাড়ী লালবর্ণ ও বেদনাযুক্ত।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—তিক্ত ; অম্ল ; পচা।

জিহ্বা :—ক্লেদাবৃত, শাদা ; হরিদ্রাভ ; কিম্বা পার্শ্বদ্বয়ে শাদা, মধ্যস্থলে লালবর্ণ ; লালবর্ণ, ফাটা।

জিহ্বোপরি জ্বালা।

১২ মুখমধ্য।—আহারান্তে মুখ হইতে দুর্গন্ধ।

মুখমধ্য, লেরিংক্স ও অন্ননলী মধ্যে পাকাশয় পর্য্যন্ত উত্তাপ।

লালাসঞ্চয়, লালার ধাতব, ঈষৎ মিষ্ট আস্বাদ।

১৩ গলমধ্য।—ফেরিংক্সের আক্ষেপিক সঙ্কোচন।

গলায় বেদনা, তৎসহ প্যারটিড গ্রন্থি স্ফীত।

ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—শীতল জলের তৃষ্ণা।

মুখে শীতল জল অনেকক্ষণ রাখিতে ইচ্ছা করে।

অনিচ্ছা :—বিয়ার মদ্যে ; কাফি ও উষ্ণ পানীয়ে।

রুচির অভাব।

আহার।—পানাহারের পরে মুখমণ্ডলের উত্তাপ ও ঘর্ম্ম ; আহারান্তে উদর ফুলিয়া উঠে।

বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার :—অম্ল ; সদত, শূন্য।

বমনের নিষ্ফল উদ্যম।

বিবমিষা ও বমনের প্রবৃত্তি, এবং তিক্ত বমন।

রাত্রিতে উদরাময় ও জ্বর সহ বমনের প্রবৃত্তি।

বমন :—পিত্ত, যাহা পীত হইয়াছে ; পিচ্ছিল পদার্থ ; অম্ল।

পেটকামড়ানি সহ প্রবল বমন।

পাকস্থলী।—পাকাশয়ে ও ক্ষুদ্র পঞ্জরাস্থির নিম্নে চাপযুক্ত বেদনা, তাহাতে শ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে।

উদ্বেগসহ এপিগ্যাষ্ট্রিয়ামে চাপযুক্ত ও কর্ত্তনবৎ বেদনা।

পাকাশয়গহ্বরে হুলবেধবৎ বেদনা।

হাইপোকণ্ড্রিয়া।—হাইপেকণ্ড্রিয়াতে সূচীবেধ বেদনা।

যকৃতপ্রদেশে সূচীবেধ, তৎসহ পুনঃ পুনঃ শীত শীত বোধ।

উদর।—নাভিদেশ ও উভয় পার্শ্বে তদপেক্ষা নিম্নে মোচড়ানি, ছিন্নকর পেট বেদনা, তৎসহ কটিদেশে বেদনা যেন উহা ভাঙ্গিয়াগিয়াছে।

উদরের অভ্যন্তরে মোচড়ানি ও শীত শীত অনুভব, উহা নিম্নে পা দিয়া জানু পর্য্যন্ত অবতরণ করে।

পেট বেদনা সময়ে সময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে, হাইপোকণ্ড্রিয়াতে বায়ু সঞ্চিত হয় এবং মধ্য মধ্য দিয়া সূচীবেধ চিড়িক মারিয়া উঠে।

বায়ুজনিত পেট বেদনা, উদর ঢাকের ন্যায় স্ফীত, বায়ু অতি অল্প অল্প নিঃসৃত হয়, তাহাতে কোন উপশম হয় না ; উষ্ণ বস্ত্র প্রয়োগ করিলে উপশম হয়।

উদর আধ্মানিক ও স্পর্শে চৈতন্যাধিক।

উদর ও পৃষ্ঠদেশে আকুঞ্চক বেদনা ; সে (স্ত্রী) লাথিমারে, দাঁত কিড়মিড় করে ও চীৎকার করে।

নাভির ঠিক উপরে উদরের পাশাপাশি (এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত) অর্থাৎ ট্রান্সভার্স কোলনের বরাবর বেদনা, দক্ষিণপার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বাম পার্শ্বে যায়।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—জলবৎ, পুনঃ পুনঃ, মলত্যাগের পূর্ব্বে কর্ত্তন, আকুঞ্চনকারী পেটকামড়ানি, এপিগ্যাষ্ট্রিক প্রদেশে বেশী; আমযুক্ত, তৎসহ পেটবেদনা ও বমনোদ্যম; পিত্তযুক্ত, তৎসহ মলদ্বারে জ্বালা; বেদনাযুক্ত, পাতলা, সবুজ, মল ও আম সংযুক্ত; সবুজ, জলবৎ, ক্ষতকারী, তৎসহ পেটবেদনা, তৃষ্ণা, তিক্তাস্বাদ ও তিক্ত উদ্গার; ডিম্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডের ন্যায়, অম্লগন্ধ; উষ্ণ, পচা ডিমের ন্যায় গন্ধ।

মলত্যাগের অত্যন্ত নিস্ফল ইচ্ছাসহ পেটমোচড়ানি।

অর্শ :—রক্তস্রাব শূন্য; বেদনাযুক্ত, রক্তস্রাবী, জ্বালাকর।

মলদ্বারে ক্ষতকারী ফাটা (fissure)।

২১ মূত্র।—প্রসববেদনার ন্যায় মূত্রবাহক নলীদ্বয়ে আকর্ষণ ও বারম্বার মূত্রপ্রবৃত্তি।

প্রস্রাবকালে মূত্রাশয়গ্রীবায় জ্বালা।

মূত্র :—হরিদ্রাবর্ণ, তৎসহ ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া অধঃক্ষেপ; প্রস্রাবকালে প্রস্রাবপথে জ্বালা; স্বল্প; ঘোলা, প্রস্রাবের পরেই কর্দ্দমবৎ বর্ণ; ঘোলা, কিছুক্ষণ থাকিলে ঘন হইয়া যায়, অধঃক্ষেপ হরিদ্রাবর্ণ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—অতি প্রবল লিঙ্গোত্থান।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু :—অতি আগাইয়া; অতি প্রচুর; দুর্গন্ধ।

কটিদেশ হইতে সম্মুখে আকৃষ্টবৎ বেদনা, জরায়ুমধ্যে মোচড়ানি ও চিমটিকাটাবৎ বেদনা, ও তৎপরে বড় বড় জমাট রক্ত বাহির হয়।

জরায়ুমধ্যে প্রবল প্রসববেদনাবৎ বেদনা সহ প্রচুর জমাট রক্ত নিঃস্রাব, পদদ্বয়ে ছিন্নকর বেদনা।

মেম্ব্রেনাস ঋতুশূল।

হরিদ্রাবর্ণ, জ্বালাকর শ্বেতপ্রদর।

যোনিমধ্যে যেন ক্ষতবৎ জ্বালা।

২৪ গর্ভাবস্থা।—আসন্ন গর্ভস্রাব, তৎসহ কাল রক্তস্রাব।

প্রসববেদনা আক্ষেপিক ও কষ্টদায়ক; পদদ্বয় বহিয়া ছিন্নকর বেদনা।

জরায়ুমুখের (অসের) অনম্যতা; বেদনা সহ্য করিতে পারে না।

বালুকাস্বড়ির ন্যায় (৪ এর মত) সঙ্কোচন; তৃষ্ণাতুর; নূতন পরিষ্কার বাতাসের ইচ্ছা; অস্থির।

সূতিকাক্ষেপ, ক্রোধের পরে।

প্রসবান্তিক বেদনা (ভেদালির ব্যাথা) অত্যন্ত কষ্টকর।

প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব (লোকিয়া) রুদ্ধ, তৎপরে উদরাময়, পেটবেদনা ও দন্তশূল।

অত্যন্ত উত্তাপ, উদ্বেগ, মূর্চ্ছার সম্ভাবনা, গণ্ড রক্তবর্ণ বিশেষতঃ একগণ্ড; পূঁজোৎপত্তি; প্রসবান্তিক পেরিটোনাইটিস।

স্তনযুগল শক্ত ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত; তৎসহ আকৃষ্টবৎ বাতের বেদনা; খোলাবায়ু ও রাত্রিতে বৃদ্ধি।

চুচুক প্রদাহিত ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত; শিশুর স্তন স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

২৫ লেরিংক্স।—লেরিংস্কে শক্ত শ্লেষ্মা থাকায় স্বরভঙ্গতা, উহা সজোরে কাসিলে তবে কেবল দূরীভূত হয়।

ট্রেকিয়ায় সর্দ্দিজ স্বরভঙ্গতা, তৎসহ অক্ষিপুটের শুষ্কতা।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—কষ্টদায়ক, যেন বক্ষ সম্পূর্ণ প্রশস্ত নহে।

হ্রস্ব, তৎসহ ঘড় ঘড় শব্দ।

শ্বাসরোধের আশঙ্কা, হামের উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়া বশতঃ।

শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, গলার সম্মুখে ঠিক মধ্যস্থলের গর্ত্তে সঙ্কোচন বোধ, তৎসহ সদত কাসিবার প্রবৃত্তি।

হাপানির আক্রমণ, বাহ্যিক বোধ হয় বায়ুসঞ্চয় বশতঃ জন্মিয়াছে, মস্তক পশ্চাতে বক্র করিলে উপশম; শীতল বায়ুতে, এবং শীতল জল পান করিয়া উপশম; শুষ্ক বায়ু ও উষ্ণ খাদ্য হইতে বৃদ্ধি।

২৭ কাসী।—ট্রেকিয়ায় শ্লেষ্মাবশতঃ স্বরভঙ্গতা ও ঘড় ঘড় শব্দ, বিশেষতঃ শীতকালে।

রাত্রিকালে বায়ুপথের খুব নিম্নে উত্তেজনাবশতঃ কাসী। প্রায় মধ্য-

রাত্রিতে কাসীর আক্রমণ, তৎসহ বোধ হয় গলমধ্যে কি একটা উঠিতেছে, যেন শ্বাসরোধ হইবে।

কাসী বিশেষতঃ রাত্রিতে, তৎসহ শক্ত, পিচ্ছিল গয়ার, তাহার আস্বাদ তিক্ত।

কাসী, দিবসে গয়ার উঠে, রাত্রিতে উঠে না।

গয়ার রক্তযুক্ত, কাল, সংযত।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষের উর্দ্ধাংশে সঙ্কোচন বোধ।

কাসিতে বক্ষ বেদনাযুক্ত।

উদর হইতে বক্ষের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত সূচীবেধ চিড়িকমারিয়া উঠে, যেন আধ্মানবশতঃ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎকম্পন ও ভ্রমি।

নাড়ী ক্ষুদ্র, কিন্তু দ্রুতগতি, প্রায়ই বিষম, এবং তৎপরে কিয়ৎক্ষণের জন্য দুর্ব্বল।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—পৃষ্ঠদেশে আকৃষ্ট বেদনা।

কটিদেশে বেদনা, বিশেষতঃ রাত্রিতে।

কটি ও পৃষ্ঠদেশের পেশীসমূহে মুষ্ট্যাঘাতবৎ অনুভব।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বাহুদ্বয়ে বেদনা, অতি সামান্য মাত্র সঞ্চালন সহ্য করিতে পারে না।

অঙ্গুলিসন্ধি সমূহ লালবর্ণ ও স্ফীত।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বাম ইস্কিয়াম হইতে গোড়ালির অস্থি ও পায়ের তলা পর্য্যন্ত অতিপ্রবল আকৃষ্ট, ছিন্নকর বেদনা, তৎসহ মাংসপেশী সমূহের খিলধরাবৎ টানিয়া ধরা।

উদর হইতে নিম্নে পদদ্বয় পর্য্যন্ত ছিন্নকর বেদনা। ২৩, ২৪ দেখ।

পায়ের ডিমে খিলধরা।

পদদ্বয়ে ভার ও অলসতা বোধ।

রাত্রিতে পায়ের তলায় জ্বালা; পা শয্যা হইতে বাহির করিয়া দেয়।

৩৪ সাধারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি।—অস্থিবেষ্টক ঝিল্লিতে বেদনা, তৎসহ পাক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে আকৃষ্ট ও ছিন্নকর বেদনা, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

সন্ধিসকল টাটানি, যেন ঘৃষ্ট ও শ্রান্তবৎ, হস্তপদে কোন শক্তি নাই।

সন্ধিসমূহে খট্ খট্ শব্দ, বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গের, তৎসহ সেই স্থলে বেদনা, যেন ঘৃষ্টবৎ।

সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে কামড়ানি (aching), তৎসহ অলসতা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—শুইয়া পড়িতে প্রবৃত্তি।

সঞ্চালন : ৩২, ৩৩। নিদ্রা হইতে উঠা : ১; শয্যা হইতে : ২। শয্যায় উঠিয়া বসিলে : ২। শয়ন : ৫। পশ্চাতে বক্র হয় : ৩৬।

৩৬ স্নায়ু।—শিশু শক্ত হইয়া উঠে এবং পশ্চাতে বক্র হইয়া পড়ে, কোলে লইতে গেলে লাথি মারে, অপরিমিত চীৎকার করে, এবং সমস্ত দ্রব্য ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়।

শিশুদিগের আক্ষেপ :—পদদ্বয় একবার তুলে, একবার নামায়, হাতদিয়া ধরিয়া মুখে দেয়, মুখ পাশাপাশি বক্র, চক্ষু একদৃষ্টি।

সাধারণ দুর্ব্বলতা, ভ্রমি।

৩৭ নিদ্রা।—হাঁইতোলা ও আড়ামুড়ি ভাঙ্গা।

নিদ্রা, তৎসহ অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষু; নিদ্রালু কিন্তু নিদ্রা যাইতে পারে না।

রাত্রিতে নিদ্রাহীন ও অস্থির।

নিদ্রাকালে :—কোঁথায়; কান্দে; চমকাইয়া উঠে, চীৎকার করে, ছট ফট করে ও কথা কহে।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ২,৫। পূর্ব্বাহ্ণ : ৩। অপরাহ্ণ : ১, ১২। সন্ধ্যাকাল : ৩। রাত্রি : ১, ১০, ১৬, ২৪, ২৭, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৪৬। মধ্যরাত্রি : ২৭। দিবা : ২৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণতা : ১৯; শয্যায় : ১০। শুষ্ক বায়ু : ২, ৬। শীতলবায়ু : ২৬, ৪০; সরস : ৫। খোলাবায়ু : ১০, ২৪। শীতকাল : ২৭। অনাবৃত : ৪০। গৃহ : ১০।

উত্তাপে বেদনা বর্দ্ধিত হয়।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—তৃষ্ণাসহ শীতলতা।

শীত ও কম্প, সাধারণতঃ কেবল একাঙ্গের, তৎসহ অন্য অঙ্গের উষ্ণতা।

সর্ব্বাঙ্গের শীত ও শীতলতা, তৎসহ মুখমণ্ডলের উষ্ণতা ও উষ্ণ শ্বাসবায়ু।

পশ্চাৎভাগে শীত ও সম্মুখভাগে উত্তাপ, কিম্বা তদ্বিপরীত।

উত্তাপের সহিত পর্য্যায়ক্রমে, অল্প অল্প কম্প, কম্প পৃষ্ঠ ও উদর বহিয়া উঠে। অনাবৃত হইলে এবং শীতলবায়ু হইতে কম্প।

উত্তাপ ও কম্প বিমিশ্রিত, প্রায়ই একগণ্ড রক্তবর্ণ ও একগণ্ড পাণ্ডুবর্ণ।

অতি সামান্য আবৃত স্থানে জ্বালাকর উত্তাপ, যখন অনাবৃত থাকে তখন উহা প্রায় শীতল।

দীর্ঘস্থায়ী উত্তাপ, তৎসহ প্রবল তৃষ্ণা ও নিদ্রাকালে পুনঃ পুনঃ চম-কাইয়া উঠে।

নিদ্রাকালে ঘর্ম্ম, প্রধানতঃ মস্তকে, প্রায়ই অম্ল গন্ধযুক্ত, এবং তৎসহ চর্ম্মোপরি জ্বালানুভব।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ১৮। বাম : ৩, ৬, ৮, ১০, ১৮, ৩৩।

ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে : ২৪, ৩৩। নিম্নহইতে ঊর্দ্ধে : ২৮। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে : ২৩।

৪৩ অনুভব।—পাক্ষাঘাতিক অনুভব সকলের সঙ্গে আকৃষ্ট বা ছিন্নকর বেদনা বর্ত্তমান থাকে।

৪৪ তন্তু।—পৈশিক বা গাঁইটের বাত, তৎসহ অত্যন্ত স্নায়বীয় উত্তেজন-শীলতা।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি।—স্পর্শ : ১৯, ২৪, ৪৬।

কোলে লইয়া বেড়াইতে বলে : ১।

▌যে ক্ষতে পুঁজ জন্মে (বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ব্যবহার)।

৪৬ চর্ম্ম।—অস্বাস্থ্যসূচক, প্রত্যেক আঘাতেই আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে পুঁজ জন্মে।

উদ্ভেদ শুকাইতে বিলম্ব হয়।

গণ্ডোপরি লালবর্ণ উদ্ভেদ।

চর্ম্মের প্রদাহ সম্ভাবনা।

ক্ষতে রাত্রিতে জ্বালাকর বেদনা, তৎসহ স্পর্শে বেদনাদায়ক অতি চৈতন্যাধিক্যতা।

কণ্ডূয়নযুক্ত ফুস্কুড়ি মামড়ী দ্বারা আবৃত, এবং ক্ষতের চতুর্দ্দিকে ক্ষত হয়।
ঘর্ম্মযুক্ত স্থানের প্রবল চুলকানি।
চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ, কামলারোগগ্রস্ত।

৪। অবস্থা।—শিশুগণ। স্নায়বীয় (বায়ুপ্রধান), উত্তেজনশীল প্রকৃতি।
প্রৌঢ়গণ; এমন কি বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ যাহাদের গেঁটে বাতের কিম্বা বাতের ধাতু আছে।

৫। সম্বন্ধ।—ক্যামমিলার প্রতিবিষ :—একো, এলুমি, বোরা, ক্যাম্ফ, ককু, কফি, কলো, ইগ্নে, নক্সভমি, এবং বিশেষতঃ পলসা।
সদৃশ:—টারাক্সেকামের ১১ দেখ; হেপার ও ক্যালেণ্ডুলার (পুঁজোৎপত্তি)।
ক্যামমিলা প্রতিষেধ করে :—কফি, ওপি।
ক্যামমিলা ম্যাগনেসিয়ার কার্য্যাবশপূরক।

ক্যাম্ফোরা।

(কর্পূর)

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—স্মরণ শক্তি বিলুপ্ত।
প্রলাপযুক্ত নিদ্রা, তৎসহ রাত্রিতে অল্প অল্প জ্বর।
একাকী থাকিতে ভয়, বিশেষতঃ রাত্রিতে।
মানসিক উত্তেজনশীলতা।

২ চৈতন্য।—লঘু অনুভব হয়, যেন মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া নাই।
মাথাঘোরা :—পুনঃ পুনঃ স্বল্পস্থায়ী আক্রমণ; বিবমিষা ও কাঠবমির পরে; এবং মস্তকের ভার, অবনত হইলে বৃদ্ধি।
ভ্রমণকালে পা কাঁপে।
মাতালের ন্যায় টলিতেথাকে।
সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি বিলুপ্ত, এমন কি স্পর্শশক্তি।
সূর্য্যোত্তাপ লাগার হেতু তাপাঘাত বা মস্তিষ্কের প্রদাহ।

নিদ্রাদোষযুক্ত। ভ্রমি। সংন্যাস।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকে রক্তাগম, তৎসহ মস্তকের ভারবোধ; বাহিক চাপ দিলে উপশম।

কপালে মাথাধরা; বাম পার্শ্বের মাথাধরা।

নাড়ীর স্পন্দনের সহিত সমকালিক মস্তিষ্ক (সেরিবেলাম) মধ্যে মুদ্গরাঘাতের ন্যায় দপদপানি; মস্তক উষ্ণ, মুখমণ্ডল লালবর্ণ, হস্তপদাদি শীতল, দাঁড়াইলে উপশম। প্রধানতঃ ঐ সকল ব্যক্তির যাহাদের স্বাভাবিক স্ত্রীসহবাস বন্ধ হইয়াছে।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তকের আক্ষেপিক সঞ্চালন, অল্পবয়সে পক্বকেশ।

৫ চক্ষু।—দ্রব্যসকল অতি উজ্জ্বল দেখায়, সেই সময়ে কাল কাল দাগও দেখা যায়।

ধূমের সহিত পর্য্যায়ক্রমে উজ্জ্বল অগ্নিশিখা ও অগ্নিবৎ চক্র দৃষ্ট হয়।

চক্ষু স্থির, একদৃষ্টি, ঊর্দ্ধদৃষ্টি বা বহির্দৃষ্টি।

চক্ষু প্রথমে মুদিত, এবং পরে একদৃষ্টি, ঊর্দ্ধনেত্র।

অক্ষিতারকা সঙ্কুচিত, অনড়।

পুরাতন চক্ষুপ্রদাহ।

চক্ষু সূর্য্যালোকে কষ্টবোধ হয়।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে সংগীত, ঘণ্টাশব্দ কিম্বা ভন্ ভন্ শব্দ।

কর্ণপত্র উষ্ণ ও লালবর্ণ।

কর্ণের চতুর্দ্দিকে হরিদ্রাবর্ণ ফোস্কা, তৎসহ মুখমণ্ডলের বিসর্প।

৭ নাসিকা।—হঠাৎ বায়ু পরিবর্ত্তন হেতু সরস প্রতিশ্যায়, তৎসহ মাথাধরা।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল:—লালবর্ণ, তৎসহ দেহের উষ্ণতা; নীলাভ, মৃতবৎ; পাণ্ডুবর্ণ, বিকৃত ও অন্তঃপ্রবিষ্ট; শীতল।

একদৃষ্টি, জ্ঞানহারা চেহারা।

বমনসহ মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম।

বিসর্পযুক্ত লালবর্ণ গণ্ডদ্বয় ও কর্ণপত্রদ্বয়।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—চোয়াল আটকাইয়া যাওয়া, তৎসহ মুখমণ্ডলের শীতলতা ও পাণ্ডুবর্ণ।

মুখে ফেনা উঠে।

১০ দন্ত।—দন্ত অতি লম্বা অনুভব হয়; কর্ত্তনকর বেদনাযুক্ত দন্তশূল।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—তীক্ষ্ণ।

খাদ্য তিক্ত লাগে, রুটী অপেক্ষা মাংস অধিকতর তিক্ত।

বাক্যকথন:—ক্ষীণ, ভগ্ন, স্বরভঙ্গবিশিষ্ট।

জিহ্বা:—শীতল।

১২ মুখমধ্য।—লালা জলবৎ।

মুখমধ্যে শীতলতা।

১৩ গলমধ্য।—উত্তাপ:—কঠিন তালুতে; গলমধ্যে; অন্ননলীতে।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই।

পানে আরাম হয় বটে কিন্তু তৃষ্ণা নাই।

জ্বালাকর তৃষ্ণা, অধিক পরিমাণে পান করে তথাপি উপশম হয় না।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—পাকাশয় হইতে ভুক্ত পদার্থ গলা বহিয়া মুখমধ্যে উঠে।

বমন:—পিত্তযুক্ত; কিঞ্চিৎ রক্ত; প্রধানতঃ অম্ল।

পুরাতন প্রাতঃকালিক বমন, তিক্ত শ্লেষ্মার।

জলবৎ, পিচ্ছিল বমন। *গ্রীষ্মকালিক উদরাময়।

বমনের পর শীতলতা।

বিবমিষা ও বমনের অভাব; শরীর বরফবৎ শীতল। *ওলাউঠা।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে উত্তাপানুভব।

পাকাশয়ে শীতলতা।

অন্ননলী ও পাকাশয়ে যন্ত্রণা ও জ্বালা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতের সম্মুখাংশে কামড়ানি (aching)।

উভয় হাইপোকণ্ড্রিয়াতে কামড়ানিসহ চাপবোধ।

১৯ উদর।—উপর ও নিম্ন উদরে শীতলতা, তৎপরে তথায় জ্বালাকর উত্তাপ।

২০ মল, ইত্যাদি।—সর্দ্দি লাগার পরে কর্ত্তনবৎ বেদনা, তৎসহ পাতলা, কৃষ্ণবর্ণ মলত্যাগ।

চাউল ধোয়া জলের ন্যায় মল। *গ্রীষ্মকালিক উদরামায়।

উদরাময়, অত্যন্ত শয্যাশায়ীতা, শীতল দেহ তথাপি আবৃত হইতে চাহে না।

উদরাময়, তৎসহ শূলবেদনাবৎ বেদনা, তৎসহ শীত শীত বোধ এবং শীতল বায়ুতে চৈতন্যাধিক্যতা।

সকল প্রকার স্রাব অনুপস্থিত ; শরীর বরফবৎ শীতল। *ওলাউঠা।

সরলান্ত্রের ক্রিয়ার অভাবজনিত কোষ্ঠবদ্ধ।

মলত্যাগের বেগ, এবং অতি সামান্য স্রাব।

২১ মূত্র।—মূত্র :—স্বল্প, পুনঃ পুনঃ নহে ; ফোটা ফোটা ; জ্বালাকর ; হরিদ্রাভ সবুজ, ঘোলা ; শোথরোগে লালাভ। ২৩ দেখ।

মূত্রত্যাগের নিস্ফল বেগ।

মূত্রাবরোধ (retention), মূত্রকৃচ্ছ্রতা (strangury)।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছার অভাব, তৎসহ ঐসমস্ত স্থানের দুর্ব্বলতা ; লিঙ্গোত্থানের অভাব ; অণ্ডকোষদ্বয় শ্লথ ; ধ্বজভঙ্গ।

কর্ডি (লিঙ্গোচ্ছ্বাস)।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তবস্রাব বর্দ্ধিত।

জরায়ুর শোথ ; লালবর্ণ, কখন কখন সবুজাভ মূত্র, ঘন অধঃক্ষেপ অধঃপতিত হয় ; মূত্রাশয় প্রায় পক্ষাঘাতবিশিষ্ট হওয়ায় মূত্র ধীরে ধীরে বহির্গত হয়, দেহ শীতল।

২৪ গর্ভাবস্থা।—প্রসববেদনা :—দুর্ব্বল বা স্থগিত হইয়া আইসে ; আবৃত হইতে চাহে না, অস্থির ; চর্ম্ম শীতল।

স্তনে পূঁজোৎপত্তি ; চুচুকোপরি সূক্ষ্ম হুলবেধ।

সদ্যজাত শিশু :—উদর ও উরুর চর্ম্মে শক্ত স্থান সকল, দ্রুত বর্দ্ধিত ও আরও শক্ত হয় ; কখন কখন গভীর আরক্তিমতা সমগ্র উদর ও উরুর উপরে বিস্তৃত হয় ; প্রবল জ্বর, তৎসহ চমকাইয়া উঠা ও ধনুষ্টংকারের আক্ষেপ, তৎসহ দেহ পশ্চাতে ধনুকবৎ বক্র হয়।

২৫ লেরিংক্স।—স্বর :—ভঙ্গ ; গম্ভীর ; দুর্ব্বল।

ট্রেকিয়ার গভীরস্থানে কর্ত্তন ও শীতলতা অনুভব হয়, তাহাতে অল্প অল্প কাসী হয়।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—নিঃশব্দ ; গভীর ও ধীর ; কষ্টকৃত ও ধীর ; উদ্বেগপূর্ণ।

শ্বাসরোধ ও কষ্টবোধ।

হাঁপানি, শারীরিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি।

তরুণ উদ্ভেদসহ উষ্ণশ্বাস।

শীতল শ্বাস।

২৭ কাসী।—পূর্ব্বাহ্নে শুষ্ক কাসী।

ঘামের পরে স্বরভঙ্গতা সহ প্রবল শুষ্ক কাসী।

প্রত্যেক নিশ্বাস গ্রহণে কাসী আরম্ভ হয়।

২৮ ফুসফুস।—বায়ুপথে শ্লেষ্মা।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, যখন আক্রমণাবস্থায় রোগী ঠাণ্ডা ও শীত শীত অনুভব করে, দেহ মন উভয়ই যখন অবসাদযুক্ত বোধ হয়।

সূচীবেধ :—স্কন্ধদ্বয় হইতে বক্ষমধ্যে ; ভ্রমণকালে বক্ষের বামপার্শ্বে।

শীতলতা অনুভব পাকাশয় গহ্বর হইতে সমগ্র ষ্টার্ণামের উপর বিস্তৃত হয়।

বক্ষের রক্তাধিক্যতা।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—উদ্বেগসহ সকম্পন হৃৎকম্পন।

হৃৎকম্পন :—হঠাৎ শ্বাসকষ্ট সহ ; তৎসহ মুখমণ্ডল, হস্তপদাদি ও দেহ শীতল ; তৎসহ মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ও দেহ শীতল ; আহারান্তে ; ভ্রমণান্তে।

নাড়ী :—পূর্ণ ; ক্ষীণ ; অনুভূত হয় না।

হৃৎপিণ্ড হইতে দূরবর্ত্তী স্থানসমূহে রক্তসঞ্চালনের হ্রাস।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম গ্রীবা দেশীয় কশেরুকায় বেদনা ; মস্তক সঞ্চালনে বৃদ্ধি ; সেই স্থানের উপর হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলে উপশম।

খোলাবায়ুতে ভ্রমণকালে গ্রীবার পার্শ্বে বেদনাবিশিষ্ট আকর্ষণ ও অনম্যতা।

ঠাণ্ডা অনুভব, কিম্বা পৃষ্ঠদেশে শীত শীত বোধ।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বাহুদ্বয় :—অনম্য ; শক্তিহীন।

দক্ষিণ কনুই সন্ধিতে বেদনাযুক্ত চাপবোধ, কনুয়ের উপর ভর দিলে হস্তপর্য্যন্ত প্রসারিত হয়।

হস্তদ্বয় :—কাঁপে ; শীতল ; নীলাভ।

অঙ্গুলিসকল অনম্য, প্রসারিত, বিকৃত।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিতম্ব, জানু ও গুল্‌ফ সন্ধিসমূহে খট্ খট্ শব্দ।

জানুদ্বয় যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে ; কাঁপে।

পায়ের ডিমে খিলধরা।

চরণোপরি, বিশেষতঃ তাহা সঞ্চালনে, আকৃষ্ট খিলধরাবৎ বেদনা।

ভ্রমণকালে বাম চরণের অঙ্গুলির অগ্রভাগে এবং নখের নিম্নে ছিন্নকর বেদনা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির শীতলতা, হস্তের অঙ্গুলিসমূহ আকৃষ্টবৎ বেদনা, পরে পায়ের অঙ্গুলিতে।

বাত বারম্বার প্রত্যাবর্ত্তন করে, এক এক বার এক এক অংশ আক্রমণ করে, এমন কি আভ্যন্তরিক যন্ত্র সমূহও আক্রান্ত হয়।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—প্রত্যেক সঞ্চালন : ৪০।

মস্তক সঞ্চালন : ৩১ ; বাহু : ৩১ ; পদদ্বয় : ৩৩। ভ্রমণ : ২, ২৮, ৩১, ৩৩। শারীরিক পরিশ্রম : ২৬। দণ্ডায়মান : ৩। অবনত : ২।

৩৬ স্নায়ু।—অসুখ বোধের আক্রমণ।

অত্যন্ত শয্যাশায়ীতা।

জাগরিতাবস্থায় সহজেই চমকাইয়া উঠে, এবং তৎপরে দপদপানি বা হৃৎকম্পন অনুভব করে।

নিদ্রাদোষ সহ শিশুদিগের আক্ষেপ ; উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়া হেতু।

আক্ষেপ, তৎসহ রক্তাল্পতা ; শীতলতা।

বাহু, হস্ত, চরণ ও নিম্ন চোয়ালের ধনুষ্টংকারবৎ আক্ষেপ ; দেহ শক্ত, তৎসহ অল্প পশ্চাতে বক্রতা।

মৃগীরোগের আক্ষেপ।

৩৭ নিদ্রা।—দিবসে নিদ্রালু।

নিদ্রা :—স্তম্ভনকর ; গভীর ; অশান্তিকর।

স্বপ্ন :—উদ্বেগপূর্ণ, ভয়প্রদ।

অনিদ্রা, পর্য্যায়ক্রমে কোমা।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ১৬। পূর্ব্বাহ্ণ : ২৮। রাত্রি : ১।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—সূর্য্য : ৫। খোলাবায়ু : ৫, ৩১।

শীতল বায়ু : ৪০। বায়ু পরিবর্ত্তন : ৭। আবৃত হইতে চাহে না : ২০, ৪৬।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সর্ব্বাঙ্গে বরফবৎ শীতলতা, তৎসহ মুখমণ্ডলের মৃতবৎ পাণ্ডুরতা।

গাত্রের অত্যন্ত শীতলতা কিন্তু তৎসঙ্গে বর্ণের কোনও পরিবর্ত্তন নাই, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অনাবৃত হইবার অত্যন্ত ইচ্ছা।

শীতল বায়ুতে শীত, শীতশীত বোধ ও চৈতন্যাধিক্যতা।

শীত, তৎসহ কম্প ; দন্তে দন্তে লাগিয়া শব্দ হয়।

শীত :—তৎসহ উদ্বেগ, অজ্ঞানতা সহ; তৎসহ মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ; তৎসহ আক্ষেপ।

শীতল, চট্‌ চটে দুর্ব্বলকারী ঘর্ম্ম।

৪১ আক্রমণ।—বাতের আক্রমণের হ্রাস হয়, উহা এক অংশ হইতে অপরাংশে গমন করে।

আক্রমণ হঠাৎ আইসে।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ১৮, ৩২, ৩৩। বাম : ৩, ৬, ২৮, ৩৩। উর্দ্ধ হইতে নিম্নে : ৩, ৩২। নিম্ন হইতে উর্দ্ধে : ২৮, ৩৩। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে : ৩১।

৪৩ অনুভব।—শরীরের সর্ব্বাঙ্গে শুষ্কতা অনুভব।

সর্ব্বাঙ্গে খিলধরা।

৪৪ তন্তু।—নীলিমাপ্রাপ্তি। বাহ্যিক অংশ সকল কাল হইয়া যায়।

আভ্যন্তরিক রক্তাধিক্যতা।

আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক অংশসমূহে খিলধরা।

সন্ধিসকল খট্‌খট্‌ শব্দ করে।

বাহ্যিক অংশ সমূহের শোথ, আভ্যন্তরিকের তদপেক্ষা অল্প।

গ্রন্থিসকল প্রদাহিত।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ১৭, ৩৬। চাপ : ৩, ৩১।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্মের শুষ্কতা, ঘর্ম্মের চিহ্ন মাত্র নাই।

রক্তযুক্ত ফোস্কা, বিসর্প। গলিতক্ষত।

হামের পরবর্ত্তী ফল সকল।

বসন্তের গুটিকা সকল হঠাৎ বসিয়া যায়।

হামের উদ্ভেদ বাহির হইতে বিলম্ব হয়; ধনুষ্টংকারযুক্ত কম্প; চর্ম্ম শীতল, নীলাভ; মূত্রকৃচ্ছ্রতা।

৪৭ অবস্থা।—খিট্‌খিটে, দুর্ব্বলকায়।

স্ক্রফুলাদূষিত শিশুগণের শরীরে ক্যাম্ফার অতি সহজেই ক্রিয়া প্রকাশ করে।

৪৮ সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ:—ওপি, ডল্কা।

ক্যাম্ফার প্রতিষেধ করে:—ক্যান্থা, কুপ্র, স্থইলা।

অধিকাংশ স্থলে কর্পূরের আঘ্রাণ লইলে রোগের উপশম ঘটে।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্বনিকা।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—বিস্মৃতি।

চিন্তা করিতে কষ্ট।

মদ্যপান করিবার জন্য উন্মত্ততা, তৎসহ অগ্নি, ইন্দুর, ছুঁচা ও হত্যা সম্বন্ধে প্রলাপ বকা।

সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে অপ্রবৃত্তি।

বিমর্ষতা ও বিষণ্ণতা; অশ্রুবারিযুক্ত।

সশঙ্কিত চিত্ত; যেন কোন দুর্ঘটনা অচিরাৎ ঘটিবে।

কাঁপিয়া উঠা ও ভয় যতই সন্ধ্যা নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে।

ভয় হয় পাছে তিনি জ্ঞান হারান; কিম্বা লোকে তাঁহারে মানসিক গোলমাল বুঝিতে পারে।

অত্যন্ত উদ্বেগ ও হৃৎকম্পন।

বিনা কারণে ক্রোধন স্বভাব; খিট্ খিটে ও একগুঁয়ে।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা:—খোলাবায়ুতে ভ্রমণকালে, যেন তিনি ঘুরিয়া

পড়িবেন, বিশেষতঃ মস্তক দ্রুত ফিরাইতে গেলে ; সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে গেলে ; প্রাতে বৃদ্ধি, তৎসহ বিবমিষা ও বমন ; উদরে রক্তাধিক্যতা ; হৃৎপিণ্ডের বাম ভেণ্টিকেলের বিবৃদ্ধি ; ঋতুরোধ ক্রমশঃ উপস্থিত হয়।

মস্তকে রক্তাগম, তৎসহ মুখমণ্ডলের উত্তাপ, আরক্তিমতা ও স্ফীতভাব; মদ্যপানে বৃদ্ধি ; প্রাতে জাগিবার সময়ে বৃদ্ধি ; মানসিক পরিশ্রমান্তে বৃদ্ধি।

মস্তকমধ্যে পূর্ণতা অনুভব ; মস্তকমধ্যে অলস ও বোকার ন্যায় ভাব।

কপালে ভার বোধ ; পড়িতে বা লিখিবার সময়ে বৃদ্ধি।

মস্তকাভ্যন্তর।—পুনঃ পুনঃ একপার্শ্বে মাথাধরা, সর্ব্বদাই তৎসহ অধিক শূন্য উদ্গার।

স্তম্ভনকারী, চাপযুক্ত কপালে কামড়ানি।

বামরগের উর্দ্ধে সূচীবেধযুক্ত মাথাধরা।

মাথাধরা অক্ষিপটে আরম্ভ হইয়া মস্তকশীর্ষ (ব্রহ্মরন্ধ্র) পর্য্যন্ত গমন করে, এত প্রবল যে বোধ হয় যেন তাঁহার (স্ত্রী) মস্তক ফাটিয়া যাইবে, এবং তিনি পাগল হইয়া যাইবেন।

প্রতি প্রাতে মস্তিষ্কের মধ্যভাগে দপদপকর মাথাধরা, সমস্ত দিন থাকে।

মাথাধরা :—সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে, কথাকহিতে, ভ্রমণকরিতে, সূর্য্যোত্তাপে কিম্বা সর্দ্দি লাগিলে বৃদ্ধি ; মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা (brain-fag) বশতঃ পুরাতন মাথাধরা ; কসিয়া বান্ধিলে, চক্ষু মুদিলে, শ্লেষ্মা ও পিত্ত বমন করিলে, শুইয়া পড়িলে অথবা শীতল হস্তদ্বারা চাপিয়া ধরিলে উপশম।

মস্তকমধ্যে ও উপরে বরফবৎ শীতলতা ; একপার্শ্বের শীতলতা ; রক্তাধিক্যতা পর্য্যায়ক্রমে বরফবৎ শীতল অনুভব।

ভারীদ্রব্য তুলিয়া, অথবা অন্যান্য পৈশিক ব্যায়াম বশতঃ মাথাধরা।

বহির্মস্তক —অসংযোজিত ব্রহ্মরন্ধ্র (open fontanelles) বৃহৎ মস্তক।

শাদাভ হরিদ্রাবর্ণ মস্তকের খুস্কি ; করোটীত্বক চৈতন্যাধিক ; মস্তকের পার্শ্বের কেশ শুষ্ক, পড়িয়া যায়, মস্তক শীতল অনুভব হয়।

কপালে ফুস্কুড়ি।

পুরু মামরী খুঁটিয়া তুলিলে রক্তপড়ে, অল্প চুলকায়।

হরিদ্রাবর্ণ পুঁজ সহ পুরু মামরী ; মুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

মস্তকোপরি বরফবৎ শীতলতা।

মস্তকশীর্ষে জ্বালা।

চক্ষু।—দূরদৃষ্টি (farsightedness)।

আলোকে চৈতন্যাধিক্যতা ; আলোকাসহ্যতা।

চক্ষুসম্মুখে ছায়াবৎ, পদার্থের একপার্শ্ব অস্পষ্ট করিয়া ফেলে।

চক্ষুসম্মুখে নৃত্যকারী তরঙ্গ সকল, উহা অত্যন্ত বিরক্তিকর।

চক্ষুপ্রদাহ :—ঠাণ্ডা লাগা বশতঃ ; বাহ্যিক পদার্থ চক্ষুমধ্যে পতন হেতু ; সদ্যজাত শিশুর ; স্ক্রফুলা দূষিত ব্যক্তির।

কর্ণিয়ার অসচ্ছতা, ক্ষত এবং আভ্যন্তরিক কোণে সূচীবেধ।

হুলবেধযুক্ত বেদনা ; বাতির আলোকে বৃদ্ধি।

চক্ষু ও চক্ষুর কোণে চুলকানি।

চক্ষুমধ্যে শীতলতা, উত্তাপ, এমন কি জ্বালা অনুভব।

অক্ষিপুটের স্ফীতভা ও আরক্তিমতা, তৎসহ অক্ষিপুটের রাত্রিকালীন সংযোজনা ; দিবসে পিচুটি পূর্ণ, তৎসহ উত্তাপ, জ্বালাকর বেদনা এবং অশ্রুস্রাব।

প্রত্যেক ঠাণ্ডা লাগানতে চক্ষু প্রদাহিত ও রক্তপূর্ণ হইয়া উঠে।

ল্যাক্রিম্যাল নলীর পুঁজযুক্ত নালী ঘা (fistula)।

কর্ণ।—শ্রবণশক্তির হ্রাস, এবং সবিরাম জ্বর কুইনাইন দ্বারা রুদ্ধ হইয়া গেলে যে শ্রবণশক্তির হ্রাস জন্মে।

কর্ণমধ্যে সঙ্গীত ধ্বনী, এবং গোঁ গোঁ বা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ।

চর্ব্বণকালে কর্ণমধ্যে খট্ খট্ শব্দ।

গলাধঃকরণকালে কর্ণমধ্যে এক প্রকার বিশেষ ও আশ্চর্য্য শব্দ।

কর্ণমধ্যে স্পন্দন বোধ।

বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক কর্ণের প্রদাহ ও স্ফীতভা।

কর্ণ হইতে পুঁজযুক্ত দুর্গন্ধ স্রাব।

কর্ণের পলিপাস।

কর্ণসম্মুখে স্ফীততা, স্পর্শে বেদনাবিশিষ্ট।

প্যারটিড গ্রন্থিসমূহের বেদনাবিশিষ্ট প্রদাহযুক্ত স্ফীততা।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তির হ্রাস।

নাসিকায় গোবর বা পচা ডিম্বের ন্যায় দুর্গন্ধ।

মাথাধরা সহ প্রবল সরস প্রতিশ্যায়।

প্রতিশ্যায় অথবা শুষ্ক প্রতিশ্যায় সহ পুনঃ পুনঃ হাঁচি।

নাসিকার শুষ্কতা, অথবা দুর্গন্ধ হরিদ্রাবর্ণ পুঁজদ্বারা অবরুদ্ধ।

সর্দ্দির লক্ষণসমূহের সহিত অত্যন্ত ক্ষুধা, নাসিকা হইতে রোগের উদরে সঞ্চারণ (metastasis), যথা, যেমন পেটবেদনা (colic) আরম্ভ হয় অমনি প্রতিশ্যায় স্থগিত হইয়া যায়।

টাটানিযুক্ত, ক্ষতযুক্ত নাসারন্ধ্রদ্বয়।

প্রাতে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

রাত্রিতে নাসিকা শুষ্ক ও অবরুদ্ধ, দিবসে উহা সরস ও খোলা।

নাসিকার পলিপাস (নাসা)।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল :—পাণ্ডুবর্ণ, স্ফীতভাব, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ মণ্ডলাকার দাগ : হরিদ্রাবর্ণ ; বৃদ্ধবৎ, কুঞ্চিত, দন্তোদ্গম বিলম্বিত।

মুখমণ্ডল অনুভব হয় যেন স্ফীত।

মৌখিক অস্থিসমূহে বিদীর্ণকর বেদনা।

জ্বালাকর বেদনাসহ গণ্ডদ্বয় ও কপালের উপর সরস, মামরীযুক্ত উদ্ভেদ (ফাট)।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ঠোঁট ও মুখমধ্যে উদ্ভেদ। ওষ্ঠের স্ফীততা ; প্রাতে। ঠোঁট ফাটা ; ঠোঁটের কোণ ক্ষতযুক্ত।

সবম্যাক্সিলারি গ্রন্থিসমূহের বেদনাযুক্ত স্ফীততা।

১০ দন্ত।—দন্তশূল:—শীতল জল পানান্তে, কিম্বা হাওয়া, কিম্বা ঠাণ্ডা লাগিয়া ; আকৃষ্ট, চিড়িকমারা বা বিদ্ধকর ; স্ত্রীলোকের ঋতুর সময়ে ও পরে ; গর্ভাবস্থায় ; উষ্ণ বা শীতল জল পান করিয়া বৃদ্ধি।

দন্ত বিশেষতঃ শীতলবায়ুতে চৈতন্যাধিক।

দন্ত হইতে দুর্গন্ধ।

মাড়ী বেদনাবিশিষ্ট; স্ফীত, রক্তস্রাবী।

কষ্টকৃত দন্তোদ্গম।

নিম্ন চোয়ালের দন্তের নালী (fistula)।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—অম্ল; তিক্ত; দুর্গন্ধ।

কষ্টকৃত, অস্পষ্ট বাক্যকথন; এবং র‍্যানুলারোগে।

জিহ্বা শাদা ক্লেদাবৃত।

রাত্রিতে জিহ্বার শুষ্কতা এবং প্রাতে জাগিলে পর।

সব্‌লিঙ্গুয়াল গ্রন্থিসমূহের স্ফীততা। র‍্যানুলা পীড়া; মুখমধ্যে জ্বালা।

জিহ্বাগ্রে জ্বালাকর বেদনা; উষ্ণ খাদ্য বা পানীয় হইতে বৃদ্ধি।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্য পিচ্ছিল; গণ্ডের ভিতর পার্শ্বে ও জিহ্বোপরি ফোস্কা।

গলিত ক্ষত, বিশেষতঃ দন্তোদ্গমকালে।

১৩ গলমধ্য।—তালু ও যুভুলা কিম্বা টন্সিলদ্বয়ের প্রদাহযুক্ত স্ফীততা, তৎসহ গলাধঃকরণকালে গলমধ্য যেন সঙ্কুচিত অনুভব হয়।

গলমধ্যে বেদনা কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়।

অন্ননলীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ডিম্ব খাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা; মদ্য, লবণ বা মিষ্টান্ন খাইতে ইচ্ছা।

প্রাতে রাক্ষসী ক্ষুধা।

ক্ষুধার অভাব; কিন্তু খাইতে আরম্ভ করিলে খাইতে ভাল লাগে।

মাংস খাইতে চাহে না; ধূমপানে অনিচ্ছা।

অত্যন্ত তৃষ্ণা।

১৫ পানাহার।—দুগ্ধ পানান্তে বিবমিষা ওঅম্লোদ্গার; মুখদিয়া জলউঠা।

ভোজনান্তে বিবমিষা সহ উত্তাপ ও আধ্মান; পাকাশয় ও উদরে বেদনা।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার:—ভুক্ত পদার্থের আস্বাদযুক্ত; তিক্ত; অম্ল; আস্বাদহীন তরল পদার্থের; খাদ্যের; জ্বালাকর।

জ্বালা গলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। *বুকজ্বালা।

বিবিমিষা :—প্রাতে ; দন্তোদ্গমকালে সন্ধ্যাগমে।

বমন :—অম্ল ; তিক্ত পিচ্ছিল পদার্থের ; যাহা ভুক্ত হইয়াছে ; কাল ; রক্তযুক্ত ; পুরু জমাট বান্ধা দুগ্ধের। *দন্তোদ্গম।

১৭ পাকস্থলী।—সন্ধ্যাকালীন আহারান্তে যেন একটা ভার বা প্রস্তর চাপান রহিয়াছে এইরূপ পাকাশয়ে চাপযুক্ত বেদনা ; সঞ্চালনে বৃদ্ধি ; চিৎ হইয়া স্থিরভাবে শুইয়া থাকিলে উপশম।

পাকাশয়-গহ্বর স্ফীত যেন একটা বাটী উপুড় করিয়া রাখা হইয়াছে ; চাপে বেদনাবিশিষ্ট।

পাকাশয়ে, বিশেষতঃ ভোজনান্তে, খাদ্য বমনসহ চাপযুক্ত, চিমটিকাটাবৎ কিম্বা আক্ষেপ সহকারে মুচড়াইয়া ধরা ও সঙ্কোচন বেদনা।

কোন কোন প্রকার পাকাশয়-শূল (gastralgia), তৎসহ অত্যন্ত যন্ত্রণা, তৎসহ পাকাশয়ে এক ভাবে স্থির ভারচাপান অনুভব।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—হাইপোকণ্ড্রিয়ার নিকট কসিয়া কাপড় পরা অসহ্য।

অনুভব হয় যেন হাইপোকণ্ড্রিয়ার নিম্নে একটা ফিতা বান্ধা, তৎসহ এপিগ্যাষ্ট্রিক প্রদেশে কম্পন ও দপদপানি।

উভয় হাইপোকণ্ড্রিয়াতে কসিয়া ধরা বোধ।

ভ্রমণকালে প্রতি পদবিক্ষেপে যকৃত প্রদেশে চাপবোধ।

অবনত হইলে বা পরে যকৃত প্রদেশে সূচীবেধ।

১৯ উদর।—উদর অধিক পূর্ণ (স্ফীত) ; শক্ত।

‖ পিত্তাশ্মরী নির্গমনকালে বেদনা উপশম করে।

উরুদ্বয়ের শীতলতা সহ, অন্ননলী মধ্যে পুনঃ পুনঃ অতি প্রবল খিলধরা, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকাল ও রাত্রিতে।

উদরমধ্যে চাপ কিম্বা ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে চাপ, অথবা সম্মুখ হইতে পশ্চাতে চাপ অনুভব।

পেরিটোনাইটিস (অন্ত্রাবরক ঝিল্লি প্রদাহ) যখন ঠাণ্ডা প্রয়োগে বেদনা উপশমিত হয়।

উদরমধ্যে শীতলতা অনুভব।

শিশুদিগের মেসেণ্টারিক গ্রন্থিসকল স্ফীত ও শক্ত।

আবদ্ধ আধ্মান।

উদরমধ্যে নাভিপ্রদেশের নিকট মোচড়ানি বেদনা।

উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে আধ্মান ও গড় গড় ডাকা।

বঙ্ক্ষণ গ্রন্থিসমূহের স্ফীততা ও বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—সরলান্ত্রে কীটসঞ্চারণবৎ, যেমন কৃমি হইতে।

সমস্ত বৈকাল সরলান্ত্রে খিলধরা, মোচড়ানি ও সূচীবেধ; তৎসহ অত্যন্ত উদ্বেগ, বসিতে পারে না, কেবল হাঁটিয়া বেড়াইতে হয়।

মল :—পুনঃ পুনঃ, প্রথমে শক্ত, পরে নরম, তৎপরে তরল মল; পাতলা, দুর্গন্ধযুক্ত, যেন পচা ডিম্বের ন্যায়; হরিদ্রাভ, ধূসরবর্ণ, কিম্বা কর্দ্দমবৎ মল; শাদাটে, জলবৎ, দিবসের শেষভাগে বৃদ্ধি, প্রায়ই তাহাতে অম্ল গন্ধ; অজীর্ণ দ্রব্যসংযুক্ত, কঠিন।

কোষ্ঠবদ্ধ, মল বৃহৎ ও কঠিন; তাহাতে অজীর্ণ ভুক্ত পদার্থ থাকে; প্রায়ই তৎসহ পিচ্ছিল আম থাকে।

শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালে মল খড়ির মত দেখায়।

সরলান্ত্র হইতে রক্তস্রাব।

সরলান্ত্র হইতে রস নিঃসরণ, মাছধোয়া জলের মত গন্ধ।

অর্শ বাহির হয়, ভ্রমণকালে বেদনাবিশিষ্ট, বসিয়া থাকিলে উপশম, মলত্যাগকালে বেদনা বোধ হয়; প্রচুর রক্তস্রাব হয়।

মলত্যাগের পর কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত সরলান্ত্রে তীব্র কামড়ানি ও চিড়িক-মারা বেদনা।

সরলান্ত্রের নিম্নাংশে ভার বোধ।

সূত্রকৃমি; শয়নকাল হইতে কণ্ডূয়ন আরম্ভ হয়, এবং কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত অত্যন্ত কষ্টকর থাকে।

জ্বালা :—সরলান্ত্রে; মলদ্বারে।

পাতলা মলত্যাগ কালেও অর্শ বেদনাবিশিষ্ট বোধহয়; ভ্রমণকালে অর্শ প্রায়ই বেদনাযুক্ত।

উদরাময় ও পাকাশয়ে অম্ল হওয়া, এবং সরলান্ত্রস্খলনের সম্ভাবনা

(প্রবণতা); এই সমস্ত ফুসফুসে গুটিকোষ্ঠেদের (টুবার্কু-লোসিসের) পূর্ব্বলক্ষণ।

২১ মূত্র।—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব; রাত্রিতেও।

মূত্র:—অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, অধঃক্ষেপ নাই, দুর্গন্ধ, তৎসহ শাদা অধঃক্ষেপ রক্তযুক্ত।

মূত্ররোগ সমূহ, পদদ্বয় জলে ভিজিয়া।

শিশ্নের সীমান্তভাগে জ্বালা।

প্রস্রাবত্যাগকালে প্রস্রাবপথে জ্বালা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রাত্রি ৩টার সময়ে মৈথুনেচ্ছা অত্যন্ত বর্দ্ধিত। প্রবল মৈথুনেচ্ছা, তৎসহ লিঙ্গোত্থান বিলম্বিত, এবং সঙ্গমকালে অতিশীঘ্র রেতস্খলন; রেতঃস্রাব কালে জ্বালা ও হূলবেধ।

স্বপ্নদোষ, তাহাতে দেহ ও মন দুর্ব্বল হয়।

মেঢ্রত্বক এবং মূত্রদ্বারের মুখের প্রদাহ, তৎসহ লিঙ্গমুণ্ডের নিম্নে অল্প; অল্প হরিদ্রাবর্ণ পুঁজ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, তৎসহ বয়ঃসন্ধিসময়ে শ্বেতপ্রদর।

ঋতু:—অতি আগাইয়া; অতি দীর্ঘস্থায়ী; অতি প্রচুর।

মানসিক উত্তেজনা বা বিরক্তি জনিত দুই ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়ে রক্তস্রাব।

মেম্ব্রেনাস ঋতুশূল।

ঋতুরোধ:—যাহাদের রক্তপূর্ণ ধাতু; জলে দাঁড়াইয়া কাজ করিয়া।

ঋতুর পূর্ব্বে স্তনদ্বয়ের স্ফীততা ও বেদনা।

জরায়ুমুখে (অসে) হূলবেধ।

যোনি-মধ্যে কামড়ানি (aching)।

কণ্ডূয়ন, জ্বালাসহ দুগ্ধবৎ শ্বেতপ্রদর।

জননযন্ত্র মধ্যে জ্বালাকর টাটানি।

অধরে অতি প্রবল কণ্ডূয়ন ও টাটানি।

জননযন্ত্রসমূহে প্রদাহ ও স্ফীততা।

অতি ন্যায়ানুবন্ধজ জরায়ু অতি সহজেই স্থানচ্যুত হয়।

যোনিওষ্ঠের কিনারায় হুলবেধযুক্ত, জ্বালাকর গুটিকা।
যোনিওষ্ঠের নিকট অধিক ঘর্ম্ম।

১৩ গর্ভাবস্থা।—গর্ভস্রাব।
বন্ধ্যাত্ব যখন ঋতু অতি আগাইয়া ও প্রচুর হয়।
গর্ভাবস্থায় হাঁটিলে অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ, পেলভিসে খঞ্জতা অনুভব বশতঃ শ্রান্তি বোধ।
টাকপড়া, বিশেষতঃ সূতিকাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের।
লোকিয়া দীর্ঘস্থায়ী, কিম্বা দেখিতে দুগ্ধবৎ।
স্তনদ্বয় স্ফীত (পূর্ণ), কিন্তু দুগ্ধ অতি অল্প।
দেখিতে সুস্থকায় রমণীগণ, তাহাদের স্তনে দুগ্ধ অতি অল্প, তাহাদের সন্তান উদরাময় বা আক্ষেপ, কিম্বা মস্তিষ্কোদকরোগ হইয়া অত অল্প বয়সেই মরিয়া মরিয়া যায়।
স্তনদ্বয় স্ফীত, স্পর্শে বেদনাযুক্ত; ছুরিকাদ্বারা কর্ত্তনবৎ বেদনা।
চুচুকোপরি ক্ষত; স্পর্শে বেদনাযুক্ত।
শিশুর মস্তকোপরি আচিল ও শিরাস্ফীতিযুক্ত উচ্চতা।
শিশুদিগের পৈশিক দুর্ব্বলতা।

২৫ লেরিংক্স।—শুইলে সন্ধ্যাকালে লেরিংক্সমধ্যে শিশ্ দেওয়াবৎ শব্দ।
লেরিংক্সমধ্যে কর্কশতা বা ক্ষতবৎ।
প্রাতে বেদনাশূন্য স্বরভঙ্গতা; স্বরভঙ্গ, যেন লেরিংক্স শ্লেষ্মাদ্বারা আবৃত।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—পুনঃ পুনঃ গভীর নিশ্বাস লইবার আবশ্যকতা।
অতি সামান্য মাত্র উচ্চে আরোহণ করিতে শ্বাসের হ্রস্বতা উপস্থিত হয়।
হাপানি :—অতি প্রত্যূষে; মাংসপেশী শক্ত নহে; গলমধ্যে ও ফুসফুসে ধুলা পড়ার ন্যায় অনুভব।

২৭ কাসী।—শুষ্ক, বিশেষতঃ রাত্রিতে; প্রবল, প্রথমে শুষ্ক, পরে প্রচুর লবণাক্ত গয়ার, তৎসহ বেদনা, যেন লেরিংক্স হইতে কিছু ছিঁড়িয়া গিয়াছে; তৎসহ বক্ষে ঘড় ঘড় শব্দ, ও হরিদ্রাভ গয়ার উঠে।
কাসী প্রথম নিদ্রার পরে, রাত্রিতে শুষ্ক, দিবসে সরল ও প্রচুর শ্লেষ্মা উঠে।

গয়ারে গচা গন্ধ; কিম্বা কালীর ন্যায় আস্বাদ।

গুড় গুড় করিয়া কাসী, যেন গলমধ্যে পালক রহিয়াছে।

গলমধ্যে যেন একটা দলা রহিয়াছে এইরূপ অনুভব বশতঃ কাসী, ঐ দলা গলমধ্যে উপরে উঠে ও নিম্নে নামে।

কাসী উত্তেজিত হয়:—নিশ্বাস গ্রহণে; পিয়ানো বাজাইলে; আহার করিলে।

গয়ার:—শ্লেষ্মার, তাহাতে ঈষৎ মিষ্টাস্বাদ; রক্তের পুঁজযুক্ত শ্লেষ্মা, তাহা জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায়।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষে কষ্ট বোধ, যেন অতি পূর্ণ।

বাম বক্ষে নিশ্বাস গ্রহণে সূচীবেধ; ফুসফুস হইতে বরাবর মধ্য দিয়া পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত কর্ত্তন বোধ।

সঞ্চালনকালে বক্ষমধ্যে ও বক্ষের পার্শ্বদ্বয়ে সূচীবেধ; গভীর নিশ্বাস গ্রহণে, এবং আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে।

বক্ষমধ্যে টাটানি বেদনা, নিশ্বাস গ্রহণকালে বৃদ্ধি।

বক্ষমধ্যে অধিক শ্লেষ্মা।

দক্ষিণ ফুসফুসের মধ্যভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আক্রান্ত।

ফুসফুসমধ্যে বিদ্রধি (এব্‌সেস) জন্মিতেছে।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎকম্পন, তৎসহ উদ্বেগ; রাত্রিতে, কিম্বা ভোজনান্তে।

সকম্পন হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, আহারান্তে বৃদ্ধি, রাত্রিতে, যন্ত্রণাসহ।

নাড়ী পূর্ণ ও বর্দ্ধিতগতি, প্রায়ই কম্পবান।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষ স্পর্শে এবং নিশ্বাস গ্রহণে বেদনাযুক্ত ও চৈতন্যাধিক, বক্ষোপরি কণ্ডূয়ন।

স্তনগ্রন্থিসমূহে যেন পাকিবে এইরূপ বেদনা, বিশেষতঃ স্পর্শ করিলে।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থিসমূহের কঠিন স্ফীততা।

গ্রীবার কেশের কিনারার নিকটে গ্রন্থিসমূহের বেদনাশূন্য স্ফীততা।

গ্রীবা অনম্য, তৎসহ গ্রীবা সঞ্চালনকালে স্কন্ধদ্বয় পর্য্যন্ত প্রসারিত বেদনা।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশের কশেরুকাসমূহের স্ফীততা ও বক্রতা।

স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তীস্থানে কীটসঞ্চারণবৎ বেদনা।

স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী বা প্রদেশে বেদনা, বিশেষতঃ অশ্বারোহণ, হাঁছি, হা করিলে কিম্বা কাসিলে, কিম্বা অন্য কোন প্রকারে নাড়া পাইলে বেদনা বৃদ্ধি।

ভারী দ্রব্য তুলিয়া ত্রিকাস্থিপ্রদেশে, পৃষ্ঠদেশ ও গ্রীবায় বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাম স্কন্ধসন্ধিতে সূচীবেধ।

বাহুদ্বয় সঞ্চালনে কিম্বা চাপিয়া ধরিলে মুষ্টাঘাত প্রাপ্ত বোধ।

সমগ্র এক বা অন্য বাহুতে খিলধরা।

বাম বাহুর দুর্ব্বলতা ও এক প্রকার পক্ষাঘাত।

দক্ষিণ মণিবন্ধ মচকাইয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা।

মণিবন্ধ সন্ধিদ্বয়ের মধ্য দিয়া চিড়িকমারা।

হস্তদ্বয়ের কম্পন।

অঙ্গুলি সন্ধিসমূহ অধিক স্ফীত।

হস্তদ্বয় অসাড়; অঙ্গুলিগুলি যেন মৃতবৎ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিম্নাঙ্গের, বিশেষতঃ উরু ও চরণদ্বয়ের, বেদনাবিশিষ্ট পরিশ্রান্তি।

উরুদ্বয়ের কণ্ডূয়ন।

জলে দাঁড়াইয়া কাজ করিয়া সায়াটিক বেদনা।

জানুদ্বয়ের স্ফীততা। একুসান সহ জানুব বাত।

শীতলতা অনুভব সহ পদ ও চরণের শাদাটে স্ফীততা।

পায়ের উপরে বৃহৎ, লালবর্ণ ও বেদনাবিশিষ্ট স্থান।

ভ্রমণ ও পদবিক্ষেপে, পায়ের ডিমে বেদনা।

খিলধরা:—রাত্রি ৩টার সময়ে পায়ের ডিমে; পা প্রসারণকালে জানুর পশ্চাতে গহ্বর মধ্যে; পায়ের তলায় (বাম); অঙ্গুলিসমূহে।

পায়ের তলায় জ্বালা।

চরণদ্বয় শীতল ও আর্দ্র। পায়ের ঘর্ম্মে পা বেদনাবোধ হয়।

সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির দুর্ব্বলতা ও পরিশ্রান্তি।

দীর্ঘাস্থি সমূহে ও হস্তপদাদির সন্ধিসমূহে, এবং সঞ্চালনকালে কটিদেশে পাক্ষাঘাতিক ঘৃষ্টাঘাত প্রাপ্তবৎ বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বিশ্রাম: ৩। সঞ্চালন: ৩, ১৭, ৩২, ৩৪। আরোহণ: ২৩, ২৬, ৩৬। ভ্রমণ: ৩, ২০, ২৪, ৩৩। প্রতিপদ বিক্ষেপ: ৮। ব্যায়াম: ৪০। ভ্রমণ করিতে পারে না: ৩৬। উঠিতে পারে না: ৩১। উপবেশন: ২০, ৩৩। অবনত: ১৮। শয়ন: ৩; চীত হইয়া; রোগাক্রান্ত পার্শ্বে: ২৮, ৩২।

৩৬ স্নায়ু।—মাংসপেশীর উৎক্ষেপ।

দেহের কম্পন।

কথা কহিতে একপ্রকার দুর্ব্বলতা উৎপন্ন করে।

অত্যন্ত পরিশ্রান্তি, হাঁটিতে অক্ষম।

শিশু হাঁটিতে পারে না; তাহাদের হাঁটিবার ইচ্ছা (প্রবৃত্তি) নাই, এবং তাহারা মাটীতে পা পাতে না।

প্রাতে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে পারে না, কিম্বা সিঁড়ি উঠিলে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে।

তাণ্ডবরোগ (কোরিয়া), কখন কেবল একপার্শ্বের, অনৈচ্ছিক সঞ্চালন, কখন পড়িয়া যায়; ভয়প্রাপ্তি, হস্তমৈথুন কিম্বা কৃমি বশতঃ।

মৃগীরোগ:—আক্রমণের পুর্ব্বে অনুভব হয় যেন কি একটা বাহু মধ্যদিয়া দৌড়িতেছে, কিম্বা পাকাশয়-গহ্বর হইতে উদর মধ্যদিয়া চরণদ্বয় পর্য্যন্ত নামিতেছে। কারণ:—ভয়প্রাপ্তি; দীর্ঘস্থায়ী সবিরাম জ্বর; পুরাতন উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়া। অমন এবং পুর্ণিমার সময়ে বৃদ্ধি।

৩৭ নিদ্রা।—প্রাতঃকালে আড়ামুড়ি ভাঙ্গিতে প্রবৃত্তি।

দিবসে নিদ্রালুতা ও পরিশ্রান্তি বোধ।

অনেক বিলম্বে নিদ্রা হয়; রাত্রি ২। ৩ টার কমে নিদ্রা হয় না।

অনেক অনৈচ্ছিক চিন্তা বশতঃ নিদ্রিত হইতে পারে না।

স্থায়ী অনিদ্রা; যেমন চক্ষু মুদিত করেন অমনি নানাপ্রকার মুর্ত্তি দেখিতে পায়।

অতি প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে জাগে ; রাত্রি ৩টার পরে আর নিদ্রা হয় না। যতবার নিদ্রিত হন ততবার অসন্তোষকর চিন্তা আসিয়া জাগাইয়া তুলে।
স্বপ্ন :—উদ্বেগপূর্ণ ; ভীতিপ্রদ ; পতিত হওয়ার।

সময় ।—প্রাতঃকাল : ২, ৩, ৭, ৯, ১১, ১৪, ২৫, ২৬, ২৭, ৩৬, ৩৭, ৪০। পূর্ব্বাহ্ণ : ২০, ৪০। বেলা ২টা : ৪০। বৈকাল : ২০। সন্ধ্যাকাল : ১, ১৯, ২৫, ৩৩। রাত্রি : ১১, ১৯, ২১, ২২, ২৭, ২৯, ৩৩, ৩৭, ৪০। রাত্রি ২টা বা ৩টা : ৩৭ ; ৩৮ : ৩৭। রাত্রি ৩টার পর : ৪০। দিন : ৫, ৩৭।

উত্তাপ ও বায়ু ।—সাধারণতঃ উষ্ণতায় ভাল, শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি।
খোলাবায়ু সম্বন্ধে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা, সহজেই সর্দ্দি লাগে।
উষ্ণ সূর্য্যাতপ : ৩। উষ্ণ বা ঠাণ্ডা তরলপদার্থ : ১০। উষ্ণ খাদ্য বা পানীয় : ১১। শীতল বায়ু : ৪০, ৪৬। খোলাবায়ু : ২, ৪০। ঠাণ্ডা প্রয়োগ : ১৯।

১০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম ।—সহজেই সর্দ্দি লাগে।
কম্পসহ শীত, প্রধানতঃ সন্ধ্যায় কিন্তু কখন কখন বৈকালে।
শীত বেলা ২টার সময় আরম্ভ হয়। শীতের সময়ে তৃষ্ণা।
প্রাতে গাত্রোত্থানের পর আভ্যন্তরিক শীত শীত বোধ।
সবিরাম জ্বর যখন শীত পাকাশয়গহ্বরে আরম্ভ হয়, যেন একপ্রকার স্থায়ী, শীতল, অত্যন্ত যন্ত্রণাকর ভার রহিয়াছে অনুভব হয়, উহা শীতের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি এবং শীতের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়।
পুনঃ পুনঃ উত্তাপের আবেগ, তৎসহ উদ্বেগপূর্ণ হৃৎকম্পন।
উত্তাপের পরে শীত ও শীতল হস্তদ্বয়।
রাত্রিকালে আভ্যন্তরিক উত্তাপ, বিশেষতঃ হস্ত ও চরণদ্বয়ে, প্রাতে শুষ্ক জিহ্বা।
সন্ধ্যাকালে শয্যায় বাহ্যিক উত্তাপ, তৎসহ আভ্যন্তরিক শীত শীত অনুভব।
অতি সামান্য মাত্র ব্যায়ামে ঘর্ম্ম, এমন কি শীতল খোলাবায়ুতেও।
প্রথম নিদ্রাকালে ঘর্ম্ম। রাত্রিতে পদদ্বয়ে চট্‌চটে ঘর্ম্ম।

প্রাতঃকালিক ঘর্ম্ম। রাত্রি ৩টার পরে নৈশঘর্ম্ম।

ঘর্ম্ম মস্তক ও বক্ষে, এবং শরীরের উর্দ্ধাঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর।

ঘর্ম্ম :—হাতের তলায় ; চরণদ্বয়ে।

৪১ আক্রমণ ।—কোন কোন লক্ষণ অমাবস্যা আগমনে বৃদ্ধি।

অয়নকালে ও পূর্ণিমায় বৃদ্ধি : ৩৬।

৪২ পার্শ্ব ।—দক্ষিণ : ৩, ৩২, ৪৬। বাম : ৩, ৬, ২৮, ৩২, ৩৩। একপার্শ্বে : ৩, ৫, ৩৬। নিম্ন হইতে উর্দ্ধে : ৩। উর্দ্ধ হইতে নিম্নে : ৩৬।

৪৩ অনুভব ।—শরীরের অত্যন্ত ভার।

সাধারণতঃ অসুখ অসুখ বোধ।

৪৪ তন্তু ।—মাংসপেশীসমূহের শুষ্কতা।

সন্ধিসমূহ মধ্যে খট্ খট্ ইত্যাদি শব্দ হয়, যেন উহা শুষ্ক।

স্তনের কর্কট পীড়া, অত্যন্ত চৈতন্যাধিক, এবং স্পর্শে বেদনাবিশিষ্ট।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি ।—স্পর্শ : ৬, ৩০, ৪৪। চাপ : ৩, ১৭। ঘর্ষণ : ৪৬।

যে স্থানের উপর ঘর্ষণ করা যায় তাহা অতি সত্বরেই অসাড় হইয়া উঠে।

৪৬ চর্ম্ম ।—শুষ্ক ও আকুঞ্চিত ; হরিদ্রাবর্ণ।

আম্বাত যাহা শীতল বায়ুতে সর্ব্বদা বিলুপ্ত হইয়া যায়।

শিশুদিগের শাদা আম্বাত, উহা অসহ্য চুলকায়।

অধরের (নিম্নৌষ্ঠের) কিনারায় মামরীযুক্ত ফুস্কুড়ি।

অসুস্থ, ক্ষতযুক্ত চর্ম্ম ; এমন কি অতি ক্ষুদ্র ক্ষতও পাকিয়া উঠে।

দক্ষিণ কর্ণের পশ্চাতে সরস উদ্ভেদ।

দদ্রু।

শরীরের নানাস্থানে কণ্ডূয়ন।

অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচিল সর্ব্বত্র বাহির হয়।

যাহারা চুন বা জলে কাজ করে তাহাদের হস্ত ও অঙ্গুলিতে ফাটা।

৪৭ অবস্থা ।—বেশ সুন্দর, মোটা শিশুগণ।

শোথপ্রবণ ধাতু।

শিশুগণ :—ব্রহ্মরন্ধ্র (fontanelles) ও মস্তকের জোড়সকল (sutures) অসংযোজিত (open)।

যুবাদিগের অত্যন্ত মেদসঞ্চয়।

স্ত্রীদিগের বয়োসন্ধিসময় :—২৩।

৪৮ সম্বন্ধ।—ক্যালকেরিয়া সুফলপ্রদ :—চায়, কুপ্র, নাইট্রি-এসি ও সলফারের পরে।

ক্যালকেরিয়ার পরে সুফলপ্রদ :—লাইকো, নাইট্রি-এসি, ফস্ফ, সাইলি।

ক্যালকেরিয়ার কার্য্যাবশেষপূরক :—বেলেড।

ক্যালকেরিয়ার প্রতিবিষ :—ক্যাম্ফ, নাইট্রি-এসি, নক্সভমি, সল্ফা।

ক্যালকেরিয়া প্রতিষেধ করে :—এসেটি-এসি, বিস্ম, চায়, চিনি-সলফ, নাইট্রি-এসি।

ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা।

পরীক্ষক :—হেরিং।

১ মন।—অল্পক্ষণ পূর্ব্বে যাহা করিয়াছেন তাহা ভুলিয়া যান।

ভুল কথা লেখেন, অথবা এক কথা দুইবার লেখেন।

মানসিক শক্তিবিকাশে কষ্ট।

বাড়ীতে থাকিতে ইচ্ছা, এবং যখন বাড়ীতে থাকেন তখন বাহিরে যাইবার ইচ্ছা ; এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করেন।

ক্রোধনস্বভাব ও খিট্খিটে শিশুগণ।

যখন রোগসম্বন্ধে চিন্তা করেন তখনই তাহা বিশেষরূপ অনুভব করেন।

রোগসকল :—দুঃখ (শোক) হইতে ; নিরাশ প্রণয় হইতে।

২ চৈতন্য।—উপবিষ্টাবস্থা হইতে উঠিতে টলিয়া পড়ে।

মাথাঘোরা :—সঞ্চালনে ; খোলাবায়ুতে ভ্রমণকালে ; কোষ্ঠবদ্ধসহ ; বৃদ্ধদিগের।

পূর্ণতা এবং চাপ, টুপির চাপে বৃদ্ধি।

• মস্তকাভ্যন্তর।—কপালের ঊর্দ্ধে মাথাধরা, তৎসহ বাহু ও হস্তদ্বয়ে ছিন্নকর বেদনা, মণিবন্ধে এবং দক্ষিণ মধ্যমাঙ্গুলিতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

মস্তকশীর্ষে ও কর্ণপশ্চাতে মাথাধরা, তৎসহ গ্রীবার মাংসপেশীসমূহে আকর্ষণ।

স্কুলের বালিকাদিগের মাথাধরা, তৎসহ উদরাময়।

মাথাধরা, বায়ুর অবস্থা পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি, কপাল হইতে নাসিকা পর্য্যন্ত প্রসারিত; কিম্বা রগ হইতে চোয়াল পর্য্যন্ত।

• বহির্মস্তক।—টাটানি বেদনা; করোটী অস্থিসমূহে আকর্ষণ, বিদীর্ণ, ছিন্নকর বেদনা, বরাবর অস্থির জোড়ে বৃদ্ধি।

করোটী কোমল ও পাতলা; টিপিলে কাগজের শব্দের ন্যায় খড় খড় শব্দ, প্রধানতঃ অক্সিপটে।

ব্রহ্মরন্ধ্র (fontanelles) বিলম্বে সংযোজিত হয়, অথবা একবার সংযোজিত হইয়া পুনরায় উদ্ঘাটিত হয়।

মস্তকশীর্ষে কীটসঞ্চারণ, যেন অক্সিপটের উপর বরফ রহিয়াছে; মস্তক উত্তপ্ত; কেশের মূলে বেদনা।

কণ্ডূয়নযুক্ত কাল উদ্ভেদ; কেশ ভাল উঠে না, অথবা উঠিয়া যায়।

মস্তকোপরি ক্ষত।

মস্তক উচ্চ করিয়া তুলিতে পারে না; মস্তক কাঁপে।

• চক্ষু।—আলোক, বিশেষতঃ বাতি বা গ্যাসের আলোক চক্ষুতে আঘাত লাগে।

অক্ষিগোলক বেদনা করে, যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

চক্ষুর পশ্চাতে শীতল অনুভব।

টেরা; অক্ষিগোলকের বিকৃতি।

অক্ষিপুটে উত্তাপানুভব।

• কর্ণ।—শ্রবণশক্তি হ্রাস।

প্রধানতঃ দক্ষিণকর্ণে সংগীতধ্বনি ও অন্যান্য শব্দ।

কর্ণদ্বয়ের শীতল অনুভব বা শীতলতা।

কর্ণের মধ্যে ও চতুর্দ্দিকে, প্রধানতঃ পশ্চাতে ও নিম্নে, কামড়ানি (aching), চাপ, ছিন্নকর বা বিদীর্ণকর বেদনা।

আভ্যন্তরিক ও বাহ্য কর্ণ স্ফীত, লালবর্ণ, বেদনাযুক্ত, কণ্ডূয়নযুক্ত ; উষ্ণ।

কর্ণ হইতে ক্ষতকারী স্রাব।

৭ নাসিকা।—সরস সর্দ্দি (কোরাইজা)।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ; বৈকালে।

সর্দ্দি :—শীতল গৃহে সরস ; উষ্ণ বায়ুতে ও বাড়ীর বাহিরে বন্ধ।

নাসাগ্র বরফবৎ শীতল।

নাসিকা স্ফীত, নাসারন্ধ্র টাটানি।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের বেদনা, বিশেষতঃ উপর চোয়ালে, দক্ষিণ হইতে বাম পার্শ্বে ; অন্যান্য স্থান হইতে মুখে প্রসারিত হয়, অথবা তদ্বিপরীত।

মুখমণ্ডলে উত্তাপ।

মুখমণ্ডল :—পাণ্ডুবর্ণ ; হরিদ্রাভ ; মৃত্তিকাবৎ ; ফুস্কুড়িপূর্ণ।

মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম ; দেহ শীতল।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—ওষ্ঠ স্ফীত ; বেদনাবিশিষ্ট, শক্ত ও জ্বালাকর।

১০ দন্ত।—দন্তোদ্গম বিলম্বিত, তৎসহ শীতল মাড়ী ও শীর্ণতা।

গহ্বরবিশিষ্ট দন্ত, বায়ুতে চৈতন্যাধিক।

কেনাইন দন্তে বেদনা।

দন্ত চর্ব্বনে চৈতন্যাধিক।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জাগরণের পর বিরক্তিকর আস্বাদ, হক্ করিয়া কাসিলে বৃদ্ধি।

তিক্তাস্বাদ :—মাথাধরা সহ প্রাতে।

জিহ্বা স্ফীত, অসাড়, শক্ত, উহার উপরে ফুস্কুড়ি।

জিহ্বাগ্র টাটানি, জ্বালাযুক্ত, উহার উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা।

১২ মুখমধ্য।—দক্ষিণ গণ্ডের অভ্যন্তর পার্শ্বে টাটানিযুক্ত স্থান।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে টাটানিযুক্ত কামড়ানি ; গলাধঃকরণে বৃদ্ধি।

গলবেদনা, তৎসহ সন্ধ্যাকালে গুড়গুড়িযুক্ত কাসী, শয্যায় শয়নান্তে বৃদ্ধি।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—বেলা ৪টার সময়ে ক্ষুধা।
শিশুগণ সর্ব্বদাই স্তন পান করিতে চাহে।
দিবসের শেষভাগে মুখমধ্য ও জিহ্বার শুষ্কতা সহ অধিক তৃষ্ণা।

১৫ পানাহার।—আহারের প্রত্যেক চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে পেট কামড়ানি।
ভোজনান্তে মাথাধরা কিম্বা নিদ্রালুতা, পরিশ্রান্তি, কণ্ডূয়ন; কিম্বা বুক-জ্বালা, এবং অন্যান্য পাকাশয়িক লক্ষণসমূহ।
শীতল জল পানান্তে পেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা।
সন্ধ্যাকালে কুল্পি খাইলে পেটবেদনা উপস্থিত হয়।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—অম্ল উদ্গার ও গলা বহিয়া উঠা।
উদ্গার তুলিলে পর এপিগ্যাষ্ট্রিয়ামে জ্বালা।
সঞ্চালন কালে পাকাশয়গহ্বর হইতে বিবমিষা উঠে; বিশ্রামে উপশম; তৎপরে মাথাধরা ও দুর্ব্বলতা।
বিবমিষা:—ধূমপানান্তে: কাফি সেবনান্তে।
হস্তদ্বয়ের কম্পন সহ বমন।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয় প্রদেশে অবর্ণনীয় অসুখ বোধ।
পাকস্থলীতে তীব্র কর্ত্তন বা খিলধরাবৎ বেদনা, তৎসহ মাথাধরা।
পাকাশয়ে চাপবোধ; বিশ্রামকালে হ্রাস।
পাকাশয় প্রসারিত অনুভব হয়।
পাকাশয়ে জ্বালা, এবং মুখমধ্যে জল উঠা।
পাকাশয়ের লক্ষণসকল এমন কি সামান্য মাত্র খাদ্য ভক্ষণে বৃদ্ধি হয়।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়ামে দপদপানি, উদ্গার বা বায়ুনিঃসরণে হ্রাস হয়।
গভীর নিশ্বাস গ্রহণকালে যকৃতপ্রদেশে সূচীবেধ বা চিড়িকমারা।
দক্ষিণপার্শ্বে কাঠিন্য, টাটানি ও চাপ।
বামপার্শ্বে চাপ ও টাটানি।

১৯ উদর।—নাভির চতুর্দ্দিকে, বা সমস্ত উদরে শূন্য বোধ।
উদরমধ্যে নড়া, যেন কি একটা জীবিত পদার্থ নড়িতেছে।
কর্ত্তন, চিমটিকাটা, তীব্রশূলবেদনা, তৎপরে উদরাময়।

জ্বালা :—নাভিপ্রদেশে ; সমগ্র উদরে, বক্ষঃ বা গলামধ্য পর্য্যন্ত উঠে।

নাভির চতুর্দ্দিকে কামড়ানিযুক্ত টাটানি ও বেদনা, বায়ুনিঃসরণে হ্রাস হয়।

শিশুদিগের নাভি হইতে রক্তযুক্ত রস পড়ে।

২০ মল, ইত্যাদি।—মলদ্বারের নিকটবর্ত্তী সরলান্ত্রে সূচীবেধ কিম্বা মলদ্বারে চিড়িকমারা।

দুর্গন্ধযুক্ত বায়ুনিঃসরণ।

অত্যন্ত বায়ুনিঃসরণ সহ দন্তোদ্গমকালে উদরাময়।

মল :—শিশুদিগের মল পাতলা ও সবুজ, কখন কখন পিচ্ছিল ; কোমল, কষ্টে বহির্গত হয়, তৎসহ স্কুলের বালিকাদিগের মাথাধরা।

মলের সহিত পুঁজ পড়ে, ঐ মল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত।

বৃদ্ধদিগের কঠিন মল, তাহাতে মাথাধরে, তৎসহ মনের অপ্রসন্নতা।

মলদ্বারে কণ্ডূয়ন ; প্রধানতঃ সন্ধ্যাকালে।

বহির্গামী অর্শ কামড়ায়, চুলকায় ও টাটায় ; হরিদ্রাবর্ণ রস পড়ে।

মলদ্বারের নিকট দক্ষিণপার্শ্বে ক্ষুদ্র ব্রণ, তাহাতে অধিক বেদনা ; বসিতে পারে না ; দাঁড়াইয়া কিম্বা বামপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিতে হয় ; রক্ত বা পুঁজ পড়ে, এবং বেদনাশূন্য ভগন্দর হইয়া থাকে।

ভগন্দর, পর্য্যায়ক্রমে বক্ষলক্ষণসমূহ।

২১ মূত্র।—দ্রব্য উত্তোলন করিতে এবং নাসিকা দিয়া জোরে নিশ্বাসফেলিতে বৃক্কপ্রদেশে প্রবল বেদনা।

মূত্রাশয় ও তন্নিকটবর্ত্তী সমস্ত স্থানে প্রবল বেদনা।

মূত্রাশয়ের মুখে চিড়িকমারা।

পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের বেগ।

প্রস্রাবপথে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

দুর্ব্বলতা অনুভব সহ মূত্র পরিমাণে অধিক বর্দ্ধিত।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—মৈথুনেচ্ছা না হইয়াও গাড়ী চড়িয়া যাইবার সময়ে লিঙ্গোত্থান।

পেরিনিয়ামের মধ্যদিয়া উপস্থে চিড়িকমারা।

অণ্ডকোষের স্ফীততা।

স্ক্রোটাম টাটানি, তাহা হইতে রস পড়ে।

স্ক্রোটামে কণ্ডূয়ন, তৎসহ ঘর্ম্ম, টাটানি ও ফুস্কুড়ি।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—কামোদ্দীপনা, বোধ হয় যেন সমস্ত স্ত্রীঅঙ্গ রক্ত-দ্বারা পূর্ণ হইতেছে; সমস্ত স্থানে নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয়, তৎসহ মৈথুনেচ্ছা বর্দ্ধিত।

জরায়ুমধ্যে কামড়ানি (aching)।

ঋতু :—বালিকাদিগের ঋতু অতি আগাইয়া, রক্ত উজ্জ্বলবর্ণ; রমণীদিগের অতি বিলম্বে, রক্ত কাল, অথবা প্রথমে উজ্জ্বল পরে কাল।

জরায়ুপ্রদেশে দুর্ব্বলতা ও যাতনা, মলমূত্রত্যাগকালে বৃদ্ধি।

দিবারাত্রি ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায় শ্বেতপ্রদর।

জননযন্ত্রসমূহে দপদপানি, হুলবেধ, শুড়শুড়ি, টাটানি ও কামড়ানি, কিম্বা চাপবোধ।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায় সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে শ্রান্তি বোধ।

সন্তান মাতৃস্তন্য পান করে না, দুগ্ধ লবণাক্ত লাগে।

দুগ্ধ :—অম্ল; জলবৎ, পাতলা, প্রতিক্রিয়াশূন্য।

স্তন স্পর্শে বেদনাযুক্ত। স্তনে বেদনা ও জ্বালা।

চুচুকের কামড়ানি, টাটানি।

২৫ লেরিংক্স।—দিবারাত্রি স্বরভঙ্গতা ও কাসী।

স্বর পরিষ্কার করিবার জন্য গলা খাঁকার দেয় ওচাঁচিয়া তোলে।

জিহ্বার পশ্চাতে জ্বালা, তৎপরে লেরিংক্সে জ্বালা।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—অনৈচ্ছিক দীর্ঘশ্বাস।

শ্বাসক্রিয়া অধিকতর দ্রুত, হ্রস্ব ও কষ্টকৃত।

শিশুকে দোলনা হইতে তুলিলে শ্বাসরোধের আক্রমণের ন্যায় দেখায়।

২৭ কাসী।—গুটিকাদোষযুক্ত (টুবার্কুলার) কাসী, তৎসহ গলমধ্যে টাটানি ও শুষ্কতা।

কাসী :—তৎসহ হরিদ্রাবর্ণ গয়ার, প্রাতঃকালে বেশী; তৎসহ জ্বর, শুষ্কতা ও তৃষ্ণা; প্রাতে ৬টা হইতে বৈকাল ৬টা; কষ্টে দন্তোদ্গমকালে, ফুসফুসগহ্বরে পূঁজ।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষে কামড়ানি, তৎসহ স্পর্শে টাটানি, দক্ষিণ পার্শ্বে প্রায় ৬ষ্ঠ পঞ্জরাস্থির নিকটে তীব্র বেদনা; পরে বামপার্শ্বে প্রায় ৪র্থ ও ৫ম পঞ্জরাস্থির নিকট, বেদনা আইসে ও যায়; দিবসে গভীর শ্বাসে বৃদ্ধি।

বক্ষের সঙ্কোচন ও কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া, সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত; শয়নে উপশম, উঠিলে বৃদ্ধি।

৩০ বহির্ব্বক্ষ।—ষ্টার্ণামে ছিন্নকর, চাপযুক্ত ও চিড়িকমারা বেদনা।

ষ্টার্ণামের উপরে টাটানি বেদনা।

কণ্ঠাস্থি (ক্লাভিকেল) টাটানি; প্রথমে বাম, পরে দক্ষিণ।

ষ্টার্ণাম বা ক্লাভিকেলের উপরে ক্ষত।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—বাতের বেদনা ও গ্রীবার অনম্যতা; সামান্য বাতাসের হাওয়া লাগিয়া।

গ্রীবায় খিলধরাবৎ বেদনা, প্রথমে এক পরে অপর পার্শ্বে।

স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের (স্কাপুলার) মধ্যবর্ত্তী স্থানে, এবং প্রধানতঃ নিম্নে, বেদনা করে ও কামড়ায়।

ভারতুলিতে, অথবা নাসিকা দিয়া সজোরে নিশ্বাস ফেলিতে বৃক্কপ্রদেশে প্রবল বেদনা।

পৃষ্ঠদেশে কামড়ানি বেদনা ও জরায়ুতে বেদনা।

মেরুদণ্ডের বামপার্শ্বে বক্রতা, কটিদেশের কশেরুকা সম্মুখে বক্র হয়।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহুর নিম্নে কঠিন, নীলাভ পিণ্ডবৎ; তাহা হইতে রস পড়ে।

কণ্ঠাস্থি হইতে মণিবন্ধে চিড়িকমারে; বায়ুর অবস্থা পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি।

উপর বাহুতে স্কন্ধসন্ধির নিকটে বাতের বেদনা; বাহু তুলিতে পারে না।

বাহুদ্বয়ের খঞ্জতা; পিপীলিকা হণ্টণ অনুভব।

বাহুর অস্থি মধ্যে কামড়ানি, বিশেষতঃ বৃদ্ধাঙ্গুলির।

বেদনা, যেন নখের চতুর্দ্দিকে ক্ষত।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—Nates :—কণ্ডূয়নযুক্ত; জ্বালাকর; বেদনাযুক্ত স্থান।

ত্রিকাস্থিতে কামড়ানি বেদনাসহ উরুদ্বয়ে টাটানি বেদনা।

জানুর ঊর্দ্ধে বেদনা।

জানু মচকাইয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা; ভ্রমণকালে বেদনা।

অস্থিতে বেদনা, বিশেষতঃ টিবিয়া অস্থিতে

পায়ের ডিমে খিলধরাবৎ বেদনা, বিদীর্ণকর, চিড়িকমারা, উষ্ণ অনুভব।

গুল্‌ফসন্ধিতে বিদীর্ণকর, ছিন্নকর ও চিড়িকমারা বেদনা।

জানুতে নালীযুক্ত ক্ষত।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—সঙ্কোচক পেশী অপেক্ষা প্রসারক পেশী-গুলি অধিকতর আক্রান্ত।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে কামড়ানি, তৎসহ পরিশ্রান্তি।

সমগ্র সন্ধিতে বেদনা; প্রধানতঃ বামপার্শ্বের; তৎপরে ও তদপেক্ষা অল্প দক্ষিণ পার্শ্বে।

বৃষ্টির জলে ভিজিয়া শরীরের নানাস্থানে সঞ্চরমাণ বেদনা।

শীতের সময়ে বাত, গরমের সময়ে ভাল।

প্রত্যেক সর্দ্দি লাগার পরে বাত।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—অত্যন্ত ব্যায়ামে বেদনা, শয়ন করিলে বৃদ্ধি।

বিশ্রাম: ১৬, ১৭। সঞ্চালন: ২, ১৬। ব্যায়াম: ২। উত্তোলন: ৩১। ভ্রমণ: ২, ৩৩। আরোহণ: ৩৬। উত্থান: ২, ২৮। বসিতে চাহে: ৩৬। শয়ন: ২৮; বামপার্শ্বে: ২০; চিৎ হইয়া শুইলে বৃদ্ধি, পার্শ্বে শুইলে ভাল: ৩৬।

৩৬ স্নায়ু।—অন্যান্য লক্ষণের সহিত দুর্ব্বলতা।

অলসতা:—উদরাময়ের সহিত; শ্বেতপ্রদরের সহিত; সর্দ্দির সহিত; গর্ভাবস্থায়।

সিঁড়িদিয়া উপরে উঠিতে শ্রান্তিবোধ; বসিয়া পড়িতে চাহে।

শিশুগণ হাঁটিতে শিখে না কিম্বা হাঁটিতে অক্ষমতা।

হস্তপদের কম্পন।

যখন শিশু চিত হইয়া শুইয়া থাকে তখন আক্ষেপযুক্ত চমকান, পার্শ্বে শুইলে স্থগিত হইয়া যায়।

৩৭ নিদ্রা।—আড়ামুড়ি ভাঙ্গা; হাইতোলা।

সমস্তদিন নিদ্রালুতা।

স্বপ্ন :—সুস্পষ্ট, যাহা সম্প্রতি ঘটিয়াছে বা তখনই পড়িয়াছেন, ভ্রমণ সম্বন্ধে।

৩৮ **সময়।**—প্রাতঃকাল : ১১, ২৭। পূর্ব্বাহ্ন : ৭। অপরাহ্ন : ৭, ১৪। সন্ধ্যাকাল : ১৩, ১৫, ২০, ২৮, ৪০। রাত্রি : ৪০। মধ্য-রাত্রির পূর্ব্বে : ৩৭। দিবাভাগে : ২৭, ২৮, ৩৭। দিবা ও রাত্রি : ২৩, ২৫।

৩৯ **উত্তাপ ও বায়ু।**—উষ্ণবায়ু : ৭। খোলা বায়ু : ২, ৭, ৩৯, ৪০। হাওয়া : ৩১। দন্ত বাতাসে চৈতন্যাধিক : ১০। শীতল গৃহ : ৭। শীতল জলে ধৌত : ২। শীতকালে বৃদ্ধি, গ্রীষ্মকালে ভাল : ৩৫। বায়ুর অবস্থা পরিবর্ত্তন : ৩। জলে ভিজিয়া : ৩৫।

৪০ **শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।**—ঘরের বাহিরে কম্পসহ শীত।

শরীরের নিম্নাঙ্গে শীত ; মুখমণ্ডল উষ্ণ।

উত্তাপ মস্তক হইতে পায়ের অঙ্গুলি পর্য্যন্ত অবতরণ করে।

সন্ধ্যাকালে শুষ্ক উত্তাপ ; উষ্ণ শ্বাসবায়ু ; হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন সুস্পষ্ট দেখা যায় ; তৃষ্ণা না থাকিয়া মুখমধ্য ও জিহ্বা শুষ্ক, আড়ামুড়ি ভাঙ্গা, হাইতোলা।

প্রচুর নৈশঘর্ম্ম ; একাঙ্গে, প্রাতের সময়ে ও প্রাতে।

৪২ **পার্শ্ব।**—দক্ষিণ, উর্দ্ধ ; বাম, নিম্ন ; অস্থিতে বেদনা।

দক্ষিণ পার্শ্ব : ৩, ৬, ১২, ১৮, ২০, ২৮। বাম পার্শ্ব : ১৮, ৩১, ৩৫। দক্ষিণ হইতে বাম : ৮, ২৩, ২৮। বাম হইতে দক্ষিণ : ১৯, ২৩, ৩০, ৩২, ৩৫। উর্দ্ধ হইতে নিম্নে : ৩, ৪০।

৪৩ **অনুভব।**—প্রধানতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে।

৪৪ **তন্তু।**—জোড়ের বরাবর বেদনা।

ভগ্নাস্থির অসংযোজনা।

মেরুদণ্ডের বামে বক্রতা, কটিদেশের কশেরুকা সম্মুখে বক্র হয়।

কটিদেশীয় কশেরুকার নিকট বিদ্রধি।

নাসিকার বৃহৎ বহুপাদ (polipi)।

টেবিস মেসেন্টেরিকার সূত্রপাতাবস্থা, তৎসহ অধিক উদরাময়, দুর্গন্ধি, কখনকখন অজীর্ণ খাদ্য সংযুক্ত।

রিকেট ; ব্রহ্মরন্ধ্র সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত ; উদরাময়, শীর্ণতা।

সমস্ত সন্ধিতে বাতের বেদনা।

শিশুগণের দেহ শ্লথ, কুঞ্চিত, শীর্ণ।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—সামান্য স্পর্শে চৈতন্যাধিক।

চাপে মস্তক, বক্ষ, উদর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির লক্ষণসমূহ বর্দ্ধিত হয়।

পুরাতন আঘাতপ্রাপ্তির স্থান নূতন রোগের স্থান হইয়া উঠে।

প্রত্যেক পদবিক্ষেপ মস্তক মধ্যে, কিম্বা ত্রিকাস্থি মধ্যে অনুভূত হয়।

৪৬ চর্ম্ম।—শুষ্ক চর্ম্ম ; হস্তোপরি আর্দ্র।

বিছুটী লাগার ন্যায় চুলকায় ও জ্বালা করে।

নিম্ন পায়ে ছাল উঠিয়া যায় এরূপ দদ্রু।

ফোড়া ; ক্ষত।

এম্পুটেশানের যে দাগ থাকে তাহা পুনরায় ক্ষত হয়।

৪৭ অবস্থা।—দন্তোদ্গম কালে : ২০।

শিশু রোগা হইয়া যায় ; আর দাঁড়াইতে পারে না ; হাটিতে শিখে না।

বালিকাগণ যৌবনারম্ভে বা যৌবনারম্ভের প্রায় সময়ে : ৩, ২০।

বৃদ্ধব্যক্তি, মাথাঘোরা ; কোষ্ঠবদ্ধ।

৪৮ সম্বন্ধ।—রুটা ইহার কর্য্যাবশেষপূরক।

ক্যালকেরিয়া-ফসের পরে সলফার সুফলপ্রদ।

তুলনা কর :—ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, সাইলি, ফ্লুরি-এসি, বার্বে।

ক্যালমিয়া ল্যাটিফোলিয়া।

১ মন।—হেলান অবস্থায় মানসিক শক্তিসকল ও স্মরণ শক্তি বেশ ঠিক থাকে, কিন্তু নড়িতে চেষ্টা করিলেই মাথাঘোরে।

হৃৎকম্পন সহ উদ্বেগ।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—তৎসহ মাথাধরা, অন্ধতা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে

বেদনা এবং পরিশ্রান্তি; অবনত হইলে এবং নিম্নদিকে তাকাইলে, তৎসহ মুখমণ্ডলের কামড়ানি। *স্নায়ুশূল।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—ভিতরে মাথাধরা, তৎসহ মস্তক ঘুরাইতে মস্তকের মধ্যে কি যেন একটা শিথিল (ঢিলা) অনুভব হয়, মস্তকের কোণাকুণি এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত।

প্রাতে মস্তক মধ্যে উত্তাপানুভব।

প্রাতে জাগিবার সময়ে, পরে উত্থানকালে কপালে বেদনা, এবং তৎপরে বৃদ্ধি হয়।

মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র স্থানে চাপযুক্ত বেদনা।

সন্ধ্যাকালে ও খোলাবায়ুতে মাথাধরা বৃদ্ধি হয়।

দক্ষিণ চক্ষুর উর্দ্ধে বেদনা; মাথাটলা; চক্ষু দুর্ব্বল ও অশ্রুযুক্ত।

মস্তকমধ্যে অলসতা (dulness); মাথাধরা; পৃষ্ঠবেদনা।

কপালে কামড়ানি বেদনা, তৎপরে মুখমণ্ডলের দক্ষিণ বা বাম পার্শ্বের অস্থিসমূহে বিদীর্ণকর বেদনা; কিম্বা নিম্নে পর্য্যন্ত চিড়িক মারে; কিম্বা পশ্চাতে গ্রীবা দিয়া অবতরণ করে; তৎপরে বামস্কন্ধে বেদনা।

৪ বহির্মস্তক।—প্রতি বৈকালে স্নায়ুশূল, রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়; গ্রীবাদেশের পশ্চাৎ হইতে করোটীত্বকের উপর দিয়া মস্তকশীর্ষ ও রগ পর্য্যন্ত, তাহাতে মুখমণ্ডলও আক্রান্ত হয়, প্রধানতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে। স্থানসকল স্পর্শে বেদনাবিশিষ্ট; চিড়িকমারা বেদনা; কখন কখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে; ঠাণ্ডায় ভাল; উত্তাপে বৃদ্ধি।

স্ত্রীদিগের ঋতু নিয়মিত কিন্তু যন্ত্রণাদায়ক।

৫ চক্ষু।—যখন নিম্নদিকে তাকায় তখন সমস্তই কাল দেখায়; তৎসহ বিবমিষা ও বায়ুর উদ্গার (প্রাতে)।

অলস, দুর্ব্বল চক্ষু।

দক্ষিণ চক্ষুতে চাপ (সন্ধ্যায়); এবং দক্ষিণ চক্ষুর উর্দ্ধে।

চক্ষুর চতুর্দ্দিকে ও অক্ষিপুটে অনম্যতা অনুভব।

চক্ষুদ্বয়ে (কর্ণ, অঙ্গুলি ও চরণদ্বয়ে) সূচীবেধ।

চক্ষুতে কণ্ডূয়ন, এবং যখন ঘর্ষণ করা যায় তখন হুলবেধ অনুভব হয়।

চক্ষুর লক্ষণসমূহ সন্ধ্যাকালে ও খোলাবায়ুতে বৃদ্ধি।

৬ কর্ণ।—দক্ষিণ কর্ণে ও পশ্চাতে সূচীবেধ; গ্রীবা ও উরুদ্বয়ে (রাত্রিতে)।

সিঙ্গা বাজানর ন্যায় শব্দ।

৭ নাসিকা।—প্রতিশ্যায়, তৎসহ আঘ্রাণ শক্তি বর্দ্ধিত; তৎসহ হাঁছি, অলসতা, মাথাধরা ও স্বরভঙ্গতা।

বিবমিষা সহ নাসিকা মূলে ও নাসিকাস্থি সমূহে ছিন্নকর বেদনা।

৮ মুখমণ্ডল।—দপদপানি মাথাধরা সহ রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল।

মুখমণ্ডলের উৎকণ্ঠাপূর্ণ চেহারা। *হৃৎপিণ্ডের বাত।

মাথাঘোরা সহ মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা। *স্নায়ুশূল।

মৌখিকশূল, দক্ষিণ পার্শ্বের; বিদীর্ণকর বেদনা; অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক স্তম্ভনকারী অথবা প্রলাপের আশঙ্কা।

রাত্রিতে মুখমণ্ডল চুলকায়।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ঠোঁট স্ফীত, শুষ্ক ও অনম্য (প্রাতে)।

শুষ্ক চর্ম্ম সহ ফাটা ঠোঁট।

- চোয়াল অস্থিতে হুলবেধ।

১০ দন্ত।—মুখমণ্ডল ও মস্তকের স্নায়ুশূল সহ দন্ত বেদনাযুক্ত।

মোলার (কসের) দন্তে সন্ধ্যাকালে চাপক বেদনা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—তিক্তাস্বাদ, তৎসহ বিবমিষা, আহারান্তে হ্রাস।

জিহ্বা শাদা, শুষ্ক। জিহ্বায় সূচীবেধ।

জিহ্বা বাম পার্শ্বে বেদনা; সন্ধ্যাকালে কথা কহিতে ব্যথা লাগে।

১২ মুখমধ্য।—লালানিঃসরক গ্রন্থিসমূহে শুড়শুড়ি, ঠিক আহারের পরেই, তৎ সহ অন্ননলীতে উৎসেচন এবং প্রচুর লালাস্রাব।

সব্‌লিঙ্গুয়াল নামক লালা নিঃসারক গ্রন্থি প্রদাহিত।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্য স্ফীত অনুভব হয়।

অনুভব হয় যেন একটা গোলাকার পদার্থ গলমধ্যে উত্থিত হইতেছে।

গলমধ্যে শুষ্কতা অনুভব, তৎসহ গলাধঃকরণে কষ্ট ও তৃষ্ণা।

গলমধ্যে অত্যন্ত শুষ্কতা, তৎসহ কামড়ানি বেদনা; শুষ্কতা বশতঃ পুনঃ পুনঃ কাসী জন্মে।* উপদংশজনিত পুরাতন গলবেদনা।

১৫ পানাহার।—আহারান্তে :—সর্ব্বতোভাবে ভাল অনুভব হয়।

আহারান্তে :—১১, ১২।

খাদ্যদ্বারা বেদনা উপশমিত হয়। *স্নায়ুশূল।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—বিবমিষা, চক্ষুর সম্মুখে সমস্ত দ্রব্যই কাল দেখায়, তৎসহ গলমধ্যে চাপ, আবদ্ধ আধ্মানবায়ু, শ্বাসকষ্ট এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে বাতের বেদনা।

মদ্যে বমন উপশমিত হয়।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়গহ্বরে চাপ, যেন একটা মার্বেল রহিয়াছে; অবনতাবস্থায় বসিলে বৃদ্ধি, সোজা হইয়া বসিলে উপশম।

বায়ু উদ্গার। *এঞ্জাইনা পেকটরিস। *পাকাশয়শূল।

বায়ুউদ্গার সহ খিলধরাবৎ বেদনা, হৃৎকম্পন। *পাকাশয়শূল।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃৎপ্রদেশে বেদনা।

১৯ উদর।—বিবমিষা সহ আবদ্ধ অপান।

উদ্গারে দুর্ব্বলতা অনুভব, উহা গলমধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত; উদ্গারে উপশমিত হয়।

উদরের উপর দিয়া নাভির উর্দ্ধে, যকৃতের নিম্নসীমা হইতে নিম্নে বামপার্শ্ব পর্য্যন্ত হঠাৎ বেদনা আক্রমণ গমন করে, তৎপরে দক্ষিণ পার্শ্বে আসিয়া হ্রাস হয়; সঞ্চালনে বৃদ্ধি, উঠিয়া বসিলে উপশম; ঔদরিক স্নায়ুশূল।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল সহজেই বহির্গত হয়, তৎপরে সরলান্ত্রে চাপবোধ। অলসতা, মাথাটলা, শ্রান্তিবোধ, বিবমিষা ও পেটকামড়ানি সহ উদরাময়।

২১ মূত্র।—পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণে হরিদ্রাবর্ণের মূত্রত্যাগ।

▌এল্বমিনুরিয়া; তৎসহ নিম্নাঙ্গে বেদনা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু ৮ হইতে ২৪ দিন আগাইয়া; ঋতুকালে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি, কটিদেশ, পৃষ্ঠদেশ ও উরুদ্বয়ের আভ্যন্তরিক পার্শ্বে বেদনা।

ঋতু অবরুদ্ধ, তৎসহ সর্ব্বাঙ্গে অতি প্রবল স্নায়ুশূলের বেদনা।

শ্বেতপ্রদর হরিদ্রাভ; ঋতুর এক সপ্তাহ পরে; সেই সময়ে লক্ষণসমূহ সুস্পষ্ট হয়।

২৫ লেরিংক্স।—যেন অঙ্গুলিদ্বারা গলাটিপিয়া ধরিয়াছে এইরূপ চাপবোধ।

শব্দ যেন শ্বাসক্রিয়া কালে গ্লটিসের আক্ষেপবশতঃ।

প্রতিশ্যায় সহ স্বরভঙ্গ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—কষ্টকৃত ও যন্ত্রণাদায়ক শ্বাসক্রিয়া; গলমধ্য স্ফীত অনুভব হয়; বিবমিষা। *বাত।

কষ্টকৃত ও যন্ত্রণাদায়ক শ্বাসক্রিয়া, তজ্জন্য দ্রুত শ্বাস লইতে বাধ্য হয়।

▌বেদনা সহ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা। *এঞ্জাইনা পেকটরিস।

২৭ কাসী।—গয়ার সহজে উঠে, ধূসরবর্ণ; দুর্গন্ধ ও লবণাস্বাদযুক্ত।

গলমধ্যে শুষ্কতা বশতঃ পুনঃ পুনঃ কাসী: ১৩।

২৮ ফুসফুস।—যেন মচকাইয়া গিয়াছে এইরূপ বক্ষে বেদনা।

বক্ষমধ্যদিয়া স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত চিড়িকমারে; তৎসহ বামবাহুতে বেদনা।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে সঞ্চরমাণ, বাতের বেদনা; হৃৎপিণ্ডের ঊর্দ্ধ হইতে স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত চিড়িকমারা বেদনা।

যখন গাঁইটের বাত বাহ্যিক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসিত হয় এবং তৎপরে হৃৎপিণ্ডের লক্ষণসকল আবির্ভূত হয়।

যখন বেদনা হঠাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ত্যাগ করিয়া হৃৎপিণ্ডে গমন করে।

▌বিবৃদ্ধি ও হৃদকপাটের অসম্পূর্ণতা, কিম্বা বাতের পরে পুরু হয়।

হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে প্রবল বেদনা, তৎসহ ধীর, ক্ষুদ্রনাড়ী। *বিস্ফারণ এবং এওর্টা ধমনীর মধ্যে বাধা সহ বিবৃদ্ধি।

হৃৎপিণ্ডের নিকটে অত্যন্ত যন্ত্রণার আক্রমণ, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা; জ্বরের উত্তেজনা; বাতজনিত এণ্ডোকার্ডাইটিস, এবং বাতজনিত বিবৃদ্ধি ও হৃদকপাটের পীড়াসমূহ।

▌এঞ্জাইনা পেকটরিসের আক্রমণ। *হৃৎপিণ্ডের মেদাপকর্ষতা।

হৃৎকম্পন, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে বেদনা, বক্ষের নিম্নাংশে সূচীবেধ; দক্ষিণ পার্শ্বের মৌখিকশূল।

শয্যায় শয়নান্তে গলমধ্য পর্য্যন্ত উঠে এরূপ হৃৎকম্পন; সর্ব্বাঙ্গে কম্পন; বামপার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি; চিত হইয়া শয়নে উপশম; উদ্বেগ।

▌ হৃৎকম্পন। *পাকাশয়শূল (gastralgia)।

নাড়ী ধীর, দুর্ব্বল; বাহুদ্বয় দুর্ব্বল বোধ হয়; নাড়ী প্রায় অনুভূত হয় না, হস্তপদাদি শীতল।

▌ ধীর, ক্ষুদ্র নাড়ী। *হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি।

▌ নাড়ী ধীর ও ক্ষীণ। *এঞ্জাইনা পেকটরিস।

▌ নাড়ীর স্পন্দনের সুস্পষ্ট ধীরতা, প্রতি মিনিটে ৪৮ বার। *স্নায়ুশূল।

▌ দ্রুতগতি কিন্তু দুর্ব্বল নাড়ী। *হৃৎপিণ্ডের বাত।

▌ নাড়ী কেবল সামান্য মাত্র বর্দ্ধিতগতি এবং অধিকাংশ স্থলে ধীর গতি। *তরুণ বাত।

৩০ বহির্ব্বক্ষ।—▌ শীতকালে কৃত্রিম প্লুরাইটিস।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—▌ বেদনা গ্রীবা হইতে আরম্ভ, গ্রীবা স্পর্শে বেদনাযুক্ত। *স্নায়ুশূল।

উপর তিনটী পৃষ্ঠদেশীয় কশেরুকায় অত্যন্ত বেদনা, স্কন্ধাস্থিদ্বয় পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়।

সন্ধ্যাকালে শয্যায় পৃষ্ঠদেশে খঞ্জতানুভব।

▌ হৃৎপিণ্ড হইতে ভিতরে ভিতরে বামস্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত চিড়িকমারা, ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা, তাহাতে হৃৎপিণ্ডের অতি প্রবল স্পন্দন আরম্ভ হয়। *হৃৎপিণ্ডের বাতের পীড়া।

মেরুদণ্ডে সদত বেদনা, কখন কখন কটিদেশে অত্যন্ত বৃদ্ধি, তৎসহ অধিক উত্তাপ ও জ্বালা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—▌ গ্রীবা হইতে বেদনা দক্ষিণ বাহু বহিয়া নিম্নে কনিষ্ঠা বা অনামিকা পর্য্যন্ত। *স্নায়ুশূল।

দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা; আরও ডেল্টইড মাংসপেশীতে, দক্ষিণপার্শ্বে বেশী।

বাম স্কন্ধাস্থির নিম্নাংশে সূচীবেধ। বাহুদ্বয়ে (দক্ষিণ) বাতের বেদনা।

কনুই সন্ধিতে খট্ খট্ শব্দ। হস্তদ্বয়ে সূচীবেধ।

হস্তদ্বয় অনুভব হয় যেন মচকাইয়া গিয়াছে।

বাম মণিবন্ধে বেদনা, অনুভব হয় যেন হাত পক্ষাঘাতবিশিষ্ট হইয়াছে।

হস্তোপরি বিসর্পোদ্ভেদ এবং তথা হইতে দূরে প্রসারিত।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিতম্ব হইতে পা বহিয়া চরণদ্বয় পর্য্যন্ত ছিন্নকর বেদনা।

জানুর উপরে বাহ্যিক সূচীবেধ; চরণদ্বয়, পায়ের তলা, অঙ্গুলি, বাম বৃদ্ধাঙ্গুলিতে।

চরণদ্বয় যেন মচকাইয়া গিয়াছে অনুভব।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—বাত প্রায়ই হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করে, এবং সাধারণতঃ ঊর্দ্ধাংশ হইতে নিম্নাংশে গমন করে; বেদনা হঠাৎ স্থান পরিবর্ত্তন করে।

বাতের বেদনা প্রধানতঃ ঊর্দ্ধবাহু ও পায়ের নিম্নাংশে; এবং নিদ্রা-যাইবার সময়ে বেশী।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—হেলান দেওয়া: ১। সঞ্চালন: ১, ১৯, ৩১, ৪৪। অবনত: ২। ফিরা: ২। অবনত হইয়া বসা: ১৭; সোজা হইয়া বসা: ১৭, ১৯। বামপার্শ্বে শয়ন: ২৯; চিত হইয়া: ২৯। শয্যায়: ৩১। সিঁড়ি দিয়া উঠা: ৩৬।

অতি সামান্য মাত্র সঞ্চালনে বেদনা বৃদ্ধি। * তরুণ বাত।

▌বক্র (অবনত) হইয়া বসিলে বেদনা বৃদ্ধি, তথাপি সেইরূপে বসিতে প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু সোজা হইয়া বসিলে বা দাঁড়াইলে উপশমিত হয়। *পাকাশয়শূল।

৩৬ স্নায়ু।—সমস্ত মাংসপেশীতে শ্রান্তিবোধ।

সর্ব্বপ্রকার পরিশ্রম পরিত্যাগ করে, উপর তলায় উঠিতে পারে না।

▌স্নায়ুশূলের সহিত দুর্ব্বলতাই একমাত্র সাধারণ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

উদরাময়ের সহিত পরিশ্রান্ত ও মাথাটলা।

৩৭ নিদ্রা।—অস্থির নিদ্রা, পুনঃ পুনঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে।

নিদ্রাকালে দাঁড়াইয়া উঠেন ও ইতস্ততঃ বেড়ান; নিদ্রায় কথা কহেন।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ১, ৩, ৫, ৯। বৈকাল: ৪। সন্ধ্যাকাল: ১, ৩, ৫, ১০, ১১, ৩১। রাত্রি: ৪, ৬, ৮।

রাত্রির প্রথমাংশে অথবা শয্যায় শুইবামাত্র বেদনাসকল বৃদ্ধি হয়।
*স্নায়শূল। *তরুণ বাত।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—খোলা বায়ু : ৩, ৫। শীতল বায়ু : ৪০। ঠাণ্ডা : ৪। উত্তাপ : ৪। শীতকাল : ৩০। গ্রীষ্মকাল : ৮।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীতলতা সহ শীত শীত বোধ; শীতল বায়ুতে কম্পযুক্ত শীত; শীত পৃষ্ঠ বহিয়া যায়।

জ্বরের উত্তেজনা। *এণ্ডোকার্ডাইটিস।

সাধারণ উত্তাপ; উত্তাপের সহিত পৃষ্ঠদেশ ও কটিদেশে জ্বালা ও বেদনা।

৪১ আক্রমণ।—বেদনা স্থান পরিবর্ত্তন করে। *বাত।

‖ বেদনা অনিয়মিত সময়ে উপস্থিত হয়, কোন নির্দ্দিষ্ট কাল স্থায়ী হয় না, হঠাৎ বা ক্রমশঃ আইসে এবং ঐরূপ অনিশ্চিত ভাবে চলিয়া যায়। *স্নায়ুশূল।

প্রতি গ্রীষ্মকাল : ৮।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ১৮, ১৯, ৩২। বাম : ৩, ১১, ১৯, ২৮, ২৯, ৩২, ৩৩। কোণাকুণি : ২। উর্দ্ধ হইতে নিম্নে : ৩, ১৯, ৩৩, ৩৪। সম্মুখ হইতে পশ্চাতে : ৩। নিম্ন হইতে উর্দ্ধে : ৪।

মস্তক, কর্ণ বা মুখমণ্ডলে স্নায়ুশূল, সাধারণতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে।

বেদনা এক সন্ধি হইতে অন্য সন্ধিতে গমন করে, যখন উর্দ্ধাঙ্গে আরম্ভ হয় তখন বেশী থাকে, এবং তৎপরে নিম্নাঙ্গে। *তরুণ বাত।

বেদনা নিম্নে অবতরণ করে; মস্তক; মুখমণ্ডলের অস্থি সমূহ; কর্ণ হইতে বাহুপর্য্যন্ত; মেরুদণ্ড বহিয়া; পা বহিয়া; বাহু হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত।

বেদনা উর্দ্ধে উত্থিত হয়; গ্রীবা হইতে মস্তকোপরি; গলমধ্যে গোলক বা পিণ্ড; নিম্নাঙ্গ, তৎপরে উর্দ্ধাঙ্গ।

৪৩ অনুভব।—বেদনার সহিত দক্ষিণ বাহুতে অনেক অনম্যতা। *স্নায়ুশূল। শল্যবিদ্ধ, ছিন্নকর, চাপযুক্ত বেদনা, কিম্বা নিম্নদিকে চিড়িক মারিয়া যায়।

‖ কখন কখন রোগের সহিত অসাড়তা উপস্থিত হয়।* স্নায়ুশূল।

৪৪ তন্তু।—তরুণ বাত, এক সন্ধি হইতে অপর সন্ধিতে গমন করে; প্রবল

জ্বর; অতি তীব্র বেদনা; গুল্‌ফদ্বয় অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট ও স্ফীত; অতি সামান্য মাত্র সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

সন্ধি সকল উষ্ণ, লালবর্ণ, স্ফীত। *তরুণ বাত।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ: ৪, ১৭, ৩১। ঘর্ষণ: ৫।

৪৬ চর্ম্ম।—মধ্যমপ্রকারের ঘর্ম্মসহ চর্ম্মে কণ্টকবিদ্ধানুভব।

শুষ্ক চর্ম্ম।

হস্তোপরি বিসর্পযুক্ত, প্রদাহিত উদ্ভেদ (রসটক্সের উদ্ভেদের ন্যায়), তৎসহ কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া।

পাঁচড়ার ন্যায় উদ্ভেদ।

স্থানে স্থানে লালবর্ণ, প্রদাহিত স্থান সকল, অত্যন্ত বেদনাদায়ক; যেন ফোড়া হইবে।

৪৮ সম্বন্ধ।—হৃদরোগে ক্যালমিয়া স্পাইজিলিয়ার পরে সুফলপ্রদ।

পাকাশয়শূল রোগে ডায়স্কোরিয়ার লক্ষণ থাকিলে ইহাদ্বারা সুস্পষ্ট উপকার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

ক্যালি আওডেটাম।

পরীক্ষক:—হার্টলব।

১ মন।—প্রত্যেক শব্দেই চমকাইয়া উঠে।

মদ্যপানের ন্যায় উত্তেজিত; অধিক পরিমাণে পারদ সেবনের পরে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—স্ক্রফুলা রোগে রক্তপূর্ণতা; এবং দুর্ব্বল বা গুটিকাদোষযুক্ত (টুবার্কুলার) রোগীর; কপালে মুদ্গরাঘাত; মস্তক স্ফীত অনুভব হয়; উদ্বেগযুক্ত, অস্থির নিদ্রা।

মাথাধরা এবং ভারবোধ (প্রাতে ৫টা); শয্যা হইতে উঠিলে উপশম।

মস্তকের পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, যেন স্ক্রু দিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে; খোলা বায়ুতে উপশম।

বাম চক্ষু ও বাম রগের ঊর্দ্ধে ছিন্নকর ও তীরবিদ্ধবৎ বেদনা।

৪ বহির্ম্মস্তক।—প্রবল মাথাধরা।

চুলকাইলে করোটীত্বক ক্ষতবৎ অনুভব হয়, চুল উঠিয়া যায়। *উপদংশ রোগ।

৫ চক্ষু।—পারদ অপব্যবহারের পরে উপদংশজনিত আইরিস-প্রদাহ; বেদনা রাত্রিতে বৃদ্ধি।

উপদংশজনিত কোরইড-প্রদাহ।

কর্ণিয়ার উপরে ফুস্কুড়ি; তাহাতে আলোকাসহ্যতা, বেদনা বা আরক্তিমতা কিছুই নাই।

অর্জ্জুনরোগ (chemosis)।

চক্ষুমধ্যে জ্বালা; চক্ষু হইতে পুঁজযুক্ত শ্লেষ্মা পড়ে।

অশ্রুস্রাব সহ অক্ষিপুটের স্ফীতি।

অক্ষি-গহ্বরের অস্থিবেষ্টক ঝিল্লিপ্রদাহ (পেরিয়ষ্টাইটিস), তাহা উপদংশজনিত হউক বা নাই হউক।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে প্রেকবেধবৎ বেদনা; কর্ণ (দক্ষিণ) মধ্যে চিড়িকমারা; র‍্যাকিটিক শিশুগণ, মস্তক বেদনাযুক্ত।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে প্রবল রক্তস্রাব, পারদ ব্যবহারের পরে।

অতি সামান্য মাত্র ঠাণ্ডায় অতি প্রবল বিদাহী প্রতিশ্যায়; অক্ষিপুট স্ফীত, কর্ণে হুলবেধ, মুখমণ্ডল লালবর্ণ, জিহ্বা শাদা; প্রবল তৃষ্ণা; পর্য্যায়ক্রমে উত্তাপ ও শীত শীত অনুভব; মাথাধরা; উষ্ণ মূত্র; পারদের অপব্যবহার।

নাসিকা লালবর্ণ, স্ফীত; স্রাব বিদাহী, জলবৎ; নাসিকা মূলে কসিয়া ধরা অনুভব। *উপদংশ।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল ও জিহ্বার স্ফীততা, বিশেষতঃ পারদের পরে।

মুখমণ্ডলে চিড়িকমারা ও হুলবেধ। *প্রতিশ্যায়।

১০ দন্ত।—অনুভব হয় যেন দন্তমূলে একটী কীট সঞ্চরণ করিতেছে।

মাড়ী স্ফীত; দন্ত বিনষ্ট; মাড়ী-স্ফোটক।

প্রচুর লালা; তৃষ্ণা; কর্ণমধ্যে প্রবল চিড়িকমারা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—মুখে পচা আস্বাদ, আহার বা পানান্তে।

মুখ ও গলমধ্যে তিক্তাস্বাদ, প্রাঃতকালিক ভোজনান্তে চলিয়া যায়।
জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালা; জিহ্বার অগ্রভাগে ফুস্কুড়ি।

১২ মুখমধ্য।—অনিয়মিত ক্ষত, দেখিলে যেন বোধ হয় দুগ্ধদ্বারা আবৃত।
গর্ভাবস্থায় চট্‌চটে, লবণাক্ত লালা।
রক্তযুক্ত লালা, তৎসহ মুখমধ্যে মিষ্টাস্বাদ।

১৩ গলমধ্য।—যুভুলা স্ফীত ও লম্বায় বর্দ্ধিত; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি যেন শোথযুক্ত।
গলগণ্ড (সংস্পর্শে চৈতন্যাধিক)।
সব্‌ম্যাক্সিলারি গ্রন্থি স্ফীত, পাকে (পুঁজ জন্মে)।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—খাদ্য আস্বাদ বিহীন।
দিবা রাত্রি অত্যধিক তৃষ্ণা।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—হিক্কা।
অধিক পরিমাণে বায়ু উদ্গার উঠে।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়গহ্বরে জ্বালা।
পাকাশয়ের (এবং অন্ত্রের) শৈরিক রক্তপ্রবাহে বাধা (phlegmasia)।

১৯ উদর।—হঠাৎ উদরের কিম্বা নাভির নিকটে বেদনাবিশিষ্ট স্ফীততা, তৎপরে উদরাময়।
নাভির চতুর্দ্দিকে কর্ত্তন ও জ্বালা।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল স্বল্প, কঠিন, কষ্টকর।
সরলান্ত্র হইতে সিরস শ্লেষ্মা।
কটিদেশে বেদনা সহ উদরাময় ও বেগ; পারদ ব্যবহারের পরে।

২১ মূত্র।—ব্রাইটের পীড়া, তৎসহ বাতরক্ত ও পারদদোষযুক্ত উপদংশ।
মূত্রত্যাগের বেদনাদায়ক বেগ; ঋতু (স্ত্রী) আসিলে উহা বিলুপ্ত হয়।
মূত্র :—প্রচুর, পুনঃ পুনঃ বর্ণবিহীন ও জলবৎ; রক্তবৎ লালবর্ণ।
অপরিতৃপ্ত তৃষ্ণা সহ মূত্র পরিমাণে বর্দ্ধিত।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা হ্রাস; অণ্ডকোষ শুষ্কতাপ্রাপ্ত।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু স্বভাবিকাপেক্ষা বিলম্বিত ও প্রচুর; ঋতু অবরুদ্ধ।
ঋতুর পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের বেগ বোধ; ঋতুর সময়ে উরুদ্বয়

অনুভব হয় যেন পিষ্ট হইতেছে; বেদনা উরুদ্বয় মধ্যে গমন করে; শীত শীত বোধ, মস্তকমধ্যে উত্তাপ।

শ্বেতপ্রদর জলবৎ, বিদাহী, ক্ষতকর, তৎসহ ভগে দংশন।

যোনি হইতে শ্লেষ্মা স্রাব।

স্তনদ্বয়ের শুষ্কতা প্রাপ্তি।

২৪ গর্ভাবস্থা।—প্রচুর দুগ্ধোৎপত্তি।

২৫ লেরিংক্স।—সর্দ্দিযুক্ত, নাকিস্বর।

স্বরভঙ্গতা, তৎসহ বক্ষমধ্যে বেদনা, কাসী, শ্বাসকষ্ট এবং চক্ষুদ্বয়ে বেদনা।

নিশ্বাস বন্ধের ন্যায় হইয়া জাগরিত হয়, নিশ্বাস লইতে পারে না; শ্বাসরোধের আক্রমণ, লেরিংক্সের ইডিমা (স্ফীতি)।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—ফুসফুস মধ্যে বায়ু প্রবেশ করে না, এপিগ্যাষ্ট্রিয়াম অন্তঃ-প্রবিষ্ট; মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ; লেরিংক্সে বাধা বোধ।

২৭ কাসী।—শ্বাসরোধক কাসী, লেরিংক্স স্ফীত।

শুষ্ককাসী; পরে প্রচুর, সবুজ শ্লেষ্মা উঠে।

২৮ ফুসফুস।—ভ্রমণকালে ষ্টার্ণাম হইতে পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত, কিম্বা গভীর বক্ষ মধ্যে সূচীবেধ।

যক্ষ্মাকাস, তৎসহ পুঁজযুক্ত শ্লেষ্মা; দুর্ব্বলকারী নৈশঘর্ম্ম ও পাতলা মল।

ফুসফুস প্রদাহের প্রারম্ভে যখন রোগ ফুসফুস আক্রমণ করিতে থাকে; এত বিস্তৃত হিপাটিজেশান যে তাহাতে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যতা ও সিরস এক্সুডেশান উপস্থিত হয়; মুখমণ্ডল লালবর্ণ, অক্ষিতারকা বৃহৎ; মুত্রোৎপত্তি বন্ধ; একপার্শ্ব যেন পক্ষাঘাতের ন্যায়।

ফুস্ফুসস্ফীতি (ইডিমা), তৎসহ ফুসফুসপ্রদাহ; কিম্বা ব্রাইটের পীড়ার গৌণ ফল রূপে ফুসফুসস্ফীতি (ইডিমা); শ্লেষ্মা সবুজ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎকম্পন, ভ্রমণকালে বৃদ্ধি।

ভ্রমণকালে হৃৎপিণ্ড মধ্যে চিড়িকমারা বেদনা; পারদ অপব্যবহারের পরে; পুনঃ পুনঃ এণ্ডোকার্ডাইটিস রোগের পরে।

নাড়ী বর্দ্ধিতগতি; দ্রুত।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—মেনিঞ্জাইটিস রোগে চিড়িক দেওয়া বেদনা; পারদ অপব্যবহারের পরে।

কটিদেশে মুষ্ঠাঘাতবৎ বেদনা, বসিয়া বক্র হইয়া থাকিলে বৃদ্ধি; সূচী-বেধ। *ব্রাইটের পীড়া।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বামস্কন্ধ যেন মুষ্টাঘাতবৎ অনুভব হয়।

স্কন্ধ ও কর্ণমধ্যে ছিন্নকর বেদনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিতম্ব-অস্থিতে চর্ব্বণ অনুভব; প্রতি পদবিক্ষেপে বাম নিতম্ব মধ্যে চিড়িকমারা, তাহাতে খোঁড়াইতে হয়।

দক্ষিণ উরু ও জানুতে ছিন্নকর বেদনা, রাত্রিতে তাহাতে জাগাইয়া তুলে, আক্রান্ত পার্শ্বে বা চীত হইয়া শুইলে বৃদ্ধি। *সায়াটিকা।

গোড়ালি ও অঙ্গুলিতে ক্ষতবৎ বেদনা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি।—ছিন্নকর, চিড়িকমারা বেদনা; অস্থি-বেষ্টক ঝিল্লি (পেরিয়ষ্টিয়ম) আক্রান্ত; টেণ্ডনসকলের উৎক্ষেপ বা সঙ্কোচন; শীর্ণতা; রাত্রিতে বৃদ্ধি, আক্রান্ত পার্শ্বে শুইলে বৃদ্ধি; পারদ ব্যবহার বা উপদংশরোগ; বাত; বাতরক্ত (gout)।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—ভ্রমণ: ২৮, ২৯; খোলাবায়ুতে: ৩৯। উত্থান: ৩। বসিয়া বক্র হওয়া: ৩১। চীত হইয়া বা আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন: ৩৩।

৩৬ স্নায়ু।—মাংসপেশীর উৎক্ষেপ, বা মাংসপেশী ও টেণ্ডনের সঙ্কোচন।

পক্ষাঘাত।

৩৭ নিদ্রা।—অনিদ্রা, অস্থির; ভয়ঙ্কর স্বপ্ন।

নিদ্রাকালে ক্রন্দন।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ৩। সন্ধ্যাকাল: ৪০। রাত্রি: ২৮, ৩৩, ৩৪, ৪০। দিবা রাত্রি: ১৪।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—খোলাবায়ুতে ভ্রমণ করিতে অদম্য ইচ্ছা, তাহাতে ক্লান্ত হয় না।

খোলাবায়ু: ৩। ঠাণ্ডা: ৭। উষ্ণতা: ৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত শীত, তৎসহ তৃষ্ণা (বৈকাল ৩টা হইতে ৭টা); কিম্বা সমস্তরাত্রি তৎসহ কম্প ও পুনঃ পুনঃ জাগরণ; শয্যায় উষ্ণতা প্রাপ্ত হয় কিন্তু আগুনের উত্তাপে নহে।

পৃষ্ঠদেশের নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে এবং সমগ্র শরীরে শীত; বৈকাল ৬টা হইতে ৮টা; তৎসহ নিদ্রালুতা।

এক সময়ে শীত শীত বোধ, তৎসহ শুষ্ক চর্ম্ম; অন্য সময়ে প্রচুর ঘর্ম্ম।

সবিরাম জ্বর; শীতের সঙ্গে তৃষ্ণা; উষ্ণতায় শীত হ্রাস হয় না; মুখমধ্য শুষ্ক; সার্ব্বাঙ্গিক শোথ; স্ক্রুফুলা।

৪১ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৬, ৩৩। বাম : ৩, ৩২, ৩৩।

সম্মুখ হইতে পশ্চাতে : ২৮। নিম্ন হইতে উর্দ্ধে : ৪০।

৪২ তন্তু।—পর্পুরা হেমোরেজিকা।

স্ক্রুফুলা।

শীর্ণতা ও ক্ষুধা বিলুপ্ত।

▌ স্নৈহিকঝিল্লিপ্রদাহ (সাইনোভাইটিস)।

তন্তুমধ্যে ইন্‌ফিলট্রেশান বশতঃ সমস্ত তন্তুকে স্ফীত করে; স্ফীতি (ইডিমা); বিবর্দ্ধিত গ্রন্থি; গাউটরোগীর অর্ব্বুদবিশেষ; অস্থি-গুল্ম; অস্থিস্ফীতি, ইত্যাদি।

স্ফীত গ্রন্থির চাপ বশতঃ শোথ।

গৌণ (সেকেণ্ডারি) উপদংশ, বিশেষতঃ পারদ অপব্যবহারের পরে কিম্বা স্ক্রুফুলা দোষের সহিত মিশ্রিত; বাগী, উপদংশ, ক্ষত, তাহার কিনারা কঠিন (শক্ত), তাহা হইতে পাতলা, ক্ষতকারী পুঁজ; গভীর ক্ষতকারী ক্ষত। পাটলিকা (রোজিওলা)। রুপিয়া। বাত; অস্থিতে বেদনা; অস্থিপূতি (নিক্রোসিস); অস্থিগুল্ম; সমস্তই রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়।

গ্রন্থিসমূহ :—স্ফীত, গলগণ্ড, ব্রংকিয়াল গ্রন্থিসমূহ, সব্‌ম্যাক্সিলারি গ্রন্থি-সমূহ, ক্ষতযুক্ত, শুষ্কতা প্রাপ্ত।

৪৩ চর্ম্ম।—মুখমণ্ডলে কণ্ডুয়নযুক্ত, মস্করবৎ।

প্যাপুলা (উদ্ভেদবিশেষ) মুখমণ্ডল, স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশে বেশী; গলমধ্য শুষ্ক।

পঙ্কুলযুক্ত উদ্ভেদ, তাহা হইতে দাগ থাকিয়া যায়।

মুখমণ্ডল, মস্তক, গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক, তাহা হইতে দাগ থাকে।

৩৮ সম্বন্ধ।—পারদ অপব্যবহারের পরে।

ক্যালি-আওডেটামের অপব্যবহারের পরে হেপার-সলফার উপকারী।

ক্যালি কার্ব্বনিকাম।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়ে।

অন্যমনস্ক। অধিক কান্দে।

পরিশ্রম করিতে ভয়।

একাকী থাকিতে ভয়; ভয় হয় তাঁহার মৃত্যু হইবে।

ভয় সহ উদ্বেগ। খোলাবায়ুতে নিরাশ।

২ চৈতন্য।—মাথাটলা, বিবমিষা, পাকাশয়ে চাপ বোধ।

মস্তক বা শরীর দ্রুত ঘুরাইতে মাথাঘোরা; সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—দপদপানি সহ মস্তকে রক্তাধিক্যতা।

কপাল :—সূচীবেধ, রগেও সূচীবেধ, অবনত হইলে এবং মস্তক, চক্ষু বা চোয়াল সঞ্চালনে বৃদ্ধি; মস্তক উত্তোলন ও উত্তাপে উপশম; সর্দ্দি সহ চক্ষু ও নাসামূল মধ্যে সূচীবেধ।

মস্তকের সম্মুখে, রগে এবং চক্ষুমধ্যে চাপ বোধ, তৎসহ মুখমণ্ডল ও মস্তকে উত্তাপ। আলোকাসহ্যতা সহ চাপবোধ।

বিবমিষা সহ এক পার্শ্বে মাথাধরা।

পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ দিকে মস্তকমধ্যে উৎক্ষেপ; চক্ষুসম্মুখে অন্ধকার; অজ্ঞান; শীতল জল পানে উপশম।

গাড়ীতে চড়িয়া মাথাধরা; কাসিলে, হাঁচিলে; নিদ্রা হইতে জাগিলে; সর্দ্দি (প্রতিশ্যায়) বশতঃ।

৪ বহির্মস্তক।—দেহ উত্তপ্ত হওয়া পরে হাওয়া লাগিলে সর্দ্দি লাগার সম্ভব, তাহাতে মাথাধরা, দন্তশূল ও পৃষ্ঠবেদনা উপস্থিত হয়।
করোটীত্বকে রক্তস্ফোটকের ন্যায় বেদনাবিশিষ্ট অর্ব্বুদ ; চাপ ও সঞ্চালনে বৃদ্ধি, উত্তাপে হ্রাস ; কণ্ডূয়ন, যেন বোধ হয় অস্থির মধ্যে।
কেশ শুষ্ক, ভঙ্গপ্রবণ, পড়িয়া যায়, প্রধানতঃ রগ, ভ্রু ও দাড়ি হইতে ; প্রাতে ও সন্ধ্যায় করোটীত্বক চুলকায় ও জ্বালা করে ; চুলকাইলে রস পড়ে।

৫ চক্ষু।—পাঠ বা উজ্জ্বলালোকে দৃষ্টিকালে চক্ষুসম্মুখে কৃষ্ণবর্ণদাগ সকল ; তীক্ষ্ণ সূচীবেধ ; চক্ষুসম্মুখে কুয়াসা।
উজ্জ্বল আলোককণা, চক্ষুসম্মুখে নীল বা সবুজবর্ণ দাগ সকল।
একদৃষ্টি তাকাইয়া থাকিতে প্রবৃত্তি।
চক্ষু দুর্ব্বল :—স্ত্রীসঙ্গমের পর ; ঘামের পর ; গর্ভস্রাবের পর।
অশ্রুস্রাব, আলোকে অপ্রবৃত্তি ; গভীর চক্ষুমধ্যে বেদনা।
চক্ষুর কোণে ক্ষত হয়। অক্ষিপুট লালবর্ণ, স্ফীত।
উপরাক্ষিপুট ও ভ্রুর মধ্যে থলীর ন্যায় স্ফীততা।
চক্ষুর নিম্নে থলীর ন্যায় অতি বৃহৎ স্ফীততা। *বিসর্প।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে গোঁ গোঁ, শোঁ শোঁ, কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দ।
শীতল জল পানান্তে মাথাধরা ও কর্ণমধ্যে শব্দ।
শ্রবণশক্তি হ্রাস।
ভিতর হইতে বাহিরে সূচীবেধ; কর্ণপশ্চাতে আকর্ষণ বোধ।
কর্ণ হইতে তরল খোল বা পুঁজ স্রাব।
প্যারটিডগ্রন্থি, বিশেষতঃ দক্ষিণ, প্রদাহিত, স্ফীত, শক্ত।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তি হ্রাস ; বিশেষতঃ সর্দ্দি বশতঃ।
সরস প্রতিশ্যায়, অত্যন্ত হাঁচি ; পৃষ্ঠদেশে বেদনা, মাথাধরা, অলসতা।
নাসিকা অবরুদ্ধ, তজ্জন্য নাসামধ্য দিয়া শ্বাসক্রিয়া অসম্ভব ; খোলা-বায়ুতে ভ্রমণে তাহা বিদূরিত হয়, কিন্তু গৃহমধ্যে আসিলে প্রত্যাবর্ত্তন করে ; নাসিকা মধ্যে কণ্ডূয়ন ; এক নাসিকা হইতে হরিদ্রা, সবুজবর্ণ, পচা স্রাব।

শুষ্ক প্রতিশ্যায়, তৎসহ স্বর বিলুপ্ত, গলমধ্যে শ্লেষ্মা, গলমধ্যে পিণ্ডানুভব।

নাসিকা মধ্যে জ্বালা; টাটানি, মামরীযুক্ত নাসারন্ধ্র; প্রতি প্রাতে রক্তযুক্ত, লালবর্ণ নাসারন্ধ্র।

মুখ ধৌত কালে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; প্রতি প্রাতে ৯ টার সময়ে।

৮ মুখমণ্ডল।—লালবর্ণ ও উষ্ণ; এক গণ্ড উষ্ণ, অপর গণ্ড শীতল; কাসিবার সময়ে কাল্‌চে লালবর্ণ, অন্য সময়ে পাণ্ডুবর্ণ; রক্তশূন্য; রুগ্নবৎ; হরিদ্রাবর্ণ।

মুখমণ্ডল প্রাতে স্ফীতভাব।

Frikles।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ওষ্ঠ স্ফীত; রক্তস্রাবী ফাটাস্থান।

ঠোঁট ছাল উঠে, ফাটা।

সব্‌ম্যাক্সিলারি গ্রন্থির কঠিন স্ফীততা।

১০ দন্ত।—দন্তশূল, ছিন্নকর বেদনা, তৎসহ মৌখিক অস্থিসমূহে বেদনা।

কেবল আহারের সময়ে দন্ত বেদনা উপস্থিত হয়; দপদপানি; শীতল বা উষ্ণ কোন দ্রব্য সংস্পর্শ হইলে বৃদ্ধি।

দন্ত সকল শিথিল, দন্ত হইতে দুর্গন্ধ। দন্তে সূচীবেধ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ তিক্ত; বিস্বাদ।

জিহ্বা স্ফীত, ফুস্কুড়িতে আবৃত, অগ্রভাগ ক্ষতবৎ জ্বালা করে।

১২ মুখমধ্য।—মুখ হইতে খারাপ, ক্ষারের ন্যায় গন্ধ।

লালা বর্দ্ধিত কিন্তু মুখ শুষ্ক অনুভব হয়।

মুখগহ্বর মধ্যে সমস্ত স্থানে রসপূর্ণ ফুস্কুড়ি, বেদনাবিশিষ্ট, জ্বালাযুক্ত।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে কীটসঞ্চারণ, তাহাতে কাসিতে প্রবৃত্তি জন্মে, এবং অনুভব হয় যেন শ্লেষ্মা সজোরে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

প্রাতে ফসেস ও ফেরিংক্সের পশ্চাতে আঠাবৎ শক্ত শ্লেষ্মা; হক্ করিয়া কাসিয়া তুলিতে পারে না; পিণ্ডবৎ অনুভব।

গলাধঃকরণ কালে হুলবেধ; পুনঃ পুনঃ লালা (ঢোক) গিলিতে প্রবৃত্তি, কিন্তু পুনঃ পুনঃ পারে না, তাহাতে শ্বাসরোধ জন্মে।

গলাধঃকরণ কালে পৃষ্ঠদেশে বেদনা। অন্ননলীর সঙ্কোচন।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ইচ্ছা :—অম্লের ; শর্করার।
ক্ষুধা নাই ; খাদ্যে অপ্রবৃত্তি। প্রবল তৃষ্ণা।

১৫ পানাহার।—আহারকালে :—নিদ্রালু।
আহারান্তে :—পাকাশয় হইতে গলমধ্য পর্য্যন্ত জ্বালা ; পেটবেদনা প্রত্যাবর্ত্তন করে ; উদর স্ফীত ; অম্লোদ্গার ; বিবমিষা, ভ্রমি।
ক্ষুধার্ত্ত হইলে বিবমিষা, বায়ুপ্রবল (স্নায়বীয়) ; এবং কাসী ও হৃৎ-কম্পন, প্রাতঃকালিক ভোজনান্তে উপশম।
পান :—২৬, ২৭ ; শীতল জল : ৩, ৯। উষ্ণ খাদ্য আহার : ২৭।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—অম্লোদ্গার ; বিবমিষা।
ভ্রমণকালে গা বমি বমি, বমন হয় না, অনুভব হয় যেন তাঁহার (স্ত্রী) শুইয়া পড়িতে হইবে এবং মৃত্যু হইবে। * গর্ভাবস্থা।
বিবমিষা :—এবং অপ্রবৃত্তি। কাঠবমি, ভুক্ত পদার্থ ও পিচ্ছিল পদার্থ বমন ; অম্ল বমন।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়-গহ্বরে সূচীবেধ।
চাপযুক্ত বেদনা, রাত্রি ২টার সময়ে জাগিয়া উঠে।
পাকাশয়-গহ্বর স্ফীত, স্পর্শে চৈতন্যাধিক।
আহারান্তে পৃষ্ঠদেশ ও পদদ্বয়ে বেদনা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত প্রদেশে সূচীবেধ, তৎসহ উদরের উপর দিয়া ফাট ফাট বোধ।
যকৃতের স্ফীততা ; বিদ্রধি (এব্‌সেস)। পাণ্ডুরোগ (কামলা)।

১৯ উদর।—এপিগ্যাষ্ট্রিয়াম স্ফীত, চৈতন্যাধিক ; তথায় স্পন্দনানুভব ; যকৃত ও নাভিপ্রদেশে বেদনা, এবং পাকাশয়ের নিম্নাংশের উভয় পার্শ্বে নীচে মূত্রাশয় ও অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত বেদনা।
সমগ্র উদরের উপরে কর্ত্তন, চিড়িকমারা, সূচীবেধ।
উদর বায়ু কর্ত্তৃক পূর্ণ। পেটবেদনা সহ আবদ্ধ অপান (বায়ু)।

২০ মল, ইত্যাদি।—মলত্যাগের নিষ্ফল ইচ্ছা ; সরলান্ত্র এত দুর্ব্বল যে মল নিঃসারণ করিতে পারে না।

মল শুষ্ক, আকারে অতি বৃহৎ ; সরলান্ত্র ক্রিয়াশূন্য। মলত্যাগের এক বা দুইঘণ্টা পূর্ব্বে কষ্ট বোধ হয়।

মল :—পুনঃ পুনঃ, কোমল, পাণ্ডুবর্ণ।

বেদনাশূন্য উদরাময়, তৎপরে পেটডাকা ও মলদ্বারে জ্বালা। *অজীর্ণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পুরাতন উদরাময় পীড়া।

উদরাময় কেবল দিবাভাগে।

মলত্যাগের পূর্ব্বে উদ্বেগ, কষ্টবোধ ; শাদা আম নির্গত হয়।

মলত্যাগের পর :—মলদ্বারের নিকটে কণ্ডূয়ন ; মলদ্বার অনুভব হয় যেন ক্ষত হইয়াছে।

মূত্রত্যাগের সময় অর্শের বলি বহির্গত ; রক্ত, তৎপরে শাদা আম বহির্গত হয়।

অর্শের বলিতে প্রদাহ, টাটানি এবং শুড় শুড়ি।

২১ মূত্র।—বৃক্ক প্রদেশে সূচীবেধ।

মূত্র :—উষ্ণ, স্বল্প, পুনঃ পুনঃ, অধঃক্ষেপ লালবর্ণ, পিচ্ছিল ; কাল্‌চেবর্ণ, নাড়িলে ফেনা হয় ; মূত্রের সহিত পুঁজযুক্ত অধঃক্ষেপ।

মূত্র ধীরে ধীরে বহির্গত হয়, তৎসহ টাটানি ও জ্বালা ; কিম্বা প্রচুর, সবুজাভ।

মূত্রত্যাগের পর :—প্রস্রাব পথে জ্বালা (এবং মূত্রত্যাগের সময়েও) ; প্রষ্টাটিক রস নিঃসরণ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—মৈথুনেচ্ছা প্রবল, তৎসহ জ্বালানুভব অথবা রতীচ্ছা হ্রাস।

সঙ্গমক্রিয়ার পরে দুর্ব্বল, বিশেষতঃ চক্ষুদ্বয়।

প্রচুর, বেদনাবিশিষ্ট স্বপ্নদোষ এবং তৎপরে বেদনাদায়ক লিঙ্গোত্থান।

বাম অণ্ডকোষ ও উপস্থে বেদনা।

অণ্ডকোষ ও শুক্রবাহক নলীর স্ফীততা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ুমধ্যে ও নিকটে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ; প্রস্রব-বেদনাবৎ বেদনা, শ্বেতপ্রদর ; কটিদেশে ভারবৎ বেদনা।

বিবমিষা, বমন, উদর মধ্যদিয়া সূচীবেধ ; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

সঙ্গমকালে যোনিমধ্যে টাটানি বেদনা।

ঋতু অতি আগাইয়া, স্বল্প, তীব্র গন্ধ, বিদাহী (acrid), তাহাতে উরু-
দেশে একপ্রকার উদ্ভেদ জন্মে।

আর্ত্তবস্রাব আগাইয়া, এবং স্বাভাবিকাপেক্ষা অধিকতর প্রচুর ও দীর্ঘস্থায়ী।

আদ্য ঋতু অত্যন্ত কষ্টকর।

ঋতুর পূর্ব্বে :—গণ্ডদ্বয়ের স্ফীততা ; উদরের উপর চিড়িকমারা বেদনা ;
কিম্বা পেটবেদনা ; আস্বাত ; সঙ্গমেচ্ছা বর্দ্ধিত ; ভগের কণ্ডুয়ন।

ঋতুর সময়ে :—ভারসহ মাথাধরা ; মস্তক, দন্ত, কর্ণ, পৃষ্ঠদেশে বেদনা ;
কটিদেশ ও নিম্নে পাছার নিকট ভারযুক্ত কামড়ানি (aching)
বেদনা ; আস্বাত ; অলসতা।

ঋতু রুদ্ধ, তৎসহ শোথ বা উদরী ; কিম্বা প্রতিমাসে, অম্ল উদ্গার,
ইত্যাদি ; পৃষ্ঠবেদনা, তাহাতে তাঁহাকে বসিতে বাধ্য করে।

হরিদ্রাবর্ণ শ্বেতপ্রদর, পৃষ্ঠবেদনা ; প্রসববেদনাবৎ বেদনা ; ভগে কণ্ডুয়ন-
জ্বালা (ঐ স্রাব হইতে জন্মে)।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায় :—বমন, রক্ত জমাট নির্গত হয়।

গর্ভস্রাবের আশঙ্কা (আসন্ন), তৎসহ পৃষ্ঠদেশ হইতে পাছা ও উরু-
দ্বয় পর্য্যন্ত বেদনা ; তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাব।

গর্ভস্রাব বা প্রসববেদনার শেষ ফলসকল ; পৃষ্ঠদেশ দুর্ব্বল, শুষ্ক কাসী,
জরায়ু হইতে দীর্ঘস্থায়ী রক্তস্রাব।

প্রসববেদনা অপ্রচুর ; প্রবল পৃষ্ঠবেদনা, পৃষ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিতে বলে।

২৫ লেরিংক্স।—প্রবল হাঁছি সহ স্বর বিলুপ্ত।

আঠাবৎ শ্লেষ্মা সহ লেরিঞ্জাইটিস।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—কষ্টকৃত, শাঁই শাঁই শব্দ সহ শ্বাসক্রিয়া।

শ্বাস কৃচ্ছ্রতা, পান করিলে এবং সঞ্চালন হইতে বৃদ্ধি, দ্রুত হাটিতে
পারে না ; শ্বাসরোধ, রাত্রিতে তাহাতে জাগাইয়া তুলে।

কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া ; কাসীর পরে।

হাপানি কাসী, মস্তক টেবিলের উপর নীচ করিয়া সম্মুখে হেলান দিয়া
থাকিতে হয় ; প্রাতে বৃদ্ধি।

অনুভব হয় যেন তাঁহার বক্ষমধ্যে মোটেই বায়ু নাই।

২৭ কাসী।—কাসী :—গলমধ্যে, লেরিংক্স বা বায়ুনলী-ভুজের মধ্যে গুড় গুড়ি বশতঃ থাকিয়া থাকিয়া কাসীর আক্রমণ, তাহাতে আঠাবৎ শ্লেষ্মা বা পুঁজ উঠে বটে কিন্তু তাহা গিলিয়া ফেলে; আক্ষেপিক কাসী, তৎসহ ওয়াকতোলা বা ভুক্ত পদার্থ ও অম্লযুক্ত শ্লেষ্মা বমন করে।

কাসী, তৎসহ অনেকটা রক্ত ও পুঁজ গয়ার উঠে।

কাসী দিবারাত্রি, শুষ্ক ও বিরক্তিকর; রাত্রি ৩ টা হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত; তৎসহ বক্ষের পার্শ্বে শল্যবিদ্ধবৎ বেদনা; কাসী আহারে (উষ্ণ খাদ্য), পানে, সঞ্চালনে, সোজা হইয়া বসিলে, পার্শ্বে শুইলে কিম্বা ঠাণ্ডা লাগাইলে জন্মে।

হুপশব্দক কাসী, রাত্রি ৩ টার সময় বৃদ্ধি; ওয়াকতোলা ও বমন; ফুসফুসের প্রদাহ; উপরাক্ষিপুট ও ভ্রূর মধ্যে স্ফীততা।

২৮ ফুসফুস।—দক্ষিণ বক্ষের নিম্ন তৃতীয়াংশ মধ্য দিয়া পৃষ্ঠপর্য্যন্ত বেদনা।

বক্ষের মধ্যস্থলে চাপবোধ, তৎসহ জলবৎ শ্লেষ্মা মুখমধ্যে উঠে; অন্ননলীর আকুঞ্চন।

চাপ বোধ, ভার বোধ, উদ্বেগ অনুভব।

যক্ষ্মাকাস; এই ঔষধ দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্নাংশে ক্রিয়া প্রকাশ করে; ভ্রমি বোধ; গয়ারের মধ্যে পুঁজ কণিকা, রক্ত ও এল্বুমেন থাকে।

ফুসফুস-প্রদাহ, তৎসহ দক্ষিণ বক্ষ মধ্য দিয়া সূচীবেধ, যকৃতের প্রদাহ; দক্ষিণ ফুসফুসের হিপাটিজেশান; দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে বৃদ্ধি।

শিশুর ফুসফুসপ্রদাহ, উভয় পার্শ্বে ঘড়ঘড় শব্দ; রেজোলিউশান সময়ে।

প্লুরিসি, বাম বক্ষে সূচীবেধ, তৎসহ প্রবল হৃৎকম্পন; শুষ্ক কাসী, রাত্রি ৩ টার সময়ে বৃদ্ধি।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—থাকিয়া থাকিয়া হৃৎকম্পন, তাহাতে শ্বাসবদ্ধ হয়।

হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন সবিরাম; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিষম।

হৃৎপিণ্ডের নিকট এবং তথা হইতে স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত সূচীবেধ।

সিষ্টোলিক মারমার। *এণ্ডোকার্ডাইটিস।

সমগ্র শরীরে স্পন্দন। মাইট্রাল ভাল্‌ভের ক্রিয়াশৈথিল্য।

নাড়ী :—প্রাতে দ্রুত, সন্ধ্যায় তদপেক্ষা অল্প; বিষম, অনিয়মিত; সবিরাম; ধীর ও ক্ষীণ।

৩৬ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার পশ্চাতে অনম্যতা; বক্ষ পর্য্যন্ত সূচীবেধ; মুত্রুলা বিবর্দ্ধিত।

গ্রীবা মোটা অনুভব হয়, কাপড় কসা বোধ হয়; রক্তাধিক্যতা।

গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থিসমূহের স্ফীততা।

■ পৃষ্ঠবেদনা; ভ্রমণকালে বোধ হয় যেন তিনি (স্ত্রী) আর হাটিতে পারিবেন না এবং শুইয়া পড়িতে হইবে; প্রসব, গর্ভস্রাব, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, ইত্যাদির পরে।

তীক্ষ্ণ সূচীবেধ বেদনা বশতঃ রাত্রি ৩ টার সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হয়, তাঁহার উঠিয়া পড়িতে এবং ভ্রমণ করিতে হয়; লম্বেগো।

পৃষ্ঠদেশে স্পন্দনানুভব। পৃষ্ঠবেদনা, যেন ভগ্ন হইয়াছে।

৩৭ উর্দ্ধাঙ্গ।—সঞ্চালন বা স্পর্শে দক্ষিণ স্কন্ধের নিম্নে আঘাত প্রাপ্তিবৎ বেদনা।

বগলের গ্রন্থিসকল স্ফীত, বেদনাবিশিষ্ট।

বাহুদ্বয়ে দুর্ব্বলতা, প্রাতে; বাহুদ্বয় অসাড়; শীতল।

হস্ত ও বাহুদ্বয় বেগুনে রঙ্গের দাগে আবৃত।

হস্ত ও অঙ্গুলিসমূহে খিলধরা সহ দুর্ব্বলতা; পক্ষাঘাত।

হাতের তলা চুলকায়; সরস ফুস্কুড়ি জন্মে।

৩৮ নিম্নাঙ্গ।—কক্স্যালজিয়া। নিতম্ব ও জানুসন্ধিতে ছিন্নকর বেদনা।

ভ্রমণ বা পা বিস্তৃতি কালে জানুপার্শ্বে বেদনা।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে, এবং তদপেক্ষা সিঁড়িদিয়া উপরে উঠিতে জানুদ্বয়ে কষ্ট বোধ।

রাত্রিকালে বাতের বেদনা। পদদ্বয়ে জ্বালা ও হুলবেধ।

পায়ের ঘর্ম্ম প্রচুর, দুর্গন্ধ। চরণদ্বয় ভারী, অনম্য।

পায়ের তলায় স্ফীতি ও আরক্তিমতা; পাদ ও করদারী।

গুল্ফ পর্য্যন্ত চরণদ্বয়ের স্ফীততা; চরণদ্বয় শীতল।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে উৎক্ষেপ, বিশেষতঃ যখন চরণদ্বয় স্পৃষ্ঠ হয়।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি :—পরিশ্রান্ত ; শীতল।

স্ফীতভাব ; হাতপা নীলিমাপ্রাপ্ত (cyanotic)।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালনঃ ৪, ২৬, ২৭, ৩২, ৩৩। মস্তক সঞ্চালন : ৩। ভ্রমণ : ৭, ১৬, ২৬, ২৮, ৩১, ৩৩। আরোহণ বা অধিরোহণ : ৩৩। ব্যায়াম : ৪০। শয়ন : ৪০; একপার্শ্বে : ২৭; দক্ষিণপার্শ্বে : ২৮।

৩৬ স্নায়ু।—মাংসপেশীর উৎক্ষেপ (নৃত্য)।

পুনঃ পুনঃ উদ্গার উঠিয়া আক্ষেপ বিলুপ্ত হয়। *প্রসবান্তিক আক্ষেপ। সম্পূর্ণ জ্ঞান সহ আক্ষেপ।

পক্ষাঘাত ; কম্পন।

৩৭ নিদ্রা।—দিবসে ও সন্ধ্যার প্রারম্ভে নিদ্রালু।

নিদ্রার অভাব ; পাকাশয়িক রোগসকল।

নিদ্রায় :—চমকাইয়া উঠা ; অঙ্গাদি নাচিয়া উঠা ; দন্ত সংঘর্ষণ ; ক্রন্দন।

ভয়ানক স্বপ্ন, তৎসহ পুনঃ পুনঃ জাগরণ ও মূত্রত্যাগের ইচ্ছা।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ২, ৪, ৭, ৮, ১৩, ২৬, ২৯, ৩২, ৪০। মধ্যাহ্ন : ৪০। সন্ধ্যাকাল : ২৪, ২৯, ৩৭, ৪০। রাত্রি : ২৬, ৩৩, ৪০, ৪৬। দিবস : ২০, ৩৭, ৪০। দিবারাত্রি : ২৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উত্তাপ : ৩, ৪, ১০। গৃহ : ৭। খোলাবায়ু : ১, ৭, ৪০। হাওয়া লাগা : ৪। ঠাণ্ডা : ২৭। মুখমণ্ডল ধৌতকরা : ৭।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—দিবসে পুনঃ পুনঃ কম্পবোধ।

প্রাতে শীত শীত বোধ ; এবং মধ্যাহ্ন সময়ে ; সন্ধ্যাগমে আরম্ভ হয়।

পটাস দেহের উত্তাপ হ্রাস করে।

উত্তাপ, হাইতোলা, বক্ষ ও মস্তকমধ্যে বেদনা, উদরমধ্যে স্পন্দন, প্রাতে ৯টা ও বৈকাল ৫টা।

আভ্যন্তরিক উত্তাপ, বাহ্যিক শীত শীত বোধ।

শ্বাসকৃচ্ছ্রতা সহ শীত ও উত্তাপ।

সন্ধ্যাকালিক জ্বর, শীতের সহিত তৃষ্ণা, পরে উত্তাপের সময়ে তৃষ্ণা থাকে না ; জ্বরের সহিত প্রবল সরস প্রতিশ্যায়।

সদত শীত শীত বোধ, আভ্যন্তরিক উত্তাপ বশতঃ প্রবল তৃষ্ণা ; হস্তদ্বয় উত্তপ্ত ; খাদ্যে বিতৃষ্ণা।

শীত ও জ্বর, তৎসহ শ্বাসকষ্ট, বক্ষে সঙ্কোচন বোধ, যকৃত প্রদেশে বেদনা, তৃষ্ণা শীতের সময়ে বেশী।

ঘর্ম্ম :—প্রধানতঃ উর্দ্ধাঙ্গে ; আহারান্তে ; দিবাভাগে ব্যায়ামে সহজেই ঘর্ম্ম হয়। নৈশঘর্ম্ম, তৎসহ কাসী ; ফুসফুস প্রদাহের পরে।

সমস্ত রাত্রি ঘর্ম্ম কিন্তু কোন উপশম নাই।

৪১ আক্রমণ।—প্রতি ২ বা ৩ ঘণ্টান্তর রোগের আক্রমণ (বৃদ্ধি) প্রত্যাবর্ত্তন করে। *হাপানি পীড়া।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৬, ২৮, ৩২। বাম : ৫, ৬, ২১, ২২, ২৮। ভিতর হইতে বাহিরে : ৯। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে : ৩।

৪৩ অনুভব।—সমগ্র শরীরে শূন্যবোধ, যেন উহা গহ্বরবিশেষ।

৪৪ তন্তু।— ‖ রক্তাল্পতা (এনিমিয়া), তৎসহ অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য, চর্ম্ম জলপূর্ণ, দুগ্ধবৎ শাদা ; মাংসপেশীসমূহ দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ড ; এই নিমিত্ত দুর্ব্বল নাড়ী এই ঔষধের একটা সাধারণ লক্ষণ।

মেদসঞ্চয় (দেহের স্থূলতা)। শিরাপ্রদাহ (phlebitis) প্রবণতা।

সূচীবিদ্ধবৎ অনুভব সহ অর্ব্বুদ। পক্ষাঘাত।

বৃদ্ধদিগের শোথ রোগ।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ অসহ্য ; সামান্য স্পর্শ করিলে চমকাইয়া উঠে, বিশেষতঃ চরণদ্বয়ে।

স্পর্শ : ১, ১৭, ৩২, ৩৪। চাপ : ৪, ২৪, ৩২।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্ম শুষ্ক, চুলকায় ; চুলকাইলে ভাল।

বিসর্প। মুখমণ্ডলে দদ্রুবৎ দাগ।

জ্বালাকর, কণ্ডূয়নযুক্ত দদ্রু ; চুলকাইলে রস পড়ে।

রাত্রিতে ক্ষত হইতে রক্তপড়ে।

৪৭ অবস্থা।—বৃদ্ধ, স্থূলকায় (মেদপূর্ণ), শিথিলতন্তু ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী। দেহ হইতে নানাবিধ রস (যথা, রক্ত, পুঁজ, শুক্র) স্রাবের বা জীবনী শক্তির হ্রাসের পরে, বিশেষতঃ রক্তাল্পতা (এনিমিয়া) রোগীর পক্ষে।

৪৮ সম্বন্ধ।—ঋতুরোধ (এমিনোরিয়া) রোগে নেট্রাম-মিউরেটিকামে কোন ফল না দর্শিলে ক্যালি-কার্ব্বনিকাম উপকারী।

ক্যালি-কার্ব্ব কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিসের কার্য্যাবশেষপূরক।

ক্যালি-কার্ব্ব প্রায়ই উপযোগী:—ব্রাইও, লাইকো, নেট্রাম-মিউরে এবং নাইট্রি-এসিডের পরে।

ক্যালি-কার্ব্বের পরে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়:—কার্ব্ব-ভেজ, ফস্ফ।

ক্যালি-কার্ব্বের প্রতিবিষ:—ক্যাম্ফ, কফি।

ক্যালি বাইক্রোমিকাম।

পরীক্ষক:—ড্রিসডেল।

১ মন।—বক্ষ হইতে উদ্বেগ (উৎকণ্ঠা) উত্থিত হয়।

— অমনোযোগ, অলসতা; মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তি।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা, তৎসহ বিবমিষা, বমনের প্রবৃত্তি ও এপি-গ্যাষ্ট্রিয়ামে বেদনা; খোলাবায়ুতে ভাল।

উপবিষ্টাবস্থা হইতে উঠিতে গেলে হঠাৎ ক্ষণস্থায়ী মাথাঘোরা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—আহারান্তে চক্ষূর্দ্ধে অতীব্র, ভারযুক্ত দপদপানি, যেন মস্তক ফাটিয়া যাইবে; শয়ন বা কোন পদার্থে মস্তক চাপিয়া ধরিলে, কিম্বা খোলাবায়ুতে উপশমিত হয়; অবনত বা সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

মাথাঘোরা ও বিবমিষা সহ সাময়িক মাথাধরা, প্রাতে জাগিয়া, এবং সন্ধ্যাকালেও; চাপ, খোলাবায়ুতে বা আহারে প্রায়ই উপশমিত হয়।

অন্ধতা, তৎপরে প্রবল মাথাধরা, শুইয়া পড়িতে হয়; আলোক এবং

শব্দে অপ্রবৃত্তি ; মাথাধরার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি (দর্শনশক্তি) প্রত্যাবর্ত্তন করে।

• বহির্মস্তক।—কপালে মাথাধরা :—প্রায়ই এক চক্ষুর উর্দ্ধভাগে ; মধ্যে মধ্যে দক্ষিণ রগে চিড়িকমারা।

একপার্শ্বে তীরবিদ্ধবৎ বা কামড়ানি বেদনা। মস্তকের অস্থিসমূহ টাটানি বোধ হয় ; অস্থিমধ্যে তীক্ষ্ণ সূচীবেধ।

• চক্ষু।—অস্পষ্ট দৃষ্টি :—মাথাধরার পূর্ব্বে ; মাথাঘোরার সহিত।

দিবালোকে কেবল আলোকাসহ্যতা।

সর্দ্দিজ প্রদাহ, আঠাবৎ স্রাব, বা স্বল্পস্রাব, প্রাতে জাগিবার সময়ে বৃদ্ধি।

চক্ষু মুদিলে অশ্রুস্রাব ও জ্বালা।

চক্ষুঘর্ষণের ইচ্ছা সহ চক্ষুমধ্যে উত্তাপ ও আরক্তিমতা।

কর্ণিয়ার অলস ক্ষত।

আইরিসপ্রদাহের পরবর্ত্তী ফল :—কণ্টকবিদ্ধ, হুলবেধ, ভ্রমণশীল বেদনা ; প্রধানতঃ বামচক্ষুতে।

কঞ্জংকটাইভা লালবর্ণ, তাহাতে বড় বড় রক্তবহানাড়ী দেখা যায় ; কিম্বা অর্জ্জুনরোগ (chemosis)।

চক্ষুর শ্বেতাংশ মলিন হরিদ্রাবর্ণ।

কর্ণিয়ার দীর্ঘস্থায়ী পুরু অসচ্ছতা।

কর্ণিয়ার উপরে কটাবর্ণ দাগ।

প্রাতে অক্ষিপুট সংযোজিত ; চক্ষুকোণে হরিদ্রাবর্ণ পদার্থ।

অক্ষিপুটের স্ফীততা ; উহা ঘর্ষণে অত্যন্ত ইচ্ছা।

জাগিলে উপরাক্ষিপুটদ্বয়ের ভার ; তাহা খুলিতে চেষ্টা লাগে।

অক্ষিপুট লালবর্ণ, কণ্ডূয়নযুক্ত, টাটানি বিশিষ্ট ; মাংসবৃদ্ধিযুক্ত অক্ষিপুট।

• কর্ণ।—মাথাধরা সহ বামকর্ণ ও বাম প্যারটিড গ্রন্থির মধ্যে সূচীবেধ।

বাম কর্ণমধ্যে প্রবল সূচীবেধ, মুখ গহ্বরের উপরাংশ, মস্তক ও গ্রীবার পার্শ্ব পর্য্যন্ত প্রসারিত ; গ্রন্থিসমূহ স্ফীত, গ্রীবাস্পর্শে বেদনাবিশিষ্ট।

উভয় কর্ণ হইতে ঘন, হরিদ্রাবর্ণ, দুর্গন্ধ স্রাব।

রাত্রিতে কর্ণমধ্যে দপদপকর বেদনা ; হুলবেধ ; বাহ্যশ্রবণপথ (সমগ্র নলী) স্ফীত ও প্রদাহিত।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তি বিলুপ্ত।

নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ।

নাসামূলে furrowing এবং স্পন্দন ; বাহ্যিক উত্তাপ, দপদপানি ; নাসিকা স্ফীত ও উত্তপ্ত ; নাসিকা শুষ্ক ও ভারী, যেন তাহার উপর একটা ভার চাপান রহিয়াছে।

নাসিকা হইতে ঘন, কাল্‌চে লালবর্ণ রক্ত ; বিষম, ক্ষুদ্র, নাড়ী।

দড়ির ন্যায়, দুশ্ছেদ্য স্রাব, দুর্গন্ধ। কঠিন সবুজ শ্লেষ্মাখণ্ড স্রাব।

সরস প্রতিশ্যায়, তাহাতে নাসা ও ঠোঁট ক্ষত হয় ; নাসারন্ধ্র চৈতন্যাধিক, ক্ষতযুক্ত ; নাসারন্ধ্রদ্বয়ের বিভাজক উপাস্থি ও অস্থিতে চক্রাকার ক্ষত ; ঐ বিভাজক স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রকর ক্ষত।

দক্ষিণ ল্যাক্রিম্যাল অস্থিতে একটা স্থান স্ফীত ও দপদপানিযুক্ত ; নাসারন্ধ্র হইতে প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব।

প্রতিশ্যায়, তৎসহ নাসামূলে চাপ ; ফ্রন্টাল সাঁইনাস সমূহে প্রদাহ বশতঃ কষ্ট ও পূর্ণতা বোধ ; সন্ধ্যাকালে ও খোলাবায়ুতে বৃদ্ধি ; প্রাতে দক্ষিণ নাসিকা বন্ধ এবং তাহা হইতে রক্তস্রাব।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল :—পাণ্ডুবর্ণ, হরিদ্রাভ ; স্থানে স্থানে চাকা চাকা লালবর্ণ ; রক্তিমাবর্ণ।

চেহারা :—উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠাপূর্ণ।

বাম উপর চোয়াল অস্থিতে কর্ণের দিকে চিড়িকমারা বেদনা।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—অধর স্ফীত, ফাটা (বিদারিত)।

অধরের আভ্যন্তরিক পার্শ্বে কঠিন কিনারা ও জ্বালাযুক্ত ক্ষত।

দক্ষিণ পার্শ্বে কর্ণমূল প্রদাহ (mumps)।

প্যারটিড গ্রন্থি স্ফীত ; কর্ণ হইতে গ্রন্থিমধ্যে বেদনা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—তাম্রবৎ ; মিষ্ট ; অম্ল ; প্রাতে তিক্ত।

জিহ্বার পশ্চাৎভাগে যেন একটী কেশ রহিয়াছে এইরূপ অনুভব ; আহার বা পান করিলে উপশমিত হয় না।

জিহ্বা পুরু হরিদ্রাবর্ণ ক্লেদাবৃত, কিনারাদ্বয় লালবর্ণ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেদনাবিশিষ্ট ক্ষত কর্ত্তৃক পূর্ণ।

▌জিহ্বা শুষ্ক, মসৃণ, রক্তবর্ণ, বিদারিত ; রক্তামাশায়।

জিহ্বার কিনারায় গভীর ক্ষত ; জিহ্বোপরি উপদংশ ক্ষত।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্য ও ঠোঁটের শুষ্কতা, শীতল জলপানে উপশমিত।

লালা:—বর্দ্ধিত, তিক্ত, আঠাবৎ, ফেনিল ; লবণাক্ত।

১৩ গলমধ্য।—কোমল তালু ঈষৎ আরক্ত ; য়ুভুলা (উপজিহ্বা) শিথিলিতা এবং গলমধ্যে গোঁজ থাকার ন্যায় অনুভব, গলাধঃকরণে উপশমিত হয় না।

▌য়ুভুলার (উপজিহ্বা) স্ফীততা (ইডিমা)।

য়ুভুলামূলে গভীর গর্ত্তবিশিষ্ট ক্ষত, তাহার চতুর্দ্দিক লালাভ এবং তাহার মধ্যে হরিদ্রাবর্ণ, দুশ্ছেদ্য পুঁজ ; ফসেস ও তালু প্রাদাহিক আরক্তিমতাযুক্ত, উজ্জ্বল, বা কালচে লালবর্ণ, কিম্বা তাম্রবর্ণ বৎ।

বাম টন্সিল গ্রন্থিতে, কর্ণপর্য্যন্ত প্রসারিত, তীব্র, চিড়িকমারা বেদনা ; গলাধঃকরণে হ্রাস ; টন্সিলদ্বয়ে পূয়োৎপত্তি।

ফসেসে ক্ষত ; এবং ফেরিংক্সে, তাহা হইতে পনীরবৎ দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ স্রাব হয়।

টন্সিল ও গলমধ্যে ক্ষত, উহা ছেয়ে বর্ণ গলিত পদার্থে আবৃত, চতুস্পার্শ্ব কাল্‌চেবর্ণ।

ফেরিংক্সের পশ্চাৎ প্রাচীর কাল্‌চে লালবর্ণ, চকচকে,স্ফীত, তাহাতে ঈষৎ লালবর্ণ রক্তাবহা নাড়ী সমূহের শাখা প্রশাখাদি দৃষ্ট হয় ; মধ্যস্থলের বাম পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র ফাটা স্থান, তাহা হইতে রক্ত বাহির হয়।

মুখমধ্য ও ফসেসের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে সুস্থ স্থানে স্থানে আরক্তিমতা ; নাসিকা হইতে দড়িবৎ, দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মাস্রাব ; দুর্গন্ধ ; মুখমধ্যে ক্ষত। *ডিপথিরিয়া। প্রাতে গলমধ্যে শুষ্কতা ও জ্বালা।

ফেরিংক্সে জ্বালা, পাকাশয় পর্য্যন্ত প্রসারিত।

১৪ , অনিচ্ছা।—ক্ষুধা বিলুপ্ত ; তৃষ্ণা বর্দ্ধিত ; অলসতা।

মাংসে অপ্রবৃত্তি।

১৫ পানাহার।—ভুক্ত পদার্থ ভারীদ্রব্যের ন্যায় হইয়া থাকে।
আহারের ঠিক পরেই পাকাশয়ে চাপ ও ভার বোধ।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—বায়ু উদ্গার, তাহাতে পাকাশয়ের অসচ্ছন্দতা উপশমিত হয়।

বিবমিষা, শরীরের উপর উত্তাপ অনুভব, তৎসহ মাথাটলা, মস্তকে রক্তাগম; প্রাতে হাটিলে, খাদ্যের দৃষ্টিতে, ভোজনান্তে ও মলত্যাগের পরে বৃদ্ধি; আহার ও খোলাবায়ুতে উপশম।

মাথাটলা, তৎপরে অম্ল শাদা শ্লেষ্মাযুক্ত তরল পদার্থ বমন, তৎসহ পাকাশয়ে চাপ ও জ্বালা।

বমন:—অম্ল, অজীর্ণ; পিত্তের, তিক্ত; শ্লেষ্মা ও রক্তের; তৎসহ হস্তদ্বয়ে শীতল ঘর্ম্ম, মুখমণ্ডল উত্তপ্ত; হরিদ্রাবর্ণ, পুঁজযুক্ত শ্লেষ্মার।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ের স্ফীতত৷ (সন্ধ্যাকালে), তৎসহ পূর্ণতা ও চাপবোধ; কসিয়া কাপড় পরা অসহ্য; জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ।

চমকাইয়া জাগিয়া উঠে; পাকাশয়গহ্বরে উত্তাপও রক্তনিষ্ঠীবন; রাত্রি ২টা।

পাকাশয়ে বেদনা ও অসচ্ছন্দতা, পর্য্যায়ক্রমে হস্তপদাদিতে বেদনা।

—বাতের লক্ষণাপেক্ষা পাকাশয়িক লক্ষণসমূহ অধিকতর প্রবল।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়ামে অতীব্র বেদনা বা সূচীবেধ; মৃত্তিকাবৎ মল; ধাতব আস্বাদ।

প্লীহাপ্রদেশে সূচীবেধ, উহা কটিদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত।

১৯ উদর।—উদরাধ্মান; উদর স্ফীত অনুভব, তৎপরে উদ্গার।

পাকাশয় অন্ত্রের প্রদাহ, স্থানে স্থানে খালধরা।

উদর মধ্য দিয়া সূচীবেধ, মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত প্রসারিত।

আহারের পরেই ছুরিকাদ্বারা কর্ত্তনবৎ।

২০ মল, ইত্যাদি।—প্রাতে জলবৎ প্রচুর উদরাময়; মলত্যাগের অত্যন্ত প্রবল ইচ্ছা সহ জাগিয়া উঠে, তৎপরে প্রবল বেগ, তাহাতে তিনি (স্ত্রী) উঠিতে পারেন না; তৎপরে, উদরে জ্বালা, বিবমিষা এবং বমনের প্রবল বেগ।

রক্তামাশয় পীড়া, কপিশ, ফেনিল, জলময়, কিম্বা পুনঃ পুনঃ রক্তময় বাহ্যে, নাভির নিকট চর্ব্বণবোধ, বেগ ; জিহ্বা রক্তবর্ণ, ফাটা।

মৃত্তিকাবর্ণ মল ; পুরাতন উদরাময়।

প্রতিবৎসর রক্তামাশয় ; গ্রীষ্মকালের প্রথমাংশে।

বাতের পরে উদরাময় বা রক্তামাশয়।

স্বাভাবিক কোষ্ঠবদ্ধ ; মল স্বল্প, গ্রন্থিল, তৎপরে মলদ্বারে জ্বালা।

মলদ্বারে গোঁজ থাকার ন্যায় অনুভব। মলদ্বারে টাটানি।

২১ মুত্র।—পৃষ্ঠদেশে বেদনা, তৎসহ লালবর্ণ প্রস্রাব।

বৃক্কপ্রদেশে চিড়িকমারা, শয্যাশায়ী দুর্ব্বলতা ; মুত্রোৎপত্তি রুদ্ধ।

দিবাভাগে ক্রমাগত মুত্রত্যাগের ইচ্ছা।

স্বল্প, আরক্ত মুত্র, তৎসহ প্রচুর শাদাটে অধঃক্ষেপ ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা।

প্রস্রাবকালে প্রস্রাবপথে উত্তাপ ও জ্বালা।

প্রস্রাবের পরে প্রস্রাবপথের পশ্চাতে জ্বালা ও যেন এক ফোটা অবশিষ্ট রহিয়া গেল এইরূপ অনুভব ; প্রস্রাবপথে সূচীবেধ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছার অভাব।

উপস্থমূলে সঙ্কোচক বেদনা ; প্রাতে জাগিলে পরে।

কেশবিশিষ্ট স্থানে কণ্ডূয়ন, চর্ম্ম প্রদাহিত হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পষ্টুল জন্মে।

উপদংশ ক্ষত গভীর গর্ত্ত হইয়া যায়।

মেঢ্রে কণ্টকবেধ ও কণ্ডূয়ন ; ক্ষত।

মলত্যাগকালে প্রষ্টাটিক রস নির্গমন।

পুরাতন প্রমেহ (গ্লীট), তৎসহ দড়ি বা জেলিবৎ প্রচুর স্রাব।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু :—অতি আগাইয়া, তৎসহ মাথাঘোরা, বিবমিষা ও জ্বরভাব ; মুত্রোৎপত্তি রুদ্ধ বা রক্তবর্ণ মুত্র।

জরায়ুস্খলন। প্রদর পীতবর্ণ, দড়ির ন্যায়; কটিদেশে বেদনা ও দুর্ব্বলতা।

যোনি মধ্যে টাটানি ও ক্ষতবৎ।

জননযন্ত্রসমূহের স্ফীততা।

ভগের নিকটে কণ্ডূয়ন, জ্বালা ও উত্তেজনা; প্রকৃত ভগদক্র (pruritus)।

২৫ লেরিংক্স।—প্রাতে প্রচুর, ঘন নীলবর্ণ শ্লেষ্মা হক্ করিয়া তুলে।

ক্রুপ রোগের প্রথম প্রারম্ভাবস্থা; রাত্রি ২। ৩ টার সময়ে বৃদ্ধি।

মেম্ব্রেনাস ক্রুপ; ডিপথেরিটিক ক্রুপ; স্বরযন্ত্র (লেরিংক্স), বায়ুনলী (ট্রেকিয়া) এবং এমন কি বায়ুনলীভুজ (ব্রংকাই) সমূহ আক্রমণ করে; স্বরভঙ্গ; গলাধঃকরণ বেদনাদায়ক, টন্সিল রক্তবর্ণ ও স্ফীত; কৃত্রিম ঝিল্লি দ্বারা আবৃত, তাহা সহজে ছিন্ন করা যায় না, তৎসহ কঠিন, দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা; নিদ্রাকালে শাঁই, শাঁই, ঘড় ঘড় শব্দ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—জাগিলে পর শাঁই শাঁই শব্দ, হাঁপাইতে থাকে; তৎপরে কাসী, তজ্জন্য উঠিয়া সম্মুখে বক্র হইয়া বসে।

বায়ুনলীভুজের দ্বিখণ্ডের স্থানে স্থানে কসিয়া ধরার ন্যায় বোধ।

শয়ন করিলে শ্বাসরোধের ন্যায় অনুভব।

২৭ কাসী।—শাঁই শাঁই শব্দ, তৎসহ কাঠবমি ও কঠিন গয়ার, ঐ গয়ার দড়ির ন্যায় টানিয়া পা পর্য্যন্ত লম্বা করা যাইতে পারে।

কাসী উত্তেজিত হয়:—স্বরযন্ত্রে, নিম্নে বায়ুনলীভূজের দ্বিখণ্ড স্থানে শুড়ি শুড়ি দ্বারা; কিম্বা স্বরযন্ত্রে শ্লেষ্মা সঞ্চয় দ্বারা।

—কাসী তৎসহ ষ্টার্ণামের মধ্যভাগ হইতে পশ্চাতে পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বেদনা, কিম্বা বক্ষে ভার বোধ ও টাটানি।

কাসী গাত্রের বস্ত্রাদি পরিত্যাগকালে বৃদ্ধি; প্রাতে জাগরণান্তে; আহারান্তে; গভীর নিশ্বাস গ্রহণে; শয্যায় দেহ উষ্ণ হইলে উপশম।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের নিকটে শীতল অনুভব; বক্ষের কসিয়া ধরা বোধ; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

হৃৎপিণ্ড প্রদেশে কণ্টকবিদ্ধবৎ বেদনা।

হৃৎকম্পন, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, নাড়ী বর্দ্ধিতগতি, উত্তাপ, হঠাৎ চমকাইয়া জাগিয়া উঠে, রাত্রি ২ টা।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—মস্তক অবনত করিলে গ্রীবাদেশে অনম্যতা।

প্রথমে বাম, পরে দক্ষিণ বৃক্কপ্রদেশে উরুদ্বয় দিয়া নিম্নে প্রসারিত তীব্র চিড়িকমারা বেদনা, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

পৃষ্ঠদেশে এবং বামপার্শ্ব বহিয়া নিম্নে নিতম্ব মধ্যে কামড়ানি (aching)।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—উভয় স্কন্ধে বাতের বেদনা, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

কনুই ও মণিবন্ধসন্ধিতে বাতের বেদনা; বাম কনুইতে হুলবেধ।

অঙ্গুলি সন্ধিসমূহে বাতের বেদনা।

হস্তদ্বয়ের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

অস্থি-ক্ষয় (কেরিস) সহ অঙ্গুলিতে ক্ষত।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—ভ্রমণ বা সঞ্চালনে নিতম্বসন্ধি ও জানুতে বাতের বেদনা।

দক্ষিণ নিতম্বে বেদনা, জানু পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

পায়ের ভার বোধ; ভ্রমণ বা উপরে উঠিতে পায়ের ডিমে কামড়ানি ও দুর্ব্বলতা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—চিড়িক মারা, কণ্টকবিদ্ধবৎ বেদনা, প্রাতে বৃদ্ধি।

সমগ্র শরীর অনম্য (অচল), প্রাতে নড়িতে পারে না।

সাময়িক, সঞ্চরমাণ বেদনা; অস্থিসকলের বরাবর বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালনে অপ্রবৃত্তি, শুইয়া থাকিতে প্রবৃত্তি।

সঞ্চালন: ৩, ১৬, ১৮, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৪৪, ৪৬। ভ্রমণ: ২২, ৩১, ৩৩। অবনত: ২, ৩, ৩১। শয়ন: ৩, ২৬।

৩৬ স্নায়ু।—শয্যাশায়ীবৎ দুর্ব্বলতা; মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, মুখমণ্ডল ও শরীরে শীতল ঘর্ম্ম।

৩৭ নিদ্রা।—অসচ্ছন্দতাবিশিষ্ট নিদ্রা; দুর্ব্বল অনুভূত হয়, বিশেষতঃ হস্তপদাদিতে।

নিদ্রাকালে পুনঃ পুনঃ চমকান, অসংলগ্ন বকা।

জাগরিত হয়:—মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা সহ; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা দ্বারা; হৃৎকম্পন; উত্তাপ; মাথাধরা।

জাগিলে বৃদ্ধি:—বিশেষতঃ মস্তক ও বক্ষের লক্ষণসকল।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২২, ২৫, ২৬। সন্ধ্যাকাল: ৪, ৭, ২৫। রাত্রি: ৫, ৬, ১৯, ২১, ৩২, ৪৬; রাত্রি ২টা: ১৭, ১৯, ২৫।

৩৯ ও বায়ু।—উষ্ণ বায়ুতে রোগ ২০, ৪৬। খোলাবায়ু: ৩, ৮, ১৬। বেদনা শীতকালে বৃদ্ধি।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—পৃষ্ঠদেশে শীত শীত বোধ, তৎসহ নিদ্রালুতা; গরম স্থান অনুসন্ধান করে।

মাথাটলা ও বিবমিষা সহ শীত বোধ, তৎপরে শীতলতা ও কম্পনানুভব সহ উত্তাপ; তৃষ্ণা নাই।

শীতের আক্রমণ চরণদ্বয় হইতে উর্দ্ধ দিকে।

শীত, তৎপরে এক ঘণ্টার মধ্যে উত্তাপ, তৎসহ মুখগহ্বর ও ঠোঁটের শুষ্কতা; তৎপরে প্রাতে অত্যন্ত তৃষ্ণা কিন্তু ঘর্ম্ম নাই।

মুখমণ্ডলে উত্তাপের আবেগ। বয়োসন্ধি সময়।

হস্তপদের উত্তাপ; বিবমিষা; মুখগহ্বরে শুষ্কতা, অনিদ্রা; তৎপরে হস্ত, পদ ও উরুদ্বয়ের ঘর্ম্ম।

ঘর্ম্ম:—মলত্যাগের সময়ে পৃষ্ঠদেশে; নিস্তব্ধ বসিয়া থাকা কালে প্রচুর; কপালে ও হস্তদ্বয়ে শীতল ঘর্ম্ম।

৪১ আক্রমণ।—বেদনা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে দ্রুত নড়িয়া বেড়ায়, কোন স্থানে অধিককাল থাকে না, এবং সবিরাম।

— সাময়িক আক্রমণ: ২০।

বাতের লক্ষণাপেক্ষা পাকাশয়িক লক্ষণসমূহ সমধিক প্রবল।

৪২ পার্শ্ব। দক্ষিণ: ৪, ৬, ৭, ৯, ৩৩, ৪৬। বাম: ৪, ৫, ৬, ৮, ১৮, ২৯, ৩১ ৩২। বাম হইতে দক্ষিণে: ৩১। সম্মুখ হইতে পশ্চাতে: ৩, ১৯, ২৮। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে: ২৮। উর্দ্ধ হইতে নিম্নে: ৩১, ৩৩। নিম্ন হইতে উর্দ্ধে: ৪০।

৪৩ অনুভব।—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে বেদনা, তাহা অঙ্গুলির অগ্রভাগে ঢাকা যায়।

বেদনাসকল প্রথমে একাংশ আক্রমণ করে, তৎপরে অন্যস্থানে পুনরুপস্থিত হয়।

শরীরের নানাস্থানে ভারী বোধ।

৪৪ তন্তু।—অস্থিসকল মৃষ্টবৎ অনুভব হয়; অস্থিক্ষয় (caries)।

অতি সামান্য মাত্র সঞ্চালনে সন্ধিসমূহে খট্ খট্ শব্দ।

প্রায় সমস্ত সন্ধিতে বাতের বেদনা।

নাসিকা, মুখমধ্য, ফসেস, ফেরিংক্স, লেরিংক্স, ট্রেকিয়া, ব্রংকাই, এবং এমন কি জরায়ু ও যোনি মধ্যেও ডিপথিরিয়াবৎ কৃত্রিম ঝিল্লি জন্মে।

প্লাষ্টিক এক্স্যুডেশান; টানিলে দড়ির ন্যায়, দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা।

শীর্ণতা; রক্তাল্পতা।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—ঘর্ষণেচ্ছা: ৫। কসা কাপড় অসহ্য ১৭। স্পর্শ: ৪, ৬, ৭, ৮, ১৩, ২০, ৩১। চাপে উপশম ২৩।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্মে জ্বালা, হুলবেধ। অত্যন্ত জ্বালা সহ লুপাস।

চর্ম্ম উত্তপ্ত, শুষ্ক ও রক্তবর্ণ।

সমগ্র শরীরের প্রবল কণ্ডূয়ন; তৎপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি জন্মে, প্রধানতঃ বাহু ও পদদ্বয়ে; উষ্ণ বায়ুতে বৃদ্ধি, শীতল বায়ুতে ভাল।

রাত্রিতে শয্যায় উষ্ণ হইলে চর্ম্মের উত্তাপ ও কণ্ডুয়ন, তৎপরে লালাভ, কঠিন গাঁইটবৎ; তাহার কেন্দ্র স্থান গর্ত্ত, চতুষ্পার্শ্ব প্রদাহিত।

হামের ন্যায় শুষ্ক উদ্ভেদ।

বসন্তের ন্যায় সমগ্র শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পষ্টুল; তাহা না ফাটিয়াই বিলুপ্ত হয়; প্রধানতঃ মুখমণ্ডল ও বাহুদ্বয়ে।

দক্ষিণ পায়ের তলায় জল (সিরম) পূর্ণ ফোস্কা সকল।

নখের মূলে হাতের উপর দিয়া মণিবন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছোট ছোট পষ্টুল সকল; বাহু লালবর্ণ, বগলের গ্রন্থিসকল পাকে (পুঁজ জন্মে); হস্তের উপরে পষ্টুল সকল ফাটিয়া গেলে রস পড়ে; স্পর্শ না করিলে উহা পীতবর্ণ শক্ত পদার্থে পরিণত হয়।

দক্ষিণ উরুদেশে রক্তস্ফোটক।

ক্ষত সকল শুষ্ক, ডিম্বাকৃতি; কিনারা সকল ভিতর দিকে ঝুঁকিয়া থাকে, ক্ষতের চতুষ্পার্শ্ব উজ্জ্বল লালবর্ণ; ভূমিদেশ কঠিন, ক্ষত হইয়া যায়; ক্রমশঃ গভীরতর হয়।

৪৭ অবস্থা।—স্থূলকায়, লঘুকেশ ব্যক্তির; স্থূল ও খর্ব্বকায় বালকগণ।

৩৮ সম্বন্ধ।—আর্সেনিকের বাষ্প হইতে রোগ সকল; মার্কুরিয়াস, বিশেষতঃ মার্কুরিয়াস আওডেটাস হইতে।

রক্তামাশয় রোগে ক্যান্থারিসের পরে ক্যালি বাইক্রমিকামউপকারী।

ক্রুপ রোগে আওডিয়াম কর্ত্তৃক জ্বর ও খনৃখনে কাসী উপশমিত হইলে যখন স্বরভঙ্গযুক্ত কাসী, দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা, সাধারণ দুর্ব্বলতা ও শীতলতা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তখন ক্যালিবাইক্রমিকাম।

ক্যালি বাইক্রমিকামের পরে এণ্টিম-টার্ট সুফলপ্রদ।

প্রতিবিষ:—আর্সে, ল্যাকে (ক্রুপ, ডিপথিরিয়া, ইত্যাদি), পলসা।

ক্যালি ব্রোমেটাম।

১ মন।—▌গর্ভাবস্থায় রাত্রিতে ভীতিপ্রদ মূর্ত্তি; কিম্বা শিশুগণ যাহারা চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠে, জ্ঞান শূন্য, কাহাকেও চিনিতে পারে না; তৎপরে তির্য্যকদৃষ্টি।

▌ভ্রম সহ প্রলাপ; মনে হয় কেহ তাঁহাকে অনুধাবন করিতেছে; কেহ তাঁহাকে বিষ খাওয়াইবে; তাঁহার (স্ত্রী) সন্তান মরিয়াছে।

▌পানাত্যয় (ডিলিরিয়াম ট্রিমেন্স), মুখ রক্তবর্ণ, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিসকল।

▌চিত্তবিভ্রম সহ বিষাদ; প্রায়ই ছেলেমানুষি; অদম্য ক্রন্দনেচ্ছা।

মানসিক অলসতা, ধীরে অনুভব, ধীরে উত্তর দেয়।

▌নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিতে অক্ষমতা।

▌স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত; মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্য ঠিক বাক্য স্মরণ হয় না বলিয়া কথা কহিতে পারে না।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা ও টলিয়া টলিয়া পড়া; তৎসহ মস্তকের গোলমাল বোধ ও উত্তাপ।

নিদ্রালুতা, নিদ্রাঘোর।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—▌মস্তিষ্ক উত্তেজিত, মুখমণ্ডল আরক্ত, অক্ষিতারকা বিস্তৃত, চক্ষুঅন্তঃপ্রবিষ্ট; মস্তক ঘোরায়; সময়ে সময়ে চীৎ-

কার করিয়া জাগিয়া উঠে ; হস্তপদ শীতল ; শৈশব বিসূচিকা।

▌ তরুণ প্রবল রক্তাধিক্যতা ; প্রদাহ (এফুশানের পূর্ব্বে)।

৫ চক্ষু ।—দৃষ্টি :—অস্পষ্ট, অক্ষিতারকা প্রসারিত ; তৎসহ অক্ষিপুট ভারী এবং অদম্য নিদ্রালুতা।

তির্য্যক দৃষ্টি। ১ দেখ। একদৃষ্টি। চক্ষু অন্তঃপ্রবিষ্ট, জ্যোতিহীন।

৬ কর্ণ ।—কর্ণমধ্যে শব্দ প্রতিধ্বনিত হয় ; মাথাধরা।

শ্রবণশক্তি হ্রাস। রাত্রিতে কর্ণমধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ, উহা নাড়ীর স্পন্দনের সহিত সমকালিক।

৭ নাসিকা ।—ঘ্রাণশক্তি হ্রাস। নাসারন্ধ্রে ঘন শ্লেষ্মা।

৮ মুখমণ্ডল ।—পরিশ্রান্ত, উদ্বেগপূর্ণ ; অলস, স্তম্ভিত প্রায়।

চেহারা হরিদ্রাবর্ণ, ক্যাকেকটিক।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি ।—জিহ্বা :—লালবর্ণ, শুষ্ক, বর্দ্ধিত।

জিহ্বা লালবর্ণ ও বেদনাবিশিষ্ট ; মাড়ী স্পঞ্জবৎ , বহুমূত্র।

কষ্টে বাক্যকথন ; জিহ্বার ক্রিয়া বিকৃত ; তোত্‌লা।

১২ মুখমধ্য ।—শ্বাস দুর্গন্ধ ; জিহ্বা শাদা।

দুর্গন্ধ শ্বাস সহ, প্রচুর লালা।

আস্বাদ :—খারাপ ; বিলুপ্ত।

১৩ গলমধ্য ।—শুষ্কতা। যুভুলা ও ফসেস রক্তাধিক্যতাযুক্ত, তৎপরে স্ফীত।

তরলপদার্থ গলাধঃকরণে কষ্ট (শিশুদিগের) ; কেবল কঠিন পদার্থ গলাধঃ-করণ করিতে পারে।

মুখ,গলাওফেরিংক্সের অনুভব বিলোপ; পুরাতন সুরাবিষাক্ত(alcoholism)।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা ।—মুখের শুষ্কতা সহ প্রবল তৃষ্ণা।

১৯ উদর ।—উদরের আক্ষেপ, চক্ষু ও হস্তপদাদির আক্ষেপিক সঞ্চালন ; পুনঃ পুনঃ সবুজ, জলবৎ মল, গ্রীষ্মকালিক উদরাময়।

২০ মল, ইত্যাদি ।—▌ জলবৎ মলস্রাব ; শিশুদিগের বিসূচিকা, বিশেষতঃ তৎসহ মস্তিষ্কের লক্ষণসমূহ ও পতনাবস্থা। ১, ২, ৪৪ দেখ।

কোষ্ঠবদ্ধ ; মল শুষ্ক, কঠিন, বারম্বার নহে।

২১ মূত্র ।—বহুমূত্র, মূত্র শর্করাপূর্ণ।

প্রচুর, তৎসহ প্রচুর পরিমাণে ফস্‌ফেট নির্গত হয়।

মূত্র স্বল্প; পতনাবস্থায় এমন কি মূত্রোৎপত্তি রুদ্ধ হয়।

মূত্রবেগধারণে অক্ষমতা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা হ্রাস হইয়া এমন কি ধ্বজভঙ্গ।

শুক্রক্ষরণ, তৎসহ মানসিক বিমর্ষতা, নিস্তেজ চিন্তা, পৃষ্ঠবেদনা, টলিয়া টলিয়া পদবিক্ষেপ এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ইহাতে ডিম্বকোষের সিষ্ট (cyst)আরোগ্য হইয়াছে।

সঙ্গমেচ্ছা (মৈথুনেচ্ছা) চরিতার্থ না হওয়ায় ডিম্বকোষের স্নায়ুশূল।

২৭ কাসী।—থাকিয়া থাকিয়া, শুষ্ক, ২।৩ ঘণ্টান্তর কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া; তৎপরে শ্লেষ্মা বা খাদ্য বমন; রাত্রিতে ও শয়নাবস্থায় বৃদ্ধি।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—হস্ত ও অঙ্গুলিসমূহ সর্ব্বদাই ক্রিয়াশীল, ও ব্যস্ত।

ঐচ্ছিক ক্রিয়াকালে হস্তদ্বয়ের কম্পন; কিম্বা যেরূপ পানাত্যয়রোগে।

৩৬ স্নায়ু।—প্রত্যাবৃত্ত (রিফ্লেক্স) উত্তেজনা হ্রাস করে, তজ্জন্য অপস্মার ও তৎসমশ্রেণীস্থ রোগসমূহে ইহার অসদৃশ ব্যবহার হয়।

স্নায়বীয় (নার্ভাস্), ব্যস্ত; প্রায়ই স্নায়বীয় স্ত্রীলোকদিগের।

স্নায়বীয় উত্তেজনা এবং মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লি সমূহের রক্তাধিক্যতা, তৎসহ উন্মত্ততা, ইত্যাদি।

মাংসপেশীর অসম্মিলিত ক্রিয়া (inco-ordination); স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা, এমন কি সঞ্চালন সম্বন্ধে পক্ষাঘাত ও অসাড়তা।

পাদ বিক্ষেপ:—অস্থির, মদিরা মত্তের ন্যায় আন্দোলিত গতি; যেরূপ লোকোমোটার এটাক্সি রোগী হাঁটে। তাকাইয়া দেখে পদদ্বয় যথার্থ চলিতেছে কি না।

অলসতা, কথা কহিতে, কোন প্রকার চিন্তা বা কাজ করিতে অপ্রবৃত্তি, তাচ্ছিল্যভাব, নিদ্রালু।

সাধারণ প্রলাপ, বিভীষিকা দর্শন; সাধারণ পক্ষাঘাতের ন্যায়।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রালুতা; গভীর নিদ্রা, প্রায়ই চমকাইয়া নিদ্রাভঙ্গ হয়, যদিও হাঁটিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়; এলোমেলো স্বপ্ন।

গভীর নিদ্রা হইতে জাগে কিন্তু কোথায় আছে তাহা অবগত নহে।

অনিদ্রা, বিশেষতঃ রক্তাল্পতা রোগীর, কিম্বা স্নায়বীয় ব্যক্তির।

৪৫ তন্তু।—মাংসপেশী উত্তেজিত, পরে অসম্মিলিত ক্রিয়া (inco-ordination) এবং তৎপরে পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়।

শীর্ণতা; দুর্ব্বল, রক্তশূন্য।

৪৬ চর্ম্ম।—মুখদূষিকা (একুনি); নীলাভ লালবর্ণ, পষ্টুলযুক্ত, মুখমণ্ডল ও বক্ষে বেশী। নিম্নাঙ্গে গোলাপী রঙ্গের উদ্ভেদ।

আম্বাতের ন্যায় ঈষৎ উচ্চ, মসৃণ, লালবর্ণ চাকা চাকা দাগ, রাত্রিতে শয্যায় এবং উচ্চ উত্তাপে চুলকায়; শীতকালে বাহির হয়।

পদদ্বয়ের সরস পামা (কাউর)।

৪৮ সম্বন্ধ।—তুলনা কর :—এম্ব্রা, হাইও,জেলসে (স্নায়বীয় পরিশ্রান্তি বশতঃ অনিদ্রা); বেলেড (বেলেডনায় রক্তপ্রবল (স্থেনিক) লক্ষণসমূহ; ক্যালি ব্রমেটামে দুর্ব্বলতা, পৈশিক শীতলতা ও আরক্তিমতা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে); ওপি, ক্যাম্ফ, ক্যাম্ফ-ব্রোম (শিশুদিগের বিসূচিকায় পতনাবস্থা)।

ক্রিয়োজোটাম।

৪১ মন।—মস্তকমধ্যে স্তম্ভিতভাব; দেখিতে বা শুনিতে পায় না।

চিন্তাশক্তির অভাব। স্মরণশক্তি হ্রাস। বিস্মৃতি।

বিষণ্ণ চিত্ত, কান্দিতে প্রবৃত্তি, কিম্বা মৃত্যু কামনা; সংগীতাদিতে তাঁহাকে কান্দিতে বাধ্য করে।

কোপনতা ও বিষণ্ণতা।

মানসিক আবেগ বশতঃ রোগসকল।

২ চৈতন্য।—প্রাতে খোলাবায়ুতে মাথাঘোরা, তৎসহ মদিরামত্তের ন্যায় টলিয়া পড়া, কিছু চাপিয়া ধরিতে হয়।

মস্তকমধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ।

৩ মস্তকাভ্যন্তর ।—কপালে বাহিরের দিকে চাপযুক্ত বেদনা।
মস্তকের নানাস্থানে ভার ও চাপবোধ, তৎসহ অনুভব হয় যেন মস্তিষ্ক কপালের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে।
মস্তকের বামপার্শ্ব হইতে কপালে দপদপানি ও স্পন্দন।
অক্ষিপটে মাথাধরা। কপালে পুরাতন সাময়িক মাথাধরা, বিদ্ধকর বেদনা।
নিদ্রালুতা সহ মাথাধরা।

৪ বহির্মস্তক ।—কপালে উদ্ভেদ, যেরূপ মদ্যপায়ীদিগের।
কেশ উঠিয়া যায়। করোটীত্বকের স্পর্শে চৈতন্যাধিক্যতা এবং যখন চুল আঁচড়ান যায়।

৫ চক্ষু ।—অস্পষ্ট দৃষ্টি :—যেন জালের মধ্যদিয়া দেখিতেছে ; যেন চক্ষু সম্মুখে কিছু উড়িতেছে, তাহাতে সদত চক্ষু মুছিতে হয়।
একদৃষ্টি, জীবনশূন্য ও স্তম্ভিত চেহারা।
চক্ষুমধ্যে কণ্ডূয়ন ও জ্বালানুভব, চক্ষুর কিনারায়, ঘর্ষণে বৃদ্ধি।
ক্ষত সহ চক্ষুমধ্যে উত্তাপ। জ্বালাকর উত্তাপ, তৎসহ অশ্রুস্রাব, উজ্জ্বলালোকে বৃদ্ধি।
উত্তপ্ত, বিদাহী, জ্বালাকর অশ্রুস্রাব।
চক্ষু অন্তঃপ্রবিষ্ট, তৎসহ চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ মণ্ডলাকার দাগ, অক্ষিপুট ও তাহার কিনারার পুরাতন স্ফীততা।
অক্ষিপুটের সংযোজনা।

৬ কর্ণ ।—শ্রবণ শক্তি হ্রাস।
মস্তক মধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ ; ঋতুর পূর্ব্বে ও সময়ে গুন্ গুন্ শব্দ ও শ্রবণশক্তির হ্রাস। কর্ণ মধ্যে স্চীবেধ।
কর্ণোপরি সরস পীড়কা, তৎসহ গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থিসমূহের স্ফীততা।

৭ নাসিকা ।—নাসিকা সম্মুখে দুর্গন্ধ, তৎসহ ক্ষুধার অভাব।
কপালে ভার ও দপদপানিসহ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।
উভয় নাসারন্ধ্র হইতে পাতলা, উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত।
অধিক হাঁছিসহ সর্দ্দি, সরস বা শুষ্ক।
বৃদ্ধদিগের পুরাতন সর্দ্দি।

দক্ষিণ নাসাপুটে এপিথিলিয়াল কর্কটরোগ।

নাসিকায় শুষ্ক সর্দ্দিসহ পুনঃ পুনঃ হাঁচি।

৮ মুখমণ্ডল।—শিশুদিগের বৃদ্ধবৎ চেহারা।

চেহারা :—মৃত্তিকাবৎ; রক্তশূন্য, সবুজবর্ণ, তৎসহ গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থি-সমূহের স্ফীততা।

উত্তাপের আবেগ (flushes), তৎসহ গণ্ডদ্বয়ের সীমাবদ্ধ আরক্তিমতা।

মুখমণ্ডল উত্তপ্ত; গণ্ডদ্বয় লালবর্ণ, কর্ণদ্বয় শীতল।

মুখদূষিকা (একুনি)।

▌ জ্বালাকর বেদনা; কথা কহিলে বা পরিশ্রমে বৃদ্ধি।

আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে উপশম; স্নায়বীয়, উত্তেজনশীল।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—ওষ্ঠের ছাল উঠিয়া যায় ও ফাটিয়া যায়।

সদত ঠোঁট ভিজাইতে চাহে কিন্তু তৃষ্ণা নাই।

অধরে মটরের মত বড় অর্ব্বুদ, তৎসহ বিদাহী, জলবৎ রসস্রাব, তাহাতে চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান বেদনাযুক্ত হয়।

১০ দন্ত।—আকৃষ্ট বেদনাযুক্ত দন্তশূল, রগ ও কর্ণদ্বয় পর্য্যন্ত প্রসারিত।

বিনষ্ট দন্তসমূহ হইতে দুর্গন্ধ।

দন্তশূল :—রগ ও মুখমণ্ডলের বামপার্শ্ব পর্য্যন্ত প্রসারিত।

অত্যন্ত বেদনাযুক্ত দন্তোদ্গম; দাঁত যেমন উঠে অমনি নষ্ট হইয়া যায়; দন্তোপরি কাল দাগ হইয়া দাগ নষ্ট হইতে থাকে।

মাড়ী :—নীলাভ লালবর্ণ; প্রদাহিত, উপর চোয়ালে বামপার্শ্বে।

যে দাঁত সম্পূর্ণ উঠে নাই এরূপ একটা দাঁতের উপর মাড়ী স্ফীত, তাহাতে আক্ষেপ উপস্থিত হয়।

সহজেই মাড়ী হইতে রক্তস্রাব, মাড়ী স্কর্ব্যুটিক, স্পঞ্জবৎ ও ক্ষতযুক্ত।

মাড়ী ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, রক্ত কাল, শীঘ্রই জমিয়া যায়।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—তিক্তাস্বাদ কিম্বা বিস্বাদ।

যাহা খায় তাহাই তিক্ত লাগে।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্য হইতে পচা গন্ধ।

১৩ গলমধ্য।—দক্ষিণ পার্শ্বে গলাধঃকরণ কালে চাপ।

কর্কশতা ও শুষ্কতা সহ গলমধ্যে চাঁচিয়া তোলা।

গলমধ্যে ক্ষুদ্র গোলাকার নীলাভ লালবর্ণ দাগ।

গলমধ্যে কণ্ডূয়নানুভব।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অত্যন্ত তৃষ্ণা।

তীক্ষ্ণ ক্ষুধা, বিশেষতঃ মাংসের জন্য।

মাংসে বিতৃষ্ণা, মাংস খাইয়া বমন করে।

ক্ষুধামান্দ্য।

১৫ পানাহার।—জলপান করিলে পর তিক্তাস্বাদ বোধ হয়।

উষ্ণ খাদ্যে উপশম।

উপবাস করিতে সাহস করে না।

মদিরা সেবনে প্রবল ইচ্ছা, তৎসহ দুর্ব্বলকারী প্রদর।

অম্লখাদ্য হইতে পাকাশয় কামড়ায় (ache)।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার ও হিক্কা, বিশেষতঃ উঠিয়া বসিলে, বা লইয়া বেড়াইলে।

উদ্গার :—অম্ল; শূন্য।

গর্ভাবস্থায় বিবমিষা; সদত বমনের প্রবৃত্তি ও যথার্থ বমন করা।

বমন :—আহারের ২।৩ ঘণ্টা পরেই অজীর্ণ খাদ্য; দৃষ্টির অস্পষ্টতা সহ; যাহা ভুক্ত হইয়াছে।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ের উপর দিয়া অনুপ্রস্থ ভাবে ফাট ফাট বোধ, কসিয়া কাপড় পরা অসহ্য।

পাকাশয়ে বা তাহার বামপার্শ্বে বেদনাবিশিষ্ট শক্ত স্থান।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতপ্রদেশে সূচীবেধ।

পূর্ণবোধ সহ যকৃতপ্রদেশে দুষ্ট বেদনা; কাপড় শিথিল করিতে হয়।

প্লীহা প্রদেশে চাপবোধ, চাপদিলে বেদনাবিশিষ্ট।

পূর্ণতানুভব, যেন অত্যন্ত অধিক আহার করিয়াছেন।

১৯ উদর।—উদরে ক্ষতবৎ বেদনা।

নাভিপ্রদেশে বেদনা।

উদর ঢাকের ন্যায় স্ফীত, কিন্তু শক্ত বা বেদনাযুক্ত নহে।

উদর স্ফীত নহে কিন্তু শক্ত।

অন্ত্রমধ্যে জ্বালা।

উদরে প্রসববেদনাবৎ বেদনা।

গভীর নিশ্বাসগ্রহণে উদরে টাটানি বেদনা।

উদরে কষ্টকর শীতলতানুভব; অজীর্ণ রোগ।

২০ মল, ইত্যাদি।—মলত্যাগকালে সরলান্ত্রে খালধরাবৎ বেদনা।

মল:—জলবৎ, কিম্বা ভসকা, পচা মলত্যাগ, তাহাতে অজীর্ণ খাদ্য পদার্থ থাকে; শাদা, অত্যন্ত দুর্গন্ধ; পুনঃ পুনঃ সবুজাভ জলবৎ।

মলত্যাগের নিষ্ফল, যন্ত্রণাদায়ক বেগ।

কোষ্ঠবদ্ধ, মল কঠিন ও কেবল অধিক বেগ দিলে তবে বহির্গত হয়।

২১ মুত্রে।—প্রচুর, বর্ণবিহীন মূত্র সহ মূত্রত্যাগের পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা।

মূত্রস্রাব হ্রাস; যদিও অধিক জলপান করে; পুনঃ পুনঃ বেগ, বিশেষতঃ রাত্রিতে, উঠিতে হয়, যদিও কিন্তু অল্প পরিমাণে প্রস্রাব হয়।

মূত্র:—ঘোলা; লালাভ, তৎসহ তাহাতে লালবর্ণ অধঃক্ষেপ; শাদা অধঃক্ষেপ পড়ে; বর্ণ বিহীন; দুর্গন্ধ।

রাত্রিতে বিছানায় প্রস্রাব, প্রস্রাবের ইচ্ছা সহ জাগে কিন্তু প্রস্রাববেগ ধারণ করিতে পারে না; কিম্বা স্বপ্ন দেখে যে প্রস্রাব করিতেছে।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—স্ত্রীসঙ্গমকালে জননযন্ত্রে জ্বালা ও ধ্বজভঙ্গ, তৎসহ পরদিন উপস্থের স্ফীততা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু:—অতি আগাইয়া, অতি প্রচুর, এবং অতি দীর্ঘস্থায়ী; তৎপরে তীব্র গন্ধবিশিষ্ট রক্তযুক্ত রস পড়ে, তৎসহ সেই সমস্তস্থলে কণ্ডূয়ন ও দংশন; আর্ত্তবস্রাবকালে ন্যূনাধিক বেদনা, কিন্তু বেদনার পরে অধিক বর্দ্ধিত হয়; স্রাব সবিরাম হয়, এক সময়ে প্রায় স্থগিত হয়, আবার পুনরারম্ভ হয়। (কর্ণ দেখ)।

ঋতুর পূর্ব্বে গর্ভের ন্যায় মোটা দেখায়।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব:—কাল ও দুর্গন্ধ, তৎসহ ভ্রমি; নাড়ী নাই; দুর্গন্ধযুক্ত বড় বড় রক্তজমাট বহির্গত হয়।

পেলভিসে ভার ও কোঁথপাড়া ; এবং অনুভব হয় যেন কিছু যোনি মধ্য-দিয়া বাহির হইতেছে ; সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

শ্বেতপ্রদর :—পচা, বিদাহী, ক্ষতকারী ; কাপড়ে হরিদ্রাবর্ণ দাগ লাগে, মাড় লাগার ন্যায় শক্ত হইয়া থাকে ; অবিদাহী বা বিদাহী (acrid), কিন্তু তাহাতে অত্যন্ত চুলকায় ; দুই ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়ে কিম্বা ঋতুর কয়েক দিন পূর্ব্বে বৃদ্ধি ; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

পেলভিসের গভীরমধ্যে অত্যন্ত প্রবল জ্বালানুভব।

জরায়ুর মুখ সবিস্তার উন্মুক্ত, প্রায় উল্টান, উহার ভিতরে ফুলকপির ন্যায় ; জরায়ুগ্রীবার ক্ষতবৎ বেদনা।

যোনির স্কিরাস (কর্কট রোগ বিশেষ), সামান্য স্পর্শে বেদনাদায়ক।

সঙ্গমকালে :—প্রবল বেদনা, বেদনার পূর্ব্বে উদ্বেগ ও কম্পন ; ঐ সমস্ত স্থানে জ্বালা, জ্বালার পরে পরদিন কালবর্ণ রক্তস্রাব।

জরায়ুগ্রীবায় কঠিন পিণ্ডবৎ পদার্থ ও তাহাতে সঙ্গমকালে ক্ষতবৎ বেদনা।

ভগ মধ্যে ক্ষতকারী কণ্ডূয়ন, তৎসহ চুলকাইলে পর জ্বালা ; যোনিওষ্ঠের জ্বালা ও স্ফীততা ; যোনিওষ্ঠ ও উরুর মধ্যে প্রবল কণ্ডূয়ন।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায় বিবমিষা ; প্রচুর লালাস্রাব।

প্রাতঃকালে কিছু খাইবার পূর্ব্বে ঈষৎ মিষ্ট জল বমন, প্রাতঃকালিক ও ম্যাধ্যাহ্নিক আহার বমিত হয় না।

রাত্রিকালীন আহারের পরে বমন।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইয়া গর্ভস্রাবের আশঙ্কা (৩য় মাসে রক্ত কৃষ্ণবর্ণ)।

অত্যন্ত দুর্গন্ধ, ক্ষতকারী লোকিয়া ; পুনঃ পুনঃ প্রায় স্থগিত হয়, আবার তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করে।

লোকিয়া (প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব) কাল্‌চেবর্ণ, দলাদলা এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ। স্তনদ্বয়ে সূচীবেধ। স্তনদ্বয় শুকাইয়া যায় এবং তন্মধ্যে ক্ষুদ্র, কঠিন বেদনাবিশিষ্ট পিণ্ডবৎ পদার্থ সকল।

স্তনদ্বয় কঠিন, নীলাভলাল এবং মামরীবৎ পদার্থযুক্ত বিবর্দ্ধন সকল-দ্বারা আবৃত; ঐ মামরী তুলিলেই তাহা হইতে রক্ত পড়ে।

২৫ লেরিংক্স।—কর্কশ, স্বরভঙ্গতাযুক্ত বাক্যকথন।

গলমধ্যে কর্কশতা এবং তৎসহ স্বরভঙ্গতা, প্রাতে হাছিলে থাকে না।

লেরিংক্সের দূষিত প্রকারের উপাস্থিবেষ্টক ঝিল্লি প্রদাহ, উহাদ্বারা লেরিংক্সের এবং বিশেষতঃ অন্ননলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আক্রান্ত হয়।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসের হ্রস্বতা, তৎসহ বক্ষে ভারবোধ এবং গভীর নিশ্বাস লইবার পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি, বক্ষ ঘৃষ্টবৎ অনুভূত হয়, যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

উদ্বেগসহ কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া; বক্ষে যন্ত্রণাবোধ।

২৭ কাসী।—শিস দেওয়া শব্দযুক্ত, শুষ্ক; সন্ধ্যাকালে শয্যায়; প্রাতে শুষ্ক আক্ষেপিক তাহাতে ওয়াক উঠে; কাসীর সহিত মূত্র বহির্গত হয়; কাসীর সহিত সহজেই শাদা গয়ার উঠিয়া আইসে।

প্রত্যেক কাসীর আক্রমণের পরে প্রচুর, পুঁজযুক্ত গয়ার।

সাময়িক রক্তনিষ্ঠীবন, তৎসহ সবুজাভ হরিদ্রাবর্ণ, পুঁজবৎ গয়ার। কালবর্ণ, জমাট রক্ত গয়ার উঠে।

পুনঃ পুনঃ রক্তনিষ্ঠীবন, বক্ষে বেদনা, বৈকালে জ্বর, এবং প্রাতে ঘর্ম্ম।

বৃদ্ধদিগের পরিশ্রান্তিকর কাসী, প্রচুর গয়ার, ঘন, হরিদ্রাবর্ণ কিম্বা শাদা।

২৮ ফুসফুস।—সূচীবেধ:—বামবক্ষে ঠিক হৃৎপিণ্ডের উপরে; বক্ষে এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত, সমস্ত প্রাতে দুইপ্রহর পর্য্যন্ত; প্রথমে বাম, পরে দক্ষিণ বক্ষে; দক্ষিণ বক্ষে, তাহাতে শ্বাসক্রিয়ার প্রতিবন্ধক জন্মে।

বক্ষে বেদনা, চাপে উপশম। বক্ষে ভারবোধ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের নিকট উদ্বেগ।

সূচীবেধ:—হৃৎপিণ্ডের উপরে; হৃৎপিণ্ডমধ্যে।

বিশ্রামকালে সমস্ত ধমনীমধ্যে স্পন্দন।

নাড়ী:—ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল ও দ্রুত; কোমল, দ্রুত ও কম্পবান।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার গ্রন্থিসমূহ স্ফীত।

রাত্রিতে পৃষ্ঠদেশে বেদনা; শয়নকালে বৃদ্ধি।

অনুভব যেন কটিদেশ ভাঙ্গিয়া পড়িবে; বিশ্রামে বৃদ্ধি; সঞ্চালনে হ্রাস।

কটিদেশ ও ত্রিকাস্থি প্রদেশে প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা, মূত্রত্যাগের বেগ এবং মলত্যাগের নিষ্ফল বেগ।

কটিদেশে ক্রমাগত জ্বালা।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বাহুতে সূচীবেধ, স্কন্ধ সন্ধি হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত।

কনুইসন্ধিতে বেদনা যেন কণ্ডরাসকল অত্যন্ত ছোট।

বাম সম্মুখ বাহুতে লালবর্ণ উচ্চ দাগসকল।

অঙ্গুলিসকল শাদা ও অসাড়, বিশেষতঃ প্রাতে শয্যা হইতে উঠিলে পর।

বাম বৃদ্ধাঙ্গুলিতে বেদনা, যেন মচকাইয়া গিয়াছে।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বাম নিতম্বসন্ধিতে বেদনা।

নিম্নাঙ্গে শুড়শুড়ি বোধ।

সমগ্র পায়ে যেন একখানি ক্ষত আছে এইরূপ বেদনা।

নিতম্বসন্ধিতে প্রেকবিদ্ধবৎ বেদনা, পর্য্যায়ক্রমে সমগ্র উরুদেশে অসাড়তা ও অনুভব শক্তির অভাব।

উভয় চরণের শাদা স্ফীততা।

দক্ষিণ জানু ও বাম গুল্‌ফে সূচীবেধ।

পায়ের তলায় ক্ষতবৎ বেদনা; তথায় জ্বালা-কণ্ডূয়ন।

চরণদ্বয়ের শীতল স্ফীততা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে যেন আঘাতপ্রাপ্তি অথবা সুদীর্ঘ ভ্রমণের ন্যায় বেদনা।

হস্তপদাদির চর্ম্ম শুষ্ক ও কর্কশ। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির অলসতা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বিশ্রামকালে অনুভব হয় যেন নড়িতেছে।

বিশ্রামে বেদনা বৃদ্ধি হয় বোধ হয়। সঞ্চালনে প্রবৃত্তি।

৩৬ স্নায়ু।—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

সামান্য পরিশ্রমে শ্রান্তি; এবং সুদীর্ঘ পথ হাঁটিলে যেরূপ হয় সেইরূপ।

অনিদ্রাসহ শয্যাশায়ী দুর্ব্বলতা।

দন্তোদ্গমকালে আক্ষেপ।

সমগ্র শরীরের অস্থিরতা ও উত্তেজনা, সঞ্চালন অপেক্ষা বিশ্রামে বৃদ্ধি।

৩৭ নিদ্রা।—পুনঃ পুনঃ হাইতোলা সহ অত্যন্ত নিদ্রালুতা।

অনিদ্রা, মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে বৃদ্ধি।

শিশু সদত কোঁথায়, কিম্বা অর্দ্ধমুদিত নেত্রে নিদ্রা যায়; কিম্বা খিট্ খিটে, নিদ্রাহীন; দন্তোদ্গমকালে।

বিনা কারণে সমস্ত রাত্রি ছটফট্ করে।

নিদ্রা যাইতে না যাইতেই চমকাইয়া উঠে।

নিদ্রাকালে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করে।

ক্রন্দনের স্বপ্ন; উচ্চ হইতে পতনের; বিষাক্ত হওয়ার; উজ্জ্বল অগ্নির।

সাধারণতঃ নিদ্রার পরে উপশম।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—সাধারণতঃ উষ্ণতায় উপশম।

অনেক লক্ষণ খোলাবায়ুতে, শীতল বায়ুতে, শীতল জলে স্নান করিলে, ধৌত করিলে, বর্দ্ধিত হয়।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—বিনা তৃষ্ণায় ক্ষণিক শীত।

শীত, বিশ্রামকালে প্রবল।

কম্পসহ শীত, মুখমণ্ডলে উত্তাপের আবেগ, মুখমণ্ডল লালবর্ণ, এবং চরণদ্বয় বরফবৎ শীতল।

শীত, তৎসহ অত্যন্ত শারীরিক অস্থিরতা।

শীত, পর্য্যায়ক্রমে উত্তাপ, মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের শীতলতা।

উত্তাপ প্রধানতঃ মুখমণ্ডলে।

৪১ অনুভব।—অনুভব শক্তির অভাব।

৪৪ তন্তু।—রক্তস্রাব, ক্ষুদ্র ক্ষত হইতে অধিক রক্ত স্রাব হয়।

রক্তস্রাব ও অতি দুর্গন্ধ মল। *টাইফাস।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ছাল উঠিয়া যাওয়া (হাজিয়া যাওয়া)।

সন্ধিসমূহে বাতের বেদনা, এবং সূচীবেধ, প্রধানতঃ নিতম্ব ও জানুর।

অসাড়তা, অনুভবশক্তি বিলুপ্ত।

দ্রুত শীর্ণতা।

৪৬ চর্ম্ম।—কণ্ডূয়ন:—সন্ধ্যাগমে এত প্রবল যে তাহাতে পাগল করিয়া তুলে।

আস্বাতের ন্যায় উদ্ভেদ।

শরীরের সর্ব্বাঙ্গে বসন্তের ন্যায় বড় বড় গুটিকা।

উদ্ভেদ, শুষ্ক ও সরস, প্রায় সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ হাত পায়ের পৃষ্ঠদেশে, হাতের তলায়, কর্ণমধ্যে, জানুপশ্চাতে, তৎসহ অত্যন্ত কণ্ডূয়ন।

পুরাতন ক্ষত, বেদনাবিশিষ্ট, পচা।

৪৭ অবস্থা।—তাঁহার (স্ত্রী) বয়সের তুলনায় তিনি অতি লম্বা।

ক্ষীণকায়, কৃশাঙ্গ।

বৃদ্ধবৎ চেহারা শিশুগণ, কষ্টে জাগাইতে হয়।

বৃদ্ধা স্ত্রীলোক।

৪৮ সম্বন্ধ।—ক্রিয়োজোটের পরে সলফার এবং আসের্নিক সুফলপ্রদ।

ক্রিয়োজোটের প্রতিবিষ :—নক্সভমি, একো।

কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিসের পরে ইহা সুফল প্রদান করে না।

ক্লিমেটিস ইরেকটা।

পরীক্ষক :—ষ্টার্ক।

মন।—সহজে চিন্তা করিতে পারে না।

একাকী থাকিতে ভয়, কিন্তু সুখপ্রদ সঙ্গীর সহবাসে অপ্রবৃত্তি।

খিট্‌খিটে, কথা কহে না।

মস্তকাভ্যন্তর।—বাম রগে প্রেকবিদ্ধবৎ বেদনা।

মস্তিষ্কের সম্মুখ ভাগে চাপ ও আততিযুক্ত (tensive) বেদনা, বসিয়া থাকা অপেক্ষা ভ্রমণে বৃদ্ধি; তৎসহ মস্তকের ভার।

বহির্মস্তক।—অক্ষিপটে উদ্ভেদ, গ্রীবা পর্য্যন্ত প্রসারিত; সরস, টাটানি, তৎসহ কীটসঞ্চারণবৎ অনুভব ও হুলবেধযুক্ত কণ্ডূয়ন।

চক্ষু।—চক্ষুর জ্বালা চক্ষু মুদিলে বেশী।

চক্ষু ক্ষতবৎ জ্বালা করে, কৈশিকাসকল বর্দ্ধিত; অশ্রুস্রাব।

আইরিস প্রদাহ। আভ্যন্তরিক অপাঙ্গের জ্বালা ও প্রদাহ।

উজ্জ্বল সূর্য্যালোকজনিত রোগ সকল।

কর্ণ।—কর্ণমধ্যে ঘণ্টা শব্দবৎ। কর্ণপত্রে জ্বালাকর বেদনা ও উত্তাপ।

নাসিকা।—হাঁছি সহ প্রবল প্রতিশ্যায়।

স্রাবের সহিত রক্তের দাগ। নাসিকায় শুষ্কতা ও উত্তাপ।

৮ মুখমণ্ডল।—রক্তশূন্য ও রুগ্ন চেহারা।

মুখমণ্ডলের দক্ষিণপার্শ্বের কামড়ানি ; ধূমপানে উপশম, বেদনাযুক্ত পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ঠোঁটে কর্কট পীড়া ; ক্ষতের সীমায় বেদনা।

ঠোঁটে সরস পীড়কা। চিবুকে পুঁজযুক্ত ফুস্কুড়ি।

১০ দন্ত।—দন্তশূল :—সূচীবিদ্ধ ও আকৃষ্ট বেদনা রাত্রিতে বৃদ্ধি, শীতল জলে ক্ষণকালের জন্য উপশম, মুখে বায়ু টানিলে এবং খোলাবায়ুতে উপশম ; শয্যার উষ্ণতায় বৃদ্ধি।

বিনষ্ট দন্ত অতি লম্বা অনুভূত হয়, সংস্পর্শ অত্যন্ত বেদনাদায়ক ; সহজেই প্রচুর লালাস্রাব।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—প্রাতে জাগিলে পর জিহ্বা শুষ্ক।

১২ মুখমধ্য।—শ্বাসবায়ু অপরের পক্ষে দুর্গন্ধযুক্ত।

১৫ পানাহার।—আহারান্তে সর্ব্বাঙ্গে দুর্ব্বলতা এবং ধমনীমধ্যে স্পন্দন।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—তামাকের ধূমপানে বিবমিষা ও পদদ্বয়ে দুর্ব্বলতা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—স্পর্শে বা বক্র হইলে যকৃৎপ্রদেশে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

১৯ উদর।—উভয় বঙ্ক্ষণ স্থানের বর্দ্ধিত চৈতন্যাধিক্যতা।

উদর হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত ছিন্নকর বেদনা, শ্বাসক্রিয়ায় এবং মূত্রত্যাগকালে বৃদ্ধি।

বঙ্ক্ষণগ্রন্থির স্ফীততা ও কাঠিন্য।

২০ মল, ইত্যাদি।—পুনঃ পুনঃ মল ক্রমশঃ পাতলা হইতে থাকে।

কোষ্ঠবদ্ধ।

২১ মূত্র।—মূত্রাশয়ের স্নায়ুশূল ; প্রস্রাবপথ ও শুক্রবাহক নলী অধিক আক্রান্ত।

প্রস্রাব পুনঃ পুনঃ কিন্তু স্বল্প।

মূত্রধারা প্রতিহত, তৎসহ প্রস্রাব সময়ে জ্বালা, কিন্তু আরম্ভের সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

প্রস্রাবপথে তীব্র সূচীবেধ। মূত্রের অধঃক্ষেপ পুঁজের ন্যায়।

প্রস্রাবের পরে অসাড়ে ফোটা ফোটা মূত্রত্যাগ।

প্রস্রাবপথের দীর্ঘকালস্থায়ী সঙ্কোচন ও আকুঞ্চন, মূত্র ফোটা ফোটা পড়ে, যেমন আক্ষেপিক নিরুদ্ধপ্রকশ (ষ্ট্রিক্‌চার) রোগে।

২২ পুংজননেন্দ্রিয় ।—রতীচ্ছা দুর্ব্বল।

স্ত্রীসঙ্গমকালে শুক্রক্ষরণ সময়ে উপস্থে জ্বালা।

দক্ষিণ শুক্রবাহক নলী চৈতন্যাধিক, অণ্ডকোষ উপরের দিকে আকৃষ্ট।

অণ্ডকোষে বেদনা। অণ্ডকোষ বেদনাযুক্ত, প্রদাহিত ও স্ফীত।

অণ্ডকোষের কাঠিন্য। মুষ্কের (স্ক্রোটামের) দক্ষিণার্দ্ধের স্ফীততা; অণ্ডকোষ শিথিল ও ঝুলায়মান।

দিবসে অনিচ্ছায় (অসাড়ে) লিঙ্গোত্থান।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ।—ঋতু অতি আগাইয়া।

কোমলত্বপ্রাপ্ত স্কিরাসরোগ, তৎসহ ক্ষতকারী প্রদর ও ছিন্নকর বেদনা।

২৪ গর্ভাবস্থা ।—বাম স্তনের স্কিরাস, তৎসহ স্কন্ধ কিম্বা গ্রন্থি, কিম্বা বাহু-মধ্যে সূচীবেধ, অত্যন্ত বেদনাযুক্ত; শীতল বায়ুতে, রাত্রিতে, চন্দ্রের বৃদ্ধির সময়ে বৃদ্ধি।

২৫ লেরিংক্স ।—গলমধ্যে শুষ্কতা ও জ্বালা।

২৬ শ্বাসক্রিয়া ।—পাহাড়ে উঠিতে বাধাপ্রাপ্ত, কিম্বা অসমান পথে হাঁটিলে।

২৭ কাসী ।—কাসী সাধারণতঃ শুষ্ক।

২৮ ফুস্‌ফুস্ ।—বক্ষের কষ্ট বোধ। বক্ষে কামড়ানি (aching)।

বক্ষের বামপার্শ্ব অধিক আক্রান্ত। বক্ষে সূচীবেধ বেদনা।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী ।—হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে ভিতর হইতে বাহিরের দিকে তীক্ষ্ণ সূচীবেধ।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ ।—বগলের গ্রন্থিসমূহের স্ফীততা।

বাহু ও হস্তদ্বয়ের মাংসপেশীতে চাপ বা আকৃষ্ট বেদনা।

হস্তদ্বয়ে বাতের বেদনা।

অঙ্গুলি সন্ধিসমূহে বাতজনিত অস্থিগুল্ম।

৩৩ নিম্নাঙ্গ ।—উরুদ্বয়ে ছাল উঠে এরূপ দদ্রু।

টিবিয়া অস্থিদ্বয়ে বিদ্ধ, বা চাপযুক্ত বেদনা।

নিম্নাঙ্গে বাতের বেদনা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—দুর্ব্বলতা, ভার ও পরিশ্রান্তি অনুভব।

৩৯ নিদ্রা।—নিদ্রায় অত্যন্ত প্রবৃত্তি ও নিদ্রালুতা।

সন্ধ্যা ও রাত্রিতে অনিদ্রা।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—কম্পসহ শীত, তৎপরে ঘর্ম্ম; শীত ও ঘর্ম্মের মধ্যে উত্তাপ হয় না।

অনাবৃত হইলে কম্প। শুষ্ক উত্তাপ। এক পার্শ্বের উত্তাপ।

রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম্ম, প্রাতের সময়ে অধিক, তৎসহ গাত্র খুলিতে অনিচ্ছা।

৪৪ তন্তু।—চর্ম্ম ও মাংসপেশী শিথিল।

গ্রন্থিসমূহের উত্তপ্ত, বেদনাযুক্ত স্ফীততা।

৪৫ চর্ম্ম।—উদ্ভেদ চন্দ্রকলা বৃদ্ধির সময়ে প্রদাহিত এবং হ্রাসের সময়ে শুষ্ক দেখায়; সরস পামা, ভয়ানক চুলকায়; শীতল জলে ধৌত করিলে, শয্যার উষ্ণতায়, সরস পুল্টিসে বৃদ্ধি।

গ্রীবা ও মস্তকপশ্চাতে (অক্সিপটে) উদ্ভেদ।

৮ সম্বন্ধ।—পিট্রোলিয়ামের ন্যায় গ্রীবা ও অক্সিপটে impitigo।

ক্লিমেটিস সাইলিসিয়ার পরে সুফলপ্রদ।

ক্লিমেটিসের প্রতিবিষ:—ব্রাইওনিয়া (দন্তশূলের জন্য)।

কুপ্রাম মেটালিকাম।

(তাম্র ধাতু)।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—সতত ক্রন্দন করে।

উন্মত্ততা:—কামড়ায় ও মারে; দ্রব্য সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন করে।

প্রলাপ:—যে তাহার নিকট আইসে তাহাকেই দেখিয়া ভয়, তাহা হইতে পিছাইয়া যায়; পলায়নের চেষ্টা করে।

অদম্য বিষণ্ণতা, সতত অস্থিরতা, যেন কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে।

মানসিক প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীল।

▌ইন্দ্রিয় সকল অল্প তীক্ষ্ণ। *ওলাউঠা।

▌ইন্দ্রিয় সকল তীক্ষ্ণ; অতিচৈতন্যাধিক। *হুপ্‌শব্দক কাসী।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—তৎসহ পরিশ্রান্তি; সঞ্চালনে বৃদ্ধি, শয়নে উপশম।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকমধ্যে বেদনা, যেন শূন্য (গহ্বর) বোধ।

প্রবল ক্রমাগত মাথাধরা, নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তর বর্দ্ধিত হয়।

রগে সূচীবেধ ও চক্ষুদ্বয়ের আরক্তিমতা।

মস্তকে রক্তাধিক্যতা, তৎসহ হস্তপদাদির আক্ষেপিক সঞ্চালন।

মস্তিষ্কের পীড়া, শিশুদিগের সর্দ্দির জ্বরে, কষ্টে দন্তোদ্গম কিম্বা উদ্ভেদ জ্বরের সহিত।

মৃগীর আক্রমণের পরে মাথাধরা।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তকের এপাশ ওপাশ সঞ্চালন।

▌শিশুগণ মস্তক উত্তোলন করিতে পারে না। *মস্তিষ্ক পীড়াসমূহ।

৫ চক্ষু।—দৃষ্টি অস্পষ্ট। চক্ষু :—জ্যোতিহীন, ঘোলা, অন্তঃপ্রবিষ্ট ও চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ দাগ।

চক্ষুমধ্যে সন্ধ্যাগমে অত্যন্ত কণ্ডূয়ন। চক্ষু লালবর্ণ, প্রদাহিত।

অক্ষিগোলকের দ্রুত ঘূর্ণন, এবং অক্ষিপুট মুদিত।

৭ নাসিকা।—নাসিকায় অত্যন্ত রক্তাধিক্যতার অনুভব।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব :—কেবল দক্ষিণপার্শ্বে।

প্রচুর সরস প্রতিশ্যায়। নাসিকা অবরুদ্ধ।

৮ মুখমণ্ডল।—চেহারা :—বিষণ্ণ, হর্ষশূন্য; যন্ত্রণার; শয্যাশায়ী দুর্ব্বলতার।

মুখমণ্ডল :—অত্যন্ত লালবর্ণ, অক্ষিপুট মুদিত এবং অক্ষিগোলক সদত ঘূর্ণিত; নীলবর্ণ; রক্তশূন্য; অন্তঃপ্রবিষ্ট; বরফবৎ শীতল।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—মুখ সজোরে বদ্ধ। ঠোঁট নীলবর্ণ। মুখ হইতে ফেনা।

১০ দন্ত।—দন্ত হইতে রগ পর্য্যন্ত বিদীর্ণকর বেদনা। মাড়ী ক্ষতযুক্ত।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—মিষ্ট বা ঈষৎ মিষ্ট ধাতব; তাম্রবৎ।

জিহ্বা :—লালবর্ণ; শুষ্ক ও কর্কশ, কণ্টকসকল বর্দ্ধিত; শাদা বা হরিদ্রাভ ক্লেদাবৃত। পুরাতন জিহ্বাপ্রদাহ।

১২ মুখমধ্য।—কাসী সহ ফেনিল লালা।

মুখমধ্য শুষ্ক। *মস্তিষ্ক রোগসমূহে।

লালানিঃসারক গ্রন্থির কাঠিন্য, তাহাতে নালী ঘা থাকুক বা না থাকুক।

১৩ গলমধ্য।—তালু লালবর্ণ, ফসেস প্রদাহিত।

টন্সিলগ্রন্থি প্রদাহিত।

গড় গড় শব্দে তরল পদার্থ অন্ননলী বহিয়া নামে।

১৫ পানাহার।—এক ঢোক ঠাণ্ডা জল পানে কাসী বা বমন উপশম হয়।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—হিক্কা :—বমনের পূর্ব্বে; হ্যাপানি রোগের প্রারম্ভে।

সদত উদ্গার। ঋতুর (স্ত্রী) সময়ে বিবমিষা, বমন ও খালধরা।

ঋতু না হইয়া পুনঃ পুনঃ বিবমিষা ও ভয়ানক বমন।

মস্তিষ্ক রোগ সহ বিবমিষা, বমন।

বমন :—ঘোলের ন্যায় তরলপদার্থ ; সফেন শ্লেষ্মা ; পিত্তযুক্ত ; রক্তযুক্ত।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়গহ্বরে চাপ।

বিবমিষা সহ পাকাশয়ে চাপ।

উদ্গার, পাকাশয়ে গড়্ গড়্ ডাকা।

অনুভব হয় যেন একটা গোলাকার পদার্থ পঞ্জরাস্থিসমূহের নিম্নে ইতস্ততঃ নড়িতেছে, তাহা হইতে নানাপ্রকার শব্দ হয়, তরলপদার্থ খাইলে বৃদ্ধি ; কসিয়া কাপড় পরিলে কিম্বা উদরের চতুর্দ্দিকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিলে উপশম।

এপিগ্যাষ্ট্রিক প্রদেশে জ্বালা, ঐ স্থান স্পর্শে বেদনা।

অনুভব হয় যেন পাকাশয় মধ্যে কিছু তিক্ত পদার্থ রহিয়াছে।

১৯ উদর।—উদরে খালধরা।

উদরে অতি প্রবল শূলবেদনা, কর্ত্তন, আকৃষ্ট বেদনা ; উদর অন্তঃপ্রবিষ্ট ; পেটবেদনা চাপে বর্দ্ধিত হয় না।

উদর এবং ঊর্দ্ধ ও নিম্নাঙ্গে আক্ষেপ, তৎসহ যন্ত্রণাসূচক চীৎকার।

ঔদরিক মাংসপেশীর আক্ষেপিক সঞ্চালন।

২০ মল, ইত্যাদি।—কোষ্ঠবদ্ধ, পর্য্যায়ক্রমে উদরাময়।

উদরাময় :—প্রচুর ; অধিক বায়ুনিঃসরণ হয়।

মস্তিষ্ক রোগ সহ শিশুদিগের গ্রীষ্মকালিক উদরাময়।

কৃমি (সূত্র বা গোলাকার)।

২১ মূত্র।—মূত্রের স্বল্পতা বা উৎপত্তি সম্পূর্ণ রুদ্ধ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুর পূর্ব্বে আক্ষেপিক শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

ঋতুর পূর্ব্বে বা সময়ে, কিম্বা ঋতুরুদ্ধ হইলে উদরে প্রবল, অসহ্য খালধরা, বক্ষ পর্য্যন্ত প্রসারিত; তাহাতে বিবমিষা, বমন এবং কখন কখন হস্তপদাদির আক্ষেপ ও তীব্র চীৎকার জন্মে।

২৪ গর্ভাবস্থা।—প্রবল বমন সহ প্রসবকালে আক্ষেপ; কিম্বা প্রত্যেক বেদনার সহিত দেহ পশ্চাতে বক্র হয়, হস্তপদাদি ছড়াইয়া ফেলে এবং মুখ উন্মুক্ত করে।

গর্ভাবস্থায় শরীরের স্থানে স্থানে আক্ষেপ।

অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ভেদালির ব্যথা (প্রসবান্তিক বেদনা), বিশেষতঃ যে সকল স্ত্রীলোকের বহুসন্তান হইয়াছে।

খালধরাযুক্ত ভেদালির ব্যথা, তাহাতে হস্তপদাদিতে আক্ষেপ উপস্থিত হয়।

প্রসবের পরে গাত্রে উদ্ভেদ ও আক্ষেপ।

স্তনের স্ফীততা ও কাঠিন্য।

২৫ লেরিংক্স।—শুষ্ক শীতল বায়ু নিশ্বাস লইবামাত্র স্বরভঙ্গতা।

কথা কহায় কষ্ট, স্বর শক্তিহীন।

কাসীর সহিত লেরিংক্সের সঙ্কোচন।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসক্রিয়া :—শিশ দেওয়াবৎ শব্দযুক্ত; দ্রুত ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত; হ্রস্ব; হাপায়; গলমধ্যে যেন বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে বোধ হয়।

শ্বাসকৃচ্ছ্রতা :—হ্রস্ব, অগভীর, দ্রুত শ্বাসক্রিয়া,—কাসী, হাস্য, দ্রুত ভ্রমণ প্রভৃতিতে বৃদ্ধি।

প্রবল হাঁপানির আক্রমণ হঠাৎ আইসে, ১ হইতে ঘণ্টাকাল স্থায়ী হয়, এবং হঠাৎ স্থগিত হয়।

২৭ কাসী।—কাসী :—শুষ্ক; শুষ্ক, শ্বাসরোধক, রাত্রিতে বৃদ্ধি; সন্ধ্যায় শুষ্ক, প্রাতে সামান্য গয়ার, তৎসহ পচাগন্ধ ও পচাস্বাদযুক্ত কাল রক্ত; অপ্রতিহত, একটা কথাও কহিতে পারে না, নাসিকা

হইতে রক্তযুক্ত শ্লেষ্মাস্রাব; শীতল বায়ুনিশ্বাস লইলে, গভীর নিশ্বাস গ্রহণে, হাস্যে, বৃদ্ধি; শীতল জলপানে, উপশম; হুপশব্দক, শিশুগণ শক্ত হইয়া উঠে, শ্বাসক্রিয়া স্থগিত হয়, কিছুক্ষণ পরেই চৈতন্য প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহারা বমন করিয়া আরোগ্য হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে।

২৯ হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ডের নিম্নে সূচীবেধ।

হৃৎকম্পন। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে প্রেকবিদ্ধবৎ বেদনা।

মেদাপকর্ষতা, ধীরনাড়ী, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্ষীণ; এঞ্জাইনা পেক্টরিস।

নাড়ী:—অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল; সূত্রবৎ; ক্ষুদ্র, ও কঠিন।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার গ্রন্থিসমূহ কঠিনত্বপ্রাপ্ত।

গ্রীবা পর্য্যন্ত পৃষ্ঠদেশের সমস্ত মাংসপেশীর পক্ষাঘাত; এবং হস্তপদাদির; নিম্নাঙ্গ স্ফীত (ইডিমা), কিন্তু তাহাতে অনুভবশক্তি থাকে।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধসন্ধি একবারে অচল। বাহুদ্বয়ের অসাড়তা ও খঞ্জতা।

হস্ত ও অঙ্গুলি সমূহে উৎক্ষেপ। হস্ত ও অঙ্গুলিসমূহ অচল ও প্রদাহিত।

সূচীবিদ্ধ, বিদীর্ণকর কিন্তু আকৃষ্টবৎ বেদনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত।

নিম্নাঙ্গের উৎক্ষেপ; নিম্নাঙ্গ পশ্চাৎদিকে আকৃষ্ট হয়।

মাংসপেশীর সঙ্কোচন সহ নিম্নাঙ্গের খঞ্জতা।

পদদ্বয়ের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, জানু যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে।

পায়ের ডিমে আক্ষেপ ও খল্লী (খালধরা)।

পদতলে জ্বালা। চরণদ্বয়ের বরফবৎ শীতলতা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে খল্লী।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির পরিশ্রান্তি।

সন্ধিসমূহের আকুঞ্চন।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি নীলিমাপ্রাপ্ত (cyanotic)।

৩৬ স্নায়ু।—দীর্ঘস্থায়ী পরিশ্রান্তি। মাংসপেশীর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

অত্যন্ত শয্যাশায়ী দুর্ব্বলতা, তৎসহ স্নায়বীয় উত্তেজনশীলতা, শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িতে হয় এরূপ অস্থিরতা।

ইন্দ্রিয়গণের অতিশয় প্রখরতা ও চৈতন্যাধিক্যতা সহ স্নায়বীয় কম্পন।

নিদ্রাকালে উৎক্ষেপ, স্পন্দন কিম্বা চমকাইয়া উঠা।

সমগ্রদেহের অনম্যতা ; শরীরের সম্মুখ দিকে বক্রতা।

মাংসপেশী ও কণ্ডরার (টেণ্ডনের) সঙ্কোচন।

ত্বরিতাক্ষেপ :—মস্তিষ্করোগ সংসৃষ্ট; হস্তপদের অঙ্গুলিতে প্রথম আরম্ভ।

▌ অপস্মারের ন্যায় আক্ষেপ :—কম্পন, চীৎকার ব্যতীত অচেতন হইয়া পতন ; মুখ হইতে ফেনা নিঃসরণ, দেহের পশ্চাতে ধনুকবৎ বক্রতা; পরে শিরঃপীড়া ; রাত্রিতে নিদ্রাকালে ; প্রত্যেক অমাবশ্যায়।

▌ দন্তোদ্গমকালে শিশুদিগের আক্ষেপ।

▌ শিশু উপুড় হইয়া শুইয়া আক্ষেপ সহ পাছা উর্দ্ধে তুলিতে থাকে।

২০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—জ্বরভাব, যেন শীতল বায়ু চর্ম্ম হইতে বহির্গত।

সর্ব্বাঙ্গে শীত, হস্তপদাদিতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল।

সমগ্র দেহের বরফবৎ শীতলতা।

চর্ম্ম :—সরস ও ঠাণ্ডা, বিশেষতঃ হস্তপদাদি ; শুষ্ক, জ্বালাযুক্ত উত্তপ্ত ; উষ্ণ, শুষ্ক ও কুঞ্চিত।

পদতলে জ্বালা। রাত্রিতে শীতল ঘর্ম্ম।

পদতলে ঘর্ম্ম এবং পদতলের ঘর্ম্ম হঠাৎ অবরুদ্ধ।

২১ তন্তু।—অস্থিমধ্যে বেদনা, যেন তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবে।

স্ফীততামধ্যে পূযোৎপত্তির সহায়তা করে।

কৌষিক (সেলুলার) তন্তুর প্রদাহ।

অস্থিক্ষয় (কেরিস)।

২৩ চর্ম্ম।—উদ্ভেদ না হইয়া অসহ্য কণ্ডূয়ন।

হামের উদ্ভেদ বাহির হয় এবং দিবাকালীন কাসী হ্রাস হয়।

উদ্ভেদ বসিয়া যায়, তৎসহ আক্ষেপ, বমন বা ওয়াকতোলা ; হস্ত পদাদির উৎক্ষেপ ও রক্তশূন্য মুখমণ্ডল।

২৮ সম্বন্ধ।—অধিক মাত্রায় কুপ্রামের প্রতিবিষ শর্করা কিম্বা অণ্ডলাল।

তাম্রসংযুক্ত খাদ্য খাইয়া বিষাক্ত হইলে হেপার সলফার তাহার প্রতিবিষ।

যদ্যপি কুপ্রামে রোগ বর্দ্ধিত হয় তাহা হইলে কর্পূরের আরকের আঘ্রাণ লইলে তাহা নিবারিত হয়।

ক্ষুদ্রমাত্রার প্রতিবিষ :—বেলেড, চায়, কোনি, ডল্কা, হেপার, ইপিকা, মার্ক্, নক্সভমি।

হুপ্‌শকক কাসী রোগে কুপ্রামের পরে ভিরাট্রাম স্থফলপ্রদ।

কুপ্রম ক্যালকেরিয়া-কার্ব্বের কার্য্যাবশেষপূরক।

কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—স্মরণশক্তি বিলুপ্ত।

কার্য্য করিতে অপ্রবৃত্তি।

মানুষের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং তথাপি একাকী থাকিতে অনিচ্ছা।

সম্পূর্ণ তাচ্ছিল্য।

সামান্য কারণে সহজেই বিরক্ত হয়, কান্দিয়া ফেলে।

অপ্রফুল্ল চিত্ত।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—উপবিষ্টাবস্থা হইতে উঠিতে মস্তক যেন চক্রাকারে ঘূর্ণিত হয়; শয়নে বৃদ্ধি, যেন সমস্ত শয্যা চক্রাকারে ঘূর্ণিত হইতেছে; যখন শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে বা মস্তক ফিরিয়া দেখে; ভ্রমণে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মাথাধরা যেন মস্তক অতি পূর্ণ রহিয়াছে ও বিদীর্ণ হইবে; প্রাতে জাগিলে পর।

কপালে প্রাতে কিম্বা মধ্যাহ্নে ভিতর হইতে বাহিরে সূচীবিদ্ধ বেদনা।

মস্তকে ছিন্নকর বেদনা, শুইয়া পড়িতে হয়।

বিবমিষা সহ ছিন্নকর মাথাধরা।

৪ চক্ষু।—দৃষ্টির দুর্ব্বলতা; অপটিক স্নায়ুর আংশিক পক্ষাঘাত বশতঃ।

নিকটদৃষ্টি (shortsighted)।

বস্তু সকল লালবর্ণ দেখায়; রামধনুকবৎ বর্ণ।

আঘাত বশতঃ হানি। অক্ষিতারকা প্রসারিত।

কর্ণিয়ার উপরে ক্ষত (দক্ষিণ হইতে বাম পার্শ্বে), অত্যন্ত আলোকাসহতা কিন্তু আরক্ততা অতি অল্প।

চক্ষুর জ্বালা।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে ঘণ্টাশব্দ; গুন্‌গুন্ ও গোঁগোঁ শব্দ।

শ্রবণশক্তির বেদনাযুক্ত চৈতন্যাধিক্যতা, শব্দে চমকাইয়া উঠে।

কর্ণে সূচীবেধ। কর্ণ মল (খোল) সঞ্চয়; খোল দেখিতে বিনষ্ট কাগজের ন্যায়, পুঁজ বা শ্লেষ্মা মিশ্রিত; কিম্বা রক্তবৎ লালবর্ণ; কঠিন কর্ণ মল, ও শব্দে চৈতন্যাধিক।

কর্ণপশ্চাতে অর্ব্বুদ ও স্ফোটক।

প্যারটিডগ্রন্থি স্ফীত ও কঠিন।

৭ নাসিকা—তীব্র ঘ্রাণশক্তি।

নাসিকা হইতে পুঁজযুক্ত স্রাব।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। পুনঃ পুনঃ হাঁছি।

৮ মুখমণ্ডল।—মৃত্তিকাবৎ, হরিদ্রাবর্ণ; রক্তশূন্য।

রাত্রিতে হুলবেধযুক্ত, ছিন্নকর মৌখিক শূল।

মুখমণ্ডলে সরস ও প্রসারণীয় দদ্রু।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—ঠোঁটের কর্কটরোগ।

ঠোঁট ও দন্ত কাল মামরী দ্বারা আবৃত।

ঠোঁট:—জ্বালাকর; শুষ্ক; চিড়িকমারা।

ঠোঁটে ফোস্কা, বা উদ্ভেদ। সব্‌ম্যাক্সিলারি গ্রন্থি স্ফীত ও কঠিন।

১১ জিহ্বা।—আস্বাদ:—তিক্ত।

জিহ্বার পক্ষাঘাতবশতঃ কষ্টকৃত বাক্যকথন।

জিহ্বা স্ফীত, বেদনাযুক্ত, অনম্য।

১৩ গলমধ্য।—অন্ননলী মধ্যে চাপবোধ, যেন একটী গোলাকার পদার্থ পাকাশয় হইতে উঠিতেছে।

১৫ পানাহার।—আহারান্তে পাকাশয় হইতে অম্ল উদ্গার।

অল্প পরিমাণে দুগ্ধ পান করিলে হঠাৎ উদর স্ফীত হয়।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার:—দুর্গন্ধি; বারম্বার শূন্য; তৎসহ বুকজ্বালা।

বমন:—প্রবল; পরিষ্কার, অম্লজলের মধ্যে কাফি চূর্ণবৎ কাল পদার্থ।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে পূর্ণতা ও পরিতৃপ্তি বোধ।

পাকাশয়ে বেদনা, সর্ব্বদাই আহারের ২।৩ ঘণ্টা পরে, কিন্তু আবার রাত্রেও। চাপযুক্ত, জ্বালাকর, পিষ্টবৎ বেদনা, পাকাশয়গহ্বর হইতে পৃষ্ঠদেশ ও স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রসারিত।

পাকাশয়গহ্বরে চাপ ও ক্ষতবৎ বেদনা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতপ্রদেশে সূচীবেধ।

যকৃতপ্রদেশে বেদনাযুক্ত ছিন্নকর। যকৃতের কঠিন স্ফীততা।

১৯ উদর।—উদরের স্ফীততা।

উদর হইতে বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত সূচীবেধ।

উদরমধ্যে চিমটিকাটাবৎ বেদনা, যেন উদরাময় আরম্ভ হইবে।

অবরুদ্ধ বায়ুবশতঃ পেটবেদনা।

বায়ুনিঃসরণ হওয়ার পূর্ব্বে উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের নিষ্ফল বেগ; কিম্বা প্রত্যেক বার অল্প মল নির্গত হয়।

মল:—অজীর্ণ, বেদনাশূন্য; নিদ্রাকালে অসাড়ে; বেদনাযুক্ত, উদরাময়ের; কুন্থনসহ কঠিন।

মলত্যাগকালে সরলান্ত্রে জ্বালা।

প্রত্যেক মলত্যাগের পরে সকম্পন দুর্ব্বলতা।

২১ মূত্র।—বর্ণশূন্য; শাদা, ঘোলা; তৎসহ শাদা অধঃক্ষেপ।

প্রস্রাবকালে মূত্রধারা সবিরাম।

মূত্রাশয় গ্রীবার তীক্ষ্ণ, ছিন্নকর বেদনা।

রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—লিঙ্গোত্থান না হইয়া রতীচ্ছা।

স্বপ্ন না হইয়া শুক্রক্ষরণ: ৪৮।

কামোদ্রেক না হইয়া প্রত্যেক সঞ্চালনে প্রষ্টাটিক রস নিঃস্রাব; তৎসহ

মেঢ্রত্বকের কণ্ডূয়ন।

কামেচ্ছা রুদ্ধ হওয়া কিম্বা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা হেতু মন্দফল।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ছিন্নকর বেদনাসহ ডিম্বকোষের কাঠিন্য ও বিবৃদ্ধি।

জরায়ুগ্রীবার হুলবেধ। একই সঙ্গে কাঠিন্য ও স্খলন (prolapsus)।

জরায়ুপ্রদেশে জ্বালা, টাটানি, কামড়ানি অনুভব।

প্রত্যেক ঋতুর সময়েই স্তনদ্বয় বেদনাযুক্ত হয় ও টাটায়।

ঋতুকালে উর্দ্ধ হইতে নিম্নে চাপ, এবং পদদ্বয়ে আকৃষ্ট বেদনা।

বামবক্ষে চিড়িকমারা বেদনাসহ কষ্টরজঃ (রজঃশূল)।

ঋতু :—রুদ্ধ; অতি বিলম্বে ও স্বল্প; ঋতুর পূর্ব্বে বিষণ্নতা ও পরে বিদাহী শ্বেতপ্রদর।

শ্বেতপ্রদর :—ঘন, দুগ্ধবৎ, তৎসহ সঙ্কোচক, প্রসববেদনাবৎ বেদনা, ঐ বেদনা উভয় পার্শ্ব হইতেই আইসে।

প্রদর স্রাবের পূর্ব্বে উদরে মোচড়ানি বেদনা।

আঘাত বশতঃ ভগের কাঠিন্য। ভগে প্রবল সূচীবেধ।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায় ভয়ানক বিবমিষা ও বমন।

প্রসবকালে জরায়ুমুখের অনম্যতা।

গর্ভাবস্থায় কাসী, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

স্তনে অর্ব্বুদ, তাহাতে বিদ্ধকর বেদনা, রাত্রিতে বৃদ্ধি, গ্রন্থিতে স্বাভাবিক বেদনা।

দক্ষিণ স্তনের কঠিনতা, স্পর্শে বেদনাযুক্ত, এবং রাত্রিতে সূচীবেধ।

বাম-স্তনে সূচীবেধ।

২৫ লেরিংক্স।—লেরিংক্সে শুষ্ক স্থান, তৎসহ সদত কাসির উত্তেজনা। স্বরভঙ্গতা।

২৬ কাসী।—সজোরে আক্ষেপিক কাসীর আক্রমণ, ঐ কাসী বক্ষ ও গলমধ্যে কণ্ডূয়নযুক্ত ও শুড় শুড়ি বশতঃ, কিম্বা লেরিংক্সে শুষ্ক স্থান বশতঃ উপস্থিত হয়, রাত্রিতে এবং শয়নে বৃদ্ধি।

গয়ার দিবসে; কষ্টকৃত; রক্তযুক্ত, প্রচুর ও পুঁজযুক্ত; গয়ারে পচা আস্বাদ ও গন্ধ।

কাসী :—সরল কিন্তু তুলিতে পারে না ; যাহা উঠে তাহা গিলিয়া ফেলে ; আক্ষেপিক, শুষ্ক, সন্ধ্যা ও রাত্রিতে বৃদ্ধি

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—পানান্তে প্রবল হৃৎকম্পন।

নাড়ী শক্তিসম্বন্ধে অসমান, এবং কখন কখন পর্য্যায়সম্বন্ধে অসমান।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধ ঘৃষ্ট ও টাটানি অনুভূত হয়।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—ভ্রমণে দক্ষিণ উরুতে দুর্ব্বলতানুভব, এমনকি কম্পন পর্য্যন্ত।

জানুতে বেদনা, পরিশ্রান্তি হইতে যেমন হয়।

জানুসন্ধিতে খট্‌খট্‌ শব্দ।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—কম্পন। হস্তপদাদি নাড়িতে পারে না ; হাঁটিতে অক্ষম।

বেদনাযুক্ত খঞ্জতা, সমস্ত সন্ধি যেন আঘাত প্রাপ্ত।

৩৬ স্নায়ু।—সমস্ত অঙ্গাদির কম্পন।

গুল্মবায়ু (হিষ্টিরিয়া), ক্ষীণকায়, দুর্ব্বল, শুষ্কতাপ্রাপ্ত দেহ।

আক্ষেপ না হইয়া পৈশিক পক্ষাঘাত।

অল্প ভ্রমণের পরেই পরিশ্রান্ত, মূর্চ্ছা এবং যেন পক্ষাঘাতবিশিষ্ট।

৩৭ নিদ্রা।—প্রাতে স্তম্ভিত। বিলম্বে নিদ্রা হয়; মধ্যরাত্রির পরে।

বেদনাবশতঃ নিদ্রাভঙ্গ হয় ; স্বপ্ন ভীতিপ্রদ।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—প্রাতে ও বৈকালে (৩ টা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত) শীত ও শীতলতা।

শীত, তৎসহ ক্রমাগত উষ্ণতার জন্য ইচ্ছা, বিশেষতঃ সূর্য্যোত্তাপ।

প্রাতে আভ্যন্তরিক শীত ; তৎসহ বৈকালে কম্প।

অত্যন্ত উত্তাপ, আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক, তৎসহ অত্যন্ত স্নায়বীয়তা।

একই সঙ্গে উত্তাপ ও প্রচুর ঘর্ম্ম।

দিবারাত্রি ঘর্ম্ম, যেমন নিদ্রা হয় অমনি ঘর্ম্ম, কিম্বা এমন কি চক্ষু মুদিলে।

৪২ তন্তু।—গ্রন্থির স্ফীততা, তৎসহ গুড়গুড়ি ও সূচীবেধ ; ছেঁচা ও ঘাষ্টাঘাতের পরে।

মৃৎপাণ্ডু (ক্লোরোসিস), শীত শীত বোধ, অত্যন্ত ভঙ্গিবোধ, হৃৎকম্পন, মুখমণ্ডল রক্তশূন্য, ঋতু রুদ্ধ এবং প্রচুর শ্বেতপ্রদর।

৪৬ চর্ম্ম।—শরীরের সর্ব্বত্র কণ্ডূয়ন।

পীড়কা :—সরস, জ্বালাকর, ক্ষতকারী, মামরীযুক্ত।

কাল্‌চেবর্ণ ক্ষত, তৎসহ রক্তযুক্ত, দুর্গন্ধ স্রাব, বিশেষতঃ আঘাতের পরে; দ্রুত বিস্তৃত হয়।

প্রবল শারীরিক পরিশ্রম বশতঃ আম্বাত।

৪৭ অবস্থা।—বৃদ্ধব্যক্তি।

দৃঢ়কায় স্ত্রীলোকের পক্ষে উপযোগী।

শিশুগণ :—শুষ্কতাপ্রাপ্তি, তৎসহ পুনঃ পুনঃ অম্লোদ্গার, রাত্রিতে বৃদ্ধি, দিবসে হ্রাস।

৪৮ সম্বন্ধ।—কোনিয়ামের প্রতিবিষ :—কফি, নাইট্‌্রি-এসি।

কোনিয়াম প্রতিষেধ করে :—নাইট্রি-এসি।

তুলনা কর :—ক্লিমে (স্তন), ডিজিটে (মূত্রাশয়), জেলসেম (পক্ষাঘাত), সিকে (জরায়ুর ফাইব্রইড), ভার্বাস্ক (কামোদ্দীপক স্বপ্ন ব্যতীত রেতস্খলন)। যক্ষ্মাকাসের শুষ্ক কাসীতে হায়োসায়েমাস ও ড্রসেরা ব্যর্থ হইলে কোনিয়াম ফলপ্রদ।

ক্রোকাস স্যাটাইভাস।

(জাফরান বা কুঙ্কুম)।

পরীক্ষক :—ষ্টাফ।

১ মন।—কিছু লিখিতে বসিলে স্মরণশক্তি অভাবে তাহা লিখিতে পারে না।

পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতি :—বিষণ্ণতা ও প্রফুল্লতা, কিম্বা ঐ দুইটীভাব পর্য্যায়ক্রমে।

অস্বচ্ছন্দ, ব্যাকুলিত ও দুঃখিত ভাব।

গান করিবার অতিশয় ইচ্ছা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—দক্ষিণরগে সহসা খোঁচার ন্যায় অনুভব, তাহা মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তজ্জন্য চমকিত হইয়া উঠ।

৫ চক্ষু।—বারম্বার চক্ষু মিট্ মিট্ করা ও মোছা, বোধ হয় যেন চক্ষুর উপরে সূত্রবৎ শ্লেষ্মা রহিয়াছে।

আলোক স্বাভাবিক অপেক্ষা অপরিষ্কার দেখায়, বোধ হয় যেন অবগুণ্ঠন দ্বারা আবৃত রহিয়াছে।

কনিনীকা অতিশয় প্রসারিত।

চক্ষুর অভ্যন্তরে যেন অবিরত জল আসিতেছে এরূপ অনুভব।

উপর পাতার স্পন্দন ও কণ্ডূয়ন।

বারম্বার দৃঢ়রূপে অক্ষিপুট রুদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি।

৭ নাসিকা।—কপালে বড় বড় শীতল ঘর্ম্মবিন্দুসহ নাসিকা হইতে আঠা আঠা, কৃষ্ণবর্ণ, গাঢ় রক্তস্রাব। প্রবল হাছি।

১৩ গলমধ্য।—উপজিহ্বা (য়ুভুলা) যেন দীর্ঘ হইয়াছে এপ্রকার অনুভব, গলাধঃকরণকালে এবং অন্য সময়েও।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—আস্বাদহীন উদ্গার, প্রবল বুকজ্বালা।

বক্ষ ও গলমধ্যে বিবমিষা অনুভব।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয় ও উদরের স্ফীততা।

পাকাশয়ে উৎসেচন অনুভব।

পাকাশয়-গহ্বরে যেন কোন জীবিত পদার্থ লাফাইতেছে এপ্রকার অনুভব।

১৯ উদর।—উদরে যেন কোন পদার্থ লম্ফন করিতেছে এরূপ অনুভব, তৎসহ বিবমিষা ও ভ্রমি।

উদরে শ্বাসরোধক সূচীবেধ, তৎসহ জরায়ুর প্রদাহ।

২০ মল, ইত্যাদি।—মলদ্বারের বামপার্শ্বে সময়ে সময়ে সূচীবেধ।

মলদ্বারে সূত্রক্রিমির ন্যায় সুর সুর। মলদ্বারে অসহ্য মোচড়ানি।

মলে কাল রক্ত।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—সঙ্গম প্রবৃত্তির উদ্রেক।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুস্রাব হইবে এ প্রকার অনুভব, তৎসহকারে উদর বেদনা ও যোনির দিকে চাপ।

অমাবশ্যা ও পূর্ণিমায় ঋতুস্রাব।

ঋতুস্রাব প্রচুর ও দীর্ঘকাল স্থায়ী, কিন্তু ঠিক নিয়মিত সময়ে; রক্ত কাল, সংযত, রজ্জুর ন্যায়।

দেহ উত্তপ্ত হইলে, কোঁথ দিলে বা ভারীদ্রব্য তুলিলে এবং গর্ভস্রাব বা প্রসবের পরে জরায়ু হইতে কাল আঠা আঠা, রজ্জুবৎ, কাল সংযত রক্ত জরায়ু হইতে বাহির হয়; সামান্য সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

২৪ গর্ভাবস্থা।—লোকিয়া (প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব) কাল, রজ্জুবৎ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসবায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও ন্যক্কারজনক।

২৭ কাসী।—দুর্ব্বলকর প্রবল শুষ্ক কাসের আক্রমণ, পাকাশয়গহ্বরে হাত দিলে উপশম।

রক্তনিষ্ঠীবন সহ কাসী।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষস্থলে গুরুত্ব, বারম্বার দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের আবশ্যকতা।

বামবক্ষে মৃদু সূচীবেধ।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—উর্দ্ধবাহু সঞ্চালনে বেদনা। হস্ত ও অঙ্গুলিতে নীহার-স্ফোটক।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—জানু ভাঙ্গিয়া পড়ে। বৃদ্ধাঙ্গুলিতে নীহার স্ফোটক। পদতলে জ্বালা।

৩৬ স্নায়ু।—যেন প্রবল শারীরিক পরিশ্রমের ন্যায় সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত অবসন্নতা ও শ্রান্তি, তৎসহ অতিশয় নিদ্রালুতা এবং অনুভব হয় যেন চক্ষুর পাতা ফুলিয়াছে।

মাংসপেশীতে উৎক্ষেপ।

লম্ফন, নৃত্য, হাস্য, শিশ দেওয়া, সকলকেই চুম্বন করিতে চাহে।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রায় গান করে।

স্বপ্ন :—এলোমেলো; ভীতিপ্রদ।

৪১ আক্রমণ।—অমাবশ্যা ও পূর্ণিমা: ২৩।

৪২ অনুভব।—শরীরের নানাস্থানে জীবিত পদার্থের ন্যায় উল্লম্ফন অনুভব।

৪৩ চর্ম্ম।— চর্ম্মে কণ্টকবেধ ও সুর সুরি।

চর্ম্মোপরি লালবর্ণ দাগ।

চর্ম্মের আরক্তিমতা।

৪৮ সম্বন্ধ।—ক্রোকাসের প্রতিবিষ :—একো, বেলেড, ওপি।

ক্রোটান টিগলিয়াম।

পরীক্ষক :—হেনকে।

১ মন।—বিমর্ষ, অসন্তুষ্ট।

ব্যাকুলতা অনুভব, যেন কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে।

২ চৈতন্য।—মস্তকের ভারবোধ।

দুর্ব্বলতা ও উদরাময় সহ মাথাঘোরা ও ভ্রমিবোধ।

৫ চক্ষু।—কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা।

প্রচুর অশ্রুস্রাব।

কিরাটাইটিস। কঞ্জঙ্কটাইভা-প্রদাহ।

৬ কর্ণ।—বামকর্ণের অভ্যন্তরে আক্ষেপিক বেদনা।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—জিহ্বা শুষ্ক। *শিশু বিসূচিকা।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে শূন্যতানুভব।

পাকাশয়ে দুর্ব্বলতানুভব।

১৯ উদর।—উদর পূর্ণ ও স্ফীত, তৎসহ নাভির নিকটে মোচড়ানি বেদনা।

শূন্যতা ও ক্ষুধানুভব ; পেটডাকা।

অন্ত্রে, প্রধানতঃ বামপার্শ্বে কল কল শব্দ, যেন অন্ত্র কেবল জলপূর্ণ।

অন্ত্রের মধ্যে জলের ন্যায় প্রবল শব্দ।

নাভির নিকটে মোচড়ানি।

উষ্ণ দুগ্ধ খাইলে পেটবেদনা হ্রাস।

২০ মল, ইত্যাদি।—আধ্মান, এবং তৎপরে সত্বর মল-প্রবৃত্তি।

সহসা মলস্রাব, ও তৎসহ অতিশয় বায়ুনিঃসরণ।

মল :—হরিদ্রা জল ; আমমিশ্রিত, তৎসহ পুনঃ পুনঃ বেগ ; সবুজ বা সবুজাভ হরিদ্রাবর্ণ, তরল ; চট্‌চটে আম ; তীব্রবেগে বহির্গত হয়।

উদরাময় পানান্তে বৃদ্ধি ; স্তনপান করিলে ; আহারকালে ; গ্রীষ্মকালে।

নাভিপ্রদেশে চাপদিলে মলদ্বার পর্য্যন্ত একপ্রকার ক্লেশানুভব, মলদ্বারে অবিরত বহির্দ্দিকে চাপানুভব।

মলদ্বারে জ্বালা।

মলদ্বারে বেদনা, বোধ হয় বলপূর্ব্বক কোন গোঁজ বাহির হইতেছে।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—লিঙ্গমুণ্ডে ও মুষ্কে পুনঃ পুনঃ ক্ষতকারী কণ্ডূয়ন।

মুষ্ক কুঞ্চিত, প্রবল কণ্ডূয়নযুক্ত, তাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে; চুলকাইলে উপশম।

মুষ্কে বিদাহী, কণ্ডূয়নকর বেদনা, বিচরণে উহা বৃদ্ধি পায়; ঐ স্থানের আরক্ততা। *মুষ্কের পামা, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

মুষ্ক ও উপস্থে ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জননযন্ত্রের প্রবল কণ্ডূয়ন, ধীরে ধীরে চুলকাইলে উপশমিত হয়।

২৪ গর্ভাবস্থা।—স্তন কঠিন ও স্ফীত, তৎসহ চুচুক হইতে স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত বেদনা।

চুচুক স্পর্শে অত্যন্ত বেদনা, শিশুর স্তনপানে সেই পার্শ্বের চুচুক হইতে স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত অসহ্য বেদনা।

২৮ ফুসফুস।—বোধ হয় যেন ফুসফুস প্রসারিত করিতে পারা যাইবে না।

বক্ষের উপর-পার্শ্বে পূর্ণতানুভব, ও তৎসহ বামবক্ষে ও উভয় স্কন্ধাস্থির দিকে জ্বালাকর সূচীবেধ।

৩৬ স্নায়ু।—অত্যন্ত অধিক দুর্ব্বলতা।

৪৬ চর্ম্ম।—বামউরুতে মুষ্কের ঠিক বিপরীত দিকে রক্তবর্ণ, সরস, দুর্গন্ধ রসস্রাবী পীড়কা; উহা স্পর্শে ও বিচরণে অতিশয় বেদনা।

চর্ম্মের আরক্ততা, কণ্ডূয়ন ও যন্ত্রণাপ্রদ জ্বালা, জলপূর্ণ ও পূজপূর্ণ পীড়কার উৎপত্তি; পীড়কা হইতে ত্বকোন্মোচন (স্খলন)।

কণ্ডূয়নশীল পূয়পূর্ণ পীড়কা (পষ্টুল)। ‖ পামা সহ কণ্ডূয়ন।

ক্রোটেলাস।

(গোক্ষুর সাপের বিষ)।

১ মন।—অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা। খিট্‌খিটে, সামান্য কারণে রাগান্বিত। মানসিক ভ্রম; কাল্পনিক শত্রুর সহিত দ্বন্দ্ব করিতেছে স্বপ্ন দেখিয়া উঠে; ভাবেন শত্রু বা ভয়ঙ্কর জন্তুদ্বারা পরিবেষ্টিত।

প্রলাপ, অলসতা, নিদ্রালুতা, নিদ্রাবিভূততা।

▌টাইফইডজ্বরে মৃদু (গুন্ গুন্) প্রলাপ।

▌পানাত্যয়; প্রায় সদত নিদ্রালুতা, কিন্তু ঘুমাইতে পারে না।

▌বিষাদ, তৎসহ ভয়; ব্যাকুলতা; ক্রন্দন।

▌বিমর্ষতা, কেবল সদত মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—তৎসহ ভ্রমি, দুর্ব্বলতা, স্নায়বীয় কম্পন, তৎসহ রক্তশূন্য মুখমণ্ডল; তৎসহ পতন ও অচৈন্যতা।

ভ্রমি :—সোজা হইয়া বসিলে; বার বার ভ্রমির আক্রমণ; ভ্রমি ও পতন।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মৃদু, ভারযুক্ত, কামড়ানি মাথাধরা, প্রাতে জাগিলে বৃদ্ধি; মাথাধরার সহিত মাথাঘোরা, বিবমিষা ও অলসতা।

দপদপানি মাথাধরা, বিবমিষা; ঋতুর পূর্ব্বে।

▌কপালের মধ্যস্থলে প্রবল বেদনা; কনিনীকা প্রসারিত; প্রচুর ঋতু।

দক্ষিণ চক্ষুমধ্যে, মস্তকোপরি ও গ্রীবার পশ্চাতে স্নায়ুশূলের বেদনা।

৪ বহির্মস্তক।—পুজযুক্ত ফুস্কুড়ি, স্ফোটক, কার্ব্বঙ্কল, অতি ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হয়, তাহা অস্বাস্থ্যসূচক কিম্বা রক্তস্রাবযুক্ত।

৫ চক্ষু।—দৃষ্টি :—পড়িতে অস্পষ্টতা; বিলুপ্ত; অক্ষিপুট পড়িয়া থাকে।

চক্ষু হইতে রক্ত বাহির হয়।

▌চক্ষুমধ্যে জ্বালা। অশ্রুস্রাব সহ আরক্ততা।

▌চক্ষুর উর্দ্ধভাগে চাপ ও যন্ত্রণা।

▌চক্ষু এবং সর্ব্বশরীরের হরিদ্রাবর্ণ।

৬ কর্ণ।—কর্ণ হইতে রক্ত বাহির হয়। স্নায়বীয় বধিরতা; শব্দে অসাড়।

৭ নাসিকা।—▌নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, বিশেষতঃ ডিপথিরিয়ার সময়ে।
▌উপদংশ দোষঘটিত কিম্বা উদ্ভেদ জ্বরের পরে নাসাক্ষত।

৮ মুখমণ্ডল।—বর্ণ :—রক্তশূন্য, স্ফীতভাব ; হরিদ্রাবর্ণ ; আরক্ত ; মৃতবৎ।
শীতল ঘর্ম্ম, ঠোঁট ও অক্ষিপুটের কম্পন।
চোয়াল আবদ্ধ। ঠোঁট স্ফীত ; অনম্য ও অসাড়।

১০ দন্ত।—▌রাত্রিতে দন্ত সংঘর্ষণ করে।
মাড়ী স্ফীত, বেদনাযুক্ত ; রক্তস্রাবী।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বা আরক্ত ও টাটানি ; ▌ হরিদ্রাবর্ণ ; অচল ও অসাড়, ▌ স্ফীত ও বহির্গামী।

১২ মুখমধ্য।—লালাস্রাব ; লালা রক্তযুক্ত বা ফেনিল।

১৩ গলমধ্য।—▌ তৃষ্ণাসহ শুষ্ক।
কণ্টকবেধ, ফসেস মধ্যে আকুঞ্চন অনুভব।
হঠাৎ গলবেদনা, যেন উপজিহ্বা যুভুলা ইত্যাদি স্ফীত হইতেছে।
▌ কোন কঠিন পদার্থ গলাধঃকরণে অত্যন্ত কষ্ট।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—▌ অপরিতৃপ্ত তৃষ্ণা, শুষ্ক জিহ্বা, জ্বর।
▌ ক্ষুধার্ত্ত, কম্পন, দুর্ব্বলতা।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—বুকজ্বালা। উদ্গার তীব্র, অম্ল।
বমন :—ও মাথাটলা ; তৃষ্ণাসহ অবিরত ; ঘাসের ন্যায় সবুজ ; ব্যাকুলতা, হৃৎকম্পন, দুর্ব্বল নাড়ী সহ পিত্তযুক্ত ; খাদ্যের প্রবল।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়োপরি ভার ; টাটানি। যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, অস্থিরতা, শীতলতা, দুর্ব্বল নাড়ী।
▌ পাকাশয়ের চতুর্দ্দিকে কাপড় সহ্য করিতে পারে না।
▌ পাকাশয় এত উত্তেজনশীল যে কিছুই তথায় থাকিতে পারে না (বমন হইয়া যায়)।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—বেদনা, চিড়িকমারা ; কামলা ; এবং তৎসহ নাসিকা, মুখমধ্য, ইত্যাদি হইতে কালবর্ণ রক্তস্রাব।
গম্ভীর শ্বাস লইলে যকৃতপ্রদেশে বেদনা ; কোষ্ঠবদ্ধ।

১৯ উদর।—সমগ্র উদরের স্ফীততা।

পেরিটোনাইটিস, বিশেষতঃ রক্তদূষিত রোগসমূহে ; গাত্রতাপ হ্রাস।

▌ কুচকির গ্রন্থিসমূহ বর্দ্ধিত ; গলিত, অস্বাস্থ্যসূচক পুঁজ।

২০ মল, ইত্যাদি।—▌ মলদ্বার এবং শরীরের অন্যান্য দ্বার হইতে শোণিতস্রাব।

কোষ্ঠবদ্ধ, তৎসহ মস্তকে রক্তাধিক্যতা ও মাথাধরা।

▌ কাল, তরল রক্তযুক্ত রক্তামাশয়ের স্রাব ; অসাড়ে ; দুর্ব্বলতা ও ভ্রমি। হঠাৎ অত্যন্ত শীতলতা ও নীলবর্ণতা ; মুত্রোৎপত্তি রুদ্ধ ; ক্ষীণ নাড়ী।

২১ মূত্র।—▌ টাইফইড, ডিপথিরিয়া প্রভৃতি রোগে প্রস্রাবে এল্বুমেন।

▌ মূত্র অধিক পিত্ত বশতঃ সবুজাভ হরিদ্রাবর্ণ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—লিঙ্গের সম্পূর্ণ শিথিলতাসহ সঙ্গম লালসা বর্দ্ধিত।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—▌ রজঃশূল; ঋতুর পূর্ব্বে উরুদেশ প্রভৃতিতে বেদনা; দুইদিন প্রচুর রজঃস্রাব, তৎপরে আরও ৪ দিন অল্প অল্প থাকে ; হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল, পদদ্বয় শীতল।

২৫ লেরিংক্স।—স্পর্শে বেদনাযুক্ত। স্বরভঙ্গতা, ক্ষীণ স্বর।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসক্রিয়া :—ব্যাকুলতা পূর্ণ ; গলায় আকুঞ্চনসহ বাধা-প্রাপ্ত ; দ্রুত, কষ্টকৃত, তৎসহ দুর্ব্বল নাড়ী।

২৭ কাসী।—▌ রক্তাক্ত শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবনসহ কাস। ▌ হুপশব্দক কাসী, দুর্ব্বলতা, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ বা শাদা, কাসীর আক্রমণের পরেও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত ঐরূপ থাকে ; নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

২৮ ফুসফুস।—▌ বৃদ্ধদিগের বক্ষোদক রোগে শ্বাসকষ্ট; জ্বর ও কম্পজ্বরেও।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—▌ হৃৎকম্পন ; হৃৎপিণ্ড কাঁপিতেছে অনুভব হয়।

নাড়ী :—দ্রুত কিন্তু দুর্ব্বল ; দ্রুত, সূত্রবৎ; সবিরাম, অনিয়মিত।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বাম বগলের গ্রন্থিসমূহ স্ফীত ও বেদনা।

নখের নিম্ন হইতে রক্তক্ষরণ।

▌ হস্তদ্বয় শ্রান্ত, দক্ষিণ অপেক্ষা বাম বেশী।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পায়ের ডিম, গুলফ, অঙ্গুলিসমূহে খালধরাবৎ বেদনা।

প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে চরণদ্বয়ের স্ফীততা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—সন্ধি ও অস্থিসমূহে দষ্টবৎ বেদনা।

ভার, যেন বোধ হয় অস্থিসকল ভারী কাষ্ঠে নির্ম্মিত।

জানু, পৃষ্ঠদেশ প্রভৃতিতে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

স্নায়ু।—আক্ষেপ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির কম্পন; মুখে ফেনা উঠে; প্রবল চীৎকার, প্রলাপ।

শক্তির হ্রাস; ▌ যৎসামান্য শ্রমে সহজে শ্রান্তি; ▌ পেশীসকল কাজ করিতে চাহে না; এক পার্শ্বের পক্ষাঘাত।

▌ কম্পনসম্বলিত দুর্ব্বলতা।

নিদ্রা।—অনিদ্রা। নিদ্রায় চমকিত হয়।

▌ নিদ্রালু, কিন্তু ঘুমাইতে পারে না।

▌ স্থিরভাব, নিদ্রালুতা, কোমা।

▌ লক্ষণসকল সাধারণতঃ নিদ্রার পরে বৃদ্ধি।

স্বপ্ন :—ভ্রমণের; বিবাদের; মৃতব্যক্তির।

৪০ শীত, জ্বর ঘর্ম্ম।—জ্বর :—▌ শুষ্ক চর্ম্ম, শুষ্ক জিহ্বা; কিম্বা জিহ্বা হরিদ্রা-বর্ণ ক্লেদাবৃত, তাহার কিনারাদ্বয় ও অগ্রভাগ লালবর্ণ; প্রলাপ, মৃদু (গুন্ গুন্) বকা; মূত্র স্বল্প; কোষ্ঠবদ্ধ, কিম্বা দুর্গন্ধি, পিত্ত বা রক্তযুক্ত মল; ▌রক্তস্রাব-প্রবণতা, শরীরের প্রত্যেক দ্বার এবং এমন কি চর্ম্মের ছিদ্র হইতে শোণিতক্ষরণ; চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ; পিত্ত বা রক্ত বমন; যকৃত বেদনা; হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল, ভ্রমি, তজ্জন্য টাইফইড, পৈত্তিক, স্বল্পবিরাম, পীত জ্বর, পাইমিয়া প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়।

আক্রমণ।—সুস্পষ্ট সাময়িকতা; বেদনা হঠাৎ আইসে ও যায়, কিম্বা প্রতিমাস, একবৎসর অন্তর প্রত্যাবর্ত্তন করে।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণপার্শ্বের উপর বেশী ক্রিয়া।

৪৩ তন্তু।—ক্রোটেলাস স্নায়ু ও রক্ত আক্রমণ করে; তজ্জন্য মাথাটলা; গভীর কোমা; কম্পন, ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ, পক্ষাঘাত; নানা প্রকার তন্তুর রক্তাধিক্যতা, মৃদু প্রকারের প্রদাহ, মস্তিষ্ক, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদিতে এবং সিরসগহ্বর-সমূহে কালিমা দাগ ও একুশান; কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব; গলিত ও পচা ক্ষত

ইত্যাদি অবস্থা উৎপাদন করে। ইহা তজ্জন্য দুর্ব্বলতা-সংযুক্ত রোগসমূহে ব্যবহৃত হয়।

হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা যথা:—ক্ষীণ নাড়ী, ধীর রক্তসঞ্চালন, নীলাভ চর্ম্ম, ভ্রমি, সাধারণ দুর্ব্বলতা প্রভৃতিই ইহার বিশেষ নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

সর্ব্বশরীরের শোথ।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—▌স্পর্শে বৃদ্ধি। ▌কীটাদির হুল-বেধ; ▌শবব্যচ্ছেদকালে ক্ষত; টীকা দেওয়া হইতে রোগ।

৪৬ চর্ম্ম।—সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডূয়ন, হুলবেধ। আঘাত। কীটদংশন বা হুলফুটান।

▌নীহার স্ফোটক, গলিত ক্ষতের আশঙ্কা।

▌চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ; কামলা, সেপ্টিসিমিয়া, ইত্যাদি।

কালিমা (কালশিরা) দাগ, ইত্যাদি। বিসর্প।

পষ্টুল, স্ফোটক, গলিত ক্ষত, এব্‌সেস ইত্যাদি; যখন জ্বর মৃদু প্রকারের, ঐ সকল স্থান নীলবর্ণাভ এবং উহা হইতে স্রাব স্বল্প, ধীর, কিম্বা কাল, অস্বাস্থ্যসূচক; গলিত ক্ষতের সহিত উদরাময়।

৫৮ সম্বন্ধ।—ইহার সদৃশ ঔষধ:—ল্যাকেসিস, নেজা ও ইলাপ্স। তরল রক্তস্রাব, হরিদ্রাবর্ণ চর্ম্ম (তজ্জন্য কাল বমন সহ পীতজ্বর রোগে), ডিপথিরিয়া রোগে নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে ক্রোটেলাস ব্যবহৃতব্য। নেজায় আরও অধিকতর স্নায়বীয় লক্ষণাদি দেখিতে পাওয়া যায়। ল্যাকেসিসের লক্ষণ:—চর্ম্ম শীতল ও শুষ্ক না হইয়া শীতল ও চট্‌চটে; দগ্ধ খাসের ন্যায় অধঃক্ষেপসহ রক্তস্রাব; এবং বিশেষতঃ বামপার্শ্বের রোগসমূহ। ইলাপ্স কর্ণ হইতে পূজস্রাবে এবং দক্ষিণ ফুসফুসের রোগ সমূহে প্রযুজ্য। সর্পবিষে রক্ত সংযত হইয়া লম্বা দড়ির ন্যায় হয়।

আরও তুলনা কর:—ট্যারেণ্টু, আর্সে, লরো (ধনুষ্টংকার; হুপশব্দক কাসী), এপি, কার্ব্ব-ভেজ, সাইলি (টীকা দেওয়া), ক্যাম্ফ।

গ্যাম্বোজিয়া।

পরীক্ষক:—হেনিং।

২ চৈতন্য। বিশ্রাম বা সঞ্চালনকালে মাথাঘোরা।

সমস্ত মস্তকে ভারবোধ, তৎসহ নিদ্রালুতা ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা।

৪ চক্ষু।—চক্ষুর প্রবল জ্বালা ও আলোকাসহ্যতা, সন্ধ্যাকালে বা বৈকালে, খোলাবায়ুতে ভ্রমণে উপশম কিন্তু প্রাতে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

সন্ধ্যাকালে চক্ষুর প্রবল কণ্ডূয়ন।

রাত্রিতে অক্ষিপুটের সংযোজনা, প্রাতে জ্বালা, দিবসে আলোকাসহ্যতা।

৬ চর্ম্ম।—বাম কর্ণে সদত ঘণ্টাশব্দবৎ।

৭ নাসিকা।—প্রবল পুরাতন হাঁছি।

দক্ষিণ নাসারন্ধ্রের শুষ্কতা।

০ দন্ত।—দক্ষিণ কসের দন্তে ছিন্নকর বেদনা।

২ মুখমধ্য।—মুখগহ্বরের শুষ্কতা।

৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে দক্ষিণ পার্শ্বে প্রবল সূচীবেধ।

গলমধ্যে ক্ষতবৎ ও জ্বালা।

৬ বিবমিষা ও বমন।—পুনঃ পুনঃ প্রবল শূন্য উদ্গার।

বিবমিষা, বমনের প্রবৃত্তি, মুখমধ্যে লালা সঞ্চয়।

ভ্রমি সহ ভয়ানক ভেদ বমন।

৭ পাকস্থলী।—পাকাশয় ও উদরে শূন্য বোধ।

পাকাশয়ে চর্ব্বণ বোধ। পাকাশয়ে সদত টাটানি বেদনা।

পাকাশয়ে ক্ষতবৎ বেদনা, আহারান্তে দূর হয়।

৯ উদর।—আহারের ঠিক পরেই উদরে চিমটিকাটাবৎ বেদনা।

সমস্ত উদরে পুনঃ পুনঃ প্রবল চিমটিকাটাবৎ বেদনা; কিম্বা তৎসহ উদরাময় ও মলদ্বারে জ্বালা।

অন্ত্রকূজন (পেট ডাকা)।

উদর স্ফীত, তৎসহ নাভিপ্রদেশে চিমটিকাটা বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—প্রচুর বায়ু নিঃসরণ, বিশেষতঃ সন্ধ্যা ও রাত্রিতে।

মল:—জলবৎ, পিচ্ছিল, অজীর্ণ, গন্ধশূন্য; মলত্যাগকালে কোঁথপাড়া ও পেট বেদনা; মলদ্বার স্খলন ও অঙ্গাদিতে শীতল ঘর্ম্ম; প্রচুর, জলবৎ, হরিদ্রাবর্ণ কিম্বা জমাট দুগ্ধবৎ, দুর্গন্ধি, সজোরে বহির্গত হয়; গাঢ় সবুজ আম, দুর্গন্ধি, ক্ষতকারী; মলত্যাগের পরে অত্যন্ত উপশম, যেন অন্ত্র হইতে কষ্টকর পদার্থ বাহির হইয়া গেল; প্রচুর, জলবৎ, তৎসহ পেট বেদনা ও বেগ; রক্তযুক্ত, রক্তামাশয়বৎ।

২১ মূত্র।—বাম বৃক্ককে সূচীবেধ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—শ্বেত প্রদর।

৩০ বহির্বক্ষ।—ষ্টার্ণামে পুনঃ পুনঃ অতিশয় বেদনাযুক্ত সূচীবেধ। বক্ষোপরে ভার, তাহাতে অনিদ্রা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধদ্বয়ে বেদনা।

ঊর্দ্ধাঙ্গে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, সন্ধ্যাকালে উপস্থিত বা বৃদ্ধি হয়।

অবস্থিতি, ইত্যাদি।—অধিকাংশ লক্ষণই বসিয়া থাকিলে উপস্থিত হয়, এবং খোলা বায়ুতে ভ্রমণ কালে দূরীভূত হয়।

নিদ্রা।—নিদ্রালুতা। উৎকণ্ঠাপূর্ণ স্বপ্ন কর্ত্তৃক নিদ্রা ভঙ্গ হয়।

৩৮ সময়।—লক্ষণসকল বিশেষতঃ সন্ধ্যা বা রাত্রিতে উপস্থিত হয়।

৪১ চর্ম্ম।—শরীরের নানা স্থানে প্রবল কণ্ডূয়ন, চুলকাইলে পর জ্বালা, সন্ধ্যা ও রাত্রিতে বৃদ্ধি।

চুলকাইলে পর জ্বালা ও ক্ষতবৎ বেদনা, তৎসহ সেই স্থানের স্ফীততা ও আরক্ততা, সন্ধ্যা ও রাত্রিতে বৃদ্ধি।

সর্ব্বাঙ্গে পিপীলিকাদংশনবৎ, সন্ধ্যা ও রাত্রিতে বৃদ্ধি।

গ্রাফাইটিস।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—বিস্মৃতি। মস্তকমধ্যে দুর্ব্বলতা, চিন্তা করিতে পারে না।
কাজ করিতে অপ্রবৃত্তি।
বিমর্ষতা ও নিরাশা, কেবল মৃত্যুচিন্তা। বিষণ্ণতা ও বিলাপ প্রবৃত্তি।
অত্যন্ত ব্যাকুলতা (উদ্বেগ)। খিট্‌খিটে।
রাত্রিতে নানা চিন্তাবশতঃ নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে।

২ চৈতন্য।—মস্তকে রক্তাগম, তৎসহ উত্তাপানুভব।
প্রাতে শয্যা হইতে উঠিতে মদিরামত্তের ন্যায় বোধ।
মাথাঘোরা :—উর্দ্ধে দৃষ্টি করিলে ; প্রাতে জাগিলে পর ; সন্ধ্যাকালে, শুইয়া পড়িতে বাধ্য হয় ; শৈরিক রক্তসঞ্চালনের ধীরতা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপাল :—গভীর স্থানে চাপ ; আকৃষ্ট ; ছিন্নকর ; বিদীর্ণকর।
রগে সূচী বা হুলবেধ বেদনা।
মস্তকের পার্শ্বে দপদপানি।
চাপযুক্ত বেদনা :—মস্তকশীর্ষে ; অক্ষিপটে।
দক্ষিণ রগে ছিন্নকর বেদনা।
ঋতুকালে প্রবল মাথাধরা ও বিবমিষা।

৪ বহির্মস্তক।—করোটীত্বক ঘৃষ্টবৎ অনুভব হয়।
করোটীত্বকের শীতলতা।
মস্তকোপরি একটী ক্ষুদ্র স্থানে জ্বালা।
খোলাবায়ুতে ভ্রমণকালে মস্তকোপরি ঘর্ম্ম।
করোটীত্বকে কণ্ডূয়ন।
করোটীত্বকের পামা, সমগ্র মস্তকে, তাহাতে অপরিষ্কার মামড়ী ও কেশসকল জটা বান্ধিয়া যায়।
কেশ পতন, এমন কি মস্তকের পার্শ্বদ্বয়ে।

৫ চক্ষু।—আলোকাসহ্যতা ; তৎসহ চক্ষুর শ্বেতাংশের আরক্ততা।

গ্যাসের আলোকাপেক্ষা সূর্য্যালোক অসহ্য।

আলোকে চক্ষু ঝলসিয়া যায়; সূর্য্যালোকে চক্ষুমধ্যে ছিন্নকর বেদনা হয়।

নিকট দৃষ্টি।

অক্ষর সকল :—লিখিতে দ্বিত্ব দেখায়; পড়িতে মিশিয়া যায়।

চক্ষুসম্মুখে আলোক কম্পন।

যেন কুয়াসা মধ্য দিয়া দেখিতেছেন; অবনত হইলে চক্ষুসম্মুখে প্রত্যেক পদার্থ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়।

চক্ষুমধ্যে প্রাতে ও সন্ধ্যায় চাপযুক্ত বেদনা।

আকৃষ্ট বেদনা, চক্ষু হইতে মস্তক পর্য্যন্ত প্রসারিত।

চক্ষুতে জ্বালা ও উত্তাপ।

চক্ষুমধ্যে জ্বালা ও কামড়ানি।

কর্ণিয়াতে ক্ষত, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবহা নাড়ীসকল দৃষ্ট হয়; তৎসহ সরস পামাবৎ উদ্ভেদ।

কর্ণিয়া ও কঞ্জঙ্কটাইভাতে পষ্টুল ও অধিক অশ্রুস্রাব।

খোলাবায়ুতে অশ্রুস্রাব; পুরাতন রোগেও।

চক্ষু হইতে পাতলা, বিদাহী স্রাব; চক্ষু হইতে পুঁজবৎ স্রাব।

ভিতর দিকের কোণ :—কণ্ডূয়ন; জ্বালা; সূচীবেধ, টাটানি।

বহির্দ্দিকের কোণ :—টাটানি ও ফাটা; ফাটা ও সহজেই রক্তপড়ে।

চক্ষুতে উত্তাপ এবং চক্ষুর কোণে কিছু পুঁজ।

অক্ষিপুট ও ল্যাক্রিমালগ্রন্থির স্ফীততা।

অক্ষিপুটের ভার; চক্ষু খুলিতে পারে না।

অক্ষিপুট :—শুষ্ক, কণ্ডূয়ন সহ কর্কশ; কিনারা (প্রান্ত) প্রদাহিত কিম্বা মামরীদ্বারা আবৃত; রাত্রি ও প্রাতে সংযোজিত; স্ফীতিযুক্ত।

বাম নিম্নাক্ষিপুট ঝুলিয়া পড়ে।

অক্ষিপুট (কিনারা) উল্টান।

উভয় চক্ষুতে অঞ্জনি।

৬ কর্ণ।—সঙ্গীত শ্রবণে ক্রন্দনেচ্ছা।

কর্ণমধ্যে প্রতিধ্বনি, এমন কি নিজের কথা ও প্রত্যেক পদক্ষেপ।

কর্ণমধ্যে হিস্ হিস্, ঘণ্টাশব্দ, শোঁ শোঁ, গোঁ গোঁ, ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ।
রাত্রিকালে প্রবল গোঁ গোঁ শব্দ, কর্ণ কোন সময়ে তালাধরা বোধ হয় (পূর্ণিমার সময়ে)।
কর্ণের সম্মুখে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শব্দ।
কর্ণেরমধ্যে খট্ খট্ শব্দ :—সন্ধ্যাকালে আহারের সময়ে; চোয়াল সঞ্চালনে, কিন্তু কেবল প্রাতে শয্যায় শুইয়া; হাঁচিলে।
অনুভব হয় যেন কর্ণ সম্মুখে একখানি চর্ম্ম রহিয়াছে।
প্রতিপাদবিক্ষেপে বোধ হয় যেন দক্ষিণ কর্ণে একটা কপাট খুলিতেছে ও রুদ্ধ হইতেছে।
কর্ণের শুষ্কতা সহ শ্রবণশক্তির বিলোপ।
কর্ণমধ্যে সূচীবেধ। তীব্র চাপ বোধ।
উভয় পটহ শাদা পদার্থে আবৃত কিন্তু ছিদ্র নহে।
শ্রবণপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আরক্ত ও হাজাবৎ।
উভয় কর্ণ হইতে পাতলা, জলবৎ, দুর্গন্ধিস্রাব।
কর্ণ হইতে পুঁজ গড়াইয়া পড়ে।
কর্ণ হইতে খারাপ গন্ধ।
কর্ণোপরি তাম্রবর্ণ গুল্ম।
কর্ণ পশ্চাতে সরস উদ্ভেদ সহ, উভয় কর্ণের স্ফীততা।
পামা; বামকর্ণের পশ্চাতে আরম্ভ হইয়া গণ্ড ও গ্রীবা পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তি অতি তীব্র; পুষ্পের আঘ্রাণ সহ্য করিতে পারে না।
নাসিকা হইতে যেন দগ্ধ কেশের ন্যায় গন্ধ।
ঘ্রাণশক্তি বিলোপ :—তৎসহ নাসিকার শুষ্কতা; তৎসহ প্রতিশ্যায়।
নাসিকা হইতে রক্তস্রাব :—সন্ধ্যাকালে; রাত্রিতে; প্রাতে।
নাসিকা হইতে রক্তাক্ত শ্লেষ্মাস্রাব।
নাসিকা হইতে পুনঃ পুনঃ ঘন, হরিদ্রাভ, দুর্গন্ধি শ্লেষ্মাস্রাব।
পুঁজযুক্ত, দুর্গন্ধ নিঃস্রাব।
নাসিকার শুষ্কতা।
নাসিকা রুদ্ধ, তৎসহ শক্ত, খারাপ গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মাস্রাব।

নাসিকা হাজিয়া যাওয়া।

প্রতিশ্যায় রোগে শ্লেষ্মা প্রায়ই শক্ত চাপ কিম্বা মামরী বাধিয়া থাকে।

নাসিকায় শুষ্ক মামরী, তৎসহ টাটানি, ফাটা ও ক্ষতযুক্ত নাসারন্ধ্র।

নাসিকার স্ফীততা। নাসিকা আরক্ত।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল :—পাণ্ডুবর্ণ ও জীর্ণপ্রায়; পাণ্ডুবর্ণ ও স্ফীতভাব মৃৎপাণ্ডুবর্ণ; আরক্তিম।

বিসর্প :—মুখমণ্ডলের উভয় পার্শ্বের; গণ্ডদ্বয়ের, তৎপূর্ব্বে পর্য্যাক্রমে শীত ও উত্তাপ; বাম গণ্ডের, আওডিনের অপব্যবহার বশতঃ; মুখমণ্ডলের অর্দ্ধাংশের পক্ষাঘাত।

মুখমণ্ডলে সরস ফুস্কুড়ি।

মুখমণ্ডলে মামরীযুক্ত ক্ষত, চর্ম্ম শুষ্ক, কোষ্টবদ্ধ, বৃহৎ মল।

শ্মশ্রু কেশ পতিত হয়।

নিম্নমুখমণ্ডল।—নিম্ন চোয়ালে বেদনাযুক্ত ক্ষুদ্র গুল্ম বিশেষ।

ওষ্ঠ :—উৎক্ষেপ; হুলবেধ; স্ফীত; বেদনাযুক্ত ফুস্কুড়ি।

মুখের কোন ক্ষতযুক্ত।

অধরের ভারবোধ। ঠোঁটের অবদরণ।

সব্ম্যাক্সিলারি গ্রন্থির স্ফীততা ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

দন্ত।—দন্তে চাপযুক্ত বেদনা, স্পর্শ বা দংশনে বৃদ্ধি।

বায়ুতে ভ্রমণকালে কসের দন্তে আকৃষ্ট বেদনা।

ছিন্নকর বেদনা, উষ্ণতায় বৃদ্ধি; শয্যায় শয়নে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

শীতল জল পানান্তে হুলবেধযুক্ত দন্তশূল।

দন্তশূল, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

মাড়ীর স্ফীততা ও মুখের শুষ্কতা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—অম্ল; লবণাক্ত; তিক্ত; পচা ডিম্বের ন্যায়।

জিহ্বা চৈতন্যাধিক। জিহ্বা শাদা ক্লেদাবৃত।

জিহ্বার নিম্নপার্শ্বে শাদাটে, বেদনাযুক্ত ক্ষত।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্য ও মাড়ী হইতে পচা গন্ধ।

অম্ল, খারাপ গন্ধ।

শ্বাসবায়ুতে প্রস্রাবের ন্যায় গন্ধ।

লালা বর্দ্ধিত, অধিক নিষ্ঠীবন।

প্রাতে মুখগহ্বরের শুষ্কতা।

১৩ গলমধ্য।—তালু :—টাটানি বোধ হয়; ও ফসেস কিঞ্চিৎ আরক্ত।

গলমধ্যে সদত থল্লী, যেন খাদ্য নামিবে না।

গলমধ্যে গোঁজের ন্যায় রাত্রিকালীন বেদনা।

গলমধ্যে কর্কশতা ও ক্ষতবৎ।

গলমধ্য শ্লেষ্মাপূর্ণ বোধ হয়।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা :—উত্তম; প্রচুর ক্ষুধা, কিম্বা মোটেই ক্ষুধা নাই, তৎসহ অধিক তৃষ্ণা, কিম্বা উদরের পূর্ণতা অনুভব।

তৃষ্ণা না থাকিয়া পানেচ্ছা।

বিতৃষ্ণা :—মাংসে; মৎস্যে; লবণে।

১৫ বিবমিষা ও বমন।—ভোজনের পরে হিক্কা।

উদ্গার :—অম্ল; ভুক্ত খাদ্যের; উহাতে পাকাশয়ের চাপ বোধ উপশমিত হয়।

আহারান্তে বুকজ্বালা।

বিবমিষা :—ও মাথাঘোরা; ও ব্যাকুলতা সহ ঘর্ম্ম; যেন ভ্রমির ন্যায়, তাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়; গলমধ্যে আক্ষেপ সহ; উদ্গার সহ; মাথাধরা সহ; বমনের প্রবৃত্তি সহ; ও অম্ল বমন; প্রাতে; আহারান্তে।

বমন :—অম্ল; খাদ্যের।

বমন, ভেদ, ও বরফবৎ শীতল ঘর্ম্ম, তৎসহ মাথাধরা।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয় গহ্বরে বেদনাযুক্ত কষ্টকর অনুভব।

রাত্রি ও প্রাতে পাকাশয় গহ্বরে চাপ।

পাকাশয় প্রদেশে বন্ধন ও সঙ্কোচনবৎ বেদনা।

পাকাশয় মধ্যে পিণ্ডবৎ অনুভব, তৎসহ সদত আঘাত, যেন দুইটী হাতুড়ি দিয়া।

পাকাশয়ে বেদনা :—তাহাতে খাইতে বাধ্য হয় ; উষ্ণ দুগ্ধে উপশম, সিদ্ধ মাংস ও শীতল পানীয়ে বৃদ্ধি।

আধ্মান সহ পাকাশয়ে মোচড়ান বেদনা।

পাকাশয় ও উদরে পূর্ণতানুভব।

সাময়িক পাকাশয়-শূল, তৎসহ তৃষ্ণা, বিশেষতঃ অতিরিক্ত মদ্যপান বশতঃ।

পাকাশয়ের পুরাতন সর্দ্দি ও পুনঃ পুনঃ উদ্গার।

হাইপোকণ্ড্রিয়া।—দক্ষিণ হাইপোকণ্ডিয়ামে সূচীবেধ।

যকৃতপ্রদেশে কঠিনতা।

বাম হাইপোকণ্ড্রিয়ামে সূচীবেধ।

বাম হাইপোকণ্ড্রিয়ামের ভিতরে জ্বালা, সেই পার্শ্বে শুইলে বৃদ্ধি।

হাইপোকণ্ড্রিয়া ও নিতম্বে কর্ত্তনকর, কোঁথপাড়া বেদনা।

উদর।—নিম্নোদরে খল্লী (খালধরা)।

পেটবেদনা :—আহারের ঠিক পরেই।

উদরে মোচড়ান, খননকর বেদনা।

দক্ষিণপার্শ্বে শয়নে উদরের বামপার্শ্বে বেদনা, এবং তদ্বিপরীত।

নাভির নিম্নে বেদনা, যেন অন্ত্র ছিন্ন হইয়াছে।

উদরের বামপার্শ্বে সূচীবেধ।

উদর স্ফীত, শক্ত।

উদর গহ্বরে সিরম সঞ্চয়।

বাহ্যিক উদরের স্ফীততা (ইডিমা)।

উদরের কণ্ডূয়ন। অন্ত্রকূজন (ডাকা)।

আবদ্ধ বায়ু। কুচ্‌কিদেশে বেদনা।

কুচ্‌কিতে দক্রবৎ উদ্ভেদ।

কুচকির গ্রন্থির স্ফীততা।

২০ মল, ইত্যাদি।—অত্যন্ত বায়ুনিঃসরণ।

মল :—কদাচিত উদরাময় ও তাহা বেদনাশূন্য ; গাঁইটবিশিষ্ট, গাঁইট-সকল সূত্রবৎ আমবৎদ্বারা সংযোজিত ; অম্লগন্ধি ; কঠিন, বড় বড়, তৎসহ রক্ত ও আম।

কোষ্ঠবদ্ধ :—বড়, গাঁইটবিশিষ্ট মল; পুরাতন, তৎসহ যকৃত প্রদেশের কঠিনতা; তৎসহ সরলান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির শুষ্কতা ও মলদ্বারের ফাটা।

▌ কৃমি।

▌ মলদ্বারের ফাটা (বিদারণ); মলত্যাগকালে প্রবল, তীক্ষ্ণ, কর্ত্তনকর বেদনা, তৎপরে কয়েকঘণ্টা পর্য্যন্ত আকুঞ্চন ও কামড়ানি (aching), রাত্রিতে বৃদ্ধি।

মলত্যাগকালে বেগ না দিয়াই সরলান্ত্র নির্গমন।

বৃহৎ অর্শবলি।

অর্শ, তৎসহ উপবেশনে বেদনা, যেন ছুরিকা দিয়া চিরিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে প্রবল কণ্ডূয়ন, ও তাহা স্পর্শে অত্যন্ত টাটানি।

সরলান্ত্রের অর্শ, তৎসহ মলদ্বারে জ্বালাকর পীড়কা।

২১ মূত্র।—স্বল্প মূত্রস্রাব সহ মূত্রত্যাগের বেগ।

রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ।

প্রস্রাবপথে মূত্রত্যাগকালে সূচীবেধ বা জ্বালা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—অদম্য কামোদ্রেক; প্রবল লিঙ্গোত্থান।

সঙ্গমে অপ্রবৃত্তি সহ ধ্বজভঙ্গ।

সঙ্গমকালে উপযুক্ত (proper) সুখানুভবের অভাব।

লিঙ্গোত্থান না হইয়া প্রায় অসাড়ে রেতস্খলন।

লিঙ্গের শিথিলতা সহ স্বপ্নদোষ।

মেঢ্রত্বক ও মুষ্কের শোথবৎ স্ফীততা।

হাইড্রসিল (বামপার্শ্বের), তৎসহ মুষ্কে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—সঙ্গমে অত্যন্ত অপ্রবৃত্তি।

দক্ষিণ ইলিয়াক গহ্বরে কমলা লেবুর আকার অর্ব্বুদ, পার্শ্বেও ঐরূপ একটী; উভয়ই গোল, কঠিন ও অল্প সচল; চাপে বেদনাযুক্ত নহে, কিম্বা ভার বশতঃ কোন অসুবিধা (কষ্ট) হয় না।

বাম ডিম্বকোষ হইতে পেলভিস ও উরু মধ্যদিয়া নিম্নে বেদনা।

জরায়ু মুখ পশ্চাতে অবস্থিত, অনেক কষ্টে তবে অঙ্গুলি তথায় পৌছে।

জরায়ুতে বেদনা।

ভগেরদিকে বেদনাযুক্ত চাপ।

ঋতু :—অতি স্বল্প ও অতি বর্ণশূন্য; প্রবল পেটবেদনা সহ অতি বিলম্বে; রক্ত কখন কখন কাল।

ঋতুর সময়ে :—উদরে উত্তাপ; বেগ, চাপ, ঠিক প্রসববেদনার ন্যায়; স্বরভঙ্গতা.; অলসতা ও দুর্ব্বলতা।

ঋতুর পূর্ব্বে ও পরে প্রচুর শ্বেতপ্রদর।

প্রচুর শ্বেতপ্রদর, সম্পূর্ণ শাদা, বিশেষতঃ প্রাতে, শয্যা হইতে উঠিবার সময়ে, ভ্রমণ বা উপবেশনকালে পৃষ্ঠদেশে দুর্ব্বলতা।

▌প্রদরস্রাব ঝলকে ঝলকে, দিন বা রাত্রি।

যোনিমধ্যে ফুস্কুড়ি কিম্বা হাজিয়া যাওয়া।

ভগের শোথবৎ স্ফীততা।

পেরিনিয়ম, ভগ ও উরুদ্বয়ের মধ্যে হাজিয়া যাওয়া।

২৪ গর্ভাবস্থা।—মেদসঞ্চয়ের প্রবণতা।

চুচূক বেদনাযুক্ত।

▌স্তনে এব্‌সেসের পরে শক্ত ক্ষতস্থান চিহ্ন থাকে।

২৫ লেরিংক্স।—স্বর :—সঙ্গীতে পরিষ্কার হয় না; সন্ধ্যাকালে স্বরভঙ্গতা; পুরাতন স্বরভঙ্গতা।

লেরিংক্স প্রদেশ স্পর্শে চৈতন্যাধিক।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসক্রিয়ায় শুষ্ক শব্দ হয়।

নিদ্রা যাইবার সময়ে যেন শ্বাসরুদ্ধ হইবে এইরূপ বক্ষের সঙ্কোচন।

শ্বাসরোধ বশতঃ নিদ্রাভঙ্গ হয়, সাধারণতঃ মধ্যরাত্রির পরে, শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিতে, কিছু ধরিতে এবং কিছু খাইতে হয়।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষের খল্লী। বক্ষে বেদনা।

বক্ষের মধ্যস্থলে বেদনা, তৎসহ কাসী, ক্ষতবৎ ও টাটানি।

বক্ষে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।

গয়ার :—লবণাক্ত; দিবা ও সন্ধ্যায়।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডপ্রদেশ :—সঙ্কোচন, চাপ; সূচীবেধ।

হৃৎকম্পন :—তৎসহ উদ্বেগ; তৎসহ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষের মাংসল স্থানে হুলবেধ।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা পশ্চাতে বেদনা।

গ্রীবা পশ্চাতে অনম্যতা; এবং তৎসহ মাথাধরা।

গ্রীবা পার্শ্বে বেদনাশূন্য স্ফীত গ্রন্থিসকল।

পৃষ্ঠদেশে সঙ্কোচন বেদনা।

ভ্রমণকালে পৃষ্ঠ ও কটিদেশে দুর্ব্বলতা।

ত্রিকাস্থিতে বেদনা, তৎসহ শুর শুর অনুভব ও সূচীবেধ।

কটিদেশে ব্যথা করে, যেন ঘৃষ্ট বা ভগ্ন হইয়াছে।

মূত্রত্যাগকালে কক্ষিকস্থ অস্থিতে বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধ ও গ্রীবা বেদনাযুক্ত।

বাতের কিম্বা জ্বালাকর বেদনা, বিশেষতঃ বাম স্কন্ধে।

দক্ষিণ ঊর্দ্ধবাহু টাটানি, বেদনাযুক্ত ও স্ফীত।

কনুইয়ের বক্রতার স্থানে দদ্রু, ভয়ানক চুলকায়।

বাম হস্ত অসাড় ও মৃতবৎ।

হস্তে শৃঙ্গবৎ শক্ত স্থান।

বৃদ্ধাঙ্গুলি সন্ধিতে যেন মচকানবৎ বেদনা।

অঙ্গুলিসমূহের বাত রক্তের (gout) স্ফীততা।

অঙ্গুলি মধ্যে ক্ষতবৎ, সরস স্থান।

নখ সকলের স্থূলতা প্রাপ্তি, পর্দ্দা পর্দ্দা উঠিয়া যায়, কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ ও কর্কশ।

নখের ভিতরে প্রদাহিত, দপদপানি ও অসাড়তা; পাকে না।

নিম্নাঙ্গ।—পদদ্বয়ের মধ্যে অবদরণ (হাজিয়া যাওয়া)।

উরুদ্বয়ে ছিন্নকর বা ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

উরুদ্বয়ের অসাড়তা।

জানুদ্বয়ে ঘৃষ্ট বেদনা।

জানুগহ্বরে সরস পীড়কা।

পায়ের ডিমে খল্লী। পদদ্বয়ের ভার।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির অত্যন্ত শোথবৎ স্ফীতি (ইডিমা), প্রধানতঃ নিম্নাঙ্গ,

ঐ স্ফীত স্থান বৃহৎ, তৎসহ জানুর নিম্নে চর্ম্মহইতে প্রচুর পরিমাণে সদত জলবৎ রসক্ষরণ, চর্ম্ম অবদরণ (হাজিয়া যাওয়া)।

নিম্নাঙ্গে ক্ষত, তৎসহ বিদাহী পুঁজ, চর্ম্মের শুষ্কতা ও কোষ্ঠবদ্ধ।

চরণদ্বয়ে সাড়হীন ক্ষত।

অঙ্গুষ্ঠের অনম্যতা ও সঙ্কোচন।

ক্ষত ; কিম্বা বৃদ্ধাঙ্গুলিতে বিস্তৃতিশীল ফোস্কা।

নখের স্থূলতা প্রাপ্তি।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

ছিন্নকর বেদনা :—চরণ ও হস্তদ্বয়ে ; সমস্ত অঙ্গাদিতে।

হস্তপদের চমকাইয়া উঠা।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে ভার।

৩৫ স্নায়ু।—সঞ্চালন শক্তি বিলুপ্ত (Catalcptic) অবস্থা, চৈতন্য আছে কিন্তু নড়িতে বা কথা কহিতে শক্তি নাই।

সর্ব্বাঙ্গ মধ্য দিয়া কম্পন অনুভব।

পরিশ্রান্ত অনুভব। অলসতা।

দুর্ব্বলতা। শ্রান্তিবোধ। শয্যাশায়ীবৎ ক্ষীণতা।

৩৭ নিদ্রা।—সদত হাইতোলা।

অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও নিদ্রালু।

নিদ্রালুতা :—দিবসে, শুইতে বাধ্য।

রাত্রিতে অগভীর নিদ্রা।

রাত্রিতে নানাপ্রকার কল্পনা।

অনিদ্রা। নিদ্রায় চমকাইয়া উঠা।

স্বপ্ন :—সুস্পষ্ট ; উদ্বেগপূর্ণ ; ভীতিপ্রদ ; ভয়ঙ্কর ; বিরক্তিজনক।

৪০ শীত জ্বর, ঘর্ম্ম।—প্রাতে শয্যায় শীত শীত বোধ।

শীত ও শীত শীত বোধ, প্রধানতঃ সন্ধ্যাকালে।

উত্তাপ সন্ধ্যা ও রাত্রিতে ; এবং তৎসহ অস্থিরতা।

সামান্য সঞ্চালনে ঘর্ম্ম হয়।

প্রচুর নৈশ ঘর্ম্ম। ঘর্ম্ম প্রায়ই কেবল দেহের সম্মুখভাগে।

ঘর্ম্মে হরিদ্রা দাগ লাগে, অম্ল ও খারাপ গন্ধ, এবং প্রায়ই শীতল।

৪৩ অনুভব ।—আভ্যন্তরিক স্থান সমূহে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা।
নানা স্থানে খালধরাবৎ অনুভব।
নানাস্থানে অসাড়তা।

৪৪ তন্তু ।—পুরাতন ক্ষত চিহ্নে জ্বালাকর বেদনা।
রুগ্নস্থানের শীর্ণতা।
গ্রন্থিসমূহের স্ফীততা ও কাঠিন্য।
শোথবৎ স্ফীতি (ইডিমা) যুক্ত পীড়া।

৪৬ চর্ম্ম ।—শরীরের নানাস্থানে কণ্ডূয়ন।
উদ্ভেদ সহ প্রবল কণ্ডূয়ন ও জ্বালা।
প্রচুর রসস্রাবী পামা, মেদপ্রবণ ব্যক্তিদিগের।
শরীরের নানাস্থানে কণ্ডূয়নযুক্ত পীড়কা, তাহা হইতে জলবৎ, চট্‌চটে পদার্থ ক্ষরিত হয়।
চর্ম্মের ক্ষত আরোগ্য হইতে চাহে না, সহজেই ক্ষত হয়।
পুরাতন ক্ষত, তাহাতে দুর্গন্ধ পুঁজ, মাংসবৃদ্ধি, কণ্ডূয়ন, হুলবেধ।
। পুরাতন ক্ষত চিহ্ন আবার ক্ষত হয়।

৪৮ সম্বন্ধ ।—কার্য্যাবশেষপূরক :—আর্সে, কষ্টি, ফের, হেপার।
গ্রাফাইটিস প্রতিষেধিত হয় :—একো, আর্সে, নক্স-ভমিকা দ্বারা।
গ্রাফাইটিস প্রতিষেধ করে :—আর্সে, আওডি, রসটক্স।
গ্রাফাইটিস লাইকোপোডিয়ামের পরে সুফলপ্রদ।

গোয়েকাম।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন ।—স্মৃতি ক্ষীণতা, বিশেষতঃ নাম বিস্মরণ।
উদ্দেশ্যহীন একদৃষ্টি :—প্রাতে।
পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তি। বিমর্ষ ও বিষণ্ণ।

২ মস্তকাভ্যন্তর ।—কপালের অনুপ্রস্থভাবে মাথাধরা।

মস্তিষ্কে প্রবল, তীক্ষ্ণ সূচীবেধ।

মস্তকের একপার্শ্বে মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত বাতের বেদনা।

৫ বহির্মস্তক।—গ্রীবা পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত মস্তক ও মুখমণ্ডলের বামপার্শ্বের স্নায়ুশূল।

মস্তকের বাহ্যাংশে স্পন্দনযুক্ত দপদপানি ও রগে সূচীবেধ; বাহ্যিক চাপে এবং ভ্রমণে কিয়ৎক্ষণের জন্য দূরীভূত হয়, উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান হইলে বৃদ্ধি।

ঘর্ম্ম প্রধানতঃ মস্তক ও কপালে (খোলা বায়ুতে ভ্রমণকালে)।

করোটীতে ছিন্নকর বেদনা।

৫ চক্ষু।—চক্ষে স্ফীততা ও বহির্ম্মুখতা অনুভব, অক্ষিপুট এত ক্ষুদ্র যে চক্ষু আবৃত করিতে পারিবে না এইরূপ বোধ হয়।

চক্ষুদ্বয়ের স্ফীততা, কনিনীকা প্রসারিত।

৬ কর্ণ।—বামকর্ণে ছিন্নকর বেদনাসহ প্রবল কর্ণ বেদনা।

৭ নাসিকা।—নাসিকার অস্থিসমূহে বেদনা।

মস্তক হইতে নাসিকা পর্য্যন্ত বেদনা।

নাসিকা স্ফীত। সরস প্রতিশ্যায়।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলে উত্তাপ, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে।

মুখমণ্ডল:—আরক্ত ও বেদনাবিশিষ্ট স্ফীত: চক্ষু, নাসিকা ও গণ্ড স্ফীত হয়; বৃদ্ধবৎ দেখায়।

দক্ষিণ হনুঅস্থি ও গণ্ডে ছিন্নকর ও বেদনাযুক্ত সূচীবেধ।

১০ দন্ত।—দুই চোয়াল পরস্পর দংশনে দন্তশূল।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—খাদ্যের ঠিক আস্বাদ পাওয়া যায় না।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্য প্রদাহ।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে প্রবল জ্বালা।

টন্সিল প্রদাহের আশঙ্কা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—প্রবল ক্ষুধা, বৈকালে ও সন্ধ্যায়।

অধিক তৃষ্ণা।

দুগ্ধে বিতৃষ্ণা।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—পুনঃ পুনঃ শূন্যোদ্গার।
গলমধ্যে শ্লেষ্মার অনুভব বশতঃ বিবমিষা।
প্রতি প্রাতে অতি কষ্টে জলবৎ শ্লেষ্মা বমন করে।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয় ও উদরে জ্বালা।
পাকাশয়ে খালধরা ও বেদনা।

১৯ উদর।—সমগ্র উদরে অত্যন্ত বায়ুসঞ্চয়; আবদ্ধ বায়ুবশতঃ উদরে চিমটিকাটাবৎ বেদনা।
▌ অন্ত্রবৃদ্ধি।

২০ মল, ইত্যাদি।—উদরাময় প্রাতে আরম্ভ হয়।
শিশুবিসূচিকা; শীর্ণতা; মুখমণ্ডল যেন বৃদ্ধ ব্যক্তির ন্যায়।
কোষ্ঠবদ্ধ:—কঠিন ও খণ্ড খণ্ড মল; অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

২১ মূত্র।—প্রচুর দুর্গন্ধ মূত্রসহ, মূত্রত্যাগের পরেও ক্রমাগত বেগ বোধ।
প্রস্রাবকালে যেন কিছু দংশন করিতে করিতে আসিতেছে এইরূপ প্রস্রাবপথে কর্ত্তন বোধ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—স্বপ্ন না হইয়া স্বপ্নদোষ।
প্রমেহের ন্যায় স্রাব।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—▌ তরুণ ও পুরাতন ডিম্বকোষ প্রদাহ, বিশেষতঃ বাতরোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের।

২৪ লেরিংক্স।—শ্বাসনলী, প্রধানতঃ লেরিংক্সে, প্রবল, আক্ষেপিক, প্রদাহযুক্ত পীড়া, তৎসহ এরূপ হৃৎকম্পন যে শয্যা হইতে উঠিতে পারে না; যেন শ্বাসরোধবৎ অনুভব হয়।

২৭ কাসী।—শুষ্ক, তৎসহ প্রবল জ্বর; উত্তপ্ত মুখমণ্ডল।
প্রচুর শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন সহ কাসী, এবং পরে দুর্গন্ধ পুঁজ নিষ্ঠীবন রক্ত উঠে।
শুষ্ক কাসী, অল্প শ্লেষ্মা খণ্ড তুলিলে উপশম; বাতের রোগী।

২৮ ফুসফুস।—▌ প্লুরিসি রোগে সূচীবেধ; বাম পার্শ্ব, গভীর শ্বাসে বৃদ্ধি; বিশেষতঃ যক্ষ্মাকাস রোগে।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎকম্পন।

হঠাৎ হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে যেন শ্বাসরোধ অনুভব; নিদ্রাবস্থাতেও সহসা আইসে ও তজ্জন্য শুষ্ক কাসী হয়।

নাড়ী ক্ষুদ্র, কোমল ও বর্দ্ধিত গতি।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—মস্তক হইতে গ্রীবাপর্য্যন্ত বেদনা।

গ্রীবা হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত ভ্রমণকালে পৃষ্ঠদেশের এক পার্শ্বের অত্যন্ত অনম্যতা।

দুই স্কন্ধাস্থি মধ্যে সঙ্কোচক বেদনা।

বৈকালে পৃষ্ঠদেশে শীত শীত বোধ।

পৃষ্ঠদেশে কম্প ও জ্বরের শীত।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বাম বাহুতে বাতের বেদনা, স্কন্ধ কিম্বা কনুই হইতে মণি-বন্ধ পর্য্যন্ত।

দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুলিতে সূচীবেধ।

হস্তদ্বয় উষ্ণ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—জানুতে বাতরক্ত (gout) সম্বন্ধীয় প্রদাহ ও এবসেস।

পাছায় কণ্টকবেধ, যেন সূচের উপর বসিয়াছেন।

উরুদ্বয়ে, বিশেষতঃ দক্ষিণ উরুতে, যেন মাংসপেশী ছোট পড়িয়াছে এইরূপ টান টান অনুভব, তৎসহ ভ্রমণকালে অলসতা; স্পর্শে বৃদ্ধি, বসিলে উপশম।

বেদনা উরু বা পদের মধ্যস্থলে আরম্ভ এবং জানু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়।

পায়ে ছিন্নকর, আকৃষ্ট বেদনা, দক্ষিণ চরণ হইতে জানু পর্য্যন্ত।

নিম্নাঙ্গে পরিশ্রান্তি বোধ।

দক্ষিণ পদ স্ফীত ও আকুঞ্চিত, অনম্য, অচল, তুলিয়া উরুতে সংলগ্ন।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গাদিতে ছিন্নকর ও হুলবেধ বেদনা।

পারদ অপব্যবহারের পরে নানা প্রকার বেদনা।

বাতের ছিন্নকর বেদনা, তৎপরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সঙ্কোচন (অর্থাৎ ছোট হইয়া যাওয়া)।

হস্তপদাদির মাংসপেশীতে ছিন্নকর, কণ্টকবেধ বেদনা ও সেই সমস্ত স্থানে উত্তাপ।

৩৬ স্নায়ু।—পরিশ্রান্তি, যেরূপ অত্যন্ত পরিশ্রমের পর হয়, বিশেষতঃ উরু ও বাহুদ্বয়ে।

আকুঞ্চিত অঙ্গাদিতে অচল অনম্যতা।

৩৭ নিদ্রা।—রাত্রিকালে অস্থিরতা ও অনিদ্রা।

চীৎ হইয়া শুইলে বুকচাপা ধরে; চীৎকার স্বর করিয়া জাগিয়া উঠে।

জাগিলে পর:—সমস্তই যেন অতি কসা বোধ হয়; বস্ত্রাদি আর্দ্র অনুভব হয়।

▌যেন পতনানুভব সহ পুনঃ পুনঃ নিদ্রা ভঙ্গ।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—ভিতরে ভিতরে সর্ব্বাঙ্গে শীত শীত বোধ, তৎপরে সন্ধ্যাগমে উত্তাপ, প্রধানতঃ মুখমণ্ডলে; তৃষ্ণা থাকে না।

আভ্যন্তরিক শীত শীত অনুভব, এমন কি অগ্নির নিকট বসিয়াও, প্রধানতঃ বৈকাল ও সন্ধ্যাকালে।

প্রবল জ্বর, মুখমণ্ডলে দাগ; চক্ষু, নাসিকা ও গণ্ডদ্বয় স্ফীত, শুষ্ক কাসী।

▌বেদনাবিশিষ্ট অঙ্গাদিতে উত্তাপানুভব; বাতের রোগী।

চর্ম্ম উত্তপ্ত, বিশেষতঃ হস্তদ্বয়ের।

৪৪ তন্তু।—সমস্ত স্রাবেই অত্যন্ত অসহ্য দুর্গন্ধ।

সন্ধিসমূহের বাতজনিত স্ফীততা।

▌ফাইব্রস তন্তুর উপরে ক্রিয়া প্রকাশ করে।

স্ফীততা সহ অস্থিসমূহে কামড়ানি (aching)। *উপদংশ।

অত্যন্ত শীর্ণতা। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সঙ্কোচন।

সমস্ত সন্ধিতেই বেদনা, এমনকি বক্ষেও।

অস্থি ক্ষয় ও অস্থিসমূহের স্পঞ্জবৎ অবস্থা প্রাপ্তি।

সঙ্কোচন, তৎসহ সামান্য সঞ্চালনে বেদনা।

▌সন্ধিসমূহ স্ফীত, বেদনাযুক্ত এবং সামান্য চাপ অসহ্য; কোন প্রকার উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না।

৪৬ চর্ম্ম।—চুলকাইলে উপশম বোধ হয়।

কণ্ডূয়নযুক্ত, সরস উদ্ভেদ।

৪৭ অবস্থা।—▌উপদংশ।

শিশুগণ। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগণ।

১৮ সম্বন্ধ।—পারদ অপব্যবহার-জনিত বাত, বাতরক্ত (gout), সঙ্কোচন প্রভৃতিতে গোয়েকাম উপকারী।

নক্সভমিকা গোয়েকামকে প্রতিষেধ করে।

শিশু বিসূচিকায় সলফারের পরে গোয়েকাম সুফলপ্রদ।

তুলনা কর :—রসটক্স, রডো, ফাইটো, ষ্টিলি, ক্যালি-হাইড্র, মার্ক।

গ্লোনয়েনাম।

পরীক্ষক :—হেরিং।

১ মন।—চৈতন্য বিলুপ্ত হয়, অজ্ঞান হইয়া পড়ে, পর্য্যায়ক্রমে মস্তক ও হৃৎপিণ্ডে রক্তাধিক্যতা।

সুপরিচিত পথসকল অপরিচিত বোধ; বাড়ীতে যাইবার পথ অতি দীর্ঘ।

উজ্জ্বল, অনেক বকে, নানা প্রকার চিন্তা মনে আইসে।

উঠিয়া পলায়ন করিতে চাহে।

উন্মত্তপ্রায়; জানালা হইতে লম্ফপ্রদানের চেষ্টা (মাথাধরা সহ)।

২ চৈতন্য।—মস্তক অতিশয় বৃহত্তর অনুভব।

মস্তক কোন দিকে টলিয়া পড়িবে অনুভব, তজ্জন্য মস্তক সোজা রাখিবার নিমিত্ত সতত চেষ্টা।

মাথাঘোরা :—ভ্রমি, চক্ষুর সম্মুখে কাল দাগ; অবনত বা মস্তক সঞ্চালনে এবং খোলা বায়ুতে বৃদ্ধি।

ভ্রমি, বিবমিষা, মুখমণ্ডল রক্তশূন্য; মস্তকমধ্যে স্পন্দন।

আতপ-ঘাত (সর্দ্দি গর্ম্মি):—মাথাঘোরা, প্রবল বেদনা; মুখমণ্ডল রক্তশূন্য, নাড়ী ক্ষীণ; কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া, বিবমিষা; নিদ্রাবিভূত; কিম্বা মস্তকমধ্যে দপদপানি; চক্ষু স্থির; নাড়ী পূর্ণ, ধীর; জিহ্বা ক্লেদাবৃত, ক্ষুধা নাই।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—চক্ষু ও নাসিকার ঊর্দ্ধভাগে এবং কর্ণের পশ্চাতে

আততিযুক্ত (tensive) বেদনা, তৎপরে গলার নিকট শ্বাসরোধক অনুভব।

নিম্ন হইতে উৰ্দ্ধদিকে মাথাধরা।

সমস্ত মস্তকমধ্যে টাটানি অনুভব, মস্তক নাড়িতে ভয় হয়; অনুমান যেন মস্তক বিচূর্ণ (খণ্ড খণ্ড) হইয়া পড়িবে।

নাড়ীর সহিত সমকালিক মস্তিষ্ক মধ্যে আঘাত বোধ।

দপদপানি :—রগে; মস্তকশীর্ষে; অক্ষিপটে; সমগ্র মস্তকে।

উষ্ণ ঘর্ম্ম সহ কপালে অতীব্র মাথাধরা।

কপালে প্রবল বেদনা, রগে দপদপানি, ভ্রমণে বৃদ্ধি।

অতীব্র, চাপযুক্ত বেদনা, অক্ষিপট ও গ্রীবায় বেশী; মস্তক সঞ্চালন কিম্বা গ্রীবা বাঁকাইলে বৃদ্ধি।

মস্তিষ্ক অতি বৃহৎ অনুভব হয়; ফাটিয়া যাইবে অনুভব; ধমনীর পূর্ণতা ও দপদপানি; সমস্ত রক্ত যেন উর্দ্ধে (মস্তকে) উঠিতেছে অনুভব।

মস্তিষ্ক যেন তরাঙ্গাকারে সঞ্চালিত হইতেছে।

মস্তকে হঠাৎ, প্রবল রক্তাধিক্যতা; প্রত্যেক নাড়ীর স্পন্দনে, প্রতি পদবিক্ষেপে, প্রতি আন্দোলনে দপদপানি (স্পন্দন) অনুভূত হয়; রক্ত গ্রীবা, গলমধ্য কিম্বা বক্ষঃস্থল হইতে উত্থিত হয়।

আধকপালে মাথাধরা, অৰ্দ্ধেক আলোক এবং অৰ্দ্ধেক অন্ধকার দেখে।

অতি মূত্র নিঃসরণ সহ মাথাধরা।

মাথাধরা তৎসহ মুখমণ্ডল লালবর্ণ, নাড়ী বর্দ্ধিতগতি, মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম, অচৈতন্যতা; খোলাবায়ুতে, নিদ্রার পরে, বমনের পরে উপশম।

মাথাধরার বৃদ্ধি :—মস্তক নাড়িলে বা কাঁপাইলে; অবনত; পশ্চাতে বক্র; শয়নের পরে; সিড়িতে উঠিতে; আর্দ্র বায়ুতে; সূর্য্যাতপে; গ্যাসের আলোকে কাজ করিতে; দেহ অত্যুত্তপ্ত হইলে, তৎসহ প্রচুর ঘর্ম্ম; টুপির স্পর্শ অসহ্য; শীতল বায়ুতে; পড়িতে, লিখিতে; মদ্যে।

উপশম :—অনাবৃত করিলে; খোলাবায়ুতে।

‖ আতপ-ঘাত (সর্দ্দি গর্ম্মি)।

৫ চক্ষু।—চক্ষুর সম্মুখে বিদ্যুৎ শিখা ও স্ফুলিঙ্গ দর্শন।

নাড়ীর প্রতি স্পন্দনে পদার্থ সকল নৃত্য করিতেছে দেখায়।

মাথাধরা, ভ্রমি, চক্ষুর সম্মুখে কাল দাগ সহ অস্পষ্ট দৃষ্টি।

কনিনীকা সঙ্কুচিত। *আতপ-ঘাত।

কনিনীকা প্রসারিত; উর্দ্ধনেত্র; আতপ-ঘাত; চক্ষু উর্দ্ধ ও বহির্দ্দিকে ঘূর্ণিত; আক্ষেপ।

চক্ষু লালবর্ণ, বহির্গামী, প্রমত্ত দৃষ্টি, একদৃষ্টি।

আলোকাসহ্যতা। প্রত্যেক বস্তু অর্দ্ধেক উজ্জ্বল ও অর্দ্ধেক অন্ধকার দেখায়।

৬ কর্ণ।—বধিরতা, কর্ণ যেন রুদ্ধ (তালা লাগা।)

কর্ণমধ্যে ঘণ্টাশব্দ, নাড়ীর স্পন্দন শ্রুতিগোচর হয়।

দক্ষিণ কর্ণে ভিতর হইতে বহির্দ্দিকে দপদপ-বিদ্ধকর বেদনা।

কর্ণমধ্যে ও চতুর্দ্দিকে পূর্ণতানুভব।

কর্ণদ্বয় আরক্ত।

৮ মুখমণ্ডল।—আরক্তিম, উত্তপ্ত, বিশেষতঃ চক্ষু ও কপালের নিকটে, তৎসহ মাথাধরা; পর্য্যায়ক্রমে আরক্তিম ও পাণ্ডুবর্ণ; জ্বরের উত্তাপের সময়ে; সর্দ্দিগর্ম্মিতে ও মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যতা সময়ে পাণ্ডুবর্ণ।

মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম।

মৌখিক শূল, মাংসপেশীর উৎক্ষেপ, এমন কি অচৈতন্যতা, ঘড় ঘড় করিয়া শ্বাসক্রিয়া।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—সর্দ্দিগর্ম্মিতে চোয়াল রুদ্ধ।

অধর স্ফীত অনুভব হয়।

১০ দন্ত।—স্পন্দন ও দপদপানি বেদনা, দন্ত লম্বা বোধ হয়; বিনষ্ট।

মাড়ীতে তীব্র বিদ্ধবৎ বেদনা, উত্তাপ প্রয়োগে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডায় উপশম।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—তিক্ত, তৎসহ বিবমিষা; দুর্গন্ধযুক্ত, মিষ্ট।

জিহ্বা:—কোন ক্লেদাবরণ না থাকিয়া দুগ্ধবৎ শাদা, প্রবল মাথাধরা; কিম্বা অল্প ক্লেদ; খাইতে পারে না; দুর্ব্বল।

১২ মুখমধ্য।—লালা বর্দ্ধিত, পিচ্ছিল।

মুখে ফেনা। আক্ষেপ।

মুখগহ্বরের উপরিভাগে টাটানি ও স্ফীততা অনুভব, তৎসহ স্পন্দন।

১৩ গলমধ্য।—কোমল তালু :—শুষ্ক।

কঠিন তালু যেন স্ফীত এইরূপ বোধ; দপদপানি; ফসেসে স্ফীতানুভব।

গলমধ্য যেন স্ফীত হইতেছে এপ্রকার অনুভব।

গলমধ্যে শুড় শুড়ি, উত্তাপ ও বেদনাবোধ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—তামাক খাইতে অধিকতর ইচ্ছা।

শীতল জল চায়।

ক্ষুধা রহিত; আতপ-ঘাত।

১৫ পানাহার।—মদ্যে সকল লক্ষণই বর্দ্ধিত হয়।

১৬ বিবিমিষা ও বমন।—বিবমিষা :—রক্তাধিক্যতা সহ; আতপ-ঘাতে কাঠবমি ও ভ্রমি বোধ।

বমন :—আক্ষেপিক, মস্তকোদক রোগে; আতপ-ঘাতে।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে বেদনা। এপিগ্যাষ্ট্রিয়ামে যন্ত্রণা বোধ।

পাকাশয় ও মস্তকে এরূপ অনুভব হয় যেন তিনি সূর্য্যোত্তাপে ছিলেন।

পাকাশয় গহ্বরে স্পর্শে বেদনা; অবনত হইলে বৃদ্ধি।

১৯ উদর।—অন্ত্রকূজন, উদ্গার, দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণ।

কর্ত্তনবৎ বেদনা, প্রধানতঃ নাভির নিম্নে।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—পাতলা, স্বল্প, তৎসহ অত্যন্ত অন্ত্রকূজন; প্রচুর, পাতলা, তৎসহ পেটবেদনা, মলদ্বারে উত্তাপ, বিবমিষা ও হঠাৎ বেগ বোধ।

হঠাৎ ঋতু রোধ সহ উদরাময়।

২১ মূত্র।—প্রচুর, অত্যন্ত এল্বুমেনযুক্ত; রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব করিতে উঠিতে হয়; লালবর্ণ, ত্যাগকালে জ্বালা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুর পরিবর্ত্তে :—মস্তকে রক্তাধিক্যতা, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ; উষ্ণ গৃহে বৃদ্ধি; শীতল বায়ুতে ভ্রমণে উপশম; উদরাময়; ভ্রমি।

ঋতুর পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে কিম্বা অন্য সময়ে মস্তকে পূর্ণতানুভব ও দপদপানি।

বয়ঃসন্ধি সময়ে :—উত্তাপের বেগ (বা রাগ), মস্তকে চাপ বোধ, বিবমিষা, অচৈতন্যতা, মাথাঘোরা, চরণদ্বয়ের স্ফীততা।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায় রক্তাধিক্যতা (নানাস্থানে)।

আক্ষেপ :—অচৈতন্য; মুখমণ্ডল উজ্জ্বল লালবর্ণ; স্ফীতভাব; নাড়ী পূর্ণ, কঠিন; মূত্র প্রচুর ও এল্বুমেনযুক্ত।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসক্রিয়া :—ভারযুক্ত, কষ্টকৃত, ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত; যন্ত্রণাদায়ক; দ্রুত; প্রায়ই গভীর নিশ্বাস লইতে হয়; দীর্ঘশ্বাস বিশিষ্ট।

২৮ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের পরিশ্রমযুক্ত ক্রিয়া; কষ্টবোধ; দ্রুত নাড়ী।

হৃৎপিণ্ডে তীক্ষ্ণ বেদনা। হৃৎপিণ্ডে পূর্ণতানুভব।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সহজেই উত্তেজিত; প্রবল হৃৎকম্পন সহ স্পন্দনযুক্ত মাথাধরা; অবনত হইলে বৃদ্ধি।

নাড়ী :—দ্রুত; পর্য্যায়ক্রমে পতন ও উত্থান; মাথাধরা, সঞ্চালন ও ভ্রমণকালে বর্দ্ধিত; দ্রুত, ক্ষুদ্র, অনিয়মিত, তৎসহ হৃৎপিণ্ডের প্রবল ক্রিয়া; অর্কাঘাতে মৃদু ও ক্ষীণ।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহুদ্বয় :—স্নায়বীয়, অসুখ বোধ; ভারী, যেন রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হইয়া গিয়াছে; বাম বাহুতে অসাড়তা।

মাথাধরার পরে মণিবন্ধের দুর্ব্বলতা। বাম হস্তের অঙ্গুলিতে বাতের বেদনা।

অঙ্গুলিতে নাড়ীর স্পন্দন অনুভব হয়।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—জানু ভাঙ্গিয়া পড়ে, উরুদ্বয় মাথাধরার সময়ে দুর্ব্বল বোধ হয়; বাম উরু অসাড়।

অর্কাঘাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি শিথিল, স্পন্দহীন।

বাম জানুতে বাত; সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে দুর্ব্বলতা বশতঃ উঠিতে পারে না; মাথাধরা, আবৃত করিলে বৃদ্ধি।

ঝিমঝিমা, হৃৎকম্পন সহ শীতল চরণদ্বয়।

৩৬ স্নায়ু।—শয্যাশায়ী দুর্ব্বলতা।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে অস্থিরতা, উঠিতে ও হাটিতে বাধ্য হয়।

আক্ষেপ :—অপস্মারবৎ, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যতা, স্বল্প বা রুদ্ধ ঋতুস্রাব; হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ, বৃদ্ধাঙ্গুলি হাতের তলায় প্রক্ষিপ্ত, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, চক্ষু ঊর্দ্ধদিকে ঘূর্ণিত, তৎপরে নিদ্রাবিভূততা; বামপার্শ্বের আক্ষেপ, অঙ্গুলিসকল বিস্তৃত; মুখমণ্ডল পর্য্যায়ক্রমে আরক্ত ও পাণ্ডুবর্ণ।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রালু; হাইতোলা।

অস্থির নিদ্রা; সংন্যাসের ভয়ে নিদ্রাভঙ্গ হয়।

এলোমেলো স্বপ্ন। কষ্টে জাগাইতে হয়।

৩৮ সময়।—প্রাতে ও পূর্ব্বাহ্নে বৃদ্ধি :—মাথাধরা, অলসতা, পেটবেদনা।

অপরাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি :—মাথাধরা ও উদরাময়।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত :—দেহ উত্তপ্ত হইলে; ঘর্ম্মের সহিত পর্য্যায়ক্রমে; বমনসহ; সবিরাম জ্বর।

সার্ব্বাঙ্গিক উষ্ণতা; উত্তাপের তরঙ্গ ঊর্দ্ধদিকে ধাবিত হয়; সর্দ্দিগর্ম্মিতে জ্বরের উত্তাপ, তৎসহ দ্রুত, ক্ষুদ্র নাড়ী।

ঘর্ম্ম :—ঘর্ম্মে উপশম হয়; মুখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর; রক্তাধিক্যতা সময়ে মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম; নিদ্রার পরে।

৪১ তন্তু।—নানাস্থানে রক্তাধিক্যতা, রক্ত ঊর্দ্ধদিকে ধাবিত; রক্তবহানাড়ী স্পন্দিত হয়; শিরা সকল (জুগুলার, টেম্পরাল) স্ফীত হয়।

৪২ অবস্থা।—মেদযুক্ত স্থূলকায় স্ত্রীলোক।

স্নায়বীয় (বায়ুপ্রধান), রক্তপ্রধান ব্যক্তি।

৪৮ সম্বন্ধ।—গ্লোনয়েনের প্রতিবিষ :—একো, ক্যাম্ফ, কফি, নক্সভমি।

চায়না।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন -চিন্তা ও কল্পনা সকল মনোমধ্যে বহুল উদিত হয়, বিশেষতঃ সন্ধ্যা ও রাত্রিতে।

সামান্য বিষয়ে অতিশয় আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা।

সাতিশয় নির্ভরসা ও গোলযোগাসহতা সহ অত্যন্ত উত্তেজনশীলতা।

ঔদাস্য ও বিরাগ।

অসান্ত্বনীয় উদ্বেগ ; ভীত ও আশঙ্কচিত্ত।

ক্রোধপ্রবণতা, সহজে রাগোৎপত্তি।

সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তি।

২ চৈতন্য।—মস্তকের ভার, দৃষ্টিহীনতা, কর্ণে ঘণ্টাশব্দবৎ ; গাত্র শীতল। * রক্তস্রাবের পর।

শিরোঘূর্ণন :—শারীরিক রসরক্তাদি তরল বিধানের অপচয়ের পর ; রক্তাল্পতা হইতে ; মস্তক দুর্ব্বল বোধ হয়, উহা সোজা রাখিতে পারে না ; মস্তকোত্তলন কালে।

মস্তকের জড়তা, যেন প্রতিশ্যায় বা মত্ততা হইতে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—অতি প্রবল দপদপকর-শিরঃপীড়া।* রক্তস্রাবের পরে। অনুভব হয় যেন মস্তক বিদীর্ণ হইবে, তৎসহ অনিদ্রা ; সঞ্চালন বা ধাক্কা লাগিলে বৃদ্ধি ; গৃহমধ্যে ও চক্ষুরুন্মীলনে উপশম।

সমস্ত মস্তক ক্ষুণ্টবৎ অনুভব হয় ; মানসিক চিন্তায় বৃদ্ধি।

প্রতিশ্যায় অবরুদ্ধ জন্য শিরঃপীড়া ; খোলাবায়ুতেও মানসিক চিন্তায় বৃদ্ধি।

মস্তিষ্কে ক্ষুণ্টবৎ বেদনা ; সঞ্চালন, এমন কি তাকাইলে বৃদ্ধি ; রাত্রিতে বৃদ্ধি।

অতিরিক্ত রতিক্রিয়া বা হস্তমৈথুনাদির পর মস্তক-পৃষ্ঠে শিরোবেদনা।

শিরোবেদনা বায়ুপ্রবাহে, খোলাবায়ুতে ও সামান্য সংস্পর্শে বৃদ্ধি ; দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিলে উপশম।

প্রাতে হইতে অপরাহ্ন পর্য্যন্ত মস্তক-পৃষ্ঠ হইতে সমগ্র মস্তকে শিরোবেদনা ; শয়নে বৃদ্ধি, দণ্ডায়মান বা ভ্রমণ করিতে হয়।

৪ বহির্মস্তক।—উষ্ণ ঘর্ম্ম সহ কপালে জ্বালা।

করোটীত্বক স্পর্শে অতিশয় চৈতন্যাধিক, কেশ নাড়িলে কেশমূলে বেদনা লাগে।

মস্তকে প্রচুর ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ অনাবৃত বায়ুতে ভ্রমণকালে।

৫ চক্ষু।—রাত্রিকালীন অন্ধতা।

আলোকে কষ্ট ; অন্ধকারে উপশম।

চক্ষু সম্মুখে অগ্নিকণা, বা কৃষ্ণবর্ণ দাগ সকল।

বালুকাপাতের ন্যায় চক্ষুতে চাপানুভব ; আলোকাসহ্যতা ; চক্ষু উষ্ণ, লালবর্ণ।

অক্ষর সকল পাণ্ডুবর্ণ এবং শ্বেতবর্ণ কিনারা-বেষ্টিত দেখায়।

মদ্যপায়ীদিগের অস্পষ্ট দৃষ্টি ; হস্তমৈথুনাদির পর মস্তকে রক্তাগম-প্রবণতা।

৬ কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে সূক্ষ্ম ঘণ্টাধ্বনি, দুর্ব্বলতা।

শ্রুতিশক্তির ক্ষীণতা ; কর্ণমধ্যে গুন্ গুন্ শব্দ।

কর্ণমধ্যে শূচীবেধ।

কর্ণমধ্যে ছিন্নকর বেদনা ; সামান্য সংস্পর্শে বৃদ্ধি ; কর্ণদ্বয় রক্তবর্ণ।

৭ নাসিকা।—আঘ্রাণশক্তি অতি তীব্র।

শুষ্ক প্রতিশ্যায়, দন্তশূল, অশ্রুস্রাব ; অধিক হাঁচি।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, রক্তাল্পতা ; কর্ণমধ্যে ঘণ্টাধ্বনি ; মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, ভ্রমি।

নাসিকা হইতে নিয়মিত রক্তস্রাব, বিশেষতঃ প্রাতে গাত্রোত্থান কালে।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের শিরাসকল স্ফীত।

মুখমণ্ডল :—জ্বরের সময়ে রক্তবর্ণ ; দেহের শুষ্কতা সহ গর্ত্তবিশিষ্ট, পাণ্ডুবর্ণ ; চক্ষুর চতুর্দ্দিকে পাণ্ডুবর্ণ, নীলবর্ণ ; হরিদ্রাবর্ণ ; মৃৎবর্ণ ; হরিদ্রা বা কৃষ্ণবর্ণ।

স্নায়ুশূল, সাময়িক আক্রমণ ; বেদনা অসহ্য, চর্ম্ম সামান্য স্পর্শে চৈতন্যাধিক ; দেহের স্থানে স্থানে দুর্ব্বলতা অনুভব হয় ; মুখমণ্ডল পর্য্যায়ক্রমে রক্তবর্ণ ও রক্তশূন্য ; বেদনা বাম হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল ।—ঠোঁটঃ—জ্বালাকর; স্ফীত; শুষ্ক, শক্ত, ফাটা, কালচেবর্ণ; ও আকুঞ্চিত।

সব্‌ম্যাক্সিলারি-গ্রন্থি স্ফীত, গলাধঃকরণকালে বেদনাবিশিষ্ট।

১০ দন্ত।—দন্তশূল, কপাল ও হস্তের শিরাসকল পূর্ণ; দপ্‌দপ্‌কর বেদনা।

▌ দন্তশূল, যখন শিশু স্তন পান করে।

দন্তশূল অতি সামান্য মাত্র স্পর্শে, শরীর সঞ্চালনে, চা পানে, খোলা-বায়ুতে কিম্বা প্রবল হাওয়া লাগিলে বৃদ্ধি; দাঁতে দাঁতে চাপ দিলে উপশম।

ঘর্ম্মকালে দন্তশূল।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদঃ—অতি তীক্ষ্ণ; প্রাতে পচা; গলমধ্যে তিক্ত; বিস্বাদ, জলবৎ।

খাদ্য তিক্ত বা অতি লবণাক্ত আস্বাদ বোধ হয়।

জিহ্বা শাদা; কিম্বা হরিদ্রাবর্ণ; পুরু, অপরিষ্কার ক্লেদাবরণ।

প্রাতে জিহ্বা শাদা; শিশু সমস্ত রাত্রি অস্থির; প্রাতে অক্ষুধা।

১২ মুখমধ্য।—পারদ সেবনের পর কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত দিবারাত্রি লালা-স্রাব, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, বিশেষতঃ পাকাশয়ের।

১৩ গলমধ্য।—গলাধঃকরণ-কষ্ট, যেন অন্ননলীর সঙ্কোচন বশতঃ।

গলমধ্যে গলিত ক্ষত (গ্যাংগ্রিন)।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—মদ্যপানের ইচ্ছা; মিষ্টান্নের ইচ্ছা; অম্লাস্বাদ যুক্ত, শীতল দ্রব্যের ইচ্ছা।

শিশুগণ নানাপ্রকার দ্রব্য চায়, কিন্তু ঠিক বলিতে পারে না কোনটী।

অতি প্রচুর ক্ষুধা; রাত্রিতে বৃদ্ধি।

রাক্ষসী ক্ষুধা। *শুষ্কতা প্রাপ্তি।

খাদ্যে বিতৃষ্ণা, যেন অতিরিক্ত ভোজন হইয়াছে।

রুটী, মাখন, মাংস, চর্ব্বিযুক্ত পদার্থ, এবং উষ্ণ খাদ্যে অনিচ্ছা।

ক্ষুধা রহিত, বিবমিষা, বমনেচ্ছা।

সর্ব্বপ্রকার খাদ্যে বিতৃষ্ণা, এমন কি তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময়েও; পরিশ্রমে ভয়; দিবসে নিদ্রালু; অক্ষিদ্বয় হরিদ্রাবর্ণ।

১৫ পানাহার।—দুগ্ধ পানের পর অম্লোদ্গার।

মৎস্য, অতিরিক্ত চা পান, অপরিষ্কার জল এবং ফল ভক্ষণ হইতে পাকাশয়িক দোষ সকল।

উষ্ণ পানীয়ে পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটে।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—দুগ্ধ পানের পরে বুক জ্বালা।

উদ্গার; অম্ল উদ্গার।

ভুক্ত পদার্থের কিম্বা তিক্ত আস্বাদযুক্ত উদ্গার।

বমনঃ—অম্ল; কাল্‌চে; রক্তযুক্ত; রাত্রিতে বৃদ্ধি।

১৭ পাকাশয়।—পাকাশয়-গহ্বরে স্পন্দন।

অল্প পরিমাণ ভোজনান্তে পাকাশয়ে ভারযুক্ত চাপ বোধ।

পাকাশয়ে ঠাণ্ডা বোধ; সদত পরিতৃপ্ত বোধ, তথাপি খাইতে পারে, কিন্তু খাইলে পরে কষ্ট হয়।

পাকাশয় ও অন্ত্রে পূর্ণতাবোধ; উদরাধ্মান; উদ্গারে উপশমিত হয় না।

ধীর পরিপাক ক্রিয়া, পাকাশয়ে ভুক্ত দ্রব্য অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অজীর্ণাবস্থায় থাকে, বিশেষতঃ অনেক বেলা করিয়া আহার করিলে।

রক্ত বমন, অত্যন্ত রক্তস্রাব, দুর্ব্বল, রক্তশূন্য, হাত পা ঠাণ্ডা। পাকাশয় স্পর্শে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক।

রক্তের পরিমাণ হ্রাস হইলে পাকাশয়-শূল; অম্লোৎপত্তি; আহার বা পানান্তে উদর স্ফীত হয়; পরিতৃপ্তি বোধ; সঞ্চালনে উপশমিত।

পাকাশয়ে ক্ষতবৎ বেদনা বোধ, সামান্য স্পর্শও অসহ্য।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত-প্রদেশে বেদনা, যেন ত্বকের নিম্নে ক্ষত হইয়াছে বোধ; স্পর্শে বৃদ্ধি।

যকৃত স্ফীত, শক্ত।

পিত্ত-শিলা বশতঃ শূল বেদনা।

বর্দ্ধিতাকার প্লীহা।

ধীরে ধীরে ভ্রমণ কালে প্লীহা মধ্যে কামড়ানি, সূচীবিদ্ধ বেদনা।

১৯ উদর।—নাভির নিম্নে চাপযুক্ত কামড়ানি বেদনা।

পেট বেদনা (Colic) সম্মুখে দুমড়াইয়া পড়িলে উপশম।

পেট বেদনা (Colic) রাত্রিতে ও আহারান্তে বৃদ্ধি।

উদর স্ফীত, উদ্গার তুলিতে চাহে।

উদর আধ্মানযুক্ত; কিম্বা, সঞ্চিত বায়ুবশতঃ আক্ষেপিক, সঙ্কোচক বেদনা।

অতিরিক্ত চা পান বশতঃ উদরাধ্মান।

প্রতিদিন বৈকালে ঠিক নির্দ্ধারিত সময়ে পেটবেদনা।

আধ্মানযুক্ত উদর, যেন কঠিন পদার্থ দ্বারা চাপ দিতেছে; কিম্বা আবদ্ধ বায়ু জনিত আক্ষেপিক, সঙ্কোচক বেদনা।

২০ মল ইত্যাদি।—মলঃ—পাতলা, কটাবর্ণ, বেদনাশূন্য তৎসহ দুর্ব্বলতা-সুভব; সফেন, বেদনাশূন্য উদরাময়িক, তৎসহ উদরমধ্যে উৎসেচন বোধ; বেদনাশূন্য, কালবর্ণ; পাতলা, বায়ু নিঃসরণ সহ, প্রাতঃকালে; দুর্গন্ধযুক্ত, অজীর্ণ, কিম্বা শাদা ভসকা, রাত্রিতে; হরিদ্রাবর্ণ, জলবৎ, অসাড়ে।

উদরাময় ক্রমশঃ আরম্ভ হয়, ক্রমে ক্রমে অধিকতর জলবৎ হয়, তৎসহ শীঘ্রই শীর্ণতা উপস্থিত হয়।

সরলান্ত্র হইতে শ্লেষ্মা (আম) স্রাব।

রক্তস্রাবী অর্শ, জ্বালাকর ও কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট।

মলদ্বারে শুড় শুড়ি।

২১ মূত্র।—পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ। প্রস্রাব দ্বারের মুখে জ্বালা, বিশেষতঃ কাপড়ের সংঘর্ষণে বেদনাযুক্ত।

মূত্র :—ঘোলা, স্বল্প; শাদা ঘোলা, তৎসহ শাদা অধঃক্ষেপ।

স্বল্প, সবুজাভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ, ইষ্টকচূর্ণবৎ অধঃক্ষেপ।

২২ পুং জননেন্দ্রিয়।—সঙ্গমেচ্ছা; কামোদ্দীপক কল্পনাসকল।

কামোদ্দীপক কল্পনাসহ ধ্বজভঙ্গ।

রাত্রিকালিক স্বপ্নদোষ, পুনঃ পুনঃ ও দুর্ব্বলকারী।

অতিরিক্ত কিম্বা দীর্ঘকাল ব্যাপী শুক্রক্ষরণের ফলাফল; হস্তমৈথুন।

শুক্রবাহক নলী ও অণ্ডকোষের বেদনাযুক্ত স্ফীততা; বাম অণ্ডকোষ ও মেঢ্রত্বকের বাম পার্শ্বে ছিন্নকর বেদনা; সন্ধ্যাকালে অণ্ডকোষদ্বয়ে সঙ্কোচক বেদনা। * প্রমেহের পরে।

২৩ স্ত্রী জননেন্দ্রিয়।—অতিরিক্ত রতিক্রিয়া কিম্বা রক্তস্রাব বশতঃ ডিম্বকোষ প্রদাহ, ঐ স্থান সংস্পর্শে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক।

শোথ :—ডিম্বকোষ দ্বয়ের ; জরায়ুর।

ঋতু:—অতি আগাইয়া, প্রচুর, কাল রক্তজমাট, তৎসহ বক্ষ ও উদরে খিলধরা ; বেদনাযুক্ত।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, রক্ত কালবর্ণ, মূর্চ্ছা, আক্ষেপ।

রক্তযুক্ত রক্তরসের (সিরম) স্রাব, পর্য্যায়ক্রমে পুঁজ স্রাব।

শ্বেতপ্রদর :—ঋতুর পরিবর্ত্তে কণ্ডূয়নসহ শ্বেতপ্রদর ; তৎসহ জরায়ুর আক্ষেপিক সঙ্কোচন, বেদনা বিশিষ্ট, যোনি ও মলদ্বারের দিকে যেন ঠেলে বাহির হইতেছে এইরূপ ; ঋতু বর্দ্ধিত।

২৪ গর্ভাবস্থা।—সূতিকাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের কামোন্মত্ততা।

গর্ভস্রাব ; উদর স্ফীত, উদ্গারে উপশমিত হয় না।

রক্তস্রাব জন্য প্রসববেদনা স্থগিত হইয়া যায়।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, কর্ণনাদ, ভ্রমি, দেহ শীতল, দৃষ্টি বিলুপ্ত ; কৃষ্ণবর্ণ সংযত রক্তস্রাব ; জরায়ুর আক্ষেপ ; পাখার হাওয়া খাইতে চায়।

প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব (লোকিয়া) দীর্ঘস্থায়ী ; ডিম্ব কোষের নিকট আকৃষ্টবৎ বোধ ; কিম্বা স্রাব দুর্গন্ধ, পূয়বৎ।

২৫ লেরিংক্স।—লেরিংক্স ও ট্রেকিয়াতে টাটানি বোধ।

দুর্ব্বলতা সহ ইনফ্লুয়েঞ্জা।

স্বর ভঙ্গ, স্বর কর্কশ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—হাপকাশ ; শরৎকাল, ভিজা বায়ু, কিম্বা রক্তক্ষরণের পরে বৃদ্ধি।

মস্তক নীচ করিয়া শ্বাস লইতে পারে না।

শয়ন করিলে বক্ষঃস্থলে চাপানুভব।

রাত্রিকালে শ্বাসরোধক কষ্টের আক্রমণ ; আক্ষেপিক কাশী।

নিশ্বাসগ্রহণ ধীর, কষ্টকৃত ; প্রশ্বাসপ্রক্ষেপ দ্রুত, স্বল্পস্থায়ী।

বক্ষস্থলে চাপানুভব, যেন পাকস্থলীর পূর্ণতা ও ক্রমাগত বাক্যকথন জন্য।

শ্বাসবায়ু শীতল।

২৭ কাসী।—কাসী:—লেরিংক্স ও ট্রাকিয়ায় বেদনা সহ; সমগ্র বক্ষগহ্বরে বেদনা সহ।

কাসে বাম নিম্নোদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা বোধ হয়; শ্লেষ্মা কষ্টে উঠে, কৃষ্ণবর্ণ।

শুষ্ক, আক্ষেপিক কিম্বা শ্বাসরোধক নৈশ কাসী যেন গন্ধকের ধূম হইতে, তৎসহ পিত্তযুক্ত বমন।

কাসী প্রথমে শুষ্ক ও বেদনাদায়ক, পরে রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা।

নিষ্ঠীবন পিচ্ছিল, শাদাটে।

কাসীর বৃদ্ধি:—মস্তক নীচ করিয়া বা বাম পার্শ্বে শয়নে; সঞ্চালনে; গভীর নিশ্বাস, হাস্য ও আলাপে; পানাহারে; সন্ধ্যায়; সামান্য বায়ু প্রবাহে; রসরক্তাদির স্রাবের পরে; জাগরিত হইলে পর।

২৮ ফুসফুস।—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, রক্তাল্পতা, পদদ্বয়ের স্ফীততা।

রক্তস্রাবান্তে কিম্বা পৈত্তিক লক্ষণ সহ ফুসফুস প্রদাহ; কিম্বা ফুসফুস পচনের (গ্যাংগ্রিণ) প্রারম্ভাবস্থা।

বক্ষে চাপানুভব, যেন প্রবল রক্তাগম জন্য; প্রবল হৃৎকম্প; রক্তযুক্ত নিষ্ঠীবন; হঠাৎ দুর্ব্বলতা।

দক্ষিণ বক্ষে বগলপর্য্যন্ত সূচীবেধ, তাহাতে সম্মুখে বক্র হইতে নিশ্বাস লইতে পারে না; বামবক্ষে সূচীবেধ।

মদ্যপায়ীদিগের যক্ষ্মাকাস, ফুসফুসের পূয়োৎপত্তি।

রক্ত নিষ্ঠীবন এবং তাহার পরে ফুসফুসের পূয়োৎপত্তি।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎকম্প:—তৎসহ মুখমণ্ডলে রক্তাগম, মুখমণ্ডলের উষ্ণতা ও আরক্তিমতা, এবং হস্তদ্বয় শীতল; রস রক্তাদি স্রাবের পর।

নাড়ী:—দ্রুত, কঠিন; ক্ষীণ, দ্রুত; অসমান, সবিরাম।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের মধ্যস্থানে প্রস্তরের ন্যায় চাপানুভব।

পৃষ্ঠদেশ ও উরুদ্বয়ে খঞ্জবৎ, আকৃষ্টবৎ, ছিন্নকর বেদনা।

৩২ **ঊর্দ্ধাঙ্গ**।—স্কন্ধাস্থিদ্বয়ে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে কামড়ানি বেদনা; সামান্য চাপে বৃদ্ধি বোধ।

বামহস্তের পৃষ্ঠের স্ফীততা।

লিখিবার সময়ে হস্তকম্পন।

হস্তদ্বয়ের শিরাসকল স্ফীত।

একহস্ত বরফবৎ শীতল, অন্যহস্ত উষ্ণ।

নখসকল নীলবর্ণ।

৩৩ **নিম্নাঙ্গ**।—উরুসন্ধির পীড়া; তৎসহ প্রচুর পূয়োৎপত্তি, ঘর্ম্ম, উদরাময়।

দক্ষিণ জানুসন্ধিতে বেদনা, ঊর্দ্ধে উরু কিম্বা নিম্নে পদ পর্য্যন্ত; বেদনা সঞ্চালন অপেক্ষা সংস্পর্শে বৃদ্ধি।

যেন দীর্ঘকাল ভ্রমণের ন্যায় পদদ্বয় ক্লান্ত বোধ হয়।

দক্ষিণ জানুতে উষ্ণ স্ফীততা, সামান্য স্পর্শে বেদনাবিশিষ্ট।

চরণদ্বয়ের উষ্ণ, আমবাতিক স্ফীততা।

৩৪ **সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি**।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশেষতঃ উরুদেশের গুরুত্ব।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেদনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়, সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি।

স্ফীত সন্ধিসকলের চতুস্পার্শ্বের স্থান সকল সামান্যস্পর্শে চৈতন্যাধিক; রাত্রিতে বৃদ্ধি।

৩৬ **স্নায়ু**।—অতিশয় দুর্ব্বলতা, কম্পন, সর্ব্ব প্রকার পরিশ্রমে বিতৃষ্ণা; বেদনা ও বায়ু প্রবাহে অনুভবাধিক্য।

শারীরিক রস রক্তাদি ক্ষয়জনিত পীড়া সকল।

আক্ষেপ :—অত্যন্ত রক্তস্রাব বশতঃ।

রসরক্তাদি ক্ষয়বশতঃ পক্ষাঘাত; হস্ত মৈথুন জন্য পক্ষাঘাত।

যে পার্শ্বে শয়ন করে সেই পার্শ্বের অবশতা।

৩৭ **নিদ্রা**।—দিবাভাগে ও আহারান্তে অপ্রতিরোধ্য নিদ্রালুতা।

অবিরত তন্দ্রা বা অতৃপ্তিকর নিদ্রা।

মস্তকে বেদনাসহ অনিদ্রা, জাগরিত হইলে ভয়ঙ্কর স্বপ্নবশতঃ উৎকণ্ঠা।

নানা প্রকার চিন্তা মনে উদয় হয় বলিয়া অনিদ্রা।

জাগরিত হইলে পর :—শিরোঘূর্ণন, ক্ষুধা, ঘর্ম্ম, অলসতা, অতৃপ্তিবোধ, মস্তক উষ্ণ, বক্ষে কষ্টবোধ।

৪০ শীত, জ্বর ঘর্ম্ম।—শীতের পূর্ব্বে হৃৎকম্প, উৎকণ্ঠা ও ক্ষুধা।

সর্ব্বাঙ্গে শীত, জলপানে শীত বৃদ্ধি হয়, শীতের পূর্ব্বে বা পরে তৃষ্ণা কিন্তু শীতের সময়ে তৃষ্ণা থাকে না।

আভ্যন্তরিক অতি প্রবল শীত, তৎসহ হস্তপদাদি বরফবৎ শীতল, এবং মস্তকে রক্তাধিক্যতা।

অপরাহ্নে শীত ও উষ্ণতা পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়।

শীত প্রধানতঃ অপরাহ্ন বা সন্ধ্যাকালে; পূর্ব্বাহ্নে কম।

দেহ শীতল কিন্তু মুখমণ্ডল উত্তপ্ত।

দীর্ঘস্থায়ী উত্তাপ, তাহা প্রায়ই শীতের অনেকক্ষণ পরে উপস্থিত হয়।

উত্তাপাবস্থায় :—তৃষ্ণার অভাব অথবা কেবল শীতল জলের তৃষ্ণা; গাত্র অনাবৃত করিতে ইচ্ছা; খাদ্যে বিতৃষ্ণা; কিম্বা প্রচুর ক্ষুধা; যকৃত, বক্ষ, পৃষ্ঠ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বেদনা।

ঘর্ম্মঃ—দুর্ব্বলকারী, রাত্রিতে বা প্রাতে; প্রচুর তৃষ্ণাসহ আংশিক, শীতল বা প্রচুর; তৈলাক্ত; যে পার্শ্বে শয়ন করে সেই পার্শ্বে ঘর্ম্ম।

ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসার বৃদ্ধি।

রাত্রি ও প্রাতে প্রচুর ঘর্ম্ম।

আংশিক ও শীতল ঘর্ম্ম; কিম্বা তৃষ্ণাসহ প্রচুর ঘর্ম্ম; সহজেই ঘর্ম্ম হয় বিশেষতঃ রাত্রিতে নিদ্রাকালে।

জ্বর, তৎসহ মুখশোষ, ওষ্ঠজ্বালা; মুখমণ্ডল আরক্ত; প্রলাপ; গাত্র অনাবৃত করিলে শীত; অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বেদনা।

ঘর্ম্ম রুদ্ধ।

বিলেপীজ্বর, পুনঃপুনঃ নৈশঘর্ম্ম, উদরাময়, পাণ্ডুবর্ণ, চর্ম্ম শুষ্ক, শিথিল অনিদ্রা; বায়ু প্রধান; ক্ষুধা; ক্ষয় বা দুর্ব্বলকারী রোগ, বা রক্তাদি ক্ষয় প্রভৃতির পরে।

প্রচুর ঘর্ম্মসহ তরুণ জ্বর।

বিকার জ্বরঃ—১, ২, ৮, ৯, ১১, ১৮, ১৯, ২০, ২৬, ৩৬, ৩৭।

১৪ আক্রমণ।—একদিন অন্তর আক্রমণঃ—রক্তাধিক্যতা; শীত বা কম্প; স্নায়ুশূল।

শুক্ল পক্ষে বৃদ্ধি

পর্য্যায়ক্রমে দুর্ব্বলতা ও অতিশয় শক্তি অনুভব, বিশেষতঃ সন্ধিসমূহে।

১৫ তন্তু।—মুখ, নাসিকা, বা অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব; অম্ল দ্রব্য খাইতে চায়।

গ্রন্থি স্ফীত, উষ্ণ, বেদনাযুক্ত।

হরিৎপাণ্ডু, শোথ, জীর্ণশক্তির খর্ব্বতা; দুর্ব্বলকারী রোগ বা স্রাবের পরে।

ক্ষত কৃষ্ণবর্ণ ও বিগলিত হইয়া উঠে।

শীর্ণতা বিশেষতঃ হস্তপদের; শিশুদিগের শুষ্কতা প্রাপ্তি।

সরস বিগলন (গ্যাংগ্রিন); ঐ স্থান কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠে।

বৃদ্ধদিগের সার্ব্বাঙ্গিক শোথ, উদরী; প্লীহা যকৃতের রোগবশতঃ শোথ; মদ্যপায়ীদিগের।

প্রচুর ঘর্ম্মসহ অস্থিপূতি (কেরিস)।

১৬ চর্ম্ম।—চর্ম্মঃ—শুষ্ক, শিথিল; হরিদ্রাবর্ণ; সমগ্র শরীরের চর্ম্ম, এমন কি হাতের তলাও অনুভবাধিক্য।

ক্ষত হইতে রক্ত মিশ্রিত রস পড়ে, ঐ রসে পচা গন্ধ; ক্ষত অনুভবাধিক্য।

ক্ষত অগভীর তাহা হইতে প্রচুর স্রাব।

পানি বসন্ত, গুটিকা সকল কৃষ্ণবর্ণ।

১৭ অবস্থা।—ক্ষয় ও দুর্ব্বলকর স্রাবহেতু দুর্ব্বলীকৃত ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তি।

ঋতু বন্ধ হইয়া গেলে বৃদ্ধা রমণীগণ; প্লুরিসি, শোথ।

১৮ সম্বন্ধ।—চায়নার প্রতিবিষঃ—আর্নে, আর্সে, কার্ব্ব-ভেজ, ইউফেট-পার্ফ, ফের, ইপিকা, ল্যাকে, নেট্রাম-মিউরে, নক্স-ভমি, পলসা, সিপি, সলফ্, ভিরাট্র।

আর্সেনিক, ক্যালকেরিয়া, কফিয়া, হেলিবোরস, আওডিয়াম, মার্কুরিয়াস, সলফার ও ভিরাট্রম জনিত রোগসমূহে চায়না প্রায়ই প্রযুক্ত হয়।

ক্যামমিলার অপব্যবহার-জনিত রক্তস্রাবেও চায়না ব্যবহৃত হয়।

চায়না ফেরামের কার্য্যাবশেষপূরক।

চায়না প্রতিবেধ করেঃ—আর্সে, ইপিকা।

হিষ্টিরিয়া বা বায়ু-প্রধান স্ত্রীলোকদিগের সবিরাম জ্বরে ট্যারেণ্টুলার
সহিত চায়না তুলনা কর।

চিনিনাম সলফুরিকাম।

(সাধারণ সলফেট অব কুইনাইন)

১ মন।—প্রফুল্ল ও উত্তেজিতাবস্থা; পরে নিরাশা।

আসন্ন বিপদের আশঙ্কা, উৎকণ্ঠা।

স্মরণশক্তি গোলমেলে; বিশেষ্য পদ সকল নাম করিতে পারে না।

২ চৈতন্য।—মস্তক মধ্যে চক্রবৎ বিঘূর্ণন অনুভব।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—অতিপ্রবল দপদপকর শিরোবেদনা; শিরোঘূর্ণন; মুখমণ্ডলে উত্তাপ; কেবল দুর্ব্বলতাবশতঃ অজ্ঞাতসারে অক্ষি-পুট বন্ধ করে।

মাথাঘোরা; তৎসহ কর্ণনাদ, কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া, এবং বিবমিষা বোধ।

প্রবল মাথাধরা; কপাল ও রগে দপদপকর চাপযুক্ত, কিম্বা ছিন্নকর বেদনা।

নির্দ্ধারিত সময়ে সবিরাম স্নায়ুশূল।

সবিরাম শিরোবেদনা।

৫ চক্ষু।—জাল অথবা কুয়াসাবৎ অস্পষ্ট দৃষ্টি।

অক্ষি কণিনীকা বিস্তারিত।

চক্ষু আলোকে চৈতন্যাধিক্য; উজ্জ্বলালোকে চক্ষু দিয়া জল পড়ে।

চক্ষুসম্মুখে উজ্জ্বল আলোক ও অগ্নিকণা।

আলপিনের মস্তকের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুসকল দক্ষিণ চক্ষুর সহিত সঞ্চালিত হয়।

অন্ধতা। অক্ষিপুটের উৎক্ষেপ।

চক্ষুর উপরিভাগে অতিপ্রবল স্নায়ুশূল বেদনা, প্রতিদিন উপস্থিত হয়।

৬ কর্ণ।—কর্ণনাদ; কান ভোঁ ভোঁ করে।

৮ মুখমণ্ডল।—পাণ্ডু বর্ণ; রুগ্ন।

মুখমণ্ডল ফুলা ফুলা; স্ফীত।

সন্ধ্যাকালে বাম হনু অস্থির নিকট কামড়ানি বেদনা।

মুখমণ্ডল ও অক্ষিঝিল্লির কামলাবৎ হরিদ্রা বর্ণ।

বাম নিম্ন চোয়ালের স্নায়ুশূল।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্য শুষ্ক।

তৃষ্ণা, প্রধানতঃ কেবল ঘর্ম্মের সময়ে।

জিহ্বা শাদা; পুরু হরিদ্রা ক্লেদাবৃত।

লালা বর্দ্ধিত।

আস্বাদ :—বিস্বাদ; তিক্ত।

বাক্য কথন কষ্টকৃত।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—শয়ন করিবার ঈষৎ পুর্ব্বেই যকৃত দেশে বেদনা। প্লীহাপ্রদেশে অল্প অল্প বেদনা, চাপ দিলে দূরীভূত হয়। প্লীহায় সূচীবেধ। সবিরাম জ্বরের পরে প্লীহার বেদনাযুক্ত বিবৃদ্ধি; এবং তৎসহ শোথও।

২০ মল ইত্যাদি।—রক্তামাশয়; জ্বর সবিরাম, অথবা মলে বিগলন (গ্যাংগ্রিন) বৎ দুর্গন্ধ।

নৈশ উদরাময়।

মূত্র ঘোলা লালবর্ণ, এবং তীব্র গন্ধ বিশিষ্ট।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপ্রদেশে উৎকণ্ঠাবোধ; হৃৎকম্প; কিম্বা হৃৎপিণ্ড ক্ষীণ, সাধারণ দুর্ব্বলতা।

নাড়ী পূর্ণ ও বৃহৎ; দুর্ব্বল ও কম্পবান।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবাদেশীয় শেষ এবং পৃষ্ঠদেশীয় প্রথম কশেরুকা চাপে চৈতন্যাধিক্যতা; পৃষ্ঠ দেশীয় সমস্ত কশেরুকাতেই চৈতন্যাধিক্যতা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—দুর্ব্বলতা; কম্পন; অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর ইচ্ছা শক্তির আধিপত্য অনেকটা হ্রাস।

প্রাদাহিক বাত, জ্বর স্বল্পবিরাম বা সবিরাম; সন্ধিসকল অতিশয় চৈতন্যাধিক।

৩৯ স্নায়ু।—অস্থিরতা, স্পর্শে ও শব্দে অত্যধিক চৈতন্যাধিক্যতা। দুর্ব্বলতা; কম্পন; ভ্রমিবোধ; মূর্চ্ছা।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত; প্রতিদিন ঠিক একই সময়ে জ্বর আইসে।

▌ বৈকালে ৩টার সময়ে সুস্পষ্ট কম্প দিয়া জ্বর।

▌ জ্বরে শীত, উষ্ণ ও ঘর্ম্মাবস্থা সুস্পষ্ট বর্ত্তমান থাকে এবং জ্বরের সম্পূর্ণ বিরাম হয়।

▌ প্রাতে ১০ হইতে ১১ টা এবং বৈকালে ৩ টা হইতে ১০ টার মধ্যে শীত করিয়া জ্বর, জ্বর সাময়িক, আগাইয়া আইসে, কিম্বা দ্ব্যাহিক পালা; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কম্পন; প্লীহার বেদনা; পৃষ্ঠ দণ্ড চৈতন্যাধিক; মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ; তৃষ্ণা; ঠোঁট নীলবর্ণ; কর্ণ নাদ।

সার্ব্বাঙ্গিক শীত, বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে।

হস্তপদাদি এবং নাসিকা ও চিবুক শীতল।

জ্বরের উত্তাপ অতি প্রবল; মস্তকে পূর্ণতা বোধ, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ; অত্যন্ত পিপাসা; হস্তপদের শিরা সকল বর্দ্ধিতকায়; চর্ম্ম উষ্ণ ও শুষ্ক।

বৈকালে ৪টার সময়ে উত্তাপাবেগ ও তৃষ্ণা।

তৃষ্ণাসহ ঘর্ম্ম; স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলেও প্রচুর ঘর্ম্ম, ঐ ঘর্ম্ম ধীরে ধীরে উত্তাপাবস্থার পরে আসিয়া উপস্থিত হয়; অতি সামান্য সঞ্চালনেও প্রচুর ঘর্ম্ম হয়; প্রত্যুষে শয্যায় শয়নাবস্থায় প্রচুর ঘর্ম্ম; ঘর্ম্ম প্রচুর ও দুর্ব্বলকর; নৈশ উদরাময়। ঘর্ম্ম ▌ নিদ্রাবস্থায় অতি প্রচুর।

৪১ আক্রমণ।—▌ লক্ষণসকল সাময়িক, একদিন অন্তর কিম্বা আগাইয়া আগাইয়া আইসে।

▌ যখন টাইফইড জ্বর, উদ্ভেদ জ্বর (যথা হাম বসন্তাদি), ফুসফুস প্রদাহ প্রভৃতি রোগে সবিরাম লক্ষণসকল দৃষ্ট হয় অথবা অতি সত্বর দূষিতাবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন চিনিনাম সলফুরিকাম প্রয়োগ সম্বন্ধে বিবেচ্য।

৪২ তন্তু।—শীত বোধসহ পূয়োৎপত্তি; প্রচুর স্ফীততা (ইডিমা), বিশেষতঃ প্লীহা যকৃত রোগে; ম্যালেরিয়া।

২৮ সম্বন্ধ -তুলনা কর:—সিড্রন (ঘড়ি ধরিয়া ঠিক একই সময়ে জ্বর আইসে; দুর্ব্বলতা; কিন্তু প্রভেদ এই যে সিড্রনের দুর্ব্বলতা স্নায়ু বিধান হইতে এবং কুইনাইনের দুর্ব্বলতা ঘর্ম্ম হইতে উৎপত্তি); আর্সে; ইউপেট-পার্ফ।

ইহার পরে হেলিয়ান প্রয়োগ করিলে জ্বরের পুনরাক্রমণ বন্ধ হয়।

চিনিনাম আর্সেনিকোসাম।

১ মন।—উৎকণ্ঠা ও নৈশ প্রলাপ।

বিমর্ষচিত্ত; মানসিক জড়তা; চুপ করিয়া ও একাকী থাকিতে ভাল বাসে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—অর্দ্ধাবভেদক, শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয়।

মস্তক মধ্যে গোলমেলে অনুভব।

সম্মুখ ও পশ্চাৎ মস্তকে শিরঃপীড়া।

দক্ষিণ রগ ও চক্ষুপরি স্নায়ুশূলের বেদনা।

মস্তকের বামপার্শ্বে ছিন্ন ও বিদ্ধকর বেদনা, তাহাতে চক্ষুপর্য্যন্ত আক্রান্ত হয়; ঐ বেদনার আক্রমণের সময়ে (যাহা ঠিক নিয়মিতরূপে মধ্যরাত্রির সময়ে উপস্থিত হয়) কর্ণনাদ, বিবমিষা ও বমন।

৫ চক্ষু।—অতি প্রবল আলোকাসহ্যতা, উষ্ণ অশ্রুবারি মুষল ধারে পতিত হয়, উভয় চক্ষে বৃহৎ ক্ষত।

অর্দ্ধাবভেদক রোগে চক্ষু সম্মুখে আলোক কম্পন এবং তৎসহ বেদনা ও অশ্রুপতন।

৬ কর্ণ।—কর্ণনাদ; অর্দ্ধাবভেদক রোগে।

৭ নাসিকা।—সরস প্রতিশ্যায়, প্রচুর স্রাব।

পূয় ও রক্তযুক্ত পদার্থে নাসিকা অবরুদ্ধ; ডিপথিরিয়া।

নাসাপ্রান্ত হাজিয়া যাওয়া।

৮ মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুবর্ণ, স্ফীতভাব; সবিরাম জ্বরে।

সবম্যাক্সিলারি ও প্যারটিড গ্রন্থির স্ফীতি; ডিপথিরিয়া রোগে।

১২ মুখমধ্য।—মুখে দুর্গন্ধ; ডিপথিরিয়া ও স্কার্লাটিনা রোগে।

১৭ গলমধ্য।—ডিপথিরিয়া; মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ; সব্‌ম্যাক্সিলারি গ্রন্থি স্ফীত ও বেদনাযুক্ত; নাসিকা পূয ও রক্তযুক্ত পদার্থে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ; নাসাপ্রান্ত ক্ষতযুক্ত; জলপানে অতিশয় কষ্ট; অতিশয় দুর্ব্বলতা ও শয্যাশায়িতা; অনিদ্রা; নাড়ী ক্ষুদ্র ও অতি দ্রুত।

১৯ পাকস্থলী।—অপরিতৃপ্ত তৃষ্ণা।

মৎস্য ও ডিম্ব খাইবামাত্র বেদনাশূন্য উদরাময় উপস্থিত হয়।

তিনি (স্ত্রী) শীতল জল ভালবাসেন না।

বিবমিষা ও বমন, তৎপরে নিদ্রা।

২০ মল।—ম্যালেরিয়াজনিত উদরাময়; মল পাতলা, জলবৎ, দুর্গন্ধযুক্ত; তৎসহ পেটে বেদনা।

২১ মূত্র।—আক্ষেপিক মূত্ররোধ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসরোধের আক্রমণ প্রাতে আরম্ভ হয় এবং দুইপ্রহর পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে, তৎসহ ঠোঁট, হস্তদ্বয় ও নখসকল নীলবর্ণ।

শ্বাসরোধের আক্রমণের সময়ে সম্মুখে হেলিয়া বসিতে হয়; অন্য কোন অবস্থায় বসিতে কষ্ট হয়।

উৎকণ্ঠাসহ শ্বাসকষ্ট।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—বক্ষশূল (এঞ্জাইনা পেক্টরিস) তৎসহ শোথের লক্ষণ, শৈরিক রক্তাধিক্যতা ও নীলিমাপ্রাপ্তি।

নাড়ীক্ষুদ্র; অত্যন্ত দ্রুত (২০০); অনিয়মিত।

বামস্তন্য প্রদেশে অতি প্রবল স্নায়ুশূলের বেদনা; পশুর্কামধ্যস্থ স্নায়ুশূল।

৩১ নিদ্রা।—শ্বাসরোধক আক্রমণের পরে গভীর নিদ্রা।

অস্থির নিদ্রা; অস্থিরতা।

৩৮ সময়।—বৃদ্ধি :—রাত্রিতে; মধ্যরাত্রির পরে; প্রতিদিন বা একদিন অন্তর; সরস (ভিজা) ও শীতল বায়ু হইতে।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সবিরাম জ্বর; শীত পূর্ব্বাহ্নে, ঠিক যে নিয়মিত

সময়ে তাহা নহে; কখন দিন একবার জ্বর, আবার কখন একদিন অন্তর; কখন জ্বরের শেষে ঘর্ম্ম হয়, কখন হয় না; জ্বরের পূর্ব্বে মাথাধরা, হাইতোলা ও আড়ামুড়ি ভাঙ্গা।

সন্ধ্যাকালে শীত তরঙ্গবৎ আসিয়া উপস্থিত হয়, তৎসহ অস্থিরতা; গা কাঁটা দেয়।

শীতের পরে মধ্যরাত্রির সময়ে জ্বর; নাড়ী পূর্ণ ও বলশালী এবং গাত্র হইতে বস্ত্রাদি ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা।

জ্বরের পরে ঘর্ম্ম হয় না, কিন্তু প্রাতে দুর্ব্বল ও গা মাটীমাটী বোধ, এবং আহারের ক্ষুধা থাকে না।

ডিপথিরিয়া ও দূষিত স্কার্লাটিনা রোগে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও শয্যাশায়িতা সহ অতি প্রবল জ্বর।

ব্যবহার।—সবিরাম জ্বর; ম্যালেরিয়া জনিত রোগসকল; অর্দ্ধাবভেদক; মাথাধরা; ডিপথিরিয়া; দূষিত স্কার্লাটিনা; মস্তকের পশ্চাৎ ও সম্মুখে এবং পশু‍্কা মধ্যস্থ স্নায়ুশূল; টুবার্কুলোসিস; মৃগীবৎ আক্ষেপ; ইত্যাদি।

তুলনা কর।—এপি, আর্সে, আরে, চিনি-সল্‌ফ, চায়।

চেলিডোনিয়াম।

১ মন।—অত্যন্ত অন্যমনস্ক, কি করিতে হইবে বা করিয়াছেন তাহা তিনি (স্ত্রী) ভুলিয়া যান।

ক্রন্দন, বিষণ্ণতা।

উৎকণ্ঠা:—কোন কাজেই সুস্থির হইতে পারেন না; যেন তিনি (স্ত্রীং) কোন পাপকার্য্য করিয়াছেন।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা:—তৎসহ পিত্তবমন ও যকৃতে বেদনা; তৎসহ মস্তকমধ্যে গোলমেলে বোধ।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালে চাপবোধ, চক্ষুপর্য্যন্ত বিস্তৃত, চক্ষু নাড়াইলে টাটানিবৎ বেদনা।

মস্তকের দক্ষিণপার্শ্বে চাপবিশিষ্ট বেদনা।

মস্তক ও মুখমণ্ডলের বামপার্শ্বে প্রবল বেদনা।

পশ্চাৎমস্তকে ভার বোধ, তৎসহ বামকর্ণমধ্যে চাপবোধ।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তক ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কম্পন। কর্ণপশ্চাতে টেম্পরাল অস্থিতে বেদনা।

৫ চক্ষু।—চক্ষুসম্মুখে উজ্জ্বলবর্ণ দাগসকল, তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে অশ্রুবারি পতন হয়।

চক্ষুসম্মুখে কুয়াষাবৎবোধ।

বস্তুসকল দ্বিত্ব দেখায়।

কর্ণিয়ার অসচ্ছতা।

অক্ষিঝিল্লি (কঞ্জঙ্কটাইভা) স্ফীত, কালচে লালবর্ণ, কর্ণিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

চক্ষুর শ্বেতাংশ মলিন হরিদ্রাবর্ণ।

অক্ষিপুট স্ফীত, লালবর্ণ, অতি অল্পই খুলিতে পারে।

প্রাতে অক্ষিপুট সংযোজনা।

ভ্রু ও রগে স্নায়ুশূল বেদনা।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে উচ্চরবে, দূরস্থ গোঁ গোঁ শব্দানুভব।

কর্ণমধ্যদিয়া যেন বায়ু বহির্গত হইতেছে অনুভব হয়।

কর্ণ অবরুদ্ধ বোধ হয়।

৭ নাসিকা।—প্রতিশ্যায়:—শুষ্ক, নাসিকা অবরুদ্ধ; সরস ও হাঁচি।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখের চেহারা:—উৎকণ্ঠাযুক্ত; রুগ্ন।

মুখমণ্ডল:—হরিদ্রাবর্ণ, বিশেষতঃ কপাল, নাসিকা ও গণ্ডদ্বয়; অন্তঃ-প্রবিষ্ট; পাণ্ডুবর্ণ।

দক্ষিণ হনু অস্থি বোধ হয় যেন স্ফীত।

মুখমণ্ডলে উত্তাপাবেগ।

১০ দন্ত।—বৈকালে দক্ষিণ কর্ণ হইতে দক্ষিণ পার্শ্বের দন্ত পর্য্যন্ত ছিন্নকর বেদনা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—তিক্ত; বিস্বাদ।

জিহ্বা :—পিচ্ছিল, শাদা বা ধূসর ক্লেদাবৃত ; পুরু হরিদ্রাবর্ণ ক্লেদাবৃত ও কিনারা লালবর্ণ, তাহাতে দাঁতের দাগ পড়িয়াছে।

১২ মুখমধ্য।—মুখে তিক্ত জল সঞ্চিত হয়।

মুখের শুষ্কতা।

মুখ হইতে দুর্গন্ধ।

১৩ গলমধ্য।—তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করার ন্যায় শ্বাসরোধ বোধ।

লেরিংক্সের উপর যেন চাপ পড়িয়াছে, তাহাতে গলাধঃকরণের বাধা জন্মে।

গলমধ্যে শুষ্কতা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—দুধ খাইতে ইচ্ছা, দুধ সহ্য হয়।

অনিচ্ছা :—মাংস।

বিতৃষ্ণা ও বিবমিষা সহ ক্ষুধা বিলুপ্ত।

১৫ পানাহার।—সকল রোগই আহারান্তে হ্রাস বোধ হয়।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—হিক্কা। পিত্তযুক্ত উদ্গার।

বিবমিষা :—তৎসহ পাকাশয়ে উত্তাপ ; তাহাতে শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি করে।

বুকজ্বালা।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ের পূর্ণতা সহ চাপ বোধ।

পাকাশয়-গহ্বর ও দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়ামে সঙ্কোচন, চাড় ও চৈতন্যাধিক্যতা বোধ।

পাকাশয়-গহ্বরে যন্ত্রণা বোধ।

চর্ব্বণ ও পিষ্টবৎ বেদনা ; আহারকালে উপশম।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃৎপ্রদেশ হইতে পৃষ্ঠাভিমুখে বেদনা ধাবিত হয়।

যকৃৎপ্রদেশে সূচীবেধ ; যকৃৎপ্রদেশে চাপযুক্ত বেদনা।

বাম হাইপোকণ্ড্রিয়াম চাপে চৈতন্যাধিক।

১৯ উদর।—বিবমিষা ও নাভির অন্তঃপ্রবেশ সহ পেটবেদনা।

নাভি-পরিসরে বেদনা, বোধ হয় যেন উদর রজ্জু দ্বারা আকুঞ্চিত হইতেছে।

উদরের স্ফীততা, বোধ হয় পূর্ণ ও অস্বস্তিকর।

অন্ত্রমধ্যে ডাকা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা।

উভয় কুঁচকি প্রদেশে আক্ষেপিক আকৃষ্টবৎ বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—সরলান্ত্রে কীট হণ্টন ও কণ্ডূয়ন।

পুনঃ পুনঃ বায়ু নিঃসরণ।

মল :—পাতলা, লেহবৎ, উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ; লেহবৎ, ধূসরবর্ণ; পাণ্ডুবর্ণ, পিচ্ছিল; রাত্রিকালে আমযুক্ত উদরাময়; কোষ্ঠবদ্ধ, ছাগলের নাদির মত।

২১ মূত্র।—দক্ষিণ বৃক্ক ও যকৃতে আক্ষেপিক বেদনা; বৈকালে ৪টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি।

আবিল মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে মূত্রনালীতে প্রবল বেদনা।

মূত্রত্যাগের পুনঃ পুনঃ বেগ।

মূত্র :—প্রচুর, শাদাটে, ফেনিল; লালবর্ণ ও আবিল; ঘোর হরিদ্রাবর্ণ, পরিষ্কার; কপিশাভ লোহিত।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোত্থান, এমন কি দিবসেও।

শিশ্নে বেদনা।

আকৃষ্টবৎ বেদনা :—শুক্রবাহক নলীদ্বয়ে; অণ্ডকোষে।

স্ক্রোটামের আরক্তিমতা, উত্তাপ ও স্ফীততা, তদুপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরস ফুস্কুড়ি গুলি গলিয়া যায় ও পরদিন শুষ্ক মামরী পড়ে।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অতি বিলম্বে; অতি প্রচুর; দক্ষিণ স্কন্ধাস্থি নিম্নে বেদনা।

যোনিমধ্যে জ্বালা, প্রতিদিন ঠিক একই নির্দ্ধারিত সময়ে উহা প্রত্যাবর্ত্তন করে।

২৪ গর্ভাবস্থা।—অস্বাভাবিক খাদ্য দ্রব্য সকল খাইতে ইচ্ছা।

দুগ্ধ হ্রাস।

২৫ লেরিংক্স।—স্ফীত বোধ হয়; অনুভব হয় যেন কেহ চাপিয়া ধরিয়াছে। স্বরভঙ্গতা।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—হ্রস্ব ও দ্রুত শ্বাসক্রিয়া, তৎসহ এক প্রকার কষ্টবোধ, ঐ কষ্ট কয়েকবার গভীর নিশ্বাস লইলে উপশমিত হয়।

২৭ কাসী।—প্রবল, কতকটা আক্ষেপিক; থাকিয়া থাকিয়া শুষ্ক কাস; যক্ষ্মাকাসের ন্যায় কাস, তৎসহ অধিক শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন এবং তৎসহ ষ্টার্ণামের পশ্চাতে, বিশেষতঃ রাত্রিতে, বেদনা; প্রাতে প্রচুর শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন।

২৮ ফুসফুস।—নিশ্বাস লইলে বাম বক্ষে সূচীবেধ। বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা।

শ্বাস প্রশ্বাসে বক্ষে কষ্টবোধ; বস্ত্রাদি অতি কসা বলিয়া বোধ হয়।

ষ্টার্ণামের মধ্যাংশের পশ্চাতে আক্ষেপিক চাপ বোধ, তাহাতে রাত্রিতে জাগাইয়া তুলে; উহা বায়ুনলীভুজ পর্য্যন্ত প্রসারিত এবং তন্মধ্যে আকুঞ্চন অনুভব।

বক্ষে সূচীবেধ, দক্ষিণপার্শ্বে বেশী।

দক্ষিণদিকের নিম্ন পঞ্জরাস্থিতে টাটানি বোধ।

বক্ষের সমগ্র দক্ষিণ পার্শ্বে গভীর স্থানে বেদনা।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—অত্যন্ত অনিয়মিত হৃৎকম্পন।

বক্ষে কসিয়া ধরা অনুভব সহ প্রবল হৃৎকম্পন।

নাড়ী:—ধীর; ক্ষুদ্র ও দ্রুত।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার অনম্যতা, গ্রীবার দক্ষিণ পার্শ্বের মাংসপেশীর অনম্যতা।

দক্ষিণ গ্রীবাদেশীয় মাংসপেশীতে বেদনা।

মস্তকপশ্চাতে (অক্সিপটে) গুরুত্ব, বাম কর্ণের দিকে চাপানুভব সহ পৃষ্ঠদেশের দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা।

দক্ষিণ অংশ ফলকাস্থির নিম্নকোণে অবিরত বেদনা, ঐ বেদনা বক্ষঃস্থল বা পাকস্থলী পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে।

দক্ষিণ অংশফলকাস্থির নিম্নে সূচীবেধ।

কশেরুকাসমূহে বেদনা, সঞ্চালন ও চাপে বৃদ্ধি।

সম্মুখে বক্র হইলে কটিদেশীয় নিম্ন কশেরুকা সকল যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে এইরূপ অনুভব।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা।

মণিবন্ধে অনম্যতা।

অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগে ছিন্নকর বেদনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিতম্ব, উরু, পদ ও চরণদ্বয়ে আকৃষ্টবৎ বেদনা, দক্ষিণ পার্শ্বে বেশী।

জ্বালা ও অনম্যতা সহ দক্ষিণ জানুতে বেদনা; সঞ্চালনকালে বৃদ্ধি।

গুল্‌ফসন্ধিতে অনম্যতা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ:—ভারী, অনম্য ও খঞ্জ অনুভব হয়; পক্ষাঘাতবৎ অনুভব হয়।

বাত, কোন খানে অতি সামান্য সংস্পর্শ কষ্টদায়ক বোধ হয়; উপশম না হইয়া ঘর্ম্ম।

বাত, নিম্নাঙ্গে বেশী; ভ্রমণে বৃদ্ধি।

৩৮ স্নায়ু।—আহারান্তে অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অলসতা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির কম্পন ও উৎক্ষেপ, পরিশ্রান্তি, অলসতা, কার্য্যে অপ্রবৃত্তি।

৩৭ নিদ্রা।—দিবসে নিদ্রালুতা।

নিদ্রালুতা, শুইতে ইচ্ছা কিন্তু নিদ্রা হয় না।

মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে অস্থির নিদ্রা।

মাথাধরা সহ অনিদ্রা।

স্বপ্ন:—মৃতদেহের এবং সৎকারের।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—আভ্যন্তরিক শীত:—সন্ধ্যাকালে শয়নে প্রবল কম্প সহ; খোলাবায়ুতে ভ্রমণ কালে।

সমগ্র শরীরের শীত ও শীতলতা; হস্তপদাদিতে বেশী, তৎসহ শিরা সকলের পূর্ণতা।

দক্ষিণ চরণ বরফবৎ শীতল।

কম্প:—বাহ্যিক শীতলতা না থাকিয়া; কম্প পৃষ্ঠ বহিয়া নামে।

সন্ধ্যাকালে শয়নান্তে বিনা তৃষ্ণায় আভ্যন্তরিক উত্তাপ।

হস্তদ্বয়ের জ্বালাকর উত্তাপ, তথা হইতে সমগ্র শরীরে প্রসারিত হয়।

উত্তাপ:—মস্তক ও মুখমণ্ডলের; অংশফলকাস্থিদ্বয়ে; নিতম্বসন্ধিতে।

নিদ্রিতাবস্থায় মধ্যরাত্রির পরে ও প্রাতের সময়ে ঘর্ম্ম।

৪৬ চর্ম্ম।—হরিদ্রাবর্ণ, চর্ম্মের কণ্ডূয়ন।

পুরাতন পচা প্রসারণশীল ক্ষত।

৪৭ অবস্থা।—ক্ষীণদেহ ব্যক্তিগণ যাহাদের ভুঁড়ী, চর্ম্মরোগ, সর্দ্দি কিম্বা স্নায়ুশূল প্রবণতা আছে।

৪৮ সম্বন্ধ।—লিডামের পরে চেলিডোনিয়াম সুফলপ্রদ।

চেলিডোনিয়ামের পরে আর্সেনিক প্রায়ই উপকারী হয়।

অম্ল, মদ্য, ও কাফি পানে চেলিডোনিয়ামের ক্রিয়া স্থগিত হয়।

চেলিডোনিয়াম প্রতিষেধ করে :—ব্রাইওনিয়া।

জিঙ্কাম।

:—ফ্রাঙ্ক।

১ মন।—অজ্ঞান (অচেতন); মস্তিষ্ক মধ্যে রক্তরস (সিরাম) সঞ্চয়; চরণদ্বয় অবিরত সঞ্চালন; উদ্ভেদ সকল সম্পূর্ণ বাহির হইতে না পারিলে প্রায়ই এইরূপ অবস্থা হয়।

মস্তকে হুলবেধবৎ বেদনা সহ দুর্ব্বল স্মরণশক্তি।

জাগরিত হইলে যেন ভয় প্রাপ্তির ন্যায় একদৃষ্টিতে থাকে এবং এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে গড়াগড়ি দেয়।

দুই প্রহর সময়ে বিমর্ষ চিত্ত; সন্ধ্যাকালে প্রসন্ন চিত্ত; অথবা বিপরীত।

২ চৈতন্য।—অক্ষিপটে শিরোঘূর্ণন, তৎসহ ভ্রমণকালে বামদিকে পতন; বুদ্ধিশক্তির অলসতা ও স্তম্ভিত ভাব। বিশেষতঃ বৈকালে ও সন্ধ্যাকালে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—নাসামূলে চাপবোধ, যেন উহা মস্তক মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে।

সন্ধ্যাকালে কপালের ক্ষুদ্র স্থানে তীব্র চাপবোধ।

অর্দ্ধাবভেদক; ছিন্নকর ও হুলবিদ্ধ বৎ।

দক্ষিণ ও বাম রগে আক্ষেপবৎ ও ছিন্নকর বেদনা।

মস্তকে টাটানি বেদনা।

আভ্যন্তরিক মাথাধরা, প্রধানতঃ এক পার্শ্বে; মদ্যপান, উষ্ণগৃহে ও আহারান্তে বৃদ্ধি।

অতি সামান্য মাত্র মদ্যপানেও মাথা ধরে।

বহির্মস্তক।—করোটীতে টাটানি বা ক্ষতবৎ বেদনানুভব; সন্ধ্যাকালে শয্যায় শয়নে ও আহারান্তে বৃদ্ধি; চুলকাইলে উপশম।

কেশপতন তাহাতে সম্পূর্ণ টাক পড়ে, তৎসহ করোটীত্বকে টাটানিবৎ বেদনা থাকে।

চক্ষু।—আলোকে চৈতন্যাধিক; মস্তিষ্ক আক্রান্ত।

দৃষ্টিহীনতা :—প্রবল শিরঃপীড়ার সময়ে, মাথাধরা গেলেই উহা চলিয়া যায়।

চক্ষু অপরিষ্কার ও জলপূর্ণ। * মস্তিষ্ক রোগ।

আলোকযুক্ত বস্তু দেখে। * অস্ত্রক্রিয়ার পরে।

উপদংশজনিত আইরাইটিস (তারকামণ্ডল প্রদাহ), রাত্রিতে বৃদ্ধি; তৎসহ উষ্ণ, জ্বালাকর অশ্রুস্রাব।

কঞ্জঙ্কটাইভিটিস (অক্ষিঝিল্লি প্রদাহ), রাত্রিতে বৃদ্ধি; চক্ষুর আভ্যন্তরিক কোণে প্রদাহ বেশী।

টিরিজিয়াম।

উপরাক্ষিপুট ভারী, যেন পক্ষাঘাত যুক্ত।

শৈশব চক্ষু প্রদাহের পরে মাংস বৃদ্ধিযুক্ত অক্ষিপুট।

কর্ণ।—দক্ষিণ কর্ণে পটহের নিকট বারংবার তীব্র সূচীবেধ।

কর্ণ বেদনা বিশেষতঃ বালকদিগের।

দুর্গন্ধ পুয়যুক্ত কর্ণস্রাব।

নাসিকা।—শুষ্ক; মস্তিষ্ক আক্রান্ত।

স্বরভঙ্গতা ও বক্ষে জ্বালা সহ প্রতিশ্যায়।

নাসিকার অভ্যন্তরে ক্ষতের ন্যায় অনুভব।

নাসিকার এক পার্শ্বের স্ফীততা ও তৎসহ আঘ্রাণশক্তি বিলুপ্ত।

৮ মুখমণ্ডল।—একবার পাণ্ডু, একবার রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল; মস্তিষ্ক রোগ।
দক্ষিণ গণ্ডে স্থিরাস।
ইনফ্রা-অর্বিটাল স্নায়ুতে জ্বালা, উৎক্ষেপ, সূচীবেধ, তৎসহ অক্ষিপুট নীলবর্ণ; অতি সামান্য মাত্র স্পর্শে ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—হরিদ্রাভ ক্ষত সহ ঠোঁট ও মুখের কোণ বিদারিত।
ঠোঁটের উপরে পুরু আঠাবৎ রস।

১০ দন্ত।—উপরকার সম্মুখের দন্তমূলে এবং কঠিন তালুতে আকৃষ্টবৎ বা জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনা।
মাড়ী ভোজন কালে বেদনাযুক্ত; ক্ষতযুক্ত, শাদা, সহজেই রক্ত পড়ে।
সব্-ম্যাক্সিলারি গ্রন্থির স্ফীততা সহ দন্ত লম্বা ও শিথিল অনুভব হয়।

১১ জিহ্বা ইত্যাদি।—আস্বাদ:—মিষ্ট; ধাতব; রক্তবৎ; গলাভ্যন্তরে (ফসেস মধ্যে) তিক্ত।
জিহ্বা:—শুষ্ক, কথা কহিতে চায় না, মূলে ক্লেদাবৃত ও শুষ্ক (মস্তিষ্ক রোগ); বামপার্শ্বে স্ফীত; কথা কহিতে অক্ষম; ফুস্কুড়িতে আবৃত।

১২ মুখমধ্য।—লালাস্রাব বর্দ্ধিত, তৎসহ গণ্ডাভ্যন্তরে কীটহণ্টনবৎ শুড়শুড়ি বোধ।

১৩ গলমধ্য।—টন্সিল গ্রন্থিদ্বয়, কোমল তালু এবং জিহ্বা মূলে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ; মুখমধ্যে শাদাটে, কিঞ্চিৎ উন্নত, ক্ষতযুক্ত স্থান সকল। * প্রমেহ রোগের পরবর্ত্তী ফলস্বরূপ।
তালুতে বেদনা, বিশেষতঃ জৃম্ভন কালে।
সন্ধ্যাকালে গলমধ্যে শুষ্কতা শ্লেষ্মাসঞ্চয়; গলমধ্যে ক্ষতবৎ বেদনা।
গলাধঃকরণ কালে বাহ্যিক মাংসপেশীতে খিলধরাবৎ বেদনা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অনিচ্ছা:—মাংস, মৎস্য এবং মিষ্টান্নে; উষ্ণদ্রব্যে।
হাতের তলায় উষ্ণতা সহ তৃষ্ণা।

১৫ পানাহার।—আহারান্তে:—৩, ৪, ১৬, ১৯, ২৬, ৩১, ৪০।
বৃদ্ধি:—শর্করা হইতে (বুকজ্বালা); মদ্যপান হইতে (প্রায় সকল লক্ষণই); দুগ্ধ (অম্লোদ্গার)।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—গলমধ্যে মিষ্ট মিষ্ট পদার্থ ঠেলিয়া উঠে, তৎসহ মুখে মিষ্টাস্বাদ বা রক্তের আস্বাদ।

পৃষ্ঠদণ্ডের মধ্যস্থলে চাপবোধ সহ উদ্গার।

বুকজ্বালা; গর্ভাবস্থায় পা ফুলা ও প্রসারিত শিরা।

বিবমিষা, তৎসহ কাঠবমি এবং তিক্ত শ্লেষ্মা বমন; অতি সামান্য সঞ্চালনে উহা প্রত্যাবর্ত্তন করে।

এক ঢোক কিছু পাকস্থলীতে পৌছান মাত্র অমনি তাহা উঠিয়া পড়ে।

কষ্টের সহিত রক্তবমন বা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা বমন।

১৭ পাকস্থলী।—পাকস্থলী ও হাইপোকণ্ড্রিয়ার খাল ধরা, এবং অন্ননলীর আকুঞ্চন, তৎসঙ্গে শ্বাসকষ্ট ও শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি; নিশ্বাস গ্রহণকালে বৃদ্ধি।

চাপ দিলে পাকাশয়-গহ্বরে জ্বালা; সন্ধ্যাকালে॰।

প্রথম আহারের পূর্ব্বে পাকাশয় গহ্বরে জ্বালা,উহা অন্ননলী পর্য্যন্ত প্রসারিত।

রক্তবমন।

পাকাশয় গহ্বর হইতে গলমধ্যে যেন কীট উঠিতেছে অনুভব, তাহাতে কাসী উপস্থিত হয়।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃৎ প্রদেশে খালধরাবৎ বেদনা, তৎসহ আহারান্তে শ্বাসকষ্ট।

যকৃত বিবর্দ্ধিত, শক্ত ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত; পা ফুলা; রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা বমন করে।

প্লীহামধ্যে সূচীবেধ, চাপে বৃদ্ধি।

১৯ উদর।—উদরমধ্যে চাপ ও ফাট ফাট বোধ।

আধ্মানশূল, মধ্যে, সন্ধ্যাগমে ও রাত্রিতে, এবং বিশ্রামে বৃদ্ধি; উচ্চরবে উদর-কূজন; উষ্ণ, সরস বায়ু নিঃসরণ হয় কিন্তু তাহাতে কোন উপশম হয় না।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—পুনঃ পুনঃ, অল্প অল্প, কখন কখন অসাড়ে; পিচবৎ; কিম্বা শুষ্ক ও ভঙ্গুর; কোমল, ডলা, কিম্বা পাতলা,

তৎসহ ক্ষিকাবর্ণ রক্ত; কুণ্ডীকৃত; শুষ্ক, কঠিন, অপ্রচুর; অনেক বেগ দিলে নিঃসৃত হয়।

২১ মূত্র।—মূত্রাধারে মূত্রের অতি প্রবল চাপবোধ; আসন পিড়ি হইয়া বসে এবং যদিও মূত্রাধার পূর্ণ বোধ হয় তথাপি কিছুমাত্র মূত্র নিঃসৃত হয় না।

কেবল পশ্চাতে হেলান দিয়া বসিলে মূত্র ত্যাগ করিতে পারে; মূত্রে বালুকাকণা।

প্রাতে আবিল মূত্র।

পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ, ঐ মূত্র কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে তন্নিম্নে শাদা তুলাবৎ অধঃক্ষেপ জমে।

ভ্রমণ, কাসী ও হাছিবার সময়ে অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

২২ পুং জননেন্দ্রিয়।—সহজেই উত্তেজিত; সঙ্গমকালে অতি সহজেই শুক্র নিঃসরণ হয়; কিম্বা শুক্র নিঃসরণ অতি কষ্টে এবং প্রায় অসম্ভব হয়।

দীর্ঘস্থায়ী ও অতি প্রবল লিঙ্গ কাঠিন্য।

বিনা কারণে প্রচুর পরিমাণে প্রষ্টাটিক রস নিঃসরণ।

অণ্ডকোষ প্রদাহ :—আঘাত বশতঃ, তৎসহ আকৃষ্ট বৎ বেদনা এবং একটী অণ্ডকোষ ঊর্দ্ধদিকে আকৃষ্ট; কর্ণস্রাব বিলোপের পর।

অণ্ডকোষের শুষ্কতা প্রাপ্তি।

শুক্রমেহ (স্পার্মাটোরিয়া); স্বপ্ন না হইয়া শুক্র নিঃসরণ, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ও অন্তঃপ্রবিষ্ট, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ মণ্ডলাকার দাগ।

জননেন্দ্রিয় নিকটস্থ স্থানের কেশ পতন।

উপদংশ বা অপর কারণ জনিত বাম কুচকি দেশের বাঘী আরোগ্য করে।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রাত্রিতে অদম্য রতীচ্ছা; হস্তমৈথুনেচ্ছা।

বাম ডিম্বকোষ প্রদেশে প্রেকবেধবৎ বেদনা, চাপে উপশম, কিন্তু কেবল আর্ত্তবস্রাব কালেই সম্পূর্ণ উপশমিত হয়।

পর্য্যায়ক্রমে পাণ্ডুবর্ণ ও আরক্তবর্ণ মুখমণ্ডল সহ স্বল্পরজঃ বা রজোরোধ। (এমিনোরিয়া)।

কষ্টরজঃ বা রজোশূল (ডিসমেনোরিয়া)—ঋতুর সময়ে হস্তপদাদি ভার বোধ হয়, জানুদ্বয়ের নিকট অতি প্রবল আকৃষ্ট বোধ, যেন জানুদ্বয় মুচড়াইয়া ফেলা হইবে; হঠাৎ পাকাশয়ে কষ্টবোধ, তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রাদি শিথিল করিয়া দিতে হয়; শীত শীত বোধ।

ঋতু :—অতি আগাইয়া ও অতি প্রচুর, খণ্ড খণ্ড সংযত রক্ত বাহির হয়, প্রধানতঃ ভ্রমণ কালে; আর্ত্তবস্রাব রাত্রিতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

জরায়ুর ক্ষত, স্রাব রক্তাক্ত, জ্বালাকর, কিন্তু ক্ষত অনুভব শূন্য বোধ হয়।

শ্বেতপ্রদর :—ঋতুর পরে রক্তযুক্ত শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ, তাহাতে জননেন্দ্রিয়ের কণ্ডূয়ন উৎপন্ন হয়; ঋতুর ৩ দিন পূর্ব্বে ও পরে ঘন শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ।

কর্ত্তনবৎ পেটবেদনা, তৎপরে শ্বেতপ্রদর।

২২ গর্ভাবস্থা।—গর্ভস্রাব-প্রবণতা।

প্রসবান্তিক আক্ষেপ যদ্যপি উদ্ভেদ (বিশেষতঃ যদ্যপি দীর্ঘস্থায়ী উদ্ভেদ) নূতন বিলুপ্ত হয়।

স্তনদ্বয় স্ফীত ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত; ঋতু রুদ্ধ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—সন্ধ্যাকালে আহারান্তে, অপান বশতঃ হাপানি, শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন স্থগিত হইলে শ্বাসকষ্ট বর্দ্ধিত এবং শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন পুনরুপস্থিত হইলে শ্বাসকষ্ট হ্রাস হয়।

২৭ কাসী।—বক্ষে অল্প অল্প বেদনা সহ সমস্ত রাত্রি কাসী; আক্ষেপিক, শিশু জননেন্দ্রিয়ে হস্ত প্রদান করে; কাশীর সহিত পদদ্বয়ে প্রসারিত শিরা; মিষ্টান্ন ও মদ্যপানান্তে এবং ঋতুর সময়ে বৃদ্ধি।

শ্লেষ্মানিষ্ঠীবন :—হরিদ্রাবর্ণ, পূযযুক্ত, রক্তরেখাযুক্ত, আঠাবৎ; মিষ্ট, পচা বা ধাতব আস্বাদযুক্ত; কেবল রক্ত, প্রাতে ও দিবাভাগে।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষে বেদনা, যেন টুকরা টুকরা করিয়া কর্ত্তিত হইতেছে, তৎসহ আকুঞ্চন অনুভব।

বক্ষে জ্বালা। বক্ষে শীতলতা।

প্রতি স্পন্দনে বাম বক্ষে ও হৃৎপিণ্ডে সূচীবেধ।

ষ্টার্ণাম অস্থির পশ্চাতে শূন্য অনুভব।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ড প্রদেশে অতি প্রবল বেদনা, কিঞ্চিৎ স্ফীততা এবং অতিশয় বেদনানুভবকতা।

হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত ও আক্ষেপিক ক্রিয়া।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—লিখিলে বা কোন পরিশ্রম করিলে গ্রীবা-পৃষ্ঠে ক্লান্তি অনুভব। গ্রীবার অনম্যতা।

স্কন্ধাস্থিদ্বয়ে জ্বালা; স্কন্ধাস্থিদ্বয় মধ্যে ফাট ফাট অনুভব।

সমগ্র পৃষ্ঠদণ্ড বরাবর জ্বালা, বসিলে বৃদ্ধি।

রাত্রিতে শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তন কালে কটিদেশে বেদনা।

বসিয়া থাকিলে কিম্বা বসিবার সময়ে কটিদেশে বেদনা; ক্রমাগত ভ্রমণে হ্রাস হয়।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—হস্তদ্বয়ের খঞ্জতা ও মৃতবৎ অনুভব; উহা দেখিতে নীলবর্ণ।

লিখিবার সময়ে হস্তের দুর্ব্বলতা, অবশতা এবং কম্পন।

হস্তের চর্ম্ম বিদারিত ও শুষ্ক।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পায়ের ডিমে যেন পিপীলীকা সঞ্চরণবৎ অনুভব।

পদদ্বয়ের রক্ত যেন অচল বোধ হয়।

চরণদ্বয় ঘর্ম্মাক্ত এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির নিকট বেদনা; দুর্গন্ধ যুক্ত।

জলে ভিজাইয়া চরণদ্বয়ের ঘর্ম্ম রুদ্ধ হইয়া গেলে চরণদ্বয়ের পক্ষাঘাত; মদ্য পানে বৃদ্ধি।

পাদদারী ও করদারী (নীহার স্ফোটক), চুলকাইলে ও ঘর্ষণে বৃদ্ধি।

রাত্রিতে চরণদ্বয়ের শীতলতা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—বাত, ছিন্নকর, খঞ্জতা এবং কম্পন; কিম্বা খিলধরা বেদনা; কিম্বা আক্রান্ত অঙ্গে মুচড়ান অনুভব এবং নিদ্রাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গের বারম্বার উৎক্ষেপ; দেহ অতি গরম হইলে এবং অতি পরিশ্রমে বৃদ্ধি।

৩৬ স্নায়ু।—নানা মাংসপেশীতে উৎক্ষেপ। সমগ্র শরীর নিদ্রাবস্থায় নাচিয়া উঠে।

হস্ত কম্পিত হয়; মাছি ধরিতে যায় কিম্বা বিছানায় সরিয়া সরিয়া যায়।

কোরিয়া—ভয়প্রাপ্তি বশতঃ অথবা উদ্ভেদ বিলুপ্ত হওয়া বশতঃ।

■ লোকোমোটার এটাক্সি পীড়ার সূত্রপাত যখন বিদ্যুৎবৎ বেদনা স্পষ্ট ও প্রবলরূপে অনুভব হয়।

আক্ষেপ :—আক্রমণের পূর্ব্বে শিশু খিটখিটে হয়, দেহ উত্তপ্ত, রাত্রিতে অস্থির, দক্ষিণাঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হয়; পাণ্ডুবর্ণ বালকগণের দন্তোদ্গম কালে।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রালুতা কিন্তু তথাপি ঘুমাইতে পারে না, মস্তক এমনি লঘু অনুভব হয়।

নিদ্রাকালে :—চীৎকার করিয়া উঠে, ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠে; সর্ব্বাঙ্গ ও হস্তপদাদি স্পন্দিত হয়।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত :—খোলা বায়ুতে; ঝড়ের পূর্ব্বে; পৃষ্ঠ দিয়া বহিয়া নামে; পর্য্যায়ক্রমে উত্তাপ; কোন শীতল দ্রব্য স্পর্শ করিয়া।

উত্তাপ :—আভ্যন্তরিক, তৎসহ উদর ও চরণদ্বয়ে শীত অনুভব; রাত্রিতে উদ্বেগপূর্ণ উত্তাপানুভব কিন্তু বাহ্যিক কোন উত্তাপ দেখা যায় না।

ঘর্ম্ম :—সমস্ত রাত্রি প্রচুর, গাত্র অনাবৃত করিতে চাহে; দুর্গন্ধযুক্ত।

৪১ তন্তু।—বিশেষতঃ রক্তাল্পদিগের; মস্তিষ্ক কাজ করিয়া পরিশ্রান্ত; যখন উদ্ভেদ বাহির হইতে পারে না।

শোথ, তৎসহ বৃক্ক প্রদেশে অসুখ বোধ।

৪৬ চর্ম্ম।—সন্ধির বক্রস্থানে কণ্ডূয়ন।

বেদনা, হঠাৎ বোধ হয় চর্ম্ম ও মাংসপেশীর মধ্যস্থানে।

সমগ্র শরীরে শুষ্ক দক্র।

৪৮ সম্বন্ধ।—জিঙ্কামের পরে ইগনেসিয়া সুফলপ্রদ কিন্তু নক্সভমিকা সুফল প্রদান করে না।

জিঙ্কমের প্রতিবিষ :—ইগনেসিয়া, হেপার।

জিঙ্কামের সহিত অপ্রযুজ্য :—ক্যামমিলা, নক্সভমিকা।

পশ্চাত মস্তকে (অক্সিপটে) সাময়িক মাথাধরা এবং কটিদেশে যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে এইরূপ বেদনা প্রভৃতি থাকিলে জিঙ্ক-পিক্রি-

কাম অধিকতর ফলপ্রদ। যখন রক্তামাশয় কিছুতেই আরোগ্য হইতে চাহে না (অসাধ্য) ও উদরের পার্শ্বদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং যখন পদদ্বয়ের স্পন্দন বশতঃ ঘুমাইতে পারে না তখন জিঙ্কম-সলফেট উপকারী।

জেলসিমিয়াম।

১ মন।—নিদ্রাবস্থায় প্রলাপ; অর্দ্ধ জাগ্রতাবস্থায় অসংলগ্ন বকা।
একাকী থাকিতে চাহে।
অধিক কথা কহে, উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয়, রগ প্রভৃতি স্থানে চিড়িকমারা; জ্বর।
বিষণ্নতা; সন্তুষ্ট ও চিন্তাশূন্য মনোভাবের পরে উদ্বেগ।
বর্ত্তমান সম্বন্ধে চিন্তা। মৃত্যুভয়।
কুসংবাদ বা উত্তেজক সংবাদ জনিত রোগ সকল।

২ চৈতন্য।—শিরোঘূর্ণন, মস্তক মধ্যে গোলমেলে ভাব,—পশ্চাৎমস্তক (অক্সিপট) হইতে সমস্ত মস্তকে বিস্তৃত হয়; অক্ষিকনিনীকা প্রসারিত, অস্পষ্ট দৃষ্টি; সূর্য্য বা গ্রীষ্মের উত্তাপ জনিত সাধারণ অবসন্নতা।
শিরোঘূর্ণন, অস্পষ্ট দৃষ্টি, জ্বর; নড়িতে চেষ্টা করিলে যেন মদমত্তের ন্যায় অনুভব হয়; ধূমপানে বৃদ্ধি।
মাথা টলা, তৎসহ দৃষ্টিহীনতা, শীত শীত বোধ, দ্রুত নাড়ী; দৃষ্টিশক্তি হ্রাস বা দ্বিত্ব দৃষ্টি।
নড়িতে চেষ্টা করিলে মাংসপেশী সকল ইচ্ছাশক্তির বশবর্ত্তী থাকে না।
বালককে কোলে করিলে মাতার গাত্র জড়াইয়া ধরে, ভয় করে পড়িয়া যাইবে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালে ও মূর্দ্ধা প্রদেশে প্রবল বেদনা, অস্পষ্ট দৃষ্টি, কর্ণনাদ; মস্তক যেন বর্দ্ধিত হইয়াছে অনুভব হয়।
মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যতা; কপালে ও মূর্দ্ধাপ্রদেশে যেন অলস বোধ, এবং আক্ষেপের পুর্ব্বে মেডলা প্রদেশে পূর্ণতা অনুভব।

মস্তক মধ্যে পূর্ণতা, মুখমণ্ডলের উষ্ণতা, শীত বোধ; ক্যারটিড ধমনীর স্পন্দন; জড়িত বাক্যকথন; মস্তিষ্ক যেন ঘৃষ্টবৎ অনুভব হয় নাড়িতে গেলে অক্ষিগোলক বেদনাযুক্ত বোধ হয়; দ্বিত্ব দৃষ্টি।

মস্তকের গুরুত্ব মস্তক নাড়িলে কথঞ্চিৎ উপশমিত হয়; প্রচুর মূত্র-ত্যাগান্তে উপশম।

মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জার ঝিল্লিপ্রদাহ, উহার রক্তাধিক্যাবস্থা; প্রবল শীত, অক্ষিকনিনীকা প্রসারিত; পৃষ্ঠমজ্জা ও মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যতা।

বহির্মস্তক।—পশ্চাৎ মস্তক (অক্সিপট), পশ্চাৎ কর্ণ (ম্যাষ্টইড) ও গ্রীবাদেশীয় স্থানের উপরাংশে অনুগ্র বেদনা, ঐ বেদনা স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রসারিত; অর্দ্ধ মুদিত নয়নে বালিসের উপর স্থিরভাবে মস্তক ন্যস্ত করিলে উপশম; চক্ষুদ্বয় ভারযুক্ত, নিদ্রালু, লালবর্ণ।

মূর্দ্ধাপ্রদেশে চাপবোধ এত অধিক যে উহা স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রসারিত অনুভব হয়; মস্তক অত্যন্ত ভারী বোধ হয়।

জ্বর বা কম্পজ্বরের পরে খিলধরাবৎ আকৃষ্ট ও ছিন্নকর বেদনা, পাঠ বা পরিশ্রমে বৃদ্ধি।

স্নায়ুশূলজনিত শিরঃপীড়া; বেদনা সমস্ত মস্তকে বিস্তৃত, তাহাতে কপালে ও অক্ষিগোলকে বিদীর্ণকর বেদনানুভব; প্রাতে ১০টার সময়ে এবং শয়নাবস্থায় বৃদ্ধি; তৎসহ বিবমিষা, বমন, শীতল ঘর্ম্ম, শীতল চরণদ্বয়।

কর্ণোপরি দিয়া মস্তকের চতুর্দ্দিকে রজ্জুবন্ধনের ন্যায় অনুভব; করোটী-ত্বক বেদনাযুক্ত।

চক্ষু।—অক্ষিকনিনীকা প্রসারিত।

রক্তাধিক্যতা জনিত দৃষ্টিহীনতা; সংন্যাসের পরে।

স্কন্ধের দিকে মস্তক অবনত করিলে দ্বিত্ব দৃষ্টি।

আইরিস ও কোরাইডের সিরস প্রদাহ; মস্তকের পশ্চাৎ দেশ পর্য্যন্ত অনুগ্র বেদনা, উষ্ণতা প্রয়োগে উপশম।

অক্ষিপুটের গুরুত্ব। স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে চক্ষু মুদিত হইয়া যায়।

৬ কর্ণ।—হঠাৎ ক্ষণিক স্মরণশক্তি বিলোপ, কর্ণমধ্যে বিবিধ শব্দানুভব।
সর্দ্দিজ বধিরতা, তৎসহ গলমধ্য হইতে কর্ণমধ্য পর্য্যন্ত বেদনা।

৭ নাসিকা।—প্রাতঃকালে হাঁছির আক্রমণ; নাসিকার গুড়গুড়ি।
জলবৎ ক্ষতজনক স্রাব; গলমধ্য হইতে বাম নাসারন্ধ্র পর্য্যন্ত যেন অত্যুত্তপ্ত জলস্রোত চলিতেছে অনুভব; দক্ষিণ নাসা রুদ্ধ; অনুনাসিক স্বর।
বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে প্রতিশ্যায়।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখের চেহারা ভার, বুদ্ধিশূন্যবৎ, নিদ্রালুবৎ।
মুখমণ্ডলঃ—লালবর্ণ; হরিদ্রাবর্ণ,পাণ্ডুরোগ গ্রস্ত; রক্তশূন্য রুগ্নবৎ চেহারা।
মুখমণ্ডলের, বিশেষতঃ মুখের চতুর্দ্দিকে মাংসপেশীর আকুঞ্চন, তাহাতে কথা কহিতে কষ্ট বোধ হয়।
অক্ষিগোলকের স্নায়ুশূল সুস্পষ্ট থাকিয়া থাকিয়া আক্রমণ।

১০ দন্ত।—ঠাণ্ডা লাগিয়া বা কেবল স্নায়বীয় দন্তশূল; বেদনা দন্ত হইতে রগে।
দন্তোদ্গমঃ—বালক উন্মত্তবৎ, হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া জাগিয়া উঠে; মুখমণ্ডল গভীর রক্তবর্ণ; ব্রহ্মরন্ধ্র সজোরে স্পন্দিত হয়।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।— আস্বাদঃ—খারাপ, তৎসহ রক্তবর্ণ লালা; তিক্ত।
জিহ্বাঃ—হরিদ্রাভ শাদা, শ্বাসবায়ুর দুর্গন্ধ; কটাবর্ণ, পুরু ক্লেদাবৃত; প্রায় পরিষ্কার; কিনারা লালবর্ণ, মধ্যস্থল শাদা।
জিহ্বা ও উপজিহ্বা আংশিক পক্ষাঘাতবিশিষ্ট, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যতা বশতঃ মদমত্তের ন্যায় বাক্য জড়িত।
জিহ্বা বাহির করিতে পারে না, উহা এত কাপে; রক্তবর্ণ, ক্ষতবৎ, বেদনা বিশিষ্ট, মধ্য স্থলে প্রদাহিত।

১৩ গলমধ্য।—ফসেস শুষ্ক, জ্বালাযুক্ত, বেদনাবিশিষ্ট।
গলমধ্যে যেন অনুভব হয় পরিপূর্ণ রহিয়াছে; টন্সিল প্রদাহিত, স্ফীত, প্রধানতঃ দক্ষিণ দিকে বা দক্ষিণ দিকে আরম্ভ হয়।
গলাধঃকরণে কর্ণ মধ্যে চিড়িকমারিয়া উঠে।
গলাধঃকরণ কষ্ট; গলাধঃকরণের যন্ত্র সমূহের পক্ষাঘাত।

ডিপথিরিয়া ; পক্ষাঘাতের সূত্রপাত, দর্শন শক্তি হ্রাস।

অন্ননলী মধ্যে পিণ্ডবৎ পদার্থ অনুভব।

অন্ননলীতে পাকাশয় পর্য্যন্ত জ্বালা।

১৪ **ইচ্ছা, অনিচ্ছা।**—অতি অল্প ক্ষুধা তৃষ্ণা, কিন্তু পানাহার করিতে পারে।

১৫ **পানাহার।**—মদ্যে বর্দ্ধিত হয়, বিশেষতঃ শিরঃপীড়া ও চক্ষুলক্ষণ সকল।

তৃষ্ণা থাকে না বা অতি সামান্য।

১৬ **বিবমিষা ও বমন।**—অম্লোদ্গার।

১৭ **পাকস্থলী।**—পাকাশয়ে থল্লী, অশ্বারোহণ ও সোজা হইয়া বসিলে উপশম।

পাকাশয় ও অন্ত্রে শূন্যতা ও দুর্ব্বলতানুভব।

পাকাশয়ে কষ্ট ও পূর্ণতা অনুভব, কাপড়ের চাপে বৃদ্ধি।

১৮ **হাইপোকণ্ড্রিয়া।**—যকৃতের রক্তাধিক্যতা, তৎসহ শিরোঘূর্ণন, অস্পষ্ট দৃষ্টি ও মস্তকের পূর্ণতা।

১৯ **উদর।**—উদরের উপরাংশে হঠাৎ আক্ষেপিক বেদনা, তাহাতে সঙ্কোচন অনুভব অবশিষ্ট থাকে এবং চীৎকার করিয়া কান্দিতে হয়।

সরস বায়ুতে তরুণ অন্ত্রপ্রদাহ (সর্দ্দিজ)।

ট্রান্সভার্স কোলনে ছিন্নবৎ বেদনা।

পরিভ্রমণশীল আধ্মানিক পেট বেদনা, সোজা হইয়া উপবেশনে হ্রাস ; নড়িতে চেষ্টা করিলে অধিক হয়, ক্রমাগত সঞ্চালনে হ্রাস হয়।

হরিদ্রাবর্ণ উদরাময় সহ সাময়িক পেট বেদনা ; সন্ধ্যাকালে।

নিম্নোদরে পেটকামড়ানি, প্রচুর পিত্তযুক্ত মল নিঃসরণে উপশমিত হয়।

টাইফাস জ্বর কালে দক্ষিণ ইলিয়াক প্রদেশে বেদনানুভব।

উদর কূজন, তৎসহ বায়ু উপরে ও নিম্নে নির্গত হয়।

২০ **মল ইত্যাদি।**—মল :—হরিদ্রাবর্ণ, বান্ধামল ; পিত্তযুক্ত ; মৃৎবর্ণ ; সবুজ চার বর্ণ।

উদরাময় :—স্নায়বীয় (বায়ু প্রধান) ব্যক্তি দিগের হঠাৎ কোন মানসিক আবেগ যথা দুঃখ, ভয়প্রাপ্তি, কুসংবাদ ইত্যাদির পরে।

২১ **মূত্র।**—প্রচুর মূত্রস্রাব, তাহাতে মথাধরা উপশমিত হয়।

স্নায়বীয় শিশুদিগের মূত্রবেগধারণে অক্ষমতা (শয্যামূত্র)।

পর্য্যায়ক্রমে মূত্রকষ্ট ও অসাড়ে মূত্রত্যাগ, মূত্রাশয়ের আক্ষেপ।

অণ্ডলাল-মূত্র :—২৪, ৩৬।

২২ পুং জননেন্দ্রিয়।—জননেন্দ্রিয় উত্তেজনশীল, দুর্ব্বল ; লিঙ্গোত্থান না হইয়া অজ্ঞাতসারে শুক্রক্ষরণ ; শুক্রমেহ (স্পার্মাটোরিয়া)।

মলত্যাগ কালে রেতঃস্রাব।

জননযন্ত্র শীতল, শ্লথ ; অণ্ডকোষদ্বয়ে টনটনানি বেদনা।

প্রমেহ অবরুদ্ধ ; তাহার পরে বাত বা অণ্ডকোষ প্রদাহ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—হঠাৎ কোন অবসাদক মানসিক আবেগ (যথা শোক, দুঃখ, ভয় প্রভৃতি) বশতঃ গর্ভস্রাবের আশঙ্কা।

জরায়ু যেন হস্ত দ্বারা পিষ্ট ; জরায়ুর সম্মুখ-বক্রতা (এণ্টিফ্লেকসান)।

ঋতু অবরুদ্ধ, তৎসহ মস্তকে রক্তাধিক্যতা, মস্তক ও মুখমণ্ডলে তীব্র চিড়িকমারা ও উৎক্ষেপযুক্ত বেদনা, আক্ষেপ (প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা)।

রজঃশূল (বাধক বেদনা), তৎপূর্ব্বে সবমন শিরঃপীড়া ও বমন, মস্তকে রক্তাধিক্যতা, গভীর লালবর্ণ মুখমণ্ডল।

শ্বেতপ্রদর, তৎসহ পৃষ্ঠদেশের নিম্নাংশে কামড়ানি বেদনা ; জরায়ু প্রদেশে ভারযুক্ত পূর্ণতানুভব ; স্বল্প রজঃ।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায় :—দ্বিত্বদৃষ্টি, মাথাধরা, নিদ্রালুতা, শিরোঘূর্ণন, ক্যারটিড স্পন্দন, ধীর, ক্ষুদ্র নাড়ী ; হাটিতে পারে না কারণ মাংসপেশী সকল ইচ্ছার বশবর্ত্তী নহে ; উদর ও পদদ্বয়ে খল্লী ; অচৈতন্যতাসহ আক্ষেপ।

প্রসব বেদনা বিলুপ্ত, জরায়ু মুখ বিস্তৃতরূপ বিকশিত।

জরায়ুর সম্পূর্ণ দুর্ব্বলতা বা শিথিলতা প্রাপ্তি।

অণ্ডলাল-মূত্র (এল্বুমিনুরিয়া), তৃষ্ণাশূন্য, পরিভ্রমণশীল বেদনা।

জরায়ু-মুখের কাঠিন্য বশতঃ প্রসব বেদনা বিলম্বিত।

জরায়ু হইতে বেদনা সরিয়া সর্ব্বাঙ্গে প্রসারিত হয় ; জরায়ু-মুখ কঠিন।

জরায়ু হইতে গলমধ্য পর্য্যন্ত তরঙ্গবৎ অনুভব, তাহাতে শ্বাসরোধ

অনুভব হয়; ইহাতে প্রসব বেদনার বাধা প্রদান করে; আক্ষেপের পূর্ব্বলক্ষণ।

প্রসববেদনাকালে আক্ষেপ:—৩৬।

২৫ লেরিংক্স।—থাকিয়া থাকিয়া স্বরভঙ্গ; তৎসহ গলমধ্যে শুষ্কতা ও কর্কশতা। গ্লটিসের পক্ষাঘাত।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—ধীর শ্বাসক্রিয়া ও ধীর নাড়ী; শ্বাসক্রিয়া ভারবিশিষ্ট, কষ্টকৃত; বক্ষে রক্তাধিক্যতা।

দীর্ঘস্থায়ী, কাকের ধ্বনিবৎ নিশ্বাস গ্রহণ; হঠাৎ ও সজোরে প্রশ্বাস প্রক্ষেপ; গ্লটিসের আক্ষেপ।

২৭ কাসী।—ফসেসে শুড়শুড়ি বা কর্কশতা বশতঃ কাসী; স্বরভঙ্গ; ক্ষতবৎ ও টাটানি; প্রতিশ্যায়; ব্রংকসের সর্দ্দি।

ঘুংরি কাসীবৎ কাসী; ঘাম।

২৮ ফুসফুস।—রক্তাধিক্যতাযুক্ত ফুসফুস-প্রদাহ, তৎসহ উভয় পার্শ্বের স্কন্ধাস্থির নিম্নে কষ্টবোধ; ঘর্ম্ম নির্গমনের অবরোধ বশতঃ উৎপন্ন।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের অতিরিক্ত ক্রিয়া।

হৃৎপিণ্ডের এরূপ ক্রিয়া বোধ হয় যে উহা যদিও স্পন্দনের চেষ্টা করে কিন্তু উহা সম্পূর্ণ সম্পন্ন করিতে অক্ষম, নাড়ী প্রত্যেক বার সবিরাম গতি হয়; শয়নে বৃদ্ধি, বিশেষতঃ বামপার্শ্বে।

ভয় হয় পাছে অবিরত বিচরণ না করিলে হৃদস্পন্দন স্থগিত হইবে।

স্নায়বীয় কম্প, কিন্তু চর্ম্ম উষ্ণ; কাহাকে চাপিয়া ধরিতে বলে যাহাতে অধিক না কাঁপে। * হৃদরোগ।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া:—ক্ষীণ, ধীর; অবসাদযুক্ত; হস্তপদাদি শীতল।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষঃস্থলের মাংস পেশীতে সাময়িক বেদনা।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—পৃষ্ঠ দণ্ড হইতে মস্তক ও স্কন্ধ পর্য্যন্ত বেদনা।

গ্রীবা পশ্চাতে দক্ষিণ পার্শ্বে আকুঞ্চক বেদনা।

গ্রীবাদেশে পেশীশূল বেদনা।

পৃষ্ঠদণ্ডের রক্তাধিক্যতা; দুর্ব্বলতা, অলসতা; মাংসপেশী মৃষ্টবৎ অনুভব হয় ও ইচ্ছার বশবর্ত্তী নহে

লোকোমোটার এটাক্সি। নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—উভয় বাহুতে গভীর স্থানে পৈশিক বেদনা।

হাতের তলা উত্তপ্ত, শুষ্ক।

বাহুদ্বয় দুর্ব্বল, অসাড়।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পদদ্বয়ে গভীর স্থানে পৈশিক বেদনা, সঞ্চালনে উপশম হয়।

থাকিয়া থাকিয়া চিঁড়িক মারা বেদনা।

পদদ্বয়ে—উরু হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত—আকৃষ্ট, সঙ্কোচক, খল্লীবৎ বেদনা; সঞ্চালন বা ভ্রমণে বৃদ্ধি।

গুরুত্ব; ঐচ্ছিক সঞ্চালন শক্তি বিলুপ্ত; মাংসপেশী ইচ্ছার বশবর্ত্তী নহে; রাত্রিতে বেদনা।

হস্তপদাদির বিশেষতঃ চরণদ্বয়ের শীতলতা, যেন শীতলজল মধ্যে নিমগ্ন রহিয়াছে। তৎসহ উৎকণ্ঠা ও পদদ্বয়ে বেদনা বোধ।

৩৪ সাধারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি।—কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়াসহ হস্তপদাদি শীতল; হস্ত পদ শীতল।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—স্থির হইয়া শুইয়া থাকিতে চাহে।

উচ্চ বালিসের উপরে রাখিলে মস্তকে আরাম বোধ।

সঞ্চালনের প্রারম্ভে বেদনা বৃদ্ধি, ক্রমাগত সঞ্চালনে উপশম।

৩৬ স্নায়ু।—দেহ ও মনের অতিরিক্ত উত্তেজনশীলতা; রক্ত সঞ্চালন বিধানের উত্তেজনা।

প্রত্যাবৃত্ত (রিফ্লেক্স) উত্তেজনা বশতঃ আক্ষেপ, এক পায়ের আক্ষেপ।

প্রসবান্তিক আক্ষেপ (সূতিকাক্ষেপ), তৎপূর্ব্বে অত্যন্ত অলসতা, কপালে ও মূর্দ্ধা দেশে অলসবোধ, মেডলা প্রদেশে পূর্ণতা অনুভব; মস্তক বৃহৎ অনুভব হয়; মস্তক ভারী, তৎসহ মুখের চেহারা অর্দ্ধ স্তম্ভিত প্রায়; মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ; বাক্যকথন জড়িত; নাড়ী ধীর ও পূর্ণ; দীর্ঘস্থায়ী প্রসব বেদনা বশতঃ; জরায়ু-মুখের কাঠিন্য, অণ্ডলাল মূত্র (এল্বুমিনুরিয়া)।

ধনুষ্টংকারবৎ আক্ষেপ; দাঁতী লাগিয়া যায়।

গতি শক্তির পক্ষাঘাত; মাংসপেশী সকল ইচ্ছার বশবর্ত্তী নহে।

স্নায়ুশূল।—তীব্র, তরুণ, হঠাৎ চিড়িক মারা বেদনা।

৩৭ নিদ্রা।—হাই তোলা। অনিদ্রা।

মুখমণ্ডল, মস্তক ও স্কন্ধের অতি প্রবল কণ্ডূয়ন বশতঃ অনিদ্রা; দন্তোদ্গম কালে অনিদ্রা।

যেমন নিদ্রিত হয় অমনি প্রলাপ।

শিরঃপীড়া বা পেট বেদনা বশতঃ জাগিয়া উঠে।

জ্বরের প্রারম্ভে তন্দ্রাদোষ; বিশেষতঃ শিশুদিগের।

অলস, নিদ্রালু কিন্তু নিদ্রা হয় না।

জাগরিত বা অর্দ্ধজাগরিতাবস্থায় থাকে এবং অসংলগ্ন বকে।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম, ।—শীত শীত বোধ, পৃষ্ঠদেশ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে কামড়ানি; পরিশ্রান্ত অনুভব, তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার পৈশিক ক্রিয়া (সঞ্চালন) পরিত্যাগ করে; প্রতি দিন বৈকালে ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত।

শীত হস্তদ্বয়ে আরম্ভ হয়; শীত পৃষ্ঠ বহিয়া উঠে; হস্ত পদ শীতল অনুভব হয়।

চরণদ্বয় শীতল, তৎসহ মুখমণ্ডল ও মস্তকের উত্তাপ; শিরঃপীড়া।

সময়ে সময়ে অল্প অল্প গাত্র সরস হয়; ঘর্ম্ম ক্রমশঃ ও মধ্যম প্রকারের হয়, তাহাতে সদত বেদনা সকল উপশমিত হয়।

। টাইফইড (বিকার) জ্বর যখন স্নায়বীয় লক্ষণ সকলের প্রাধান্য থাকে।

উদ্ভেদ জ্বর (যেমন হাম, বসন্ত ইত্যাদি):—বিশেষতঃ শিশুদিগের উদ্ভেদ বাহির হইবার সময়ে আক্ষেপ আশঙ্কা। অতি প্রবল জ্বরের উত্তাপ, রক্তপূর্ণতা কিন্তু একোনাইট অপেক্ষা অল্প অস্থিরতা; বেলেডনা অপেক্ষা প্রাবল্য অল্প এবং তত হঠাৎ বৃদ্ধিও নহে; অলস; দুর্ব্বলতা দোষযুক্ত জ্বর; তন্দ্রাদোষ।

৪১ আক্রমণ।—জ্বর স্বল্পবিরাম বা সবিরাম, সাময়িক আক্রমণ।

প্রতিদিন ঠিক একই সময়।

৪২ তন্তু।—রক্তাধিক্যতা, তাহা ধামনিক হউক বা শৈরিক হউক, তৎসহ রক্ত সঞ্চালনের ধীরতা।

রক্তস্রাব, রক্ত ফোটা ফোটা পড়ে, লালবর্ণ।

সঞ্চালন বা গত্যুৎপাদক স্নায়ুকে অধিকতর আক্রমণ করে; স্নায়ু সকলের মধ্য দিয়া পৈশিক দুর্ব্বলতা উৎপাদন করে।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সর্দ্দি; জলবৎ শ্লেষ্মা, কখন ঘন (পূয়বৎ) স্রাব হয় না।

৪৬ চর্ম্ম।—হামের ন্যায় উদ্ভেদ, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে।

চর্ম্মশুষ্ক ও উত্তপ্ত; পাকাশয়ের দোষ বশতঃ ও স্নায়বীয় জ্বর।

অরুণিমা (এরিথিমা), বিশেষতঃ মুখমণ্ডল ও গ্রীবাদেশে।

৪৭ অবস্থা।—যুবা ব্যক্তি; শিশুগণ। রমণীগণ।

স্নায়বীয় (বায়ুপ্রধান) ব্যক্তিগণ।

৪৮ সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ:—চায়, কফি, লবণ।

ট্যাবেকাম।

(তামাক)

পরীক্ষক:—হার্টলব।

১ মন।—বিস্মৃতিপরায়ণ; কোন কথা অতি ধীরে ধীরে বুঝিতে হয়।

আহ্লাদযুক্ত, প্রফুল্ল, অধিক কথা কহে।

বিষণ্ণ; ব্যাকুলতা, বিলাপান্তে উহার উপশম।

মস্তিষ্কে কোনপ্রকার উত্তেজনাসম্ভূত রোগসমূহ, তৎপরে সুস্পষ্ট পাকাশয়িক লক্ষণসকল।

২ চৈতন্য।—শিরোঘূর্ণন:—মস্তকে অতিশয় ভারবোধ; পাকাশয়ের বিবমিষা সহকারে; ঘরের বাহিরে উপশম।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—সবমন শিরঃপীড়া, অতি প্রত্যুষে আরম্ভ হয়, মধ্যাহ্নে অসহ্য হইয়া উঠে; ভয়ানক বিবমিষা, অতি প্রবল বমন, শব্দ ও আলোকে অতিশয় বর্দ্ধিত হয়।

শিরঃপীড়া অনাবৃত বায়ুতে উপশম হয়।

৫ চক্ষু।—সন্ধ্যাকালে অস্পষ্ট দৃষ্টি, যেন কোন আবরণের মধ্যদিয়া দেখিতেছে; এবং তৎসহ দ্বিত্বদৃষ্টি।

চক্ষুতে উত্তাপ ও জ্বালা ; অক্ষিগোলক রক্তপূর্ণ, কর্ণিয়া শ্লেষ্মাবৃত, তাহা মুছিয়া ফেলিতে হয়।

কর্ণ।—স্নায়বীয় বধিরতা।

অনুভব হয় যেন কর্ণ অবরুদ্ধ।

কর্ণদ্বয় অতি উত্তপ্ত ও লালবর্ণ অনুভব হয়।

নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তি ক্ষীণ।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের শীর্ণতা ও মৃতবৎ পাণ্ডুবর্ণ ; শীতল, ঘর্ম্মাবৃত।

মুখমণ্ডল নীলবর্ণ।

মুখমণ্ডল আকৃষ্ট, বিকৃত ; চক্ষুদ্বয় অন্তঃপ্রবিষ্ট এবং চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ।

ঠোঁট বিদারিত (ফাটা), স্ফীত, কটাবর্ণ মামরী আবৃত।

মুখমণ্ডলের অস্থিতে ও দন্তে অত্যন্ত ছিন্নকর বেদনা।

১০ দন্ত।—ছিন্নকর, বিদীর্ণকর দন্তশূল।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—কথা কহিতে পারে না। * এঞ্জাইনা পেক্টরিস। কষ্টকৃত বাক্য কথন।

১২ গলমধ্য।—গলমধ্য শুষ্ক ও শ্বাসরোধক অনুভব, গলাধঃকরণ করিতে পারে না ; গলমধ্য ও মুখমধ্যে জ্বালা।

গলমধ্যে অতিশয় আকুঞ্চন অনুভব। * এঞ্জাইনা পেক্টরিস।

গলমধ্যে অধিক আঠাবৎ শ্লেষ্মা সঞ্চয়, তুলিতে কষ্ট হয়।

উপজিহ্বা (যুভুলা) স্ফীত।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অত্যন্ত তৃষ্ণা। * শৈশব বিসূচীকা।

সদত ক্ষুধা ; কিছু না খাইলে বিবমিষা ; কিম্বা খাদ্যে বিতৃষ্ণা।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—অতি সামান্য সঞ্চালনে বিবমিষা ও বমন। * শৈশব বিসূচীকা।

ভিরাট্রম ও সিকেলি দ্বারা ভেদ বন্ধ হইলে যে বিবমিষা ও শীতল ঘর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে তাহাতে ট্যাবেকাম প্রযুজ্য। * ওলাউঠা।

উদ্গার :—অম্ল, উত্তপ্ত ; এবং অল্প অল্প খাদ্যেরও ; কিম্বা উচ্চরবে।

বমন :—একটু নড়িতে গেলেই বিবমিষা ; গর্ভাবস্থায় অতি ভয়ানক বিবমিষা ; জল কিম্বা শ্লেষ্মাসহ অম্ল জলীয় পদার্থ উঠে।

সমুদ্রযাত্রা কালে বিবমিষা ও বমন ; শীতলতা, অতি সামান্য মাত্র শরীর সঞ্চালনে বৃদ্ধি ; জাহাজের ডেকের উপর পরিষ্কার শীতল বায়ুতে উপশম।

১৭ পাকাশয়।—পাকাশয়ের পাইলোরিক প্রদেশে আক্ষেপিক চাপ বোধ।

পাকাশয়-গহ্বরে অসহ্য যন্ত্রণা।

পাকাশয়ে ক্ষীণতা, শিথিলতা অনুভব।

নানা প্রকার কষ্টকর অনুভব সকল যথা :—জ্বালা, খল্লী, নিদ্রিত হইলেই হঠাৎ বেদনা, ইত্যাদি।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতে চাপ, ভার বা সূচীবেধ অনুভব।

যকৃত বৰ্দ্ধিত, তাহার উপর চাপ দিলে বেদনা পাকাশয়-গহ্বরে অনুভূত হয়।

১৯ উদর।—অন্ত্রে গড় গড় শব্দ।

আধ্মান বায়ুর সঞ্চরণ।

উদর আধ্মানযুক্ত, কোষ্ঠবদ্ধ, আম ও তৎসঙ্গে থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ অতি প্রবল বেদনা, আহারে বৃদ্ধি কিন্তু তথাপি এত ক্ষুধা যে থাকিতে পারে না।

অতি প্রবল জ্বালা, চীৎকার করিয়া উঠে, ভয়ঙ্কর বেদনা।

অন্ত্রের আক্ষেপ।

উদরের মাংসপেশীর অতি প্রবল সঙ্কোচন, নাভি অন্তঃপ্রবিষ্ট।

আবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধি ; বিবমিষা, মৃতবৎ ভ্রমি, শীতল ; শীতল ঘর্ম্ম ; বমন ; হঠাৎ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যতা।

২০ মল, ইত্যাদি।—হঠাৎ ভস্মা, হরিদ্রাযুক্ত সবুজবর্ণ অথবা সবুজাভ পিচ্ছিল মল ; বেগ ; উদরমধ্যে বায়ু সঞ্চরণশীল।

কোষ্ঠবদ্ধ ; মল ছাগলের নাদির মত, অতি কষ্টে নিঃসৃত হয়।

দেহ শীতল, উদর উত্তপ্ত ; যতক্ষণ না উদর হইতে সমস্ত বস্ত্রাদি খুলিয়া ফেলা হয় ততক্ষণ সন্তুষ্ট হয় না। * শৈশব বিসূচীকা।

মল হরিদ্রাবর্ণ, কখন কখন সবুজাভ আম ; বমন ; দুর্ব্বলতা ; শীতল ঘর্ম্ম। * শৈশব বিসূচীকা।

ওলাউঠা, দেহ শীতল, মুখমণ্ডল বিকৃত, আক্ষেপ ; বমন, কিম্বা, ভেদ বমন কিছুই নাই ; পতনাবস্থা।

২১ মূত্র।—বৃক্ক শূল ; মূত্রবাহক নলী বহিয়া বেদনা (দক্ষিণ পার্শ্বে বেশী) ; শীতল ঘর্ম্ম, পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল, ভ্রমি, ভয়ানক বিবমিষা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—স্বপ্নদোষ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—উদর, জননযন্ত্র সমূহ, প্রস্রাব পথ প্রভৃতিতে সূচী-বিদ্ধবৎ বেদনা।

বয়ঃসন্ধি সময়ের উপসর্গ সকল ; মাথা ঘোরে ; দুর্ব্বল ও ভ্রমি বোধ হয়।

২৪ গর্ভাবস্থা।—প্রাতঃকালিক বমন : ১৬।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—দ্রুত, উৎকণ্ঠাযুক্ত, অসমান। থাকিয়া থাকিয়া শ্বাসরোধ।

শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ; কোষ্ঠবদ্ধ।

শ্বাসরোধ।

২৭ কাসী।—শুষ্ক কাসী। হুপশব্দক কাসী, প্রবল বেগ সহ বমন, পাকাশয়-গহ্বরে সূচীবেধ, গভীর নিশ্বাস লইতে অক্ষমতা।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—রাত্রিতে থাকিয়া থাকিয়া হৃদকম্পন, বক্ষে পাশা-পাশি কসিয়া ধরা বোধ, তৎসহ এঞ্জাইনা পেক্টরিস।

হৃৎপিণ্ডে কষ্টবোধ ; নাড়ী ক্ষীণ, অসমান। * ওলাউঠা।

হৃদপ্রদেশে হঠাৎ উৎকণ্ঠা বোধ।

বামপার্শ্বে শয়নে প্রবল হৃৎকম্পন ; দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিলে চলিয়া যায়।

নাড়ী :—দ্রুত, পূর্ণ, বৃহৎ ; অননুভবনীয়, ক্ষুদ্র, সবিরাম।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—এঞ্জাইনা পেক্টরিস সহ গ্রীবা বহিয়া স্নায়ুশূলের বেদনা উঠে ; আরও তৎসহ গলমধ্যে কসিয়া ধরা বোধ।

দুই স্কন্ধমধ্যে বেদনা। * এঞ্জাইনা পেক্টরিস।

কটিদেশে ও নিতম্বদেশে প্রবল বেদনা ; প্রায়ই ভ্রমণে উপশম।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বামবাহু ক্লান্ত, বেদনাযুক্ত।

বাহু ও হস্তদ্বয়ে খল্লী ; এক একটি অঙ্গুলিতে, বিশেষতঃ হস্ত ধৌত করিবার সময়ে ; অতি প্রত্যূষে।

বাহু ও হস্তদ্বয়ে আক্ষেপিক সঙ্কোচন। হস্তদ্বয় খঞ্জ ও শীতল অনুভব
হয়; তৎপরে জ্বালা এবং অঙ্গুলির অগ্রভাগ ফুলা।
হস্তদ্বয় বরফবৎ শীতল; দেহ উষ্ণ।
হস্তদ্বয়ের কম্পন।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—জানু হইতে নিম্নে সমস্ত পা বরফবৎ শীতল।
বামপায়ে জানু হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত পিপীলিকা হণ্টন অনুভব।
চরণদ্বয়ের কম্পন ও চলৎশক্তিবিহীন দুর্ব্বলতা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—শীতলতা, হস্তপদের কম্পন; শীতল ঘর্ম্ম।
খল্লী, হস্তপদাদিতে ছিন্নকর বেদনা।

৩৬ স্নায়ু।—ক্লান্ত, অলস; কম্পন।
অনিচ্ছায় মাংসপেশীর সঙ্কোচন সহ ভয়ঙ্কর বেদনা।
মাংসপেশীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন, আক্ষেপ, সাধারণ অসাড়তা।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রালুতা, অনাবৃত বায়ুতে গেলে চলিয়া যায়। ‖ রাত্রিতে
স্তম্ভনকারী নিদ্রা।
অনিদ্রা; নিদ্রাকালে স্পন্দন ও উৎক্ষেপ।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সন্ধ্যাকালে সমগ্রদেহে শীতলতা ও কম্প।
দেহ উষ্ণ, হস্ত বরফবৎ শীতল; কিম্বা, দেহ শীতল। * ওলাউঠা রোগে।
ঘর্ম্ম:—হস্তদ্বয়, কপাল, মুখমণ্ডল প্রভৃতিতে শীতলঘর্ম্ম; আঠাবৎ,
শীতল; প্রচুর।

৪১ আক্রমণ।—লক্ষণ সকল থাকিয়া থাকিয়া দেখা দেয়।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ১৮, ১৯, ৪৬। বাম: ২৯, ৩২, ৩৩।

৪৪ তন্তু।—শীর্ণতা, বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশ ও গণ্ডদ্বয়ের।

৪৬ চর্ম্ম।—ওলাউঠারোগে শীতল।
মুখমণ্ডল ও দক্ষিণস্কন্ধে লালবর্ণ দাগ, স্পর্শে জ্বালা করে।
কণ্ডূয়ন, তৎসহ বক্ষ ও স্কন্ধোপরি লালবর্ণ কিম্বা হরিদ্রাবর্ণ দাগ; ফুস্কুড়ি।

৪৮ সম্বন্ধ।—ট্যাবেকাম প্রতিষেধ করে:—সাইকু, ষ্ট্যামো।
ট্যাবেকামের প্রতিবিষ:—ইপি (বমন); আর্সে (তাম্রকূট চর্ব্বন);
নক্সভমি। (ধূমপানান্তে পরদিবস প্রাতে পাকাশয়িক লক্ষণ সকল);

ফক্ষ (হৃৎকম্পন); ইগ্নে, পলসা (হিক্কা); ক্রিমে (দন্তশূল); সিপি (মুখমণ্ডলের দক্ষিণপার্শ্বের স্নায়ুশূল, অপাক, পুরাতন স্নায়বীয় দুর্ব্বলতার লক্ষণ সকল); লাইকোপো (ধ্বজভঙ্গ)।

প্লাণ্টেগো মেজাস অনেক সময়ে তামাকের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইয়াছে।

ট্যারেক্সেকাম।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—আপন মনে সদত গুন্ গুন্ বকা। * টাইফাস জ্বর।

কথা কহিতে, হাসিতে এবং প্রফুল্ল হইতে ইচ্ছা।

২ চৈতন্য।—ভ্রমণকালে শিরোঘুর্ণন; কম্পজ্বরের বিজ্বরাবস্থা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—উপবিষ্টাবস্থায় বাম রগে আকৃষ্ট বেদনা, ভ্রমণ ও দণ্ডায়মানকালে স্থগিত হয়।

উপবিষ্টাবস্থায় বাম রগে সূচীবেধ, দাঁড়াইলে স্থগিত হয়।

পশ্চাৎমস্তকে তীব্র ছিন্নকর বেদনা। * টাইফস জ্বর।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তক একবার দক্ষিণ, একবার বামদিকে পড়ে।

৫ চক্ষু।—আলোকে বিতৃষ্ণা; চক্ষুতে হুলবেধ ও জ্বালা।

৬ কর্ণ।—বাহ্যকর্ণে আকৃষ্ট বেদনা।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; বামপার্শ্বে।

৮ মুখমণ্ডল।—উত্তপ্ত ও রক্তবর্ণ।

গণ্ড, নাসাপুট ও মুখের কোণে ফুস্কুড়ি।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ওষ্ঠ (উপর) বিদারিত।

১০ দন্ত।—খাদ্য চর্ব্বণকালে দন্ত শির শির করে, যেমন অম্লে দাঁত টকিয়া গেলে হয়।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—আহারের পূর্ব্বে তিক্ত; অম্ল, লবণাক্ত, বিশেষতঃ মাখন ও মাংসে।

জিহ্বা :—শাদা ক্লেদাবৃত, স্থানে স্থানে পরিষ্কার হয়, সেই সেই স্থান কালচেলালবর্ণ ও অতিশয় চৈতন্যাধিক।

১২ মুখমধ্য।—অম্লজল মুখমধ্যে সঞ্চিত হয়।

মুখমধ্যে লালা সঞ্চয়, তৎসহ অনুভব হয় যেন লেরিংক্স চাপিয়া বন্ধ করা হইয়াছে।

১৩ গলমধ্য।—খাদ্য গলাধঃকরণের সময়ে ওপরে, ক্লাভিকেল অস্থি পরিসরে কামড়ানি বেদনা, ঐ বেদনা গ্রীবার বামপার্শ্ব দিয়া কর্ণ মধ্যে উত্থিত হয়; অন্ননলী এতক্ষুদ্র অনুভব হয় যে খাদ্য দ্রব্য তাহার মধ্য দিয়া যাইবে না বোধ হয়।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—তিক্ত উদ্গার; হিক্কা।

▌ কয়েকদিন পর্য্যন্ত জলপানের পরে উদ্গার।

রাত্রিতে উদ্গার, কাঠবমি ও বিবমিষা। * কম্পজ্বর।

বিবমিষা :—তৎসহ শিরঃপীড়া, উৎকণ্ঠা; এবং চর্ব্বিযুক্ত খাদ্যের পরে বমন।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত বর্দ্ধিত, কঠিন।

প্লীহাপ্রদেশে বেদনা। * কম্পজ্বর।

১৯ উদর।—▌ উদর মধ্যে সঞ্চালন অনুভব, যেন বুদ্বুদ সকল উঠিতেছে ও ফুটিতেছে।

▌ হিষ্টিরিয়া দোষযুক্ত আধ্মান; পানান্তে উদ্গার; উদর মধ্যে বায়ু বুদ্বুদ সকল ফুটিতেছে বোধ হয়, ইত্যাদি।

উদর স্ফীত কামলা রোগ।

২০ মল, ইত্যাদি।—নিষ্ফল বেগ, তৎসহ অত্যন্ত অধিক কুন্থন; স্বল্প, কঠিন মল। * কম্পজ্বর।

মল কষ্টকৃত, যদিও কঠিন নহে। * কম্পজ্বর।

পেরিনিয়ামে কামোদ্দীপক কণ্ডুয়ন, তাহাতে চুলকাইতে হয়।

২১ মূত্র।—পুনঃ পুনঃ, প্রচুর ও বর্ণশূন্য মূত্র।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—প্রত্যেকবার মূত্রত্যাগের পরে উর্দ্ধদিকে চিড়িক মারিয়া উঠে।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অবরুদ্ধ।

২৮ ফুস্‌ফুস্‌।—বক্ষমধ্যে সূচীবেধ।

বক্ষমধ্যে প্রেক বেঁধাবৎ, খননবৎ বেদনা।

দক্ষিণ পঞ্জরাস্থি মধ্যবর্ত্তী মাংসপেশী সমূহে উৎক্ষেপ।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—কর্ণ হইতে নিম্নে গ্রীবা পর্য্যন্ত ছিন্নকর বেদনা।

পৃষ্ঠদণ্ডের বরাবর চাপযুক্ত সূচীবেধ, প্রধানতঃ সেক্রাম অস্থিতে, তৎসহ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ—বাহুদ্বয়ের মাংসপেশীতে উৎক্ষেপ।

বাম বাহু, মস্তকের পার্শ্ব ও কর্ণ মধ্যে অসাড়তা অনুভব।

দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে চাপযুক্ত বেদনা।

হস্তদ্বয় উত্তপ্ত। অঙ্গুলির অগ্রভাগ সকল বরফবৎ শীতল।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বাম উরুতে সূচীবেধ বেদনা।

বাম পায়ের ডিমে চাপযুক্ত বেদনা।

দক্ষিণ পায়ের ডিমে উৎক্ষেপযুক্ত বেদনা, স্পর্শ করিবামাত্র স্থগিত হয়।

কেবল নিম্নাঙ্গে ছিন্নকর বেদনা, বিশ্রামকালে বৃদ্ধি। * টাইফাস জ্বরে।

জানু, পদদ্বয় ও অঙ্গুলিতে জ্বালা।

দাঁড়াইলে দক্ষিণ পায়ের উপর তলায় আকৃষ্টবৎ বেদনা; বসিলে স্থগিত হয়।

দক্ষিণ পায়ের তলায় অতি তীব্র বা সূক্ষ্ম সূচীবেধ বেদনা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি নাড়িতে পারে কিন্তু উহা বোধ হয় যেন আবদ্ধ কিম্বা শক্তিশূন্য।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি স্পর্শে ও অযথা অবস্থানে বেদনাযুক্ত।

৩৬ স্নায়ু।—দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত, বসিয়া বা শুইয়া থাকিতে প্রবৃত্তি; অর্দ্ধচেতন।

দুর্ব্বলতা, ক্ষুধা রহিত, প্রতি রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম্ম; তৃষ্ণা; অস্থির নিদ্রা।

৩৭ নিদ্রা।—হাইতোলা, বসিয়া থাকিলে নিদ্রালু।

রাত্রিতে জাগিলে পর উত্তাপ, প্রধানতঃ মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের।

নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে;—স্বপ্ন ও ঘর্ম্ম দ্বারা।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সর্ব্বাঙ্গে শীত শীত বোধ; রাত্রিতে তৎসহ ঘর্ম্ম ও পাকাশয়িক উপসর্গ সকল।

আহার পানান্তে শীত। খোলা বায়ুতে শীত।

রাত্রে ৮টার সময়ে নাসিকা ও হস্তদ্বয় শীতল হয়; যখনই নিদ্রিত হয় তখনই ঘর্ম্ম বাহির হয়, প্রধানতঃ মস্তকে।

দীর্ঘস্থায়ী শীত, প্রচুর ঘর্ম্ম; প্লীহায় বেদনা।

প্রচুর দুর্ব্বলকারী নৈশ ঘর্ম্ম, তাহাতে চর্ম্মে কি দংশন করিতেছে বোধ হয়।

ঘর্ম্ম, প্রায়ই তৃষ্ণা সহ।

৪৪ তন্তু।—টাইফাস জ্বরের পরে স্নায়ুশূল ও বাত।

টেরিবিন্থিনা।

(টার্পিন তৈল)

পরীক্ষক :—হার্টলব।

১ মন।—স্তম্ভিত ভাব; গভীর নিদ্রা; মূত্রাবরোধজনিত তন্দ্রাদোষ; মূর্চ্ছা।

মন পরিষ্কার, পরে অচেতন, তৎপরে কোন বিষয়ে মন স্থির করিতে অক্ষমতা।

অলসবোধ, খোলসা প্রস্রাবত্যাগে উপশমিত হয়।

২ চৈতন্য।—হঠাৎ শিরোঘূর্ণন, তৎসহ দৃষ্টির অস্পষ্টতা।

৩মস্তকাভ্যন্তর।—পেটবেদনাসহ অনুগ্র মাথাধরা।

মস্তকে অতিশয় চাপ ও অত্যন্ত পূর্ণতা বোধ।

৫ চক্ষু।—আইরিস প্রদাহ; প্রস্রাব সম্বন্ধীয় লক্ষণসকল বর্ত্তমান থাকে।

চক্ষু মধ্যে ও উপরে বেদনা, রাত্রিতে কিম্বা রাত্রি ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি।

চক্ষু কালচে লালবর্ণ, আক্রান্ত পার্শ্বে মুখমণ্ডল লালবর্ণ।

৬ কর্ণ।—ঘড়ি বাজার ন্যায় কর্ণ মধ্যে শব্দানুভব।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে প্রচুর রক্তস্রাব।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের মৃত্তিকাবৎ বর্ণ, অন্তঃপ্রবিষ্ট চেহারা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—▌জিহ্বা মসৃণ, চাকচিক্যশালী যেন জিহ্বায় কণ্টকসকল মোটেই নাই। * টাইফইড জ্বর।

১৫ পানাহার।—আহারান্তে : ১৬।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—আহারান্তে পাকাশয়ে বমনোদ্রেক।

১৭ পাকাশয়।—পাকাশয় প্রদেশে অনুগ্র বেদনা।

যেন একটা গুলি গিলিয়া ফেলিয়াছে এরূপ বোধ, ঐ গুলি যেন পাকাশয় গহ্বরে আটকাইয়া রহিয়াছে।

১৯ উদর।—▌উদর স্ফীত :—টাইফইড জ্বর, সূতিকা জ্বর প্রভৃতিতে উদরাধ্মান, সকল জ্বরেতেই উপরি উল্লিখিত জিহ্বার লক্ষণ সমান বর্ত্তমান থাকিলে; পুনঃ পুনঃ পেট বেদনা; কোষ্ঠবদ্ধ।

ক্রিমি :—তৎসহ দুর্গন্ধ শ্বাসবায়ু, শ্বাসরোধ বোধ, শুষ্ক কাসী; গুহ্যদ্বারে জ্বালা ও শুড়শুড়ি বোধ, তৎসহ অনুভব হয় যেন ছোট ছোট ক্রিমিসকল ইতস্ততঃ হাটিয়া বেড়াইতেছে; কখন কখন তৎসহ আক্ষেপ থাকে।

২০ মল, ইত্যাদি।—বৃক্ক প্রদাহ সহকারে অন্ত্রের প্রতিশ্যায (ক্যাটার) ও অতিসার।

ক্ষত সহ অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব।

মল জলবৎ, সবুজাভ, আম ও জলবৎ; প্রাতে বৃদ্ধি।

মলত্যাগের পরে সরলান্ত্রে ও মলদ্বারে ভয়ানক জ্বালা।

২১ মূত্র।—বৃক্ক পীড়া, আর্দ্র গৃহে বাস করিয়া বৃদ্ধি।

দক্ষিণ বৃক্ক হইতে নিতম্ব পর্য্যন্ত জ্বালা ও আকৃষ্ট বোধ।

উপবিষ্টাবস্থায় বৃক্ককে চাপ বোধ, সঞ্চালনে উপশম।

প্রবল জ্বালা সহকারে রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ।

মূত্র :—কৃষ্ণবর্ণ, তাহাতে কাফির গুড়ার ন্যায় অধঃক্ষেপ; অত্যন্ত শীর্ণতা ও দুর্ব্বলতা; পরিষ্কার, জলবৎ, প্রচুর; রাত্রিতে মূত্রবেগধারণে অক্ষমতা; স্বল্প, আবিল, গাঢ়বর্ণ, এপিথিলিয়মযুক্ত অধঃ-

ক্ষেপ; এল্‌বুমেনযুক্ত; রক্তযুক্ত, রক্ত মূত্রের সহিত সম্পূর্ণ বিমিশ্রিত।

মূত্রাধারের বেগ, মূত্রকৃচ্ছ্র; বৃক্কক প্রদেশে জ্বালা; মূত্রে পিচ্ছিল, ঘন, কর্দ্দমবৎ অধঃক্ষেপ সঞ্চিত হয়।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—প্রমেহ, তৎসহ মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাধারের বেগ. মূত্রমার্গে জ্বালা, লিঙ্গোচ্ছ্বাস বা কর্ডি।

২৩ গর্ভাবস্থা।—জরায়ুতে জ্বালা ও কোঁথপাড়া; জ্বালা সহকারে মূত্রত্যাগ।

* প্রসবান্তিক জরায়ু প্রদাহ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া, যেন ফুসফুসের রক্তাধিক্যতা বশতঃ। হাপানি কাসী, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

২৭ কাসী।—বায়ু-নলীভুজের সর্দ্দি, তৎসহ অত্যন্ত অধিক শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন।

শুষ্ক কাসী, শ্লেষ্মা উঠে না কিম্বা রক্তের রেখাযুক্ত শ্লেষ্মা উঠে।

২৮ ফুসফুস।—ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব।

বক্ষপরিসরে অসহ্য জ্বালা ও কসিয়া ধরাবৎ বোধ, তৎসহ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির অত্যন্ত শুষ্কতা, কিম্বা প্রচুর শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—নাড়ী :—শক্তি ও দ্রুততা বর্দ্ধিত; ক্ষীণ, দ্রুত।

৩১ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—বৃহত্তর স্নায়ু সমূহের বরাবর অতি তীব্র বেদনা।

বাতরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সায়াটিকা বেদনা; মূত্র লক্ষণ সকল মিলিলে।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালনে :—বেদনা হ্রাস হয়; হাপানি কাসী বৃদ্ধি হয়।

৩৮ স্নায়ু।—দুর্ব্বলতা, অলসতা।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—কম্প, তৎপরে সর্ব্বাঙ্গ শরীরে জ্বরের উত্তাপ; মাথাধরা, আরক্ত মুখমণ্ডল। * ব্রাইটের পীড়া।

প্রবল তৃষ্ণাসহ জ্বর। প্রচুর ঘর্ম্ম।

৪১ ত্বক্।—বায়ুপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিসমূহের শুষ্কতা ও জ্বালা।

বৃক্করোগ সহ শোথ। শীর্ণতা।

৩৮ সম্বন্ধ।—ফস্ফরস কর্ত্তৃক টেরিবিন্থ প্রতিষেধিত হয়।

তুলনা কর :—ক্যান্থারিস, কোপেবা।

ট্রিলিয়াম পেণ্ডুলাম।

পরীক্ষিত হয় নাই।

৭ নাসিকা।—প্রচুর রক্তস্রাব।

১০ দন্ত।—দন্তোত্তোলনের পরে দন্তমূলের গহ্বর হইতে রক্তস্রাব।

১১ পাকাশয়।—পাকাশয়ে উত্তাপ ও জ্বালা, অন্ননলী পর্য্যন্ত উঠে।

রক্তবমন।

১৩ মল, ইত্যাদি।—রক্তামাশয়, কখন মলে প্রধানতঃ কেবল রক্ত থাকে।

১৬ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ু স্থানচ্যুত, তজ্জনিত জরায়ু হইতে রক্তস্রাব; প্রচুর স্রাব।

অতি সামান্য সঞ্চালনে জরায়ু হইতে প্রচুর উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তস্রাব; তৎপরে রক্তাল্পতাবশতঃ রক্ত ফিকাবর্ণ।

অতি পরিশ্রমের পরে ঋতু উপস্থিত হয়, যথা অধিকক্ষণ অশ্বারোহণ ইত্যাদি; প্রচুর স্রাব।

শ্বেতপ্রদর :—রক্তযুক্ত, তৎসহ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; হরিদ্রাবর্ণ, প্রচুর, ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়ে।

রজোনিবৃত্তিকালে জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব; স্রাব প্রতি দুই সপ্তাহান্তর উপস্থিত হয়।

১৭ গর্ভাবস্থা।—গর্ভস্রাবের আশঙ্কা; প্রচুর রক্তস্রাব।

প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব (লোকিয়া) অতি প্রচুর।

২১কাসী।—কষ্টকর, প্রচুর পূযযুক্ত শ্লেষ্মা; বিলেপী জ্বর; রক্ত নিষ্ঠীবন।

২৬ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব সহ পৃষ্ঠদেশে বেদনা।

৩৪ তন্তু।—রক্তস্রাব প্রায়ই উজ্জ্বল লালবর্ণ, প্রচুর।

অনুভব হয় যেন অস্থি সকল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; তৎসহ রক্তস্রাব

ডঙ্কামারা।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—ঠিক কথা খুঁজিয়া পায় না।

মনের গোলযোগ, মন স্থির করিতে পারে না।

বেদনা সহ রাত্রিতে প্রলাপ।

ক্রোধ ব্যতীত তিরস্কারে প্রবৃত্তি।

অস্থির ও কলহপ্রিয়।

২ চৈতন্য।—প্রাতে জাগিলে পর মাথা টলে, চক্ষুসম্মুখে অন্ধকার, কম্পন ও দুর্ব্বলতা।

ইন্দ্রিয় সকলের জড়তা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালে প্রেকবেধ, জ্বালা, তৎসহ মস্তিষ্কে খননবৎ অনুভব; সঞ্চালনে বৃদ্ধি, এমন কি বাক্যকথনে; মস্তক ভারী।

অনুগ্র শিরঃপীড়া, অবিরাম স্থায়ী : মস্তক, বক্ষ এবং পাকাশয়ে বেদনা, তৎসহ অত্যন্ত কষ্টবোধ, বিমর্ষচিত্ততা, কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া, মনের মধ্যে গোলমাল. এক বিষয়ে মন স্থির করিতে পারে না।

মস্তকে রক্তাধিক্যতা, কর্ণ মধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ; পদদ্বয় ভিজাইলে বৃদ্ধি।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তিষ্ক মধ্যে এবং পৃষ্ঠদেশে শীত শীত বোধ; বোধ হয় যেন কেশসকল খাড়া হইয়া উঠিয়াছে; প্রতিদিন সন্ধ্যা-কালে উপস্থিত হয়।

করোটীত্বকের দক্রু; কণ্ঠের নিকটস্থ গ্রন্থিসকল স্ফীত।

করোটীত্বকে পুরু মামরী, তাহাতে কেশ পতিত হয়।

৫ চক্ষু।—পড়িতে গেলে চক্ষুতে কামড়ানি বোধ; দৃষ্টি অস্পষ্ট; বিশ্রামে বৃদ্ধি।

স্ক্রফুলা-দূষিত শিশুদিগের দৃষ্টি বিলোপের উপক্রম।

অস্পষ্ট দৃষ্টি, যেন জালের মধ্য দিয়া দেখিতেছে।

চক্ষুপ্রদাহ; স্ক্রফুলা-দূষিতদিগের, অল্প একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই।

উপরাক্ষিপুটের পক্ষাঘাত।

৬ কর্ণ ।—কর্ণ মধ্যে ভোঁ। ভোঁ। শব্দ।

অনুগ্র বেদনা, কর্ণ মধ্যে গুন্ গুন্ শব্দ।

কান কামড়ানি; ঝিঝিঝি; ভোঁ। ভোঁ। শব্দ; রাত্রিতে স্থিরভাবে থাকিলে বৃদ্ধি।

প্যারটিড গ্রন্থির স্ফীততা; হামের পর হইলেও।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, উত্তপ্ত পরিষ্কার রক্ত; নাসিকার উপরিভাগে চাপবোধ; ভিজিলে পরে বৃদ্ধি।

শুষ্ক প্রতিশ্যায়; সঞ্চালনে উপশম; বিশ্রামে বৃদ্ধি; অতি সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই আবার প্রত্যাবর্ত্তন করে।

প্রবল প্রতিশ্যায়, চর্ম্ম শুষ্ক ও উত্তপ্ত: হস্ত পদাদি শক্ত, শীতল, অসাড় এবং বেদনাযুক্ত; সর্ব্বাঙ্গে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ।

মুখমণ্ডলের দক্র বিলোপবশতঃ মুখমণ্ডলে বেদনা ও শ্বাসকাস।

গণ্ডোপরি সরস উদ্ভেদ।

মুখ স্ফীতভাব। * শোথ।

মুখমণ্ডল, কপাল ও চিবুকে পুরু মামরী।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—শীতল বায়ুতে ঠোঁটের উৎক্ষেপ।

মুখমণ্ডল বিকৃত; এক পার্শ্বে আকৃষ্ট।

১০ দন্ত।—ঠাণ্ডা লাগিয়া দন্তশূল, বিশেষতঃ তৎসহ উদরাময়; মস্তক মধ্যে গোলমেলে ভাব; প্রচুর লালা স্রাব।

মাড়ী খাইয়া যায়, অল্পেতেই রক্ত পড়ে; লালা স্রাব।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—তিক্তাস্বাদ।

জিহ্বাগ্রভাগে কণ্ডূয়ন ও শুড়শুড়ি বোধ।

মুখমধ্য ও জিহ্বা শুষ্ক।

শুষ্ক, স্ফীত জিহ্বা।

জিহ্বা স্ফীতবশতঃ অস্পষ্ট বাক্যকথন, কিন্তু অনবরত কথা কহে।

ঠাণ্ডা লাগিয়া জিহ্বার পক্ষাঘাত।

১২ মুখমধ্য।—লালা চট্‌চটে; মাড়ী স্পঞ্জের ন্যায়।

লালাস্রাব বর্দ্ধিত।

তৃষ্ণা ব্যতীত মুখশোষ।

জিহ্বা ও মুখমধ্যে ক্ষত :—বাতজনিত; পারদ অপব্যবহারজনিত, তৎসহ লালাস্রাব এবং গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থিসমূহের স্ফীততা।

১৩ গলমধ্য।—ফসেসে অধিক শ্লেষ্মা।

প্রত্যেক শীতের পরিবর্ত্তনে টন্সিল প্রদাহ।

চাপবোধ, যেন উপজিহ্বা অধিক লম্বা হইয়াছে।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—আহারে রুচি ব্যতীত ক্ষুধা।

জরের পরে ক্ষুধা। শীতল জলের অধিক তৃষ্ণা।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—বিবমিষা, রুচি রহিত।

বমনকালে অত্যন্ত শীতশীত বোধ।

অতি প্রত্যূষে আঠাবৎ শ্লেষ্মা বমন।

যে জল পান করিয়াছে সেই জল সহ সবুজাভ, হরিদ্রাবর্ণ, পিচ্ছিলপদার্থ বমন; শীতল জল পানান্তে।

১৯ উদর।—নাভির উর্দ্ধে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

ঠাণ্ডা লাগার পরে পেটবেদনা; পেট কামড়ানি, বিবমিষা, তৎপরে উদরাময়।

উদরের শোথ।

ঠাণ্ডা লাগিয়া কুচকির গ্রন্থিসমূহের স্ফীততা।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—শাদাটে, জলবৎ; পিচ্ছিল, জলবৎ, হরিদ্রাযুক্ত সবুজ; রাত্রিতে বৃদ্ধি; পরিবর্ত্তনশীল,—শাদা, হরিদ্রা বা সবুজবর্ণ; জলবৎ; অম্লগন্ধ বিশিষ্ট; বিবমিষা, তৎসহ মলত্যাগের ইচ্ছা।

উদরাময় :—ঠাণ্ডা লাগিয়া; কিম্বা, উষ্ণ হইতে ঠাণ্ডায় পরিবর্ত্তন বশতঃ, বিশেষতঃ ঠাণ্ডা ও সরস বায়ুতে; প্রাতঃকালে প্রচুর পাতলা মল; দন্তোদ্গমকালে।

রক্তামাশয়:—শীতল সরস বায়ু হইতে; লালাস্রাব বর্দ্ধিত; সরলান্ত্রে জ্বালা ও কণ্ডূয়ন, গাত্রের উত্তাপ এবং তৃষ্ণা।

১১ মূত্র।—সদত মূত্রত্যাগের ইচ্ছা।

মূত্রাশয় ও মূত্রমার্গের নিকট বেদনাযুক্ত চাপবোধ, কয়েক ফোটামাত্র প্রস্রাব বাহির হয়, এবং তাহাতে শ্লেষ্মাময় পদার্থ অধঃক্ষেপ জমে।

মূত্র :—স্বল্প, দুর্গন্ধ, আবিল ; কিছুক্ষণ থাকিলে তৈলবৎ, তাহাতে রক্তের সহিত শক্ত আঠাবৎ শাদা কিম্বা লালবর্ণ শ্লেষ্মা থাকে ; দুর্গন্ধ কিম্বা শ্লেষ্মা-পূয মিশ্রিত।

ঠাণ্ডা বা আর্দ্র স্থানে থাকিয়া ব্রাইটের পীড়া।

মূত্রাবরোধ ; ঠাণ্ডা লাগাইয়া বা শীতল জলপান করিয়া মূত্রকৃচ্ছ্র।

অসাড়ে মূত্রত্যাগ ; মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত।

১২ পুংজননেন্দ্রিয়।—ধ্বজ-ভঙ্গ ; জননেন্দ্রিয়ের উপরে দদ্রু। * মেঢ্র-ত্বকে দদ্রু।

১৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—সর্দ্দিজন্য রজোরোধ।

ঋতুর পূর্ব্বে গাত্রে পীড়কা।

ঋতু অতি বিলম্বিত, অতি স্বল্পস্থায়ী ; শোণিত জলবৎ পাতলা।

স্তনদ্বয় রক্তাধিক্য, শক্ত ; স্বল্পরজঃ।

১৪ গর্ভাবস্থা।—সর্দ্দিজন্য স্তন্যরোধ।

স্তন্যকালে মাতার গাত্রে উদ্ভেদ বাহির হয়।

স্তনে দদ্রু ; যাহাদিগের শিশু স্তনপান করে।

ঠাণ্ডা বা আর্দ্রতা বশতঃ প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব অবরোধ।

১৫ লেরিংক্স।—কর্কশ, স্বরভঙ্গ স্বর ; সর্দ্দি।

ইনফ্লুয়েঞ্জা (সংক্রামক সর্দ্দিজ্বর)।

ট্রেকিয়া শ্লেষ্মাপূর্ণ।

হাপানীকাসী,তৎসহ মুখমণ্ডলের দদ্রু বিলোপের পরে মুখমণ্ডলে বেদনা।

সরস হাপানী কাসী, শ্বাসকৃচ্ছ্র, সরস ঘড়ঘড় শব্দে কাসী, প্রচুর শ্লেষ্মা উঠে ; আর্দ্র বায়ুতে বৃদ্ধি।

শ্লেষ্মা সঞ্চয় বশতঃ বক্ষে শ্বাস্ কষ্টবোধ।

১৬ কাসী।—শুষ্ক, স্বরভঙ্গ, কর্কশ কাসী ; কিম্বা সরল, প্রচুর শ্লেষ্মা-নিষ্ঠীবন সহ কাসী ; শ্রুতিশক্তি হ্রাস ; সর্দ্দিজ জ্বর।

হামের পরে পুরাতন শ্লেষ্মাযুক্ত কাসী।

হুপশব্দক কাসীর ন্যায় কাসী; প্রত্যেক নিশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি।

কেবল রক্ত নিষ্ঠীবন।

কাসী শয়নে, গৃহের উষ্ণতায় ও গভীর নিশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি; খোলা বায়ুতে উপশম।

হুপশব্দক কাসী :—লেরিংক্স ও ট্রেকিয়াতে প্রচুর শ্লেষ্মা-সঞ্চয় বশতঃ উত্তেজিত হয়।

২৮ ফুসফুস।—বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ; দুর্গন্ধযুক্ত নৈশ ঘর্ম্ম।

স্ক্রুফুলাদূষিত ব্যক্তিদিগের গুটিকোৎপত্তি (টুবার্কুলোসিস); গয়ার শক্ত, সবুজ; কাসী মধ্যমপ্রকারের; বক্ষের স্থানে স্থানে সূচীবেধ; উদরাময়।

যক্ষ্মাকাশ। ▌ ফুসফুসাবরক ঝিল্লি প্রদাহ, ফুসফুসাবরক ঝিল্লিপ্রদাহ সহ ফুসফুস প্রদাহ, তৎসহ শক্ত, কষ্টকৃত, বিবর্ণ গয়ার।

▌ বক্ষে জলসঞ্চয়, আর্দ্রবায়ুতে বৃদ্ধি।

বক্ষে শ্লেষ্মা, অনেকক্ষণ না কাসিলে উহা উঠে না; শ্বাসরোধক সর্দ্দি।

রক্তনিষ্ঠীবন, উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত; লেরিংক্সে শুড়শুড়ি; বিশ্রামে বৃদ্ধি।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—রাত্রিতে হৃৎকম্পন।

নাড়ী :—ক্ষুদ্র, কঠিন, বিশেষতঃ রাত্রিতে; পতনাবস্থা।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—সর্দ্দি লাগিয়া গ্রীবা অনম্য, পৃষ্ঠদেশ বেদনাযুক্ত, উরুদেশ খঞ্জ।

স্কার্লাটিনা বা হামে মেরুমজ্জাঝিল্লি-প্রদাহ, উদ্ভেদ সকল বাহির হয় না।

মেরুমজ্জায় রক্তাধিক্যতা।

কটিদেশে শীতলতা অনুভব।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহু ও হস্তদ্বয়ে দদ্রু।

হস্তে আঁচিল। হস্তের তলায় ঘর্ম্ম।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—জানুতে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ।

পায়ের ডিমে স্ফীততা; স্ক্রুফুলা।

গায়ের বিসর্প ; ছাল উঠিয়া যায় ; কণ্ডূয়ন।

সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—হস্তপদাদি শীতল।

তরুণ উদ্ভেদের পরিবর্ত্তে, কিম্বা পুরাতন উদ্ভেদ, উদরাময়ের সহিত পর্য্যায়ক্রমে দেখা দেয়।

ঠাণ্ডা লাগিলে সন্ধি সমূহে বেদনা।

জলে ভিজিলে বাত ; এক ভাবে থাকিলে প্রবল বেদনা, কেবল সঞ্চালনে হ্রাস হয়।

স্নায়ু।—সাধারণ অসুস্থতা বোধ।

আক্ষেপ মুখমণ্ডলে প্রথম আরম্ভ হয়।

একপার্শ্বের আক্ষেপ ; বাক্‌রোধ।

দুর্ব্বলতা, অলসতা।

উদ্ভেদ :—বিলোপ ও ঠাণ্ডা লাগিয়া পক্ষাঘাত ; ঊর্দ্ধ ও নিম্নাঙ্গ এবং জিহ্বার পক্ষাঘাত ; পক্ষাঘাত-বিশিষ্ট হস্ত বরফবৎ শীতল।

নিদ্রা।—সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যায় এবং ভয় প্রাপ্তির ন্যায় চমকাইয়া উঠে।

নিদ্রাকালে মুখ খোলা ও নাক ডাকিতে থাকে।

অস্থির নিদ্রা, নানাবিধ গোলমেলে স্বপ্ন, পুনঃ পুনঃ ঘর্ম্ম।

উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণতা ; ৪০, ৪৬। উষ্ণবায়ু : ৩০, ২৮। উষ্ণ গৃহ : ২৭। ঠাণ্ডা : ৩৪, ৪৪, ৪৬। শীতলবায়ু : ১, ১১। শীতল, আর্দ্র বায়ু : ৩, ১৩, ২০, ২১, ২৪, ২৮, ৪৪, ৪৬। ভিজা বায়ু : ২৬, ২৮, ৩৪।

শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত পৃষ্ঠদেশ হইতে আরম্ভ বা প্রসারিত হয়, উষ্ণতায় উপশমিত হয় না ; প্রধানতঃ সন্ধ্যাকালে।

বেদনাসহ শীত। প্রবলতৃষ্ণা সহ শীত।

সর্ব্বাঙ্গে শুষ্ক জ্বালাকর উত্তাপ, পৃষ্ঠদেশে উত্তাপ ও জ্বালা।

উত্তাপের সহিত প্রলাপ কিন্তু তৃষ্ণা থাকে না।

চর্ম্মরোগ সহ দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

সর্ব্বাঙ্গে রাত্রি ও প্রাতে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম ; দিনে পৃষ্ঠ, কান ও হাতের তলায় বেশী।

ঘর্ম্ম অবরুদ্ধ এবং একেবারেই থাকে না।

৪২ পার্শ্ব।—বাম : ২৮। দক্ষিণ : ৩৩। বাম হইতে দক্ষিণ : ৩৩। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে : ৩১।

‖ ঊর্দ্ধদিকে বিদীর্ণকর বেদনা।* বাত।

৪৪ তন্তু।—রক্তস্রাব :—রক্ত জলবৎ, অথবা উজ্জ্বল লালবর্ণ।

চর্ম্ম নিষ্ক্রিয় ; শ্লৈষ্মিক স্থান সকল অতিরিক্ত ক্রিয়াশীল, বিশেষতঃ ঠাণ্ডা লাগিয়া উদ্ভেদ বিলোপবশতঃ।

গ্রন্থিসমূহের শীতল স্ফীততা, এবং গ্রীবা ও কুচ্‌কি দেশীয় গ্রন্থিসমূহের প্রদাহ ও কাঠিন্য।

জ্বর ও কম্পজ্বর, স্কার্লাটিনা এবং বাতজ্বরের পরে সার্ব্বাঙ্গিক শোথ।

আর্দ্র ও শীতল বাতাস লাগিয়া ঘর্ম্ম অবরোধের পরে শোথ।

স্ক্রফুলা। শীর্ণতা।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্ম উত্তপ্ত, শুষ্ক।

জলবৎ রসস্রাবী দদ্রু, চুলকাইলে রক্ত পড়ে।

পুরু দদ্রু, চতুর্দ্দিক কিনারা লালবর্ণ ; গ্রন্থি সমূহ স্ফীত।

মশকদংশনের ন্যায় লাল লাল দাগ।

কণ্ডূয়নযুক্ত ফুস্কুড়ি বাহির হয়, মামড়ী পড়িয়া গেলে কণ্ডূয়ন স্থগিত হয় ; স্পর্শে চৈতন্যাধিক ; ধৌত করিলে বৃদ্ধি হয়।

স্ক্রফুলাদূষিত শিশুদিগের পামা বা কাউর।

খোসপাচড়া বিলোপ।

বেদনাযুক্ত ক্ষত ; স্রাব স্বল্প।

অধিক কণ্ডূয়নসহ আমবাত ; চুলকাইলে পর জ্বালা করে ; উষ্ণতায় বৃদ্ধি, ঠাণ্ডায় উপশম।

হাতের পৃষ্ঠ ও মুখমণ্ডলে মাংসল ও বড় বড় এবং মসৃণ আঁচিল।

আর্দ্র, শীতল বায়ু লাগিয়া উদ্ভেদ সকল বসিয়া যায় : ২৬।

৪৭ অবস্থা।—শ্লেষ্মাপ্রধান, স্ক্রফুলাদূষিত রোগীগণ যাহারা অস্থির ও খিট্‌খিটে ; শীত পরিবর্ত্তনে যাহাদের সর্দ্দি লাগে।

৪৮ সম্বন্ধ।—পারদ অপব্যবহারে :—লালাস্রাব ; গ্রন্থি স্ফীততা ; দূষিত ক্ষত ;

ব্রংকাইটিস; উদরাময়; বায়ুর সামান্য পরিবর্ত্তনে সর্দ্দি-প্রবণতা।

ডস্কামারা ব্যারাইটা-কার্ব্বনিকার কার্য্যাবশেষপুরক।

ডস্কামারার প্রতিবিষ :— ক্যাম্ফ, কুপ্র, ইপিকা, মার্কু।

ড্রসেরা।

পরীক্ষক :— হানিমান।

১ মন।—মানসিক অস্থিরতা; যখন পাঠ করে তখন কেবল একটী বিষয় অধিকক্ষণ পড়িতে পারে না, একটা ছাড়িয়া অপর একটা এইরূপ করে।

উদ্বেগ :—সন্ধ্যায় যখন একাকী থাকে এবং রাত্রিতে যখন জাগরিত হয়; সন্ধ্যাকালে যেন জলমগ্ন হইয়া আত্মহত্যা করিতে বাধ্য করে।

অবিশ্বাস। অতিশয় খিট্‌খিটে, অতি সামান্য বিষয়ে বিরক্ত হয়।

২ চৈতন্য।—খোলাবায়ুতেভ্রমণে শিরোঘূর্ণন,বামদিকে টলিয়া পড়ার সম্ভব। মস্তকের ভার।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালে চাপযুক্ত বেদনা, বেদনা ভিতর হইতে বাহিরের দিকে।

মস্তকের বামপার্শ্বে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

কপালে ছুরিকাবিদ্ধবৎ শিরঃপীড়া, মস্তক অবনত করিলে বৃদ্ধি।

মস্তিষ্কের সম্মুখভাগে ছুরিকাবিদ্ধবৎ বেদনা, চক্ষু সঞ্চালনে বৃদ্ধি, হাতের উপর মস্তক রাখিলে উপশম।

। বহির্মস্তক।—করোটীত্বকে জ্বালাকর বেদনা, দক্ষিণ রগের চর্ম্মে টাটানিবৎ বেদনা।

করোটিত্বকের সম্মুখভাগে কণ্ডূয়ন, ঘর্ষণে উপশমিত হয়।

করোটিত্বকে ক্ষতকারী কণ্ডূয়ন।

চক্ষু।—দূরদৃষ্টি, যত্নপূর্ব্বক কোন ক্ষুদ্র দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে দুর্ব্বলতা চক্ষু সম্মুখে কম্পন; চক্ষু ঝলসিয়া যায়; আলোক, সূর্য্যালোক বা বাতির আলোকে বৃদ্ধি।

চক্ষু সম্মুখে জালবৎ বোধ ; পাঠকালে অক্ষর সকল যোড়া লাগিয়া যায়।

৬ কর্ণ।—শ্রুতিশক্তি হ্রাস, তৎসহ কর্ণের নিকট গুন্ গুন্ শব্দ। কর্ণমধ্যে সূচীবেধ। দক্ষিণ আভ্যন্তরিক কর্ণে বেদনা।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

পুনঃ পুনঃ হাছি, তৎসঙ্গে সরস সর্দ্দি থাকুক বা না থাকুক।

প্রচুর সরস সর্দ্দি, বিশেষতঃ প্রাতে।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল স্ফীতভাব ও রক্তশূন্য।

গণ্ড ও চক্ষুদ্বয় অন্তঃপ্রবিষ্ট।

প্রাতে মুখের এক (বাম) পার্শ্ব শীতল, অন্য (দক্ষিণ) পার্শ্ব উত্তপ্ত।

মুখমণ্ডল উত্তপ্ত, হস্তদ্বয় শীতল।

মুখমণ্ডলে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি, তাহা স্পর্শ করিলে সূক্ষ্ম সূচীবেধ-বৎ বোধ হয়।

বাম অক্ষিপুটের নিম্নে গণ্ডোপরি চর্ম্মে কণ্টক বেধবৎ, জ্বালাকর বেদনা।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—বাম পার্শ্বের নিম্ন চোয়ালে সূচীবেধবৎ ও ছিন্নকর বেদনা, যেন বোধ হয় অস্থি-আবরক ঝিল্লিতে।

অধর মধ্যস্থলে বিদারিত।

ঠোঁটের শুষ্কতা এবং আস্বাদ শক্তি অল্প।

মুখের দক্ষিণ কোণে চর্ম্মে জ্বালা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—খাদ্য আস্বাদশূন্য বোধ হয়।

রুটি তিক্ত লাগে।

আস্বাদ :—আহারান্তে গলমধ্যে তিক্ত ; পচা। জিহ্বার মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র গোলাকার বেদনাশূন্য স্ফীততা।

জিহ্বোপরি সূক্ষ্ম কণ্টকবেধ বোধ।

জিহ্বার দক্ষিণ পার্শ্বে ও অগ্রভাগে সূচীবেধ ও জ্বালাকর বেদনা।

জিহ্বার অগ্রভাগে শুক্লবর্ণ ক্ষত।

১২ মুখমধ্য।—বাম গণ্ডের ভিতরে জ্বালাকর বেদনা, যেন মরিচ লাগিয়াছে।

প্রচুর জলবৎ লালা স্রাব। মুখ দিয়া জল উঠে।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—পুনঃ পুনঃ হিক্কা।

উদ্গারে তিক্ত বা অম্ল আস্বাদ। চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য খাইলে বিবমিষা; মধ্য রাত্রি হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি।

প্রাতে পিত্তবমন; শ্লেষ্মা, অথবা কাসীতে কাসীতে খাদ্যবমন; পানান্তে। বমনের পর বৃদ্ধি।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়-গহ্বরে আকুঞ্চক বেদনা, যেন সমস্তই উদরের মধ্যে টানিয়া লইতেছে, বিশেষতঃ গভীর নিশ্বাসগ্রহণ কালে।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—স্পর্শে ও কাসিতে গেলে বেদনা। কাসিতে হাইপোকণ্ড্রিয়া হাত দিয়া চাপিয়া ধরিতে হয়।

১৯ উদর।—অম্ল খাদ্য খাইয়া পেট কামড়ানি।

বসিয়া থাকিলে উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে সূচীবেধ। উদরের মধ্য দিয়া পাশাপাশি দক্ষিণ হইতে বাম পার্শ্বে অনুগ্র সূচীবেধ। ভ্রমণ কালে যেন একবারে শ্বাসরোধ করিয়া ফেলে।

বাম কটিদেশ হইতে পুরুষাঙ্গে সূচীবেধ।

২০ মল, ইত্যাদি।—পেট-বেদনা সহ পুনঃ পুনঃ মল।

মল :—কোমল, তরল; শাদা, পিচ্ছিল ও দুর্গন্ধ এবং তৎসহ জলবৎ গন্ধশূন্য মূত্র।

মলের সহিত রক্তযুক্ত আম পড়ে; তৎপরে উদর ও কটিদেশে বেদনা।

মলত্যাগের পরেও সদত মলত্যাগের প্রবৃত্তি।

২১ মূত্র।—পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের বেগ, কিন্তু মূত্র স্বল্প, বারে বারে কেবল ফোটা ফোটা।

পুনঃ পুনঃ প্রচুর মূত্রত্যাগ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—শিশ্নে কণ্ডূয়নযুক্ত সূচীবেধ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রথম রজোদর্শনে বিলম্ব।

ঋতু অতি বিলম্বে; অতি স্বল্প।

রক্ত কালবর্ণ।

প্রসববেদনাবৎ বেদনা সহ শ্বেতপ্রদর।

২৪ লেরিংক্স।—স্বর :—স্বরভঙ্গ, গভীর, কথা কহিতে অনেক পরিশ্রম করিতে হয়; ভাঙ্গা গলা, স্বর বন্ধ।

উপজিহ্বা সদত এদিক ওদিক সঞ্চরমাণ।
কথা কহিতে লেরিংক্সের আকুঞ্চন।
লেরিংক্স মধ্যে পালক পতনবৎ বোধ, তাহাতে কাসী উৎপন্ন হয়।
লেরিংক্সে শ্লেষ্মা-সঞ্চয়, তাহা শক্ত কিম্বা কোমল।
বক্ষ ও গলমধ্যকার লক্ষণসকল, কথা কহিলে ও গান গাইলে বৃদ্ধি।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসকষ্ট, যেমন প্রত্যেক কথা কহেন, অমনি কণ্ঠ সঙ্কুচি হয়; ভ্রমণকালে এরূপ হয় না।
কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া, মধ্যরাত্রির পরে বৃদ্ধি।

২৭ কাসী।—হুপশব্দক কাসী, থাকিয়া থাকিয়া আক্রমণ; যখন আক্রমণ হ তখন উপর্য্যুপরি এত ঘন ঘন কাসী হয় যে নিশ্বাস লইব সময় থাকে না; সন্ধ্যাকালে শয়নের পরে; রাত্রিতে রাত্রি ২টার সময়ে জাগিয়া উঠে।
কাসীর সময়ে:—বমনের উদ্যম; জল, শ্লেষ্মা ও খাদ্য বমন বক্ষের মাংসপেশীতে সূচীবেধ; কিম্বা নাসিকা ও মুখ দি রক্তস্রাব।
কাসী বৃদ্ধি হয়:—উষ্ণতায়; জলপানে; ধূমপান; হাস্য; সঙ্গীত ক্রন্দন; শয়নের পরে; মধ্যরাত্রির পরে বা প্রাতঃকালে।
নিষ্ঠীবন হরিদ্রাবর্ণ, তিক্ত, কিম্বা দুর্গন্ধ, আরও রক্তযুক্ত কিম্বা পূযবৎ।

২৮ ফুস্‌ফুস্‌।—বক্ষের আকুঞ্চন বোধ।
হাসিতে কিম্বা কাসিতে বক্ষে প্রবল সূচীবেধ, উপশম পাইবার জন্য হাত দিয়া বক্ষ চাপিয়া ধরিতে হয়।
বক্ষের মধ্যস্থলে জ্বালানুভব।
বক্ষের পাশাপাশি প্রবল, কষ্টকর সূচীবেধ, সঞ্চালন কালে দূরীভূত হয়।

৩০ বহির্বক্ষ।—শ্বাস লইতে বা কাসীতে বক্ষের মাংসপেশীতে সূচীবেধ।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা অনম্য ও সঞ্চালনে বেদনাযুক্ত।
প্রাতঃকালে পৃষ্ঠদেশে মুষ্টবৎ বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বিশ্রাম কালে কেবল দক্ষিণ স্কন্ধে কম্পন। হস্তদ্বয় ঠাণ্ডা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—ঊরুদেশের পশ্চাৎদিকের মাংসপেশীতে চাপযুক্ত বেদনা,

চাপ দিলে ও অবনত হইলে বৃদ্ধি; সেই পার্শ্বে রাত্রিতে শয়ন করিতে পারে না, উত্থান করিলে দূরীভূত হয়।

দক্ষিণ নিতম্বসন্ধি ও উরুদেশে খঞ্জকর বেদনা, তৎসহ মচকান ন্যায় গুল্ফ সন্ধিতে বেদনা; ভ্রমণকালে খোঁড়ায়।

দক্ষিণ পায়ের ডিমে সূক্ষ্ম, কর্ত্তনবৎ সূচীবেধ, উপবেশন কালে উপস্থিত হয়, ভ্রমণকালে দূরীভূত হয়।

মচকান ন্যায় দক্ষিণ গুল্ফ সন্ধিতে ছিন্নকর বেদনা, কেবল ভ্রমণ কালে।

গুল্ফ সন্ধির অনম্যতা।

৩। সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল যেন আঘাত প্রাপ্ত। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খঞ্জ অনুভব হয়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির অস্থি সমূহে চর্ব্বণকর ও সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, বিশেষতঃ সন্ধিসমূহে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রবল; সন্ধি সমূহে প্রবল সূচীবেধ; বিশ্রামাপেক্ষা সঞ্চালন কালে অল্প বেদনা বোধ হয়।

৩৬ স্নায়ু।—সমগ্র দেহের দুর্ব্বলতা, তৎসহ চক্ষু ও গণ্ডদ্বয় অন্তঃপ্রবিষ্ট।

৩৭ নিদ্রা।—পুনঃ পুনঃ হাইতোলা ও আড়ামুড়ি ভাঙ্গা।

রাত্রিতে ভয় প্রাপ্তির ন্যায় পুনঃ পুনঃ নিদ্রা হইতে চমকাইয়া উঠে; কিন্তু যখন জাগরিত হয় তখন কোন প্রকার ভয় থাকে না।

নিদ্রা হইতে পুনঃ পুনঃ জাগরণ।

অনিদ্রা। চীৎ হইয়া শুইয়া নিদ্রিত হইলে নাক ডাকে।

সুস্পষ্ট স্বপ্ন:—কতক সুখপ্রদ, কতক উৎকণ্ঠাপূর্ণ; বিরক্তিকর, অন্যের অন্যায় কাজ সম্বন্ধে; তৃষ্ণা ও জলপানের; জাগিয়া উঠিলে তৃষ্ণা পায় ও জল পান করে।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত, তৎসহ মুখমণ্ডলের শীতলতা ও রক্ত শূন্যতা এবং হস্তপদাদি শীতল।

পূর্ব্বাহ্নে শীত।

রাত্রিতে, শয্যায় শয়নাবস্থায় ও বিশ্রামকালে আভ্যন্তরিক শীত।

বিশ্রামকালে শীত ও কম্প, শরীরের সমস্ত স্থানই অতি শীতল, এমন কি শয্যায় শুইয়া থাকিলেও।

দিবাভাগে শীত, রাত্রিতে উত্তাপ।

উত্তাপ প্রায় কেবল মুখমণ্ডল ও মস্তকে।

সন্ধ্যাকালে দেহের ঊর্দ্ধাংশে অধিক উত্তাপ।

উত্তাপ, মধ্যরাত্রির পরে বৃদ্ধি।

শীতল ঘর্ম্ম :—কপালে ; চরণদ্বয়ে।

রাত্রিতে উষ্ণ ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ মধ্যরাত্রির পরে এবং প্রাতঃকালে, মুখমণ্ডলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর।

সমগ্র দেহে ঘর্ম্ম, তৎসহ এমন কাসী যে প্রবল কাঠ বমি উপস্থিত হয়।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্মে কণ্টকবেধ, হুলবেধ, কণ্ডূয়ন।

কণ্ডূয়ন চুলকাইলে, ঘর্ষণে ও হস্তদ্বারা মুছিয়া ফেলিলে উপশম।

হামের ন্যায় উদ্ভেদ।

টাটানি বেদনা কিম্বা হুলবেধ অনুভবসহ উদ্ভেদ।

৪৮ সম্বন্ধ।—হুপশব্দক কাসীতে সলফার ও ভিরাট্রম উৎকৃষ্ট অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধ। যক্ষ্মাকাসের শুষ্ক কাসীতে ড্রসেরার পরে কোনিয়াম উপকারী।

ড্রসেরা নক্সভমিকার কার্য্যাবশেষপূরক।

লেরিংক্সের পীড়ায় ড্রসেরা ইপিকার অনেকটা সদৃশ।

ড্রসেরার প্রতিবিষ :—ক্যাম্ফর।

ডায়াস্কোরিয়া ভিলোসা।

পরীক্ষক :—কুসিং।

১ মন।—বিষণ্ণভাব : ২২।

অযথা নামে আহ্বান।

২ চৈতন্য।—অলস, গোলমেলে, মাথাটলা ; মুখ শুষ্ক ও তিক্ত।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—অনুগ্র বেদনা, আহারান্তে বৃদ্ধি।

চক্ষূর্দ্ধে তীব্র বেদনা।

মস্তকে চাপক বেদনা ; বিবমিষা, মুখশোষ।

৮ চক্ষু।—চক্ষু ক্ষীণ, বেদনা বিশিষ্ট ; অক্ষিপুট সংযোজিত।

চক্ষুমধ্যে যেন কোন গোলাকার পদার্থ বা শল্য রহিয়াছে অনুভব।

৯ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে বেদনা।

বেদনা তীব্র, বা অনুগ্র, কর্ণের সম্মুখে ও পশ্চাতে পেষণ বোধ।

১০ নাসিকা।—নাসিকায় দুর্গন্ধ, যেন পিত্তযুক্ত।

নাসিকা অবরুদ্ধ, শুষ্ক ; কিম্বা জলবৎ স্রাব।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—শাদা, শুষ্ক ; হরিদ্রাযুক্ত শাদা ; অগ্রভাগে বেদনা, প্রাতে বৃদ্ধি।

আস্বাদ :—তিক্ত, খারাপ ; বিস্বাদ।

১২ মুখমধ্য।—শুষ্ক কিন্তু তথাপি চটচটে শ্লেষ্মাপূর্ণ ; তৃষ্ণার অভাব।

১৩ গলমধ্য।—ফসেস শুষ্ক, জ্বালাযুক্ত, বেদনাবিশিষ্ট।

১৪ পানাহার।—অপরিমিত আহার, খাদ্যের দোষ অথবা চা-পানকারী-দিগের অত্যধিক আধ্মানিক পেটবেদনা।

১৫ বিবমিষা ও বমন।—▌অত্যন্ত অধিক পরিমাণে আস্বাদশূন্য, তিক্ত, অম্ল, বা পচা ডিম্বের ন্যায় বায়ু উদ্গার উঠে, তাহাতে বেদনা আংশিক উপশমিত হয়।

১৭ পাকস্থলী।—▌কষ্টবোধ, তৎসহ পুনঃ পুনঃ তীব্র বেদনা ; পরিধেয় বস্ত্র ঢিল করিয়া দিতে হয় ; প্রাতে কষ্ট ও জ্বালা অনুভব ; উদ্গারে উপশম হয়।

পাকাশয় প্রদেশে কঠিন বেদনা।

▌পাকাশয়-গহ্বরে তীব্র, খল্লীবৎ বেদনা, তৎপরে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আস্বাদশূন্য বায়ু উদ্গার ; হিক্কা এবং অন্ত্র হইতে বায়ু নিঃসরণ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—▌পাকাশয় ও পিত্তকোষ প্রদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা ; পাকাশয়-শূল।

▌যকৃতে তীব্র বেদনা, ঐ বেদনা চুচুক পর্য্যন্ত প্রসারিত।

১৯ উদর।—▌অন্ত্রে সমভাবে স্থায়ী মোচড়ান বেদনা, নিম্নোদরে বেশী ; বেদনা সদত স্থান পরিবর্ত্তন করে ; শয়নে বৃদ্ধি।

▌ নাভি প্রদেশে পেটকামড়ানি; সদত অনুগ্র কামড়ানি, তৎসহ সমস্ত অন্ত্রমধ্যে তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা।

▌ অন্ত্র-কূজন; অধিক পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ হয় : তীব্র বেদনা।

▌ নাভি ও হাইপোগ্যাষ্ট্রীক প্রদেশে কষ্ট বোধ; কর্ত্তন, শূলবেদনাবৎ বেদনা; উদ্গার।

▌ পেটবেদনায় সম্মুখে অবনত হইয়া পড়ে; শয়নে বৃদ্ধি; আড়ামুড়ি ভাঙ্গিলে বা উঠিয়া দাঁড়াইলে ও ভ্রমণ করিলে উপশম; বেদনা সদত স্থায়ী, সময়ে সময়ে বৃদ্ধি। আধ্মানিক আক্ষেপ।

ভোজনান্তে আধ্মান; আধ্মানিক পেট বেদনা কিন্তু তৎসহ অতি সামান্য যাকৃতিক বিকার (দোষ) থাকে বা মোটেই থাকে না।

বেদনা প্রথমে একটী ক্ষুদ্র স্থানে আরম্ভ হয় এবং তথা হইতে উর্দ্ধ ও নিম্নদিকে প্রসারিত হয়; বেদনার আক্রমণের প্রারম্ভে ঐ বেদনা পাকাশয়, যকৃত, প্লীহা অথবা জরায়ু পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে; প্রায়ই বেদনা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে বিশেষতঃ অতি দূর দূর স্থানে সরিয়া সরিয়া যায়।

১০ মল, ইত্যাদি।—হঠাৎ মলত্যাগের বেগ, বিশেষতঃ অতি প্রত্যূষে।

কষ্ট ও বেগে বায়ু নিঃসরণ হয়; প্রায়ই তৎসহ জলবৎ মল নির্গত হয়, কিন্তু তাহাতে বেদনা আংশিক উপশমিত হয়।

প্রাতে মলত্যাগ; তৎপরে অর্শের বলি বহির্গত হয়, তৎপরে বেদনা ও কষ্ট অনুভূত হয়।

অনুভব হয় যেন মল অতিশয় উষ্ণ; উষ্ণ বায়ুনিঃসরণ।

প্রাতে প্রচুর পাতলা হরিদ্রা বর্ণ মলত্যাগ; তাহাতে অন্ত্রের বেদনা উপশম হয় না; মল দুর্গন্ধ ও পিত্তযুক্ত।

২২ পুং জননেন্দ্রিয়।—জননেন্দ্রিয় সমূহের সদত উত্তেজনা; পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোত্থান।

রতীচ্ছা হ্রাস।

লিঙ্গোত্থান না হইয়া নিদ্রিতাবস্থায় রেতস্খলন; জননযন্ত্র সমূহ শীতল শ্লথ; দুর্ব্বলতা, বিশেষতঃ জানুদ্বয়ের; বিষণ্ণভাব।

মূত্র্‌নিদেশে বেদনা, উহা অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত প্রসারিত।

অণ্ডকোষ প্রভৃতি স্থানে অতি তীব্র গন্ধ বিশিষ্ট ঘর্ম্ম।

২৭ কাসী।—গলমধ্যে অনেক নিম্নে কণ্ডূয়ন বশতঃ কাঁস।

২৮ ফুসফুস।—চুচুক প্রদেশে বেদনা।

ফুসফুসমধ্য দিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত এবং পৃষ্ঠ হইতে ফুসফুস পর্য্যন্ত বেদনা।

বক্ষের উর্দ্ধাংশে পাশাপাশি কসিয়া ধরার ন্যায় বেদদা; কষ্টবোধ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—শ্বাসরোধক তীব্র বেদনা, তৎসহ ভ্রমি।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—খঞ্জ ও অনম্য; কটিদেশে দুর্ব্বলতা।

কটিদেশে অনুগ্র বেদনা, মেরুদণ্ড বক্র করিলে বৃদ্ধি; তীব্র বেদনা, অণ্ডেকাষ পর্য্যন্ত প্রসারিত।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—দক্ষিণ পায়ে বেদনা, সঞ্চালন কিম্বা উঠিয়া বসিবার সময় কেবল বেদনা অনুভূত হয়।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির নানাস্থানে তীব্র বেদনা; একস্থান হইতে স্থানান্তরে চিড়িক মারিয়া উঠে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দুর্ব্বল বোধ হয়, জানুদ্বয়ে বেশী: ২২।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—মাথাধরা ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার বেদনা প্রায়ই সঞ্চালনে উপশমিত হয়।

৩৬ স্নায়ু।—প্রথমে স্নায়বিক বলকারক; তৎপরে কম্পন, আলস্য, ভ্রমি অবশতা ও শুড়শুড়ি প্রভৃতি উৎপাদিত হয়।

প্রধানতঃ স্নায়ু সকলের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে, বিশেষতঃ সোলার প্লেক্সাস ও মেরুমজ্জীয় স্নায়ুসমূহের উপর, তাহাতে সমগ্র শরীরে ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহে বেদনা উৎপন্ন করে।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—সাধারণতঃ খোলা বায়ুতে উপশম।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত শীত বোধ:—তৎসহ তিক্ত মুখ; তৎসহ অস্থি মধ্যে কামড়ানি, পৃষ্ঠদেশ কামড়ানি, ফুসফুসে বেদনা, গলবেদনা, ইত্যাদি।

হাত পা শীতল, নাড়ী ক্ষীণ কিন্তু জ্বর নাই; পেট বেদনার সহিত এইরূপ অবস্থা।

শীত শীত বোধ কালে সহজেই ঘর্ম্ম হয়।

৪২ পার্শ্ব।—বেদনা সকল প্রসারিত হয়; বিশেষতঃ উদর হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে।

৪৪ তন্তু।—সন্ধিসমূহ বেদনাযুক্ত; দুর্ব্বল জানুদ্বয়: ২২।

৪৬ চর্ম্ম।—নখসকল অস্বাভাবিক ভঙ্গুর বোধ হয়।

নানা স্থানে কণ্ডূয়ন ও জ্বালা।

আঙ্গুলহাড়া, বিশেষতঃ প্রারম্ভে যখন বেদনা, শীত ও যন্ত্রণাদায়ক কিম্বা যখন কণ্টকবেধবৎ বেদনা অনুভব হয়; নখ সকল ভঙ্গুর।

৪৮ সম্বন্ধ।—কর্পূর কর্ত্তৃক ইহার ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয় অনুমান হয়।

তুলনা কর:—কলোসিন্থ (কলোসিন্থে পেটবেদনা এত ক্রমাগত স্থায়ী হয় না, এবং চাপ ও সম্মুখে অবনত হইয়া পড়িলে উপশম হয়।)

ডিজিটেলিস পরপুরিয়া।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—দিবারাত্রি কামোদ্দীপক চিন্তা সকল।

অশ্রুপূর্ণ, বিমর্ষচিত্ত।

আভ্যন্তরিক উৎকণ্ঠা।

উৎকণ্ঠা, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্যাকুলতা, অপরাহ্ণ ৩টার সময় বৃদ্ধি।

২ চৈতন্য।—শিরোঘূর্ণন:—ভ্রমণ বা অশ্বারোহণ কালে; তৎসহ কম্পন; তৎসহ অত্যন্ত ধীর নাড়ী।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মানসিক চিন্তা করিতে কপালে চাপবোধ।

বালিসে মাথা গোঁজে, চুল ধরিয়া টানে; অতি চীৎকার শব্দে ক্রন্দন; সহজেই বমন করে; স্বল্প মূত্র; মুখমণ্ডল নীলীমাবর্ণ।

৫ চক্ষু।—দ্বিত্বদৃষ্টি।

দ্রব্যাদি হরিদ্বর্ণ, পীতবর্ণ বা রূপালিবৎ দেখায়।

অক্ষিঝিল্লির পুরাতন প্রদাহ।

অশ্রুস্রাব, উজ্জ্বল আলোক ও শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি।

প্রাতে অক্ষিপুট সংযোজনা। চক্ষুর তারা চৈতন্যশূন্য।

৬ কর্ণ।—নিদ্রিত হইলে সহসা মস্তকে কড় কড় শব্দ; ভয় পাইয়া চকিত হইয়া জাগিয়া উঠে।

জলফুটার ন্যায় কর্ণের নিকট শব্দ।

৮ মুখমণ্ডল।—নীলাভ রক্তবর্ণ; পাণ্ডুবর্ণ; মৃতবৎ চেহারা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—বিস্বাদ; পিচ্ছিল; সদত লালা স্রাব সহকারে ঈষৎমিষ্ট।

জিহ্বা শাদা ক্লেদাবৃত।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—রুচি নাই, জিহ্বা পরিষ্কার, পাকাশয় শূন্য।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—বিবমিষা, যেন তাঁহার (স্ত্রী) মৃত্যু হইবে।

সদত বিবমিষা ও ওয়াক তোলা, জিহ্বা পরিষ্কার কিন্তু শাদা পিচ্ছিল পদার্থে আবৃত।

বমনের প্রবৃত্তি।

অদম্য ও স্থায়ী বিবমিষা ও বমন; বমনের পরেও বিবমিষা।

প্রাতঃকালে বমন :—খাদ্য; পিত্ত।

১৭ পাকাশয়।—পাকস্থলীতে জ্বালা, অন্ননলী বহিয়া উর্দ্ধে উঠে।

পাকাশয়ে দুর্ব্বলতা, অনুভব হয় যেন তাঁহার মৃত্যু হইবে।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃৎপ্রদেশে টাটানি ও কাঠিন্য।

কামলা ও সহজেই বমন, নাড়ী ধীর।

১৯ উদর।—উদরে কর্ত্তন বোধ।

২০ মল, ইত্যাদি।—মূত্রের বেগের সঙ্গে সঙ্গে পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের ইচ্ছা; অতি অল্প, কোমল মল, তাহাতে উপশম হয় না।

মল :—প্রবল অতিসার (উদরাময়), ভস্মবর্ণ; বিলম্বিত ও খটিকাবর্ণ।

সন্ধ্যাকালে মলত্যাগ, তৎসহ বহুসংখ্যক সূত্রবৎ কৃমি বহির্গত হয়।

২১ মূত্র।—মূত্রত্যাগের নিষ্ফল চেষ্টা।

অবিরত মূত্রত্যাগের ইচ্ছা এবং প্রত্যেক বার অতি স্বল্প পরিমাণে মূত্র ত্যাগ হয়।

মূত্র ত্যাগের পরেও মূত্রপূর্ণ অনুভব হয়।

কয়েক ফোঁটা মাত্র বহির্গত হইলে মূত্রত্যাগের ইচ্ছা বর্দ্ধিত হয়, তাহাতে রোগীকে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইতে বাধ্য করে, যদিও সঞ্চালনে ঐ ইচ্ছা বর্দ্ধিত হয়।

যেন মূত্রমার্গ অতি ক্ষুদ্র এইরূপ আকুঞ্চন ও জ্বালানুভব, প্রষ্টেট গ্রন্থি বিবর্দ্ধিত।

মূত্র :—স্বল্প, গাঢ়, আবিল, কৃষ্ণবর্ণ।

মূত্রমধ্যে ইষ্টকচূর্ণবৎ অধঃক্ষেপ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—জনন যন্ত্র সমূহের অতিশয় দুর্ব্বলতা সহ রাত্রিকালে স্বপ্নদোষ; রেতস্খলনের পর অনুভব হয় যেন মূত্র পথ হইতে কি বহির্গত হইতেছে।

লিঙ্গমণি-প্রদাহ, মুদা, তৎসহ মূত্রত্যাগ কালে অধিক জ্বালা; মেঢ্র-ত্বকের শোথ।

অণ্ডকোষ স্ফীত। জল দোষ (হাইড্রোসিল)।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুর পূর্ব্বে উদর ও পৃষ্ঠে প্রসব বেদনাবৎ বেদনা। শ্বেত প্রদর।

২৫ লেরিংক্স।—গলাধঃকরণের চেষ্টা করিলে শ্বাসরোধ।

অতি প্রত্যূষে স্বরভঙ্গ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসক্রিয়া ধীর, হাপানি কাসীর ন্যায়, অতি প্রত্যূষে আক্রমণ, বিশেষতঃ শীতকালে।

বেদনাযুক্ত হাপানি কাসী, ভ্রমণ কালে বৃদ্ধি।

২৭ কাসী।—গভীর আক্ষেপিক কাসী, উহা মুখ ও টেকিয়া মধ্যে কণ্ডূয়নবশতঃ উৎপাদিত হয়; প্রাতে থাকে না কিন্তু সন্ধ্যাকালে স্বল্প হরিদ্রাবর্ণ, জেলিবৎ শ্লেষ্মা থাকে, অতি কষ্টে ঐ শ্লেষ্মা উঠে।

মধ্য রাত্রে ও প্রাতের দিকে কাসীর বৃদ্ধি; দেহ উত্তপ্ত, আহার, শীতল জলপান, কথা কহিলে কিম্বা খোলা বায়ুতে ভ্রমণ করিলে বৃদ্ধি।

গয়ারে ঈষৎ মিষ্টাস্বাদ; সময়ে সময়ে তৎসহ অল্প কৃষ্ণবর্ণ রক্ত থাকে।

২৮ ফুস্‌ফুস্‌।—দুর্ব্বলীকৃত ও প্রসারিত হৃৎপিণ্ডবশতঃ ফুসফুসের শৈরিক রক্তাধিক্যতা।

চিৎ হইয়া শুইতে ইচ্ছা। ফুসফুস আকুঞ্চিত; নিষ্ঠীবন শক্ত কিম্বা রক্ত-মিশ্রিত শ্লেষ্মা।

বক্ষে অধিক দুর্ব্বলতা, কথা কহিতে পারে না।

হৃদরোগসহ ফুসফুস স্ফীতি (এম্ফিসিমা), সোজা হইয়া সম্পূর্ণ স্থিরভাবে শুইয়া থাকিলে উপশম।

সরস শ্লৈষ্মিক শব্দ, কিন্তু কাসী শুষ্ক; নাড়ী সূত্রবৎ। * বার্দ্ধক্যাবস্থায় ফুসফুস প্রদাহ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের প্রবল কিন্তু অধিক দ্রুত স্পন্দন নহে।

প্রচুর রক্তাম্বু ক্ষরণ সহ হৃদবেষ্টক ঝিল্লির (পেরিকার্ডিয়ামের) প্রদাহ।

নাড়ী :—ক্ষুদ্র, অনিয়মিত; ধীর; অত্যন্ত ধীর, বিশেষতঃ বিশ্রামকালে; প্রত্যেক সঞ্চালনেই দ্রুতগতি, পূর্ণ ও কঠিন হয়; প্রতি ৩য়, ৫মে বা ৭ম স্পন্দন ফাক যায়।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বামবাহুর ভার ও পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—চরণদ্বয়ের স্ফীততা ও বেদনা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে পক্ষাঘাতবৎ অনুভব।

৩৬ স্নায়ু।—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

৩৭ নিদ্রা।—আলস্য, অত্যন্ত নিদ্রালুতা।

অস্থির, অপরিতৃপ্ত নিদ্রা।

রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ চকিত ও জাগরিত।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত অধিকাংশই আভ্যন্তরিক, তৎসহ মুখমণ্ডলে উষ্ণতা, শীত হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আরম্ভ হয়, এবং তৎপরে সমগ্রদেহে প্রসারিত হয়।

সমগ্র পৃষ্ঠদেশে শীতশীতবোধ ও কম্প।

আভ্যন্তরিক শীত ও বাহ্যিক উত্তাপ।

শীত তৎসহ মুখমণ্ডলের উষ্ণতা ও আরক্ততা।

শীত ও উত্তাপ পর্য্যায়ক্রমে।

শীতল ঘর্ম্মসহ হস্তপদের অতিশয় শীতলতা।

ঠাণ্ডায় অতি চৈতন্যাধিক্যতা অর্থাৎ সামান্য ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না।

দেহের উষ্ণতা এবং মুখমণ্ডলের শীতল ঘর্ম্ম।

এক হাত উষ্ণ, অপর হাত শীতল।

রাত্রিতে ঘর্ম্ম, প্রায়ই শীতল ও কতক চট্‌চটে।

ঠিক শীতের পরেই ঘর্ম্ম।

ঘর্ম্ম :—দেহের উর্দ্ধাংশে ; মুখমণ্ডলে।

৪৫ তন্তু।—সন্ধিসমূহে বিদ্ধকর বেদনা।

চক্ষু, কর্ণ, ঠোঁট ও জিহ্বায় শিরাসকল পূর্ণ।

সমগ্র দেহে স্ফীততা ; তৎসহ দুর্ব্বল নাড়ী ও পদদ্বয় শীতল।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্মের কণ্ডূয়ন।

ত্বকস্খলন।

কামলারোগ।

৪৭ অবস্থা।—বয়ঃ-সন্ধিসময়ে হঠাৎ উত্তাপের আবেগ, তৎপরে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, অনিয়মিত নাড়ী ; সামান্য সঞ্চালনেই হৃৎকম্পন উপস্থিত হয়।

৪৮ সম্বন্ধ।—ক্ষুদ্র মাত্রা ডিজিটেলিসের প্রতিবিষঃ—নক্সভমি, ওপি।

চায়নায় ডিজিটেলিসের মানসিক উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত করে।

তুলনা কর :—কনভ্যালেরিয়া, লাইকোপো।

থুজা।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।— চিন্তা করিতে পারে না, ধীরে ধীরে কথা কহে, যেন কথা খুঁজিতেছে ; ভুলকথা ব্যবহার করে।

স্থিরচিন্তা :—যেন কোন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার নিকট রহিয়াছে ; যেন আত্মা ও দেহ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ; যেন দেহ কাচ নির্ম্মিত ; যেন উদর মধ্যে কোন জীবিত জন্তু রহিয়াছে।

উন্মত্তা স্ত্রীলোক কাহাকেও নিকটে যাইতে বা স্পর্শ করিতে দেয় না।
কথা কহিতে অপ্রবৃত্তি, প্রাতে জাগিলে পর বৃদ্ধি।
অতি সামান্য বিষয়ে অতিশয় সন্দিগ্ধচিত্ততা।
অসন্তুষ্টচিত্ত; কলহপ্রিয়; অতি-উত্তেজিত, সামান্য বিষয়ে রাগান্বিত।
সঙ্গীতে ক্রন্দন এবং চরণদ্বয়ের কম্পন উৎপাদিত হয়।

২ চৈতন্য।—শিরোঘূর্ণন:—চক্ষু মুদিয়া থাকে, খোলে না; উপবিষ্টাবস্থা হইতে উত্থান কালে; অবনত হইলে: ঊর্দ্ধ ও পার্শ্বের দিকে তাকাইলে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপাল, রগ ও পশ্চাৎমস্তকে ছিন্নকর বেদনা; রাত্রে বৃদ্ধি।
কপালের বাম দিকে উন্নতস্থানে প্রেকবিদ্ধবৎ বেদনা।
মূর্দ্ধাদেশে যেন প্রেকবিদ্ধ হইতেছে এপ্রকার অনুভব; বৈকালে ও প্রাতে ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি; সঞ্চালনে এবং ঘর্ম্মে উপশম।
দুইরগে যেন প্রেক দিয়া ছিদ্র করিতেছে অনুভব।
অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা বশতঃ মাথাধরার বৃদ্ধি; খোলাবায়ুতে ব্যায়াম, ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি এবং পশ্চাৎদিকে মস্তক ফিরাইলে উপশম।
মাথাধরা চা-পানে বৃদ্ধি।

৪ বহির্মস্তক।—করোটীত্বক স্পর্শে ও বালিসের চাপে চৈতন্যাধিক; ঘর্ষণে উপশম; অতি প্রবল জ্বালাকর, ছিন্নকর, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, উষ্ণ শয্যায় শয়নে বৃদ্ধি।
পশ্চাৎমস্তক ও রগে উদ্ভেদ সরস ও ক্ষতকারী; স্পর্শে বৃদ্ধি, ঘর্ষণে উপশম।
শাদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খুসকি; কেশ শুষ্ক ও উঠিয়া যায়।
মধুবৎ গন্ধ বিশিষ্ট ঘর্ম্ম, প্রধানতঃ অনাবৃত স্থানে।
মস্তক ও মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া গরম রাখিতে চাহে।

৫ চক্ষু।—আলোকশিখা, প্রধানতঃ হরিদ্রাবর্ণ।

অস্পষ্ট দৃষ্টি; ঝাপসা দৃষ্টি ঘর্ষণে উপশম।
স্কেলরোটিক আবরণের উপর প্রধান ক্রিয়া, তজ্জন্য ঐ আবরণ সম্বন্ধীয় সমস্ত রোগে উপকারী।

▌আইরিস বা তারকামণ্ডল প্রদাহ (আইরাইটিস), তৎসহ তারকামণ্ডলের উপর মাংসকন্দ; চক্ষুমধ্যে তীব্র সূচীবেধবোধ এবং তৎসহ চক্ষুর চতুর্দ্দিকে ও নিকটে অধিক উত্তাপবোধ।

চক্ষু আবৃত করিয়া গরম করিয়া রাখিলে উপশম; অনাবৃত করিলে অনুভব হয় যেন শীতল বায়ুপ্রবাহ চক্ষুমধ্য দিয়া বাহির হইতেছে, কিন্তু আবার সময়ে সময়ে চক্ষু মধ্যে অনুগ্র কামড়ানি বেদনা খোলাবায়ুতে উপশম হয়।

মাংসবৃদ্ধিযুক্ত অক্ষিপুট, যখন মাংসবৃদ্ধি সকল বড় বড় ও আচিলবৎ হয়।

▌পুরাতন অক্ষিঝিল্লি বা কঞ্জঙ্কটাইভা প্রদাহ, যখন রাত্রিতে বিশ্রামের ব্যাঘাত হয় তখনই বৃদ্ধি হয়।

▌শুষ্ক গমের ভূষির ন্যায় অক্ষিপুট কিনারায় পীড়কা।

অক্ষিপুটের অভ্যন্তর ভাগে প্রদাহজনিত কোমলত্বপ্রাপ্তি।

▌অক্ষিপুটের উপরস্থিত অর্ব্বুদের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কর্ণ।—আভ্যন্তরিক কর্ণ স্ফীত অনুভব হয়, এবং শ্রুতিশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হয়।

জলফোটার ন্যায় কর্ণমধ্যে শব্দানুভব।

গ্রীবা হইতে কর্ণমধ্যে সূচীবেধ।

▌জলবৎ, পূয়যুক্ত কর্ণস্রাব, উহাতে পচামাংসের ন্যায় দুর্গন্ধ।

নাসিকা।—মাছধোয়া জলের ন্যায় নাসিকায় গন্ধানুভব।

ঘরের বাহিরে সরস প্রতিশ্যায়, গৃহাভ্যন্তরে শুষ্ক।

নাসিকা দিয়া অধিক পরিমাণে গাঢ়, সবুজবর্ণ রক্ত ও পূযমিশ্রিত শ্লেষ্মা বহির্গত হয়; পরে কটাবর্ণ মামরী পড়ে; নাসিকা টাটায়; নাসাপুটে লালবর্ণ উদ্ভেদ, প্রায়ই সরস।

নাসারন্ধ্রে বেদনাযুক্ত মামরী।

মুখমণ্ডল।—আরক্ত ও উষ্ণ এবং শিরাপূর্ণ; নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে জ্বালা, আরক্ত গণ্ডদ্বয়; স্ফীতভাব, শোথযুক্ত, বিসর্পযুক্ত।

চর্ম্ম উত্তপ্ত ও লালবর্ণ, ধৌত করিলে ছাল উঠিয়া যায়।

মৌখিক শূল (বেদনা), উহা বাম হনু অস্থি হইতে কর্ণ, দন্ত, নাসিকা

ও মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত ; বেদনাযুক্ত স্থান সকল অগ্নিবৎ জ্বলিতে থাকে, এবং সূর্য্যালোকে চৈতন্যাধিক।

▌ বাম হনু অস্থিতে প্রেকদ্বারা ছিদ্রকরার ন্যায় অনুভব, স্পর্শে উপশমিত।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—ঠোট রক্তশূন্য, স্ফীত এবং ছাল উঠিয়া যায়।

ঠোঁটের ভিতর পার্শ্বে ও মুখের কোণে শাদা অগভীর (সমতল) ক্ষত।

১০ দন্ত।—দন্তমূল ক্ষয়, দন্তের উপরাংশ (চূড়া) ঠিক থাকে ; ভাঙ্গিয়া যায়, হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়।

চা-পান হেতু দন্তশূল ; যখন দন্তশূল শীতল জলে উপশম ও উষ্ণ গৃহে বৃদ্ধি হয়।

মাড়ী স্ফীত, প্রদাহিত, কাল্চে লালবর্ণ রেখা বিশিষ্ট ; মাড়ীর কিনারা সকল শাদা ও পুয যুক্ত।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদঃ—মিষ্ট ; প্রাতে পচা ডিম্বের ন্যায় ; খাদ্যে লবণ হয় নাই অনুভব হয়।

জিহ্বা স্ফীত, দক্ষিণ পার্শ্বে বেশী।

▌ জিহ্বার নিম্নে অর্ব্বুদ নীলবর্ণ, তাহার চতুর্দ্দিকে শিরাসকল স্ফীত।

১২ মুখমধ্য।—▌মুখমধ্যে ক্ষত।

১৩ গলমধ্য।—ক্ষতবৎ, শুষ্ক এবং যেন একটী পিণ্ডবৎ পদার্থ রহিয়াছে অনুভব ; কিম্বা গলাধঃকরণ কালে যেন আকুঞ্চন অনুভব হয়।

গলমধ্যে অধিক শ্লেষ্মা সঞ্চয়, অতিকষ্টে তুলিতে হয়।

গলাধঃকরণে বেদনা, বিশেষতঃ ঢোক গিলিতে।

ফসেসে শ্লৈষ্মিক গুটিকা সকল।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—পর্য্যায়ক্রমে খাদ্যে রুচি ও অরুচি।

তৃষ্ণা, বিশেষতঃ রাত্রিতে ; শীতল খাদ্য ও পানীয় খাইতে ইচ্ছা।

১৫ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গারঃ—পচা টক কিম্বা জ্বালাকর ; আহার করিতে করিতে শূন্য (বায়ু) উদ্গার।

শ্লেষ্মা কিম্বা চর্ব্বিবৎ পদার্থ বমন।

১৭ পাকস্থলী।—জলপানকালে জল সশব্দে পাকাশয়ে পতিত হয়।

পাকাশয়-গহ্বর স্ফীত ; চৈতন্যাধিক।

পাকাশয়ে কাঠিন্য (কঠিন স্থান সকল)।

১৯ উদর।—উপবেশন কালে উদরমধ্যে সূচীবেধ বোধ।

আধ্মান, অনুভব হয় যেন একটা জন্তু উদর মধ্যে ডাকিতেছে।

উদর বড়, স্ফীত ভাব ; স্থানে স্থানে উচ্চ হইয়া উঠে, যেন ভ্রূণের হাত ঠেলিয়া উঠিতেছে ; উদর মধ্যে অনুভব হয় যেন একটা জীবিত জন্তু নড়িতেছে।

নাভিতে টাটানি। কুচকি গ্রন্থিসমূহের বেদনাযুক্ত স্ফীততা।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—পাণ্ডুবর্ণ ; হরিদ্রাবর্ণ, জলবৎ, সজোরে নির্গত হয় ; তাহার সহিত সশব্দে অধিক বায়ু নিঃসরণ হয়, তাহার সহিত রক্ত থাকে ; তৈল বা চর্ব্বিযুক্ত ; গড় গড় শব্দে, যেমন পীপার সিপি খুলিয়া দিলে জল বাহির হয়।

উদরাময় :—প্রথম আহারান্তে প্রাত্যহিক ; টীকা দেওয়ার পরে ; চর্ব্বি-যুক্ত খাদ্য, পেঁয়াজ বা কাফি পানের পরে।

লিঙ্গোত্থান সহ মলত্যাগের নিষ্ফল বেগ।

কঠিন গোল গোল মল ; অন্ত্রের ক্রিয়ার অভাব অথবা মলবদ্ধ বশতঃ ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধ।

অর্শ :—মলত্যাগ কালে তাঁহার (স্ত্রী) এত বেদনা উপস্থিত হয় যে তিনি মলত্যাগ হইতে ক্ষান্ত হন ; ভ্রমণ কালে অতিশয় জ্বালা করে ; মলদ্বার চিরিয়া যায় বা বিদারিত ; স্পর্শে চৈতন্যাধিক ; প্রায়ই তাহার সহিত আচিল বা মাংসকন্দ থাকে।

মলদ্বারের ছাল উঠিয়া যায় ; মলদ্বার হইতে রসনিস্রাব হয়।

২১ মূত্র।—বৃক্ক প্রদাহিত ; চরণদ্বয় স্ফীত।

সরলান্ত্র হইতে মূত্রাশয় পর্য্যন্ত সূচীবেধ।

মূত্রাশয় পক্ষাঘাতবৎ অনুভব হয় ; উহার মূত্র নিঃসরণের ক্ষমতা নাই।

পুনঃ পুনঃ মূত্রের বেগ এবং প্রচুর পরিমাণে মূত্র, সন্ধ্যাগমে ও সন্ধ্যাকালে তৎসহ মূত্রমার্গে সূচীবেধ।

রাত্রিতে, বা কাসিতে অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

মূত্রত্যাগের পরে অনুভব হয় যেন একফোটা গা বহিয়া পড়িতেছে।

ক্রমাগত বেগ; কয়েক ফোটা করিয়া রক্ত নিঃসৃত হয়।

মূত্র :—অতি ঘন ঘন ও অতি প্রচুর; শর্করা থাকে ও ফেনা উঠে; প্রাতে কালচে লালবর্ণ; কটাবর্ণ শ্লেষ্মা অধঃক্ষেপ জমে।

মূত্রমার্গে জ্বালা।

২২পুংজননেন্দ্রিয়।—রাত্রিতে বেদনাযুক্ত লিঙ্গোত্থান, তাহাতে নিদ্রা হয় না।

▌ গোলাকার, অপরিষ্কার উচ্চ ক্ষত, তাহার চতুর্দ্দিকে আরক্ততা; সরস, বেদনাযুক্ত।

▌ উপদংশক্ষত, তৎসহ বেদনা, যেন শল্যবিদ্ধ হইতেছে।

▌ প্রমেহ :—প্রস্রাবকালে জ্বালাকর, মূত্রমার্গ স্ফীত; মূত্রধারা দ্বিধা বিভক্ত; স্রাব হরিদ্রাবর্ণ, সবুজ, জলবৎ; প্রায়ই তৎসহ আচিল বা মাংসবৃদ্ধি থাকে; শিশ্ন লালবর্ণ ও ছাল উঠা।

প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ, তাহাতে :—সন্ধিস্থিত বাত, প্রষ্টেটাইটিস, মাষকবিষ (সাইকোসিস), ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি উপস্থিত হয়।

মেঢ্রত্বকের স্ফীততা।

▌ মেঢ্রত্বক ও মেঢ্রোপরি মাষকবিষ-সম্ভূত (সাইকোটীক) সরস মাংসবৃদ্ধি।

অণ্ডকোষদ্বয়ে কামড়ানি যেন ছেঁচা আঘাত লাগিয়াছে, ভ্রমণকালে বৃদ্ধি।

স্ক্রোটামে ঈষৎ মিষ্ট গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—যোনির অতি-চৈতন্যাধিক্যতা হেতু সঙ্গমক্রিয়া বন্ধ।

ঋতু অতিস্বল্পস্থায়ী ও অতি আগাইয়া; ঋতুর পূর্ব্বে প্রচুর ঘর্ম্ম।

জরায়ুমুখে (অসে) ছাল উঠা। শ্লেষ্মাস্রাবী প্রদর।

▌ ফুলকপিবৎ মাংসকন্দ, সহজেই রক্ত পড়ে ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট।

▌ বাম ডিম্বকোষ প্রদাহিত, প্রত্যেক ঋতুকালে বৃদ্ধি; অতি যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, ভ্রমণ বা অশ্বারোহণ কালে বৃদ্ধি; শুইয়া থাকিতে বাধ্য।

ভগ ও বিটপ (পেরিনিয়াম) দেশে বেদনা, ভগে বিসর্প।

▌ মাংসকন্দ, সরস, পূয়যুক্ত, হুলবেধবৎ বেদনাযুক্ত ও রক্তস্রাবী।

▌ জ্বালা সহ অর্ব্বুদ।

২৪ গর্ভাবস্থা।—ভ্রূণ এত সজোরে নড়ে যে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং মূত্রাশয়ের বেগসহ মূত্রাশয়ে কর্ত্তনবৎ বেদনা উপস্থিত হয়।

তৃতীয়মাসে গর্ভস্রাব।

প্রসব বেদনা দুর্ব্বল এবং স্থগিত হইয়া আইসে।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—হ্রস্বশ্বাস:—ট্রেকিয়াতে শ্লেষ্মাসঞ্চয় বশতঃ; উপর উদর ও হাইপোকণ্ড্রিয়া প্রভৃতি স্থানের পূর্ণতা ও আকুঞ্চন বশতঃ।

হাপানিকাসী—রাত্রিতে বৃদ্ধি ও মুখমণ্ডল লালবর্ণ।

২৭ কাসী।—সন্ধ্যাকালে, শয়নের পরে, বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিলে, গয়ার সরল ও সহজে উঠে; কেবল দিবাভাগে, কিম্বা প্রাতে গাত্রোত্থানের পরে; যেমন কোন শীতল পানীয় বা খাদ্য আহার করে।

গয়ার :—সবুজ।

২৮ ফুসফুস।—শীতল জল পান করিয়া ফুসফুসের আক্ষেপ।

কোন শীতল দ্রব্য খাইয়া বক্ষে সূচীবেধ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎকম্পন :—সাময়িক, তাহা বিশ্রাম কিম্বা সঞ্চালন কালে; আরোহণ কালে; প্রাতে ভ্রমণকালে উৎকণ্ঠাযুক্ত।

সন্ধ্যাকালে অতি প্রবল স্পন্দন।

নাড়ী স্পন্দন পূর্ণ, দ্রুতগতি; প্রাতঃকালে দুর্ব্বল ও ধীরগতি।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গীবাদেশীয় গ্রন্থিসমূহ স্ফীত।

গ্রীবাদেশের চর্ম্ম তৈলাক্ত।

কটিদেশ হইতে স্কন্ধাস্থিদ্বয় মধ্য পর্য্যন্ত জ্বালা।

পৃষ্ঠদেশে স্পন্দনানুভব।

মেরুদণ্ড বক্রীকৃত, সম্মুখে বক্র হইয়া দাঁড়ায়।

অধিককাল দণ্ডায়মান থাকিলে কটিদেশে খল্লীবৎ বেদনা; ভ্রমণ করিবার চেষ্টা করিলে অনুমান হয় যেন পড়িয়া যাইবেন।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—কনুইতে দদ্রু।

অঙ্গুলির অগ্রভাগসকল :—বিসর্পযুক্ত; যেন মৃতবৎ অসাড় ও শীতল।

র্ম্ম :—কেবল অনাবৃত স্থানসমূহে ; সার্ব্বাঙ্গিক, কেবল মস্তকে নহে ;
প্রাতে ভ্রমণকালে প্রধানতঃ মস্তকে ; নিদ্রাকালে ঘর্ম্ম হয়, জাগরিত
হইলেই স্থগিত হয় ; তৈলাক্ত, দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

ক্রমণ।—সাময়িক: ২৯। তৃতীয় মাস: ২৪।

র্শ্ব।—বাম: ৩, ৮, ২২, ২৩, ২৪, ২৯, ৪০।

ক্ষিণ : ১১। দক্ষিণ হইতে বাম : ১৮।

য়।—আক্রান্ত স্থানের শীর্ণতা ও অসাড়তা।

ষক-বিষ (সাইকোসিস)।

প্রধানতঃ এপিথিলিয়ম সকল আক্রমণ করে, প্রথমে তাহাতে কঠিনত্ব
ও বিবৃদ্ধি, পরে কোমলত্ব প্রাপ্তি উৎপাদন করে।

ঠিনত্ব প্রাপ্তি ; পরে কোমলত্ব প্রাপ্তি।

ন্ধি সকলের নিকট স্ফীততা।

—অপরিষ্কার দেখায়।

দনাযুক্ত বিস্ফিকা (পেম্ফিগাস)।

শ পাতলা, ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয়, চিরিয়া যায়।

পিথিলিওমা।

দ্রদ, কেবল আবৃত স্থান সমূহে, চুলকাইলে ভয়ানক জ্বালা করে।

স্রাবী ফাঙ্গস বিবৃদ্ধি সকল।

দা, ছাল উঠিয়া যায়, শুষ্ক দদ্রু।

ক।

মাংসকন্দসকল ; আঁচিল ; সরস, শ্লৈষ্মিক গুটিকা সকল।

র ক্ষত সকল।

দেশে শোণিতপূর্ণ স্ফোটক।

স্ত, পরিপক্কাবস্থা।

া দেওয়ার কুফল সকল:—যথা শীর্ণতা ; অনিদ্রা ; উদরাময় ; অস্থি-
রতা ; কম্পন ; স্নায়ুশূল ; পক্ষাঘাত, ইত্যাদি।

।—পুজা ফলপ্রদ:—মার্ক,নাইট্রি-এসিডের পরে।

।সাইলিসিয়ার কার্য্যাবশেষপূরক।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—ভ্রমণকালে নিতম্বসন্ধি শিথিল এবং পদদ্বয় যেন কাষ্ঠনির্ম্মি
অনুভব হয়।

অঙ্গুলির অগ্রভাগ সকল রক্তবর্ণ ও স্ফীত।

অঙ্গুলিসমূহে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

পায়ের ঘর্ম্ম অবরুদ্ধ।

পায়ের তলায় জালবৎ শিরাসকল দেখা যায়।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ও সন্ধিসমূহে সূচীবেধ
অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি প্রসারিত করিতে গেলে সন্ধিসমূহে শব্দ হয়।

‖ নখসকল ভঙ্গুর বা কোমল।

বাত, তৎসহ অবশ বোধ; উষ্ণতা, রাত্রিতে সঞ্চালন এবং রাত্রি ১২টা
পরে বৃদ্ধি; ঠাণ্ডায় ও ঘর্ম্মের পরে উপশম।

৩৬ স্নায়ু।—ভ্রমণকালে দেহের লঘুত্ব অনুভব।

একপার্শ্বের পক্ষাঘাত।

‖ দেহের ঊর্দ্ধাংশের উৎক্ষেপ। * তাণ্ডবরোগ।

দুর্ব্বলতা প্রাতে বৃদ্ধি।

চর্ম্ম বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিসংক্রান্ত রোগসমূহের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত ক
বা তাহার উপর নির্ভর করে এরূপ স্নায়বিকলক্ষণ সকল; ব
উদ্ভেদ বিলোপ, প্রমেহ বিলোপ প্রভৃতি বশতঃ স্নায়ুশূল, ইত্যাদি

৩৭নিদ্রা।—অনিদ্রা:—চক্ষু মুদিলে ভূত দেখে; যে পার্শ্বে শয়ন করে তা
বেদনাযুক্ত; উত্তাপ ও অস্থিরতা হেতু; মানসিক অবসাদ হে

বামপার্শ্বে শয়ন করিলে উৎকণ্ঠাপূর্ণ স্বপ্ন দেখে।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত:—প্রধানতঃ সন্ধ্যাকালে; বামপার্শ্বে,
বামপার্শ্ব স্পর্শে শীতল অনুভব হয়; রাত্রি ১২টার পরে
প্রাতঃকালে, তৃষ্ণা থাকে না; আভ্যন্তরিক শীত কিন্তু বাহি
উত্তাপ ও প্রবল তৃষ্ণা; তৎপরে ঘর্ম্ম।

উত্তাপ:—প্রাতে উত্তাপ, বৈকালে শীত; সন্ধ্যাকালে উত্তাপ, প্রধান
মুখমণ্ডলে; আবৃত স্থানে শুষ্ক উত্তাপ; মুখমণ্ডলে জ্বালাকর উত্তা
কিন্তু আরক্ততা থাকে না।

খুজা প্রতিষেধ করে :—মার্কু, সলফ, আওডি, নক্সভমি।
থুজার প্রতিবিষ :—ক্যাম্ফ, ককু, ক্যাম, মার্কু, পলসা, সলফ।
মেঢ়ত্বকে আচিল হইলে সিনাবারিস অধিকতর সুফলপ্রদ।
তুলনা কর :—আসাফিটিডা (চর্ম্মরোগসকল বিলোপবশতঃ স্নায়বিক পীড়া ;) স্পাইজিলিয়া ও ককাস-ক্যাকটাই (স্নায়ুশূল)।
এণ্টিম-টার্টে বসন্তর গুটিকা সকল উঠে ; থুজায় উহা শুকায়।

নক্স-ভমিকা।

কুচিলা।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—স্মরণ শক্তি অল্প।
পড়িতে বা গণনা করিতে পারেন না (স্ত্রী), কারণ পড়িতে বা গণনা কবিতে করিতে তিনি চিন্তার ধারাবাহিক সংযোগ ভুলিয়া যান।
সময় আর কাটে না এত ধীরে ধীরে যায় বোধ হয়।
পানাত্যয় (ডিলিরিয়াম ট্রিমেন্স), তৎসহ চৈতন্যাধিক্যতা, স্নায়বিক উত্তেজনশীলতা এবং ঈর্ষাজনিত ক্রোধ।
দোষ বাহির ও ভৎর্সনা করিতে প্রবৃত্তি ; বিমর্ষ ; একগুঁয়ে।
কার্য্যে অপ্রবৃত্তি এবং প্রাতে অত্যন্ত অলসতা ও দুর্ব্বলতা।
পাঠ বা গল্প সহ্য করিতে পারে না ; খিট্‌খিটে এবং একাকী থাকিতে ইচ্ছা। উৎকণ্ঠাযুক্ত এবং আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্তি কিন্তু পর্য্যায়-ক্রমে নিরাস ও প্রফুল্লচিত্ত।
যাহারা কেবল গৃহমধ্যে বসিয়া বসিয়া কাজ করে এবং যাহারা রাত্রিতে মাদক সেবন ও ইন্দ্রিয় সেবায় নিযুক্ত থাকে তাহাদের অবসাদ বায়ু, উদরের পীড়া এবং কোষ্ঠবদ্ধ।
উৎসাহ বিলোপ।
কোপনস্বভাব, বিষন্নচিত্ত, বিরক্ত করিলে কলহপ্রবণ।
ক্রোধ এবং স্বাভাবিক ঈর্ষাযুক্ত ও নিন্দাকারী প্রবৃত্তি।
উত্তেজিত, ক্রোধনস্বভাব।

বাহ্যিক উত্তেজনায় অতি চৈতন্যাধিক্যতা যথা গোলমাল, শব্দ, গন্ধ, আলোক, সঙ্গীত, কিম্বা সামান্য রোগ অসহ্য এবং তাহাতে তাঁহার চিত্ত বিকৃত হয়।

চৈতন্যাধিক্যতা, প্রত্যেক নির্দ্দোষ কথাতেই তিনি বিরক্ত হন, প্রত্যেক গোলমালেই তিনি ভয় পান, অতি সামান্য এবং এমন কি উপযুক্ত ঔষধও সহ্য করিতে পারেন না।

ক্রমাগত মানসিক শ্রমের পরে পীড়া।

মানসিক শ্রমের পরে বৃদ্ধি।

ক্রোধের পরে উত্তাপের সহিত পর্য্যায়ক্রমে শীত, পিত্তবমন, ও তৃষ্ণা; অত্যন্ত অলসতা এবং কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে অপ্রবৃত্তি।

চৈতন্য।—স্তম্ভিত ভাব, গোলমেলে ভাব, যেন রাত্রিতে ইন্দ্রিয়সেবা-বশতঃ শিরোঘূর্ণন:—তৎসহ অচৈতন্যতা; সম্মুখে পতিত হয়; অবনত হইলে যেন শয্যা চক্রাকারে ঘুরিতেছে; প্রাতে ও আহারান্তে; তৎসহ কপালে বেদনা ও মুখমণ্ডলের উত্তাপ ও আরক্ততা।

পূর্ব্বদিনে সুরাপান হেতু মত্ততা এবং তৎসহ শ্রুতি ও দর্শনশক্তি বিলুপ্ত; ভোজনান্তে ও সূর্য্যোত্তাপে বৃদ্ধি।

সংন্যাস, তৎসহ ঘড় ঘড় করিয়া শ্বাসক্রিয়া; চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে, পক্ষাঘাত; আক্রমণের পূর্ব্বে শিরোঘূর্ণন; কর্ণমধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ, বিবমিষা ও বমনের উদ্বেগ।

মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকে রক্তাধিক্যতা; মস্তক মধ্যে জ্বালা এবং মুখমণ্ডলের উত্তাপ ও আরক্ততা।

জাগরিত হইলে এবং আহারান্তে কপালে জ্বালা।

প্রাতে আহারান্তে ও সূর্য্যোত্তাপে স্তম্ভনকর শিরঃপীড়া।

মস্তিষ্কের ঘৃষ্টবৎ অনুভব, সাধারণতঃ এক (দক্ষিণ) পার্শ্বের; বেদনাশূন্য পার্শ্বে শয়ন করিলে উপশম।

...শ. চাপক, প্রেকবিদ্ধবৎ বেদনা, প্রাতে আরম্ভ হয়, সন্ধ্যায় হ্রাস ...স্পষ্ট দৃষ্টি, অম্লবমন ও হৃৎকম্পন; মানসিক শ্রম, আরক্ত...,

আলোক, শব্দ ও গোলমাল, কাফি পান এবং আহারান্তে বৃদ্ধি।

কপালে সাময়িক শিরঃপীড়া, ক্ষতবৎ টাটানি, তৎসহ কোষ্ঠবদ্ধ।

অত্যধিক কাফি পান হেতু একপার্শ্বের শিরঃপীড়া।

মূর্দ্ধাদেশে চাপ বোধ, যেন প্রেক বিধিতেছে; যেন করোটী চাপিয়া গুঁড়া করিয়া ফেলিতেছে।

চাপানুভব, যেন কোন ভারী দ্রব্য মস্তকমধ্যে চাপিয়া প্রবেশ করিতেছে।

প্রাতে ও রাত্রিতে কপালের মধ্যে যেন চাপিয়া দিতেছে বোধ, শীতল বায়ুতে মস্তক খুলিয়া রাখিলে বৃদ্ধি।

পশ্চাৎ মস্তকে অতি তীব্র শিরঃপীড়া; মাথাঘোরা; চক্ষুমধ্যে বেদনা; পরিপাকের দোষ।

খোলাবায়ুতে ভ্রমণ বা দৌড়ান কালে মস্তিষ্ক যেন নড়িতেছে অনুভব; মস্তক বস্ত্র দ্বারা আবৃত রাখিলে, উষ্ণ গৃহে ও বিশ্রাম কালে উপশম।

মস্তকের লক্ষণ সকল মানসিক পরিশ্রম, খোলাবায়ুতে, ব্যায়াম এবং আহারান্তে বৃদ্ধি; প্রাতে গাত্রোত্থানের পর এবং উষ্ণগৃহে শয়নাবস্থা কিম্বা স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে উপশম।

বহির্মস্তক।—করোটীত্বক স্পর্শে কিম্বা বায়ুতে চৈতন্যাধিক; আবৃত করিয়া উষ্ণ রাখিলে উপশম।

মস্তক ও মুখমণ্ডলের অর্দ্ধাংশে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম. ঐ মস্তক ও মুখমণ্ডল শীতল, তৎসঙ্গে উৎকণ্ঠা এবং মস্তক অনাবৃত করিতে ভয়; ঘর্ম্মে বেদনা উপশমিত হয়।

চক্ষু।—অত্যুত্তপ্ত হইলে দৃষ্টি অস্পষ্ট।

অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা প্রভৃতি দ্বারা দর্শনশক্তি হ্রাস।

আলোকাসহ্যতা, প্রাতে বৃদ্ধি।

অপ্‌টিক্ স্নায়ুর শুষ্কতা প্রাপ্তি।

রেটিনার চৈতন্যাধিক্যতা।

চক্ষু হইতে শোণিত ক্ষরণ। কালশিরা।

লবণ লাগার ন্যায় চক্ষুতে জ্বালা; চক্ষুর কোণ রক্তিমাবর্ণ।

অক্ষিপুট জ্বালাকরে ও চুলকায়, বিশেষতঃ কিনারা সকল; প্রাতে

বৃদ্ধি। অক্ষিগোলকের মাংসপেশীর পক্ষাঘাত, উত্তেজক পদার্থ ও তামাকে বৃদ্ধি।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে প্রবল প্রতিধ্বনি শব্দ।

কর্ণমধ্যে ছিন্নকর, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, ইহা কপাল ও রগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, প্রাতে, সন্ধ্যাকালে শয্যায় শয়ন, এবং উষ্ণ গৃহ মধ্যে প্রবেশে বৃদ্ধি। গলাধঃকরণ কালে কর্ণ মধ্যে ঠেলিয়া বাহির হওয়ার ন্যায় বেদনা।

৭ নাসিকা।—তীব্রগন্ধে অতি চৈতন্যাধিক্যতা, এমন কি ভ্রমি।

নাসিকার সম্মুখে দুর্গন্ধ।

নিদ্রাকালে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, যখন তাহার পূর্ব্বে মাথা ধরে ও গণ্ডদ্বয়ের আরক্ততা থাকে, কিম্বা প্রাতঃকালে; অর্শের রক্তস্রাব-রোধ বশতঃ।

প্রতিশ্যায়, রাত্রিতে শুষ্ক, দিবসে সরস; উষ্ণগৃহে বৃদ্ধি, শীতল বায়ুতে উপশম; অতি প্রত্যূষে শয্যায় শুইয়া হাঁছি।

অবরুদ্ধ নাসিকা হইতে ক্ষতকারী স্রাব। আভ্যন্তরিক নাসিকা প্রদাহিত।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল :—হরিদ্রাবর্ণ; বিবর্ণ, কষ্টব্যঞ্জক; মুখ, চক্ষু বা নাসিকার চতুর্দ্দিকে হরিদ্রাবর্ণ।

ট্রাইজেমিনাস স্নায়ুর ইনফ্রা-অর্বিটাল শাখার ছিন্নকর বেদনা; আক্রান্ত পার্শ্বের চক্ষু ও নাসা হইতে পরিষ্কার জল; কাফি, মদ্য বা কুই-নাইন অপব্যবহারের পরে।

সবিরাম স্নায়ুশূল, প্রাতে সুস্পষ্ট বৃদ্ধি; কখন কখন শয্যায় শয়নে বৃদ্ধি।

অমিত ইন্দ্রিয় সেবা বশতঃ মুখমণ্ডলে ব্রণ।

সন্ধ্যাকালে শয়নে মাংসপেশীর উৎক্ষেপ।

৯ দন্ত।—দন্তশূল, তৎসহ মুখমণ্ডল স্ফীত; পাঠ বা চিন্তা করিলে বৃদ্ধি; ঠাণ্ডায় বা শীতল দ্রব্যে ছিন্নকর বেদনা বৃদ্ধি; উষ্ণ পানীয়ে উপশম; কাফি বা মদ্য পানে বৃদ্ধি।

বিনষ্ট দন্তে হুলবেধ বৎ বেদনা; দন্ত শ্রেণীতে জ্বালাযুক্ত হুলবেধবৎ বেদনা। মাড়ী স্ফোটক। মাড়ী শাদা, পচা, রক্তস্রাবী।

[১১] জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদঃ—তিক্ত; অম্ল; প্রাতে পচা, তাহাতে মুখ ধুইতে হয়।

জিহ্বাঃ—শাদা বা হরিদ্রাবর্ণ পুরু ক্লেদাবৃত; ভারী, তৎসহ কষ্টকৃত বাক্য কথন।

জিহ্বার প্রথম অর্দ্ধাংশ পরিষ্কার, কখন কখন লালবর্ণ ও উজ্জ্বল; পশ্চাৎ অংশ পুরু ক্লেদাবৃত।

[১২] মুখমধ্য।—তালু, গলমধ্য ও মাড়ী প্রদাহিত ও স্ফীত।

❙ মুখ ও গলমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত ও পচা গন্ধ; রাত্রিতে রক্তযুক্ত লালা গড়াইতে থাকে; মাড়ী স্কার্ভি দোষযুক্ত।

মুখ শুষ্ক, কিন্তু অধিক তৃষ্ণা নাই।

[১৩] গলমধ্য।—গলমধ্যে টনটনানি ও ক্ষতবৎ অনুভব, তাহাতে হক্ হক্ করিতে হয়।

❙ উপজিহ্বা (য়ুভুলা) স্ফীত, হুলবেধবৎ বেদনা, ঢোক গিলিতে শল্য-বেধবৎ অনুভব।

❙ গলাধঃকরণ কালে কর্ণ মধ্যে সূচীবেধ; গলমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত; এমন কি স্নায়বিক লক্ষণযুক্ত অর্থাৎ বায়ু-প্রধান ধাতু বশতঃ হইলেও।

আহার কালে এবং ততোধিক আহারান্তে গলমধ্যে কষ্ট বোধ।

[১৪] ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অতি ক্ষুধা, তৎসহ রুটী, জল, কাফিও তামাকেবিতৃষ্ণা।

ব্রাণ্ডি ও বিয়ার মদ্য, চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য বা খটিকা (খড়ি) খাইতে ইচ্ছা।

[১৫] পানাহার।—কাফি, মদ্যপান, অপরিমিত ইন্দ্রিয়-সেবা জনিত কুফল।

আহারান্তেঃ—অম্লাস্বাদ; ভোজনান্তে এক বা দুই ঘণ্টা পরে পাকাশয়ে চাপবোধ; মুখদিয়া জল উঠে; কোমরে অত্যন্ত কসা বোধ, কাপড় ঢিলা করিয়া দিতে হয়।

[১৬] বিবমিষা ও বমন।—উদ্গারঃ—অম্ল বা তিক্ত; প্রাতে পচা।

অতিরিক্ত ভোজন হেতু, কিম্বা শীতল জল পান করিয়া হিক্কা।

বুকজ্বালা; মুখ দিয়া জল উঠা, প্রাতে কিছু খাইবার পূর্ব্বে বৃদ্ধি; মদ্য-পায়ীদিগের এই রূপ অবস্থা।

বমনঃ—খাদ্য ও পানীয়; পিত্ত; কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ; পিচ্ছিল পদার্থ; অম্ল শ্লেষ্মা; রক্ত, অর্শ হইতে রক্তস্রাব অবরুদ্ধ হইয়া গেলে পর।

যে খাদ্য দুই এক দিন পূর্ব্বে খাইয়াছে তাহা বমন।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয় প্রদেশ চাপে চৈতন্যাধিক।

ঔষধ অপব্যবহার, ব্যবসা, কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা, পরিশ্রম না করিয়া কেবল ঘরে বসিয়া থাকা, অতি গুরুপক দ্রব্যাদি অবিরত ভোজনান্তে·দীর্ঘকাল রাত্রি জাগরণ, রোগী শুশ্রূষা কিম্বা অতিরিক্ত মদ্যপান এবং ইন্দ্রিয়-সেবাদির পরে অজীর্ণ।

পাকাশয়ে জ্বালা।

পাকাশয়ে খামচান, খালধরাবৎ বেদনা, তৎসহ স্কন্ধাস্থি দ্বয় মধ্যে চাপ ও ফাট্ ফাট্ বোধ; বেদনা বক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত কিম্বা পৃষ্ঠ বহিয়া মলদ্বার পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, তৎসহ মলত্যাগের বেগ। * পাকাশয়-শূল।

পাকাশয়-শূল খাদ্য খাইলে বৃদ্ধি, উত্তপ্ত পানীয়ে উপশম; প্রাতে কিছু খাইবার পূর্ব্বে বৃদ্ধি।

এপিগ্যাষ্ট্রিয়ামে যেন প্রস্তরখণ্ড দ্বারা পেষণবৎ বেদনা; প্রাতে ও আহারান্তে বৃদ্ধি।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত প্রদেশে সূচীবেধ, সংস্পর্শ বা সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

দপদপানি, যেন যকৃতমধ্যে ফোড়া হইয়াছে।

যকৃত বর্দ্ধিত, শক্ত, চৈতন্যাধিক, তৎসহ চাপবোধ ও হূলবেধ; কসিয়া বস্ত্র পরিধান সহ্য করিতে পারে না; অবিরত গুরুপক খাদ্য ভোজন, ভুঁড়ি, মদ্যপান, ইন্দ্রিয়-সেবাদি দ্বারা উৎপন্ন।

কামলা, খাদ্যে বিতৃষ্ণা; পিত্তশিলা; প্রায় সর্ব্বদাই কোষ্ঠবদ্ধ।

১৯ উদর।—ক্ষুদ্র পঞ্জরাস্থির নিম্নে চাপবোধ, যে আধ্মান-বায়ু আবদ্ধ রহিয়াছে; প্রাতে ও ভোজনান্তে বৃদ্ধি।

অপরিপাকবশতঃ পেট বেদনা, তৎসহ মুখপ্রসেক; কাফি, মদ্য বা অতিরিক্ত আহারে বৃদ্ধি।

প্রাতে কোন দ্রব্য ভক্ষণের পূর্ব্বে কিম্বা ভোজনান্তে সাময়িক পেটবেদনা।
অর্শস্রাব অবরুদ্ধ বশতঃ পেট বেদনা।
অন্ত্রবৃদ্ধি; চৈতন্যাধিক, তিক্ত বমন; কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া।
কটিদেশ, উদর ও বৃক্ক প্রদেশে পূর্ণতা ও ফাট্ ফাট্ অনুভব; রক্ত-প্রস্রাব, ভুঁড়ী।

২০ মল।—মলঃ—অল্প, পিচ্ছিল, রক্তযুক্ত, তৎসহ বেগ, মলত্যাগ শেষ হইলেই বেগ স্থগিত হয়; আমযুক্ত কিম্বা জলবৎ, অপরিপাক বশতঃ কিম্বা ঠাণ্ডা লাগিয়া।
পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়।
কোষ্ঠবদ্ধ, তৎসহ মস্তকে রক্তধাবন; পোর্টাল বা যাকৃতিক রক্ত সঞ্চালন বাধাপ্রাপ্ত; পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলত্যাগের বেগ বা চেষ্টা।
অর্শ, রক্তস্রাবী বা রক্তস্রাবশূন্য; মস্তকে রক্তাধিক্যতা; অতিরিক্ত গুরু-পক্ব দ্রব্য ভোজন কিম্বা অব্যায়াম হইতে বৃদ্ধি; তৎসহ সরলান্ত্রে জ্বালা ও শল্যবেধ অনুভব; মলত্যাগের পরেও কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত মলদ্বার জ্বালা করে ও যেন কাটিয়া গিয়াছে এরূপ বোধ হয়।

২১ মূত্র বৃক্কশূল, বিশেষতঃ দক্ষিণ বৃক্কে বেদনা, উপস্থ ও দক্ষিণ পদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; সেই পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি, চিত হইয়া শয়নে উপশম।
বেদনাযুক্ত ও নিরর্থক মূত্র-প্রবৃত্তি; জ্বালা ও ছিন্নকর বেদনা সহ মূত্র বিন্দু বিন্দু পতিত হয়; আক্ষেপিক মূত্র-কৃচ্ছ্রতা।
মূত্রঃ—পরে ঘন, শাদাটে, পূযযুক্ত; লোহিতবর্ণ, তৎসহ ইষ্টক চূর্ণবৎ অধঃক্ষেপ।
রক্তপ্রস্রাব, অর্শস্রাব কিম্বা ঋতুস্রাব অবরুদ্ধ হইয়া।
মূত্রনালীর আক্ষেপিক নিরুদ্ধ-প্রকশ; মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত; মূত্র গা বহিয়া পড়ে।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—সহজে কামোদ্রেক, যন্ত্রণাদায়ক লিঙ্গোদ্রেক, বিশে-ষতঃ প্রাতে; প্রায়ই উত্তেজনশীল কিন্তু ক্ষমতা দুর্ব্বল।

সঙ্গমকালে লিঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে।

স্বপ্নদোষ; বিশেষতঃ হস্তমৈথুনের পরে কিম্বা অতিরিক্ত গুরুপক্ক দ্রব্যাদি প্রতিনিয়ত ভোজন হইতে। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবার কুফল।

অণ্ডকোষ প্রদাহ, তৎসহ আকুঞ্চক বেদনা, শুক্রনলী-দ্বয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

প্রমেহ :—পাতলা স্রাব, তৎসহ প্রস্রাবকালে জ্বালা এবং পুনঃ পুনঃ মল প্রবৃত্তি।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ুতে রক্তাধিক্যতা।

জরায়ুর আকুঞ্চক, আক্ষেপিক বেদনা, তৎসহ রক্ত জমাট বহির্গত হয়।

প্রাতে ভগের দিকে চাপবোধ; বেগ দিয়া বা ভারী দ্রব্য তুলিয়া জরায়ু ভ্রংশ (কন্দ); নিরর্থক মলপ্রবৃত্তি সহ সেক্রম অস্থির দিকে অথবা মূত্রপ্রবৃত্তি সহ মূত্রাশয়ে চাপানুভব।

জরায়ুর মধ্যে জ্বালা, ভার, শল্যবেধ অনুভব।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, বিশেষতঃ বয়ঃসন্ধি সময়ে কিম্বা অবিরত গুরু-পক্ক দ্রব্যাদি ভোজন বশতঃ।

ঋতুস্রাব অতি আগাইয়া এবং অতি প্রচুর; কালচে বর্ণ স্রাব, চৈতন্যাধিক্যতা; সহজেই ভ্রমি হয়।

প্রদর স্রাবে দুর্গন্ধ, হরিদ্রাবর্ণ দাগ লাগে।

ভ[illegible]ের শুড়শুড়ি ও কণ্ডূয়ন, তাহাতে হস্ত মৈথুনের প্রবৃত্তি জন্মে।

[illegible] গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায় :—প্রাতঃকালিক বমন; কামলা; পেট বেদনা।

গর্ভস্রাব, (বিশেষতঃ গর্ভস্রাবের পূর্ব্ব লক্ষণ দৃষ্ট হইলেই)।

প্রসব বেদনা :—আক্ষেপিক, তাহাতে মল বা মূত্র প্রবৃত্তি জন্মে; ভ্রমি হয়; পৃষ্ঠ দেশে অত্যন্ত কষ্ট বোধ; অতি প্রবল।

প্রসবান্তিক বেদনা প্রবল ও দীর্ঘস্থায়ী।

প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব (লোকিয়া) স্বল্প ও দুর্গন্ধযুক্ত।

২৫ লেরিংক্স্।—স্বরভঙ্গ। মধ্যরাত্রির পরে লেরিংক্সের আক্ষেপিক আকুঞ্চন ও শ্বাস রোধের আক্রমণ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—হাঁপানিকাসী, তৎসহ পাকাশয়ে পূর্ণতা অনুভব;

উদ্গার উঠিলে উপশম; প্রাতে ও আহারান্তে কষ্ট বোধ; বক্ষের নিম্নাংশের আক্ষেপিক আকুঞ্চন, শীতল বায়ু বা ব্যায়ামে বৃদ্ধি।

' কাসী।—লেরিংক্সে শুড়শুড়ি বশতঃ শুষ্ক, শ্রান্তিজনক কাসী; মধ্য রাত্রির পরে ও প্রাতে বৃদ্ধি; কাসীতে পাকাশয়ে বেদনা ও উদরে (বাহ্যিক) টাটানী জন্মে; আহারান্তে বৃদ্ধি।

মানসিক পরিশ্রম, আরোহণ, ঠাণ্ডা, পরিশ্রম, জাগিলে পর, ধূমপান, পানাহার প্রভৃতিতে কাসীর বৃদ্ধি; উষ্ণ পানীয় পানে উপশম।

হুপশব্দক কাসী প্রাতে বৃদ্ধি; তৎসহ বমন প্রবৃত্তি; বিদীর্ণকর মাথাধরা, শিশু হাত দিয়া মস্তক চাপিয়া ধরে; মুখমণ্ডল নীল বর্ণ; চক্ষু, নাসিকা ও মুখ দিয়া রক্তস্রাব।

গয়ার (নিষ্ঠীবন) হরিদ্রাবর্ণ, শ্লেষ্মা, অম্ল বা ঈষৎমিষ্ট, কিম্বা উজ্জ্বল লাল বর্ণ রক্ত।

ফুসফুস।—বক্ষে যেন ভার চাপান রহিয়াছে এইরূপ চাপবোধ।

বক্ষের ভিতর যেন কি ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে এইরূপ অনুভব।

পশুকামধ্যবর্ত্তী স্নায়ুশূল, ভাল পার্শ্বে শয়নে উপশম।

উত্তাপ ও জ্বালাসহ বক্ষে রক্তাধিক্যতা।

রক্তনিষ্ঠীবন; ক্রোধ, অর্শ স্রাব বিলোপ, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াদি সেবা প্রভৃতি বশতঃ; বিশেষতঃ মদ্যপায়ীদিগের।

হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—শয়ন করিলে হৃৎকম্পন; পুনঃপুনঃ উদ্গার।

হৃৎকম্পন:—মানসিক আবেগ, দীর্ঘকালব্যাপী অধ্যয়ন, ইত্যাদি বশতঃ; আহারান্তে, বিশেষতঃ মসলা প্রভৃতি বা কাফি পানান্তে।

নাড়ী:—কঠিন, পূর্ণ, দ্রুত; ক্ষুদ্র, দ্রুত।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা অনম্য, তৎসহ ভার বোধ; ঠাণ্ডা লাগিয়া।

গ্রীবা-বাহুদেশীয় স্নায়ুশূল, গ্রীবা অনম্য, প্রাতে বা আহারান্তে এবং স্পর্শ হইতে বৃদ্ধি।

পৃষ্ঠদেশে জ্বালা বা ছিন্নকর বেদনা।

পৃষ্ঠদেশে বেদনা, শয্যায় উঠিয়া বসিয়া তবে পার্শ্ব পরিবর্তন করিতে হয়।

অতিরিক্ত রতিক্রিয়া বশতঃ পৃষ্ঠদণ্ড আক্রান্ত।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধদ্বয় বেদনা করে, যেন ঘৃষ্টবৎ। স্কন্ধ হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত আকৃষ্টবৎ বেদনা।

স্কন্ধদ্বয়ে পাক্ষাঘাতিক ভার বোধ, বাহুদ্বয় দুর্ব্বল। বাহুদ্বয় অবশ, শিথিল, অনম্য বোধ।

হস্তদ্বয়ের শিরা সকল বর্দ্ধিত।

হস্তদ্বয় শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত, তৎসহ নাসিকা শীতল।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—অঙ্গুলি হইতে নিতম্ব পর্য্যন্ত চিড়িক মারা বেদনা; মলত্যাগ, সঞ্চালন বা কোন দ্রব্য উত্তোলন কালে, এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি।

পদদ্বয়ের অসাড়তা ও মৃতবৎ অনুভব।

নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত; অতি শ্রমজনিত, জলে ভিজিয়া। অতিরিক্ত রতিক্রিয়া বশতঃ, কিম্বা সংন্যাসের পরে; অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি শীতল, নীলাভ, শুষ্ক; উৎক্ষেপ, মাংসপেশীতে বেদনা, পিপীলিকাহণ্টনবৎ অনুভব।

জানুসন্ধি শুষ্ক অনুভব হয়, তৎসহ সঞ্চালন কালে তন্মধ্যে খট্ খট্ শব্দ হয়।

জানুদ্বয়ের বাতজনিত প্রদাহ, তাহাতে আবার অস্থিগুল্ম।

পদদ্বয়ের উষ্ণতা, লালবর্ণ স্ফীততা, তাহাতে কৃষ্ণবর্ণ বেদনাযুক্ত স্থানসকল।

রাত্রিতে পায়ের ডিমে খল্লী, এবং পায়ের তলায়, পদ প্রসারিত করিতে হয়। ভ্রমণ কালে পদদ্বয় কাঁপে; টলিতে টলিতে চলে।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—সর্ব্বাঙ্গে অসুখ অসুখ বোধ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা; সন্ধিসমূহেও; সঞ্চালন এবং রাত্রিকালে বৃদ্ধি।

বাত, প্রধানতঃ দেহের মাংসপেশী এবং বৃহৎ সন্ধি সকল আক্রান্ত হয়; স্ফীততা; আসড়তা বা উৎক্ষেপ, সামান্য ধাক্কা বা ঠাণ্ডা লাগিলে বৃদ্ধি।

৩৫ অবস্থিতি।—সমান লম্বা হইয়া শুইলে বৃদ্ধি; মস্তক উচ্চ করিয়া শুইলে উপশম।

৩৬ স্নায়ু।—থাকিয়া থাকিয়া সর্ব্বাঙ্গে সূচীবেধ, সর্ব্বাঙ্গে টাটানি বোধ, প্রাতে বৃদ্ধি। হঠাৎ শক্তির হ্রাস।

সর্ব্বাঙ্গে কম্পন; প্রধানতঃ হস্তদ্বয়ের; মদ্যপায়ীদিগের।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চৈতন্যাধিক্যতা।

বসিয়া বা শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা।

ভমি-প্রবণতা:—গন্ধ আঘ্রাণ লইয়া; প্রাতে; কিম্বা আহারান্তে।

পক্ষাঘাত:—স্থানসকল শীতল, অসাড়, শুষ্কতা প্রাপ্ত; সংন্যাস বা মস্তিষ্কের কোমলত্ব-প্রাপ্তি হেতু পক্ষাঘাত, তৎসহ মাথাঘোরা ও দুর্ব্বল স্মরণ শক্তি; অতিরিক্ত রতিক্রিয়া বশতঃ পক্ষাঘাত; সুরা অপব্যবহার জনিত; আক্ষেপের পর; আসেনিক (সেঁকো) কর্তৃক বিষাক্ত হওয়ার পর।

প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়ার অত্যন্ত উত্তেজনশীলতা। ১ দেখ।

আক্ষেপ:—আবেগ (যথা ক্রোধ) বশতঃ; অপরিপাকবশতঃ; আক্ষেপের পূর্ব্বে কোষ্ঠবদ্ধ, কামলা ইত্যাদি; পাকাশয় প্রদেশ হইতে কি যেন উঠিতেছে এইরূপ অনুভব সহ আক্ষেপ; পশ্চাৎ দিকে ধনুকবৎ বক্রতা কিন্তু জ্ঞান থাকে; তাণ্ডবরোগবৎ আক্ষেপ, তৎসহ অসাড়তা; আক্ষেপ উজ্জ্বল আলোক, হঠাৎ ধাক্কা, শব্দ কিম্বা অতি সামান্য স্পর্শে প্রত্যাবর্ত্তন করে; আক্ষেপের পরে গভীর নিদ্রা হয়।

৩৭ নিদ্রা।—সন্ধ্যাকালে নিদ্রালু, কিন্তু রাত্রিতে অনিদ্রা।

সমস্ত দিন নিদ্রা-প্রবণ, ভোজনান্তে বৃদ্ধি।

তন্দ্রাদোষযুক্ত, নিম্ন চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে, গভীর নিদ্রা।

রাত্রি দীর্ঘ অনুভব হয়; গোলমাল ও ব্যস্ততা-পূর্ণ স্বপ্ন; প্রলাপ বকিয়া হঠাৎ উঠিয়া বসে, ভীতিপ্রদ দৃশ্য দেখে; অতি সামান্য শব্দে ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠে।

নিদ্রাকালে ভোঁস ভোঁস করিয়া বা নাক ডাকিয়া শ্বাস বহে।

মনমধ্যে বহুবিধ চিন্তা উপস্থিত হওয়ায় অধিক রাত্রে নিদ্রা হয়।

রাত্রি ৩টার সময় জাগিয়া উঠে (নানাপ্রকার উপসর্গ সহ)।

রাত্রি ৩টার সময় জাগরিত হয়; প্রাতে স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রায় নিদ্রিত হয় কিন্তু তাহা হইতে সহজে উঠান যায় না, এবং তৎপরে শ্রান্ত ও দুর্ব্বল অনুভব হয়।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত :—শয্যায় শুইয়া সন্ধ্যা ও রাত্রি হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত; সঞ্চালন ও জলপানে বৃদ্ধি; তৎসহ উষ্ণ মুখমণ্ডল; পর্য্যায়ক্রমে উত্তাপ; প্রাতঃকালে, তৎসহ কোষ্ঠবদ্ধ (স্তন্যপায়ী শিশুদিগের); উত্তাপে উপশম হয় না। শীতের পরে নিদ্রা।

অগ্রগামী, প্রাতঃকালীন, জ্বর :—শীত ও তৎসহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে কামড়ানি; নখসকল নীলবর্ণ, তৃষ্ণা নাই; তৎপরে তৃষ্ণা, দীর্ঘস্থায়ী জ্বর, তৎসহ রগে সূচীবেধ; স্বল্প ঘর্ম্ম। বিজ্বর কালে পাকাশয়িক ও পৈত্তিক লক্ষণ সকল বর্ত্তমান থাকে; পদদ্বয় দুর্ব্বল ও পক্ষাঘাতবৎ অনুভব হয়।

উত্তাপ :—তৃষ্ণাশূন্য রাত্রিতে; অতি সামান্য শ্রম বা খোলা বায়ুতে বৃদ্ধি হয়; গাত্র অনাবৃত করিতে অনিচ্ছা; কিম্বা ইচ্ছা হয়, কিন্তু অনাবৃত করিলে শীত করে, কিম্বা পেটে বেদনা ধরে; শীতেরপূর্ব্বে উত্তাপ।

রক্তাধিক্যতাযুক্ত শীত, তৎসহ মাথাঘোরা, উদ্বেগ, প্রলাপ, সুস্পষ্ট দৃশ্য দর্শন, উদর স্ফীত; পার্শ্বদেশ ও উদরমধ্যে সূচীবেধ।

ঘর্ম্ম :—মধ্যরাত্রির পরে ও প্রাতে; অম্ল গন্ধ বা দুর্গন্ধ; কেবল একপার্শ্বে, অথবা দেহের ঊর্দ্ধাংশে; মুখমণ্ডলে শীতল, চট্‌চটে; ঘর্ম্মে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বেদনা উপশমিত হয়; শীত হইয়া আবার ঘর্ম্ম।

৪১ আক্রমণ।—সাময়িক ও সবিরাম আক্রমণ সকল।

৪২ তন্তু।—শিশুদিগের শুষ্কতা প্রাপ্তি, ক্ষুধা নাই, অথবা রাক্ষসী ক্ষুধা; খাইতে ইচ্ছা কিন্তু পুনঃ পুনঃ বমন; কোষ্ঠবদ্ধ; রক্তশূন্য মুখমণ্ডল; মুখমণ্ডল স্ফীত ভাব।

বাত, বিশেষতঃ বৃহৎ সন্ধি ও পৃষ্ঠদেশের।

৪৩ চর্ম্ম।—সর্ব্বাঙ্গের জ্বালা ও কামড়ানি; সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি; কামলাসহ কণ্ডূয়ন।

পাকাশয়ের দোষ সহ আমবাত।

কালশিরা। স্ফোটক, বিশেষতঃ যদ্যপি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক একত্র সংযুক্ত হয়।

বিদ্রধি (এবসেস)।

৪৭ অবস্থা।—শীর্ণ, খিটখিটে স্বভাব, পৈত্তাধিক্য ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী, যাহারা অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রম করে এবং ব্যায়াম না করিয়া ঘরে বসিয়া বসিয়া কাজ করে।

মদ্যপায়ী ও ইন্দ্রিয়সেবী, যাহারা খিট্‌খিটে ও শীর্ণকায়।

৪৮ সম্বন্ধ।—আর্সেনিক, ইপিকা, ফসফরস ও সলফারের পরে নক্সভমিকা ফলপ্রদ; নক্সভমিকার পরে ব্রাইওনিয়া, পলসাটিলা ও সলফার উপকারী।

নক্‌সভমিকার সহিত জিঙ্ক ব্যবহার হয় না।

নক্‌সভমিকা সলফারের কার্য্যাবশেষ-পূরক।

নক্‌সভমিকার প্রতিবিষ:—ক্যাম, ককু, পলসা।

নক্‌সভমিকা প্রতিষেধ করে :—সর্ব্বপ্রকার গরম ঔষধ, বিরেচক, নিদ্রা-কারক ঔষধ, কাফি এবং সুরাপানজনিত কুফল সকল। পারদ অপব্যবহার-জনিত হস্তপদাদির কম্পনও নক্সভমিকা কর্তৃক দূরীভূত হয়।

তুলনা কর :—গ্রাফাই (পাকাশয় শূল); ল্যাকে (যকৃতের রক্তাধিক্যতা); কার্ব্ব-ভেজ, কাষ্ট (সর্দ্দিজ স্বরভঙ্গতা)।

নক্সমসচেটা।

(জায়ফল)।

পরীক্ষক :—হেলবিগ।

১ মন।—তন্দ্রাদোষ ও অচৈতন্যতা; অদম্য নিদ্রা।

অচৈতন্যতা, মানসিক উত্তেজনার পরে, বিশেষতঃ ঋতুর ঠিক পূর্ব্বে।

পড়িতে পড়িতে ক্রমশঃ ভাবসকল মন হইতে বিদূরিত হয়, নিদ্রিত হইবার প্রবৃত্তি।

স্মরণ শক্তি দুর্ব্বল।

মাথাধরার সময়ে ভুল কথা বলে।

চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থা সকল পরিবর্ত্তিত অনুভব হয়; কল্পনাযুক্ত, স্বপ্নযুক্ত দৃশ্য সকল; পরিচিত পথও চিনিতে পারে না।

অল্প ক্ষণ সময়ও তাঁহার (স্ত্রীং) নিকট দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়।

প্রলাপ, ভয়ানক মাথাঘোরা, বিকট ভঙ্গিমা, উচ্চরবে অযৌক্তিক কথা কহে, অনিদ্রা।

পানাত্যয় (ডিলিরিয়াম ট্রিমেন্স), ইন্দ্রিয় সকলের ধীরক্রিয়া, কাল্পনিক চিন্তা সকল; জাগিয়া উঠে কিন্তু জানে না কোথায় আছে; হাস্য, তৎসহ বোকার ন্যায় চেহারা।

হাস্য, সকল দ্রব্যই হাস্যজনক বলিয়া বোধ হয়, আপনা আপনি উচ্চৈঃস্বরে কথা কহে।

পরিবর্ত্তনশীল মানসিক ভাব, একবার হাসে, একবার কাঁদে।

চৈতন্য।—মাথাঘোরা:—যেন মাতালের ন্যায়, টলিয়া টলিয়া পড়ে; খোলাবায়ুতে ভ্রমণ কালে মাথা ঘুরিয়া পড়ে; দুর্ব্বল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি অসাড়, অনুভব যেন বায়ুতে ভাসিতেছে।

মস্তকাভ্যন্তর।—সংন্যাস; মস্তিষ্কের কোমলত্ব-প্রাপ্তি।

ধমনীসকলের স্পন্দন এবং প্রাত্যহিক মাথাধরা; দপদপানি, চাপযুক্ত বেদনা, উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে অবরুদ্ধ, বাম চক্ষূর্দ্ধ স্থানে বেদনা।

মস্তকমধ্যে বেদনাশূন্য স্পন্দন, নিদ্রা যাইতে ভয়।

মস্তক পূর্ণ এবং যেন প্রসারিত হইতেছে এইরূপ মাথাধরা, বামদিক হইতে দক্ষিণ দিকে যায়।

মস্তিষ্ক যেন শিথিল, সঞ্চালন কালে যেন মস্তকমধ্যে ঘট ঘট নড়ে; নিদ্রালুতা; ভোজনান্তে বৃদ্ধি; ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি; উষ্ণতায় উপশম, কিন্তু শয্যার উষ্ণতায় নহে।

মাথাধরার বৃদ্ধি:—ধৌত করিলে, ভিজিলে, আর্দ্র বা ঠাণ্ডা

বাতাসে, ঋতু পরিবর্ত্তনে, শকটারোহণে, মদ্যপানে, আহারান্তে, বিশেষতঃ প্রাতঃকালিক প্রথম ভোজনান্তে, অতি সামান্য উত্তপ্ত হইলে, উদ্বেগ বিলোপ হইতে, ঋতুর পূর্ব্বে গর্ভাবস্থায়।

৪ বহির্ম্মস্তক।—রগ দুইটী স্পর্শে চৈতন্যাধিক।

উপবিষ্টাবস্থায় মস্তক সম্মুখে হেলিয়া পড়ে।

সম্মুখ হইতে পশ্চাতে মস্তকের আক্ষেপিক সঞ্চালন, তাহাতে বাক্য কথন ও গলাধঃকরণ প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে।

৫ চক্ষু।—দ্রব্যসকল দেখায় :—বৃহত্তর; অতি দূরবর্ত্তী; কিম্বা দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হয়; লালবর্ণ।

আলোকে বৃদ্ধি; অন্ধকারে উপশম।

অন্ধতা, পরে ভ্রমি। ক্ষণিক অন্ধতা।

একদৃষ্টি। চক্ষু শুষ্ক, তিনি (স্ত্রী) চক্ষু মুদিতে পারেন না।

অক্ষিপুট ভারী; অনম্য।

৬ কর্ণ।—শ্রবণশক্তির চৈতন্যাধিক্যতা; কর্ণ মধ্যে ভন্‌ভন্ গুন্‌গুন্ করে।

কর্ণ যেন অবরুদ্ধ অনুভব হয়।

কর্ণমধ্যে ছিন্নকর বেদনা; বামকর্ণে সূচীবেধ, চোয়াল সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

৭ নাসিকা।—আঘ্রাণ শক্তির চৈতন্যাধিক্যতা।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, রক্ত প্রায়ই গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ।

হাঁছি, নাসিকার ভিতরে শুষ্ক, অবরুদ্ধ, মুখ খুলিয়া শ্বাস লইতে হয়।

৮ মুখমণ্ডল।—দক্ষিণ চক্ষুর ঊর্দ্ধদেশে জ্বালা, আকুঞ্চন, হুলবেধ অনুভব; মুখমণ্ডল লালবর্ণ ও স্ফীত; বাক্যকথন কষ্টকৃত।

বোকার ন্যায়, বালকের ন্যায় মুখের চেহারা।

কৃশ দেখায়; যন্ত্রণাসূচক মুখের চেহারা; চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ মণ্ডলাকার দাগ; মৃতবৎ রক্তশূন্য, সরস বায়ুতে বৃদ্ধি।

চক্ষু ক্রমে দেখিতে ভারী; কষ্টব্যঞ্জক চেহারা।

১০ দন্ত।—গর্ভাবস্থায় সম্মুখ দন্তসমূহে বেদনা, হুলবেধবৎ ছিন্নকর বেদনা; ঠাণ্ডা লাগাইলে, আর্দ্র বায়ুতে এবং মুখ ধৌত করিলে, স্পর্শ বা দন্ত চুষিলে বৃদ্ধি; উষ্ণতায় উপশম।

মাড়ী হইতে রক্ত পড়ে; স্কার্ভি।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—মৃত্তিকাবৎ; খড়িবৎ; তিক্ত; যেন লবণাক্ত দ্রব্য ভোজন করিয়াছে।

জিহ্বা:—পক্ষাঘাত বিশিষ্ট; শিশু, যদিও বয়স হইয়াছে তথাপি কথা কহিতে পারে না, কারণ যেন জিহ্বা নাড়িতে কষ্ট হয়; তৃষ্ণা নাই; রাত্রিতে বা জাগিলে পর শুষ্ক; শাদা বা পীতবর্ণাভ ক্লেদাবৃত, মধ্যে মধ্যে বিন্দু বিন্দু লাল কণ্টক সকলের দাগযুক্ত।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্য ও গলমধ্য শুষ্ক, তৃষ্ণা নাই।

লালা হ্রাস; লালা তুলার ন্যায়।

ঋতুর সময়ে মুখে জল উঠা।

মুখ হইতে দুর্গন্ধ, জিহ্বা শাদা।

শিশুদিগের মুখের ঘা।

১৩ গলমধ্য।—গলাধঃকরণ ক্রিয়া সংক্রান্ত মাংসপেশীর পক্ষাঘাত বশতঃ কষ্টকৃত গলাধঃকরণ।

গল বেদনা, স্বরভঙ্গ; গলা চুলকান, শুষ্কতা।

ইয়ুষ্টেকিয়ান নলীতে বেদনা, যেন তথায় কোন পদার্থ বাধিয়া রহিয়াছে।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা ও খাইতে প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত।

ক্ষুধা রহিত। তৃষ্ণা অভাব।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—হিক্কা।

বিবমিষা ও মুখপ্রসেক:—তৎসহ নিদ্রাপ্রবৃত্তি; যখন গাড়ী করিয়া যায়; গর্ভাবস্থায়।

বমন:—আক্ষেপিক; গর্ভাবস্থায়; এবং পাকাশয় অম্লপূর্ণ; উদরাধ্মান।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে উষ্ণতা ও জ্বালা।

পাকাশয়ে পূর্ণতা, তাহাতে শ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে।

পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের।

মানসিক শক্তির অতিরিক্ত চালনাবশতঃ পাকাশয়ের উত্তেজনা।

কেবল অতি গুরুপক খাদ্য পরিপাক করিতে পারে।

হাইপোকণ্ড্রিয়া।—দক্ষিণ হইতে বাম হাইপোকণ্ড্রিয়ামে আক্ষেপিক

বেদনা, তৎপরে উদরের নিম্নাংশে চক্রাকারে বেদনা, তৎপরে উদরাময়।

শিশুদিগের যকৃত বিবৃদ্ধি।

যকৃত বর্দ্ধিত; রক্তযুক্ত মল; যকৃৎ প্রদেশে ভার বোধ; যেন কোন তীক্ষ্ণ পদার্থ বা প্রস্তরখণ্ড হইতে চাপ বোধ; স্ফীত অনুভব।

প্লীহা বর্দ্ধিত; অতিসার।

প্লীহামধ্যে সূচীবেধ; সম্মুখে দুমড়াইয়া পড়িতে হয়।

১৯ উদর।—উদরের উপরাংশে ভার বোধ।

এপিগ্যাষ্ট্রিয়াম ও নাভিতে কর্ত্তন ও খিমচান বেদনা।

আহার করিবামাত্র পেটবেদনা এবং পানান্তে বৃদ্ধি; দিবাভাগে, তৎসহ মুখের শুষ্কতা ও তৃষ্ণার অভাব।

উদর ভয়ানক স্ফীত।

নাভি বেদনা, এমন কি ক্ষত।

গোড় নামা।

নাভিদেশে কর্ত্তন ও খিমচান বেদনা, চাপে উপশম; আধ্মান ও উদরাময়।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—কোমল কিন্তু কষ্টে বহির্গত হয়, সরলান্ত্র ক্রিয়া শূন্য; অজীর্ণ, ডিম ঘোঁটার ন্যায়; ক্ষুধা রহিত, নিদ্রালু; পিত্তযুক্ত, আমযুক্ত; পচা, রক্তযুক্ত; পাতলা, হরিদ্রাবর্ণ, প্রচুর এবং দুর্গন্ধ যুক্ত।

রাত্রিতে মলত্যাগ, দুর্ব্বলকারী, তৎসহ নিদ্রালুতা, ভ্রমি; শীতল, আর্দ্র বায়ু হইতে বৃদ্ধি; ঠাণ্ডা পানীয় খাইয়া; দন্তোদ্গম কালে; গর্ভাবস্থায়।

ক্রমি; কর্ত্তনবৎ পেটকামড়ানি, নিদ্রালুতা। পর্য্যায়ক্রমে কঠিন ও কোমল মল। অর্শ বলি বাহির হয়।

২১ মূত্র।—বৃক্কক শূল।

মূত্রাশয়ের বেগ বোধ। মূত্রাশয়ে পাথরী বশতঃ বেদনা। মূত্রত্যাগকালে মূত্রমার্গে জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা।

মূত্রকৃচ্ছ্রতা, তৎসহ মূত্রত্যাগের প্রবৃত্তি।

মূত্র :—স্বল্প ও লালবর্ণ।

২২ পুং জননেন্দ্রিয়।—রতি প্রবৃত্তি কিন্তু লিঙ্গ শিথিল। শুক্রস্খলন।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বন্ধ্যাত্ব।

আক্ষেপিক প্রসববেদনাবৎ বেদনা।

পেলভিস-গহ্বরস্থিত যন্ত্র সমূহের অত্যন্ত উত্তেজনশীলতা, ঋতুকালে বৃদ্ধি, সেই সময়ে ডিম্বাধার ও জরায়ু স্ফীত ও চাপে চৈতন্যাধিক।

জরায়ু আধ্মান-বায়ু পূর্ণ।

জরায়ু স্থানচ্যুত; মুখ ও গলমধ্য শুষ্ক; নিদ্রালু, মোহযুক্ত; আহারান্তে উদর অত্যন্ত বিস্ফারিত হয়।

নিম্নোদরের বামপার্শ্বে পিণ্ডবৎ পদার্থ অনুভব; জরায়ুর বক্রতা (সম্মুখে)।

জরায়ু ও যোনি ভ্রংশ; বন্ধ্যাত্ব; শ্বেতপ্রদর।

ঋতু :—সময় ও পরিমাণ সম্বন্ধে অনিয়মিত; স্রাব সাধারণতঃ কাল, ঘন; উদরে বেগ দেওয়াবৎ বেদনা, তৎসহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে আকৃষ্টবৎ বেদনা; কটিদেশ হইতে নিম্নদিকে বেদনা; অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি দুর্ব্বল বোধ হয়, কামড়ায়; ঋতু প্রারম্ভে বেদনা; অদম্য নিদ্রালুতা; প্রচুর, তৎসহ ভ্রমি ও নিদ্রালুতা; মুখমধ্য শুষ্ক; হিষ্টিরিয়া রোগজনিত হাস্য, খোলা বায়ুতে বৃদ্ধি; ভয়, দুর্ব্বলতা, ঠাণ্ডা, অতিশ্রম বা হিষ্টিরিয়া রোগ প্রভৃতি হেতু স্বল্প বা অবরুদ্ধ।

ঋতুর পরিবর্ত্তে শ্বেতপ্রদর; শুষ্ক জিহ্বা সহ জাগিয়া উঠে।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায় :—ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি বশতঃ কষ্টবোধ; বিবমিষা ও বমন; মলত্যাগে কষ্ট; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, তৎসহ যেন ঊর্দ্ধদিকে চাপ বোধ; ভ্রমি; নিদ্রালুতা; চর্ম্ম শুষ্ক, শীতল।

গর্ভস্রাবের আশঙ্কা; হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকের ভ্রমি হওয়ার সম্ভাবনা; ভয় হয় গর্ভস্রাব হইবে।

প্রসববেদনা :—বেদনা কৃত্রিম, দুর্ব্বল; কিম্বা আক্ষেপিক ও অনিয়মিত; নিদ্রালু।

প্রসবান্তিক আক্ষেপ :—মস্তক সম্মুখে প্রক্ষিপ্ত; বিশেষতঃ হিষ্টিরিয়া

রোগগ্রস্ত স্ত্রীলোক, যাহাদের সহজেই মূর্চ্ছা হয় এবং যাহারা পৃষ্ঠ-দেশ ও জানুদ্বয়ে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও আলস্য অনুভব করে; আক্ষেপের পরে ও পূর্ব্বে নিদ্রালু।

প্রসবান্তে :—আধ্মান, তৎসহ প্রসববেদনাবৎ বেদনা; প্রসবের পর জরায়ু অসঙ্ক চিতাবস্থায় থাকে; জরায়ুর বক্রতা (সম্মুখে)।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গতা, বায়ুপ্রবাহের বিপরীত দিকে ভ্রমণে বৃদ্ধি।

লেরিংক্স মধ্যে শুষ্কতানুভব।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—আহারান্তে শ্বাসকষ্ট; হঠাৎ শ্বাসবন্ধ।

শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, তৎসহ বক্ষোপরি ভারবোধ।

বক্ষের মাংসপেশীতে আকুঞ্চন অনুভব।

২৭ কাসী।—হঠাৎ শ্বাসরোধ সহ শুষ্ক কাসী; গর্ভাবস্থায় শুষ্ক কাসী; কাসীর উৎপত্তি :—শয্যায় দেহ উত্তপ্ত হইলে; জলে দাঁড়াইয়া বা স্নান করিয়া; দেহ অত্যুত্তপ্ত হইলে; শীতল, অন্ধকার স্থানে বাস করিয়া; আহারান্তে সরস, পানান্তে শুষ্ক কাসী।

গয়ার (নিষ্ঠীবন) রক্তযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ; পিচ্ছিল, লবণাক্ত; গয়ার তুলিয়া গিলিয়া ফেলে।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষোপরি ভার ও চাপবোধ, রাত্রিতে নিদ্রিত হইলে বেশী।

বক্ষমধ্যে সূচীবেধ, কসিয়া ধরা ভাব, রক্ত নিষ্ঠীবন, বক্ষের ঊর্দ্ধাংশে পূর্ণতা অনুভব, তাহাতে গভীর শ্বাস লইতে পারে না।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের প্রবল ক্রিয়া।

হৃৎকম্পন :—ভ্রমি, তৎপরে নিদ্রা; হিষ্টিরিয়া বশতঃ হৃৎকম্পন, তৎসহ দুর্ব্বল, ক্ষুদ্রনাড়ী।

হৃৎপিণ্ডের কম্পন, যেন ভয়বশতঃ।

নাড়ী :—ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল। সবিরাম।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—আর্দ্র বাতাস লাগিয়া, গ্রীবার মাংসপেশীতে আকৃষ্ট অনুভব।

বেদনা কখন পৃষ্ঠদেশে, কখন ত্রিকাস্থিতে, জানুদ্বয় অত্যন্ত শ্রান্ত বোধ; বিশ্রামে বৃদ্ধি।

পৃষ্ঠদণ্ড বহিয়া বেদনা।

গাড়ীতে চড়িতে গেলে পৃষ্ঠদেশে বেদনা।

কটিদেশ ও জানুদ্বয় দুর্ব্বল অনুভব হয়।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—অনুভব হয় যেন সমস্ত রক্ত তাঁহার (স্ত্রী) হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যেন বাহুতে দড়ি বান্ধা রহিয়াছে।

হস্তদ্বয় শীতল অনুভব হয়, যেন বরফ বৎ জমিয়া গিয়াছে।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পদদ্বয় শ্রান্ত; যেমন অনেক দূর হাঁটিলে হয়।

দক্ষিণ জানু বেদনা করে, বিশেষতঃ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠিতে গেলে।

পদদ্বয়ে ভার ও শৈত্যানুভব।

চরণদ্বয়ে খালধরে ও ভিতরে জ্বালা বোধ।

শয়ন করিলে বৃদ্ধাঙ্গুলিতে বেদনা। * গাউট।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—সঞ্চরমান, খননবৎ, চাপাযুক্ত বেদনা—বেদনা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে আবদ্ধ; স্বল্পক্ষণ স্থায়ী এবং স্বল্প ক্ষণেই প্রত্যাবর্ত্তন করে।

দীর্ঘকাল ঠাণ্ডায় ও সরসস্থানে থাকিয়া পৈশিক বাত; সঞ্চরমান বেদনা; উষ্ণতায় উপশম।

৩৬ স্নায়ু।—ভ্রমণকালে টলিয়া পড়ে; বার বার পড়িয়া যায়।

অতি সামান্য শ্রমেই শ্রান্তি বোধ, যেন শুইয়া পড়িতে ইচ্ছা হয়; নিদ্রালু।

মূর্চ্ছাপ্রবণতা; অতি সামান্য বেদনা হইতেও মূর্চ্ছাপ্রবণতা। অস্থির, সর্ব্বদা নড়িতে চড়িতে থাকে।

উদরাময় সহ শিশুদিগের আক্ষেপ।

অচৈতন্য, শক্ত হইয়া উঠে, ধীর শ্বাসক্রিয়া; পশ্চাৎ দিকে দেহ বক্র হইয়া পড়ে; আক্ষেপ হইতে থাকে।

অচৈতন্যতা সহ মৃগী রোগ।

হিষ্টিরিয়া রোগ।

পক্ষাঘাত:—জিহ্বা, অক্ষিপুট, অন্ননলীর।

৩৭ নিদ্রা।—রোগ বশতঃ নিদ্রা উপস্থিত হয়; অদম্য নিদ্রালুতা; নিদ্রালু,

যেন মদমত্ত; তন্দ্রাদোষযুক্ত নিদ্রা, স্থির, অনড়, নিঃশব্দে শুইয়া থাকে।

মস্তক বা হৃৎপিণ্ডে রক্তাধিক্যতাবশতঃ অস্থির নিদ্রা, তৎসহ জরায়ুর পীড়া সকল।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত বোধ:—খোলা বায়ুতে, বিশেষতঃ আর্দ্র শীতল বায়ুতে, তৎসহ মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ; গাত্র অনাবৃত করিলে; উষ্ণ গৃহে উপশম।

সন্ধ্যাকালে শীত শীত বোধ, তৎসহ অত্যন্ত নিদ্রালুতা; শীত ও নিদ্রা-লক্ষণ অধিক প্রবল।

চরণদ্বয়ে ঠাণ্ডা অনুভব, তৎসহ হস্তদ্বয়ে উত্তাপ অনুভব।

রক্তাধিক্যতা। পূর্ব্বাহ্নে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ে উত্তাপ, তৎসহ মুখ ও গলমধ্যে শুষ্কতা, তৃষ্ণা নাই; নিদ্রালুতা, তন্দ্রাদোষযুক্ত নিদ্রা।

ঘর্ম্মের অভাব; চর্ম্ম শীতল, শুষ্ক।

ঘর্ম্ম:—লালবর্ণ কিম্বা রক্তযুক্ত; তৎসহ নিদ্রালুতা; তৎসহ গাত্র অনাবৃত করিতে অনিচ্ছা।

সবিরাম জ্বর, নিদ্রালু, জিহ্বা শাদা, ঘড় ঘড় করিয়া শ্বাসক্রিয়া, সময়ে সময়ে রক্তযুক্ত গয়ার, অতি অল্প তৃষ্ণা, এমন কি উত্তাপাবস্থাতেও।

৪৪ তন্তু।—আভ্যন্তরিক স্থান হইতে রক্তক্ষরণ।

আভ্যন্তরিক স্থান সমূহের শুষ্কতা।

রক্তের অভাব, রক্তাল্পতা।

ছোট ছোট শিশুদিগের দেহের শুষ্কতা প্রাপ্তি।

বাহ্যিক স্থান সমূহের শোথ।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—শরীরের যে পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে তাহাতে বেদনা বোধ; শয্যাক্ষতের সম্ভাবনা।

৪৬ চর্ম্ম।—চৈতন্যাধিক, বিশেষতঃ শীতল, আর্দ্র বায়ুতে।

চর্ম্ম শীতল, শুষ্ক, ঘর্ম্মের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না।

প্রতি শীতকালেই নীহার-স্ফোটক।

চর্ম্মের ক্ষত, বেদনাযুক্ত; হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের।

চর্ম্মোপরি নীলবর্ণ দাগ।

ঋতুকালে মুখমণ্ডল ও গ্রীবার স্থানে স্থানে লালবর্ণ চাকা চাকা দাগ, তাহা হইতে ছাল উঠিয়া যায়।

৪৭ অবস্থা।—শিশু ও স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে প্রধানতঃ উপযোগী; আরও, বৃদ্ধদিগের পক্ষেও।

৪৮ সম্বন্ধ।—ইহার সদৃশ ঔষধ :—ষ্ট্রামো, ওপি (মন); পলসা (আভ্যন্তরিক যন্ত্র সমূহ); নক্সভমি, এণ্টিম-টার্ট (অনুভব); ওপি, আর্সে, স্পাইজি (জ্বর); লাইকো (চর্ম্ম); নক্স-ভমি, রসটক্স (সঞ্চালন); ককু, ইগ্নে, নক্স-ভমি, সিপি (দেহের পার্শ্ব সম্বন্ধে)।

নাইট্রিক এসিড।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—দুর্ব্বল স্মরণ শক্তি, মানসিক শ্রমে অনিচ্ছা।

নীরব। বিমর্ষতা, নিরাশা।

তাঁহার (পুং) রোগ সম্বন্ধে উদ্বিগ্নতা, তৎসহ মৃত্যুভয়; ওলাউঠার ভয়।

বায়ুপ্রধান, উত্তেজনশীল, বিশেষতঃ পারদ অপব্যবহারের পরে।

২ চৈতন্য।—মাথাটলা, অলস, স্তম্ভিতবৎ অনুভব হয়।

অধিক উত্তাপ সহ মস্তকে রক্তাধিক্যতা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—বান্ধান রাস্তা দিয়া গাড়ী গেলে, অথবা সজোরে পদশব্দে মস্তক চৈতন্যাধিক।

বাহির হইতে চাপ বোধ; বিবমিষা সহ উহা চক্ষু পর্য্যন্ত প্রসারিত; গোলমালে বৃদ্ধি; শয়ন কিম্বা গাড়ী চড়িয়া বেড়াইলে উপশম।

মস্তকমধ্যে সূচীবেধ, তাহাতে শুইতে বাধ্য করে; রগদ্বয়ে বিদ্ধবৎ বেদনা।

মস্তকের বামপার্শ্বে অতি প্রবল দপদপানি ও মুদ্গরাঘাতবৎ অনুভব, প্রাতের সময়ে ক্রমশঃ আরম্ভ হয় এবং আহারের সময়ে চলিয়া যায়।

৫ বহির্মস্তক।—করোটীতে বেদনা, তৎসহ অনুভব হয় যেন মস্তক ফিতা দ্বারা সজোরে বান্ধা রহিয়াছে; সন্ধ্যা ও রাত্রিতে বৃদ্ধি; ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলে এবং গাড়ী চড়িয়া বেড়াইলে উপশম।

মস্তক অত্যন্ত চৈতন্যাধিক, এমন কি টুপির ভারও অসহ্য; সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি এবং যে পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে সেই পার্শ্বে বেশী।

করোটীত্বকে প্রাদাহিক স্ফীততা, পাকে পুঁজ জমে কিম্বা অস্থি ক্ষয় হয়।

লালবর্ণ ফুস্কুড়ি।

মূর্দ্ধা ও রগদ্বয়ে সরস, হুলবেধবৎ বেদনা সহ, উদ্ভেদ; চুলকাইলে সহজেই রক্ত পড়ে, এবং সেই পার্শ্বে শয়ন করিলে অত্যন্ত টাটানি বোধ হয়।

করোটীত্বকে এক একখানি জালাকর সরস ক্ষত। * উপদংশ।

কেশ উঠিয়া যায়, তৎসহ সরস উদ্ভেদ; স্নায়বিক শিরঃপীড়া, দুর্ব্বলতা ও শীর্ণতা।

৬ চক্ষু।—চক্ষু সম্মুখে কালবর্ণ দাগ সকল।

আলোকে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক।

দ্বিত্ব দৃষ্টি; নিকটদৃষ্টি।

চক্ষু প্রদাহিত, উপদংশ অথবা পারদ অপব্যবহারের পর।

আইরিস প্রদাহ। চক্ষু মধ্যে চাপ ও হুলবেধ বোধ।

কর্ণিয়ার উপরে দাগ।

চক্ষু প্রদেশ বেদনাযুক্ত, স্পর্শে টাটানি অনুভব।

অক্ষিপুট স্ফীত ও কঠিন।

উপরাক্ষিপুটের পক্ষাঘাত।

অশ্রুবাহক নলীর নালী ঘা।

৭ কর্ণ।—নিজের কথা নিজের কাণে প্রতিধ্বনিত হয়।

কর্ণমধ্যে স্পন্দন, গুন্ গুন্ শব্দ।

চর্ব্বণকালে কর্ণ মধ্যে খট্ খট্ শব্দ।

টন্সিল গ্রন্থিদ্বয়ের কাঠিন্য ও স্ফীততা বশতঃ শ্রুতিশক্তির অভাব; পারদ অপব্যবহারের পরে।

ইয়ুষ্টেকিয়ান নলী অবরুদ্ধ।

ভয়ানক দুর্গন্ধ পুষযুক্ত কর্ণস্রাব।

কর্ণ মধ্যে দপদপানি।

কর্ণাস্থির ক্ষয় বা পূতি।

৭ নাসিকা।—বায়ু আঘ্রাণে বিরক্তিকর-গন্ধ অনুভব।

প্রাতে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ; রক্ত কাল, জমাট বান্ধা ; ক্রন্দন কালেও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

নিদ্রাকালে হাছি।

শুষ্ক সর্দ্দিবশতঃ নাসিকা অবরুদ্ধ কিম্বা ফোটা ফোটা জল পড়ে ; নাসাপুট স্ফীত, জ্বালা করে।

নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ, হরিদ্রাবর্ণ স্রাব।

নাসিকা হইতে পূষস্রাব, তৎসহ ক্ষত।

ক্ষতকারী নাসাস্রাব।

নাসাগ্রভাগ লালবর্ণ। নাসার উপরে গুম্রবৎ বিবৃদ্ধি।

নাসাপুটে বৃহৎ, কোমল, বিবৃদ্ধিসকল, উহা মামরী দ্বারা আবৃত। * উপদংশ।

মুখমধ্যে নাসার পশ্চাৎ ছিদ্র হইতে অপরিষ্কার রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা।

প্রতিদিন প্রাতে সবুজবর্ণ শক্ত শক্ত পদার্থ বহির্গমন।

৮ মুখমণ্ডল।—রক্তশূন্য, চক্ষু কোঠর-প্রবিষ্ট।

গণ্ডদ্বয়ের স্ফীততা।

প্রাতে জাগিলে পর চক্ষুর চতুর্দ্দিকে ফুলা।

মুখমণ্ডল ও কপালে উদ্ভেদ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি। পূষযুক্ত গুটিকা, তাহার চতুর্দ্দিকে কিনারা প্রশস্ত ও লালবর্ণ, তাহাতে মামড়ী পড়ে। * উপদংশ।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—ঠোঁট স্ফীত। অধর শুষ্ক, ফাটা। মুখের কিনারা ক্ষত ও ফোস্কায় পূর্ণ। মুখের কোণ ক্ষত। সব্-ম্যাক্সিলারি গ্রন্থির বেদনাযুক্ত স্ফীততা।

১০দন্ত।—পারদ অপব্যবহারের পরে সন্ধ্যা ও সমস্ত রাত্রি দন্তে স্পন্দন (দপ-

দপানি) ও হুলবেধ বেদনা।

দন্ত অনুভব হয় যেন লম্বা হইয়াছে।

দন্ত হরিদ্রাবর্ণ বা শিথিল হইয়া যায়।

মাড়ী শাদা, স্ফীত, রক্তস্রাবী।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—আহারান্তে তিক্ত ; অম্ল ও গলমধ্যে জ্বালানুভব।

জিহ্বা :—চৈতন্যাধিক, এমন কি সামান্য খাদ্যেও হুল হুল করে ; প্রাতে শাদা ও শুষ্ক ; সবুজবর্ণ ক্লেদাবৃত ও প্রচুর লালাস্রাব ; শুষ্ক ও ফাটা।

জিহ্বার কিনারায় গভীর, অসমান কিনারা-বিশিষ্ট ক্ষত। * উপদংশ।

জিহ্বায় ক্ষত।

১২ মুখমধ্য।—মুখ হইতে দুর্গন্ধ।

লালা দুর্গন্ধ, ক্ষতকর, তাহাতে ঠোঁটে ক্ষত জন্মে।

লালা রক্তযুক্ত।

মুখমধ্যে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি স্ফীত ও ক্ষতযুক্ত, তৎসহ কণ্টকবেধবৎ বেদনা; বিশেষতঃ পারদ অপব্যবহারের পরে।

১৩ গলমধ্য।—তালু, জিহ্বা এবং মাড়ীর অভ্যন্তর ভাগ টাটানিযুক্ত, তৎসহ মুখের কোণদ্বয়ে হুলবেধবৎ বেদনা ও ক্ষত।

গলমধ্যে সূচীবেধ, শুষ্ক সর্দ্দি, স্বরভঙ্গতা।

টন্সিল লালবর্ণ, স্ফীত, অসমান, তদুপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত।

গলমধ্য শুষ্ক, উত্তপ্ত ; মাড়ী টাটানিযুক্ত।

টন্সিল ও ফসেসের উপরে ডিপথিরিয়ার ন্যায় ঝিল্লি ; নাসিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ; ভয়ানক দুর্গন্ধ, সবিরাম নাড়ী ; প্যারটিড গ্রন্থিদ্বয় স্ফীত। গলমধ্যে শল্যবিদ্ধবৎ বোধ ; গলাধঃকরণ কালে কষ্ট।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ইচ্ছা :—চর্ব্বি ; চা খড়ি ; চুন ; মাটী।

মাংস ও রুটীতে অনিচ্ছা।

ক্ষুধা রহিত। প্রাতে প্রবল তৃষ্ণা।

১৫ পানাহার।—আহারকালে ও অন্তে ঘর্ম্ম।

আহারান্তে :—পাকাশয়ে পূর্ণতা, অতি সামান্য শ্রমে দুর্ব্বলতা, উত্তাপ হৃৎকম্পন ; পাকাশয়ে ভার চাপান বোধ।

দুগ্ধ সহ্য হয় না।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—অধিক বিবমিষা, খাইতে পারে না ; সময়ে সময়ে বমি হয়।

বিবমিষা, তৎসহ পাকাশয়ে উত্তাপ,—গলমধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

বিবমিষা নড়িয়া বেড়াইলে কিম্বা গাড়ী চড়িলে উপশম।

তিক্ত ও অম্ল বমন ; হরিদ্রা শ্লেষ্মা বমন হয়।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়-গহ্বরে সূচীবেধ। জ্বালাকর কষ্টবোধ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতের পুরাতন রোগ ; কামলা। যকৃত স্ফীত ও বর্দ্ধিত ; মাটীর ন্যায় মল।

১৯ উদর।—ক্ষুদ্রান্ত্রে খালধরাবৎ বেদনা সহ মধ্য রাত্রিতে জাগিয়া উঠে শীত শীত বোধ ; নড়িলে বেদনার আরও বৃদ্ধি।

উদরের উর্দ্ধাংশে আবদ্ধ আধ্মানবায়ু। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

আধ্মান বশতঃ উদর স্ফীত।

কর্ত্তনবৎ বেদনা। উদরের বামপার্শ্বে গড় গড় শব্দ ; মুখে দুর্গন্ধ।

ভ্রমণকালে উদরে বেদনা।

অন্ত্রবৃদ্ধি ; শিশুদিগেরও।

বৈকালে ২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত সমগ্র উদরে জ্বালা।

কুচকির গ্রন্থি সমূহের স্ফীততা ও পূযোৎপত্তি।

প্রদাহিত বঙ্ষী।

২০ মল ইত্যাদি।—মলত্যাগের প্রবৃত্তি কিন্তু অল্পই মল নিঃসরণ হয়; অনুভব হয় যেন মল সরলান্ত্রে রহিয়া গেল এবং কিছুতেই বহির্গত হয় না।

মলত্যাগের নিষ্ফল প্রবৃত্তি ; পেট বেদনা।

মল কঠিন ; মলত্যাগের পূর্ব্বে অত্যন্ত চাপ বোধ এবং পরে আম নির্গত হয়।

নিষ্ফলবেগ সহ সরলান্ত্রে জ্বালা ; মল নির্গত না হইয়া বেগ।

রক্তাম্বুমিশ্রিত আম নির্গত হয়, তৎসহ অত্যন্ত বেগ।

মল :—বেগ সহ রক্তযুক্ত ; আমযুক্ত ; পচা, আমযুক্ত ; অজীর্ণ ; পাতলা, অধিক অপান নিঃসরণ হয়, অন্ত্রকূজন ; হরিদ্রাভ শাদা তরল ; প্রাতে পাতলা ; সবুজ, পিচ্ছিল, ক্ষতকারী উদরাময়।

রক্তস্রাব উজ্জ্বল লালবর্ণ, জমা নহে ; অতি সামান্য সঞ্চালনে ভ্রমি ; অন্ত্র মধ্যে ক্ষত।

অর্শ :—বহু দিনের পুরাতন, বলি দোদুল্যমান, রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে কিন্তু স্পর্শ করিলেই বেদনা করে ; পিচ্ছিল, ফাটা ; প্রত্যেক মলত্যাগের পরেই রক্ত পড়ে।

সরলান্ত্র ফাটা (বিদারিত) ; মলত্যাগকালে ছিন্নকর, আক্ষেপিক লক্ষণ ; মলত্যাগের পরে, মল অতি কোমল হইলেও, ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তনবৎ বেদনা।

মলদ্বারে আর্দ্রতা।

১১ মুত্র ।—মূত্রত্যাগকালে শীতল ; স্বল্প, ঘোটকের মূত্রের ন্যায় গন্ধ।

মূত্রবেগ ধারণে অক্ষমতা।

মূত্রনালীর আক্ষেপ ; সরলান্ত্রে ফাটা।

মূত্রনালীতে ক্ষত ; রক্তযুক্ত, শ্লেষ্মাবৎ বা পূযযুক্ত স্রাব।

১২ পুং জননেন্দ্রিয় ।—রতিপ্রবৃত্তি অতি প্রবল।

রতিপ্রবৃত্তির অভাব ; লিঙ্গোত্থান হয় না।

রাত্রিকালে বেদনাযুক্ত, আক্ষেপিক লিঙ্গোত্থান।

প্রমেহ, তৎসহ উপদংশ ক্ষত, বা আচিল।

মূত্রনালীর ছিদ্রের মুখে এবং মেঢ্রত্বকের অভ্যন্তর ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা, তাহা হইতে উপদংশ ক্ষতবৎ ক্ষত উৎপন্ন হয়। * প্রমেহ।

ক্ষত গভীর, নালীবৎ, অসমান ; কিনারা প্রায়ই উচ্চ ; স্পর্শ করিলেই রক্ত পড়ে। *.উপদংশ.।

উপদংশের দ্বিতীয়াবস্থা।

মুদ্রা।

▌পারদ ব্যবহারের পরে উপদংশ, বিশেষতঃ ক্ষতে অতি প্রচুর মাংস বৃদ্ধি।

▌কণ্ডাইলোমেটা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রতিক্রিয়ার পরে জননেন্দ্রিয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী অতিশয় চুলকায়; জরায়ুর গাত্রে মাংস বৃদ্ধি।

তলপেট ও কোমরে এরূপ চাপ বোধ যেন সমস্তই বাহির হইয়া পড়িবে; উরু বহিয়া বেদনা।

শরীরের অতি-শ্রমজনিত জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

ঋতু:—আগাইয়া, অনিয়মিত, স্বল্প এবং ঘোলা জলের ন্যায়; আগাইয়া ও প্রচুর; প্রস্রাব দুর্গন্ধ।

ঋতুকালে উদ্গার, উদরে খল্লীবৎ বেদনা, যেন উহা বিদীর্ণ হইবে।

অনিয়মিত ঋতুর অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ে প্রচুর, কপিশবর্ণ, দুর্গন্ধ স্রাব।

*জরায়ুর কর্কট রোগ।

শ্বেত প্রদর:—দড়ির ন্যায় শ্লেষ্মা; সবুজ শ্লেষ্মা; মাংসের ন্যায় বর্ণ; ক্ষতকারী, কপিশবর্ণ, দুর্গন্ধ।

ভগ ও যোনিতে কণ্ডূয়ন, স্ফীততা ও জ্বালা।

জরায়ু-মুখে গুল্মবৎ মাংস বৃদ্ধি।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভস্রাব কিম্বা প্রসবের পরে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

স্তনদ্বয়ে কঠিন গুল্মবৎ পিণ্ডাকার পদার্থ।

স্তনদ্বয়ের শুষ্কতা প্রাপ্তি।

২৫ শ্বাসক্রিয়া।—শ্লেষ্মায় সমস্ত অবরুদ্ধ হইয়া জাগিয়া উঠে, গয়ার তুলিয়া ফেলিলে তবে স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস লইতে পারে।

তিনি (স্ত্রীং) এত দুর্ব্বল যে নিশ্বাস লইতে ও কথা কহিতে পারেন না।

* জরায়ুর স্থান-চ্যুতি।

সবিরাম শ্বাসক্রিয়া।

২৭ কাসী।—পাকাশয়ে ও লেরিংক্সে গুড়গুড়ি বশতঃ শুষ্ক কাসী; কাসী রাত্রিতে এবং দিবসে শয়ন করিলে বৃদ্ধি। দিবসে রক্ত ও রক্তজমাট সহ গয়ার উঠে।

কাসী :—শুষ্ক, কষ্টে গয়ার উঠে।

গয়ার হরিদ্রাবর্ণ, জ্বালাকর, তিক্ত ; অম্ল ও দুর্গন্ধ।

এম্পায়িমা, তৎসহ সমধিক শ্লেষ্মা পুয মিশ্রিত গয়ার উঠে।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষে কষ্ট বোধ।

উদ্বেগ, উত্তাপ ও হৃৎকম্পন সহ বক্ষে রক্তাধিক্যতা।

বক্ষে থল্লীবৎ বেদনা।

দক্ষিণ বক্ষে সূচীবেধ।

কাসিতে বা শ্বাস লইতে বক্ষে টাটানি বোধ।

বেদনা হঠাৎ হ্রাস হয়, কিন্তু তথাপি নাড়ী ক্ষুদ্রতর ও দ্রুততর। *ফুস-ফুস প্রদাহ। * বৃদ্ধ বা দুর্ব্বলদেহ ব্যক্তিদিগের প্লুরিসি।

ফুসফুস আক্রান্ত, ঘড়ঘড় করিয়া শ্বাসক্রিয়া, সরল কাসী ; গয়ার রক্তযুক্ত ; নাড়ী অনিয়মিত। * টাইফাস।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে গেলে হৃৎকম্পন ও যন্ত্রণাবোধ।

নাড়ী :—অনিয়মিত।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা ও বগলের গ্রন্থি সমূহের স্ফীততা।

পৃষ্ঠদেশ বহিয়া ঊর্দ্ধদিকে বেদনা, বিশেষতঃ বাম পার্শ্বের।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাতের বেদনা, প্রধানতঃ কনুই হইতে হস্ত ও অঙ্গুলি সমূহে।

দক্ষিণ হস্তের অসাড়তা, কম্পন।

হস্তের পৃষ্ঠদেশে অনেক বড়বড় আঁচিল।

নখের উপর শাদা দাগ।

অঙ্গুলির ফাঁকে ফাঁকে দদ্রুবৎ পীড়কা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিতম্ব সন্ধি যেন মচকাইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য খোঁড়াইয়া হাঁটিতে হয়।

পদ ও চরণদ্বয়ে বাতের বেদনা।

টিবিয়া (অস্থি) আবরক ঝিল্লির বরাবর বেদনা।

প্যাটেলা অস্থিতে বেদনা, তাহাতে হাঁটিতে পারে না ; জানুসন্ধিতে অনম্যতা ও সূচীবেধ।

রাত্রিতে এবং উপবেশনের পর হাটিতে গেলে পায়ের ডিমে ভয়ানক খল্লী।

পায়ের অতি দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম।

পায়ের অঙ্গুলি সমূহে নীহার-স্ফোটক।

৩৬ স্নায়ু।—হিষ্টিরিয়া।

দেহের নানাস্থানে উৎক্ষেপ।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; কম্পন; মানসিক অবসাদ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, ভার ও কম্পন, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে।

৩৭ নিদ্রা।—দুর্ব্বলতা বশতঃ সমস্ত দিবসই মাথাঘোরাসহ নিদ্রালুতা।

নিদ্রা যাইতে কষ্ট। নিদ্রাকালে বেদনানুভব।

জাগরিত হইলে অনুভব হয় যেন যথেষ্ট নিদ্রা হয় নাই।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—বৈকাল ও সন্ধ্যাকালে, এবং শয়ন করিলে পর শীত।

ক্রমাগতঃ শীত শীত অনুভব।

আভ্যন্তরিক উত্তাপ সহ শীত শীত বোধ।

মধ্যরাত্রিতে শীত বোধ হইয়া জাগিয়া উঠে; গাত্র অনাবৃত করিলে কিম্বা নড়িলে চড়িলে শীত বৃদ্ধি; তৎপরে উত্তাপ, সমগ্র শরীরে যেন সূচের ন্যায় কি ফুটিতেছে অনুভব।

শীত বা উত্তাপাবস্থায় তৃষ্ণা থাকে না।

হস্তদ্বয় ও মুখমণ্ডলে উত্তাপ।

শুষ্ক উত্তাপ, রাত্রিতে আভ্যন্তরিক, গাত্র অনাবৃত করিতে চাহে।

উত্তাপ, আহারান্তে ঘর্ম্ম ও দৌর্ব্বল্য।

ঘর্ম্ম অম্ল, দুর্গন্ধ, মূত্রবৎ; পায়ের তলায় ঘর্ম্মে উহাতে বেদনা বোধ হয়।

প্রচুর নৈশঘর্ম্ম।

বৈকালে শীত; তৎসময়ে সমগ্র দেহে স্বল্পস্থায়ী উত্তাপ; তৎপরে সর্ব্ব শরীরে প্রচুর ঘর্ম্ম।

স্ববিরাম জ্বর:—খোলা বায়ুতে থাকিলে বৈকালে শীত, তৎপরে শয্যায় শয়ন করিলে শুষ্ক উত্তাপ, সেই সময়ে নিদ্রা হয় না অথচ অর্দ্ধ-জাগরিতাবস্থায় নানাবিধ কল্পনা আসিয়া উপস্থিত হয়; কেবল

প্রাতের দিকে নিদ্রা ও ঘর্ম্ম হয়; পুরাতন রোগী, যকৃত আক্রান্ত, রোগী রক্তশূন্য, ধাতুগত সাধারণ দূষিতাবস্থা।

৪৫ তন্তু।—রক্তস্রাব প্রচুর, উজ্জ্বল লালবর্ণ; কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ।

পচন ও বিগলন।

শীর্ণতা।

গ্রন্থিসমূহ প্রদাহিত, স্ফীত, পূয়যুক্ত।

অস্থিপূতি।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্ম শুষ্ক।

রক্তস্ফোটক।

কার্ব্বঙ্কল।

নীহার-স্ফোটক চুলকায়; সামান্য পরিমাণে ঠাণ্ডা লাগিলেই প্রদাহিত হয়; চর্ম্ম ফাটিয়া যায়।

ক্ষত স্পর্শ করিলে রক্ত পড়ে; হুলবেধবৎ বেদনা; শল্যবেধবৎ অনুভব; ক্ষতের কিনারা শক্ত, উল্টাইয়া পড়া ও অসমান; ক্ষতে প্রচুর মাংস কন্দ (মাংস বৃদ্ধি); পারদ ব্যবহারের পরে কিম্বা উপদংশের দ্বিতীয়াবস্থায়।

কণ্ডাইলোমেটা সরস, কপি ফুলের ন্যায়।

৪৮ সম্বন্ধ।—ক্যাল্কে-কার্ব্ব, হেপার-সলফ, কালি-কার্ব্ব, নেট্রাম-কার্ব্ব, পলসা, সলফ এবং থুজার পরে নাইট্রিক এসিড সুফলপ্রদ।

নাইট্রিক এসিডের পরে ক্যালকে-কার্ব্ব, পলসা ও সলফার প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নাইট্রিক এসিডের প্রতিষেধক:—ক্যালকে-কার্ব্ব, হেপার, মার্ক্, মেজে ও সলফার।

ক্যালকেরিয়া, ডিজিটেলিস এবং পারদ অপব্যবহার জনিত রোগ সমূহে নাইট্রিক এসিড উপকারী।

নেট্রাম আর্সেনিকেটাম।

মন।—স্নায়বিক অস্থিরতা।

মস্তকাভ্যন্তর।—প্রাতে জাগিলে পর কপালদেশে অল্প অল্প কামড়ানি বেদনা; দিবাভাগে অত্যন্ত তীব্র; পড়িতে বা কথা কহিতে অপ্রবৃত্তি।

কপালদিয়া অক্ষিগহ্বরে ও অক্ষিগোলকে কামড়ানি।

কপালে পূর্ণতা এবং তৎসহ মূর্দ্ধাদেশে দপদপানি।

চক্ষু।—তাঁহার শারীরিক অবস্থা বশতঃ দৃষ্টি দুর্ব্বল; কোন দ্রব্যের প্রতি ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিলে তাহা অস্পষ্ট দেখায়।

লিখিতে বা পড়িতে গেলে অতি শীঘ্রই চক্ষু শ্রান্ত ও বেদনা বোধ হয়।

অক্ষিপুটদ্বয় আবদ্ধ থাকে; স্বাভাবিক মত চক্ষু মেলিয়া তাকাইতে পারে না।

অক্ষিগোলক ও পুটদ্বয়ের রক্তবহানাড়ী সকল রক্তপূর্ণ এবং সমস্ত অক্ষিপ্রদেশ স্ফীত। অক্ষিপ্রদেশের স্ফীততা, বিশেষতঃ উপরাক্ষিপুটের।

❙ নিম্নাক্ষিপুটের অভ্যন্তর পার্শ্বে মাংসবৃদ্ধি।

❙ প্রাতে জাগিবার সময়ে অক্ষিপুট সংযোজনা; অক্ষিকিমারা সকলের অতি পুরাতন প্রদাহ।

❙ চক্ষুলক্ষণ সকল প্রাতে বৃদ্ধি।

নাসিকা।—আঘ্রাণ শক্তি হ্রাস বা বিলুপ্ত।

❙ নাসিকা অবরুদ্ধ বোধ হয়, রাত্রি ও প্রাতে বৃদ্ধি; রাত্রিতে মুখব্যাদান করিয়া নিশ্বাস লয়।

❙ নাসাস্রাব হরিদ্রাবর্ণ, শক্ত; উহা হক্ করিয়া নাসিকার পশ্চাৎ ছিদ্র দিয়া টানিয়া বাহির করে।

❙ নাসিকা হইতে শক্ত শক্ত খণ্ড খণ্ড নীলাভ শ্লেষ্মা বাহির হয়; তৎপরে নাসিকায় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ক্ষতবৎ অনুভব হয়।

আকার শুষ্ক মামরী, ঐ মামরী তুলিয়া ফেলিলে রক্ত পড়ে।

১ ▌নাসামূল ও কপালে চাপক বেদনা; সর্দ্দি।

১৩ গলমধ্য।—▌টন্সিল, ফসেস ও ফেরিংক্স নীলাভ ও স্ফীত।
* ডিপথিরিয়া।

উপজিহ্বা, টন্সিল ও ফেরিংক্স পুরু; তাহার উপরিস্থ স্থান অসমান, স্ফীত, নীলাভ লালবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মা আবৃত।

১৫ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অত্যন্ত ক্ষুধা। পুনঃ পুনঃ কিন্তু অল্প অল্প জলপান করে; অত্যন্ত তৃষ্ণা কিন্তু জলপানে বৃদ্ধি।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—অম্ল উদ্গার। বিবমিষা, শীতল জল পান করিলে বৃদ্ধি।

১৭ পাকস্থলী।—বেদনা বোধ হয়, উষ্ণ দ্রব্য খাইলে এক প্রকার জ্বালা অনুভব হয় এবং পাকাশয়ে গিয়া পড়িতেছে তাহা বুঝা যায়।

১৯ উদর।—উদরে দ্রুত বাষ্প জন্মে, উদরে অপান বশতঃ ও মলত্যাগের পূর্ব্বে পেট বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—পর্য্যায়ক্রমে পেট নরম হয় ও কোষ্ঠবদ্ধ।

মল:—কোমল, সরু, কৃষ্ণবর্ণ, মলত্যাগের পরে মলদ্বারে জ্বালা; হরিদ্রাবর্ণাভ, জলবৎ, প্রচুর, বেদনা শূন্য; প্রাতে তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিতে বাধ্য করে, তাহার পূর্ব্বে পেটবেদনা, মলত্যাগের পরে উপশমিত হয়।

২১ মূত্র।—বৃক্ককে বেদনা, তৎসহ প্রচুর পরিমাণে স্বাভাবিক বর্ণের প্রস্রাব; মূত্রাধার প্রদেশে বেদনানুভব, মূত্রত্যাগকালে কষ্ট।

মূত্র:—প্রচুর, পুনঃ পুনঃ, পরিষ্কার; উত্তাপ প্রয়োগে ফসফেট নিম্নে অধঃক্ষিপ্ত হয়; মূত্রমধ্যে এপিথিলিয়াল কোষ, কাষ্ট (Cast), মেদ কণিকা সকল থাকে।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—▌ফুসফুসে অনুভব হয় যেন ধূম নিশ্বাস লইয়াছে।

২৭ কাসী।—▌শুষ্ককাসী, তৎসহ বক্ষের মধ্য ও উপর তৃতীয়াংশে কসিয়া ধরা এবং কষ্ট বোধ হয়।

২৮ ফুসফুস।—পূর্ণতা, কষ্ট ও বেদনা বোধ, ব্যায়াম ও পূর্ণ নিশ্বাস লইলে বৃদ্ধি। সপ্তম পঞ্জরাস্থির নিম্নে তীব্র বেদনা।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎস্পন্দন হইতেছে তাহা বক্ষের উপর দিয়া স্পষ্ট অনুভূত হয়।

অতিসামান্য পরিশ্রমে হৃৎপিণ্ড প্রদেশে কষ্ট (যন্ত্রণা) বোধ।

নাড়ী:—অনিয়মিত (বিষম), স্বাভাবিকাপেক্ষা ধীর গতি।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা অনম্য ও বেদনা। দুই স্কন্ধাস্থিদ্বয় মধ্যে অতি তীব্র বেদনা, উপশম পাইবার জন্য সম্মুখে বক্র হয়।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বগল হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত স্নায়ু শূল বেদনা।

দক্ষিণ বাহুতে বাতজনিত কামড়ানি, স্কন্ধ ও মণিবন্ধেই বেশী।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—ভারী বোধ। কামড়ানি। নিতম্ব হইতে জানু পর্য্যন্ত বেদনা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—স্নায়ুশূল বেদনা বারম্বার প্রত্যাবর্ত্তন করে। সন্ধি সকল অনম্য বোধ হয়। বেদনা নড়িয়া নড়িয়া বেড়ায়, সন্ধি সমূহে ও বামপার্শ্বে বেশী।

৩৬ স্নায়ু।—অস্থির, স্নায়ব, অত্যন্ত অধিক চেষ্টা না করিলে বসিতে পারে না।

সর্ব্বাঙ্গে পরিশ্রান্ত বোধ হয়; স্থির হইয়া থাকিতে ইচ্ছা।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রালু।

অস্থির নিদ্রা, যখন জাগান যায় তখন তাড়াতাড়ি অতি ব্যস্ততার সহিত যেন ভয় পাইয়াছে এই রূপে জাগিয়া উঠে।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সর্ব্বদাই শীত শীত বোধ, গাত্র আবৃত করিয়া অথবা অগ্নির নিকট থাকিতে ইচ্ছা।

রাত্রিতে শীত শীত বোধ, তৎপরে জ্বালা ও শুষ্ক উত্তাপ। চর্ম্ম উত্তপ্ত ও শুষ্ক।

৪২ পার্শ্ব।—বাম পার্শ্বেই বেদনা বেশী।

৪৩ তন্তু।— শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি সকল আক্রান্ত:—শীতল বায়ু, ধূলা প্রভৃতিতে চৈতন্যাধিক্যতা, উহাতে সর্দ্দি লাগে অথবা উপস্থিত কাসীকে বৃদ্ধি করে, ইত্যাদি। পাকাশয় প্রদাহ, পুরাতন উদরাময়, নাসিকায় সর্দ্দি প্রভৃতির লক্ষণ।

স্ফীততা (ইডিমা)।

৪৬ চর্ম্ম।—শস্কবৎ উদ্ভেদ, শল্ক সকল পাতলা, শাদা এবং যখন উঠিয়া যায়

তখন তন্নিম্নস্থ চর্ম্ম ঈষৎ লাল বর্ণ দেখায়। যদ্যপি শস্ক সকল থাকে তাহা হইলে তাহাতে চুলকায়, বিশেষতঃ যখন ব্যায়াম বশতঃ দেহ উত্তপ্ত হয় তখনই বেশী।

৫৮ সম্বন্ধ।—তুলনা কর:—আর্সে, লাইকোপো (নাসিকা অবরুদ্ধ ও সর্দ্দি), কালি-বাইক্রে (নাসিকার সর্দ্দি)।

নেট্রাম কার্ব্বনিকাম।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—চিন্তা কিম্বা কোন প্রকার মানসিক শ্রমে অক্ষমতা; মস্তক স্তম্ভিত অনুভব হয়।

মানুষ এবং সমাজের প্রতি বিতৃষ্ণা।

বিষণ্ণতা; বিমর্ষতা; বিষাদ বায়ু।

ধনলিপ্সা। হিংসা।

উদ্বেগ, বেদনার সময়ে কম্পন ও ঘর্ম্ম।

২ চৈতন্য।—শিরোঘূর্ণন:—মদ্য পান করিয়া, কিম্বা মানসিক শ্রমে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তক অতি বৃহৎ অনুভব হয়। মস্তক দ্রুত ফিরাইতে গেলে কপালে শিরোবেদনা।

মস্তক মধ্যে ও চক্ষুর ভিতর হইতে বাহিরের দিকে সূচিবেধ।

প্রতিদিন প্রাতে মূর্দ্ধাদেশে স্পন্দনযুক্ত মাথাধরা।

কপালে ছিন্নকর বেদনা, দিবসের কোন সময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

কপালে স্তম্ভনকারী ও চাপযুক্ত শিরোবেদনা, তৎসহ সন্ধ্যাকালে বিবমিষা, উদ্গার, এবং দৃষ্টির অস্পষ্টতা; গৃহ মধ্যে বৃদ্ধি।

সূর্য্যোত্তাপে মাথা ধরা।

৫ চক্ষু।—লিখিবার সময়ে চক্ষু সম্মুখে কাল কাল বিন্দু সকল।

জাগিলে পর চক্ষু সম্মুখে উজ্জ্বল আলোক রেখা।

চক্ষু সম্মুখে যেন পালক রহিয়াছে অনুভব।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর পড়িতে পারেনা।

কর্ণিয়ার উপরে ক্ষত।

আলোকাসহ্যতা সহ অক্ষিপুটের প্রদাহ।

উপরাক্ষিপুটের গুরুত্ব।

৬ কর্ণ।—শব্দে চৈতন্যাধিক।

শ্রুতি শক্তি হ্রাস, যেন কাণে তালা ধরিয়া রহিয়াছে।

দন্তশূল, তৎসহ কর্ণমধ্যে তীব্র সূচীবেধ অনুভব।

৭ নাসিকা।—প্রতিশ্যায় সহ ঘ্রাণ ও আস্বাদ বিলুপ্ত। সরস প্রতিশ্যায়; প্রবল হাঁচি; রাত্রিতে বৃদ্ধি, সেই সময়ে নাসিকা অবরুদ্ধ থাকে, অতি সামান্য বাতাসে কিম্বা বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি; এক দিন অন্তর বৃদ্ধি; ঘর্ম্মের পরে উপশম।

ঘন হরিদ্রা বর্ণ, কিম্বা সবুজ বর্ণ স্রাব; রাত্রিতে নসিকা অবরুদ্ধ।

এক নাসিকা হইতে শক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত জমাট বাহির হয়; নাসাপথ ক্ষতযুক্ত।

নাসিকোপরি, মুখের চতুর্দ্দিকে এবং ঠোঁটের উপরে সরস দদ্রুবৎ উদ্ভেদ ও ক্ষত।

নাসিকার উপর এবং অগ্রভাগ হইতে ছাল উঠিয়া যায়, স্পর্শ করিলে বেদনা।

৮ মুখমণ্ডল।—রক্তশূন্য মুখমণ্ডল, তৎসহ চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীল বর্ণ গোলাকার দাগ এবং অক্ষিপুট স্ফীত।

মুখ মণ্ডলে জ্বালাকর উত্তাপ ও আরক্তিমতা গণ্ডদ্বয় স্ফীত।

মুখমণ্ডল ফুলা ফুলা।

কপালে ও ওষ্ঠে হরিদ্রা বর্ণ চাকা চাকা দাগ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ঠোঁট স্ফীত ও পীড়কাযুক্ত; অধরে জ্বালাকর পীড়কা।

১০ দন্ত।—খননকারী, প্রেকবিদ্ধকর দন্ত শূল, বিশেষতঃ মিষ্টান্ন কিম্বা ফল খাইবার সময়ে কিম্বা পরে।

নিম্ন দন্ত সমূহের অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা।

দন্ত শূল ধূমপানে হ্রাস হয়।

রাত্রি কালীন দন্ত শূল, তৎসহ অধর ও মাড়ীর স্ফীততা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—মুখ মধ্যে তিক্ত বা ধাতব আস্বাদ।

শুষ্ক জিহ্বা এবং কথা কহিতে অপ্রবৃত্তি।

জিহ্বাগ্রভাগে জ্বালা, যেন ফাটিয়া গিয়াছে।

১২ মুখমধ্য।—লালা সাধারণতঃ বর্দ্ধিত। মুখমধ্যে অগভীর ক্ষত ও ফোস্কা, স্পর্শ করিলে বেদনা ও জ্বালা করে।

মুখমধ্য ও ফসেসের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির অল্প আরক্ততা; গলা খাঁকারী দিতে ইচ্ছা, রাত্রিতে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় এবং প্রাতে তুলিয়া ফেলা হয়।

মুখ ও গলমধ্য শুষ্ক, তৎসহ জল পানের ইচ্ছা।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্য ও অন্ননলী শুষ্ক; কর্কশ ও ছাল উঠা অনুভব হয়।

গলমধ্যে এবং নাসিকার পশ্চাৎ ছিদ্রে শ্লেষ্মা সঞ্চয়।

গলাধঃকরণ ও হা করিলে গলমধ্যে বেদনা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অবিরত তৃষ্ণা:—ভোজনের কয়েক ঘণ্টা পরে শীতল জলের প্রবল তৃষ্ণা।

পূর্ব্বাহ্নে অতিশয় বর্দ্ধিত রাক্ষসী ক্ষুধা—পাকাশয়ে শূন্যতা অনুভব-জনিত।

দুগ্ধে অনিচ্ছা, এবং দুগ্ধ হইতে উদরাময় জন্মে।

১৫ পানাহার।—দুগ্ধপানান্তে উদরাময়।

আহারান্তে:—অবসাদ বায়ুগ্রস্ত; দুর্ব্বল পরিপাক ক্রিয়া; পাকাশয়ে চাপ বোধ; উদ্গার; কষ্ট ও বেদনা বোধ এবং তৎসহ হৃৎকম্পন।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—ক্রমাগত মুখ দিয়া জলউঠা ও বিবমিষা।

তিক্ত পিত্তবমন।

১৭ পাকাশয়।—পাকাশয়ে চাপ বোধ, আহারে উপশম।

পাকাশয়-গহ্বর স্পর্শে ও কথা কহিতে চৈতন্যাধিক।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—বাম হাইপোকণ্ড্রিয়ামে সূচীবেধ; অতি শীতল জল পানান্তে বৃদ্ধি।

প্লীহা ও যকৃৎ প্রদেশে সূচীবেধ (পুরাতন যাকৃতিক প্রদাহ)।

১৯ উদর।—পেট বেদনা, তৎসহ পাকাশয়ের চতুর্দ্দিকে আকুঞ্চন ; কিম্বা নাভির সঙ্কোচন এবং উদরের চর্ম্ম শক্ত হইয়া উঠে।

কঠিন, স্ফীত, উদর।

অপান (বায়ু) সঞ্চয় ; উচ্চ রবে গড় গড় শব্দ ; উদরের নানা স্থানে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে (আবদ্ধ অপান বায়ু জনিত)।

অপান বায়ু স্থান পরিবর্ত্তন করে এবং তাহাতে বেদনা বোধ হয়।

২০ মল, ইত্যাদি।—অম্লগন্ধ কিম্বা দুর্গন্ধ অপান (বায়ু) নিঃসৃত হয়; মল বাহির হইয়া পড়ে।

হরিদ্রাবর্ণ মল :—কোমল কিম্বা জলবৎ, তৎসহ অতি প্রবল হঠাৎ মলত্যাগের বেগ এবং কুন্থন ; জলবৎ, হরিদ্রাবর্ণ, সজোরে বেগে বাহির হয়; দুগ্ধ পান কিম্বা আহারান্তে এবং ঠাণ্ডা লাগিলে বৃদ্ধি ; রক্তের দাগ যুক্ত।

পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের নিষ্ফল চেষ্টা, পর্য্যায়ক্রমে তরল মল নির্গত হয় ; দুর্ব্বল পরিপাকক্রিয়া।

মলত্যাগ কালে ও পরে মলদ্বারে ও সরলান্ত্রে জ্বালা ও কর্ত্তন বোধ ; কাম প্রবৃত্তি উত্তেজিত ; কোষ্ঠবদ্ধ।

মলের সহিত বড় কৃমি ; মলদ্বারে কণ্ডূয়ন ও হণ্টনবৎ শুড় শুড়ি।

২১ মূত্র।—পুনঃ পুনঃ, প্রবল বেগ, মূত্রের পরিমাণ স্বল্প বা প্রচুর।

রাত্রিতে অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

মূত্র গাঢ় হরিদ্রা বর্ণ, দুর্গন্ধ, অম্ল কিম্বা অশ্বের মূত্রবৎ ; শ্লেষ্মা অধঃক্ষেপ-জমে।

মূত্রত্যাগ কালে ও পরে মূত্রমার্গে জ্বালা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।— কাম প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত।

মেঢ্র ও মেঢ্রত্বকের প্রদাহ, স্ফীততা ও সহজেই স্ফীত হয়।

অণ্ডকোষে ভার ও টানিয়া ধরা বোধ।

অণ্ডকোষ দ্বয় ঘৃষ্টবৎ (আঘাতপ্রাপ্ত) বোধ হয়।

মূত্র ত্যাগের পরে এবং কঠিন মলত্যাগের পরে প্রষ্টেট-রস নিঃসরণ।

২৩ স্ত্রী জননেন্দ্রিয়।—হাইপোগ্যাষ্ট্রিয়ামে চাপ বোধ, যেন সমস্তই

বাহির হইয়া পড়িবে ; আরও তৎসহ জরায়ুর গ্রীবার কাঠিন্য ও জরায়ুর মুখের বিকৃত গঠন।

ঋতু অতি আগাইয়া এবং দীর্ঘস্থায়ী ; ঋতু-পূর্ব্বে গ্রীবা-পশ্চাৎ টানিয়া ধরা ও শিরঃপীড়া ; ঋতুকালে ছিন্নকর শিরঃপীড়া, প্রাতে স্ফীত উদর, উদরাময়ে উপশম, বায়ু প্রধান (নার্ভস), সঙ্গীতাদি অসহ্য।

শ্বেত প্রদর ঘন, হরিদ্রাবর্ণ, পচা গন্ধ, প্রস্রাবের পর স্থগিত হয়।

২৫ গর্ভাবস্থা।—কৃত্রিম গর্ভোৎপত্তি নিবারণ করে।

প্রসব বেদনা দুর্ব্বল কিম্বা তৎসহ যন্ত্রণা ও ঘর্ম্ম।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ও শ্বাস হ্রস্বতা।

২৭ কাসী।—অতি প্রবল শুষ্ক কাসী, উষ্ণ গৃহমধ্যে প্রবেশকালে বৃদ্ধি। হ্রস্ব কাসী, তৎসহ বক্ষে ঘড় ঘড় শব্দ ; কাসীর সহিত পেটডাকা, আবদ্ধ বায়ু-সঞ্চালন ; কাসীর সহিত লবণাক্ত, পূযযুক্ত, সবুজাভ শ্লেষ্মা উঠে।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষে সূচীবেধ।

দক্ষিণবক্ষে জ্বালা, বেদনা ; সরস কাসী কিন্তু কোন শ্লেষ্মা উঠে না।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—অতি প্রবল হৃৎকম্পন—আরোহণ কালে এবং রাত্রিতে বাম পার্শ্বে শয়ন কালে।

পৃষ্ঠদণ্ড বাহিয়া জ্বালা ও কষ্ট বোধ এবং তৎসহ হৃৎকম্পন।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষ প্রাচীরের এক (বাম) পার্শ্বে শীতলতা অনুভব।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থিসকল স্ফীত ; গলগণ্ড।

গ্রীবার অনম্যতা।

মস্তক সঞ্চালন কালে গ্রীবাদেশীয় কশেরুকাতে খট খট শব্দ।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধ, বাহুদ্বয় ও কনুইতে বাতের বেদনা।

হস্তদ্বয়ে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

প্রাতে হস্তকম্পন।

বৈকালে হস্তের স্ফীততা।

হস্তের পৃষ্ঠদেশে পীড়কা ; চর্ম্ম শুষ্ক ও ফাটা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ ।—দক্ষিণ নিতম্বে ছিন্নকর ও আঘাত প্রাপ্তিবৎ বেদনা।

* রজঃশূল।

পদদ্বয়ে চাকা চাকা (কুষ্ঠের ন্যায়) দাগ।

পায়ের নিম্নাংশ স্ফীত, প্রদাহিত, রক্তবর্ণ ও ক্ষত কর্ত্তৃক আবৃত।

পা ও পায়ের তলার স্ফীততা, তৎসহ ভ্রমণ কালে তন্মধ্যে হুলবেধ।

হঠাৎ ও সহজেই পা মচকাইয়া যায়; পদবিক্ষেপ কালে সময়ে সময়ে হঠাৎ পা বাকিয়া যায়।

গুল্‌ফ দেশে কৃষ্ণ বর্ণ ক্ষতযুক্ত ফুস্কুড়ি।

অঙ্গুলির মধ্যে মধ্যে জ্বালা ও বেদনা।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে স্ফীততা, ছিন্নকর ও টাটানি বেদনা, তাহাতে নিদ্রা হয় না।

পদদ্বয় শীতল।

৩৫ অবস্থা, ইত্যাদি ।—অধিকাংশ লক্ষণ বসিয়া থাকার কালে আবির্ভূত এবং সঞ্চালন, চাপ ও ঘর্ষণে চলিয়া যায়।

৩৬ স্নায়ু ।—কোন প্রকার পরিশ্রমেই অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। মাংসপেশী ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির উৎক্ষেপ। মাংসপেশী, হস্তদ্বয়, জানু প্রভৃতি স্থানে আকুঞ্চন।

৩৭ নিদ্রা ।—দিবাভাগে নিদ্রালুতা। অধিক রাত্রিতে নিদ্রা হয়।

অতি প্রত্যূষে নিদ্রা ভাঙ্গে।

নিদ্রাকালে :—চমকাইয়া উঠে, উৎক্ষিপ্ত হয়; সুস্পষ্ট স্বপ্ন, অতি প্রবল লিঙ্গ কাঠিন্য এবং কামোত্তেজনা।

উদ্বিগ্নকর, এলোমেলো স্বপ্ন।

৩৮ সময় ।—মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে হ্রাস।

পূর্ব্বাহ্নে বৃদ্ধি।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু ।—ঠাণ্ডা বা সর্দ্দি লাগার প্রবণতা; খোলা বায়ুতে বিতৃষ্ণা।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম ।—সমস্তদিন গাত্র শীতল ও শীত শীত বোধ, পূর্ব্বাহ্নে বৃদ্ধি; হস্ত পদ শীতল, মস্তক উষ্ণ, কিম্বা হস্ত পদ উষ্ণ ও গণ্ডদ্বয় শীতল।

সন্ধ্যাকালে অল্প অল্প শীত শীত অনুভব ; তৎপরে উত্তাপ ও নিদ্রা।

উত্তাপ, তৎসহ সার্ব্বাঙ্গিক ঘর্ম্ম।

নাসিকা হইতে পৃষ্ঠ বহিয়া উত্তাপের আবেগ অবতরণ করে ; গাত্র অনাবৃত করিতে অনিচ্ছা।

প্রত্যেক পরিশ্রমেই প্রচুর ঘর্ম্ম।

নৈশ ঘর্ম্ম, পর্য্যায়ক্রমে শুষ্কচর্ম্ম।

প্রাতঃকালিক ঘর্ম্ম।

৪১ আক্রমণ।—পূর্ণিমার সময়ে বৃদ্ধি।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ পার্শ্বে, বিশেষতঃ দক্ষিণ দিকের ঊর্দ্ধাংশ ও বাম দিকের নিম্নাংশ।

৪৪ তন্তু।—শীর্ণতা ও মুখমণ্ডল রক্তশূন্য।

গ্রন্থি সমূহের স্ফীততা ও কাঠিন্য।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—সাধারণতঃ স্পর্শ হইতে উপশম।

ক্ষতস্থানে কর্ত্তনবৎ বেদনা, জ্বালা ও হুল বেধ।

৪৬ চর্ম্ম।—ক্ষত, তৎসহ আক্রান্ত স্থান সমূহে স্ফীততা ও প্রাদাহিক আরক্ততা।

দদ্রু।

চর্ম্মনিম্নে পিপীলিকা হণ্টনবৎ অনুভব। সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডূয়ন।

আঁচিল সকল ক্ষত হয়।

চর্ম্ম শুষ্ক, কর্কশ ও ফাটা।

৪৮ সম্বন্ধ।—নেট্রাম-কার্ব্ব সিপিয়ার পরে সুফলপ্রদ।

নেট্রাম-কার্ব্ব চায়নার প্রতিবিষ।

নেট্রাম মিউরিয়াটিকাম।

(লবণ)

পরীক্ষক :—হানিমান।

মন।—চিন্তা করিতে কষ্ট ; অন্যমনস্ক ; স্মরণ ও ইচ্ছাশক্তি দুর্ব্বল।

বিমর্ষ, ক্রন্দনশীল ; সান্ত্বনায় বৃদ্ধি হয়।

সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে রাগিয়া উঠে।

বিগত অসন্তোষজনক ঘটনাবলি পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে।

সামান্য বিষয়ে রাগিয়া উঠে।

আনন্দ শূন্য, তাচ্ছিল্য, নীরব।

ধর্ম্ম বিষয়ক বিষাদ-বায়ু।

চৈতন্য।—মস্তক মধ্যে পরিশ্রান্তি বোধ।

মস্তক মধ্যে শূন্য বোধ।

মাথাঘোরা :—প্রাতকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কালে ; সাময়িক, তৎসহ বিবমিষা, উদ্গার, পেট বেদনা ও হস্তপদাদির কম্পন ; বিবমিষা ও মাথাধরা ; কখন কখন অনুভব হয় যেন শীতল বায়ু মস্তক মধ্য দিয়া বহিতেছে।

মস্তকাভ্যন্তর।—বিদীর্ণকর মাথাধরা ; মস্তক মধ্য হইতে গ্রীবা বা বক্ষ পর্য্যন্ত স্পন্দন বা সূচীবেধ ; মুখমণ্ডল লালবর্ণ ; বিবমিষা, বমন।

দপদপানি, যেন ছোট হাতুড়ী আঘাত করিতেছে ; প্রতিদিন প্রাতে ঐ প্রকার মাথা ধরা হইয়া জাগরিত হয় ; পাঠ বা কথা কহিলে বৃদ্ধি।

অতি প্রবল মাথাধরা, বৃদ্ধির সময়ে উন্মত্ত করিয়া তুলে, অকথ্য বলে ; দুর্ব্বল ; জিহ্বা শুষ্ক ; অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর ; সবিরাম নাড়ী ; জলে ভিজিয়া উৎপত্তি।

সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অত্যন্ত মাথাধরা, মধ্যাহ্নে বৃদ্ধি ; দক্ষিণ চক্ষু রক্তপূর্ণ ; আলোকে বৃদ্ধি।

বেদনা, যেন মস্তকের বাম পার্শ্বে প্রেক বিদ্ধ হইতেছে, স্কুলের বালিকা-
দিগের মাথাধরা।

মাথাধরার বৃদ্ধি :—প্রাতে জাগিলে পর, মস্তক বা চক্ষু নাড়িলে, মানসিক
পরিশ্রমে এবং উষ্ণতায়।

মাথাধরার হ্রাস :—স্থির হইয়া বসিয়া বা শুইয়া থাকিলে এবং ঘর্ম্ম হইতে।

৪ বহির্মস্তক।—মূর্দ্ধাদেশে শীতলতা অনুভব; করোটীত্বক চৈতন্যাধিক।

কেশস্পর্শ করিলেই পড়িয়া যায়; প্রধানতঃ মস্তকের সম্মুখ অংশের,
রগের এবং শ্মশ্রু।

সর্দ্দি লাগিবার প্রবণতা।

মস্তক ও বগলে মামরী; কাউর ক্ষতবৎ, তাহা হইতে ক্ষতকারী রস
নির্গত হয় এবং ঐ রসে কেশ বিনষ্ট হয়।

কেশবিশিষ্ট করোটীত্বকের শেষ সীমায় পীড়কা, বিশেষতঃ গ্রীবার পশ্চাত
দেশে; চর্ম্ম ক্ষতবৎ ও লালবর্ণ।

৫ চক্ষু।—সমস্ত পদার্থের চতুর্দ্দিকে অগ্নিবৎ ও এলোমেলো বক্র দাগসকল।

দ্বিত্বদৃষ্টি; কিম্বা পদার্থের অর্দ্ধাংশ মাত্র দেখিতে পায়।

রেটিনায় পদার্থের প্রতিমূর্ত্তি অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

অক্ষিপুট সঞ্চালন কালে ভারী বোধ।

ক্ষীণ ও অস্পষ্ট দৃষ্টি।

অক্ষিপুট প্রদাহ; প্রাতঃকালে চক্ষুতে বালুকাকণা পতনবৎ অনুভব;
কর্ণিয়াতে ক্ষত; জ্বালা ও ক্ষতকর অশ্রুবারি।

নিম্ন দিকে তাকাইতে দক্ষিণ চক্ষুতে অতিতীব্র বেদনা; তৎসহ দপদপ-
কর শিরোবেদনা; সন্ধ্যায় বৃদ্ধি।

অশ্রুবাহক নলীতে ষ্ট্রীকচার, অশ্রুথলীতে নালী ও শ্লেষ্মা স্রাব।

৬ কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে ভন্ ভন্, গুণ্ গুণ্ বা ঠুন্ ঠুন্ শব্দ।

শ্রুতি শক্তি হ্রাস।

চর্ব্বণ কালে কর্ণ মধ্যে বেদনাদায়ক খট্ খট্ শব্দ।

কর্ণ মধ্যে স্পন্দন কিম্বা সূচীবেধ।

কর্ণ হইতে পূয স্রাব।

কর্ণ পশ্চাতে কণ্ডূয়ন।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণ ও আস্বাদ শক্তি বিলুপ্ত, বিশেষতঃ সর্দ্দি হইয়া।

মস্তক অবনত করিলে কিম্বা রাত্রিতে কাসিলে নাসিকা হইতে রক্ত স্রাব।

সহজেই সর্দ্দি লাগে; সরস প্রতিশ্যায়, পর্য্যায়ক্রমে নাসিকা অবরুদ্ধ; প্রতি দিন প্রাতে হাচির আক্রমণ কিম্বা নিস্ফল চেষ্টা।

সর্দ্দিতে যখন পরিষ্কার শ্লেষ্মা স্রাব হয়।

নাসিকায় ক্ষতবৎ বেদনা, নাসাপুটের অভ্যন্তর ভাগ স্ফীত; নাসিকায় মামরী।

একপার্শ্বের নাসিকা অসাড় বোধ হয়।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল :—হরিদ্রাবর্ণ; রক্ত শূন্য; স্ফীত।

মুখমণ্ডলে উত্তাপ।

মৌখুক শূল সময়ে সময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে, বিশেষতঃ কম্পজ্বর অবরুদ্ধ হইলে; মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ; অত্যন্ত তৃষ্ণা।

মুখমণ্ডলের চর্ম্ম তৈলাক্তবৎ চক্ চকে।

মুখমণ্ডলে কণ্ডূয়ন ও উদ্ভেদ।

গণ্ডোপরি (বাম) ক্ষত।

শ্মশ্রু পড়িয়া যায়।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—ঠোঁট শুষ্ক, বিদারিত, রক্তস্রাবী মামরী যুক্ত; ওষ্ঠ স্ফীত।

অধরের মধ্যস্থলে ফাটা।

মুখের নিকট মুক্তার ন্যায় ফোস্কা; বিশেষতঃ সবিরাম জ্বরে।

চিবুকে উদ্ভেদ ও ক্ষত।

১০ দন্ত।—বায়ু বা স্পর্শে চৈতন্যাধিক; চর্ব্বণ কালে কসের দাঁতে বেদনা করে।

আহারান্তে ও রাত্রিতে দন্ত হইতে কর্ণ ও গলমধ্য পর্য্যন্ত আকৃষ্ট ও ছিন্নকর বেদনা; গণ্ডস্ফীত।

বিনষ্ট দন্ত নড়ে, জ্বালা করে এবং দপ্ দপ্ করে।

মাড়ী উষ্ণ ও শীতল দ্রব্যে চৈতন্যাধিক; স্ফীত, সহজেই রক্ত পড়ে, পচা গন্ধবিশিষ্ট।

দন্ত নালী

১১ জিহ্বা,ইত্যাদি।—আস্বাদ:—লবণাক্ত, তৎসহ জিহ্বা শুষ্ক ও তিক্ত; উপবাস কালে পচা কিম্বা অম্ল; জলে পচা আস্বাদ।

আস্বাদ শক্তি বিলুপ্ত। * সর্দ্দি।

জিহ্বা শুষ্ক এই কষ্টের কথা সদত বলে কিন্তু জিহ্বা যথার্থ অত্যন্ত শুষ্ক নহে।

জিহ্বা ভারী, কষ্টকৃত বাক্য কথন; শিশুগণ অনেক বিলম্বে কথা কহিতে শিখে।

জিহ্বার পার্শ্বে দক্রর ন্যায় দেখায়।

▌ জিহ্বাতে যেন চুল রহিয়াছে অনুভব।

জিহ্বাগ্রভাগে জ্বালা।

জিহ্বার র‍্যানুলা।

১২ মুখমধ্য।—মুখগহ্বর, ঠোট ও বিশেষতঃ জিহ্বা শুষ্ক।

মুখগহ্বর শুষ্ক বোধ হয় কিন্তু যথার্থ তাহা নহে।

ওষ্ঠের অভ্যন্তর ভাগে রক্তপূর্ণ ফোস্কা।

মুখমধ্যে বেদনা স্থান অত্যন্ত চৈতন্যাধিক, এমন কি তরল পদার্থেও।

▌ মুখমধ্যে ও জিহ্বায় ফোস্কা ও ক্ষত, খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করিলে জ্বালা করে।

লালা রক্তযুক্ত; অধিক লালা স্রাব।

১৩ গলমধ্য।—অত্যন্ত শুষ্ক অনুভব হয়, কিন্তু তথাপি সদত স্বচ্ছ শ্লেষ্মা তুলে।

গলমধ্যে শল্যবেধবৎ অনুভব হয়।

গলমধ্যে পিণ্ডবৎ পদার্থ অনুভব হয়, তৎসহ পুরাতন গলবেদনা।

উপজিহ্বা বর্দ্ধিত।

কেবল তরল পদার্থ গলাধঃকরণ করিতে পারে; কঠিন পদার্থ গলার ভিতর কিয়ৎদূর যায় কিন্তু তথা হইতে সজোরে বহির্নিক্ষিপ্ত হয়।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অতিরিক্ত ক্ষুধা।

লবণ বা তিক্ত দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা; চিংড়ী মৎস্য, মৎস্য, দুগ্ধ খাইতে চাহে।

ক্ষুধা রহিত।

বিতৃষ্ণা :—রুটী, যে রুটী পূর্ব্বে বড় ভাল লাগিত।

১৫ পানাহার।—শূন্য উদরে উপশম বোধ হয়; প্রাতঃকালে কিছু খাইলে পর বৃদ্ধি হয়; জ্বরভাব; আহার কালে মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম।

আহারান্তে:—শূন্য উদ্গার, বিবমিষা, মুখে অম্লাস্বাদ, নিদ্রালুতা, বুক-জ্বালা, হৃৎকম্পন।

অম্ল, রুটী, তৈল চর্ব্বিযুক্ত পদার্থ ও মদ্য পান জনিত কুফল।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—আহারান্তে অম্লোদ্গার ও আলস্য বোধ। মুখ দিয়া জল উঠে; বুকজ্বালা ও হৃৎকম্পন।

প্রাতঃকালে বিবমিষা।

বমন প্রথমে ভুক্ত পদার্থ, পরে পিত্ত; পাকস্থলীতে কষ্ট বোধ।

১৭ পাকাশয়।—পাকাশয়-গহ্বর টিপিলে ঘৃষ্টবৎ বেদনা ও স্ফীত অনুভূত হয়।

পাকাশয়-গহ্বরে খামচান; থল্লী, কাপড় কসিয়া পরিলে উপশম।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—আহারান্তে যকৃৎ প্রদেশে অল্প অল্প অনুগ্র কামড়ানী ও স্ফীততা, যেমন পরিপাক হইতে থাকে অমনি উহা হ্রাস হইতে থাকে।

যকৃতে সূচীবেধ; যকৃত প্রদাহিত, স্ফীত; চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ।

প্লীহা প্রদেশে সূচীবেধ ও চাপবোধ; প্লীহা স্ফীত।

১৯ উদর।—উদর স্ফীত; উদর মধ্যে বায়ু আবদ্ধ থাকে ও শব্দ হয়।

বিবমিষা সহ পেট বেদনা, বায়ু নিঃসরণ হইলে উপশম হয়।

অন্ত্রমধ্যে জ্বালা।

২০ মল, ইত্যাদি।—বায়ু নিঃসরণ করিতে চাহে কিন্তু বুঝা যায় না বায়ু নিঃসরণ হইবে, কিম্বা মল বাহির হইয়া পড়িবে।

উদরাময় :—পুরাতন, জলবৎ; তৎসহ জ্বর, মুখগহ্বর শুষ্ক ও তৃষ্ণা; অত্যন্ত দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ; সবুজ, রক্তযুক্ত, জলবৎ মল, প্রধানতঃ দিবাভাগে।

অসাড়ে মলত্যাগ।

সরলান্ত্রের ক্রিয়ার অভাব বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ।

মল কঠিন, কষ্টে বহির্গত হয়, ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া বাহির হয়; মলদ্বার সঙ্কুচিত; মলদ্বার ছিন্ন, রক্তস্রাব হয়, পরে জ্বালা করে; সরলান্ত্রে সূচীবেধ।

মলের সহিত রক্ত বহির্গত হয়।

অর্শ, বলিতে হুলবেধবৎ বেদনা, মলদ্বার হইতে রস বহির্গত হয়; মলদ্বারের নিকটে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ।

২১ মূত্র।—বৃক্ক প্রদেশে ফাট ফাট বোধ ও উত্তাপ।

পুনঃ পুনঃ কিম্বা হঠাৎ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, মূত্রবেগ ধারণ করিতে পারেনা; প্রচুর মূত্র।

বহুপ্রস্রাব, প্রচুর জলের তৃষ্ণা।

ভ্রমণকালে, কাসিবার ও হাসিবার সময়ে অসাড়ে মূত্র বাহির হয়।

অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলে তবে মূত্র বাহির হয়, বিশেষতঃ যদ্যপি কেহ নিকটে দাঁড়াইয়া থাকে।

মূত্রের অধঃক্ষেপ ইষ্টক চূর্ণের ন্যায়।

মূত্র কাফির ন্যায় গাঢ় বর্ণ।

মূত্রত্যাগ কালে মূত্রাশয়ে সূচীবেধ, মূত্রমার্গে জ্বালা; ভগে ক্ষতবৎ ও জ্বালা।

মূত্রত্যাগের পরে মূত্রমার্গে জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা অনুভব।

রক্ত প্রস্রাব।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতিপ্রবৃত্তির অত্যধিক উত্তেজনশীলতা কিন্তু যথার্থ কার্য্যে দুর্ব্বলতা।

রতি ক্রিয়ার কিঞ্চিৎ পরেই স্বপ্নদোষ।

অতিরিক্ত রতি ক্রিয়া বশতঃ পক্ষাঘাত।

রতিপ্রবৃত্তি না হইয়া প্রাতে লিঙ্গকাঠিন্য।

পুরাতন মেহবৎ পরিষ্কার স্রাব।

স্ক্রোটাম ঝুলিয়া পড়ে ও শ্লথ; শিশুদিগের পাছা শুকাইয়া শীর্ণ হয়।

শিশ্নের কিনারায় কণ্ডূয়ন ও গুড় গুড়ি।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রতিক্রিয়ায় অনিচ্ছা কারণ যোনির শুষ্কতা বশতঃ বেদনা বোধ হয়।

রতিক্রিয়ার কালে জ্বালা; যে রক্তাল্পতা-বিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের মুখমধ্য ও চর্ম্ম শুষ্ক।

বন্ধ্যাত্ব, তৎসহ অতি আগাইয়া ও অতি প্রচুর ঋতু।

জরায়ু মধ্যে খল্লী, তৎসহ কুচকি দেশে জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা।

প্রতিদিন প্রাতে জননেন্দ্রিয়ের দিকে চাপ ও যেন ঠেলিতেছে এইরূপ বোধ, জরায়ু প্রভৃতির স্খলন নিবারণের জন্য বসিয়া পড়িতে হয়।

জরায়ু-স্খলন, তৎসহ কটিদেশে কামড়ানি, চিত হইয়া শয়নে উপশম; আরও তৎসহ মূত্রত্যাগকালে মূত্রমার্গে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

ঋতু অতি বিলম্বে ও স্বল্প, কিম্বা অতি আগাইয়া ও প্রচুর।

ঋতুর পূর্ব্বে :—উদ্বেগপূর্ণ, বিমর্ষ; প্রাতে মিষ্ট উদ্গার; মাথাধরা; চক্ষু ভারী; হৃৎকম্পন। ঋতুর সময়ে :—মাথাধরা; বিষণ্ণতা; পেট বেদনা। ঋতুর পরে :—মাথাধরা।

রজঃশূল, তৎসহ আক্ষেপ।

প্রথম রজোদর্শন বিলম্বিত; রজোরোধ।

শ্বেতপ্রদর—জ্বালাকর, সবুজবর্ণ; প্রাতে স্বচ্ছ; উহাতে চুলকায়।

বাহ্যাংশে কণ্ডুয়ন, এবং কেশ সকল পড়িয়া যায়।

২৫ লেরিংক্স।—স্বর দুর্ব্বল; কথা কহিলে পরিশ্রান্ত বোধ হয়।

স্বরভঙ্গতা, গলমধ্যে বেদনা, লেরিংক্স শুষ্কতা।

প্রাতে লেরিংক্স মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চয়।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসক্রিয়া উদ্বেগপূর্ণ ও কষ্টকৃত; দ্রুত হাটিলে হ্রস্ব; খোলা বায়ুতে উপশম।

মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধের আক্রমণ।

২৭ কাসী।—গলমধ্যে শুড় শুড়ি বশতঃ কাসী; প্রাতে হরিদ্রা বর্ণ বা রক্তের রেখাযুক্ত শ্লেষ্মা গয়ার উঠে, তৎসহ কপালে যেন কাটিয়া যাইতেছে এবং হাতুড়ির আঘাতের ন্যায় এইরূপ বেদনা; অসাড়ে

অসাড়ে মলত

মূত্রত্যাগ; যকৃৎ মধ্যে সূচীবেধ; গণ্ড বহিয়া অশ্রুবারি পতিত হয়।

কাসীর বৃদ্ধি :—গভীর নিশ্বাস লইলে; শয্যায় শয়ন করিলে; শয্যায় শুইয়া দেহ উষ্ণ হইলে; ঢোক গিলিলে, পানে; অম্ল খাদ্যে।

কাসী, তৎসহ রক্তযুক্ত ও শ্লেষ্মাযুক্ত গয়ার উঠে।

শুষ্ক কাসী, তৎসহ বক্ষমধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ; আরও তৎসহ উপজিহ্বা বিবর্দ্ধিত, শয়নে বৃদ্ধি।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষমধ্যে বেদনা।

বক্ষমধ্যে ও পার্শ্বে সূচীবেধ, হ্রস্ব শ্বাস, বিশেষতঃ দীর্ঘ নিশ্বাস লইলে।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে সমস্ত শরীর কম্পিত করে; আরও তৎসহ কামড়ানি; যেন উদরের দিক হইতে ঠেলিয়া উঠিয়া হৃৎপিণ্ডকে চাপিয়া ধরে।

হৃৎকম্পন :—উদ্বেগপূর্ণ, তৎসহ প্রাতঃকালে মাথা ধরা; যখন কোন প্রকার পরিশ্রম বা সঞ্চালন হয়; যখন বামপার্শ্বে শয়ন করে; নিদ্রা যাইবার সময়ে ও জাগরণ কালে।

নাড়ী :—এক সময়ে পূর্ণ ও ধীর, অন্য সময় দুর্ব্বল ও দ্রুত।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ীর স্পন্দন সবিরাম।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা এবং মস্তক পশ্চাতে সূচীবেধ।

গ্রীবার বেদনাযুক্ত অনম্যতা।

গলমধ্য ও গ্রীবা দ্রুত শীর্ণ হইয়া উঠে, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে।

মেরুদণ্ড চৈতন্যাধিক; ফাটিয়া যাওয়া ও আকৃষ্টবৎ বেদনা; কোন কঠিন দ্রব্যের উপর শয়ন করিলে বেদনা উপশম।

ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধ-সন্ধিতে খঞ্জ ও মচকানবৎ অনুভব।

হস্তদ্বয় অসাড়ে নড়িতে থাকে।

লিখিবার সময়ে হস্তদ্বয়ের কম্পন।

হস্তদ্বয়ের চর্ম্ম, বিশেষতঃ নখের নিকটে, শুষ্ক ও বিদারিত।

হাতের তলায় আঁচিল।

হাত ঘামে।

৩১ নিম্নাঙ্গ।—নিতম্বে বেদনা, যেন মচকাইয়া গিয়াছে।

দক্ষিণ উরুতে আকৃষ্টবৎ বেদনা, জানু পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

উরুদেশের মাংস পেশীর উৎক্ষেপ।

বামজানুতে সূচীবেধ।

পদদ্বয়ে অস্থিরতা, অবিরত পা নাড়াইতে থাকে।

অত্যন্ত ভার :—পদদ্বয়ের ; চরণের।

দদ্রু (জানুর বক্র স্থানে)।

পা যেন পক্ষাঘাত বিশিষ্ট, বিশেষতঃ গুল্ ফ-সন্ধি।

উপবিষ্টাবস্থায় কিম্বা হণ্টনকালে গুল্ ফ-সন্ধির খঞ্জবৎ অনুভব।

পদদ্বয়ের শিরা স্ফীত।

চরণদ্বয় শীর্ণ।

দক্ষিণ চরণে খল্লীবৎ সূচীবেধ বেদনা।

চরণদ্বয়ের জ্বালা, কিম্বা অতিশয় শীতলতা।

চরণের ঘর্ম্ম অবরুদ্ধ।

৩২ সাধারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি।—বাহুদ্বয়ের দুর্ব্বলতা, ভার ; আরও জানু ও চরণদ্বয়ের।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঝিন ঝিন করে, বিশেষতঃ হস্ত পদের অঙ্গুলির অগ্রভাগে।

দক্ষিণ হস্তের স্ফীততা ; আরও চরণদ্বয়ের।

সন্ধি সকল সঞ্চালনে খট্ খট্ শব্দ ; অনম্যতা ; স্ফীততা।

বাহু, হস্ত ও পায়ের ডিমে খল্লী।

৩৩ স্নায়ু।—কোরিয়া, উর্দ্ধে লাফাইয়া উঠে, চতুর্দ্দিকে কি আছে তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই ; মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বের হঠাৎ কম্পন ; ভ. প্রাপ্তির পরে।

হিষ্টিরিয়া-জনিত দুর্ব্বলতা ; প্রাতে শয্যায় থাকিতে দুর্ব্বলতা।

শয্যাশায়ী, তিনি দুর্ব্বল তাহা তিনি জানেন এবং নড়িতে চান না।

মাংসপেশীর আকুঞ্চন-জনিত আজন্মস্থায়ী বিকলাঙ্গের পক্ষে (ইহার বাহ্যপ্রয়োগ ও ঘর্ষণ) উপকারী।

৩৮ নিদ্রা।—পুনঃ পুনঃ হাইতোলা ও আড়ামুড়ি ভাঙ্গা ; সর্ব্ব প্রকার নড়ন চড়নে বিতৃষ্ণা ; নিদ্রালু কিন্তু ঘুম আসিতে পারে না।

দিবাভাগে নিদ্রালু কিন্তু রাত্রিতে নিদ্রাশূন্য।

সপ্ন-সঞ্চারণ।

অনিদ্রা,—বিষাদ সূচক ঘটনা কিম্বা শোক দুঃখ জনিত।

পুনঃ পুনঃ জাগিয়া উঠে :—শ্বাস কষ্ট ও এক পার্শ্বের পক্ষাঘাত উৎপাদক বেদনা সহ ; ভয়, প্রবল মাথাধরা, ঘর্ম্ম, সর্ব্বাঙ্গে উষ্ণতা অনুভব এবং ধমনী সমূহের দপদপানি সহ।

স্বপ্ন :—সুস্পষ্ট ; বাড়ীতে চোরের স্বপ্ন এবং যতক্ষণ সমস্ত অনুসন্ধান না করা হয় ততক্ষণ চোর আসে নাই তাহা বিশ্বাস করিবে না ; জ্বালাকর তৃষ্ণার ; নিদ্রায় চমকিত হইয়া উঠে ও কথা কহে।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—অগ্নির উত্তাপ অসহ্য। মাথাধরা।

সমুদ্র তীরে যে সকল রোগ বৃদ্ধি হয়।

সূর্য্যোত্তাপে রোগের বৃদ্ধি ; গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধি।

খোলা বায়ুতে থাকিতে এবং শীতল জলে স্নান করিতে ইচ্ছা।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীতের প্রাবল্য বেশী, প্রধানতঃ আভ্যন্তরিক ; হস্তপদ বরফবৎ শীতল।

প্রাতে হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত শীত ; মুখের চতুর্দ্দিকে ক্ষত ; স্তন্যপায়ী শিশুদিগের।

অতি প্রবল মাথাধরা সহ উত্তাপের আবেগ ; পৃষ্ঠ দেশে শীত শীত অনুভব, এবং বগল ও পায়ের তলায় ঘর্ম্ম।

বেলা ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত শীত, চরণ বা কটিদেশ হইতে আরম্ভ হয় ; নখ সকল নীলবর্ণ ; তৃষ্ণা ; বিদীর্ণকর মাথা ধরা ; বিবমিষা ও বমন।

উত্তাপ, তৎকালে মাথা ধরা ও তৃষ্ণার বৃদ্ধি, অচৈতন্যতা ; কিম্বা দৃষ্টির অস্পষ্টতা ও মোহ ভাব।

ঘর্ম্মে মাথা ধরা ও অন্যান্য বেদনার হ্রাস হয়, যদিও ইহাতে শরীর দুর্ব্বল করে।

বিজ্বরাবস্থা :—যকৃত প্রদেশে সূচীবেধ, অত্যন্ত আলস্য ; শীর্ণতা ; পাণ্ডু-

বর্ণ চেহারা; মূত্র ঘোলা, তৎসহ লালবর্ণ, বালুকাকণাবৎ অধঃক্ষেপ; ক্ষুধা রহিত; জ্বর ঠোট (মুখের নিকট ফোস্কা)।

সবিরাম জ্বরঃ—কুইনাইন অপব্যবহারের পরে, আর্দ্র দেশে কিম্বা নব কর্ষিত ভূমিতে বাসের পরে।

কোন প্রকার পরিশ্রমেই সহজে ঘর্ম্ম হয়।

ঘর্ম্ম অম্লাক্ত, দুর্ব্বলকারী।

৪১ আক্রমণ।—সাময়িকঃ—২। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত; ৩, ৫। গ্রীষ্মকাল: ৩১।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ:—৩, ৫, ৩৩, ৩৪, ৩৬। বাম:—৩, ৭, ৮, ১৮, ২৮, ২৯, ৩৩।

৪৪ তন্তু।—শিরাস্ফীতি।

শুষ্কতা কিম্বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ছাল উঠিয়া যাওয়ার প্রবণতা; স্রাব জ্বালাকর ও স্বল্প; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির কিনারায় জ্বালা।

উত্তম আহারাদি হইলেও শীর্ণতা।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—মচকাইয়া যাওয়া (বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ)।

স্পর্শ:—৪, ৭, ১০, ১২। চাপ:—১৭, ৩১।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্মে কণ্ডূয়ন ও কণ্টক বেধ।

চর্ম্ম লালবর্ণ কিন্তু কোন প্রকার উদ্ভেদ নাই; জিহ্বা যেন অবিরত লবণ ব্যবহারে জ্বলিয়া গিয়াছে।

বড় বড় লালবর্ণ চাকা চাকা দাগ, অত্যন্ত চুলকায়।

সমগ্র দেহে হুলবেধ যুক্ত উদ্ভেদ; প্রবল ব্যায়ামের পরে আমবাত।

সন্ধি সমূহের ভাঁজে পীড়কা, তাহা হইতে জ্বালাকর তরল পদার্থ বাহির হয়; মামরী ও তাহাতে গভীর ফাটা।

রসপূর্ণ স্ফোটক।

৪৮ সম্বন্ধ।—নেট্রাম-মিউরিয়াটিকাম প্রতিবেধ করেঃ—সিলভার নাইট্রেট, কুইনাইন, মধুমক্ষিকার দংশন।

ইহা এপিসের কার্য্যাবশেষপূরক; ইহার পরে সিপিয়া সুফলপ্রদ।

নেট্রাম সলফুরিকাম।

১ মন।—বিমর্ষ; অশ্রুযুক্ত; সঙ্গীতাদিতে তাঁহাকে (স্ত্রী) বিষণ্ণ করে।
অত্যন্ত খিট্ খিটে; প্রাতে বৃদ্ধি।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা; মস্তকের মধ্যে গোলমেলে ভাব ও অলসতা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালে চাপ বোধ, বিশেষতঃ ভোজনের পরে, যেন কপাল বিদীর্ণ হইবে।
মস্তক মধ্যে গুরুত্ব (ভার)।
কপাল ও বাম রগে বেদনা।

৪ চক্ষু।—দৃষ্টি ক্ষীণ; চক্ষু দুর্ব্বল, অশ্রুযুক্ত।
মাথাধরা সহ আলোকে চক্ষুর চৈতন্যাধিক্যতা।
দক্ষিণ চক্ষুতে জ্বালা; অশ্রু স্রাব; অস্পষ্ট দৃষ্টি; অগ্নির নিকটে থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি; অক্ষিপুটের কিনারায় জ্বালা।
আলোকাসহ্যতা সহ প্রাতে অক্ষিপুট সংযোজনা।
প্রাতঃকালে অক্ষিপুট কিনারায় চুলকায়।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে ঘণ্টা শব্দবৎ অনুভব। দক্ষিণ কর্ণে বিদ্ধকর বেদনা; কর্ণমধ্যে বিদ্যুৎবৎ ঝিলিক দিয়া উঠে; শীতল বায়ু হইতে উষ্ণ গৃহে প্রবেশে বৃদ্ধি; আর্দ্র বায়ুতে অবস্থিতি ও সরস ভূমিতে বাস প্রভৃতিতে বৃদ্ধি।

৭ নাসিকা।—ঋতুকালে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; বন্ধ হয় আবার পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করে।
নাসিকা অবরুদ্ধ, হাঁচি ও সরস প্রতিশ্যায়।
উপদংশজনিত ফসেসে ক্ষত; কোন প্রকার দুর্গন্ধ নাই।

১২ মুখমধ্য।—জিহ্বাগ্রে জ্বালাকর বেদনা সহ ফোস্কা।
মুখমধ্যে জ্বালা, যেন ঝাল খাইয়াছে; মুখ শুষ্ক; তৃষ্ণা।
তালুতে ফোস্কা; চৈতন্যাধিক, খাইতে পারে না। আহারান্তে অধিক লালাস্রাব।

১০ গলমধ্য।—গলমধ্যে শুষ্কতা; তৃষ্ণা নাই।

টন্সিল গ্রন্থিদ্বয় ও উপজিহ্বা প্রদাহিত ও স্ফীত; টন্সিলের উপরে ক্ষত।

১৭ পাকস্থলী।—সন্ধ্যাকালে বরফ বা বরফবৎ শীতল জলের অত্যন্ত তৃষ্ণা।
মুখমধ্যে সদত অম্ল জল উঠে।

১৯ উদর।—যকৃত প্রদেশে সূচীবেধ।
স্পর্শ, পদ বিক্ষেপ, গভীর শ্বাসক্রিয়া কিম্বা হঠাৎ ধাক্কায় যকৃত প্রদেশ চৈতন্যাধিক।
প্রাতঃকালে আহারের পূর্ব্বে উদরাধ্মান সহ নাভির চতুর্দ্দিকে ছিন্নকর বেদনা; আহারে উপশম।
অত্যন্ত উদরাধ্মান; উদর মধ্যে অত্যন্ত গড় গড় শব্দ; বায়ু আবদ্ধ, বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে, তাহাতে বেদনা উপস্থিত হয়; বায়ু নিঃসরণে উপশম।
দক্ষিণ কুচকি দেশে প্রদাহ।

২০ মল, ইত্যাদি।—মলঃ—অর্দ্ধতরল, বেদনা শূন্য, সময়ে সময়ে বায়ু নিঃসরণ, মূত্রত্যাগ বা নিদ্রায় অসাড়ে বহির্গত হয়; হরিদ্রা বর্ণ, তরল, প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়াই; অধিক বায়ুনিঃসরণ সহ জলবৎ।
উদরাময়; সরস বায়ুতে, প্রাতে, উদ্ভিজ্জাহারের পরে বৃদ্ধি।
কঠিন, গাঁইট বিশিষ্ট মল, রক্তের রেখাযুক্ত, মলত্যাগের সময়ে ও পূর্ব্বে মলদ্বারে জ্বালা; প্রায়ই তৎসহ স্বল্পরজঃ।
অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণ।
মলদ্বারে গাঁইট বিশিষ্ট আচিলবৎ উদ্ভেদ।

২১ মূত্র।—মূত্র স্বল্প; মূত্রত্যাগ কালে জ্বালা করে।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—সন্ধ্যাকালে ইচ্ছা বলবতী; এবং প্রাতে, তৎসহ লিঙ্গ কাঠিন্য।
জননেন্দ্রিয়ের কণ্ডুয়ন; প্রমেহ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—স্বল্পরজঃ; অতি বিলম্বে; গাঁইট বিশিষ্ট মল।
ঋতুর পূর্ব্বে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—ভ্রমণকালে হ্রস্ব শ্বাস; বিশ্রামে ক্রমশঃ উপশমিত হয়।

হাঁপানি কাসী, শ্বাসনলীভুজের সর্দ্দিবশতঃ; আর্দ্র বায়ু প্রভৃতিতে বৃদ্ধি।

২৭ কাসী।—বারম্বার কাসী, তৎসহ কিয়ৎ পরিমাণে গয়ার; দাড়াইয়া কাসিলে তিনি বক্ষের বাম পার্শ্বে তীব্র সূচীবেধ অনুভব করেন।

বক্ষোপরি চাপ, যেন ভার চাপান রহিয়াছে।

কটিদেশের নিকটে বক্ষের বামপার্শ্বে চাপ, সঞ্চালন ও চাপ দিলে বৃদ্ধি।

গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—মেরু দণ্ড ও গ্রীবার উপরে ও নিম্নে বেদনা।

কটিদেশে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বাহু ও হস্তদ্বয়ে ঝিন ঝিন; অনুভব হয় যেন পক্ষাঘাত-বিশিষ্ট।

নিম্নাঙ্গ।—দক্ষিণ নিতম্ব-সন্ধিতে বেদনা, অবনত হইলে, আসন হইতে উত্থান কালে, কিম্বা শয্যায় সঞ্চালন কালে বৃদ্ধি।

ভ্রমণ কালে হঠাৎ বাম নিতম্বে অসহ্য সূচীবেধ; হাঁটিতে পারে না।

স্নায়ু।—শয্যাশায়ী; পরিশ্রান্ত, বিশেষতঃ জানুদ্বয়। আক্রমণ সকল হঠাৎ আইসে।

শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে শীত শীত বোধ।

আভ্যন্তরিক ঠাণ্ডা বোধ, তৎসহ আড়ামুড়ি ভাঙ্গা, হাই তোলা।

সন্ধ্যাগমে হঠাৎ উত্তাপের আবেগ।

৪৬ চর্ম্ম।—কাউর, সরস ও প্রচুর রস বহির্গত হয়।

বস্ত্রাদিত্যাগ কালে কণ্ডূয়ন।

সর্ব্বাঙ্গে আচিলবৎ উচ্চ উচ্চ লালবর্ণ পিণ্ড সকল।

৪৭ অবস্থা।—সাইকোসিস।

যাহাদের রোগ ঠাণ্ডা বা আর্দ্র বায়ু বা স্থানে বৃদ্ধি হয়।

পডোফিলাম পেল্টেটাম।

পরীক্ষক :—জিয়েন্স।

১ মন।—বিমর্ষতা—; অনুমান হয় তিনি মরিতে যাইতেছেন কিম্বা তাহার কঠিন পীড়া হইবে।

জীবনে বিতৃষ্ণা, মাথাধরা।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—যখন খোলা বায়ুতে দাঁড়াইয়া থাকে; তৎসহ সম্মুখে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—স্তম্ভনকারী মাথাধরা, চাপ দিলে উপশম।

মস্তক উত্তপ্ত, মস্তক বালিশে এপাশ ওপাশ করে।* দন্তোদ্গম।

মাথাধরা, পর্য্যায়ক্রমে উদরাময়।

৫ চক্ষু।—কর্ণিয়ার ক্ষত; কঞ্জঙ্কটাইভা রক্তপূর্ণ।

৮ মুখমণ্ডল।—উত্তপ্ত, চক্ষুদ্বয় আরক্তিম। * শিশুদিগের উদরাময়।

১০ দন্ত।—মাড়ীতে মাড়ীতে চাপ দিতে ইচ্ছা; চোয়াল আটকাইয়া থাকে; রাত্রিতে দাঁত কিড় মিড় করে; কষ্টে দন্তোদ্গম।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি। আস্বাদশক্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত, মিষ্ট অম্ল প্রভেদ করিতে পারেনা; অনিদ্রা, অস্থির।

সমস্ত দ্রব্যই অম্ল লাগে।

জিহ্বাঃ—শাদা ও খারাপ আস্বাদ; শুষ্ক হরিদ্রাবর্ণ।

১২ মুখমধ্য।—মুখ হইতে দুর্গন্ধ।

প্রচুর লালাস্রাব।

জাগিলে পর মুখমধ্য ও জিহ্বা শুষ্ক।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করে।

গলগণ্ড।

ফেরিংক্স শুষ্ক, গলাধঃকরণ বেদনাদায়ক।

১১ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা পরিবর্ত্তনশীল, কখন কখন রাক্ষসী ক্ষুধা।

অধিক পরিমাণে শীতল জলের অতিশয় তৃষ্ণা।

অতি অল্প খাদ্যেই পরিতৃপ্তি, তৎপরে বিবমিষা ও বমন।

১৫ পানাহার।—আহারান্তেঃ—ভুক্তপদার্থের উদ্গার উঠে, অম্ল; উষ্ণ, অম্ল উদ্গার; উদরাময়। আহারের এক ঘণ্টা পরে বমন করে, পরক্ষণেই ক্ষুধা বলে।

অম্ল ফল ও দুগ্ধ পানের পরে উদরাময়।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার:—পচা ডিম্বের ন্যায় গন্ধ; উষ্ণ ও অম্ল।

ভুক্ত পদার্থ গলা বহিয়া উঠে।

ওয়াক তোলা। * শিশুদিগের উদরাময়।

বমন:—শিশুদিগের দুধতোলা, তৎসহ মলদ্বার ঠেলিয়া বাহির হয়; খাদ্য বমন, তৎসহ পচা আস্বাদ ও গন্ধ; ঘন পিত্ত ও রক্ত।

১৭ পাকস্থলী।—বমন কালে পাকাশয় সজোরে সঙ্কুচিত হয়।

ক্যালোমেল অপব্যবহারের পরে অজীর্ণ রোগ; জিহ্বার উপর দাঁতের দাগ পড়ে; কণ্ঠকটাইভা হরিদ্রাবর্ণ; কর্দ্দমবৎ মল।

পাকাশয়ের সর্দ্দি (ক্যাটার)।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়ামে পূর্ণতা, তৎসহ উদরাধ্মান, বেদনা এবং টাটানি বোধ।

সূচীবেধ, আহারের সময়ে বৃদ্ধি।

অতিরিক্ত পরিমাণে পিত্ত নিঃসরণ হয়; যকৃতের অতিশয় উত্তেজনশীলতা।

যকৃতের ক্রিয়া হ্রাস; পাণ্ডু রোগ।

পুরাতন যকৃত-প্রদাহ; কোষ্ঠবদ্ধ; পাণ্ডু রোগ।

পিত্ত-শিলাসহ পাণ্ডু রোগ; পাকাশয় প্রদেশ হইতে পিত্তকোষ প্রদেশ পর্য্যন্ত বেদনা ও তৎসহ অতিশয় বিবমিষা।

পাণ্ডু রোগ ও তৎসহ যকৃতের রক্তাধিক্যতা; পূর্ণতা; টাটানি ও বেদনা; পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়।

১৯ উদর।—অন্ত্রমধ্যে খল্লীবৎ বেদনা, বেলা ১০টার সময়ে, এবং আবার প্রাতে ৫ টা হইতে ৯ টা পর্যন্ত।

দিবাভাগে পুনঃ পুনঃ কিন্তু ক্ষণস্থায়ী বেদনা, চাপে উপশম।

রাত্রি ৩ টার সময়ে কোলনে বেদনা, তৎপরে উদরাময়।

২০ মল ইত্যাদি।—মলঃ—পুনঃ পুনঃ, বেদনাশূন্য, জলবৎ, দুর্গন্ধযুক্ত, সজোরে বাহির হয়; হরিদ্রাবর্ণ; সবুজবর্ণ, অম্ল ও তৎসহ আধ্মান; দন্তোদ্গমকালে শিশুদিগের প্রাতঃকালে মল; সবুজাভ হরিদ্রা বর্ণ, পিচ্ছিল, রক্তযুক্ত, মলমিশ্রিত; কুন্থন ও মলদ্বার ভ্রংশ; অতি সজোরে কুন্থনের সহিত অধিক বায়ু নিঃসরণ হয়; আম, তৎসহ রক্তের রেখা বা দাগ; কেবল প্রাতে কালবর্ণ; খড়ির ন্যায় ও অজীর্ণ।

উদরাময় স্নানের সময়ে; আহারান্তে।

মল সাদাটে, কঠিন, শুষ্ক কিম্বা কর্দ্দমবৎ; অতি কষ্টে পরিত্যক্ত হয়; উদরাধ্মান ও শিরঃ পীড়া।

মল স্বাভাবিক কিন্তু দিবাভাগে বারম্বার হয় এবং তাহাতে শরীর দুর্ব্বল হয়।

যে সকল শিশু তোলা দুধ খায় অর্থাৎ মাতৃস্তন্য পায় না তাহাদিগের কোষ্ঠ বদ্ধ, তাহাদের মল শুষ্ক ও ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া বাহির হয়।

মলত্যাগ কালে মলদ্বার ভ্রংশ (হারিস বাহির হয়), এমন কি অতি সামান্য পরিশ্রমে, তৎপরে মল, কিম্বা ঘন স্বচ্ছ আম, কিম্বা রক্ত মিশ্রিত মল বাহির হয়।

অর্শ, তৎসহ মলদ্বার ভ্রংশ এবং অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী উদরাময়; প্রাতে বৃদ্ধি; কিম্বা কোষ্ঠবদ্ধ।

২১ মূত্র।—গর্ভাবস্থায় রাত্রিকালে পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ।

অধিক পরিমাণে মূত্রত্যাগ তৎসহ নিদ্রাকালে অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

মূত্রাবরোধ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ডিম্বকোষ প্রদেশে বেদনা, বিশেষতঃ দক্ষিণ ডিম্ব-কোষে। জরায়ুতে বেদনা।

অনুভব হয় যেন মলত্যাগ কালে সমস্ত জননেন্দ্রিয় সকল বাহির হইয়া পড়িবে।

জরায়ুভ্রংশ, তৎসহ কামড়ানি প্রভৃতি বেদনা।

ঘন, স্বচ্ছ শ্বেতপ্রদর।

গর্ভাবস্থায় যোনি-ওষ্ঠের স্ফীততা।

ডিম্বকোষের অর্ব্বুদ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—হ্রস্ব শ্বাস। শয়ন করিবার সময়ে প্রথমেই শ্বাসরোধ বোধ।

২৭ কাসী।—স্বল্পবিরাম জ্বরের সহিত; শুষ্ক; সরল।

২৮ ফুসফুস।—দন্তোদ্গম কালে ফুসফুসের সর্দ্দি।

৩৭ নিদ্রা।—গভীর নিদ্রা; জাগিলে পরিশ্রান্তি বোধ। নিদ্রালু, বিশেষতঃ পূর্ব্বাহ্নে।

অস্থির নিদ্রা, বিশেষতঃ রাত্রির প্রথমাংশে।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সন্ধ্যাকালে প্রথমেই শয়নে শীত বোধ, তৎপরে জ্বর ও নিদ্রা, মধ্যে মধ্যে বাক্য কথন ও অস্পষ্ট জাগরণ।

জ্বরের সময়ে:—মস্তকে বেদনা, তৃষ্ণা, কম্প ও শীত অনুভব কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে।

নিদ্রাসহ ঘর্ম্ম।

৪৬ চর্ম্ম।—পাণ্ডুবর্ণ।

৪৭ অবস্থা।—পিত্তাধিক্য ধাতু, বিশেষতঃ পারদ ব্যবহারের পরে।

৪৮ সম্বন্ধ।—বমন নিবারণে ইপিকা ও নক্সভমিকা অকৃতকার্য্য হইলে পডোফিলম। লবণে ইহার ক্রিয়া বৃদ্ধি করে।

পডোফিলমের প্রতিবিষ নক্সভমিকা।

পলসাটিলা।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—শান্ত, মৃদু, নম্র, ভীতস্বভাব, বিনীতস্বভাব এবং ক্রন্দন প্রবৃত্তি।

সকম্পন উদ্বেগ যেন মৃত্যু সন্নিকট।

রাত্রিতে কিম্বা সন্ধ্যাকালে ভূতের ভয় করে।

সন্ধ্যাকালে হৃৎপিণ্ড প্রদেশে উদ্বেগ, এমন কি আত্মহত্যা করিতে চাহে।

রাত্রিতে উদ্বেগ, যেন উত্তাপ হইতে। বিষাদ বায়ুযুক্ত, বিষণ্ণ; কোন বিষয়ই ভাল লাগে না।

সদা অপ্রসন্ন, অসন্তুষ্ট, খুঁতখুঁতে।

হিংসা ; কৃপণতা।

ভয়প্রাপ্তি, মনোভঙ্গ বা অতিরিক্ত আহ্লাদ জনিত কুফল সকল।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে উন্মত্ততা।

সামান্য কারণে হাস্য বা ক্রন্দন করে।

২ চৈতন্য।—মস্তকের মধ্যে এলোমেলো ভাব ও বেদনা, যেমন নেসা করিলে কিম্বা রাত্রি জাগরণে হয়।

মাতালের ন্যায় মাথা টলে, শয়নের প্রবৃত্তি।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মাথাঘোরা :—যেন মদ্যপান করিয়াছে ; উপবিষ্টাবস্থায় ; প্রাতে শয্যা হইতে উঠিবার সময়ে, পুনরায় শুইয়া পড়িতে হয়।

মাথার মধ্যে অলসতা, এবং কপালে ঘৃষ্টবৎ অনুভব।

মাথাধরা, অনুভব হয় যেন মস্তক বিদীর্ণ এবং চক্ষু বহির্গত হইয়া পড়িবে।

পাকাশয় অতিপূর্ণ করিয়া ভোজন কিম্বা ঘৃত চর্ব্বি প্রভৃতি আহার বশতঃ মাথাধরা।

মস্তকের পশ্চাতে,এক পার্শ্বে অতি প্রবল বেদনা, যেন প্রেকবিদ্ধ হইতেছে।

সন্ধ্যাকালে মাথাধরা ও তৎসহ চক্ষুমধ্যে কামড়ানি বেদনা।

দপদপানি ও চাপযুক্ত মাথাধরা, চাপিয়া ধরিলে উপশম।

কপালে চক্ষুর উর্দ্ধাংশে চাপযুক্ত বেদনা, চক্ষু উত্তোলন করিলে বৃদ্ধি।

সন্ধ্যাকালে মস্তক মধ্যে স্পন্দনানুভব।

মাথাধরার বৃদ্ধি :—পারদ অপব্যবহারে ; উষ্ণ গৃহে। খোলা বায়ুতে ধীরে ধীরে ভ্রমণ ও চাপ প্রয়োগে উপশম।

৪ বহির্মস্তক।—করোটীত্বকে অর্ব্বুদ, পুয জন্মে ও করোটী আক্রমণ করে, ডাল পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি।

৫ চক্ষু।—কঞ্জঙ্কটাইভা প্রদাহ, তৎসহ প্রচুর হরিদ্রাবর্ণ ও স্রাব।

চক্ষুমধ্যে জ্বালা ও কণ্ডূয়ন,তাহাতে চক্ষু ঘর্ষণ করিতে ও চুলকাইতে হয়।

চক্ষু এবং অক্ষিপুট কিনারায় প্রদাহ, তৎসহ অশ্রুস্রাব ও রাত্রিকালে অক্ষিপুট সংযোজনা।

প্রায়ই অঞ্জনি হয়, বিশেষতঃ উপরাক্ষি পুটে।

সন্ধ্যাকালে অক্ষিকোণে ও অক্ষিপুটে কণ্ডূয়ন দংশন, এবং জ্বালা।

বায়ু বা খোলা বায়ুতে প্রচুর অশ্রুবারিস্রাব।

চক্ষু সম্মুখে কুয়াসা বা আবরণবৎ দৃষ্টির অস্পষ্টতা।

ল্যাক্রিম্যাল ফিষ্টুলা চাপ দিলে পুয বহির্গত হয়।

শিশুদিগের চক্ষুউঠা; প্রচুর, হরিদ্রাবর্ণ পুযবৎ স্রাব, চক্ষু জুড়িয়া থাকে।

মেহজনিত চক্ষুপ্রদাহ।

কর্ণ।—বাহ্যকর্ণ ও নলীপথ লালবর্ণ ও স্ফীত।

কাণকামড়ানি, তৎসহ চিড়িক মারা ও ছিন্নকর বেদনা, এবং রাত্রিতে দপদপানি।

কর্ণমধ্যে অতি প্রবল বেদনা, যেন কিছু ভিতর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিতেছে।

শ্রুতিশক্তি হ্রাস, যেন কাণে তালা ধরিয়া রহিয়াছে।

অনুভব হয় যেন কাণ অবরুদ্ধ, তৎসহ তন্মধ্যে দূরাগত উচ্চ শব্দবৎ শ্রুত হয়।

কর্ণমধ্যে গুণ্ গুণ্, খট খট, সঙ্গীত, ঘণ্টাধ্বনি প্রভৃতি শব্দ অনুভূত হয়।

কর্ণহইতে পূজস্রাব।

বধিরতা:—ঘাম বসিয়া গেলে; কর্ণ হইতে পূজস্রাব সহ; কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ খোলসহ।

নাসিকা।—প্রতিশ্যায় সরল বা শুষ্ক; পুনঃ পুনঃ হাঁছি; আঘ্রাণ ও আস্বাদ শক্তি বিলুপ্ত; নাসারন্ধ্র বেদনাযুক্ত; নাসাপুট ক্ষতবৎ; তৎপরে হরিদ্রাযুক্ত সবুজবর্ণ স্রাব; গৃহমধ্যে থাকিলে বৃদ্ধি; শীত শীত বোধ; মস্তকের মধ্যে এলোমেলো; কপালে শিরঃপীড়া।

সন্ধ্যাকালে এবং উষ্ণগৃহে নাসিকা অবরুদ্ধ; প্রাতঃকালে দুর্গন্ধযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মা স্রাব।

নাসিকা মধ্যে পুরাতন সর্দ্দির ন্যায় দুর্গন্ধ অনুভব।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; তৎসহ সর্দ্দি; তৎসহ ঋতু অবরুদ্ধ; তৎসহ রক্তাল্পতা (এনিমিয়া); রক্ত চাপ চাপ।

দুর্গন্ধযুক্ত, সবুজবর্ণ নাসাস্রাব; তৎসহ আঘ্রাণ ও আস্বাদ শক্তির হ্রাস; পুরাতন, ঘন, হরিদ্রাবর্ণ সর্দ্দি স্রাব।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের রক্তশূন্যতা।

মৌখিক স্নায়ুশূল; চর্ব্বণ, বাক্য-কথন কিম্বা উষ্ণ বা শীতল দ্রব্য মুখে লইলে বৃদ্ধি।

মৌখিক বিসর্প, তৎসহ হুলবেধ, কণ্টকবেধবৎ বেদনা।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—অধর স্ফীত ও মধ্যস্থলে ফাটা।

১০ দন্ত।—দন্ত শূল:—রাত্রিতে দাঁত খুটিলে, উষ্ণ গৃহে, শয্যার উষ্ণতায়, আহার কালে (কিন্তু চর্ব্বণে নহে), উপবিষ্টাবস্থায়, শীতল জল, কিম্বা মুখমধ্যে কোন দ্রব্য উষ্ণ লইলে, গর্ভাবস্থায় বৃদ্ধি; খোলা বায়ুতে ভ্রমণ করিলে উপশম।

গহ্বর-যুক্ত দন্তে দপদপানি, খননবৎ বেদনা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—সর্দ্দিকালে আস্বাদ শক্তি বিলুপ্ত; কিছুই ভাল লাগে না।

আস্বাদ:—খারাপ, বিশেষতঃ প্রত্যুষে, চটচটে, পুনঃ পুনঃ মুখ ধৌত করিতে চাহে; প্রাতঃকালে পচা মাংসের আস্বাদ, তৎসহ বমন প্রবৃত্তি; তিক্ত, বিশেষতঃ আহারের পরে, এবং প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে।

জিহ্বা:—শাদা কিম্বা হরিদ্রাবর্ণ, এবং চটচটে শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত; শুষ্ক কিন্তু তৃষ্ণা নাই; মধ্যস্থল অনুভব হয় যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

১২ মুখমধ্য।—প্রাতে শুষ্ক কিন্তু তৃষ্ণা নাই।

মুখ হইতে দুর্গন্ধ, বিশেষতঃ প্রাতে।

ঈষৎ মিষ্ট লালা স্রাব।

সদত ফেণিল তুলাবৎ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন।

১৩ গলমধ্য।—প্রাতে গলমধ্য অত্যন্ত শুষ্কতা। গল মধ্যে ক্ষতবৎ।

প্রাতে গলমধ্য আঠাবৎ শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত।

গলাধঃকরণ কালে গলমধ্যে চাপ বোধ।

গল মধ্যে যেন কীট বহিয়া উঠিতেছে অনুভব।

ঢোক গিলিতে এবং আহারান্তে বৃদ্ধি।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা :—কিন্তু কিসের জন্য ক্ষুধা তাহা জানে না যথেষ্ট পরিমাণে আহার করে কিন্তু তাহার পরেই বমন করে

খাদ্য অতি লবণাক্ত অনুভব হয়।

ইচ্ছা :—মদ্য, অম্লাক্ত খাদ্য।

অনিচ্ছা :—ঘৃত, দধি বা তৈলাক্ত খাদ্য, মাংস, রুটী ও দুগ্ধ।

তৃষ্ণা থাকে না, যখন তৃষ্ণা থাকে অল্প অল্প কিন্তু পুনঃ পুনঃ জলপান করে এবং জল পান করিলে বমন আইসে।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—হিক্কা :—পানান্তে।

উদ্গার :—ভুক্ত পদার্থের আস্বাদ ও গন্ধ যুক্ত ; তিক্ত ; অম্লাক্ত।

বিবমিষা, তৎসহ পেট বেদনা, বমন হইলেই স্থগিত হয়।

গলমধ্যে বমন প্রবৃত্তি, যেন তথায় কীট হাটিতেছে।

বমন :—রক্ত, ঋতু রোধ হইয়া; পিত্তযুক্ত পদার্থ ; অম্ল, সবুজবর্ণ; পুরাতন, আহারের পরেই।

১৭ পাকস্থলী।—ঘৃত, চর্ব্বিযুক্ত পদার্থ, ফল কি কুল্পি ভোজন করিয়া পেটের দোষ।

আহারের এক ঘটা পরে পাকাশয়ে বেদনা।

যেন পাথর রহিয়াছে এইরূপ ভার বোধ, বিশেষতঃ প্রাতে জাগিবার পর।

পাকাশয়ে খল্লীবৎ বেদনা, প্রাতে কিম্বা ভোজনান্তে।

যেন অত্যন্ত ক্ষুধা লাগিয়াছে এইরূপ পাকাশয় মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা।

আহারান্তে পাকাশয়ে চাপযুক্ত ও খিমচান বেদনা।

পাকাশয়-গহ্বরে সুস্পষ্ট স্পন্দন অনুভব।

১৯ উদর।—আধ্মানিক পেট বেদনা ; উচ্চ রবে অন্ত্র-কূজন (পেট ডাকা); উদর মধ্যে বায়ু নড়িয়া বেড়ায়, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে।

পেট বেদনা ও পেট কামড়ানি, বিশেষতঃ উপর পেটে।

উদর মধ্যে প্রস্তরবৎ চাপ বোধ।

উদর মধ্যে প্রসববৎ আকৃষ্টবৎ, ছিন্নবৎ এবং বেগ দেওয়ার ন্যায় বেদনা।

উদর স্পর্শে বেদনা যুক্ত।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল:—জলবৎ, কেবল কিম্বা প্রায়ই রাত্রিতে, কখন কখন অসাড়ে ত্যাগ হয়; সবুজাভ হরিদ্রাবর্ণ, পিচ্ছিল, অতিশয় পরিবর্ত্তন-শীল; পিত্তবৎ, পেট ডাকার পরে; দুর্গন্ধ-যুক্ত, ক্ষতকারী; শাদা ও রক্তযুক্ত আম মিশ্রিত।

আমাশয়বৎ মল, মল পরিষ্কার হরিদ্রা, লাল বা সবুজবর্ণ; পৃষ্ঠদেশে বেদনা ও বেগ।

অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ, গা বমি বমি করে, প্রাতে মুখে খারাপ আস্বাদ, মুখ ধুইয়া ফেলিতে হয়; কোষ্ঠবদ্ধের মল কঠিন ও বৃহৎ, সবিরাম জ্বর কুইনাইন দ্বারা অবরুদ্ধ হইলে।

ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে অর্শ।

২১ মূত্র।—মূত্রাশয় প্রদেশ স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

মূত্রাশয়ের উপরে তীব্র চাপ বোধ, কিন্তু মূত্রত্যাগের ইচ্ছা হয় না।

মূত্রত্যাগ কালে ও পরে মূত্রমার্গের ছিদ্রে জ্বালা।

পুনঃ পুনঃ প্রায় নিষ্ফল মূত্রত্যাগের বেগ ও তৎসহ কর্ত্তনবৎ বেদনা।

অসাড়ে মূত্রত্যাগ; রাত্রিতে শয্যায়, বিশেষতঃ ছোট ছোট বালিকাগণ কাসিতে কিম্বা বায়ু নিঃসরণ করিতে।

পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ; প্রচুর প্রস্রাব।

রক্ত প্রস্রাব, তৎসহ মূত্রমার্গের ছিদ্রে জ্বালা এবং নাভিদেশে আকুঞ্চন বোধ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—উদর হইতে শুক্ররজ্জু মধ্যদিয়া অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত আকৃষ্টবৎ ও টনটনানি বেদনা।

অণ্ডকোষের স্ফীততা এবং তৎসহ টাটানি ও ছিন্নকর বেদনা।

পোতার (স্ক্রোটাম) দক্ষিণ পার্শ্বের স্ফীততা।

প্রষ্টেট গ্রন্থি বর্দ্ধিত।

রাত্রিতে স্বপ্নদোষ।

প্রমেহ পীড়ায় মূত্রমার্গ হইতে ঘন হরিদ্রাবর্ণ কিম্বা হরিদ্রাযুক্ত সবুজ-বর্ণ স্রাব।

অণ্ডোকোষ প্রদাহ,—ঠাণ্ডা লাগিয়া, আঘাত লাগিয়া বা প্রমেহ স্রাব হঠাৎ অবরুদ্ধ হইয়া

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ুতে কর্ত্তনবৎ বেদনা, জরায়ু স্পর্শে ও সঙ্গম কালে চৈতন্যাধিক।

স্বল্পরজঃসহ জরায়ুতে বেদনা।

জরায়ুভ্রংশ, তৎসহ উদর ও কটিদেশে প্রস্তরবৎ চাপ বোধ।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, রক্ত পরিবর্ত্তনশীল, একবার স্থগিত হয় এবং এক বার নির্গত হয়; কখন প্রচুর, কখন সবিরাম ও জমাট বাঁধে; বয়ঃসন্ধি সময়ে; মৃৎপাণ্ডু রোগে; কুইনাইন ও লৌহঘটিত ঔষধের অপব্যবহারের পরে।

প্রথম রজোদর্শন বিলম্বিত।

ঋতু অতি বিলম্বে, স্বল্প পরিমাণ এবং স্বল্পকাল স্থায়ী; ঋতু অবরুদ্ধ কিম্বা রজঃস্রাব সবিরাম; রজঃ ঘন ও কাল; দিবসে ভ্রমণকালে অধিক স্রাব।

শ্বেতপ্রদর ঘন, দুগ্ধবৎ, তৎসহ ভগ প্রদেশ স্ফীত; বেদনাশূন্য; ক্ষত-কারী, পাতলা, জ্বালাকর।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভস্রাবের আশঙ্কা; স্রাববন্ধ হয়, আবার দ্বিগুণতর বেগে প্রত্যাবর্ত্তন করে, আবার বন্ধ হয়, আবার প্রত্যাবর্ত্তন করে, ইত্যাদি।

প্রসব বেদনা :—হ্রাস, অনিয়মিত কিম্বা ক্ষীণ; আক্ষেপিক; শ্বাস বন্ধ হয় এবং ক্ষণিক মোহ যায়, সমস্ত দুয়ার জানালা খুলিয়া দিতে হয়।

অমরা (ফুল) থাকিয়া যায়, জরায়ুর ক্রিয়ার বা আক্ষেপিক সঙ্কোচনের অভাব।

অমরা না পড়ায় বা রক্তজমাট থাকিয়া যাওয়ায় প্রসবান্তিক রক্তস্রাব।

প্রসবান্তিক বেদনা অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী বা অতি প্রবল।

প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব স্বল্প, দুগ্ধবৎ হইয়া যায়; জ্বরভাব কিন্তু তৃষ্ণা নাই।

দুগ্ধ হঠাৎ বন্ধ; ক্লেদ বা লোকিয়া স্রাব শাদা দুগ্ধবৎ হয়।

স্তনদ্বয় স্ফীত, বেদনা বক্ষ, স্কন্ধ, গ্রীবা, কুক্ষি এবং এমন কি বাহুর

মাংস পেশী পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নড়িয়া বেড়ায়।

সন্তান স্তন পরিত্যাগ করিলে স্তনদ্বয় স্ফীত হয়, চড়চড় করে, অত্যন্ত টাটায়, টনটন করে এবং দুগ্ধ নিঃসরণ হইতে থাকে।

২৫ লেরিংক্স।—লেরিংক্স মধ্যে অতি প্রবল* গুড়গুড়ি; তাহাতে শুষ্ক কাসী হয়।

লেরিংক্সে আকুঞ্চন, বিশেষতঃ রাত্রিতে শয়ন করিলে।

গলাভাঙ্গা (স্বরভঙ্গ), উচ্চরবে কথা কহিতে অক্ষম।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—হাপানি কাসী, বিশেষতঃ শিশুদিগের ঘাম প্রভৃতি উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া; হিষ্টিরীয়া কিম্বা ঋতু অবরুদ্ধ হইয়া; সন্ধ্যাকালে, বিশেষতঃ ভোজনের পরে।

২৭ কাসী।—সন্ধ্যাকালে বা রাত্রিতে শুষ্ক কাসী, শয্যায় উঠিয়া বসিলে কাসী বিলুপ্ত হয়, শয়ন করিলে প্রত্যাবর্ত্তন করে; কাসী হেতু গলা শুকাইয়া যায়; নিদ্রা হয় না; কাসীর সহিত বিবমিষা ও বমন।

অতি কষ্টে গয়ার উঠে; হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মা; তিক্ত; কাল জমাট রক্ত।

২৮ ফুসফুস।—যক্ষ্মাকাস, পূযোৎপত্তি কালে।

বক্ষে বেদনা, যেন ক্ষত হইয়াছে।

বক্ষ মধ্যে জ্বালা থাকিয়া থাকিয়া হয়।

বক্ষ মধ্যে শল্যবেধ, গভীর শ্বাস লইলে বা কাসীলে বৃদ্ধি।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ড প্রদেশে হঠাৎ খামচাইয়া ধরা বেদনা; হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলে ক্ষণকালের জন্য উপশম।

আহারের পরে উদ্বেগসহ হৃৎকম্পন; যাহাদের ঋতু সম্বন্ধে কোন গোলযোগ আছে, মৃৎপাণ্ডু রোগ আছে, ইত্যাদি।

নাড়ীর স্পন্দন পাকাশয়-গহ্বরে অনুভূত হয়।

গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—স্কন্ধাস্থিদ্বয় মধ্যবর্ত্তী স্থানে বেদনা, নিশ্বাসে বৃদ্ধি।

পৃষ্ঠ বহিয়া যেন শীতল জল ঢালিতেছে।

পৃষ্ঠ ও কটিদেশে বেদনা, যেমন দীর্ঘকাল হেট হইয়া থাকিলে কিম্বা পরিশ্রান্ত হইলে হয়।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ ।—উভয় স্কন্ধসন্ধিতে অতি তীব্র বেদনা।

দক্ষিণ বগলে অতি শক্ত, বেদনা যুক্ত, দপদপানি বিশিষ্ট গ্রন্থির স্ফীততা।

কনুই সন্ধিতে স্ফীততা ও বেদনা।

বাহুদ্বয় অনুভব হয় যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বা স্বস্থান চ্যুত হইয়াছে; চাপে কিম্বা সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

হস্তের শিরা সকল স্ফীত।

৩৩ নিম্নাঙ্গ ।—নিতম্ব সন্ধি বেদনা যুক্ত, যেন স্বস্থানচ্যুত হইয়াছে।

নিতম্ব হইতে জানু পর্য্যন্ত তীব্র আকৃষ্টবৎ ও উৎক্ষেপ যুক্ত বেদনা।

নিতম্বের মাংসপেশী এবং উরুর মাংস পেশী ও অস্থিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

উরু ও পদদ্বয়ে আকৃষ্টবৎ, টাটানি বেদনা, তৎসহ অত্যন্ত অস্থিরতা, অনিদ্রা ও শীত শীত বোধ।

জানুতে বেদনাশূন্য স্ফীততা।

জানুদ্বয় স্ফীত, তৎসহ ছিন্নকর, আকৃষ্টবৎ বেদনা।

পদ ও চরণদ্বয়ে টানিয়া ধরা, ভার ও পরিশ্রান্তি।

চরণদ্বয় প্রদাহিত, লালবর্ণ, উষ্ণ ও স্ফীত, তৎসহ জ্বালাকর বেদনা; পায়ের তলায়ও।

পদদ্বয়ে শিরাস্ফীতি।

সন্ধ্যাগমে গুল্‌ফ দেশে বেদনা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ।—সন্ধিসমূহের আরক্ততা ও স্ফীততা, তৎসহ হুলবেধবৎ বেদনা।

মাংসপেশী মধ্যে উৎক্ষেপযুক্ত, ছিন্নকর, আকৃষ্টবৎ বেদনা, ঐ বেদনা দ্রুত এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে; রাত্রিতে ও উষ্ণতায় বৃদ্ধি; খুলিয়া রাখিলে উপশম।

বাত :—জলে ভিজিয়া, বিশেষতঃ চরণদ্বয়।

৩৬ স্নায়ু ।—হিষ্টিরিয়া; লক্ষণ সকল সদত পরিবর্ত্তনশীল।

মৃগীরোগের আক্ষেপ, হস্তপদাদি প্রবল বেগে নাড়ে, তৎপরে শিথিলতা, বমনের প্রবৃত্তি, উদ্গার; রজোরোধ হইয়া।

মোহ, মুখমণ্ডল রক্তশূন্য ; কম্প, শীতলতা।

সর্ব্বাঙ্গে প্রবল কম্পন।

রজো বিলোপ সহ স্নায়বিক দুর্ব্বলতা।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সর্ব্বাঙ্গে শীত বোধ ; সকল সময়েই শীত শীত বোধ, এমন কি উষ্ণ গৃহ মধ্যেও।

তলপেটে ও কটিদেশে শীত শীত বোধ ; নিদ্রালু কিন্তু নিদ্রা হয় না।

পরিবর্ত্তনশীল শীত বোধ ; স্থানে স্থানে শীত, একবার এক স্থানে, আর একবার আর এক স্থানে ; সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

বেলা ৪টার সময়ে শীত, তৃষ্ণা নাই ; উদ্বেগ, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ; শীত আসিবার সময়ে শ্লেষ্মা বমন হয়।

উত্তাপ, মুখমণ্ডল লালবর্ণ কিম্বা এক গণ্ড লালবর্ণ, অপর গণ্ড রক্তশূন্য।

আভ্যন্তরিক শুষ্ক উত্তাপ, সন্ধ্যাকালে বা রাত্রিতে, কিন্তু বাহ্যিক উত্তাপ দেখা যায় না।

দক্ষিণ পার্শ্বে কিম্বা দেহের উর্দ্ধাঙ্গে উত্তাপ ; সঞ্চালন কিম্বা ধৌত করিলে হ্রাস।

ঘর্ম্ম :—এক পার্শ্বে ; কেবল মুখমণ্ডল ও মস্তকে ; রাত্রি ও প্রাতঃকালে বেশী, জাগিবা মাত্র বন্ধ হইয়া যায়।

ঘর্ম্মের সময়ে বেদনা।

বিজ্বর কালে :—মাথা ধরা ; উদরাময়, বিবমিষা ও অক্ষুধা ; প্লীহা বিবর্দ্ধিত।

৪১ আক্রমণ।—আক্রমণসকল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়।

বেদনা হঠাৎ আইসে, আস্তে আস্তে যায়।

ভ্রমণশীল বেদনা একস্থান হইতে শীঘ্রই অন্য স্থানে চলিয়া বেড়ায়।

লক্ষণসকল সদত পরিবর্ত্তনশীল।

৪৪ তন্তু।—রক্ত স্রাব, রক্ত কাল, সহজেই জমাট বান্ধিয়া যায়।

শিরা-স্ফীতি ; শিরা প্রদাহিত।

রক্তসঞ্চালন দুর্ব্বল, ধীর, তৎসহ রক্তশূন্যতা ও সদত শীত শীত বোধ ; রক্তাল্পতা (এনিমিয়া)।

শ্লৈষ্মিক স্থানসমূহের পীড়া, সেই স্থানসমূহ হইতে স্রাব সাধারণতঃ হরিদ্রাভ সবুজ ও ঘন।

ক্লোরোসিস বা মৃৎপাণ্ডু, বিশেষতঃ অধিক পরিমাণে লৌহ ঘটিত ঔষধ খাইয়া।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্থান সকল স্পর্শ করিলে দুষ্ট বা ক্ষত-বৎ বেদনা অনুভব হয়; চর্ম্ম চৈতন্যাধিক।

কসিয়া কাপড় বাধিলে উপশম।

৪৬ চর্ম্ম।—আম্বাত, তৎসহ উদরাময়; গ্রীষ্মকালে উপস্থিত হয়; রাত্রি কালে কণ্ডুয়ণ বৃদ্ধি; ঋতু বিলম্বিত হওয়ায় আম্বাত; গাত্র বস্ত্রাদি খুলিলে, শীতল জলে স্নানে বৃদ্ধি।

বিসর্প নীলাভ, দ্রুত বিস্তৃত হয়; বিশেষতঃ পাছা ও উরুদেশে।

বিবিধ প্রকার চর্ম্মরোগ ও পীড়কা।

রক্তস্রাবী অর্ব্বুদ।

হাম, এমন কি তৎসহ বিকার লক্ষণসকল; সর্দ্দি প্রবল; উদ্ভেদ অতি বিলম্বে ও ধীরে ধীরে বাহির হয়; কাণ কামড়ানি; চক্ষু প্রদাহ; হ্রস্ব, শুষ্ক কাসী; বক্ষে বেদনা, কিম্বা ঘড় ঘড় শব্দ সহ সরল কাসী, ঐ কাসী হাম আরোগ্য হইলেও পরবর্ত্তী লক্ষণস্বরূপ থাকিয়া যাইতে পারে।

ক্ষত:—সহজেই রক্ত পড়ে, তৎসহ জ্বালা, হুলবেধ বা চতুর্দ্দিকে কণ্ডূয়ন; তাহার চতুর্দ্দিকে শক্ত বা রক্ত বর্ণ মণ্ডল।

ক্ষত পাকিয়া পুঁজ হয়; পুঁজ ঘন, অতি প্রচুর।

৪৭ অবস্থা।—যাহারা নম্রস্বভাব ও শোক দুঃখ প্রবণ। স্ত্রী ও শিশুদিগের পক্ষে প্রায়ই উপযোগী।

৪৮ সম্বন্ধ।—পলসাটিলা সলফুরিক-এসিড ও লাইকোপোডিয়মের কার্য্যাব-শেষ পূরক।

পলসাটিলা প্রতিষেধ করে:—চায়, সলফ, সলফু-এসিড, কফি, ক্যাম, বেলে, কলচি, লাইকো, প্লাটি, ষ্ট্রামো, স্যাবা, এণ্টিম-টার্ট।

পলসাটিলা ক্যাম, কফি, ইগ্নে, নক্স-ভমিকা কর্ত্তৃক প্রতিষেধিত হয়।

প্লম্বম।

পরীক্ষক :—হার্টলব।

১ মন।—ধারণা করিতে বিলম্ব লাগে; তাচ্ছিল্য ভাব। স্মরণ শক্তি বিলুপ্ত; কথা কহিতে কহিতে ঠিক কথা খুজিয়া পায় না।

শান্ত ও বিমর্ষ চিত্ত।

২ চৈতন্য।—মস্তকের স্তম্ভন ভাব, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়।

মাথাঘোরা, বিশেষতঃ মস্তক অবনত করিলে কিম্বা উর্দ্ধে তাকাইলে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তিষ্ক মধ্যে ভার বোধ।

মাথাধরা, যেন একটা গোলাকার পদার্থ গলমধ্য হইতে মস্তিষ্কে উঠিতেছে।

মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জার মেনিঞ্জাইটিস বা শ্লৈষ্মিক আবরণ প্রদাহ।

৫ চক্ষু।—চক্ষু প্রদাহ, অশ্রুস্রাব, আলোকাসহ্যতা, সমগ্র অক্ষিগোলক আরক্ত বর্ণ।

চক্ষুর শাদা অংশ হরিদ্রাবর্ণ।

অক্ষি-কনিনীকা প্রসারিত।

উপরাক্ষিপুটের পক্ষাঘাত।

দৃষ্টি শক্তি বিলুপ্ত।

৬ কর্ণ।—শ্রুতি শক্তি হ্রাস; প্রায়ই হঠাৎ বধিরতা।

৭ নাসিকা।—নাসিকার নিকটে দুর্গন্ধ।

নাসিকা মধ্যে অনেক শক্ত শ্লেষ্মা থাকে, তাহা কেবল টানিয়া মুখ দিয়া বাহির করা যায়।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখ মণ্ডল রক্ত শূন্য হরিদ্রাভ, যেন মৃতবৎ।

অত্যন্ত উদ্বেগ ও যন্ত্রণার লক্ষণ মুখ মণ্ডলে প্রকাশ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—চোয়াল আটকাইয়া যায়।

১০ দন্ত।—দন্ত কাল হইয়া যায়।

দন্ত গহ্বর-বিশিষ্ট, বিনষ্ট, ভাঙ্গিয়া যায়, এবং তাহাতে অতিশয় দুর্গন্ধ।

পাড়। ক। ৮, উহার কিনারা সুস্পষ্ট নীলবর্ণ রেখাঙ্কিত।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ ঈষৎ মিষ্ট।

জিহ্বা:—শুষ্ক, বিদারিত; হরিদ্রা বা সবুজবর্ণ ক্লেদাবৃত; প্রদাহিত, স্ফীত; ভারী ও পক্ষাঘাত যুক্ত।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্যে মিষ্টাস্বাদযুক্ত লালা সঞ্চিত হয়।

মুখমধ্যে শুষ্কতা।

মুখমধ্যে ক্ষত।

১৩ গলমধ্য।—গলাধঃকরণ করিতে গেলে গলমধ্যে আকুঞ্চন বোধ।

টন্সিল গ্রন্থি স্ফীত, প্রদাহিত ও শক্ত।

গলমধ্যে পক্ষাঘাত, সংসহ গলাধঃকরণে অক্ষমতা।

ডিপথিরিয়া।

তরল পদার্থ গিলিতে পারে কিন্তু কঠিন পদার্থ পুনরায় মুখমধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করে; আহারের কয়েক ঘণ্টা পরে অন্ননলী ও পাকাশয়ে জ্বালা।

১৮ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার:—শূন্য; মিষ্ট।

উদ্গার সহ মিষ্ট জল মুখমধ্যে উঠে।

বমন:—খাদ্য ও বিকৃত পদার্থ সকল (প্রবল পেট বেদনা সহ); প্রাতে খাদ্য; সবুজ এবং কাল পদার্থ সকল; পুরাতন পাকাশয় প্রদাহ রোগে ডিম্বের শ্বেত অংশের ন্যায় ঘন শাদা পদার্থ।

বমনে মলের দুর্গন্ধ। পুরীষ বমিত হয়।

১১ পাকাশয়।—পাকাশয়ে ভয়ানক চাপ বোধ, ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা; কখন পশ্চাতে বক্র হইয়া, কখন সম্মুখে অবনত হইয়া উপশম; অত্যন্ত সজোরে চাপ দিলে উপশম।

১৯ উদর।—অতি প্রবল পেট বেদনা, উদর যেন একটা দড়ি দ্বারা মেরুদণ্ডে আবদ্ধ।

কর্ত্তনবৎ বেদনা ও অস্থিরতার সহিত ছট্ ফট্ করে; ঘর্ষণ কিম্বা সজোরে চাপ দিলে উপশম।

অন্ত্রের আকুঞ্চিতাবস্থা, নাভি সজোরে নিম্নে আকৃষ্ট।

উদর প্রস্তরবৎ কঠিন; উদরের মাংসপেশীতে গাইট সকল; উৎকণ্ঠা যুক্ত, এবং তৎসহ শীতল ঘর্ম্ম ও মৃতবৎ মোহ।

ইলিও-সিকাল প্রদেশে বৃহৎ, শক্ত, স্ফীতি, স্পর্শ বা নড়িলে বেদনা বোধ হয়।

অন্ত্রের প্রদাহ ও বিগলন।

অন্ত্র-বৃদ্ধি রোগে অন্ত্র নামিয়া আর না উঠা (আবদ্ধ থাকে)।

মল কঠিন হইয়া অন্ত্রমধ্যে আটকাইয়া যাওয়া, তৎসহ পেট বেদনা ও পুরীষ বমন।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল:—দুর্গন্ধ, হরিদ্রাবর্ণ; জলবৎ এবং তৎসহ বমন ও ভয়ানক পেট বেদনা।

কোষ্ঠবদ্ধ, মল কঠিন, ছাগলের নাদির ন্যায়; তৎসহ মলদ্বারের আকুঞ্চন বা আক্ষেপ বশতঃ ভয়ানক বেদনা।

মলদ্বার বিদারিত।

২১ মূত্র।—ব্রাইটের পীড়া।

বহুমূত্র।

মূত্র:—ফোটা ফোটা বাহির হয়; মূত্রকৃচ্ছ্রতা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা বর্দ্ধিত ও অতি প্রবল লিঙ্গোত্থান।

ধ্বজভঙ্গ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রচুর রজঃস্রাব, তৎসহ অনুভব হয় যেন উদর হইতে পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত দড়ির দ্বারা টানিতেছে।

ডিম্বকোষের শোথ।

২৫ লেরিংক্স।—লেরিংক্সের আকুঞ্চন। স্বরযন্ত্রের পক্ষাঘাতবশতঃ স্বরবদ্ধ।

২৭ কাসী।—কাসী হ্রস্ব, শুষ্ক, আক্ষেপিক, তৎসহ রক্ত বা পূজযুক্ত গয়ার উঠে।

ফুসফুসের পূযোৎপত্তি।

বক্ষোপরি চাপবোধ।

৩২ ।—বাহু ও হস্তদ্বয়ের আক্ষেপিক সঞ্চালন, তৎসহ সন্ধিতে বেদনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রবল বেদনা, বিশেষতঃ উরুদেশের মাংসল স্থানে ; সন্ধ্যা ও রাত্রিতে বৃদ্ধি।

সায়াটিকা, যখন তৎসঙ্গে সঙ্গে মাংশপেশী শুকাইয়া যায় বা উহার প্রারম্ভে যখন হাটিলে পরিশ্রান্তি বোধ হয়।

পায়ের ঘর্ম্ম দুর্গন্ধযুক্ত।

নিম্নাঙ্গে তীব্র স্নায়ুশূল বেদনা, প্রধানতঃ নিতম্ব হইতে জানু পর্য্যন্ত, ঐ বেদনা থাকিয়া থাকিয়া বৃদ্ধি হয়।

স্নায়ু।—পক্ষাঘাত :—পক্ষাঘাতের পূর্ব্বে মানসিক বিকৃতি, কম্পন, আক্ষেপ, কিম্বা বড় বড় স্নায়ু যে স্থান দিয়া গিয়াছে সেই সেই স্থানে চিড়িক মারা, ছিন্নকর প্রভৃতি অতি তীব্র বেদনা; স্থান সকল শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়; পক্ষাঘাত, সংন্যাস, মস্তিষ্কের বিকৃতি, মাংসপেশীর শুষ্কতা প্রাপ্তি হেতু জন্মে।

মৃগীরোগ—পুরাতন আকারের ; আক্রমণের পূর্ব্বে পদদ্বয় ভারী ও অসাড়, জিহ্বা স্ফীত ; তৎপরে মস্তক মধ্যে যেন বুদ্ধি বিলোপের ন্যায় অনুভব দীর্ঘকাল থাকে।

৩৪ তন্তু।—শীর্ণতা বা শুষ্কতা প্রাপ্তি।

শোথের স্ফীততা।

রক্তাল্পতা, বা এনিমিয়া।

অনুভব শক্তির অভাব বা অতি বৃদ্ধি।

আক্ষেপ।

স্নায়ুশূলের বেদনা।

অদৌ ঘর্ম্ম হয় না।

৩৮ সম্বন্ধ।—প্লম্বম, এলুমি, বেলে, ক্যালকে-কার্ব্ব, লাইকো, মার্ক, নক্স-ভমি, ওপি, ফস, প্লাটি, রসটক্স, ষ্ট্রামো, সলফ, জিঙ্ক প্রভৃতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

প্লাটিনা।

(ধাতু বিশেষ)।

পরীক্ষক :—ষ্টাফ।

১ মন।—দৃষ্টি বিভ্রম; তাঁহার (স্ত্রী) চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থ সকল অতি ক্ষুদ্র, এবং সকলেই তাঁহাপেক্ষা মন ও শরীর সম্বন্ধে নিকৃষ্ট।

অন্যকে অবজ্ঞা, উদ্ধত স্বভাব, অহঙ্কারী; অন্যের প্রতি কৃপাপূর্ণ ঘৃণার সহিত অবলোকন করেন।

বিষণ্ণ, সর্ব্বদাই ক্ষুণ্ণ মন, রোদন করিতে প্রবৃত্তি, সন্ধ্যাকালে ও বাড়ীতে বৃদ্ধি, বাড়ীর বাহিরে থাকিলে উপশম।

পর্য্যায়ক্রমে প্রফুল্লচিত্ত ও বিষণ্ণচিত্ত।

মনে হয় তিনি (স্ত্রী) এ জগতে একাকী এবং জীবন ভারবোধ, তিনি মনে করেন মৃত্যু সন্নিকট কিন্তু মরিতে ভয় করেন।

খিট্ খিটে, বিরক্ত ও কোপনভাব, যতই নির্দ্দোষ হউক না কেন যৎ-সামান্য কথা বা কার্য্যে বিরক্ত হয়।

শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ সকল পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তক মধ্যে অসাড় বোধ, বিশেষতঃ কপালে, যেন আকুঞ্চন বোধ।

মস্তক যেন কসিয়া বান্ধা অনুভব হয়।

হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের স্নায়ুশূলবৎ মাথাধরা।

৫ চক্ষু।—অক্ষিপুটের আক্ষেপিক স্পন্দন।

পদার্থ সকল যথার্থ আকার অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর দেখায়।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে গোঁ গোঁ বা ঘণ্টা ধ্বনি।

৭ নাসিকা।—নাসিকায় অসাড় বোধ ও খল্লীবৎ বেদনা।

নাসিকোপরি ক্ষতবৎ অনুভব।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্বে শীতলতা, কীটচারণা ও অবশতা অনুভব।

মুখমণ্ডলে জ্বালা ও আরক্ততা অনুভব কিন্তু মুখের বর্ণের কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না।

হনুর অস্থিতে, বিশেষতঃ বাম হনুর অস্থিতে খল্লী, বেদনা ও যাতনা।

দন্ত।—দন্তশূল তৎসহ দপদপকর, খননকর বেদনা।

বামপার্শ্বের নিম্ন দন্ত সমূহে বেদনা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—অনুভব হয় যেন জিহ্বা ঝলসিয়া গিয়াছে। জিহ্বাগ্রে মিষ্টাস্বাদ।

ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—রাক্ষসী ক্ষুধা, এবং তাড়াতাড়ি অধিক আহার। তৃষ্ণা শূন্যতা।

পানাহার।—খালী পেটে বৃদ্ধি।

বিবমিষা, বমন।—ক্রমাগত বিবমিষা, তৎসহ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, উৎকণ্ঠা ও সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডূয়নানুভব।

পাকাশয়।—পাকাশয় প্রদেশে উৎসেচন। পাকাশয়ে চাপ বোধ, বিশেষতঃ ভোজনান্তে।

উদর।—অনুভব হয় যেন উদর অতি সজোরে আকুঞ্চিত।

চিত্রকরের শূলবেদনা, নাভিদেশে বেদনা, মধ্য দিয়া পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; রোগী চীৎকার করে এবং আরাম পাইবার জন্য এপাশ ও পাশ করিতে থাকে।

উদরে চাপানুভব, বস্তিকোটর (পেলভিস) পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

মল, ইত্যাদি।— কোষ্ঠবদ্ধ; সীসক ধাতু কর্ত্তৃক বিষাক্ত হইয়া বা ভ্রমণ করিয়া; বারংবার মলপ্রবৃত্তি, মল স্বল্প, তৎসহ অত্যন্ত দুর্ব্বলতানুভব।

মল শক্ত যেন পোড়া।

মল সরলান্ত্র ও মলদ্বারে নরম কর্দ্দমের ন্যায় লাগিয়া থাকে।

১২ পুংজননেন্দ্রিয়।—অতিশয় সঙ্গম প্রবৃত্তি ও লিঙ্গোদ্রেক, বিশেষতঃ রাত্রিতে।

১৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—কামোন্মাদ, বিশেষতঃ সদ্যপ্রসবা রমণীদিগের; তৎসহ জননযন্ত্র হইতে উদর পর্য্যন্ত কামোত্তেজক শুড়শুড়ি বোধ।

জননযন্ত্র ও তৎসন্নিকটস্থ স্থানসমূহে বেদনাযুক্ত চৈতন্যাধিক্যতা ও সদত চাপানুভব, তৎসহ আভ্যন্তরিক শীত ও বাহিক শীতলতা বোধ (মুখমণ্ডল ব্যতীত)।* জরায়ু ভ্রংশ।

পুনঃ পুনঃ অনুভব যেন ঋতু হইবে।

ঋতু অতি আগাইয়া ও অতি প্রচুর; দীর্ঘস্থায়ী; শোণিত কৃষ্ণ ও জমাট বান্ধা; তৎসহ উদরে বেদনা।

ডিম্বকোষ প্রদাহিত এবং থাকিয়া থাকিয়া জ্বালাকর বেদনা।

সংযত রক্তস্রাব, এবং তৎসহ জরায়ুর কর্কট রোগ, কন্দ, অর্ব্বুদ ইত্যাদি।

জননেন্দ্রিয় কণ্ডুয়ন ;—কামোত্তেজক শুড়শুড়ি বোধ, তৎসহ উৎকণ্ঠা ও হৃৎকম্পন।

জরায়ুর কাঠিন্য; ক্ষত।

ডিম্বের শাদার ন্যায় শ্বেতপ্রদর, কেবল দিবা ভাগে, প্রস্রাব এবং আসন হইতে উত্থানের পর।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবাপৃষ্ঠে পশ্চাৎ মস্তকের নিকটে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ অনুভব।

গ্রীবাপৃষ্ঠের দুর্ব্বলতা, মস্তকের সম্মুখদিকে অবনতি।

পৃষ্ঠ ও কটিদেশে ঘৃষ্ট বা ভগ্নবৎ বেদনা।

উপবেশনকালে সেক্রাম (ত্রিকাস্থি) ও কক্সিক্সে অবশতা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, বিশেষতঃ উরুদ্বয়ে, দৃঢ়রূপে জড়িত থাকার ন্যায় আকৃষ্টতা অনুভব।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ও সন্ধিতে খালধরার ন্যায় বেদনা ও অবশতা।

জানুসন্ধি ও তন্নিকটস্থ স্থানে অতিশয় দুর্ব্বলতা অনুভব।

৩৬ স্নায়ু।—দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা। সময়ে সময়ে সর্ব্ব শরীরে কম্পানুভব।

স্থানে স্থানে বেদনাযুক্ত অবশতা।

হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্তা স্ত্রীলোকদিগের এবং শিশুদিগের আক্ষেপিক রোগ সকল।

জননেন্দ্রিয়ের বা কাম প্রবৃত্তির উত্তেজনা বশতঃ আক্ষেপ।

৩৭ নিদ্রা।—অতিশয় প্রবল, এমন কি আক্ষেপিক জৃম্ভন-প্রবৃত্তি।

রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং তখন হতবুদ্ধিতা জন্মে।

৪৭ অবস্থা।—সন্ধ্যাকালে; গৃহাভ্যন্তরে; ও বিশ্রামে বৃদ্ধি।

সঞ্চরণে; ও অনাবৃত বায়ুতে উপশম।

স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেই এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

৪৮ সম্বন্ধ।—তুলনা কর :—অর, এসা, বেলে, ক্রোক, ইগে, লাইকো, প্লম্ব, পলসা, রসটক্স, সাবা, সিপি ও সলফ।

প্রতিবিষঃ—পলসা।

প্রতিষেধ করে :—সীস ধাতু জনিত কুফল সকল।

পেট্রোলিয়াম।

(খনিজ তৈল বিশেষ)

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—প্রচণ্ডতা, প্রকুপ্তা সহজে বিরক্তি।

অতিশয় ভয়শীলতা; সহজে ভয় জন্মে।

চৈতন্য হীনতা।

অতিশয় কোপন স্বভাব, এবং চিন্তা করিতে অনিচ্ছা।

প্রলাপ; অনুমান হয় যেন আর এক জন তাঁহার পার্শ্বে শুইয়া রহিয়াছে, অথবা তিনি দ্বিগুণ, কিম্বা তাঁহার কোন অঙ্গ দ্বিগুণ হইয়াছে।

২ চৈতন্য।—অবনত বা উত্থিত হইলে মাথাঘোরা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকের ভার বোধ।

ক্রোধ বা প্রাতে অনাহার বশতঃ শিরঃপীড়া।

কপালে অতীব্র, চাপযুক্ত শিরঃপীড়া।

পশ্চাৎ মস্তকে সীসের ন্যায় চাপ ও ভার বোধ।

পশ্চাৎ মস্তকে অতীব্র, দপদপকর বেদনা।

৪ বহির্মস্তক।—কেশপতন।

রসস্রাবী কাউর; পশ্চাৎ মস্তকে বেশী।

রসস্রাবী, কণ্ডূয়ন যুক্ত কাউর ; চুলকাইলে টাটায়।

৫ চক্ষু।—চক্ষু নাড়িলে উহাতে জ্বালা ও চাপ অনুভব।

কণ্ডূয়ন ও সূচীবেধ সহ চক্ষুর প্রদাহ।

দৃষ্টি শক্তির দুর্ব্বলতা ; চক্ষুর সম্মুখে অবগুণ্ঠন রহিয়াছে বোধ।

অক্ষিপুটের কণ্ডূয়ন ; চক্ষু ঘর্ষণ করিতে বাধ্য হয়।

অশ্রুনালীর ফিষ্টুলা (তরুণ)।

৬ কর্ণ।—কর্ণ-নলীর প্রদাহ ও বেদনা যুক্ত স্ফীততা।

শ্রুতিশক্তি হ্রাস।

কর্ণ মধ্যে গোঁ গোঁ, ঘণ্টাধ্বনি ও খট্‌খট্‌ শব্দ।

কর্ণ পশ্চাতে সরস ক্ষত।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

নাসিকার মধ্যে অতিশয় শ্লেষ্মা।

নাসাগ্রভাগের কণ্ডূয়ন।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বা শাদা ক্লেদাবৃত।

১২ মুখমধ্য।—মাড়ীর স্ফীততা।

মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিসঃরণ।

আস্বাদ অম্ল, তিক্ত।

মুখমধ্যে নিষ্ঠীবন সঞ্চয়।

মুখের কোণে সরল ফুস্কুড়ি।

১৩ গলমধ্য।—সব্‌ম্যাক্সিলারী গ্রন্থির স্ফীততা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—মলত্যাগের পরেই ক্ষুধা।

বিয়ার নামক মদ্য পানের ইচ্ছা।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—অম্ল বা তিক্ত উদ্গার।

প্রবল বমন, বিবমিষা ও তিক্ত, সবুজ পদার্থ বমন ; শকটারোহণ, গর্ভাবস্থা ও প্রাতে বৃদ্ধি।

প্রাতে অবিরত বিবমিষা ও মুখে জলোদ্গম ; শকট বা নৌকার আন্দোলনে বৃদ্ধি।

১৭ পাকাশয়।—সন্ধ্যাগমে বুকজ্বালা।

পাকাশয়ে অতিশয় শূন্য বোধ।

পাকাশয়ে ভার ও চাপ অনুভব।

পরিপাক শক্তির দুর্ব্বলতা।

পাকাশয়ে অতি তীব্র বেদনা, তৎসহ ঘর্ম্ম ও বিবমিষা।

১৯ উদর।—বিবমিষা ও উদরাময় সহ অতিশয় তীব্র, কর্ত্তনবৎ পেটবেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—পেট কামড়াইয়া অতিসার, কেবল দিবা ভাগে।

মল কঠিন ও কষ্টকৃত; পিচ্ছিল।

অতি প্রত্যুষে মলত্যাগের বেগ জনিত নিদ্রা ভঙ্গ হয়, মল প্রচুর জলবৎ হয়; নাভির নিম্নে অতি তীব্র কর্ত্তনবৎ পেট বেদনা।

অর্শ ও মলদ্বার বিদারণ; অতিশয় কণ্ডূয়ন।

২১ মূত্র।—মূত্রত্যাগের পর অবিরত ফোটা ফোটা প্রস্রাব বাহির হয়।

বারম্বার অল্প অল্প প্রস্রাব।

মূত্রমার্গে জ্বালাকর বেদনা।

রাত্রিকালে অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—কণ্ডূয়ন ও রসস্রাবী দদ্রুবৎ পীড়কা:—মুষ্ক (স্ক্রোটাম), বিটপ (পেরিনিয়াম) ও উরুদেশে।

অণ্ডকোষের কণ্ডূয়ন ও আর্দ্রতা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বাহ্য স্ত্রী অঙ্গের কণ্ডূয়ন, টাটানি ও আর্দ্রতা।

অতি আগাইয়া ঋতু; আর্ত্তব স্রাবে কণ্ডূয়ন জন্মে।

চুচুক চুলকায় এবং তথায় শল্কবৎ আবরণ।

পুরাতন উদরাময় জনিত দুর্ব্বলদেহ রোগীর জরায়ু-ভ্রংশ, দিবাভাগে উপস্থিত হয়।

এল্বুমেন-বৎ শ্বেত প্রদর, অতি প্রচুর।

২৫ লেরিংক্স।—লেরিংক্সে শুষ্কতানুভব।

স্বরভঙ্গ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—রাত্রিতে বুকে শ্বাসকষ্টবৎ যাতনা।

২৭ কাসী।—রাত্রিতে শুষ্ক কাসী।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—পশ্চাৎ গ্রীবায় ভার ও বেদনা।

পৃষ্ঠ ও কটিদেশে বেদনা।
গ্রীবাদেশে দক্র।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহুদ্বয়ে অতিশয় দুর্ব্বলতা।
অঙ্গুলির নখসমূহে সংস্পর্শে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।
অঙ্গুলির অগ্রভাগ সকল বন্ধুর, গভীর বিদারিত, তাহাতে কর্ত্তনবৎ বেদনা।
হস্তোপরি গভীর ও রক্তযুক্ত বিদারণ, পুরু মামরী; শীতকালে বৃদ্ধি।
হাতের তলায় জ্বালা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পদদ্বয়ে কণ্ডূয়ন, জ্বালা, সরস উদ্ভেদ।
গুল্ফ অতিশয় স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও লালবর্ণ; ফোকা; বিদারণ।
কড়ায় জ্বালা ও সূচীবেধ।
পদাঙ্গুলির মধ্যে মধ্যে উদ্ভেদ বা পীড়কা।
চরণে প্রচুর ঘর্ম্ম।

সাধারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি অনম্য হইয়া থাকে।
সন্ধি সমূহে খট্ খট্ শব্দ ও [illegible]জনিত অনম্যতা।

স্নায়ু।—অঙ্গ প্রত্যঙ্গে উৎক্ষেপ; [illegible]রোগের আক্রমণ।
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অতি প্রবল কম্পন[illegible]।

নিদ্রা।—বিরক্তিকর স্বপ্ন সহ নিদ্রা, বোধ হয় যেন কেহ তাহার পার্শ্বে শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শরীরের মধ্যে দিয়া শীত শীত বোধ, তৎপরেই চর্ম্মের প্রবল কণ্ডূয়ন।
অপরাহ্ণ ৭টার সময়ে কম্পসহ শীত, তৎপরে মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম, এবং পরে পদদ্বয় ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম, পদদ্বয় শীতল।
সন্ধ্যাকালে শীতের পরে উত্তাপ, তৎসহ পদদ্বয় শীতল।
দিবসের মধ্যে বারম্বার সর্ব্বাঙ্গে উত্তাপের আবেগ।
প্রতি রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম্ম, কিম্বা শীতের ঠিক পরেই।
—রক্তস্রাব, রক্ত অল্প লালবর্ণ।
গ্রন্থি সমূহের স্ফীততা ও কাঠিন্য।

শিশুদিগের শীর্ণতা, তৎসহ দিবসে উদরাময়, রাত্রিতে কিছুই থাকে না।

৪৬ চর্ম্ম।—কণ্ডূয়নযুক্ত দদ্রু, তৎপরে ক্ষত হয়।

দদ্রু; পুরাতন কাউর।

কণ্ডূয়নযুক্ত, বেদনাযুক্ত, সরস স্থানসকল কিম্বা গভীর ফাটা।

অসুস্থ চর্ম্ম; সামান্য ও ক্ষুদ্র ক্ষত স্থান বৃহত্তর ও বিস্তৃত হয়।

গভীর ক্ষত, কিনারা সকল উন্নত।

৪৮ সম্বন্ধ।—পেট্রোলিয়ামের প্রতিবিষ নক্সভমিকা।

ফসফরাস।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—তন্দ্রা, প্রলাপ, যেন মাছি ধরিতে যায়।

অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভাব; কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় না অথবা ভুল উত্তর দেয়।

বিমর্ষ, কথা কহে না।

বিষণ্ন চিত্ত, মনে হয় মৃত্যু হইবে।

বিষণ্নভাব, অশ্রু বর্ষণ করে; কিম্বা থাকিয়া থাকিয়া অনিচ্ছায় হাস্য করে।

প্রণয়-প্রিয়তা (amativeness)।

উত্তেজনশীল, সহজেই রাগিয়া উঠে।

চিন্তা করিতে গেলে মাথা ধরে ও শ্বাসকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হয়; মস্তকের মধ্যে দুর্ব্বলতা অনুভব হয়।

ভয়, যেন সকল কোণেই কি বেড়াইতেছে।

উদ্বেগ, অস্থিরতা:—গোধূলি সময়ে; একাকী থাকিলে; ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে; ঝড় বৃষ্টি মেঘ ডাকিলে; তৎসহ হৃৎকম্পন।

তাচ্ছিল্য, এমন কি নিজের সন্তানের প্রতিও।

২ চৈতন্য।—স্নায়বিক মাথা ঘোরা, কিম্বা, কাফি প্রভৃতি পদার্থের অপব্যবহার জনিত মাথাঘোরা; শয্যা কিম্বা উপবিষ্টাবস্থা হইতে

উঠিতে গেলে মাথা ঘোরে, তৎসহ ভ্রমি ; প্রাতে এবং ভোজনান্তে বৃদ্ধি।

। সংন্যাস, মস্তক সজোরে ধরে ; মুখ বামদিকে আকৃষ্ট।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—এক দিন অন্তর মাথাধরা।

জাগিলে পর কপালে ভার ও দপদপানি, ঠাণ্ডা জলে ধৌত করিলে উপশম, মস্তক অবনত করিলে বৃদ্ধি ; কখন কখন সমস্ত দিবস থাকে।

। মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত ও পতনাবস্থার আশঙ্কা উপস্থিত ; মস্তিষ্ক মধ্যে জ্বালাকর বেদনা।

মস্তকে রক্তাধিক্যতা ; জ্বালাকর, হুলবেধবৎ বেদনা ও স্পন্দন, পশ্চাৎ মস্তক হইতে আরম্ভ হয়।

সবমন শিরঃপীড়া, তৎসহ স্পন্দন ও জ্বালা, প্রধানতঃ কপালে ; তৎসহ বিবমিষা ও বমন, প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ; সঙ্গীত, চর্ব্বণ কালে এবং উষ্ণ গৃহ মধ্যে বৃদ্ধি।

। মস্তিষ্কের কোমলত্ব প্রাপ্তি, তৎসহ স্থায়ী শিরঃপীড়া, ধীরে ধীরে প্রশ্নের উত্তর দেয় ; মাথা ঘোরা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির অসাড়তা।

। মস্তিষ্ক ও মেডলা অব্‌লঙ্গেটার তরুণ শুষ্কতা প্রাপ্তি (atrophy), তৎসহ ইউরিমিয়া।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তকে স্থানে স্থানে টাক।

মস্তক আক্রান্ত :—সর্দ্দি লাগিয়া ; উষ্ণ গৃহে থাকিয়া ; চুল কাটিয়া।

মস্তকে প্রচুর খুস্‌কি, উহা বহুল পরিমাণে উঠিয়া যায় ; কেশের মূল শাদা এবং গোছা গোছা চুল উঠিয়া যায় ; চুলকাইলে কণ্ডূয়ন বৃদ্ধি হয় কিম্বা কখন জ্বালা ও কণ্ডূয়ন উপশম হয়, কিন্তু চুলকাইবার পরে বৃদ্ধি হয়।

৫ চক্ষু।—পাঠকালে অক্ষর সকল নানা বর্ণ দেখায়।

পাঠান্তে চক্ষুর ভিতরে গভীরস্থানে অতীব্র বেদনা ; চক্ষুর সম্মুখ দিয়া কৃষ্ণবর্ণ দাগ সকল চলিয়া যায়, উজ্জ্বল পদার্থ এবং প্রদীপের আলোকের প্রতি তাকাইলে বৃদ্ধি।

ক্ষণিক অন্ধতা, যেমন ভ্রমি হইলে হয়।

ফসফরাস নিকট-দৃষ্টি (myopia) দূর করে।

প্রদীপের আলোকের চতুর্দ্দিকে সবুজ বর্ণ মণ্ডল।

চক্ষু, কপাল ও অক্ষিগহ্বরে কামড়ানি।

অতীব্র কঞ্জঙ্কটাইভা-প্রদাহ, অশ্রুস্রাব; অক্ষিপুট ও তদুপরিস্থিত গ্রন্থিসমূহের স্ফীততা ও পূজোৎপত্তি, তৎসহ কণ্ডূয়ন ও জ্বালাযুক্ত বেদনা।

৬ কর্ণ।—শ্রুতি শক্তি হ্রাস, বিশেষ মনুষ্যের স্বর।

শব্দ কর্ণ মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়, বিশেষতঃ সঙ্গীত।

কর্ণমধ্যে চিড়িক মারা, বিশেষতঃ রাত্রিতে; কর্ণস্রাব, কর্ণ-নাদ, কর্ণে রক্তাগম বশতঃ।

কর্ণ মধ্যে পলিপাস (polypus)।

৭ নাসিকা।—সর্দ্দি :—সরস, মস্তকের মধ্যে ভার বোধ, নিদ্রালুতা, বিশেষতঃ দিবাভাগে এবং ভোজনান্তে; নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; পর্য্যায়ক্রমে সরস ও শুষ্ক, তৎসহ পুনঃ পুনঃ হাঁছি।

নাসিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে সবুজ (বা হরিদ্রা) বর্ণ শ্লেষ্মা স্রাব; ঐ শ্লেষ্মা স্রাব সর্দ্দি না হইয়া এবং প্রায়ই রক্তস্রাবের পরে হয়; নাসিকা মধ্যে পলিপাস (polypus)।

▌ নাসিকা মধ্যে পলিপাস, যখন তাহা হইতে সহজেই রক্ত পড়ে।

নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির পুরাতন প্রদাহ, তৎসহ আঘ্রাণশক্তি এক-কালে বিলুপ্ত অথবা অতিশয় বর্দ্ধিত।

নাসিকা স্ফীত, লালবর্ণ, চক্চকে, এবং নাসাভ্যন্তর অত্যন্ত শুষ্ক।

অস্থিপূতি (necrosis); অস্থিবেষ্টক ঝিল্লি উত্থিত এবং তাহা হইতে অস্থির নূতন স্তর গঠিত হয়।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল :—রক্তশূন্য; ভস্মবর্ণ; রুগ্নবৎ হরিদ্রাবর্ণ: স্ফীত ভাব, ঠোঁট নীলবর্ণ।

চক্ষু কোঠর-প্রবিষ্ট, তাহার চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ মণ্ডলাকার দাগ।

হনুঅস্থি এবং চোয়ালে ছিন্নকর, চিড়িক মারা এবং ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা, অস্থিক্ষয়ের (caries) আশঙ্কা বোধ হয়।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—নিম্ন চোয়ালের অস্থিপূতি।

চোয়াল-অস্থিতে ছিন্নকর বেদনা, সন্ধ্যাকালে শয়নে বৃদ্ধি, চোয়াল সঞ্চালনে উপশম।

কর্ণমূল প্রদাহ (parotitis) যখন পূযোৎপত্তি আরম্ভ হয়।

নাসিকা, ঠোট, মুখ এবং গলমধ্য শুষ্ক; জলে উপশম হয় না।

১০ দন্ত।—দন্তশূল :—কাপড় কাচিয়া; হাত শীতল বা উষ্ণ জলে রাখিয়া।

বিনষ্ট দন্তে খোঁচাবেধা ও হুলবেধবৎ বেদনা।

মাড়ী দন্ত হইতে সরিয়া যায় এবং সহজেই রক্ত পড়ে।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—তিক্ত; অম্ল, দুগ্ধ পানান্তে।

জিহ্বা :—শুষ্ক, অনড়, কাল মামরী দ্বারা আবৃত, ফাটা, কিম্বা চকচকে; শুষ্ক, শাদা ক্লেদাবৃত, জিহ্বার অগ্রভাগে বেদনা বোধ; হরিদ্রাভ ক্লেদাবৃত; কেবল মধ্যভাগে ক্লেদাবৃত।

১২ মুখমধ্য।—মুখ-গহ্বরের উপরে ও জিহ্বার স্থানে স্থানে চাকা চাকা ক্ষত।

মুখ-গহ্বরের টাটানি, সহজেই রক্ত পড়ে।

লালা বর্দ্ধিত, লালার আস্বাদ লবণ বা মিষ্ট।

১৩ গলমধ্য।—দক্ষিণ টন্সিল গ্রন্থির স্ফীততা; মুখমধ্যে শ্লেষ্মা, অতি কষ্টে তোলা যায়; মুখমধ্যে শ্লেষ্মা আসিলে সম্পূর্ণ শীতল অনুভব হয়; শ্লেষ্মা শাদা, প্রায় স্বচ্ছ, দলা দলা।

টন্সিল ও উপজিহ্বা অত্যন্ত স্ফীত; উপজিহ্বা বিবর্দ্ধিত; তৎসহ শুষ্ক ও জ্বালানুভব।

গলমধ্যে দিবারাত্রি শুষ্কতা।

অনুভব হয় যেন গলমধ্যে তুলা রহিয়াছে।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—খাইতে চায়, কিন্তু খাদ্য সামগ্রী দিলেই আর খাইতে চায় না।

ঠাণ্ডা খাদ্য ও পানীয়, কুল্পি ইত্যাদি চাহে।

তৃষ্ণা, তৃপ্তিকর পদার্থ চাহে।

মিষ্টান্ন ও মাংসে বিতৃষ্ণা।

অক্ষুধা ; পাকাশয়ে জ্বালা, কর্ত্তন ও চাপ বোধ, বিবমিষা ও বমন।

১৫ পানাহার।—অতিরিক্ত লবণ খাওয়ার কুফল।

আহারান্তে : নিদ্রালু ; অল্প খাইয়াই বেশী উদ্গার উঠে।

আহারান্তে : ২,৭,১৭,২৬। আহার বা পানান্তে : ১৬,১৭,২৭।

পান : ১৯ ; শীতল জল : ১৭।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার :—পুনঃপুনঃ, শূন্য ; আক্ষেপিক ; অম্ল।

বিবমিষা না হইয়া খাদ্য গলা বহিয়া উঠে ; এমন কি মুখপূর্ণ হইয়া উঠে।

খাদ্য, কিম্বা এমন কি এক গণ্ডূষ জল খাইবামাত্র অম্লযুক্ত, দুর্গন্ধ তরল পদার্থ প্রচুর পরিমাণে বমিত হয়, ঐ তরল পদার্থ দেখিতে জল বা কালীর ন্যায়।

জল পেটে গিয়া গরম হইবা মাত্র বমিত হয়।

খাদ্য গলাধঃকৃত হয় না, উঠিয়া আইসে ; অন্ননলীর পাকাশয় সন্নিকটস্থ সীমার আক্ষেপ।

সদত বিবমিষা। বমন :—পিত্ত ; রক্ত।

১৭ পাকাশয়।—আহারান্তে পাকাশয়ে অতি প্রবল তাপানুভব এবং খাদ্য পদার্থ বমন।

পাকাশয়ে কষ্ট বোধ ও জ্বালা ; ক্ষুধা রহিত, অদম্য তৃষ্ণা, পানাহারান্তে বৃদ্ধি।

পাকাশয়ে খল্লী, যকৃৎ পর্য্যন্ত প্রসারিত।

পাকাশয় হইতে রক্তস্রাব, শীতল জল পানে উপশম।

পাকাশয় প্রদাহ এবং তৎসহ বুক জ্বালা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—কামলা :—তৎসহ ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ বা মস্তিষ্ক রোগ ; গর্ভাবস্থায়।

দূষিত কামলা রোগ ; যকৃতের শুষ্কতা প্রাপ্তি।

যকৃৎ প্রদাহ ; যকৃৎ কঠিন, বৃহৎ, তৎপরে শুষ্কতা প্রাপ্তি।

১৯ উদর।—উদর অত্যন্ত চৈতন্যাধিক, স্পর্শে বেদনাযুক্ত; উদরের মধ্যে গড় গড় শব্দে ডাকা; পানকালে ও পানান্তে।

উদর মধ্যে শীতলতা অনুভব।

সমস্ত উদর মধ্যে বেদনাদায়ক দুর্ব্বলতা বোধ, শুইয়া পড়িতে হয়।

উদর শ্লথ, তৎসহ পুরাতন উদরাময়।

উদরাধ্মান, প্রধানতঃ সিকাম ও ট্রানসভার্স কোলনের নিকট।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল:—প্রচুর, জলবৎ, যেন কল খুলিয়া দিয়াছে এইরূপ, নিদ্রান্তে উপশম; সবুজাভ, রক্তযুক্ত; রক্তযুক্ত, তৎসহ শাদা শাদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কনিকা; বেদনাশূন্য, রক্তরেখা-যুক্ত, যেন মাছধোয়া জলবৎ।

পুরাতন, বেদনাশূন্য উদরাময়, অজীর্ণ পদার্থ বাহির হয়, তৎসহ রাত্রিতে অধিক তৃষ্ণা।

বেদনাশূন্য, দুর্ব্বলকারী উদরাময়, প্রাতে বৃদ্ধি।

কোষ্ঠবদ্ধ, মল সরু সরু, দীর্ঘাকৃতি, শুষ্ক, কঠিন, কুকুরের মলের ন্যায়; অতি কষ্টে নিঃসারিত হয়।

রক্তস্রাবী অর্শ।

সরলান্ত্রে (rectum) ক্ষত, তাহা হইতে পুঁজ ও রক্ত পড়ে।

মলদ্বার অনুভব হয় যেন খোলা।

২১ মূত্র।—প্রচুর, জলবৎ; পুনঃপুনঃ ও স্বল্প; ঘোলা, শাদাটে, যেন জমাট দুগ্ধের ন্যায়, তাহাতে ইষ্টক চূর্ণ পদার্থ অধঃক্ষেপ জমে।

অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবার পরে দুর্ব্বলতাবশতঃ রক্ত-প্রস্রাব।

যক্ষ্মাকাশ সহ সশর্করা মূত্র, মূত্রে এল্‌বুমেন; ব্রাইটের পীড়া।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—কামোদ্রেক, পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোত্থান ও রেত-স্খলন, কিম্বা অদম্য স্ত্রী সহবাসেচ্ছা।

কামোন্মত্ততা, উলঙ্গ হয়।

অতিরিক্ত কামোদ্দীপনা ও অস্বাভাবিক রেতস্খলনাদির পরে ধ্বজভঙ্গ।

প্রমেহ-জনিত অণ্ডকোষ-প্রদাহের পরে হাইড্রসিল, তৎসহ কাম শক্তির দুর্ব্বলতা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ।—কামোন্মত্ততা।

অতিরিক্ত কাম প্রাবল্য হেতু কিম্বা ঋতু বিলম্বে ও প্রচুর হওয়ায় বন্ধ্যাত্ব।

পুনঃ পুনঃ গর্ভ হওয়ার পরে জরায়ু প্রদাহ।

জরায়ু হইতে পুনঃ পুনঃ ও প্রচুর রক্তস্রাব, একবার প্রচুর পরিমাণে রক্ত নির্গত হয়, আবার কিয়ৎকাল বন্ধ থাকে।

জরায়ুর কর্কট রোগ।

ঋতু আগাইয়া হয়, প্রচুর, দীর্ঘস্থায়ী ; কিম্বা আগাইয়া, স্বল্প এবং লালবর্ণ নহে ; ঋতুর সময়ে কটিদেশে বেদনা; হৃৎকম্পন।

ঋতুরোধ এবং তৎসহ রক্ত-নিষ্ঠীবন, বা মলদ্বার হইতে রক্তস্রাব, বা রক্ত প্রস্রাব।

শ্বেত প্রদর :—ঋতুর পরিবর্ত্তে ; তৎসহ ক্লোরোসিস ; স্রাব জলবৎ, পিচ্ছিল বা ক্ষতকারী, তাহা হইতে ফোস্কা উৎপন্ন হয়।

২৪ গর্ভাবস্থা ।—স্তনদ্বয়ে ক্ষত ও কাঠিন্য ; নালী ঘা, তৎসহ জ্বালাকর, হুলবেধবৎ বেদনা, জলবৎ দুর্গন্ধ স্রাব।

স্তনের কর্কট রোগ, তাহাতে বেদনা অতি তীব্র কিম্বা তাহা হইতে সহজেই রক্তস্রাব হয়।

২৫ লেরিংক্স ।—স্বরভঙ্গ এবং কাশি, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

স্বরবদ্ধ :—দীর্ঘকাল উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া, সর্দ্দি বা স্নায়বিক কারণ বশতঃ।

লেরিংক্সের বেদনা বশতঃ কথা কহিতে পারে না।

২৬ শ্বাসক্রিয়া ।—বক্ষে শ্বাসকষ্ট বোধ ও উদ্বেগ, সন্ধ্যা ও প্রাতে বৃদ্ধি।

বক্ষের আক্ষেপিক আকুঞ্চন বোধ।

সশব্দে হাপাইয়া হাপাইয়া শ্বাসক্রিয়া।

হ্রস্ব শ্বাস :—প্রত্যেক কাশির পরে ; অল্প ভ্রমণেই কষ্ট বোধ ও হৃৎ-কম্পন ; আহারান্তে বৃদ্ধি।

২৭ কাশি ।—কাশি, তৎসহ স্বরভঙ্গতা বা স্বরবদ্ধতা, লেরিংক্সে বেদনা বা টাটানি ; সন্ধ্যা ও রাত্রিতে বৃদ্ধি।

কাশির বৃদ্ধি :—হাস্য, উচ্চরবে কথা, বায়ুর পরিবর্ত্তন, পানাহার, বাম পার্শ্বে বা চিৎ হইয়া শুইয়া।

কাশিবার কালে অসাড়ে মলত্যাগ।

গয়ার :—প্রধানতঃ প্রাতে; সফেন, রক্তযুক্ত, ঈষৎ লালাভাযুক্ত; পুজযুক্ত, শাদা; গয়ারের আস্বাদ অম্ল, লবণ বা মিষ্ট।

২৮ ফুস্ফুস।—বাম বক্ষে সূচীবেধ, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে উপশম।

বক্ষে রক্তাধিক্যতা।

শ্বাসনলী-ভুজ ও ফুস্‌ফুসের সর্দ্দি, তৎসহ হৃৎপিণ্ডের মেদাপকর্ষতা।

ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ :—শ্বাসপথের শুষ্কতা; উর্দ্ধবক্ষে ক্ষতবৎ অনুভব; বক্ষোপরি ভার বা কসিয়া ধরা বোধ; বক্ষে ঘৃষ্টবৎ বা টাটানিবৎ বেদনা; হিপাটিজেশান (hepatisation) বিশেষতঃ দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের নিম্নাংশের।

ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস।

ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাৎ আশঙ্কা, শয্যাশায়ী দুর্ব্বলতা, চট্‌চটে ঘর্ম্ম; মুখমণ্ডল অন্তঃ-প্রবিষ্ট; ক্ষুদ্র নাড়ী; শ্বাসপথে ঘড়ঘড় শব্দ।

দীর্ঘাকার, ক্ষীণ[illegible] বা যে অতি শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইয়াছে এরূপ ব্যক্তির যক্ষ্মাকাশ; বারম্বার রক্তনিষ্ঠীবন; অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য; পুনঃ পুনঃ ব্রংকাইটিস।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণাংশের পীড়া, তৎসহ শৈরিক রক্তের বদ্ধভাব বা গতিরোধ।

সঞ্চালনমাত্রে হৃদ্‌স্পন্দন; বক্ষে রক্ত বেগে প্রধাবিত হয়, বিশেষতঃ শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধনশীল যুবকদিগের।

বক্ষাস্থির মধ্য প্রদেশে অতিশয় চাপ; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, বসিয়া না থাকিলে শ্বাসকষ্ট অধিক হয়, তৎসহ পরিশ্রম কাতরতা বা উদ্যম রাহিত্য ও হৃদ্‌স্পন্দন।

এণ্ডোকার্ডাইটিস কিম্বা মেদাপকর্ষতা রোগের পর হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ।

নাড়ী :—দ্রুত, পূর্ণ ও কঠিন; কখন দ্বিগুণ; ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল ও দ্রুত।

৩০ বহির্ব্বক্ষ।—বক্ষঃস্থলে পীতবর্ণের দাগ।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—পৃষ্ঠদেশে ভগ্নবৎ বেদনা; গতিশক্তি বা সঞ্চালন অক্ষম।

নীচ হইয়া পুনর্ব্বার উঠিবার কালে কোমরে বেদনা।

কোমরের একস্থানে জ্বালা করা, মর্দ্দনে আরাম বোধ।

কশেরুকার কোমলত্ব প্রাপ্তি (softening)।

দিন দিন বর্দ্ধনশীল লোকোমোটর এটাক্সি পীড়া।

কক্সিস্ প্রদেশে যেন ক্ষত হইয়াছে এরূপ বেদনা বোধ, তৎপরে বেদনাযুক্ত অনম্য গ্রীবা। *রিকেট (rachitis) পীড়া।

প্রসবের পর সেক্রমে বেদনা।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বগলের বীচি (গ্রন্থি) সমূহের স্ফীততা।

দক্ষিণস্কন্ধে ছিন্নকর বেদনা, রাত্রে বৃদ্ধি।

বাহু দুর্ব্বল, কষ্টে নাড়িতে পারে, কাঁপে।

হস্তদ্বয়ের শুষ্কভাব।

হস্তদ্বয়ের কম্পন। [illegible] আপ উন্মাদ

অঙ্গুলির অগ্রভাগ অসাড়।

সময়ে [illegible] ন্যায় অঙ্গুলি সকলের বক্রতা।

হস্তের শিরা সকল বিস্তৃত।

হস্ত তালু জ্বালা করা; হস্তের তালু ও মস্তকে চট্‌চটে ঘর্ম্ম।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—জানুদ্বয়ের বাতজনিত অনম্যতা।

জানু হইতে পা পর্য্যন্ত বেদনা।

পায়ে টিবিয়া অস্থির স্ফীততা।

গর্ভাবস্থায় রাত্রিকালে পায়ে ছিন্নকর বেদনা।

পদদ্বয় বরফ সদৃশ শীতল।

পদদ্বয়ের উৎক্ষেপ।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—হস্ত ও পদদ্বয় অসাড় ও বিশ্রী (clumsy); গুল্‌ফ প্রদেশ ফুলা দেখায়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রত্যেক

সঞ্চালনে কম্পন ; আরও বরফ সদৃশ শীতল। দুর্ব্বলতা হেতু ভ্রমণকালে পদস্খলন।

হস্ত পদের স্ফীততা, তৎসহ হুলবিদ্ধবৎ বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন : ১৭, ৩১, ৩২ ; ভ্রমণ : ২৬, ৩৪ ; খোলা বায়ুতে : ২৩ ; অবস্থিতি পরিবর্ত্তন : ৪৬ ; পরিশ্রম : ৩৪ ; পরিশ্রম করিতে অপারগ : ২৯ ; অবশ্য শয়ন করিবে : ১৯ ; উত্থান : ২, ৩১ ; অবনত হইলে : ৩ ; চিৎ হইয়া শুইলে : ২৭ ; বামপার্শ্বে : ২৭ ; দক্ষিণ পার্শ্বে : ২৮।

৩৬ স্নায়ু।—বাহ্য বিষয়ে যথা আলোক, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতিতে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্য।

▌ বেদনা ছিন্নকর, আকৃষ্টবৎ ঈষৎ শৈত্যে উত্তেজিত হয় ; শরীরে ঘৃষ্টবৎ বেদনানুভব, তৎসহ শৈত্যানুভব ; খোলা বাতাস অসহ্য।

পুনঃ পুনঃ ভ্রমি ; দেহ শীতল, রক্তশূন্য ; আকস্মিক মূর্চ্ছা, মৃতবৎ পড়িয়া থাকা।

▌ মৃগী, চৈতন[illegible] থাকে।

▌ পক্ষাঘাত অঙ্গে আক্ষেপ। [illegible]ন ; অত্যন্ত [illegible]

▌ পক্ষাঘাত ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছিন্নকর বেদনা ; অসাড় ভাব ; উত্তাপ বৃদ্ধি।

নিদ্রা।—নিদ্রালু, কোমাভিজিল (coma vigil)।

▌ তন্দ্রাদোষযুক্ত নিদ্রা, মস্তকে জ্বালাজনক উত্তাপ ; অস্ফুট প্রলাপ। *ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ। তন্দ্রাদোষযুক্ত, ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ জিহ্বা, মুখ হা করা।

সমস্ত দিন নিদ্রালু, সমস্ত রাত্রি অস্থির, বিশেষতঃ মধ্য রাত্রির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত।

উষ্ণতা, ক্ষুধা প্রভৃতি কারণে জাগ্রত হইয়া উঠা।

প্রাতে বোধ হয় যেন রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় নাই অথবা যেন পক্ষাঘাত হইয়াছে এরূপ বোধ।

স্বপ্ন-সঞ্চরণ বা নিদ্রাবস্থায় ভ্রমণ।

৩৮ সময় ।—প্রাতঃকাল : ২, ১৩, ২৪, ২৬, ২৭, ৩৭। সন্ধ্যা : ১৩, ২৫, ২৬, ২৭, ৩৩, ৪০। প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন : ৩; অপরাহ্ন : ৪০। সন্ধ্যা হইতে মধ্য রাত্রি : ৪০; রাত্রি : ২, ৬, ১৪, ২৭, ৩২, ৩৩, ৩৭, ৪০, ৪৪। মধ্য রাত্রির পূর্ব্ব : ৩৭; দিবা : ২, ৩, ৭, ৩২। দিবা ও রাত্রি : ১৩।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু ।—উষ্ণগৃহ; ৩, ৪। উষ্ণজলে স্নান : ১০; শৈত্য ও শীতল জলে স্নান : ২, ৩, ১০, ৩৬।

উত্তাপের পরিবর্তন : ৭, ২৭; বজ্রাঘাত ও ঝড় : ১, ২৭। অনাবৃত : ৪০। চুল কাটা : ৪।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম ।—শীত :—সাধারণতঃ সন্ধ্যাকালে শীত; পিপাসা হীনতা; অনাবৃতাবস্থায় বৃদ্ধি; হাতের শিরা সকল বিস্তৃত; সন্ধ্যা হইতে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত শীত, তৎসহ দুর্ব্বলতা ও নিদ্রা; রাত্রে তাপের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে শীত; উদরাময় সহ; পৃষ্ঠ হইতে শীত নিম্নে [illegible], তাপ ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে।

হস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে উষ্ণতা বোধ।

বৈকালে ও সন্ধ্যাকালে উত্তাপ ও হাতমুখ জ্বালা করা।

ঘর্ম্ম প্রধানতঃ মস্তক, হস্ত ও পদদ্বয়ে, তৎসহ প্রস্রাবাধিক্য, কিন্তু দেহের সম্মুখভাগে।

নিদ্রাবস্থায় রাত্রিকালে প্রচুর ঘর্ম্ম। চটচটে ঘর্ম্ম।

সবিরাম জ্বর, রাত্রে উত্তাপ, পাকাশয় হইতে তাপ আরম্ভ; ক্ষুধা ও ভ্রমিযুক্ত; অতঃপর শীত শীত করিয়া আন্তরিক উত্তা (বিশেষতঃ হস্তদ্বয়ে) প্রকাশিত হয়, কিন্তু বাহিক শী সমান থাকে।

জ্বরের প্রকৃতি সন্নিপাত বা আন্ত্রিক জ্বরের মত।

৪১ আক্রমণ ।—একদিন অন্তর : ৩।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ১৩, ২৮, ১৯। বাম: ২, ৩, ৭, ২৩, ২৮, ৩২। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে: ২৩, ৩৩, ৪০। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে: ৪০।

৪৪ তন্তু।—প্রদাহ এবং স্ফোটন বা উত্তাপ (ebullition)।

যকৃৎ, হৃদপিণ্ড, মূত্রপিণ্ড বা বৃক্ককের মেদাপকৃষ্টতা; রক্তশূন্যতা।

মৃৎপাণ্ডু সহ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠা।

আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকল হইতে রক্ত স্রাব।

অল্প ক্ষত হইতে প্রচুর রক্ত পড়া। রক্ত-পাতী অর্ব্বুদ প্রভৃতি।

মচকান, সহজে সন্ধিচ্যুত হওয়া।

গ্রন্থী সমূহের স্ফীততা, বিশেষতঃ আঘাত লাগার পর।

মুখ, হাত পায়ের শোথ।

অস্থিফুলা; অস্থিক্ষয় (নিম্ন চিবুক)।

▌অস্থিবৃদ্ধি, বিশেষতঃ করোটীর; ছিন্নকর, বিদ্ধকর বেদনা, রাত্রে ও স্পর্শ করিলে বৃদ্ধি।

বস্ত্র-সন্ধি পীড়িত; জলবৎ পুঁয গড়িয়া পড়া।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি। স্পর্শ: ১৯, ২৫। চাপ: ২৭। মর্দ্দন: ৩১। চুলকান: ৪। ছ্যাঁচা আঘাত: ৪৪।

৪৬ চর্ম্ম।—ত্বক মধ্যে জ্বালা করা; অস্থিরতা, অবস্থিতি পরিবর্ত্তন।

রক্ত-ব্রণ।

ক্যান্সার (কর্কট রোগ) ও পলিপস হইতে সহজে রক্তস্রাব।

সন্ধির চারিদিকে রসযুক্ত ফুস্কুড়ি।

চর্ম্মের নিম্নে রক্ত জমা; লালবর্ণ দাগ।

শুষ্ক ছাল উঠা কিম্বা ফুস্কুড়ি যুক্ত উদ্ভেদ; জানু প্রভৃতিতে সোরায়সিস্।

স্কার্লেটিনা বা আরক্ত জ্বরের উদ্ভেদ হঠাৎ লুকাইয়া যাওয়া; ফুস্ফুস্ আক্রান্ত; টাইফয়েড বা বিকার লক্ষণ, অস্থিরতা প্রভৃতি।

বসন্ত, পষ্টুলমধ্যে রক্ত। নালী ক্ষত; বিসর্পযুক্ত; পূষ তরল ও রক্তযুক্ত। ঘুস্‌ঘুসে জ্বর (hectic)।

৪৭ অবস্থা।—লম্বা,শীর্ণকায়া স্ত্রীলোক; কুব্জ প্রকৃতি; স্নায়বিক এবং দুর্ব্বল।

শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধনশীল।

১৮ সম্বন্ধ।—লবণ, কর্পূর ও আয়োডিনের অত্যধিক ব্যবহারের মন্দ ফল।

ফস্ফরস সুফলপ্রদ :—ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, সিনকোনা, কালি-কার্ব্ব, লাইকোপোডিয়াম, নক্স-ভমিকা, রসটক্স, সিলিশিয়া, সল্‌ফরের পরে।

ফস্ফরসের পরে সুফলপ্রদ :—আর্সেনিক,কার্ব্বভেজ, রসটক্স, সল্‌ফর।

ফসফরসের প্রতিবিষ :—নক্সভমিকা, কফিয়া, টেরিবিন্থ।

ফসফরস প্রতিষেধ করে :—টেরিবিন্থ, রসটক্স।

একালাফা ইণ্ডিকা ঔষধটী শুষ্ক দম আটকান কাশির সহিত রক্ত-উঠা ও পল্‌মোনারি টিউবার্‌কুলোসিস রোগে রক্ত উঠায় অতিশয় উপকারী।

ফস্ফরিক এসিড।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—অচেতনতা, চিমটী কাটিলেও সাড়া থাকে না ; উপসর্গ রাহিত্য।

স্মরণ শক্তির দুর্ব্বলতা।

প্রাতে চিন্তায় অপারগ।

স্থির প্রলাপ সহ মস্তকের স্তম্ভনভাব ; অস্পষ্ট মৃদুপ্রলাপ।

তাচ্ছিল্যভাব এবং কথা কহিতে অনিচ্ছা।

অনিচ্ছায় ও আস্তে আস্তে উত্তর দেয়, অথবা অল্প কথায় মিথ্যা উত্তর দিয়া থাকে।

বাড়ী থাকিয়া থাকিয়া কষ্ট (home-sickness) সহ ক্রন্দন পরায়ণতা।

কৃষ্টবর্ণা স্ত্রীলোকদিগের বয়ঃসন্ধিকালে হিষ্টিরিয়া।

বিষণ্ণতা, বিমর্ষতা ও ক্রন্দনশীলতা।

শোক দুঃখ ও বাটীর জন্য উদ্বেগ কিম্বা প্রেমে হতাশ তজ্জন্য পীড়া, তৎসহ আবিল, শেষ রাত্রে ঘর্ম্ম, শীর্ণতা।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—টাইফস্‌ জ্বরে উঠিয়া বসিলে পড়িয়া যাও

শয়নাবস্থায় বোধ হয় যেন পা ঊর্দ্ধদিকে যাইতেছে, মস্তক স্থির আছে; চিন্তার পর।

কপালে স্তম্ভনকারী বেদনা।

মস্তকে গোলযোগ ও বেদনাসহ নানাবিধ অস্পষ্ট ভাব মনে আইসে, বিশেষতঃ জাগ্রত হইলে।

সন্ধ্যাকালে ও উষ্ণগৃহে যেন মত্ততাভাব, তৎসহ মস্তকে নানা প্রকারের শব্দ, কাশিলে যেন ফাটিয়া যাইবে বোধ।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—ভয় বা শোক জন্য মস্তকের পুরাতন রক্তাধিক্য।

চক্ষুর অত্যধিক ব্যবহারে স্কুলবালিকার শিরঃপীড়া।

মস্তকে অতিশয় ভারবোধ।

শিরঃপীড়া এত অধিক যে শুইয়া পড়িতে হয়, অল্প সঞ্চালনে ও শব্দে বিশেষতঃ সঙ্গীতে অসহনীয় বৃদ্ধি পায়।

শিরঃপীড়া পশ্চাৎদিক হইতে সম্মুখদিকে যায় এবং শয়ন করিলে উপশমিত হয়।

৪ বহির্মস্তক।—অস্থি আবরক ঝিল্লীর বেদনায় মস্তক সঞ্চালন করিতে বাধ্য করায়।

মস্তকের অস্থিতে এরূপ বেদনা যেন চাঁচিয়া ফেলা হইতেছে; সঞ্চালনে উপশম; শয়ন করিলে যে পার্শ্বে শয়ন করা যায় সেই দিকে বেদনা স্থান পরিবর্ত্তন করে।

কেশ শীঘ্র শীঘ্র পক্ক হয়; শোক এবং দুঃখের পর চুল উঠিয়া যায়।

মস্তকের চর্ম্ম কণ্ডূয়ন।

৫ চক্ষু।—সূর্য্যের আলোক বিদ্বেষ।

রামধনুর মত বিবিধ বর্ণ দেখে।

অন্ধতা তৎসহ পুনঃ পুনঃ আকুঞ্চন ইচ্ছা।

দুর্ব্বলকারী ক্ষয় জন্য দৃষ্টিহীনতা (amaurosis)।

চক্ষু গ্লাসের মত ও জ্যোতিহীন; তৎসহ একদৃষ্টি।

চক্ষুর ভিতরে চাপ, যেন অক্ষিগোলকদ্বয় বৃহৎ হইয়াছে।

সন্ধ্যাকালে বাতির আলোকে অক্ষিপুট ও অক্ষিকোণ জ্বালা করা।

চক্ষুর শ্বেতক্ষেত্রে হরিদ্রাবর্ণের দাগ।

অক্ষিপুটের কিনারা সকল লাল ও স্ফীত; চক্ষুর বাহ্যিক কোণে ও পক্ষ্ম মধ্যে বিন্দু বিন্দু পুয; পক্ষ্ম উঠিয়া যায়।

কর্ণ।—শব্দ অসহ্য (বিশেষতঃ গীতবাদ্য)।

স্নায়বিক বধিরতা, টাইফয়েড পীড়ার পর।

শ্রবণশক্তির দুর্ব্বলতা :—স্তম্ভনভাব; বিশেষতঃ দূর শব্দ শুনিতে না পাওয়া।

নাসিকার শ্লেষ্মা ত্যাগ কালীন কর্ণের ভিতর গর্জ্জনবৎ শব্দ।

কর্ণ মধ্যে প্রত্যেক শব্দ উচ্চরবে প্রতিধ্বনিত হয়।

কর্ণশূল, কর্ণ মধ্যে সূচীবেধ এবং গণ্ডদেশ ও দন্তে আকৃষ্টবৎ বেদনা; সঙ্গীত বাদ্যে বৃদ্ধি।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ।

ঘ্রাণশক্তি অতিশয় প্রবল।

নাসিকা হইতে রক্তবর্ণ পুঁজ স্রাব।

টাইফস্ পীড়ায় নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, তাহাতে পীড়ার উপশম হয় না।

নাসিকার উপরিভাগে স্ফীততা তৎসহ লাল দাগ; মামরীযুক্ত পীড়কা।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের উপরে যেন ডিম্বের শ্বেত ভাগ শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভব।

মুখমণ্ডল মৃতবৎ, ওষ্ঠদ্বয় এবং জিহ্বা অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ বা ফেঁকাশে।

মুখমণ্ডলে পীতাভ ও কটা বর্ণের উদ্ভেদ।

হস্ত মৈথুনকারীগণের কপালে ও শরীরে ফুস্কুড়ি।

শোক ও দুঃখের পর শ্মশ্রুর কেশ উঠিয়া যায়।

মুখমণ্ডলের একাংশে শীতলতা অনুভব।

১০ দন্ত।—রক্তস্রাবী, স্ফীত মাড়ী; দন্তে ছিন্নকর বেদনা, শয্যায় উষ্ণতায় এবং তাপ বা শৈত্যে বৃদ্ধি পায়; রাত্রে সম্মুখ দন্তে জ্বালা।

গহ্বরযুক্ত বা ক্ষয়া দন্তের ভিতর খাদ্য কণিকা প্রবেশ করিলে ব. ড়ান বা বেদনা করা।

১১ জিহ্বা।—জিহ্বার মধ্যস্থানে লাল দাগ।

টাইফাস্ পীড়ায় জিহ্বা ও ওষ্ঠ ফেকাঁশে।

মুখ গহ্বরে এবং জিহ্বার উপরে চট্‌চটে শ্লেষ্মা। জিহ্বা জ্বালা-করা; জিহ্বাস্ফীত। রাত্রে চর্ব্বণকালে মুখে ও জিহ্বায় জ্বালা করা।

অনিচ্ছায় জিহ্বার পার্শ্ব কামড়ান; এবং রাত্রিতেও।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্য ও গলমধ্যে শুষ্কতা; জিহ্বায় ধূসর-শ্বেতাভ লেপ।

উপদংশ দোষ বিশিষ্ট বালকগণের হামের পরবর্ত্তী মুখের গলিত ক্ষত বা কর্কটীয় রোগ।

১৩ গলমধ্য।—সমস্ত মুখমধ্য ও তালুতে শুষ্কতা, পিপাসা রহিত।

গলমধ্যে ক্ষত, ক্ষত বোধ, চাঁছিয়া তোলা ও হুলবিদ্ধবৎ যাতনা, খাদ্য গলাধঃকরণ করিতে বৃদ্ধি।

থক্ করিয়া কঠিন শ্লেষ্মা তুলা।

অনুনাসিক স্বর (nasal voice)।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা বিলুপ্ত; আহারের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে, পাকাশয়ে আক্ষেপিক বেদনা, তৎসহ অম্ল উদ্গার।

অনিবার্য্য পিপাসা।

উষ্ণ খাদ্য খাইতে ইচ্ছা।

সরস বা রসাল দ্রব্যে স্পৃহা; রুটী বড় শুষ্ক বোধ।

বিয়ার মদ্য ও দুগ্ধ পানে ইচ্ছা।

কাফি, মদ্য প্রভৃতিতে অনিচ্ছা।

অন্নখাদ্যে তিক্ত উদ্গার বা উদরে বায়ু সঞ্চার (flatulency) হয়।

কুক্কুরবৎ বা রাক্ষসবৎ ক্ষুধা: ৩৭।

১৫ পানাহার।—আহারের পর: ৩৬।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—বিবমিষা, যেন তালুতে;

১৭ পাকস্থলি।—যেন পাকস্থলিকে উচ্চ নীচ করিয়া ওজন করিতেছে এরূপ বোধ হওয়া।

পাকস্থলিতে চাপ বোধ, যেন কোন ভারি বস্তু দ্বারা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—পিত্তাশ্রয়ী নির্গমন কালে যকৃত প্রদেশের এক-স্থানে ভার, সূচীবেধ ও জ্বালা করা; গণ্ডমালা ধাতু শিশু-গণের কামল বা পাণ্ডুরোগ; শোকজনিত পাণ্ডুরোগ।

১৯ উদর।—বায়ু জন্য উদরাধ্মান; উদর মধ্যে গড় গড় ও কল কল করা, জলের শব্দ মত; বেদনা বিহীন ভেদ।

২০ মল, ইত্যাদি।—অতিসার:—দুর্ব্বল করে না; অন্ত্র হইতে; দ্রুত বর্দ্ধনশীল যুবকদিগের।

মল:—অনিচ্ছায়, তরল, ধূসর; পীতবর্ণ, শ্লেষ্মা মিশ্রিত; অজীর্ণ, সবুজাভ শ্বেত, বেদনাবিহীন: বায়ু নিঃসরণ সঙ্গে মল ত্যাগ; পীত, জলবৎ, ময়দার ন্যায় অধঃক্ষেপ হয়।

অর্শ:—রক্তস্রাবী; বসিয়া থাকিলে অসহ্য বেদনা; তৎসহ বাহু প্রভৃতির আক্ষেপ।

টাইফয়েড পীড়ায় অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব।

২১ মূত্র।—জেলির মত দ্রব্য ও রক্ত খণ্ড মিশ্রিত দুগ্ধের ন্যায় প্রস্রাবের বর্ণ; শীঘ্র শীঘ্র পচিয়া উঠে; রাত্রে অধিক পরিমাণে জল-বৎ প্রস্রাব ত্যাগ।

পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ।

অনিচ্ছায় মূত্র ত্যাগ।

প্রাতে কয়েক বিন্দু শাদা ধাতু (gleety) স্রাব, সন্ধ্যাকালে প্রষ্টেটিক রস নির্গমন।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতি প্রবৃত্তি ব্যতীত লিঙ্গোত্থান; প্রাতে দণ্ডায়-মান হইলে লিঙ্গোত্থান।

রতিক্রিয়াকালে হঠাৎ লিঙ্গের শিথিলতা রেতঃস্খলনে বাধা দিয়া থাকে।

সঙ্গমের পর ও স্বপ্নদোষের পর দুর্ব্বলতা।

শুক্রক্ষরণ:—পুনঃ পুনঃ দুর্ব্বলকারী, তাহাতে বিষাদ বায়ু বা মিথ্যা-ব্যাধি শঙ্কা পীড়া জন্মে; লিঙ্গের দুর্ব্বলতা বশতঃ, তৎসহ হস্ত মৈথুন দোষ ও রতি প্রবৃত্তির অভাব; অণ্ডকোষ

হস্ত মৈথুন, রোগী তাহার পাপ অভ্যাস জন্য দুঃখিত হয়।

লিঙ্গমুণ্ডে ভার বোধ বিশেষতঃ মূত্র ত্যাগ কালে, তৎসহ উহার চারিদিকে কুট কুট করা, রসস্রাবী ফুস্কুড়ী বাহির হওয়া; লিঙ্গমুণ্ড প্রদাহে।

অণ্ডকোষের স্ফীততা, তৎসহ শুক্র-বাহক নলীর টানটান ভাব ও স্ফীততা; অণ্ডকোষে চর্ব্বণবৎ বেদনা ও স্পর্শ করিলে টাটানি।

মুষ্কের প্রদাহযুক্ত স্ফীততা। মুষ্কের উপর সুড় সুড় করা।

লিঙ্গ প্রদেশের বা উপস্থ মূলের চুল উঠিয়া যায়।

■ মেঢ্রত্বকের দদ্রুবৎ উদ্ভেদ ও তাহা কুট কুট করা।

■ পুরাতন মাষক বিষ সম্ভূত (সাইকোটিক) মাংস বৃদ্ধি, তৎসঙ্গে উপবেশন বা ভ্রমণকালে জ্বালা, উত্তাপ ও বেদনা।

■ উপদংশ ক্ষত সহ মাংস বৃদ্ধি বা আঁচিল (fig warts)।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—দুর্ব্বলকারী কারণে ডিম্বকোষ ও জরায়ু প্রদাহ। ঋতুরোধ।

জরায়ু স্ফীত, যেন বায়ু পূর্ণ রহিয়াছে।

কষ্টরজঃ সহ বস্তি প্রদেশে বেদনা।

ঋতু শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ পায়, এবং দীর্ঘকাল থাকে।

ঋতুর পর হরিদ্রাবর্ণের প্রদর ও কণ্ডূয়ন।

জরায়ুর ক্ষত হইতে দুর্গন্ধ রক্তস্রাব; তৎসহ কণ্ডূয়নশীল বা ক্ষতকারী বেদনা, বা বেদনা না থাকা।

২৪ গর্ভাবস্থা।—স্তনদ্বয় মধ্যে মষক দংশনের ন্যায় কণ্ডূয়নযুক্ত সূচীবেধ যাতনা, তজ্জন্য রাত্রিতে উঠিতে হয়।

বামস্তনে তীব্র চাপ; স্তন্যের স্বল্পতা, দুর্ব্বলতা, তাচ্ছিল্য ভাব।

স্তন্যদান হেতু স্বাস্থ্যভঙ্গ।

২৫ লেরিংক্স।—মুখমধ্যে আঠাবৎ শ্লেষ্মা খক করিয়া তুলিতে হয়।

গলমধ্যে শুষ্কতা বোধ ও স্বরভঙ্গ, তজ্জন্য কথা কহিতে অপারগ।

কণ্ঠ ও গলমধ্যে জ্বালা করা।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, উগ্র গন্ধ, বাক্য কথন কোনপ্রকার পরিশ্রম হইতে জন্মে।

শ্বাসকষ্ট:—আকুঞ্চন ও উদ্বেগসহ; ভ্রমণের প্রারম্ভে; ও রাত্রে।

২৭ কাসি।—আক্ষেপিক শুড়শুড়ি কাসি; যেন লেরিংক্স ও নিম্নবক্ষ হইতে উত্থিত; সন্ধ্যায় গয়ার উঠে না, প্রাতে ঘোর লাল রক্ত কিম্বা আঠারমত শাদা অম্ল আস্বাদযুক্ত গয়ার উঠে।

ফুস্ফুস্ হইতে রক্তস্রাব জন্য অস্থির কিন্তু দুর্ব্বল।

২৮ ফুস্ফুস।—সমগ্র বক্ষ মধ্যে জ্বালা করা, তৎসহ চাপ।

কথা কহিলে, কাশিলে, অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলে বক্ষ মধ্যে দুর্ব্বলতা বোধ; ভ্রমণ কালে স্বস্তি বা আরাম।

হঠাৎ বক্ষমধ্যে ও ডায়াফ্রেমে আক্ষেপ, কুব্জ হইয়া বসিতে হয়।

বক্ষমধ্যে ঘড় ঘড় ও সাঁই সাঁই করা, প্রায় কাশি থাকে না।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—হৃদ্‌পিণ্ড মধ্য দিয়া সূচীবেধ।

হৃদকম্পন:—দ্রুতবর্দ্ধনশীল বালক ও যুবকদিগের; শোকের পর; হস্ত মৈথুনের পর।

নাড়ী অসমান, কখন কখন দুই একবার স্পন্দন ফাক যায়, সাধারণতঃ দুর্ব্বল ও দ্রুত, কদাচিৎ পূর্ণ ও কঠিন।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—পৃষ্ঠদেশে সুড় সুড় করা।

স্কন্ধাস্থিদ্বয়ে চর্ব্বণবৎ বেদনা।

কটিদেশে চাপানুভব পদদ্বয়ে বেদনায় পর্য্যবসিত হয়। *কশেরুকার শুষ্কতারোগ (tabes dorsalis)।

কটি দেশের নিকটে এক স্থানে জ্বালাকর বেদনা।

নিম্নাঙ্গ স্পর্শ করিলে শীতল বোধ।

৩২ [ ]ঙ্গ।—স্কন্ধ ও বাম হস্তে ছিন্নবৎ বেদনা।

বাহু ও স্কন্ধের নানা স্থানে উত্তপ্ত কয়লার দ্বারা দগ্ধ হওয়ার মত জ্বালা করা।

হস্ত ও অঙ্গুলির ত্বক শুষ্ক ও আকুঞ্চিত।

‖ মেটা কার্পাল অস্থির মধ্যস্থানে অর্ব্বুদ বা আঁচিল।

অঙ্গুলির অগ্রভাগ মৃতবৎ। লিখিতে গেলে হস্ত কম্পন।

হস্তদ্বয়ের জ্বালা ও ভার বোধ; স্নায়ুতে আকৃষ্টবৎ নানাপ্রকারের বেদনা, তজ্জন্য নিদ্রা ভঙ্গ হয়।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—উরু সন্ধিতে ভার ও পক্ষাঘাতের অনুভব।

উরুদেশের ভিতরের পেশীতে এবং পায়ের তলায় জ্বালা করা।

উরু (বন্ধন সন্ধিতে) গুরুত্ব ও পক্ষাঘাৎবৎ অনুভব, উপবেশনের পর প্রথম ভ্রমণকালে বৃদ্ধি।

জ্বালা :—দাঁড়াইলে উরুর পশ্চাতের পেশীতে, ভ্রমণে উপশম; রাত্রিতে পায়ের তলায়।

নিম্ন পদে ক্ষত।

রাত্রে পায়ের অস্থিতে বেদনা।

পদ স্ফীত ও ঘর্ম্মাক্ত। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-সন্ধিতে স্ফীতি ও জ্বালা করা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আকৃষ্টবৎ এবং উৎক্ষেপ যুক্ত ছিন্নকর বেদনা।

রাত্রিকালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অস্থিতে জ্বালাকর বেদনা।

রস-রক্ত ক্ষয় জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দুর্ব্বলতা এবং তাহাতে কেবল জ্বালা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সুড়সুড়ীর মত অনুভব।

আঘাতাদির পর অস্থি আবরক ঝিল্লী ছুরিকার দ্বারা চাঁচিয়া আনার মত যাতনা বোধ।

পারদ বিকৃতি বা উপদংশ জনিত অস্থির বিবৃদ্ধি প্রভৃতি পীড়া।

শৈত্যজনিত সন্ধিবাত সহ উগ্র কাশি; গিলিতে ঐ বেদনা বৃদ্ধি।

হস্তদ্বয় শীতল ও পদদ্বয় উষ্ণ; কক্ষ ও স্কন্ধ প্রভৃতি স্থানে স্ফোটক।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—ভ্রমণ : ২২, ২৬, ২৮, ৩৩। গতি বা সঞ্চালন : ৪, ২৮। পশ্চাৎদিকে যাওয়া : ৪। উপবেশন : ২, ২০, ২২, ২৮, ৩৩। উঠিতে হয় : ২৪। গ্রীবা নত করিলে : ২৫। শয়ন করিলে : ২, ৩, ৪, ৩৬। দণ্ডায়মান : ২২, ৩৩। উত্তোলন করিলে : ৪। বিশ্রাম : ৪।

৩৬ স্নায়ু।—শিশু দুর্ব্বল, ফেঁকাশে, হিমাঙ্গ; বেদনা বিহীন জেদ।

রস রক্তক্ষয়, শোক, দুঃখ, নিরাশ প্রেম, উদ্বেগ বিলুপ্ত হওয়া, কথা কহা প্রভৃতি কারণ জন্য দৌর্ব্বল্য।

কম্পন, পদদ্বয় দুর্ব্বল, সহজে পদস্খলন হয়।

ভ্রমি :—আহারান্তে, রস রক্তক্ষয়, মানসিক আবেগ প্রভৃতি কারণে; তৎসহ শয়নে ইচ্ছা।

হস্ত মৈথুনকারীগণের বক্ষ ও ডাএফ্রাম মধ্যে আক্ষেপযুক্ত ধমনী।

মস্তকের আক্ষেপিক উৎক্ষেপ।

উরুদ্বয়ের পেশীতে কম্পন ও উৎক্ষেপ। সন্ধ্যাকালে অস্থিরতা, হস্ত পদ ইতস্ততঃ সঞ্চালন।

৩৭ নিদ্রা।—অতিশয় আবল্য ও তাচ্ছিল্য ভাব।

অঘোর নিদ্রা, কিন্তু জাগ্রত হইলে সম্পূর্ণ চৈতন্য; টাইফয়েড।

রাক্ষসবৎ ক্ষুধা, শুষ্ক উত্তাপ, পতন অনুভব, বিষন্নকর চিন্তা প্রভৃতি দ্বারা জাগ্রত হয়।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ১, ২১, ২২, ২৭, ৪০। সন্ধ্যা : ২, ৫, ২৭, ৩৬, ৪০। রাত্রি : ১০, ১১, ২১, ২৩, ২৪, ২৬, ৩০, ৩৪ ৪০, ৪৪, ৪৫। দিবা: ৪০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—সাধারণতঃ অনাবৃতাবস্থায় বৃদ্ধি, আবৃতাবস্থায় আরাম।

উষ্ণ গৃহ : ২। উত্তাপ : ১০। শয্যার উত্তাপ : ১০। শৈত্য : ১০। অনাবৃত হইতে অনিচ্ছা : ৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সন্ধ্যাকালে অতিশয় কম্প ও শীত।

পুনঃ পুনঃ কম্প ও উত্তাপ পর্য্যায়ক্রমে।

শীতের সময়ে, অঙ্গুলির অগ্রভাগে এবং উদর মধ্যে বিশেষ এক প্রকার শৈত্যানুভব, তৎসহ বাহুর দুর্ব্বলতা এবং মণিবন্ধে ছিন্নকর বেদনা।

উত্তাপ কিন্তু আনাবৃত হইতে অনিচ্ছা।

আভ্যন্তরিক তাপ, কিন্তু বাহিরে স্পর্শ করিলে গরম বলিয়া বোধ হয় না।

ঘর্ম্ম :—সাধারণতঃ মস্তকের পশ্চাৎ দিকে ও গ্রীবাদেশে তৎসহ দিবাভাগে নিদ্রালুতা; উদ্বেগসহ রাত্রি কালে ও প্রাতে প্রচুর; চটচটে।

সবিরাম জ্বর :—সর্ব্বাঙ্গে কম্প, অঙ্গুলি সকল বরফ সদৃশ শীতল, পিপাসাহীনতা, তাহার পরে পিপাসাহীন উত্তাপ; ‖ অতিশয় উত্তাপ, তাহাতে প্রায় চৈতন্য লোপ করে।

কেবল ঘর্ম্মকালে পিপাসা।

টাইফয়েড জ্বর : ১, ২, ৫, ৬, ৮, ১১, ১৯, ২০, ২৮, ২৯, ৩৬ ইত্যাদি।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ১৮, ২৩। বাম : ১৮, ২৪, ৩২। উর্দ্ধ হইতে নিম্ন দিকে : ৩১।

৪৩ তন্তু।—রক্তস্রাব, রক্ত কাল।

গ্রন্থি সমূহের বেদনাশূন্য স্ফীততা।

অস্থির প্রদাহ—গণ্ডমালা দোষ, উপদংশ দোষ বা পারদ ঘটিত দোষ যে কারণে হউক।

অস্থি সমূহের পীড়া।

অস্থি আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ, তৎসহ জ্বালাকর চর্ব্বণবৎ ও ছিন্নকর বেদনা।

অস্থিক্ষয় (Caries)।

শীর্ণতা ; কোন একটী অঙ্গের শুষ্কতা।

বাহ্য প্রদেশ কৃষ্ণবর্ণ হওয়া।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৩১, ৩৪, ৪০।

ছেঁচা আঘাতের পর অস্থি আবরক ঝিল্লী ছুরিকার দ্বারা চাঁছিয়া লওয়ার মত বোধ, রাত্রে বৃদ্ধি।

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতে জ্বালা করা।

৪৬ চর্ম্ম।—‖ দদ্রুবৎ (herpes) উদ্ভেদ—শুষ্ক বা সরস, শুষ্ক ছাল উঠে।

হস্তে, সন্ধির কুঞ্চিত স্থানে বা অঙ্গুলি মধ্যে কণ্ডূয়ন।

উদ্ভেদ শৈত্য জন্য বিলুপ্ত হইলে মস্তিষ্ক-লক্ষণ, বধিরতা বা শোথ উৎপন্ন করে।

বসন্ত। টাইফয়েড অবস্থায়, উদ্ভেদ সকল পুঁজে পূর্ণ হয় না অথচ বড় বড় ফোস্কায় পরিণত হইয়া ফাটিয়া যায়, পরে গাত্রে ক্ষত থাকে (excoriated) ; জলবৎ ভেদ ; পেশীর উৎক্ষেপ ; মৃত্যু ভয়, ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে।

আঁচিল সকল লম্বা, সূচল।

কণ্ডাইলোমেটা :—তৎসহ অস্থি বেদনা ; উপদংশ বিষ সংসৃষ্ট।

ক্ষত সকল :—চর্ম্মে বিস্ফোটকের ন্যায়, চারিধারে তাম্র বর্ণ ; সূচী-বেধ বেদনা ; অগভীর ও কণ্ডূয়নশীল।

স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ হয়।

৪৭ অবস্থা।—শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধনের মন্দ ফল ; যেন সর্ব্বাঙ্গ ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে।

৪৮ সম্বন্ধ।—অতিসার, দুর্ব্বলতা ও প্রচুর ঘর্ম্ম প্রভৃতি রোগে চায়নার পূর্ব্বে বা পরে।

আহারের পর মূর্চ্ছা হইলে নক্স-ভমিকায় উপকার না হইলে, ফস্ফ-রিক-এসিড দিতে হয়।

ফস্ফরিক-এসিডের পরে, চায়না, ফেরাম, রসটক্স, ও ভিরেট্রাম সর্ব্বদা উপযোগী।

ফস্ফরিক এসিডের প্রতিবিষ :—ক্যাম্ফর ও কফিয়া।

টাইফয়েড পীড়ায় মিউরেটিক এসিড হইতে প্রভেদ করিতে হইলে ধূসর বর্ণ বা বর্ণহীন মল লক্ষ্য করিতে হয় ; নাইট্রাস্ স্পিরিট ডল্সিস্ ঔষধে অচৈতন্যভাব, মানসিক যন্ত্রাদির অর্দ্ধ পক্ষা-ঘাত, জাগ্রত করিলে ধীরে উত্তর দিয়া পুনর্ব্বার অঘোর নিদ্রা-পন্ন হয়। (টাইফয়েড পীড়ায় ফস্ফরিক এসিড অকৃতকার্য্য হইলে ইহাতে উপশম হয়)।

ফাইটোলেক্কা ডিকাণ্ড্রা।

আলেণ্টাউন্ কলেজ।

১ মন।—প্রলাপযুক্ত।

মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা।

অতি প্রত্যুষে জাগরিত হইয়া দৈনিক কার্য্যে বিরক্তি।

অত্যন্ত ভয়, মৃত্যু হইবে নিশ্চিত হওয়া।

জীবনে তাচ্ছিল্য।

গাত্রাবরণ খুলিতে (স্ত্রীলোক) সম্পূর্ণ লজ্জাহীনতা ও তাচ্ছিল্যভাব।

উগ্রভাব; অস্থিরতা।

বেদনা সম্বন্ধে চৈতন্যাধিক্য।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন :—তৎসহ পতন ভয়; অস্পষ্ট দৃষ্টি; শয্যা হইতে উত্থিত হইলে ভ্রমি বোধ; পা টলে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তক ও গ্রীবার পশ্চাতে বেদনা।

একপেশে মাথাব্যথা।

কপাল হইতে উঠিয়া বেদনা পশ্চাৎ দিকে আইসে।

অপরাহ্ণ দেড় ঘটিকার সময় মস্তকের ভিতরে ভারযুক্ত কামড়ানি।

মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে টাটানি যেন ক্ষত হইয়াছে এরূপ বেদনা বোধ।

কপালে বেদনাযুক্ত চাপ।

মস্তকের শীর্ষ দেশে বেদনা, উচ্চস্থান হইতে নিম্নে আসিবার কালে মস্তিষ্কে মৃষ্টবৎ বেদনা বোধ।

বিবমিষা-জনক শিরঃশূল, সম্মুখ মস্তকে অধিক প্রবল; তৎসহ কোঁৎ পাড়া ও কোমর কামড়ানি; প্রত্যেক সপ্তাহে হয়।

৪ বহির্মস্তক।—কেশদদ্রু, ধৌত বা স্নান করিলে বৰ্দ্ধিত হয়।

৫ চক্ষু।—আলোকাসহতা।

অক্ষিতারা সঙ্কুচিত; ধনুষ্টঙ্কার।

অস্পষ্ট দৃষ্টি।

চক্ষুতে জ্বালাকর, কুট কুট করা বেদনা ; গ্যাসালোকে কণ্ডুয়ন বৃদ্ধি ; প্রচুর অশ্রুস্রাব। *সর্দ্দিজ চক্ষুপ্রদাহ।

চক্ষুতে বালিকণা বোধ, তৎসহ টাটানি ও জ্বালা করা।

লিখিতে বা পড়িতে অক্ষিগোলক মধ্যে তীব্র বেদনা।

অক্ষিপুটের ঈষৎ লালাভাযুক্ত নীলবর্ণের স্ফীতি, বামভাগে, ও প্রাতে অধিক ; কঠিন, অনমনীয় কৌষিক তন্তু প্রদাহ (cellulitis)।

এক সময়ে একটী মাত্র চক্ষু সঞ্চালিত হয়।

ঔপদংশিক চক্ষু-প্রদাহে অক্ষি-কোটরের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বেদনা।

৬ কর্ণ।—গলাধঃকরণ সময়ে উভয় কর্ণ মধ্যে চিড়িকমারা বেদনা, দক্ষিণ ভাগে বেশী।

ইউষ্টেকিয়ান নলী অবরুদ্ধ বোধ।

৭ নাসিকা।—নাসারন্ধ্র হইতে তরল জলবৎ স্রাব, যতক্ষণ নাসিকা সাঁটিয়া না ধরে।

একটী নাসিকা হইতে শ্লেষ্মাস্রাব, অপরটি অবরুদ্ধ ; অশ্বারোহণে দুইটীই বন্ধ হইয়া থাকে।

ক্ষতকারী স্রাব। *স্কার্লেটিনা বা আরক্ত জ্বরের উদ্ভেদ।

৮ মুখমণ্ডল।—অত্যন্ত ফেঁকাশে ; মৃতবৎ ; কখন নীলবর্ণ ও কষ্টব্যঞ্জক ; ঈষৎ হরিদ্রাভ।

কপালে শীতল ঘর্ম্ম।

মুখের পার্শ্বে ও বাম কর্ণের চতুর্দ্দিকে বিসর্প সদৃশ বেদনাযুক্ত স্ফীতি ; তথা হইতে করোটীর উপর আইসে ; অত্যন্ত বেদনাযুক্ত।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—▌গ্রীবা ও মুখমণ্ডলের পেশীর আক্ষেপিক সংকোচনে চিবুক বক্ষাস্থির সন্নিকট আকৃষ্ট। ধনুষ্টংকার।

▌ওষ্ঠদ্বয় উল্‌টাইয়া পড়ে ও দৃঢ় ; *ধনুষ্টঙ্কার।

ওষ্ঠ হাজিয়া যাওয়া মত ক্ষত।

কর্ণমূল গ্রন্থি ও সব-ম্যাক্সিলারী গ্রন্থি স্ফীত।

১০ দন্ত।—দন্তে দন্তে দংশন প্রবৃত্তি।

কষ্ট কৃত দন্তোদ্ভেদ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—ধাতুর ন্যায় আস্বাদ।

জিহ্বার গোড়ার দিকে পুড়িয়া যাওয়া মত বোধ।

জিহ্বা:—অগ্রভাগ জ্বলন্ত লাল; শুষ্ক ও পীতবর্ণের লেপ; পশ্চাৎ দিকে পুরু ক্লেদ।

অগ্রভাগে উত্তপ্ত, কর্কশ, টাটানি ও জ্বালা; পারদ হইতে উৎপন্ন ক্ষতের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত; পুরু ও বহির্গত।

১২ মুখমধ্য।—প্রচুর লালা, কখন হরিদ্রাভ, প্রায়ই ঘন, দড়ির মত, আঠাবৎ; পারদ ঘটিত লালাস্রাব, তৎসহ মাড়ী ও দন্ত প্রদাহিত।

দক্ষিণ গণ্ডের ভিতর দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত, তাহাতে অত্যন্ত বেদনা; সেই পার্শ্বে চর্ব্বণ করিতে অক্ষম।

১৩ গলমধ্য।—উপজিহ্বা (আলজিব) বড় ও চক্‌চকে।

গল মধ্যে বেদনা, দক্ষিণ পার্শ্বে বেশী; ফসেস নীলাভ লালবর্ণ; ঢোক গিলিতে কষ্টের বৃদ্ধি; অনুভব হয় যেন অগ্নিবৎ উত্তপ্ত গোলাকার পদার্থ ফসেস মধ্যে রহিয়াছে; গ্রীবা দেশে কাপড়ের সংস্পর্শ অসহ্য।

টনসিল গ্রন্থি স্ফীত, নীলাভ ও ক্ষতযুক্ত; ফসেস্ শুষ্ক, জ্বালাযুক্ত।

গলমধ্যে যেন কিছু আটকাইয়া আছে, বামদিকে অধিক।

গলমধ্যে অপরিষ্কৃত পর্দ্দাবৎ কৃত্রিমঝিল্লি পড়া; নাসিকার পশ্চাৎ ছিদ্র (নেরিস) হইতে কষ্টে থক্ করিয়া শ্লেষ্মা উঠে। দুর্ব্বলতাসহ মস্তকে, গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা; উঠিলে ভ্রমি যাওয়া। *ডিপথিরিয়া।

উষ্ণ তরল দ্রব্য পান করিতে পারে না; শ্বাসরোধ প্রায়; টন্‌সিলে ক্ষত। *উপদংশ।

ফেরিংস শুষ্ক, ও মসৃণ নহে, যেন একটী গর্ত্তবিশেষ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অত্যন্ত পিপাসা।

আহারান্তেই ক্ষুধা।

ক্ষুধার বিলোপ।

১৫ পানাহার।—আহারান্তে : ৮। উষ্ণ পানীয় : ১৩। লেমনেডের পর ২০।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—বিবমিষা, বায়ু ও টক জলবৎ দ্রব্যের উদ্গার।
কএক মিনিট অন্তর অত্যন্ত বমন।
বিবমিষা ও অত্যন্ত বেদনা সহ অতিশয় চাপ চাপ জমাট রক্ত বমন; রোগী শান্তির জন্য মৃত্যু ইচ্ছা করে; ভেদ ও বমন।
ডিপথিরীয়া রোগে বমন।

১৭ পাকস্থলী।—পাকস্থলী প্রদেশে মুষ্টবৎ ও টাটানি বোধ। পাকস্থলিতে উষ্ণতা।
দারুন আঘাত বা মুষ্টাঘাতে যেরূপ বেদনা হয়, পাকস্থলিতে সেইরূপ বেদনা, তার পর আক্ষেপ, এবং শীতলতা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়ামে একটী টাকার আকৃতি একটি বেদনাযুক্ত স্থান, স্পর্শে অতিশয় চৈতন্যাধিক্য।

১৯ উদর।—উদর মধ্যে শূল ও আক্ষেপ।
নাভির চতুর্দ্দিকে জ্বালাকর, শূল বেদনা।
বাত, উদরের পেশী পর্য্যন্ত বিস্তৃত।
কোঁত পাড়া মত বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—পাতলা, কটাবর্ণ, আম ও রক্ত, অন্ত্র চাঁচিয়া আনা পদার্থের ন্যায়; বেগ ও পিত্তযুক্ত।
প্রত্যূষে ভেদ, লেমনেড্ ব্যবহারের পর।
বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের কোষ্ঠবদ্ধতা বা যাহাদের হৃদ্‌পিণ্ড দুর্ব্বল।
রক্তস্রাবী অর্শ। সরলান্ত্রে ক্ষত (ফাটিয়া যাওয়া)।

২১ মূত্র।—বৃক্ক প্রদেশে দুর্ব্বলতা, অতীব্র বেদনা এবং টাটানি; প্রায়ই দক্ষিণদিকে এবং তাপের সহিত সম্বন্ধ থাকে; প্রস্রাবে খড়ির গুড়ার ন্যায় অধঃক্ষেপ।
মূত্র :—অণ্ডলালীয়; অতিশয় বা অল্প; ঘোরাল লালবর্ণ, পাত্রে দাগ ধরে।
প্রস্রাবকালে বা পূর্ব্বে মূত্রাধার প্রদেশে বেদনা।
প্রস্রাব করিতে অতিশয় বেগ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—নূতন ও পুরাতন প্রমেহ।
অণ্ডকোষ প্রদাহ; গৌণ উপদংশ।
উপদংশ ক্ষত; গলক্ষত; জননেন্দ্রিয়ে বা লিঙ্গে ক্ষত।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু শীঘ্র শীঘ্র ও অতি প্রচুর; স্তনদ্বয়ে বেদনা।
বন্ধ্যা স্ত্রীগণের কষ্ট রজঃ; কোষ্ঠবদ্ধ।
ডিম্বকোষ প্রদাহ।

২৪ গর্ভ।—পশ্চাৎ কটিদেশ বা সেক্রম হইতে জানু ও গুল্‌ফ পর্য্যন্ত বেদনা নামিয়া আবার সেক্রম পর্য্যন্ত বেদনা উত্থিত হয়।
যেখানে সেখানে উৎক্ষেপ; প্রসবের পর।
স্তনে প্রদাহ, স্ফীতি ও পুঁজ সঞ্চার।
চুচুকদ্বয় অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট।
পাথরের মত স্তন শক্ত ও কঠিন, স্তনদান বন্ধ করার পরে।
চুচুক ক্ষত ও ফাটিয়া যাওয়া; শিশুকে স্তন্যপান করাইবার সময় অতিশয় বেদনা; চুচুক হইতে বেদনা আরব্ধ হইয়া সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে।
প্রচুর পরিমাণে স্তন্যক্ষরণ, তজ্জন্য দুর্ব্বলতা।
স্তনে স্ফোটক,—নালী ও বিশ্রী ক্ষত হইতে তরল দুর্গন্ধ পুঁজস্রাব।
স্তন্য গ্রন্থিতে কঠিন বেদনাযুক্ত গুটীগুটী।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গ এবং বাক্‌রোধ বা স্বরবিলোপ।
স্বর নালীর শুষ্কতা, সন্ধ্যাকালে বর্দ্ধিত।
স্বরনালী মধ্যে জ্বালা করা ও গ্লটিস মধ্যে সংকোচন বোধ; কষ্টকর শ্বাস।
গ্লটিসের আক্ষেপ, চক্ষুর বিকৃতভঙ্গি, এক চক্ষু মাত্র নড়িতে থাকে, অঙ্গুষ্ঠ সংকুচিত, ইত্যাদি।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—কষ্টকৃত শ্বাস প্রশ্বাস; শ্লেষ্মার শব্দ স্পষ্ট শুনা যায়।
সর্ব্বদা কোঁথান ও বায়ুর জন্য খাবি খাওয়া। *ডিপথিরিয়া।
দীর্ঘ নিঃশ্বাস ও ধীর শ্বাসক্রিয়াসহ ভ্রমি।

২৭ কাশি।—খকখকে শুষ্ক কাশি; লেরিংক্স মধ্যে সুড় সুড় করা হইতে উদ্ভূত; রাত্রে শয়ন করিবামাত্র বৃদ্ধি।

গয়ার ঘন ও শক্ত বা শুষ্ক।

২৮ ফুস্‌ফুস্‌।—ফুস্‌ফুস্‌ ও গলমধ্যে শ্বাসরোধ ভাব ও বেদনা।
কাশির সঙ্গে বক্ষে ও পার্শ্বে চর্ব্বণবৎ বেদনা বা কামড়ানি।
কাশির সহিত মধ্য বক্ষাস্থির অভ্যন্তরে বেদনা।

২৯ হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—বক্ষ প্রদেশে বেদনা; এঞ্জাইনা পেক্টরিস (angina pectoris) ; দক্ষিণ বাহুতে বেদনা প্রবেশ করে।
কোষ্ঠবদ্ধতাসহ হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া দুর্ব্বল।
হৃদ্‌পিণ্ডের নিকটে খঞ্জবৎ বা অসাড় ভাবসহ জাগিয়া উঠে; প্রশ্বাসকালে অধিক ; পুনরায় আর নিদ্রা হয় না।
নাড়ী :—ক্ষুদ্র, অসমান ; পূর্ণ কিন্তু সহজে নম্য।

৩০ বহির্বক্ষ।—শৈত্য ও আর্দ্রতা লাগান জন্য নিম্ন পঞ্জরাস্থির বাত।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—মুখমণ্ডলের ও গ্রীবার পেশীর আক্ষেপিক ক্রিয়া। *ধনুষ্টংকার রোগ।
গ্রীবার দক্ষিণদিকস্থ গ্রন্থি সমূহের কাঠিন্য।
অনম্য গ্রীবা ; টনসিল স্ফীত।
গলক্ষতসহ দিবারাত্রি কোমরে ও পশ্চাৎ দেশে বাতের বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—উভয় স্কাপুলা বা স্কন্ধাস্থিতে সর্ব্বদা কামড়ানি।
দক্ষিণ স্কন্ধ সন্ধিতে চিড়িক্‌মারা বেদনা, তৎসহ কাঠিন্য ও বাহু উত্তোলন করিতে অক্ষমতা।
বাহুতে বেদনা, বিশেষতঃ ডেল্‌টইড্‌ পেশীর সংবদ্ধ স্থলে
অঙ্গুলি সন্ধি স্ফীত, কঠিন ও উজ্জ্বল।
বাহুদ্বয়ে অসাড় বোধ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—সেক্রমাস্থি হইতে উভয় উরুদেশের বহির্ভাগে পর্য্যন্ত চিড়িকমারা বেদনা।
উরু মধ্যে তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা ; পদ অ কুষ্ট বা আকুঞ্চিত, গৃহতল স্পর্শ করিতে পারে না ; পারদ ব্যবহারের পর দক্ষিণদিকের বঙ্ক্ষনসন্ধির পীড়া ; কিম্বা উপদংশ দোষগ্রস্ত বালকগণের।
বাম জানুসন্ধির বাত রোগ।

প্রত্যহ রাত্রে টিবিয়া নামক অস্থির আবরক ঝিল্লিতে বেদনা।
বাম উরু দেশের পুরাতন বাত রোগ।
পায়ে ক্ষত ও গুটী গুটী মত।
নিম্নপদ ঈষৎ স্ফীত, পদতল জ্বালাকরা; গুল্‌ফসন্ধি ও নিম্ন পদের ভিতরে অত্যন্ত বেদনা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—কনুই এবং জানু হইতে বাহু ও পদদ্বয় পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত অত্যন্ত বেদনা; সংস্পর্শে ও সঞ্চালনে বৃদ্ধি; উপদংশ।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—গতি: ১,৫। নামিয়া আইসা: ৩। শয্যা হইতে উত্থান: ২। শয়ন: ৭৭।

৩৬ স্নায়ু।—অত্যন্ত অবসন্নতা, দুর্ব্বলতা ও পৈশিক পক্ষাঘাত।
পদদ্বয় দুর্ব্বল ও গুরু; ভ্রমণকালে পা টলে।
ধনুষ্টংকার রোগ; পেশী সকলের পর্য্যায়ক্রমে আক্ষেপ ও শিথিলতা; সাধারণ পৈশিক কাঠিন্য।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রালুতা।
রাত্রে অস্থিরতা, বেদনায় শয্যাত্যাগ করায়।
নিদ্রা ভঙ্গের পর অত্যন্ত অস্বস্তি ভাব বা কষ্ট।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ১, ৬, ২০, ৩১, ৩৬, ৪০। অপরাহ্ণ: ৩। সন্ধ্যা-কাল: ২৫। রাত্রি: ২৫, ২৭, ৩১, ৩৩, ৩৭, ৪৪। দিবা এবং রাত্রি: ৩১।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—আর্দ্র বায়ু: ৩, ৩০, ৪৪। উত্তপ্ত হইয়া স্নান: ৪, ৮। শৈত্য: ৩০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীতলতা, মূর্চ্ছা, শ্বাসকষ্ট; প্রত্যেক প্রাতঃকালে কম্প বা শীত।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল; মস্তক ও মুখমণ্ডল উষ্ণ।
সম্মুখমস্তকে বা কপালে শীতল ঘর্ম্ম।
নৈশ ঘর্ম্ম।

৪১ আক্রমণ।—প্রত্যেক সপ্তাহে: ৩। প্রত্যেক প্রাতে: ৪০।

৪২ পার্শ্ব ।—দক্ষিণ : ৩, ৬, ১২, ১৩, ১৮, ২১, ৩১, ৩২, ৩৩। বাম : ৩, ৮,১৩,২৯, ৩৩। বাম হইতে দক্ষিণ : ২৯। নিম্ন হইতে উর্দ্ধে : ৩। উর্দ্ধ হইতে নিম্নে : ৩৩। উর্দ্ধ হইতে নিম্নে, তার পর নিম্ন হইতে উর্দ্ধে : ২৪। সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ দিকে : ৩।

৪৩ অনুভব ।—তাড়িৎ বেগে বেদনা সঞ্চরণ করে ; উৎক্ষেপ বেদনা ; চিড়িকমারা, ছুরিকা বিদ্ধবৎ বেদনা।

৪৪ তন্তু ।—মেদের অভাব বা বিলোপ।

পূঁজ সঞ্চার করে।

পূঁজ দুর্গন্ধ জলবৎ।

বাত ও বাতরক্ত রোগ ; বেদনা সঞ্চরণশীল ; সন্ধি স্ফীত ও লাল ; অস্থি আবরক ঝিল্লির বিকৃতভাব, বিশেষ পারদ ও উপদংশ দোষে ; রাত্রে ও আর্দ্র বায়ুতে বৃদ্ধি।

গ্রন্থি সকল স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত।

অস্থির প্রদাহ ও স্ফীতি।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি ;—অশ্বারোহণ : ৭। স্পর্শ : ১৩, ১৮, ২৪।

৪৭ চর্ম্ম ।—শীতল, কুঞ্চিত, শুষ্ক ও সীসকবর্ণ।

ক্ষৌর কণ্ডু, অরিষ্ট বাহ্য প্রয়োগে।

দদ্রু (ringworm)।

স্ফোটক, বিশেষতঃ ক্ষতের চারিদিকে।

কৃষ্ণবর্ণ, দদ্রুবৎ, পুঁজযুক্ত, উদ্ভেদ।

ক্ষত সকল যেন গোলাকার ভাবে কর্ত্তিত ; তলায় যেন শাদা মোমের মত ; উপদংশ ক্ষত সকল।

কর্কটীয় ক্ষত (স্তনের)।

লালবর্ণের, অসমান, ঈষৎ উচ্চ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদ।

উপদংশ দোষগ্রস্ত শরীরে লাল লাল দাগ।

৪৮ সম্বন্ধ ।—ফাইটলেক্কার প্রতিবিষ :—দুগ্ধ ও লবণ ; ইগ্নেসিয়া ; সলফর (চক্ষুর লক্ষণ জন্য)।

ফ্লুরিকএসিড।

পরীক্ষক :—হেরিং।

১ মন।—বিস্মৃতি :—দৈনিক কার্য্যে, ও তারিখ।
স্বীয় পরিবার প্রতি বিতৃষ্ণা বা ঘৃণা।
মানসিক বিষণ্ণতা।
অত্যন্ত উদ্বিগ্ন স্বভাব, অপরাহ্ণ অপেক্ষা পূর্ব্বাহ্ণে কথঞ্চিৎ উপশম।
ভীত স্বভাব।
যাহাদের অতিশয় ভালবাসিতেন, তাহাদের প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব; এবং অপরিচিত ব্যক্তিগণের সহিত সুখে কথোপকথন ও তাহাদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখা।
সাধারণ মানসিক উল্লাস, কিছুতেই ভয় নাই, এবং নিজে নিজে (স্ত্রীলোক) সন্তুষ্ট হওয়া।

২ চৈতন্য।—সম্মুখ মস্তকে রক্তসঞ্চয় তৎসহ রাত্রে পশ্চাৎ মস্তকে ভার বোধ।
দুর্ব্বলতাবোধ, যেন মস্তকমধ্যে অসাড়ভাব, হস্তমধ্যেও সেইরূপ বোধ।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—দুই রগে চাপিয়া ধরা বেদনা।
গ্রীবাদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তকের মধ্যস্থল দিয়া সম্মুখ মস্তক পর্য্যন্ত শিরঃপীড়ার গতি; মস্তকে অল্প অল্প ভার বোধ।

৪ বহির্মস্তক।—সম্মুখমস্তকমধ্যে অসাড়বোধ।
টেম্পোরাল অস্থিতে ক্ষত বা ক্ষয়রোগ।
সর্ব্বদা চুল আচড়ায়, কারণ চুলের অগ্রভাগে জটা বান্ধে।
চুল উঠিয়া যায়। নূতন কেশ শুষ্ক এবং সহজে ভাঙ্গিয়া যায়।

৫ চক্ষু।—চক্ষুর উপর ভার, তৎসহ ঝিঝমিষা; সঞ্চরণে আধিক্য।
চাপ, যেন দক্ষিণ গোলকের পশ্চাৎদেশ হইতে।
চক্ষুর সম্মুখে ঘোর ঘোর দাগ, অধ্যয়ন কালে বেশী হওয়া।
অক্ষি-পুটের নিম্নে যেন শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে বোধ (এমন কি উষ্ণ গৃহ মধ্যেও), তজ্জন্য চক্ষুতে রুমাল চাপা দিতে ইচ্ছা হয়।

চক্ষুতে বালুকা কণা বোধ।

পুনঃপুনঃ চক্ষুর পল্লব ফেলিতে হইবে এরূপ বোধ, যেন কিছু চক্ষুমধ্যে রহিয়াছে, যাহা রগড়াইলে যায় না।

প্রচুর অশ্রুস্রাব।

অক্ষিকোণে কণ্ডূয়ন ও অক্ষিকোণে নালী।

৬ কর্ণ।—উভয় কর্ণমধ্যে অসহ্য কণ্ডূয়ন।

কণ্ডূয়নে আশু বা ক্ষণিক একটু উপশম, তৎপরে জ্বালানুভব।

৭ নাসিকা।—সরস সর্দ্দি বা শ্লেষ্মাস্রাব, মধ্যে মধ্যে নাসিকা বন্ধ হওয়া।

ভ্রমণকালে নাসিকার পশ্চাৎ ছিদ্র বিস্তৃত বোধ।

লাল, স্ফীত, প্রদাহযুক্ত নাসিকা।

নাসিকার দক্ষিণ ভাগে কণ্ডূয়ন।

৮ মুখমণ্ডল।—রক্ত শূন্য, ফেঁকাশে।

মুখমণ্ডলে উত্তাপ বোধ, শীতল জলে ধৌত করিতে ইচ্ছা।

শিশুদিগের মুখমণ্ডলে শুষ্ক, আঁইসযুক্ত, অত্যন্ত কণ্ডূয়নশীল উদ্ভেদ।

কপালে ও মুখমণ্ডলের চর্ম্মে টিউবর্কল তাহা থাকে। *শৈশব উপদংশ।

১০ দন্ত।—দন্তে উষ্ণতা, গুরুত্ব ও শুষ্কতা অনুভব।

প্রাতঃকালে মুখে ও দন্তে শ্লেষ্মার লেপ।

দন্তশূল, শীতল পানীয়ে বৃদ্ধি, কিম্বা যতক্ষণ মুখমধ্যে সেই জল উষ্ণ না হয় ততক্ষণ উপশম থাকে।

শীঘ্র শীঘ্র দাঁতে পোকা লাগা।

দক্ষিণদিকের দন্তমূলে অতিশয় বেদনা তৎসঙ্গে সর্ব্বদা পুঁজ স্রাব; মাড়ীর উপর চাপ দিলে অতিশয় বেদনা বোধ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—দন্তমূল হইতে দুর্গন্ধ আস্বাদ।

জিহ্বার প্রায় বেদনা থাকা; কাঠিন্যানুভব, নাড়িতে না পারা; কথা কহিবার সময় বেদনা।

জিহ্বা:—অগ্রভাগ ও ধার সকল উজ্জ্বল লাল, মধ্যস্থলে পীতবর্ণের লেপ; ঈষৎ শ্বেতবর্ণ ও শুষ্ক।

জিহ্বার চারিদিকে গভীর ও বিস্তৃত ক্ষত, এবং মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ গভীর বিশ্রী ক্ষত।

১২ মুখগহ্বর।—প্রচুর লালা স্রাব।

১৩ গলমধ্য।—তালুতে ও গণ্ডের পার্শ্বে মটরের অর্দ্ধ পরিমাণে লাল লাল উদ্ভেদ, সহজে রক্তস্রাব হয়।

কোমল তালুদেশ ও আলজিব অত্যন্ত লাল ও স্ফীত, দুর্গন্ধ শ্বাস, অনুনাসিক সুর, অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ।

ফসেস্ মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চয় তজ্জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত।

গলমধ্যে অল্প শৈত্য লাগিলে তৎক্ষণাৎ প্রদাহ, গিলিতে কষ্ট ও বেদনা।

গলা আটকান ভাব ও গিলিতে কষ্ট; প্রাতঃকালে খক্ করিয়া রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা বা গয়ার তোলা।

গলাধঃকরণ সময়ে অতিশয় বেদনা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অত্যন্ত ক্ষুধা।

পিপাসা; মদ্য পানে ইচ্ছা।

১৫ পানাহার।—উষ্ণ পানীয়: ২০। শীতল পানীয়: ১০। আহার: ১৯। মিষ্টদ্রব্যে উপসর্গ বৃদ্ধি হয়।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—বিবমিষা সহ সর্ব্বাঙ্গে উত্তাপ। উদ্গার এবং দুর্ব্বলতা।

আহারাদি দোষে পিত্ত বমন।

১৭ পাকস্থলি।—পাকস্থলি মধ্যে পূর্ণত্ব ও গুরুত্ব অনুভব।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—দক্ষিণদিকে অত্যন্ত বেদনা।

প্লীহা ও বাম বাহুরদিকে চাপপ্রদ বেদনা।

১৯ উদর।—নাভিপ্রদেশে শূন্য বোধ, তৎসহ দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণে ইচ্ছা; কাপড় বাঁধিলে বা আহার করিলে উপশম বা ভাল থাকা।

উদরের শোথের স্ফীতি।

২০ মল, ইত্যাদি।—পুনঃ পুনঃ উদ্গার ও বায়ু নিঃসরণ, গুহ্যদ্বার বন্ধ

পেটবেদনা করিয়া অত্যন্ত তরল, উজ্জ্বল পীতবর্ণের মল, এবং তাহাতে আম।

রাত্রে বা অতি প্রত্যুষে ভেদ।

মল অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, ঈষৎ পীতাভ কটা বর্ণ তৎসহ বেগ, এবং গুহ্যদ্বার ভ্রংশ।

পিত্তযুক্ত উদরাময়, দিবসে বৃদ্ধি, পানীয় বিশেষতঃ উষ্ণ পানীয় পান মাত্র বৃদ্ধি।

শুষ্ক মল বিলম্বে বহির্গত হয়।

গুহ্যদেশ মধ্যে ও চতুর্দ্দিকে কণ্ডূয়ন।

২১ মূত্র।—পুনঃপুনঃ উজ্জ্বল বর্ণের মূত্র ত্যাগ, তৎসঙ্গে পিপাসা বৃদ্ধি।

মূত্র:—স্বল্প ও লাল, ত্যাগকালীন কষ্ট।

ঈষৎ শ্বেত বর্ণ বা লাল বর্ণের অধঃক্ষেপ।

মূত্র ত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে জ্বালা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—বৃদ্ধগণের প্রবল রতি প্রবৃত্তি, রাত্রিতে প্রবল লিঙ্গোত্থান।

রাত্রিতে প্রমেহ স্রাব, কাপড়ে হরিদ্রা বর্ণের দাগ লাগে।

শিশ্নের শোথের ন্যায় স্ফীতি; জলদোষ বা হাইড্রসিল পীড়া।

জননযন্ত্রে উগ্র গন্ধবিশিষ্ট, তৈলাক্ত ঘর্ম্ম।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অতি শীঘ্র শীঘ্র এবং প্রচুর রজঃ; ঘন ও চাপ চাপ শোণিত স্রাব।

প্রচুর রজঃস্রাবের সহিত বা পর্য্যায়ক্রমে শ্বাসকষ্ট।

ক্ষতকর প্রদর তৎসহ কণ্ডূয়ন।

২৪ গর্ভ।—দক্ষিণ চুচুক লাল, স্ফীত ও কণ্ডূয়নযুক্ত; চুচুক ক্ষত ও ফাটা ফাটা; মস্তকে রক্তসঞ্চয়।

২৫ লেরিংক্স।—দুর্ব্বল স্বর।

লেরিংক্স ও ট্রেকিয়া মধ্যে শুষ্কতা।

লেরিংক্স মধ্যে সুড় সুড় করা তজ্জন্য খক খক করিতে এবং গিলিতে হয়।

লেরিংক্সে টাটান তজ্জন্য শ্বাসরোধের ভাব এবং সাঁই সাঁই শব্দ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—অপরাহ্ন ও সায়াহ্নে শ্বাসকষ্ট : ২৩।

বক্ষমধ্যে কষ্টানুভব, পশ্চাৎদিকে নত হইলে উপশম।

২৭ কাশি।—পুনঃপুনঃ শুষ্ক কাশি, কদাচিৎ ঈষৎ শ্বেতবর্ণের ফেণাযুক্ত শ্লেষ্মা।

২৮ ফুস্‌ফুস্‌।—বক্ষের উপর প্রদেশ অধিক আক্রান্ত। বক্ষোদক পীড়া।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড ও নাড়ী।—হৃদ্‌পিণ্ডে টাটান বা ক্ষতের ন্যায় বেদনা।

নাড়ী ক্ষুদ্র ও দ্রুত।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষ ও বাহুর উপরে শল্কযুক্ত উদ্ভেদ্‌।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা দেশের তৃতীয় কশেরুকা অস্থিতে বেদনা।

গ্রীবার কাঠিন্য বা অনম্যতা।

সেক্রমাস্থিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—দক্ষিণ স্কন্ধসন্ধিতে বেদনা; স্কন্ধসন্ধিদ্বয় বাতে কাঠিন্য বা অনম্যভাব ধারণ করিয়াছে।

দক্ষিণ বাহুতে ঈষৎ অসাড়ভাব।

হস্তের দুর্ব্বলতা ও অসাড়ভাব।

হস্ততালু সর্ব্বদা লাল হওয়া ও জ্বালা করা।

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির নখ মধ্যে তীব্র সূচবিদ্ধবৎ বেদনা।

আঙ্গুল হাড়া। নখের পীড়া।

শীঘ্র শীঘ্র নখ বর্দ্ধন; কুঞ্চিত ভাব বা লম্বা লম্বা দাগ উঠা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—দক্ষিণ উরুর অস্থিতে সূচবিদ্ধবৎ বেদনা।

বাম উরুদেশ এবং বাম পদ অবশ।

দক্ষিণ জানু সন্ধিতে বেদনা।

নিম্নপদ হইতে উদর পর্য্যন্ত ভয়ানক স্ফীত।

পদতলে জ্বালাযুক্ত সূচীবেধ ও গরম ও জ্বলিয়া যাওয়া।

অঙ্গুলির ফাকের মধ্যে ক্ষত। বেদনাযুক্ত কাঁটা (corns)।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—সর্ব্বাঙ্গে বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন : ৫, ৪০। ভ্রমণ : ৭। ব্যায়াম : ৪০।

পশ্চাৎদিকে অবনত হওয়া : ২৬।

৩৬ স্নায়ু।—পেশী সঞ্চালন ক্ষমতার বৃদ্ধি, তাহাতে ক্লান্তি জন্মে না এবং গ্রীষ্মের প্রখর তাপ বা শীতকালের শীতকে গ্রাহ্য না করা।

শক্তির অভাব।

৩৭ নিদ্রা।—চিন্তার আধিক্য হেতু সন্ধ্যাকালে নিদ্রা নাশ।

নিদ্রাহীনতা অথবা অল্প নিদ্রাই যথেষ্ট।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ১,১০,১৩,২০,২২। অপরাহ্ন: ২৬,৪০। সন্ধ্যাকাল: ১,২,২৬,৩৭,৪০। রাত্রি: ২০,২২,৪৪। দিবা: ২০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণগৃহ: ৫। উষ্ণতা: ৪৬। শৈত্যাসহিষ্ণুতা: ১৩। শৈত্য: ৪৬। মুখমধ্যে শীতল জল: ১০। শীতলজলে ধৌত ইচ্ছা: ৮,৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—এককালীন কম্প বা শীত থাকে না।

সাধারণ বা সর্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ, সামান্য অঙ্গ সঞ্চালনে ঝিবঝিবা, অনাবৃত হইতে ইচ্ছা।

চট্‌চটে কটু ও অম্ল গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম (প্রায়ই ঊর্দ্ধ অঙ্গে), বিশেষতঃ অপরাহ্ন ও সায়াহ্নে ব্যায়ামকালে। হস্ত ও পায়ের তলায় অধিক ঘর্ম্ম

ঘর্ম্মে চর্ম্মাদি হাজিয়া যায়।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৫,৭,১০,১৮,২৪,৩২,৩৩,৪৬। বাম: ১৮,৩২,৩৩।

৪৩ অনুভব।—অল্প স্থান ব্যাপিয়া উৎক্ষেপ ও জ্বালাকর বেদনা।

৪৪ তন্তু।—অস্থির পীড়া, বিশেষত লম্বাকৃতি অস্থি সমূহের পীড়া, উহাতে পুঁজ জন্মে, ঐ পীড়া কখন বাড়ে কখন কমে; বেদনা রাত্রে বৃদ্ধি ও অতিশয় দুর্ব্বলতা।

যকৃতের বিবৃদ্ধি ও কাঠিন্য।

পায়ের শিরা সকল স্ফীত ও ক্ষত।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি।—চাপ: ১০। কাল বাঁধা: ১৯। চুলকান: ৬।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্মের অল্প স্থান ব্যাপিয়া জ্বালাকর বেদনা।

শুষ্ক ও শল্কযুক্ত উদ্ভেদ। উচ্চাকার ও লাল লাল ফুস্কুড়ি।
দক্ষিণ কপালে আঁচিল (nævus)।

ক্ষত :—বেদনাযুক্ত ; উষ্ণতায় বৃদ্ধি, শৈত্যে হ্রাস ; প্রচুর পুঁজস্রাব। পায়ের ক্ষত, অস্থি ক্ষত।

বহু দিনের শুষ্ক ক্ষত স্থানের দাগের চতুর্দ্দিকে লাল হয়, তাহাতে বা তাহার চতুর্দ্দিকে কণ্ডূয়নযুক্ত সরস ফুস্কুড়ি জন্মে, কিম্বা ঐ দাগ অত্যন্ত চুলকায়।

৪৭ অবস্থা।—উপদংশ বা পারদ বিকৃতি হেতু বার্দ্ধক্য বা অকাল বার্দ্ধক্য পীড়া। অত্যন্ত দুর্ব্বল স্বাস্থ্য।

৪৮ সম্বন্ধ।—পারদ ও সাইলিসিয়া অপব্যবহার জন্য উপসর্গ।

ফ্লুরিক এসিড কার্য্যকারী :—আর্সেনিকের পরে (যকৃতের পীড়া সহ উদরী রোগে); কালিকার্ব্বের পরে (উরু সন্ধির পীড়ায়); সাইলিসিয়ার পরে (অস্থির পীড়ায়); ফসফরিক এসিডের পরে (বহুমূত্র রোগে)।

ফেরাম।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—মস্তকমধ্যে গোলমাল, তৎসঙ্গে পদদ্বয় শীতল ও অঙ্গুলি সকল অনম্য।

মানসিক গোলযোগ, চিন্তা সকল একত্র স্মরণ করিতে অসমর্থ।

অতিরিক্ত হাস্য বা ক্রন্দন পরায়ণ ; হাঁসিতে কাঁদিতে গল মধ্যে শ্বাসরোধের ভাব, যেন গলা বাহিরে ফুলিয়া উঠিয়াছে বোধ।

কথা কহিতে বা পাঠ করিতে অনিচ্ছা ; চঞ্চল ও স্নায়বিক প্রকৃতি।

বিষণ্ণতা এবং স্ত্রীদিগের ঋতুর পরেও।

উগ্রস্বভাব, আবদারে ; সামান্য প্রতিবাদে রাগান্বিত হয়।

গর্ব্বপূর্ণ অথচ আত্ম-সন্তুষ্ট মুখভঙ্গি।

হিষ্টিরীয়া বা গুল্ম বায়ু রোগগ্রস্ত ভাব।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন :—হঠাৎ দণ্ডায়মান হইলে চারিদিক অন্ধকার

দেখায় ; কোনও দিকে ভর না দিলে পতনোন্মুখ ; বিবমিষা, দুর্ব্বলতা, আলস্য।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকভার ও পূর্ণ বোধ, অক্ষিপুট ভারি, উপবেশন ও অধ্যয়ন কালে নিদ্রালু।

বাম চক্ষুর উপরিভাগে হঠাৎ বেদনা।

রাত্রি ৩টার সময় নিদ্রাভঙ্গ, উভয় রগে সূচীবেধ যাতনা, ক্রমে উহা সমগ্র সম্মুখ মস্তকে ছড়াইয়া পড়ে।

হঠাৎ নড়িলে মস্তকের শীর্ষদেশে দপদপ করা বেদনা।

মস্তকের পশ্চাতে এককর্ণ হইতে অন্যকর্ণ পর্য্যন্ত ভারিবোধ।

মস্তকে রক্তসঞ্চার, হাতুড়ীর আঘাতের ন্যায় দপদপ করা বেদনা; মধ্যাহ্নের পর বৃদ্ধি ; মস্তকের চতুষ্পার্শ্বে একটী লৌহ দণ্ড দ্বারা বেষ্টিত বোধ ; বাহ্যিক চাপ প্রদান করিলে উপশম।

কাসিতে মস্তকের পশ্চাৎভাগে বেদনা।

মাথাধরা :—মস্তকের বাম পার্শ্বে ; সর্দ্দি সহ ; ঋতুর পরে।

মস্তক উষ্ণ কিন্তু পদ শীতল।

লিখিতে গেলে পুনর্ব্বার শিরঃপীড়ার প্রকাশ।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তকের ত্বক ও কেশ টাটান।

মস্তকে শীতল বায়ু লাগিলে ভারি বোধ।

মস্তক-চর্ম্মে সামান্য কণ্ডূয়ন।

৫ চক্ষু।—রাত্রের অন্ধকারে দেখিতে পায় ; গুল্মবায়ু রোগ।

মস্তক ঘূর্ণন ; চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার।

পাঠ বা লিখন কালে অক্ষরগুলি সংযুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

অক্ষিতারা সঙ্কুচিত।

চক্ষুতে চাপ—যেন বহির্গত হইবে বোধ ; দক্ষিণদিকে বেশী।

অক্ষিপুটদ্বয়ের আরক্ততা ও স্ফীতি।

চক্ষু প্রদাহ, জ্বালাযুক্ত ও হুলবিধবৎ যাতনা।

অক্ষিপুটদ্বয় ঝুলিয়া পড়ে, চক্ষু খুলিতে পারে না।

৬ কর্ণ।—দক্ষিণ কর্ণ মধ্যে শব্দ।

সামান্য শব্দে চৈতন্যাধিক্য।

কর্ণ মধ্যে সূচীবেধ যাতনা (প্রাতঃকালে)।

কর্ণের বহির্ভাগে ক্ষতবৎ বেদনা।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ বিশিষ্ট দধিবৎ সবুজ বর্ণের রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নিঃসরণ।

নাসিকার পশ্চাৎস্থিত গহ্বর হইতে জলবৎ পদার্থ স্রাব।

চাপ চাপ রক্তে নাসিকা পূর্ণ, বিশেষ শুষ্ক সর্দ্দির সঙ্গে।

রক্তহীন ব্যক্তির নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল রক্তশূন্য, ঈষৎ সবুজ, কেবল বেদনা প্রভৃতিতে উজ্জ্বল লাল হয়।

চাকচিক্যহীন ঘোলা চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীল বর্ণের গোলাকার দাগ।

মুখমণ্ডল স্ফীত ও ফেঁকাশে।

মুখমণ্ডল অগ্নিবৎ লাল, শিরা সকল স্ফীত; মস্তকে রক্তউঠা।

মুখমণ্ডলে পীতবর্ণের দাগ।

মুখ রক্তশূন্য, হিমাঙ্গ; ফুস্ফুস প্রদাহ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ওষ্ঠদ্বয় রক্তশূন্য ও শুষ্ক।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—অসহ্য রক্তের আস্বাদ।

পচা ডিমের ন্যায় আস্বাদ।

মুখ শুষ্ক ও বিস্বাদ, জিহ্বাতে শ্বেত বর্ণের লেপ।

১২ মুখমধ্য।—প্রাতে শুষ্ক।

মুখগহ্বরের রক্তশূন্যতা।

১৩ গলমধ্য।—টন্‌সিলের নিম্নে, গলার মধ্যে, বাম দিকে গোলাকার পদার্থ বোধ; পানাহার ব্যতীত অন্য সময়ে ঢোক গিলিতে উহার বৃদ্ধি।

গলবেদনা; সমস্ত দিন ভারি বোধ, সন্ধ্যাকালে উপশম।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—পর্য্যায়ক্রমে ক্ষুধা ভাল মন্দ হওয়া; সেই সঙ্গে উদরাময়।

অম্লরস পূর্ণ দ্রব্যে ঘৃণা।

মাংস, বিয়ার মদ্য, ও উষ্ণ দ্রব্যে ঘৃণা।

রুটী খাইতে ইচ্ছা।

পিপাসাহীনতা বা অসহ্য পিপাসা।

১৫ পানাহার।—মাংস ও অম্ল ফলে বৃদ্ধি।

কঠিন খাদ্য চর্ব্বণকালে শুষ্ক ও নিস্বাদ।

সকল প্রকার খাদ্য তিক্ত বোধ।

ডিম্ব ভক্ষণের পর বমন।

স্নেহ বিশিষ্ট খাদ্য ভক্ষণের পর কটু উদ্গার।

আহারের পর পাকস্থলীতে গরম বোধ ও বিবমিষা।

অতি সামান্য পানাহারের পর পাকস্থলীতে আক্ষেপযুক্ত চাপ বোধ।

শীতল জল : ২০।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার :—কটু ; অম্ল ; জ্বালা করা।

বিবমিষা :—মাথাব্যথা সহ ; রাত্রিকালে ভেদ সহ ; শিরোঘূর্ণন সহ।

বমন :—মধ্য রাত্রিতে, বা প্রাতে কিছু খাইবার পর ; কোন খাদ্য খাইবামাত্র।

১৭ পাকস্থলী।—প্লীহার দিকে ক্ষণিক আক্ষেপিক বেদনা সহ পাকস্থলীতে উত্তাপ ও জ্বালাকরা।

অন্ননালী ও পাকাশয় মধ্যে কম্পন, যেন একটী স্নায়ু কম্পিত হইতেছে।

পাকাশয়ের প্লীহা-প্রদেশিক প্রান্তভাগে সাময়িক অসুস্থতা বোধ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—দক্ষিণদিকে আঁট আঁট বা কষাভাব।

সমস্ত দিন কটিদেশে এবং যকৃতে বেদনা।

যকৃত বিবৃদ্ধি ; যকৃতে পূর্ণতা বোধ ও চাপিলে বেদনা।

সবিরাম জ্বরের পর প্লীহার বৃদ্ধি।

বাম হাইপোকণ্ড্রিয়া প্রদেশে চিড়িক মারা বেদনা।

প্লীহা প্রদেশে আক্ষেপ মত অনুভব।

১৯ উদর।— কঠিন, বিস্তৃত কিন্তু বায়ু সঞ্চয় জন্য নহে।

রাত্রে পেট গড় গড় করা, তৎসহ আধ্মান শূল।

সরলান্ত্র স্পর্শে টাটান যেন ক্ষত হইয়াছে কিম্বা বিরেচক ঔষধ দ্বারা দুর্ব্বল হওয়া জন্য ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

২০ মল ইত্যাদি।—সরলান্ত্র নির্গমন বা স্খলন; বালকদিগের।

সমস্ত দিন বাহ্যের বেগ,পাকাশয়ে গোলযোগ, খারাপ আস্বাদ, শীতল জল পানে বৃদ্ধি।

অজীর্ণ খাদ্য মিশ্রিত মল; বেদনা বিহীন ও অসাড়।

ফেন বা চাউল ধোয়ানি জলের মত বাহ্যে, তৎসহ শীতল অম্লঘর্ম্ম।

মল :—জলবৎ; তৎসঙ্গে গুহ্যদ্বারে জ্বালা; আমযুক্ত, তৎসঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি; আম ও রক্ত মিশ্রিত।

কোষ্ঠবদ্ধতা :—মল কঠিন ও কষ্টকর, তৎপরে পৃষ্ঠ দেশে বেদনা।

রাত্রে ক্ষুদ্র কৃমি জন্য গুহ্যদ্বার কণ্ডূয়ন।

অর্শ, প্রচুর রস বা রক্তস্রাবী; তৎসহ কণ্ডূয়ন ও চর্ব্বণবৎ বেদনা।

২১ মূত্র।—মূত্রাধারে বেদনা।

মূত্রনালীতে সামান্য টাটানি।

রাত্রে, বা দিবসে ভ্রমণ কালে অনিচ্ছায় মূত্রত্যাগ।

মূত্র প্রচুর ও পরিষ্কার; তাহাতে দুর্ব্বলতা ও স্নায়বিক অবসন্নতা উৎপন্ন করে।

ক্ষার বিশিষ্ট।

মূত্র উষ্ণ; জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতি ইচ্ছা বর্দ্ধিত।

ধ্বজভঙ্গ।

স্বপ্ন দোষ।

পুরাতন প্রমেহ—প্রচুর, বেদনা বিহীন, দুগ্ধবৎ স্রাব।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—মৈথুনেচ্ছা হ্রাস; বন্ধ্যাত্ব।

সঙ্গম সময়ে অজ্ঞান: যোনিতে বেদনা।

জরায়ু শোথ; মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠে।

উদরে তীব্র বেদনা,জরায়ুতে কোঁতপাড়া বেদনা,তাহার নিম্নে বেদনা।

জরায়ুতে প্রেক বিদ্ধবৎ চিড়িক মারা বেদনা।
শয়নে জরায়ু মুখে বেদনা।
ধীরে ধীরে স্রাব, রক্ত কাল। *প্রচুর রজঃস্রাব।
যোনিমধ্যে স্ফীতি ও কাঠিন্য। যোনি অতিশয় শুষ্ক।
যোনি ভ্রংশ বা নির্গমন।
ঋতুর পূর্ব্বে শিরঃপীড়া, কর্ণমধ্যে শব্দ ও জরায়ু হইতে লম্বা লম্বা শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ স্রাব।
ঋতু :—বিলম্বে, দীর্ঘস্থায়ী, এবং প্রচুর; স্রাব জলবৎ, বা দলা দলা; প্রসব বেদনাবৎ বেদনা হইয়া ঋতু; দুই তিন দিন বন্ধ থাকিয়া পুনর্ব্বার প্রকাশ; জরায়ুর স্থান চ্যুতি; ঋতুর পর হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ; ঋতু বন্ধ।
প্রদর দুগ্ধবৎ, কণ্ডূয়নযুক্ত বা তৎসহ টাটানি।

২৪ গর্ভ।—গর্ভস্রাব নিবারণ করে।
আক্ষেপিক প্রসব বেদনা।
প্রসব বেদনা মত বেদনাসহ জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

২৫ লেরিংক্স।—স্বর ভঙ্গ, এককালীন লোপ, কর্কশ স্বর।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাস উষ্ণ।
শ্বাসক্রিয়া শুষ্ক, উদ্বেগযুক্ত; বালকদিগের কখন ঘড় ঘড় শব্দ করে।
শ্বাস কষ্ট ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। *ফুসফুস প্রদাহ।
বক্ষে রক্তাগম জন্য শ্বাসকষ্ট; প্রশ্বাসকালে নাসা-রন্ধ্র বিস্তৃত হয়।
হাঁপানি, বৈকালে বৃদ্ধি, বসিয়া থাকিতে হয়; ধীরে ধীরে ভ্রমণ করিলে, বক্ষ অনাবৃত করিলে ও কণ্ডূয়নের পর হ্রাস।

২৭ কাশি।—ট্রেকিয়াতে শুড় শুড় করিয়া আক্ষেপ জনক কাশি; রাত্রে গয়ার তুলিয়া ফেলিতে উঠিয়া বসিতে হয়; পানাহারের পরেই আক্ষেপিক কাশি, তৎসহ বমন।
গয়ার :—প্রচুর, দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, পুঁজের ন্যায় ঈষৎ সবুজবর্ণের বা ফেণাবিশিষ্ট, প্রাতে বৃদ্ধি।
রক্ত উঠা সহ শুড় শুড়িযুক্ত কাশি।

প্রাতে ও রাত্রে ফুস্‌ফুস্ হইতে রক্তস্রাব।

চা, কুইনাইন, মদ, তামাকের ধূম ও রসরক্ত ক্ষয় জন্য কাশি বৃদ্ধি।

ফুস্‌ফুসীয় রক্তস্রাব, উজ্জ্বল রক্ত, চাপ চাপ; হৃদ্‌কম্পন।

আত্ম মৈথুনকারীর, ক্ষয় রোগ বিশিষ্ট ব্যক্তির এবং রসরক্ত ক্ষয় ও রজোরোধ প্রভৃতি কারণ জন্য ফুস্‌ফুস হইতে রক্তস্রাব।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—হুলবিদ্ধবৎ চিড়িক মারা বেদনা।

বক্ষমধ্যে শুষ্কতা বোধ।

বাম ফুস্‌ফুসের উপরিভাগে ঈষৎ চাপ বোধ; তজ্জন্য শ্বাস ক্রিয়া কষ্টকৃত; অসুখে নিশ্বাস ত্যাগ ও বক্ষ বেদনা।

বক্ষে আকুঞ্চিত আক্ষেপ এবং বক্ষ মধ্যে ঘৃষ্টবৎ বেদনা অনুভব।

সঞ্চরণশীল বেদনা; রক্ত উঠা; যাহাদের সহজেই মুখ লালবর্ণ হইয়া উঠে এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়; শ্বাসকষ্ট, হৃদ্‌কম্পন।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড, নাড়ী।—ক্রমাগত হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া; মৃৎপাণ্ডু।

হৃদপিণ্ডের প্রবল স্পন্দন; মিথ্যা বা ফুলা মাংস লাগা।

হৃদ্‌পিণ্ডের আঘাত পূর্ণ ও কঠিন।

হৃদ্‌কম্পন:—ধীরে ভ্রমণ করিলে হ্রাস; হস্ত মৈথুনকারী দিগের; রস রক্ত ক্ষয়ের পরে; রক্ত উঠা সহ।

সমস্ত শিরা ও ধমনী দপদপ করা; হৃদ্‌পিণ্ডের অগ্রভাগে (apex) জাঁতার শব্দ।

নাড়ী পূর্ণ ও কঠিন; পরিশ্রমে বৃদ্ধি।

৩০ বহির্বক্ষ।—হৃদ্‌পিণ্ডের চারিদিকে এবং বক্ষমধ্যে আকৃষ্টবৎ অনুভব।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা ঘৃষ্টবৎ বেদনা; অনম্য।

দক্ষিণদিকে শয়ন করিলে গ্রীবা ও স্কন্ধ বেদনাযুক্ত।

সমস্ত রাত্রি কোমর বেদনা, ও প্রাতে উঠিলে বেদনা থাকে না।

বৃক্ক প্রদেশে বেদনা, তৎসহ প্রস্রাবের ইচ্ছা।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ—বাহু ও স্কন্ধ বেদনা বিশিষ্ট।

দক্ষিণ স্কন্ধের পেশীতে খিমচানি বা চিমুটী কাটার ন্যায় বেদনা।

দক্ষিণ স্কন্ধের খোচা বিদ্ধবৎ বেদনা, নড়িলে বৃদ্ধি, উত্তাপে হ্রাস।

দক্ষিণ বাহু অসাড় খঞ্জবৎ।

লিখিতে হস্ত কম্পন কিন্তু দ্রুত লিখিতে তত কম্পিত হয় না।

হস্ত শীতল, কঠিন ও অসাড় ; হস্ততালু উষ্ণ।

অঙ্গুলি সকল অনম্য, সঙ্কুচিত, অসাড়।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বঙ্খনসন্ধিতে অতিশয় বেদনা, সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি ; শয্যাত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ না করিয়া থাকিতে পারে না ; মৃত্তিকায় পা দিতে পারে না ; ভ্রমণকালে বেদনার লাঘব হয়।

উরুদেশের ভিতরদিকের শিরা স্ফীতি।

পদ দুর্ব্বল,অসাড়, স্নায়বিক বেদনা বা স্নায়ুশূল।

পায়ের তলা ও অঙ্গুলি খিল ধরা।

পদদ্বয় শীতল ও কঠিন। পায়ের তলা উষ্ণ।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—রাত্রে বাহু ও পদদ্বয়ে ছিন্নবৎ বেদনা।

হস্ত ও পদ স্ফীতি।

৩৫ অবস্থিতি।—গতি : ৩, ৩২, ৩৩, ৪০। ভ্রমণ : ২, ২১, ২৬, ২৭, ২৯,৩২, ৩৩, ৩৬। উদ্যম : ৫, ২৩, ২৭, ২৯। নত হইলে : ৩। শয়ন করিলে : ২৩, ২৭,৩১,৩৬। চিৎ হইয়া থাকিলে : ৩৭। উপ-বেশন : ৩, ৩৭। উঠিয়া বসিতে হয় : ২৬, ২৭। উঠিলে : ২। বিশ্রামে : ৩৩।

৩৬ স্নায়ু।—উগ্রস্বভাব ; অস্থির।

ক্লান্ত, যাতনা, যেন অনেক ক্ষণ একভাবে শয়ন করিয়াছিল।

দুর্ব্বলতা, অলসভাব শিরোঘূর্ণন।

রস রক্তক্ষয় জন্য পক্ষাঘাত।

৩৭ নিদ্রা।—সূচীকার্য্য করিতে করিতে, উপবেশন বা অধ্যয়ন কালে, দুর্ব্বলতা জন্য নিদ্রা আইসে।

রাত্রিতে নিদ্রালু কিন্তু নিদ্রা হয় না।

রাত্রি ১২ টার পর শয্যায় এপাশ ওপাশ করা বা অস্থিরতা।

ক্ষুদ্র কৃমি জনিত কণ্ডূয়ন জন্য শিশু নিদ্রা যায় না।

স্বপ্ন—স্পষ্ট, গোলমেলে ও বিরক্তিকর।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ৬, ১২, ১৬, ২৭, ৪০। প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন ; ৪০। সন্ধ্যা : ১, ১৩, ২৬, ৩৩, ৪০। রাত্রি : ৫, ১৬, ১৯, ২০, ২১, ২৬, ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৪০। মধ্যরাত্রির পর : ৩, ২৭, ৩৭। দিবা : ১৩, ২০, ২১, ৪০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—শীত ও বর্ষাকালে সাধারণতঃ বৃদ্ধি ; উষ্ণ বায়ুতে উপশম। শীতল জলে স্নান : ৮। অত্যন্ত গরম হইলে : ৮। উত্তাপ : ৩২। শয্যার উষ্ণতা : ২৬। অনাবৃত হইতে ইচ্ছা : ৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে শীত ; ক্ষয়জন্য ঘুসঘুসে জ্বর।

পুনঃপুনঃ ক্ষণস্থায়ী কম্প।

শীত তৎসহ মুখমণ্ডল উষ্ণ ও লাল, পিপাসা।

শীতের সময়ে পিপাসা।

সর্ব্বদাই শীত শীত এবং স্বাভাবিক গাত্র তাপের অভাব।

শুষ্ক তাপ, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি ; মুখমণ্ডল লালবর্ণ ; অনাবৃত হইতে ইচ্ছা ; আহারের পর বা ভ্রমণ করিলে বা কথা কহিলে ভাল থাকে।

ঘর্ম্ম প্রচুর ও অধিকক্ষণ স্থায়ী। চটচটে দুর্ব্বলকারী ঘর্ম্ম।

প্রত্যেক তৃতীয় দিন সকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম।

উগ্রগন্ধ বিশিষ্ট নৈশঘর্ম্ম।

ঘর্ম্মে পীতবর্ণের দাগ ধরে, নিদ্রা যাইলে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম হয়।

কুইনাইন অপব্যবহার পরে সবিরাম জ্বর ; মস্তকে রক্ত সঞ্চয় ; শিরাস্ফীতি ; খাদ্য বমন ; প্লীহাস্ফীতি ; দুর্ব্বলতা, অথচ ফুলা মাংস বা মিথ্যা স্থূলতা।

৪১ আক্রমণ।—বেদনার সাময়িক আক্রমণ। মধ্যে মধ্যে ঋতু লোপ।

প্রত্যেক তৃতীয় দিবস ৪০ :।

বেদনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি।

৪২ পার্শ্বদ্বয়।—বাম : ৩, ১৩, ১৭, ১৮, ২৮, ৪০, ৪৬। দক্ষিণ : ৫, ৬, ১৮,

৩১, ৩২, ৩৩। দক্ষিণ হইতে বাম : ৩৩। বাম হইতে দক্ষিণ : পায়ে আক্ষেপ বা খল্লি ; ফুসফুসে বেদনা।

[৪৪] তন্তু।—লাল স্থান শ্বেতবর্ণ হয়।

রক্তস্রাব ; রক্ত সহজে দলা বান্ধে।

মস্তকের, মুখমণ্ডলের ও পায়ের শিরা সকল স্ফীত।

মুখমণ্ডল মৃত্তিকার বর্ণবিশিষ্ট কিন্তু সহজেই লাল হইয়া উঠে।

সিনকোনা অপব্যবহার, রসরক্ত ক্ষয়, সবিরাম জ্বর জন্য শোথ।

ছিন্নকর বেদনা সহ গ্রন্থি সকলের স্ফীতি।

অস্থি সকল সহজেই কোমল বা বক্র হয় ; ভগ্নাস্থি ধীরে সংযোজিত হয়।

হঠাৎ দুর্ব্বলতা ; পেশী সকল শিথিল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল ; দুর্ব্বল পরিপাকক্রিয়া বা মন্দাগ্নি।

[৪৫] সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ১৯, ৩২, ৪৬। চাপ : ১৮।

[৪৬] চর্ম্ম।—শুষ্ক চর্ম্ম। *নিউমোনিয়া।

চর্ম্ম ফেকাশে,হরিদ্রাবর্ণ, কুঞ্চিত, শুষ্ক ও বিশ্রী।

স্কন্ধ ও বাম হস্তের চর্ম্ম উঠিয়া যায়।

অঙ্গুলি ও হস্তের পশ্চাৎদিকে আঁচিল। ক্ষত সকল বিবর্ণ ও স্ফীতি যুক্ত।

[৪৭] অবস্থা।—কোমল, মৃৎপাণ্ডু রোগ-গ্রস্তা স্ত্রীলোক।

দুর্ব্বল, স্নায়ুপ্রধান, তথাচ মুখ লাল।

[৪৮] সম্বন্ধ।—আর্সেনিক, আয়োডিয়ম ও সিনকোনা হইতে পীড়া সকল।

ফেরাম ঔষধে উপদংশ রোগ বৃদ্ধি করে।

ফেরমের প্রতিবিষ :—আর্সেনিক, সিনকোনা, হিপার, ইপিকাক, পলসেটিলা।

ফেরাম আয়োডেটম।

[৬] কর্ণ।—গর্জ্জনবৎ শব্দ।

[৮] মুখমণ্ডল।—লাল।

[১১] উদর।—অল্প আহারেই উদর ভার যেন, কত খাইয়াছি বোধ (স্ত্রী-

লোকের), ঊর্দ্ধদিকে এক প্রকার চাপ; এরূপ বোধ হয় যেন তিনি (স্ত্রীলোক) সম্মুখদিকে নত হইতে পারেন না।

২১ মূত্র।—ঘোরাল বর্ণ বিশিষ্ট; ঘন শ্বেত অধঃক্ষেপ; প্রস্রাবে জ্বালা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অবিরত কোঁথ পাড়া যেন কিছু বাহির হইয়া আসিতেছে; বসিলে বোধ হয় যেন কিছু উপরদিকে ঠেলিয়া তুলিতেছে; নিজেই জরায়ুমুখ স্পর্শে সক্ষম।

জরায়ু উল্লুণ্ঠন (rotroversion)।

প্রদর, সিদ্ধ শ্বেতসারের ন্যায় স্রাব; বাহ্যের সময়ে সূত্রবৎস্রাব।

যোনি ও ভগ প্রদেশে কণ্ডূয়ন ও বেদনা; ঐ স্থান সকল স্ফীত।

বার্বেরিস।

১ মন।—অসম্পূর্ণ স্মৃতি এবং দুর্ব্বল স্মরণশক্তি।

যাহাতে গাঢ় চিন্তার প্রয়োজন করে এরূপ মানসিক চিন্তা অত্যন্ত কষ্টকর; সামান্য বাধা প্রতিবন্ধকে চিন্তাশ্রেণী ভঙ্গ করে।

তাচ্ছিল্য ও চিন্তাকুল ভাব সহ কথা কহিতে অনিচ্ছা।

প্রত্যেক দ্রব্য স্বাভাবিক অপেক্ষা দ্বিগুণ বলিয়া বোধ হয়।

উদ্বিগ্ন ও ভীত।

খিটখিটে স্বভাব, তৎসহ জীবনে বিতৃষ্ণা।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন; তৎসহ পতনের ভয়; উত্থিত এবং নত হইলে মাথাঘোরা।

সন্ধ্যাগমে দ্রব্য সকল দ্বিগুণ দেখায়।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—শুষ্ক সর্দ্দির ন্যায় মস্তকে ভার বোধ বা জড়ভাব।

মস্তক ভারি, বিশেষতঃ মস্তক নত করিলে।

কপালে, রগে ও পশ্চাৎ-মস্তকে ভিতর হইতে বাহির দিকে চাপ বোধ।

মস্তক ক্রমে বড় হইতেছে অনুভব।

সম্মুখ মস্তকে সূচীবেধ।

কপালে ও অক্ষিগোলকে ছিন্নবৎ বেদনা।

আহার এবং পরিশ্রমের পর মস্তকাভ্যন্তরে তাপ।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তক ও মুখমণ্ডলের চর্ম্ম যেন স্ফীত এরূপ বোধ।

মস্তকে সূচীবিদ্ধ ভাব এবং ক্ষতকারী চুলকানি, চুলকাইলে স্থান পরিবর্ত্তন করে।

৫ চক্ষু।—চক্ষু মধ্যে চাপ বোধ।

চক্ষুর ভিতর দিয়া মস্তিষ্ক মধ্যে তীব্র চিড়িক মারা বেদনা, কিম্বা রগের দিক হইতে চক্ষুতে।

বাম অক্ষি এবং অক্ষিপুট মধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা।

চক্ষু খস্ খসে শুষ্ক, জ্বালা করা ও লাল হওয়া।

অক্ষিপুট মধ্যে যেন বালুকা বা অন্য কোনও পদার্থ রহিয়াছে বোধ।

চক্ষু মধ্যে শীতল বায়ু প্রবেশের ন্যায় ঠাণ্ডা বোধ, তৎসহ চক্ষু মুদিত করিলে জলপড়া।

বাতির আলোকে অধ্যয়নকালে অক্ষিপুটের কম্পন।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে কম্পনশীল বাদ্যবৎ শব্দ।

কর্ণরুদ্ধ হইয়াছে এরূপ বোধ, তৎসহ চাপানুভব।

কর্ণমধ্যে সূচীবেধ ও ছিন্নবৎ বেদনা, যেন কর্ণপটহ দিয়া একটী প্রেক বিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কর্ণ বিবরের উপরে নানা আকৃতির গুটী গুটী ভাব ও বেদনা।

৭ নাসিকা।—শুড় শুড় জনক উগ্রতা তজ্জন্য হাঁচি।

বাম নাসা-রন্ধ্র হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়া।

বাম নাসিকা হইতে স্রাবশীল শ্লেষ্মা, প্রথমে হরিদ্রাবর্ণের জলবৎ, তৎপরে পুঁজবৎ শাদা, হরিদ্রা বা সবুজবর্ণের শ্লেষ্মা।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল মৃত্তিকা বৎ, ফেঁকাশে বর্ণ বিশিষ্ট, তৎসহ গণ্ডদ্বয় অন্তঃপ্রবিষ্ট চক্ষুর চারিধারে নীলবর্ণের দাগ।

গণ্ড ও চিবুকাস্থি মধ্যে ছিন্নবৎ ও সূচীবেধ।

দক্ষিণ গণ্ডস্থলে লাল ও বেদনা বিশিষ্ট স্থান।

মুখমণ্ডলে উত্তাপ ও জ্বালা, তৎসহ গণ্ডস্থল লাল।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ওষ্ঠদ্বয় মধ্যে নীলাভ।

ওষ্ঠ এবং মুখমণ্ডলে পিপীলিকা সঞ্চরণবৎ অনুভব।

ওষ্ঠদ্বয় মধ্যে জ্বালা করা।

ওষ্ঠদ্বয়ের শুষ্কতা তৎসহ উহাদের কিনারায় কটাবর্ণের শল্কবৎ ছাল উঠা ও অম্লান।

১০ দন্ত।—দন্তমধ্যে সূচীবেধ, দন্ত বড় বা লম্বা হইয়াছে এরূপ বোধ।

বামদিকের কসের দন্তে ছিন্নবৎ বেদনা।

দন্তে এরূপ বেদনা বোধ যেন মাড়ী ছিন্ন বা দন্ত সকল উৎপাটিত করা হইয়াছে।

মাড়ী হইতে সহজে রক্ত পড়া।

মাড়ীর ধারে লাল লাল; কখন কখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণের গুটী গুটী।

দন্তোদ্ভেদকালে মাড়ীতে বেদনা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—তিক্ত; কখন কখন অম্ল; কখন শোণিতের আস্বাদ। জিহ্বাস্পর্শ করিলে জ্বালা করা।

জিহ্বাগ্রে বেদনাবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণের রসপূর্ণ উদ্ভেদ।

১২ মুখমধ্য।—মুখ হইতে ধাতুবৎ দুর্গন্ধ বাহির হয়।

মুখমধ্য ও কসেস্ শুষ্ক ও চটচটে, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে বৃদ্ধি, আহারের পর উপশম।

১৩ গলমধ্য।—তালু ও টন্সিল গ্রন্থির আরক্ততা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়, কথা কহিতে বা গলাধঃকরণ সময়ে টন্সিল বেদনা।

গলার ভিতরের একপার্শ্বে যেন কিছু বাধিয়া রহিয়াছে বোধ, তৎসঙ্গে শুষ্কতা ও খস্ খসে ভাব; ঢোক গিলিতে ভয়ঙ্কর বেদনা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—মুখ শুষ্ক, পিপাসা।

অত্যন্ত পিপিসা বা জলপানে বিতৃষ্ণা।

ক্ষুধা বৃদ্ধি বা হ্রাস।

১৫ পানাহার।—মাধ্যাহ্নিক আহারের পূর্ব্বে শীত।

কঠিন দ্রব্য আহারের পর সমস্ত রাত্রি উদ্গার উঠা এবং গলা টাটানি।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—হিক্কা।

পর্য্যায়ক্রমে হাইতোলা (জৃম্ভন) ও পুনঃপুনঃ উদ্গার।

তিক্ত উদ্গার। বুক জ্বালা।

বিবমিষা :—প্রাতঃকালিক প্রথম আহারের পূর্ব্বে ; আহারের পরে।

১৭ পাকস্থলী।—পাকস্থলি বিদীর্ণ হইবে এরূপ পূর্ণতা বোধ এবং জ্বালা করা।

পাকাশয় প্রদেশে শীতানুভব, বমনের পর উপশম।

পাকস্থলি স্ফীত হইয়া উঠা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—চাপ বোধ, এবং যকৃত প্রদেশে সূচীবেধ।

পিত্তশিলা জন্য শূল।

বামভাগে নিঃশ্বাস গ্রহণ সময়ে আকৃষ্টবৎ ও ছিন্নবৎ বেদনা, যেন কিছু ছিন্ন হইয়া শিথিল হইল এরূপ অনুভব।

প্লীহা প্রদেশে গ্রন্থি সদৃশ আকুঞ্চন।

১৯ উদর।—নাভির চতুর্দ্দিকে শূলবৎ বেদনা; কুচকি প্রদেশে চাপ বোধ, যেন অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ প্রকাশিত হইবে, বিশেষতঃ ভ্রমণ বা দণ্ডায়মানকালে।

কুচকি গ্রন্থিসমূহের স্থানে চাপ ও কণ্ডুয়ন, স্পর্শে বেদনা, যেন ঐ সকল গ্রন্থি স্ফীত হইবে বোধ।

নাভির চারিদিকের চর্ম্মে সূচীবেধ, ছিন্নকর ও জ্বালাযুক্ত বেদনা।

অন্ত্র মধ্যে গড় গড় শব্দ।

২০ মল, ইত্যাদি।—জলবৎ মল।

বাহ্যে সহজ, পরিমাণে অধিক হয়, বাহের পূর্ব্বে ও পরে বেগ।

সরু বাহে পরিমাণে অল্প, নরম বা শক্ত।

কঠিন মল, ছাগলের নাদির মত, অনেক কষ্টে নির্গত হয়।

বাহ্যের সময় ও পূর্ব্বে অত্যন্ত বেদনা, যেন গুহ্যদ্বার সংকুচিত হইয়াছে, তজ্জন্য মল নির্গমনের বাধা জন্মে।

পুনঃপুনঃ বাহের বেগ।

অর্শ, তৎসহ চুলকানি বা জ্বালাকরা, বিশেষতঃ বাহের পরে, মল প্রায়ই কঠিন ও রক্তাবৃত।

গুহ্যদ্বার টাটান, তৎসহ জ্বালা; স্পর্শে ও উপবেশনে বেদনা।

গুহ্যদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্য প্রদেশে (perineum) চাপবোধ।
গুহ্যদ্বারে নালী ক্ষত ; তৎসহ চুলকানি।
গুহ্যদ্বারের চতুর্দ্দিকে দক্রবৎ ক্ষত।

২১ মূত্র।—বৃক্ক প্রদেশে জ্বালা ও টাটানি।
কশেরুকার নিকটে দক্ষিণ বৃক্ককে তীব্র বেদনা ; বেদনা তথা হইতে মূত্রস্থলিতে নামিয়া আইসে।
দক্ষিণ বৃক্ককে ছিন্নকর দপদপ করা বেদনা।
বৃক্ক হইতে মূত্রস্থলি ও মূত্রনালী পর্য্যন্ত সূচীবেধ বেদনা।
বাম বৃক্ক হইতে মূত্রস্থলি ও মূত্রনালী পর্য্যন্ত কর্ত্তনবৎ বেদনা।
মূত্রস্থলি প্রদেশে চাপ ও সংকোচন বোধ, তৎসহ মূত্রনালী মধ্যে জ্বালা।
মূত্রনলী মধ্যে কর্ত্তনবৎ বা জ্বালা করা, এক দিকে বেশী, প্রস্রাব না হইলে বৃদ্ধি পায়।
প্রস্রাব হইলেও বেগ যায় না বিশেষতঃ প্রাতঃকালে।
মূত্র :—প্রচুর পরিমাণে ও পরিষ্কার, তাহাতেঅল্প অল্প পিচ্ছিল অধঃক্ষেপ ; অন্যান্য উপসর্গ কম পড়িলে প্রস্রাব অল্প ও তাহাতে অধঃক্ষেপ বৃদ্ধি ; মূত্র—গাঢ় বা উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ, কিম্বা লালবর্ণ, তাহাতে অধঃক্ষেপ ; রক্তবর্ণ, শীঘ্র ঘোলা হয়, সেই সঙ্গে ঘন শ্লেষ্মার ন্যায় এবং উজ্জ্বল লালবর্ণ অধঃক্ষেপ।
প্রস্রাবকালে উরুদেশে বেদনা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতি ইচ্ছা বিলুপ্ত।
দুর্ব্বলতা ও উত্তেজনহীনতা, বিশেষতঃ প্রস্রাবের পর।
রতিক্রিয়াকালে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও শীঘ্র রেতঃপাত।
দক্ষিণ বা বাম অণ্ডকোষ হইতে শুক্রবাহী নলী পর্য্যন্ত আকৃষ্ট বোধ।
অণ্ডকোষ ও শুক্রবাহী নলীর স্নায়বিক বেদনা, ঐ সকল স্থান স্ফীত ও বেদনা।
অণ্ডকোষ উপরদিকে আকৃষ্ট।
বহির্জননেন্দ্রিয়ে বেদনা, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

লিঙ্গমুণ্ডে ও ত্বকে শীতলতা ও অসাড়তা।

মুষ্ক সঙ্কুচিত এবং শীতল, তৎসহ অণ্ডকোষে চাপ বোধ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রতিক্রিয়ার ইচ্ছা বিলোপ, রতিক্রিয়াকালে পুনঃ পুনঃ কর্ত্তনবৎ এবং সূচীবেধ বেদনা।

ঋতু :—অত্যল্প, তরল রক্ত কিম্বা ধূসর বর্ণের শ্লেষ্মাবৎ ; অল্পকাল স্থায়ী ; স্বল্প, কৃষ্ণবর্ণের কয়েক ফোটা রক্ত বা চট্‌চটে শ্লেষ্মা।

দুর্ব্বলকর ক্ষতকারী প্রদর।

যোনি মধ্যে জ্বালা ও ক্ষত বোধ।

যোনিদেশ স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গসহ টন্সিল গ্রন্থির বেদনা বা প্রদাহ।

গলমধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা, বিশেষতঃ বামদিকে, তৎসহ অনম্য ভাব।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসকষ্ট, তৎসহ স্রাবশীল সর্দ্দি, প্রায়ই রাত্রে।

উপর তালায় উঠিবার সময় দ্রুত শ্বাসক্রিয়া।

বাহু উত্তোলন করিলে শ্বাসাবরোধ।

২৭ কাশি।—শুষ্ক দ্রুত কাশি, তৎসহ বক্ষমধ্যে সূচীবেধ।

২৮ ফুস্‌ফুস্‌।—ক্ল্যাভিকেল্‌ অস্থি মধ্যে ও চতুষ্পার্শ্বে সূচীবেধ, জ্বালা ও দপদপ করা।

সর্দ্দির ন্যায় বক্ষে টাটানি ও ক্ষতবৎ বোধ।

বক্ষমধ্যে সূচীবেধ ; দীর্ঘ নিঃশ্বাস কালে বর্দ্ধিত, তৎসহ শুষ্ক কাশি।

বক্ষমধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা, বিশেষতঃ বামদিকে।

বক্ষমধ্যে কর্ত্তনবৎ সংকোচন, তজ্জন্য অবনত হইতে বাধ্য করে।

২৯ হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—হৃদ্‌পিণ্ড প্রদেশে সূচীবেধ।

পুনঃ পুনঃ হৃদ্‌কম্পন।

ধীর, দুর্ব্বল নাড়ী।

৩০ বহির্ব্বক্ষ।—বক্ষের পেশীসমূহে সূচীবেধ, দপদপে, চাপযুক্ত বেদনা

ত্বকমধ্যে ক্ষত হওয়া মত বোধ।

বক্ষে ছোট ছোট উদ্ভেদ।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—দক্ষিণ স্ক্যাপুলা হইতে স্কন্ধসন্ধি পর্য্যন্ত মৃষ্টবৎ বা স্ফীত হওয়ার ন্যায় বেদনা।

স্ক্যাপুলা অস্থিদ্বয় মধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা।

মেরুদণ্ডের উত্তেজনা; বৃক্কের চারিদিকে বেদনা, মেরুদণ্ড হইতে আবদ্ধ হইয়া কৃত্রিম পঞ্জরাস্থি (false ribs) দিয়া বেদনার গতি।

পৃষ্ঠদেশ কামড়ানি, উপবেশন বা শয়ন কালে বৃদ্ধি, প্রধানতঃ প্রাতে জাগ্রত হইলে।

মৃষ্টবৎ বেদনা,কটিদেশের অনম্যতা; আসন হইতে কষ্টে উঠিতে পারে।

কটি ও বৃক্ক প্রদেশে বেদনাযুক্ত চাপ বোধ, তৎসহ কখন অসাড়তা, উষ্ণতা, অনম্যতা ও ঈষৎ স্ফীততা,কখন কখন নিম্নাঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

সেক্রমাস্থিতে ক্রমাগত দপদপে সূচীবেধ বেদনা।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধ মধ্যে গজ্‌গজ্‌ করা, কিম্বা বোধ হয় যেন উহার মধ্যে কোন জীবন্ত পদার্থ রহিয়াছে, বিশেষতঃ মধ্যরাত্রে।

দক্ষিণ বাহুর পেশীতেও ঐরূপ বোধ।

কুক্ষি মধ্যে জ্বালাকরা ও চুলকানি।

স্কন্ধ মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

বাম বাহুতে (upper arm) সূচীবেধ।

কনুই প্রদেশেউদ্ভেদ, ঘর্ষণের পরে অত্যন্ত প্রদাহিত।

মনিবন্ধ মধ্যে বেদনা, পরিশ্রমের পর।

অঙ্গুলির অস্থির (মেটাকার্পাল) বরাবর ও সন্ধি মধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা।

বাহুদ্বয়ের গুরুত্ব ও অসাড়তা।

বাহুতে মৃষ্টবৎ বেদনা; দুর্ব্বল ও খঞ্জ বোধ হয়।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—উরুদেশে বেদনা, বায়ু পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি, বিশেষতঃ প্রবল বাত্যার পূর্ব্বে।

কুচকি হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত শিরা স্ফীতি।

জানু মধ্যে টান পড়ে, যেন টেণ্ডন ছোট হইয়াছে।

পায়ের ডিমে খাল লাগে।

টিবিয়া অস্থি মধ্যে ছিন্নকর বেদনা।

জ্বালা করা ; চুলকানি ; সূচীবেধ ; পায়ে ঠাণ্ডা বোধ ও বেদনা।

গোড়ালিতে ছিন্নবৎ বেদনা, হাটিতে অত্যন্ত বেদনা।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে সূচীবেধ বেদনা।

নিম্নাঙ্গ যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে এরূপ বোধ।

উৎক্ষেপ, যেন কিছু জীবন্ত পদার্থ রহিয়াছে।

নিম্নাঙ্গের শুষ্কতা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মধ্যে ছিন্নবৎ, সূচীবেধ ও দপ্‌দপে বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সামান্য উদ্যমে পীড়িত ও ঘর্ম্মাক্ত হওয়া।

সঞ্চালন : ২২। বাহু উত্তোলন : ২৬। ভ্রমণ : ১৯, ৪৩। উপরে উঠিতে : ২৭। উদ্যম বা পরিশ্রম : ৩২, ৪৩। উত্তোলন : ৪৩। উত্থান : ২, ৩১। দণ্ডায়মান : ১৯, ৩৩, ৪৩। নত হইলে : ২, ৩। উপবেশন : ২০, ৩১। শয়ন : ৩১, ৩৭।

৩৬ স্নায়ু।—অত্যন্ত দুর্ব্বল, ভ্রমির ভাব।

সর্ব্বাঙ্গে অসাড় বোধ ; তৎসহ পৃষ্ঠদেশের নিম্ন ভাগে উষ্ণতা বোধ।

সার্ব্বাঙ্গিক শিথিলতা, কোনও কার্য্যে ইচ্ছা থাকে না।

৩৭ নিদ্রা।—দিবসে নিদ্রালু ; ক্লান্ত বোধ, শয়ন করিতে বাধ্য হয়।

স্বপ্নপূর্ণ অস্থির নিদ্রা, পুনঃ পুনঃ জাগ্রত হয়, ও মাথায় রক্ত উঠে।

প্রাতঃকালে কষ্টে জাগ্রত হয়, পরে মস্তকে ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা, দুর্ব্বলতা ও স্মরণ শক্তির অভাব।

উদ্বেগপূর্ণ স্বপ্ন।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ৩, ৭, ১২, ১৬, ২১, ৩১, ৩৭, ৪৩। পূর্ব্বাহ্ন : ৪০। ১১টার সময় : ৪০। অপরাহ্ন : ৩, ১৬, ৪০। সন্ধ্যা : ৪০। রাত্রি : ১৫, ২৬, ৪০। মধ্যরাত্রি : ৩২।

ও বায়ু।—খোলা বাতাসে ভ্রমণ : ৪৩। মস্তকের পীড়া

খোলা বাতাসে ভাল থাকে। চক্ষুর পীড়া বহির্বায়ুতে বর্দ্ধিত হয়। বায়ুর পরিবর্ত্তন ; প্রবল বাত্যা : ৩৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—মাধ্যাহ্নিক আহারের পূর্ব্বে শীত, তৎসহ বরফ সদৃশ শীতল পদ, শুষ্ক মুখগহ্বর, পিপাসাহীনতা।

মুখমণ্ডল এবং বাহুতে শীত আরব্ধ হইয়া পৃষ্ঠ এবং স্তন প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তৎপরে উত্তাপের সঙ্গে বক্ষ প্রদেশের উদ্বেগ ও শ্বাসকষ্ট, বিশেষতঃ সন্ধ্যার ও মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে।

হাড়ের ভিতর শীত, তৎসহ চর্ম্মে উত্তাপ।

শীতল গাত্র, তৎসহ মুখমণ্ডলের উত্তাপ, ১১টার সময় উত্তাপ আরম্ভ; রাত্রে উত্তাপ ও ঘর্ম্ম হয়।

শীতের সঙ্গে মস্তকে ভার বোধ।

অপরাহ্নে মস্তক ও হস্তদ্বয়ে তাপ।

নানাস্থানে ক্ষণিক উষ্ণতা বোধ।

উত্তাপের সঙ্গে উদ্বেগ, শ্বাসকষ্ট, মাথার মধ্যে চিড়িকমারা, তৃষ্ণা ও গলায় বেদনা।

সামান্য উদ্যমে ঘর্ম্মাক্ত হওয়া।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩, ৮, ১৮, ২১, ২২, ৩১, ৩২। বাম: ৫, ৭, ১০, ১৮,২১, ২২,২৫,২৮,৩২। উচ্চ হইতে নিম্নে : ২১,২৮,৩১,৩৪। নিম্ন হইতে উচ্চে : ২৫। পশ্চাত হইতে সম্মুখে : ২৬।

৪৩ অনুভব।—অত্যন্ত অলসতা, ভ্রমণ অথবা দণ্ডায়মানে বৃদ্ধি।

শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা, ক্লান্তি ও বিশ্রামসুখশূন্যতা, প্রাতে এবং দীর্ঘ নিদ্রার পর।

দুর্ব্বলতা, এমন কি তজ্জন্য হাঁটু কাঁপে, এবং কার্য্য করিতে অনিচ্ছা।

খোলা বায়ুতে ভ্রমণে ভ্রমির মত দুর্ব্বলতা।

পীড়িত অঙ্গে বেদনার সঙ্গে শক্তিহীনতা ও গুরুত্ব বোধ।

মাংসপেশী মধ্যে বজ্‌বজ্‌ করে, আরও বোধ হয় যেন তন্মধ্যে জীবন্ত কিছু রহিয়াছে।

মোচড়ান মত বেদনা, তৎসহ যেন স্ফীত হইয়াছে এরূপ বোধ; শ্রম বা কোন দ্রব্য উত্তোলনের পর বৃদ্ধি।

৪৪ তন্তু।—পেশী সমূহে:—চিড়িকমারা, ছিন্নকর, দপদপানি, গ্যাঁজ গ্যাঁজ করা; যেন জীবন্ত পদার্থ নড়িতেছে এরূপ অনুভব।

অস্থির উপরে চাঁচিয়া লওয়া ভাব।

অস্থিতে শীতবোধ।

নানাস্থানে শিরা স্ফীতি।

বাত ও বাতরক্ত পীড়া বা উপসর্গ, বিশেষতঃ প্রস্রাব, অর্শ কিম্বা ঋতুর পীড়ার সঙ্গে।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—যানারোহণে পায়ে বেদনা।

অশ্বারোহণের পর ভ্রমি।

স্পর্শ: ১৯, ২০, ২৩। চাপ: ২১,৪৬। ঘর্ষণ: ৩২। কণ্ডূয়ন: ৪, ৪৬।

৪৬ চর্ম্ম।—জ্বালাকরা, সূচীবেধ, ক্ষতকারী কণ্ডূয়ন, একস্থানে হইলে পুনর্ব্বার শীঘ্রই সেই বা অন্য স্থানে আক্রমণ।

স্ফোটক শীঘ্র পাকাইয়া দেয় এবং পুনর্ব্বার হওয়া নিবারণ করে।

লাল পীড়কাসকল; তৎসহ ঘৃষ্টবৎ ও হাজিয়া যাওয়া মত বেদনা।

লাল লাল পষ্টুল সকল তৎসহ জ্বালা, চুলকানি ও সূচী বিদ্ধবৎ বেদনা; চাপ দিলে বেদনা এবং ক্রমে কটাবর্ণে পরিণত হয়।

শিরাস্ফীতি। পীড়কা সকল ফাক ফাক, কখন কখনও একস্থানে ঘন বা অবিরল ভাবে প্রকাশিত হয়।

লিম্ফাটিক স্ফীতি (Lymphatic swellings)।

কামলা, তৎসহ ফেঁকাশে, শুষ্ক মল; কিম্বা প্রচুর জলবৎ ভেদ।

নাভির চতুর্দ্দিকে পুরাতন হরিদ্রাবর্ণের উদ্ভেদ হইতে ছালউঠে।

বাম অক্ষিপুটের উপরে, মসক দংশনের ন্যায়, লাল দাগ, কিন্তু স্ফীতিতে চক্ষু বুজিয়া যায়; পরদিন মুখমণ্ডলে, কর্ণের পশ্চাৎ ভাগে ও গ্রীবায় ঐরূপ দাগ; তৃতীয় দিবসে চিবুক এবং নাসিকাতে, তৎসঙ্গে কণ্ডূয়ন ও জ্বালা; সন্ধ্যার সময় ফোস্কার মত হইয়া জলবৎ তরল রস পড়িতে থাকে।

৪৭ অবস্থা।—যে স্থলে বৃক্ক ও মূত্রস্থলীর লক্ষণ সকল স্পষ্টরূপে বর্ত্তমান থাকে সেই স্থলে ইহা বিশেষ উপযোগী হয়।

৪৮ সম্বন্ধ।—বাবে'রিসের প্রতিবিষ : ক্যাম্ফর।

বাবে'রিস প্রতিষেধ করে : একোনাইট।

ব্রাইওনিয়া এল্‌বা।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—রোগী বাটী যাইতে ইচ্ছাকরে।

কারণ ব্যতীত অত্যন্ত হতাশ এবং অতিশয় বিষণ্ণ স্বভাব।

উদ্বেগ, গৃহ মধ্যে বৃদ্ধি, বহি'র্বায়ুতে উপশম।

খিটখিটে স্বভাব, একাকী থাকিতে ইচ্ছা ; উগ্র স্বভাব ; সহজে ভীত ও বিরক্ত হওয়া।

অত্যন্ত রাগী ও একগুয়ে স্বভাব। রাগাদি জন্য মন্দ ফল।

২ চৈতন্য।—বাম অক্ষি গোলকে ও কপালে বাহির দিকে ঠেলিয়া আনার মত চাপ, বিশেষতঃ অবনত হইলে।

শিরঃপীড়া, সামান্য সঞ্চালনে এমন কি অক্ষিপুট সঞ্চালনেও বৃদ্ধি।

উদ্ভেদ বিলোপ জন্য মস্তকে অসাড় ও ভার বোধ।

মস্তক বেদনা ও গোলমেলে ভাব, যেন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছে ; প্রাতে জাগিয়াও উঠিতে ইচ্ছা হয় না।

মাথাঘোরা :—যেন সমস্ত দ্রব্য ঘুরিতেছে ; যেন মস্তক চারিদিকে ঘূর্ণায়মান হইতেছে ; উঠিলে বা মস্তক উত্তোলন করিলে ; ঘুরিয়া পশ্চাৎ দিকে পড়িতে হয় ; শৈত্যে উপশম।

মস্তক মধ্যে, যেন মস্তিষ্ক পদার্থ অনেক হইয়াছে আর ধরে না, বাহির হইয়া আসিতেছে।

মস্তকে রক্ত উঠা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—প্রাতঃকালে, জাগিবা মাত্র নহে, চক্ষু উন্মীলন করিবা মাত্র শিরঃপীড়া আরম্ভ।

বামচক্ষুর উপরি ভাগে চাপযুক্ত বেদনা, তৎপরে পশ্চাৎ মস্তকে, তথা

হইতে সর্ব্বাঙ্গে ঐ বেদনা বিস্তৃত হয়; আহারান্তে এবং দ্রুত সঞ্চালনে বেদনা এত বৃদ্ধি পায় যে মস্তক মধ্যে স্পষ্ট দপ দপ করিতেছে বুঝা যায়।

সম্মুখকপালের বরাবর ছিন্নবৎ বেদনা, তথা হইতে পৃষ্ঠদেশ, পরে দক্ষিণ বাহুতে যায়।

দক্ষিণ রগে আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনা, উহা প্রধানতঃ উপর কসের দাঁতে ও গ্রীবার পেশীতে বিস্তৃত হয়।

প্রাতে জাগিলে মস্তকের শীর্ষ দেশে দপদপে কামড়ানি।

পশ্চাৎ মস্তকে শিরঃপীড়া, স্কন্ধ পর্য্যন্ত উহা বিস্তৃত হয়; চিৎ হইয়া শুইলে এবং প্রাতে জাগ্রত হইলে শিরঃপীড়া।

শিরঃপীড়া, যেন মস্তক ফাটিয়া যাইবে; প্রাতে আরম্ভ হইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি।

৪ বহির্মস্তক।—প্রাতে মস্তক আঠা আঠা বোধ হয়, মস্তক শীতল।

মস্তকের চর্ম্ম স্পর্শে বেদনা, এমন কি কোমল ব্রস্ সহ্য হয় না।

মস্তক খুস্কিপূর্ণ ও খস খসে।

৫ চক্ষু।—বাম অক্ষি গোলকে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্য ও চাপযুক্ত বেদনা; সঞ্চালনে অত্যন্ত বৃদ্ধি এবং এরূপ অনুভব হয় যেন চক্ষু ক্ষুদ্র হইয়াছে এবং গোলক মধ্যে আকৃষ্ট হইতেছে।

দক্ষিণ চক্ষুতে জ্বালা করা ও জল পড়া।

দক্ষিণ উপর অক্ষিপুটের স্ফীত ভাব।

বাম উপর অক্ষিপুটে বেদনাবিহীন উৎক্ষেপ তৎসহ তাহাতে ভারিবোধ।

পুনঃ পুনঃ অশ্রুস্রাব।

৬ কর্ণ।—শব্দ অসহিষ্ণুতা।

মস্তক মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ করা, ঝিল্লি রবের মত।

কর্ণমধ্যে গুন্‌গুন্ গর্জ্জন ও ঘণ্টা বাদ্যবৎ শব্দ।

দক্ষিণ কর্ণের উপরিভাগে স্ফীতি, আরক্ততা, চৈতন্যাধিক্য ও উষ্ণতা বোধ; সময়ে সময়ে কর্ণ মধ্যে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, সেই সঙ্গে কর্ণের নিচের গ্রীচি স্ফীত ও বেদনাযুক্ত।

৭ নাসিকা।—পুনঃ পুনঃ হাঁচি।

প্রাতঃকালে উঠিলেই নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, দিবসে তত নহে, কখন কখন নিদ্রাকালে রাত্রি প্রায় ৩টার সময়, রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

স্রাবশীল সর্দ্দি, জলবৎ কিম্বা ঈষৎ সবুজবর্ণের স্রাব।

নাসিকার অগ্রভাগ স্ফীত, স্পর্শ করিলে ক্ষত হইবে এরূপ বোধ। স্ফোটক।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল লাল, গরম; কোমল স্ফীত ভাব।

উপর ওষ্ঠ ও নাসিকায় বিসর্প বা নারাঙ্গা আরম্ভ।

দক্ষিণ চিবুকের সন্ধিকোঠরে চিমৃটী কাটার ন্যায় ও চাপ বোধ, সঞ্চালনে ভয়ানক বৃদ্ধি।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—উপর ওষ্ঠ ও নাসিকা স্ফীত, লাল ও উত্তপ্ত।

নিম্ন ওষ্ঠ ফাটা, শুষ্ক ও স্ফীত; বারম্বার ভিজাইতে ইচ্ছা।

পুনঃপুনঃ মুখ নাড়া, যেন চর্ব্বণ করিতেছে। *শিশুগণের মস্তিষ্কপীড়া।

১০ দন্ত।—দন্তগুলি বড় বলিয়া বোধ হয়।

দন্তশূল, শীতল জলে উপশম, মুখমধ্যে উষ্ণ দ্রব্য গ্রহণে বৃদ্ধি।

আহারকালে ছিন্ন ও সূচিবিদ্ধবৎ দন্তশূল, গ্রীবার পেশী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, উষ্ণতায় বৃদ্ধি।

ধূমপানে উৎক্ষেপযুক্ত দন্তশূল বা দন্তে চিড়িক মারিয়া উঠা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—বিস্বাদ; মিষ্ট; তিক্ত; পচা ও তিক্ত; খাদ্যদ্রব্যে স্বাদহীন; অনাহারকালে মুখ তিক্ত।

জিহ্বায় শ্বেত বর্ণের লেপ।

জিহ্বা শুষ্ক, ফাটা ফাটা এবং প্রায়ই ঘোর কটাবর্ণ।

জিহ্বা শুষ্ক; অগ্রভাগ সরস। জিহ্বার অগ্রভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্যে ফেণাবৎ লালা সঞ্চয়।

মুখ ও ওষ্ঠদ্বয় অত্যন্ত শুষ্ক; পানে কেবল ক্ষণিক উপশম।

নিম্ন ওষ্ঠ শুষ্ক, জ্বালাকরা ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত; বিশেষতঃ তামাকু সেবনকারী দিগের।

মুখ শোষ তৎসঙ্গে পিপাসাহীনতা বা অধিক পরিমাণ জলপানের তৃষ্ণা।

মুখ হইতে দুর্গন্ধ, তৎসহ থক্‌ করিয়া খানিকটা শুষ্ক দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা বাহির করা।

১৩ গলমধ্য।—গলা অত্যন্ত শুষ্ক; গলাধঃকরণে (ঢোক গিলিতে) বেদনা ও শুষ্কতা বোধ।

গলার মধ্যে যেন চাঁচিয়া লওয়া মত ভাব।

গলাধঃকরণে যেন কিছু শক্ত মত দ্রব্য আটকাইয়া রহিয়াছে বোধ।

দক্ষিণ টন্‌সিলে চাপযুক্ত বেদনা। বাম টন্‌সিলে অল্প বেদনা।

গলার পশ্চাৎভাগ স্ফীত বলিয়া বোধ হয়।

ফসেস্ মধ্যে শক্ত শ্লেষ্মা, থক্‌ করিলে উঠে।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অত্যন্ত ক্ষুধা; ক্ষুধা শীঘ্র তৃপ্ত হয়।

কোন পদার্থ শীঘ্র পাইতে ইচ্ছা কিন্তু দিলে গ্রহণ করে না।

মিষ্টদ্রব্য, চিংড়ী মৎস্য ও কাফি সেবনে ইচ্ছা।

দুধে ইচ্ছা থাকে না, কিন্তু একবার উহা পান করিলে রুচি বা ক্ষুধা হয় এবং খাইতে আরম্ভ করে; অক্ষুধা।

প্রবল তৃষ্ণা, প্রচুর শীতল জল পানের ইচ্ছা; উষ্ণ পানীয়ের ইচ্ছা এবং পানে উপশম।

১৫ পানাহার।—আহারের পর: ৩, ১৬, ১৭, ২০, ২৭।

অল্প ও পুনঃপুনঃ ভক্ষণ করে।

পান: ১২, ২৬, ২৭। মদ: ১৬।

পুনঃপুনঃ শীতল জলপানে তিক্ত আস্বাদ ও বমনের ইচ্ছা প্রশমিত করে।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—আহারান্তে হিক্কা, হিক্কাতে মস্তকে এরূপ ধাক্কা লাগে, যেন মস্তিষ্ক পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ দিকে কম্পিত হইতেছে।

আহারের পর উদ্গার; তিক্ত ও অম্লযুক্ত।

সন্ধ্যার সময় মদ্য পানজনিত বুক জ্বালা।

সোজা হইতে গেলে বিবমিষা।

সামান্য সঞ্চালনে বিবমিষা হয় বা বৃদ্ধি হয়; তজ্জন্য স্থির ভাবে শুইয়া থাকিতে চাহে।

প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিলে বিবমিষা এবং বমন।

বমন :—কঠিন খাদ্য, পানীয় নহে; আহারের পরেই খাদ্য দ্রব্য; তিক্ত বা পচা তরল দ্রব্য বমন, মুখে উহার আস্বাদ থাকিয়া যায়।

১৭ পাকস্থলী।—পাকস্থলী পূর্ণ এবং চাপ দিলে বেদনানুভব।

পেট ফাঁপা, এবং শূন্য উদ্গার, তৎসহ আহারান্তে বমন।

পাকস্থলী খালি বোধ, তৎসহ সমস্ত উদর বিস্তৃত বা ফাঁপা।

আহারান্তে পাকস্থলিতে ভারি বোধ, যেন পাথর চাপা আছে।

পাকস্থলি প্রদেশে ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তন বোধ, কাশিতে গেলে পাকাশয় গহ্বরে বেদনা। পাকস্থলি প্রদেশ স্পর্শে বেদনা; এত বেদনা যে কাপড় অসহ্য।

পাকস্থলি প্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা, সঞ্চালনে বিশেষতঃ পদস্খলনে বৃদ্ধি।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—উদরের দক্ষিণ ভাগে কৃত্রিম পঞ্জরাস্থির নিম্নে টানিয়া ধরা বেদনা, দীর্ঘ শ্বাসে বেশী; এমন কি সামান্য বায়ু নিঃসরণে যকৃতে বেদনা লাগে।

দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়ামে ক্ষণিক সূচীবেধ বোধ, তৎসহ ঐ প্রদেশ সজোরে টিপিলে কিম্বা নিশ্বাস গ্রহণে বেদনা বোধ।

যকৃত প্রদেশে সূচীবেধ বেদনা ও জ্বালা করা।

প্লীহাপ্রদেশে সূচীবেধ, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

১৯ উদর।—নাভির চারিধারে শূলবৎ বেদনা।

অন্ত্র মধ্যে কল কল ও গড় গড় শব্দ করা।

হঠাৎ অন্ত্রমধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা, যেন অঙ্গুলির দ্বারা খনন করিতেছে; তাহাতে নত বা দুমড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হয়, অনেকটা বাহে হইয়া গেলে উপশম পায়।

উদরের অত্যন্ত টাটানি বোধ।

উদর মধ্যে বেদনা উপর দিকে উঠে।

উদরে সূচীবেধ ও অন্যান্য বেদনা। তাহাতে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয়।

২০ মল, ইত্যাদি।—উদরাময়:—পিত্তযুক্ত, ক্ষতকারী, তৎসহ মলদ্বারে টাটানি; ঘোলা জলের মত, তাহাতে শাদা ডিম ডিম অজীর্ণ খাদ্যের অধঃক্ষেপ; প্রায়ই রাত্রে ও আহারান্তে; ফল ভক্ষণ করিয়া; প্রাতে শয্যা হইতে উঠিলে, তৎপূর্ব্বে পেট বেদনা; জ্বালাকর, গ্রীষ্মকালে বেশী।

পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধতা।

দুঃসাধ্য কোষ্ঠবদ্ধ; মল শুষ্ক, বড় ও কঠিন; অত্যন্ত বেগ দিলে নির্গত হয়।

অর্শ বেদনা করে।

মল কঠিন, কাল, দগ্ধবৎ এবং পরিমাণে অল্প।

২১ মূত্র।—মূত্র:—প্রচুর এবং জলবৎ; অল্প এবং গাঢ় বর্ণ; বিয়ার মদের ন্যায় কটাবর্ণ; লাল বর্ণ; শ্বেতবর্ণের অধঃক্ষেপ।

প্রস্রাবকালে অসাড়ে কএক বিন্দু মূত্র বহির্গত হয়।

২২ পুনংজননেন্দ্রিয়।—রতি ইচ্ছা প্রবল হয়।

দক্ষিণ অণ্ডকোষে ও শুক্রবাহী নলীতে সূচীবেধ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—গভীর শ্বাসগ্রহণে ডিম্বকোষে সূচী বিদ্ধবৎ বেদনা।

দক্ষিণ ডিম্বকোষ প্রদেশে অতি প্রবল বেদনা, যেন ক্ষত হইয়াছে; সেই বেদনা উরুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ঘোর লাল রক্তস্রাব, তৎসহ কটি দেশে বেদনা।

ঋতু:—শীঘ্র শীঘ্র এবং প্রচুর; ঘোরাল বর্ণের রক্ত; ঋতু রোধ হইয়া নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

রজঃশূল।

জরায়ুর শোথ, স্ফীতি দিবসে বৃদ্ধি, রাত্রে হ্রাস।

২৪ গর্ভ।—প্রসবান্তিক বেদনা (ভেদালির ব্যথা) সামান্য সঞ্চালনে, এমন কি গভীর শ্বাস গ্রহণে পুনরুত্তেজিত হয়।

প্রসবান্তিক (লোকিয়া) স্রাব প্রচুর, তৎসহ জরায়ু প্রদেশে জ্বালা।
প্রসবান্তিক স্রাব বন্ধ, তৎসহ মস্তক যেন ফাটিয়া যাইবে বোধ।
উরুদেশ হইতে পা পর্য্যন্ত বেদনা, স্পর্শ বা সঞ্চালনে বৃদ্ধি।
স্তন ভারি; কঠিন ও বেদনাযুক্ত; জ্বালাকর ও ছিন্নবৎ বেদনা।
স্তন্য দুগ্ধ নিঃসরণ অবরোধ বা অত্যল্প নিঃসরণ।
শিশুর মুখে ক্ষত, তজ্জন্য শিশু স্তন মুখে করে না কিন্তু একবার মুখ ভিজাইয়া লইলে বেশ টানিতে থাকে।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গ ও কর্কশ। লেরিংকস মধ্যে শুড় শুড়ি।
ট্রেকিয়া মধ্যে শক্ত শ্লেষ্মা,পুনঃপুনঃ খক্‌খক্ করিয়া কাসিলে নরম হয়।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসক্রিয়া:—বাধা প্রাপ্ত; দ্রুত ও গভীর, পাঁজরা নড়ে না, শীতল বায়ু ও শীতল জলপানে উপশম।
গভীর নিশ্বাস গ্রহণে পুনঃপুনঃ ইচ্ছা, অথচ পারে না।

২৭ কাশি।—শুষ্ক কাশি:—ষ্টার্ণাম অস্থির ভিতর দিকে শল্য বিদ্ধবৎ বেদনা; যেন পাকাশয় হইতে কাশি উঠিতেছে।
কাশিতে গেলে বোধ হয় যেন মস্তক ও বক্ষ খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে।
কাশিতে কাশিতে রোগী শয্যায় উঠিয়া বসে (অনিচ্ছায় এবং তৎক্ষণাৎ); কিম্বা হাত দিয়া বক্ষাস্থি সজোরে চাপিয়া ধরে।
পানাহারের পর কাশির বৃদ্ধি, তৎসহ ভুক্তদ্রব্য বমন।
বিবমিষাতে কাশি আইসে, এবং কাশিতে কাশিতে বমি আইসে।
গয়ারে রক্তের ছিট থাকে।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—বক্ষ সংকোচ বোধ; গভীর শ্বাসক্রিয়ার বিশেষ প্রয়োজন বোধ হয়, গভীর শ্বাস গ্রহণকালে বক্ষে বেদনা অনুভূত হয়।
বক্ষের উপরিভাগে, স্কন্ধের মধ্য দিয়া, শ্বাস গ্রহণকালে সূচীবেধ।
বাম বক্ষে নিশ্বাস গ্রহণ কালে সূচীবেধবৎ যাতনা।
ষ্টার্ণামের নিম্ন দিয়া দক্ষিণ স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভারি বোধ, তাহাতে শ্বাস ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে; গভীর নিশ্বাস গ্রহণ কষ্টকর; বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে কষ্ট বোধ, তৎসহ দক্ষিণ বগলের গ্রন্থিতে সূক্ষ্ম সূচীবেধবৎ বেদনা।

বামস্তনের নিম্ন দেশে অত্যন্ত বেদনা ; শ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি।
দক্ষিণ চুচুকের নিম্নে কেবল প্রশ্বাসকালে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।
বক্ষের বাম পার্শ্বে পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ দিকে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা; সঞ্চালন ও শ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি, স্থির থাকিলে উপশম।
ডায়েফ্র্যাম প্রদেশেও ঐরূপ বেদনা ; কাশিলে বা নড়িলে বৃদ্ধি।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড ও নাড়ী।—হৃদপিণ্ড প্রদেশে শ্বাসাবরোধের ভাব। হৃদপিণ্ড প্রদেশে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।
হৃদপিণ্ডস্থানে খিল লাগা (খল্লী), হাঁটিলে, উঠিলে, সামান্য পরিশ্রম করিলে, এমন কি বাহু উত্তোলন করিলেও বর্দ্ধিত হয়।
হৃদ্‌পিণ্ডের আঘাত ভয়ানক প্রবল ও দ্রুতভাবে সম্পাদিত হয়।
নাড়ী :—পূর্ণ, কঠিন, দ্রুত এবং শক্ত বা টান টান ভাব ; সময়ে সময়ে ক্ষণ বিলুপ্ত।

৩০ বহির্বক্ষ।—দক্ষিণ পার্শ্বের দ্বিতীয় পঞ্জরাস্থিতে এক স্থানে যেন ঘৃষ্টবৎ বেদনা, উহা বক্ষাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—ঠাণ্ডা লাগিয়া বেদনার ন্যায় পশ্চাৎ গ্রীবায় বেদনা।
গ্রীবার দক্ষিণ ভাগের পেশীতে বেদনাযুক্ত কাঠিন্য।
কটিদেশে বেদনা তজ্জন্য ভ্রমণে বা ফিরিতে কষ্ট।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বিশ্রামকালে, দক্ষিণ স্কন্ধমধ্যে বেদনাযুক্ত টান টান ভাব ও চাপ বোধ ; গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসকালে সূচীবিদ্ধবৎ যাতনা হয়।
দক্ষিণ বাহুমধ্যে আকৃষ্টবৎ ও ছিন্নবৎ বেদনা।
দক্ষিণ কনুই সন্ধির স্ফীততা সহ সূচীবেধবৎ বেদনা।
কনুই হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত ভিতরদিকে একটি রেখাভাবে ছিন্নবৎ বেদনা।
মণিবন্ধে মচকান ন্যায় বেদনা, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।
কনিষ্ঠ অঙ্গুলির সন্ধিতে উষ্ণ অথচ ফেকাশে বা বর্ণহীন স্ফীততা।
লিখিতে বা কোন দ্রব্য ধরিতে এরূপ অনুভব হয় যেন অঙ্গুলি-সন্ধি সকল স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, সঞ্চালন এবং স্পর্শে বেদনাযুক্ত।
লিখিতে গেলে অঙ্গুলি মধ্যে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পদদ্বয় অত্যন্ত দুর্ব্বল, কষ্টে দেহভার বহন করে।

নিতম্ব মধ্যে ছুরিকা বিদ্ধবৎ বেদনা।

উরুদেশ মধ্যে ক্লান্তি বোধ, উচ্চে উঠিতে বৃদ্ধি।

দক্ষিণ উরু অত্যন্ত বেদনাযুক্ত, বেদনা জানুসন্ধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ভ্রমণকালে হাঁটু লট পট করে (কম্পিত হয়) ও পরস্পর আঘাত লাগে।

দক্ষিণ পায়ের জানুতে বেদনা, সন্ধ্যাকালে আদৌ হাটিতে পারে না এবং পা স্থিরভাবে রাখিতে বাধ্য হয়; ভিতর দিকে স্পর্শে অত্যন্ত বেদনা।

দক্ষিণ পায়ের ডিমে চিমটি কাটা ও ছিন্নবৎ বেদনা।

বাম পায়ের ডিমের বাহির পিঠে ঘৃষ্টবৎ বেদনা,—পদ সঞ্চালন বা স্পর্শে বেদনা অনুভূত হয়।

সঞ্চালনে গুল্‌ফ মধ্যে টান পড়ে।

পদমধ্যে বেদনা যেন মচকিয়া গিয়াছে বোধ; সন্ধ্যাকালে স্ফীততা।

ভ্রমণকালে পায়ের তলায় পিন বা সূচীবিদ্ধবৎ যাতনা অনুভব; উহাতে হাটিতে বাধা দিয়া থাকে।

পদদ্বয়ের পৃষ্ঠভাগে বসিয়া থাকিলেও বেদনা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মধ্যে ভারি বোধ; সীসার ন্যায় অনুভূত হয়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্লান্তি ও অলসতা, বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গের।

বাতরোগ তৎসহ সন্ধিতে স্ফীতি ও আরক্ততা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দুর্ব্বলতা জন্য বসিতে বাধ্য করায়।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—২৩, ২৮, ৩২, ৩৩। সঞ্চালন: ৯, ১৬, ১৭, ২৪, ৩২, ৩৩, ৩৬, ৪৪। চক্ষুগোলকের: ৫। ভ্রমণ: ৩, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৪০। পদস্খলন: ১৮। উদ্যম: ২৯, ৩২। সীড়িতে উঠা: ৩৩। উপবেশন: ২, ৩৩, ৩৪। উত্থান: ২, ২৯, ৩৬। নত হইলে: ৩।

৩৬ স্নায়ু।—অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা, ভ্রমণে বৃদ্ধি।

হঠাৎ অবসাদ, স্পন্দহীন।

ভ্রমি বা মূর্চ্ছা ; শয্যা হইতে উঠিতে ; অতি সামান্য নড়িতে।

হাস্ত বিলোপ জন্য লুকাইয়া আক্ষেপ বৃদ্ধি পাওয়া।

৩৭ নিদ্রা।—সমস্ত দিন পুনঃপুনঃ জৃম্ভন। দিবসে অত্যন্ত নিদ্রালুতা।

উদ্বেগ ও রক্তমধ্যে অস্বস্তি নিবন্ধন নিদ্রাহীনতা।

রাত্রে ভীতি-জনক স্বপ্ন ও পুনঃপুনঃ জাগরিত হওয়ার জন্য অস্থিরতা।

মধ্য-রাত্রির পূর্ব্বে নিদ্রা হয় না, কারণ এক বাহু ও পা পুনঃপুনঃ কম্পিত হয়, তৎপরে ঘর্ম্ম হয়।

নিদ্রিত হইবার পূর্ব্বে ভয়ে চম্‌কিয়া উঠে।

নিদ্রাকালে চর্ব্বণ করার ন্যায় নিম্ন চোয়াল নাড়া।

স্বপ্ন-সঞ্চরণ।

স্বপ্ন :—সাংসারিক বিষয় ; দৈনিক কার্য্য সম্বন্ধীয় ; বিবাদ ও রাগ সম্বন্ধীয় ; উদ্বেগপূর্ণ।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ১, ৩, ৪, ৭, ১৬, ২০, ৪০, ৪৪। মধ্যাহ্ন : ৩। অপরাহ্ন : ৩১। সন্ধ্যা : ১৬, ৩৩, ৪০। রাত্রি : ২০, ২৭, ৩০। মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে : ৩৭। রাত্রি ৩টার সময় : ৭। প্রাতে হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি : ৩। দিবসে বৃদ্ধি, রাত্রে উপশম : ২৩। দিবস : ৭, ২৩, ৩৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—শীতকালে ও শীতল দ্রব্য আহারে ভাল থাকে।

শৈত্য প্রয়োগে মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল নিবারণ হয়।

শীতল জল : ১০, ১৪, ১৫, ২৬। শীতল বায়ু : ২৬, ৪০। উষ্ণতা : ১০, ৩২। উষ্ণ বায়ু : ২০।

গ্রীষ্মকালের প্রথমেই পীড়ার প্রকাশ।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—কম্প : তৎসঙ্গে গাত্রের বাহ্যিক শীতলতা ; কম্পের সঙ্গে মস্তকে উষ্ণতা, আরক্ত গণ্ড ও পিপাসা ; প্রধানতঃ সন্ধ্যার সময়ে শীত ; বহির্ব্বায়ু অপেক্ষা গৃহমধ্যে থাকিলে বৃদ্ধি।

আভ্যন্তরিক শুষ্ক উত্তাপ ; শিরা মধ্যে রক্ত ফুটিতেছে বোধ।

উত্তাপ সময়ে উপসর্গ বা রোগের বৃদ্ধি।

এক একস্থানে অল্পকাল স্থায়ী ঘর্ম্ম।

প্রচুর এবং সহজে ঘর্ম্ম, এমন কি শীতল বহির্বায়ুতে ধীরে ধীরে ভ্রমণ করিলেও; প্রচুর নৈশ ও প্রাতঃকালীন ঘর্ম্ম।

অম্লাক্ত বা তৈলবৎ ঘর্ম্ম।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ ৪, ৫, ৬, ৮, ১৩, ১৮, ২২, ২৩, ২৮, ৩০,৩১, ৩২,৩৩, ৪০।

বাম: ৩, ৫, ১৩, ২৩,২৮, ৩৩। দক্ষিণ হইতে বাম: ৩০। বাম হইতে দক্ষিণ: ২৮। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ: ১৬,২৮, ২১। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্ন: ২৩, ২৪, ৩২, ৩৩।

৪৩ অনুভব।—শরীরের প্রত্যেক স্থান চাপে বেদনাযুক্ত; প্রাতঃকালে বেশী।

শরীরের নানাস্থানে আকৃষ্টবৎ বাত রোগের ন্যায় বেদনা।

প্রায় সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও সন্ধিতে ক্ষণিক আকৃষ্টবৎ বেদনা ও টান টান বোধ।

৪৪ তন্তু।—শোথের স্ফীতি, দিবা ভাগের সহিত বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং রাত্রে বিদূরিত হয়।

তরুণ স্ফোটকের পূজ শোষণ করে।

~~প্রাকিস্থলির শীর্ষ স্থানে আঘাতের পর~~ বৃহৎ স্ফোটক।

অস্থি প্রদাহিত, চর্ম্ম বেদনাযুক্ত, ঈষৎ স্ফীত; সর্ব্ব প্রথমে।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি।—স্পর্শ ৪, ৭, ৮, ১৭, ২৪, ৩২, ৪৪, চাপ: ১৭, ১৮, ৩২, ৪০। আঘাতের পর: ৪৪।

গুরুচাপ প্রদানে বেদনার উপশম। * মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল।

৪৬ চর্ম্ম।—সর্ব্বাঙ্গের চর্ম্মে, এমন কি মুখ পর্য্যন্ত পীতবর্ণ। গালের উপরে লাল ও উত্তাপ বিশিষ্ট গোলাকার দাগ।

সর্ব্বাঙ্গে শুষ্ক কণ্ডূয়নযুক্ত উদ্ভেদ।

সমস্ত গাত্রে লাল, লাল, উন্নত উদ্ভেদ (কেবল প্রসূতি ও তাহাদের শিশু সন্তানদিগের প্রায় হইয়া থাকে)।

আমবাতের ন্যায় উদ্ভেদ, কুট কুট করে, বিশেষতঃ সেই সেই স্থান স্পর্শ করিলে।

৩৮ সম্বন্ধ।—একনাইট, নক্সভমিকা, ওপিয়ম, রসটক্স ঔষধের পরে ব্রাইওনিয়া বিশেষ উপযোগী হয়।

ব্রাইওনিয়ার পরে এলুমিনা, কালি-কার্ব্ব, নক্সভমিকা, ফস্ফরস, পলসাটিলা, রসটক্স, এবং সলফার ঔষধ সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়।

ব্রাইওনিয়ার প্রতিবিষ:—একনাইট, এলুমিনা ক্যাম্ফর, ক্যামোমিলা, ক্লেমেটিস্, কফিয়া, ইগ্নেশিয়া, মিউরেটিক-এসিড, নক্সভমিকা, পলসাটিলা, রসটক্স ও সিনেগা।

ব্রাইওনিয়া প্রতিষেধ করে:—রসটক্স, রস-ভেন্, ক্লোরিণ।

সংযোজক (conjunctive) সম্বন্ধ:—কলোসিন্থ।

তুলনা কর:—আর্কটিয়ম লেপা (পৈশিক বেদনা। ভারি, সঞ্চালনে বর্দ্ধিত; নিদ্রালুতা, ক্লান্তি)।

ব্যাপটিসিয়া।

পরীক্ষক:—ডব্লু, এইচ, বার্ট।

১ মন।—তন্দ্রাদোষ; কথা শুনিতে শুনিতে বা উত্তর দিতে দিতে নিদ্রা আইসে।

মাতালের ন্যায় ভাব; মন স্থির করিতে পারে না; এক প্রকার পাগলের মত ভাব।

চিন্তা করিতে পারে না, মন দুর্ব্বল বোধ হয়।

। শরীর বোধ হয় যেন খণ্ড খণ্ড হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়ান রহিয়াছে, সেই খণ্ড সকল একত্র করিতে এপাশ ওপাশ করে; নিদ্রা যাইতে পারে না যে হেতু খণ্ড সকল সংগৃহীত হয় না।

প্রলাপ, বিশেষতঃ রাত্রে কিম্বা সদত।

মন অত্যন্ত অস্থির, কিন্তু শরীর মৃতবৎ, নড়িতে চড়িতে পারে না।

২ চৈতন্য।—মস্তক ভারি বোধ হয়, যেন উঠিয়া বসিতে পারে না।

পুনঃ পুনঃ ভ্রমি। মস্তক ঘূর্ণন, এবং সর্ব্বাঙ্গ, বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গ ও জানু, অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—ভারি, চাপ বিশিষ্ট শিরঃপীড়া।

মস্তিষ্ক টাটান, নত হইলে বর্দ্ধিত হয়।

সম্মুখ কপালে শিরঃপীড়া : তৎসহ নাসিকার মূল দেশে চাপ বোধ; তৎসহ সমস্ত মস্তক পূর্ণ ও কসা কসা ভাব (tightness)।

মস্তিষ্কের উত্তেজনা, যেরূপ প্রলাপের পূর্ব্বে হয়।

মস্তক ভারি ও বৃহৎ বোধ হয়, তৎসহ মস্তক ও মুখমণ্ডলের অসাড়তা বোধ; শরীরের নানা স্থানে সূচীবেধ বোধ।

মস্তিষ্কের মূল দেশে বেদনা, তৎসহ পৃষ্ঠদেশের পেশীতে আকৃষ্টবৎ ও অসাড় ভাব।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তকের শীর্ষ দেশ, বোধ হয়, যেন উড়িয়া যাইবে।

সম্মুখ কপালের চর্ম্মে অত্যন্ত কসা কসা ভাব।

মস্তকের চর্ম্মে টাটানি বোধ।

৫ চক্ষু।—চক্ষু লাল ও প্রদাহিত দেখায়, শিরাসমূহে রক্তসঞ্চয়।

চক্ষু স্ফীত বোধ হয়, সামান্য অশ্রুস্রাব তৎসহ জ্বালা করা।

আলোক সহ্য করিতে পারে না, চক্ষু জ্বালা করে, কিন্তু জল পড়ে না।

* পুরাতন চক্ষু প্রদাহ।

অক্ষি গোলক টাটান, নাড়িলে বৃদ্ধি।

৬ কর্ণ।—শ্রবণ শক্তির হ্রাস।

মানসিক গোলযোগের সহিত কর্ণ মধ্যে গর্জ্জনবৎ শব্দ।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে ঘন শ্লেষ্মা বহির্গত হইতে থাকে।

নাসামূল প্রদেশে বেদনা।

হাঁচি হয়, বোধ হয় যেন সর্দ্দি লাগিয়াছে।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল বিবর্ণ : গণ্ডদেশ পীত, তৎসহ মধ্যস্থানটী লাল; উত্তপ্ত ও স্পষ্ট লাল হইয়া উঠে; কাল্‌চে লালবর্ণ।

মুখমণ্ডল ও মস্তকের বাম পার্শ্বের জ্বালা ও কুট কুট করা।

গণ্ডদ্বয় জ্বালা করে।

চোয়ালের পেশীসকল শক্ত বা অনম্য।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—নিম্ন চোয়ালের সন্ধিতে বেদনা। * টাইফস্ জ্বর।

১০ দন্ত।—দন্ত ও মাড়ীতে টাটানি ; অঙ্গুলি দিয়া চাপিলে রক্ত পড়ে।
দন্ত ও ওষ্ঠদ্বয়ে ক্লেদ সঞ্চয় (sordes)।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—বিস্বাদ, তিক্ত।
জিহ্বা স্ফীত ও পুরু বোধ হয়, তাহাতে কথা কহিতে কষ্ট হয়।
জিহ্বা মধ্যস্থানটী বরাবর হরিদ্রাবর্ণ ; সর্ব্ব প্রথমে শাদা ও স্থানে স্থানে লাল প্যাপিলি, তৎপরে মধ্যভাগে হরিদ্রা ও কটাবর্ণের লেপ, ধার লাল ও চক্‌চকে ; মধ্যাংশে শুষ্ক ও কটা। (দেখ ১৭, ২০)। ‖ জিহ্বা ফাটা ফাটা, ক্ষতযুক্ত।

১২ মুখমধ্য।—পচাগন্ধ ; পারদ ব্যবহারের পরও।
মুখমধ্যে পচা ক্ষত ও লালা নিঃসরণ।
মুখে পচনশীল ক্ষত, প্রচুর লালা ; মাড়ী শিথিল, কাল্‌চে লাল, দুর্গন্ধ বিশিষ্ট।
মুখ ও জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক। * জ্বর সকল।

১৩ গলমধ্য।—সংকোচ বোধ, তাহাতে পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিতে হয়।
গলমধ্যে টাটান ও সংকুচিত বোধ হয়।
‖ ফসেস্ কাল্‌চে লাল ; কাল্‌চে পচা ক্ষত ; টনসিল ও কর্ণমূল গ্রন্থি সকল স্ফীত ; বেদনা রহিত।
গলমধ্যে সুড়সুড়ী ভাব তজ্জন্য কাশি ; উপজিহ্বা বৃদ্ধি।
কেবল তরল দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে পারে ; কঠিন খাদ্য গলায় বাধিয়া যায়।
শ্লেষ্মা প্রচুর ও চটচটে, তুলিতেও পারে না, গিলিতেও পারে না।
অন্ননালীতে পাকস্থলি পর্য্যন্ত সংকোচ ভাব—কেবল জল গিলিতে পারে।

১৪ ইচ্ছা ও অনিচ্ছা।—জলের জন্য সদত ইচ্ছা ; বিবমিষা, অক্ষুধা।

১৫ পানাহার।—বিয়ার মদ্য ব্যবহারের পর সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি।
প্রথম আহারের পর অলস বোধ।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—পাকস্থলিতে চাপ বোধ, প্রচুর বায়ু উদ্গার।
উদ্গারের সঙ্গে বিবমিষা ও পরে কষ্টকর বমন।

বোধ হয় যেন বমি করিবে অথচ বিবমিষা থাকে না, তৎসঙ্গে নাভির বাম দিকে ও বাম বুক্ককে চিড়িক মারা বেদনা (shooting)।

১৭ পাকস্থলী।—পাকস্থলি মধ্যে যেন নীচু হইয়া গিয়াছে বা নাই এরূপ বোধ, ভ্রমি।

পাকস্থলি প্রদেশে সর্ব্বদা জ্বালা করা অস্বস্তি বোধ. নাভি দেশের মধ্যে শূলবৎ বেদনা, অন্ত্রমধ্যে গড়্গড় করা।

সন্ধ্যাকালে পাকস্থলি মধ্যে আক্ষেপ.।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত মধ্যে বেদনা, পিত্তকোষ পর্য্যন্ত বেদনা বিস্তৃত; হাটিতে পারে না।

১৯ উদর।—নাভিপ্রদেশে বেদনা ও অস্বস্তি বোধ।

উদর স্ফীত; পূর্ণ বোধ; আধ্মান, বায়ু গড়্গড় করা, বমন হইলে উপশম হইবে বোধ হয়।

অন্ত্রমধ্যে তীব্র চিড়িক মারা বেদনা।

দক্ষিণ ইলিয়েক প্রদেশে চৈতন্যাধিক্য।

উদরের পেশী সমূহ টিপিলে টাটানি বোধ।

বাম কুচকির বীচিগুলি স্ফীত; হাঁটিতে বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল:—কাল্‌চে বর্ণ, পাতলা, দুর্গন্ধ; প্রচুর শ্লেষ্মাবৎ পদার্থের সহিত নরম বাহ্যে; কেবল রক্ত বা রক্ত মিশ্রিত আম।

দুর্গন্ধ, দুর্ব্বলকর ও ক্ষতকারী মল।

দুর্গন্ধ ভেদ দিবারাত্র; দুগ্ধ ব্যতীত শিশু অন্য কোন পদার্থ খাইতে পারে না।

গাঢ় কটাবর্ণের আমরক্ত মিশ্রিত মল; *টাইফাস্।

কোষ্ঠবদ্ধতা; অপরাহ্নে রক্তস্রাবী অর্শ।

আমাশয়; কম্প, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও কটিদেশে বেদনা; অল্প অল্প মল; সমস্তই রক্ত, অত্যন্ত কাল্‌চেবর্ণ নহে কিন্তু গাঢ়; বেগ বা কোঁতানি; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, জিহ্বা কটা, অল্পঅল্প জ্বর, গ্রীষ্ম বা বসন্ত কাল

২১ মূত্র।—বাম বৃক্ক প্রদেশে চিড়িকমারা বেদনা।

মূত্র—স্বল্প ও ঘোর লাল। প্রস্রাবকালে জ্বালা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—দক্ষিণ কুচকিতে এবং অণ্ডকোষে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

অণ্ডকোষ প্রদাহ; নিদ্রা হয় না, যেন শয্যার চতুর্দ্দিকে তাহার সর্ব্বাঙ্গ খণ্ড খণ্ড ভাবে ছড়ান রহিয়াছে।

২৪ গর্ভ।—গর্ভস্রাবের সম্ভাবনা। *টাইফয়েড।

প্রসবান্তিক ক্লেদ ক্ষতকারী, দুর্গন্ধ; অত্যন্ত বলক্ষয়।

সূতিকাজ্বর, তৎসহ টাইফয়েড লক্ষণ।

২৫ লেরিংক্স।—কথা কহিতে, গলাধঃকরণ কিম্বা স্পর্শে অত্যন্ত টাটান।

স্বরভঙ্গ। স্বর লোপ। এপিগ্লটীসের স্ফীতি, প্রাতঃকালে।

শ্বাসনালী ভুজ এবং ফসেস্ হইতে প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব, তৎসহ শ্লেষ্মা উঠা।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—কষ্টকৃত শ্বাস প্রশ্বাস, অপরাহ্ণ ৬টা, তৎসহ কাশি, দক্ষিণ ফুস্‌ফুস্ টাটান, হাঁচি হওয়া।

নিদ্রা হইতে শ্বাস কষ্টের সহিত জাগিয়া উঠে; ফুস্‌ফুস্ কসিয়া ধরে ও সংকুচিত বোধ; সজোরে শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না; জানালা খুলিয়া মুখ বাহিরের বাতাসে ধরিতে হয়, গাত্রে ভয়ানক উত্তাপ; শুষ্ক জিহ্বা, নাড়ী দ্রুতগতি।

শুইলে শ্বাস কষ্ট, কিন্তু বক্ষের সংকোচ হয় না, উঠিয়া বসিতে, নিদ্রা যাইতে ভয় পাছে দমবদ্ধ হয়।

২৭ কাসী।—গলমধ্যে শুড় শুড়ি, তাহাতে কাসী হয় (দেখ ১৩)।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—বক্ষে কসিয়া ধরা বোধ; সঙ্কোচন বোধ।

দক্ষিণ দিকে ফুসফুসে বেদনা; বামদিকে কম, তৎসহ টাটানি।

২৯ হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—নাড়ী প্রথমতঃ দ্রুত, পরে মৃদু এবং মিলাইয়া যায়।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবা এত দূর ক্লান্ত হয় যে তিনি সহজে আর কোন অবস্থায় রাখিতে পারেন না। গ্রীবার নিম্নে বেদনা।

গ্রীবার পেশী সকল অনম্য ও অসাড়।

পৃষ্ঠ ও নিতম্বদেশ কঠিন ও অত্যন্ত বেদনা করিতে থাকে।

কটি দেশ কামড়ান, হাঁটিলে বেশী হয়।

কোমর (sacral) বেদনা, ক্লান্তি বা চাপ বা অনেকক্ষণ অবনত হইয়া থাকিলে যেরূপ হয়; সেই বেদনা দক্ষিণ পায়ের নিম্নেও উরুতের চারি ধারে ছড়াইয়া পড়ে।

যেন কোনও কঠিন দ্রব্যের উপর শয়ন করিয়া আছে, তজ্জন্য পুনঃ-পুনঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বামস্কন্ধে বেদনা, বাহু পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

স্কন্ধে ও বক্ষের চারিদিকে অনম্য ও টাটানি বোধ।

বাম হস্ত অসাড়, তৎসহ কাঁটা বিদ্ধবৎ যাতনা, সঞ্চালনে বৃদ্ধি; অঙ্গুলির ভিতর তীব্র চিড়িক মারা বেদনা।

হস্ত বোধ হয় যেন বৃহৎ হইয়াছে, কম্পান্বিত।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিম্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অত্যন্ত দুর্ব্বল।

উরুতের সম্মুখভাগে টাটানি, কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিলে বৃদ্ধি।

কটিদেশ ও পায়ের ডিমে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

পা নাড়িলে পায়ের ডিমে খাল ধরা।

বামপদ অসাড়, কণ্টক বিদ্ধবৎ যাতনা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেদনা করে।

বাহু ও পদে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন : ১৮, ৩২, ৩৩, ৩৬। চক্ষু নাড়িলে : ৫। ভ্রমণ : ১৮, ১৯, ৩১, ৩৩। হাটিতে বাধ্য : ১৮, ৩৬। অবনত হইলে : ৩, ৩১। শয্যায় শুইলে : ১১। শয়নে : ২৬। শয়ন করিতে ইচ্ছা : ৩৫। একস্থানে শয়ন করিতে পারে না ; উঠিতে বাধ্য হয় : ২৬। উপবেশন : ৩৩। অগ্নির নিকটে উপবেশন : ৪০। নিম্ন চোয়াল ঝুলিয়া যায় ; শয্যায় সরিয়া সরিয়া যায়, পশ্চাৎদিকে মস্তক ঠেলিয়া দিয়া শয়ন করে।

৩৬ স্নায়ু।—অস্থির, অস্বস্তি, কোন কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে পারে না, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বিচরণ করিতে ইচ্ছা, সন্ধ্যাকালে।

অত্যন্ত আলস্য : শয়ন করিতে ইচ্ছা।

সমগ্র বামাঙ্গের পক্ষাঘাত ; বামহস্ত শক্তিহীন ও অসাড়।

শয্যায় সরিয়া সরিয়া যায়।

৩৭ নিদ্রা।—প্রলাপযুক্ত তন্দ্রা দোষ।

উত্তর দিতে দিতে বা কথা শুনিতে শুনিতে নিদ্রিত হইয়া পড়ে।

নিদ্রা যাইতে ভয় পাছে দম আটকাইয়া যায়।

পরিশ্রান্ত বোধ; অর্দ্ধ মুদিত নেত্রের ভাব।

শেষরাত্রি ৩ টা পর্য্যন্ত বেশ নিদ্রা যায়, তার পর সকাল পর্য্যন্ত অস্থির; এপাশ ওপাশ করে।

ঘুমাইতে পারে না; মস্তক বা সর্ব্বাঙ্গ শরীর শয্যায় ছড়ান রহিয়াছে বোধ।

অস্থির নিদ্রা ও ভয়ঙ্কর স্বপ্ন।

ক্রমাগত জাগ্রতাবস্থা অথচ স্থির ভাবে থাকে; দুঃখিত।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ২, ১৭, ২৫, ৩৭। পূর্ব্বাহ্ন : ৪০। অপরাহ্ন : ৩, ২০। সন্ধ্যা : ১৭, ৩৬, ৪০। রাত্রি : ১, ৪০। শেষরাত্রি ৩টা : ৩৭, ৪০। দিবাভাগে : ৪০। দিবা রাত্রি : ২০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—অগ্নির উত্তাপ : ৪০। বহির্বায়ু : ২৬, ৪০। গ্রীষ্মকাল : ২০। বসন্ত : ২০।

বহির্বায়ুতে অনিচ্ছা। * গলক্ষত।

কম্প ১০টা কিম্বা ১১টা পূর্ব্বাহ্নে; অপরাহ্নে অতিশয় উত্তাপ। *ফুসফুসের উপসর্গ।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সমস্ত দিন কম্প; সমস্ত শরীর টাটানি; পূর্ব্বাহ্নে অগ্নির নিকটে বসিয়া থাকিলেও পৃষ্ঠ দিয়া শীত।

খোলা বায়ুতে যাইলে শীত; পৃষ্ঠদেশ ও নিম্নাঙ্গে শীত; সন্ধ্যায় সর্ব্বাঙ্গতপ্ত ও উত্তাপযুক্ত; সময়ে সময়ে শীত, প্রধানতঃ পৃষ্ঠদেশ বরাবর।

রাত্রে উত্তাপ; পদদ্বয়ে জ্বালা তাহাতে ঘুম হয় না।

অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গরম, কেবল পা টাণ্ডা।

রাত্রি ৩ টার সময় নিদ্রা ভঙ্গ হয়, গাত্র উষ্ণ, যেন বোধ হয় শীঘ্র ঘর্ম্ম হইবে।

ক্ষয়রোগে উৎকৃষ্ট ; শীত পূর্ব্বাহ্ন ১০টা এবং অপরাহ্ণ ৩টা ; অত্যন্ত জ্বর, তন্দ্রাদোষ।

▌▌আন্ত্রিক ও মস্তিষ্ক্য-বিকারের জ্বর। ▌টাইফসের প্রথমে, যখন কেবল স্নায়বিক লক্ষণ প্রকাশ বা প্রধান হইতে থাকে।

▌জাহাজে বা নৌকায় আবদ্ধ থাকিয়া প্রকৃত খাদ্য ও যত্নের ক্রটীতে জ্বর।

প্রথমাবস্থায় জিহ্বার শাদা লেপ, ধার লাল ; কিম্বা কটা বা হরিদ্রাক্ত মধ্যস্থল ; তিক্ত বা খারাপ আস্বাদ; খাদ্য জীর্ণ করিতে পারে না ; পুনঃ পুনঃ হল্‌দে হল্‌দে মল ; দক্ষিণ ইলিয়াক প্রদেশে বেদনা ও গ্যঁজ গ্যঁজ করা ; নাড়ী দ্রুত ; জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয় ; যে পার্শ্বে শুইয়া থাকে তাহা বেদনা বোধ হয় ; *টাইফয়েড।

অনুভব হয় যেন ঠিক তাঁহার ন্যায় আর একজন তাঁহার পার্শ্বে রহিয়াছে। *টাইফয়েড।

▌ঘর্ম্ম প্রকাশ পাইতে থাকিলে উপসর্গ কম বা উপশম হয় ; কপাল মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম। *টাইফস্।

দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম ; কটি দেশে হইতে চারিদিকে বেশী।

৪১ আক্রমণ।—থাকিয়া থাকিয়া বেদনা আইসে : ৩।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩, ১৭, ১৮, ১৯, ২২, ২৬, ২৮, ৩১, ৪০। বাম : ৮, ১৬, ১৭, ১৯, ২১, ২৮, ৩২, ৩৩, ৩৬। উর্দ্ধ হইতে নিম্নে : ১৩, ৩১, ৩২, ৪৩। কটিদেশ হইতে চারিদিকে : ৪০।

৪৩ অনুভব।—মস্তক ও হস্ত অতিশয় বৃহৎ বলিয়া অনুভূত হয়।

৪৪ [illegible]।—দুর্ব্বলতা, তৎসহ রস রক্তের পচন প্রবণতা।

সমস্ত সন্ধির অনম্য ভাব, যেন মচকাইয়া গিয়াছে; সর্ব্বাঙ্গ শরীরে বাতের বেদনা ও টাটানি অনুভব।

নিঃস্রব ও বহিঃস্রব সকল দুর্গন্ধ বিশিষ্ট।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ক্ষত, বিশেষতঃ মুখের; পচিবার উপক্রম।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—চাপ অসহ; এজন্য সর্ব্বদা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে; বোধ হয় যেন শয্যাক্ষত হইবে।

স্পর্শ: ২৬। চাপ: ১০, ১১।

৪৬ চর্ম্ম।—সমস্ত ত্বকে জ্বালাকরা, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে অত্যন্ত।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও গাত্রে দাগ; উন্নত নহে; অনিয়মিত আকারবিশিষ্ট।

ঘাম অথবা আমাবাতের ন্যায় উদ্ভেদ।

টন্‌সিল, যুভুলা ও আল্‌টাকরায় উদ্ভেদ ঘন; দুর্গন্ধ শ্বাস; লাল পড়া; দুর্ব্বলতা। * বসন্ত।

৪৭ অবস্থা।—শিশুদিগের; দুর্গন্ধ ভেদ।

বৃদ্ধ ব্যক্তিরা; রক্তামাশয়।

৪৮ সম্বন্ধ।—সমগুণ-বিশিষ্ট ঔষধ:—আর্নিকা, আর্সেনিক, ব্রাইওনিয়া, জেলসিমিনম (বিশেষতঃ টাইফয়েড জ্বরের প্রথমাবস্থায়—অসুখ অসুখ বোধ, স্নায়বিকতা, আরক্ত মুখমণ্ডল বা তন্দ্রা দোষ এবং সর্ব্বাঙ্গে পেশীতে টাটানি বোধ,) হায়োসায়েমস, ক্যালি-ক্লোরেট, ল্যাকেসিস্, মিউরেটিক-এসিড,-নাইট্রিক এসিড, নক্সভমিকা, ওপিয়ম, রসটক্স।

ব্যারাইটা কার্ব্বনিকা।

পরীক্ষক:—হানিমান।

এইরূপ † চিহ্নিত লক্ষণগুলি ব্যারাইটা-এসিটেট হইতে গৃহীত।

মন।—স্মরণ শক্তির দুর্ব্বলতা; শিশুকে শিখান যায় না, কারণ কিছুই মনে রাখিতে পারে না; অমনোযোগী।

† ভুলো ভুলো বা বিস্মৃতিযুক্ত; কথা কহিতে কহিতে ইতি মধ্যে বিশেষ জানা বাক্যগুলি মনে আইসে না।

শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা ; বালকত্ব ভাব। বৃদ্ধব্যক্তিদিগের।
শিশুগণ খেলা করিতে চাহে না, কেবল কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।
বিষণ্ণতা ; মনোভঙ্গ ; সামান্য বিষয়ে দুঃখ।
† মনুষ্য বা অপরিচিত লোক দেখিলে ভয়।
অনুমান করিতে থাকে যেন তিনি (স্ত্রী) উপহসিত বা সমালোচিত হইতেছেন, এজন্য ভয়ে সে দিকে চাহিয়া দেখেন না।
তাঁহার ভবিষ্যৎ ও গৃহস্থালী ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তা বা উদ্বেগ।
† অস্থির বা অব্যবস্থচিত্ত—ক্রমাগত মনের ভাব পরিবর্ত্তন করে।
আত্ম-বিশ্বাস শক্তির লোপ ; নিরাশ, ভীরু।
† হঠাৎ রাগ প্রকাশ কিন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গেই ভীরুতা আসিয়া যোগ দেয়।
অনুমান করেন যে তাঁহার পা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে এবং তিনি জানুর উপর দিয়া বেড়াইতেছেন।

২ চৈতন্য।—মস্তকঘূর্ণন : তৎসহ বিবমিষা নত হইলে ; বৃদ্ধদিগের।
সন্ন্যাসরোগ : মাতালদিগের ; ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের, যাহারা বালকবৎ—চৈতন্য অস্পষ্ট, বাক্য রাহিত্য, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কম্পন।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—সন্ধ্যাকালে শিরঃপীড়া। প্রত্যেক শব্দে মস্তিষ্কে বেদনা লাগিতে থাকে।
চক্ষুর ঠিক উপরে শিরঃপীড়া।
শীর্ষদেশে খোঁচা বা প্রেক বিদ্ধবৎ চাপ, ঐ চাপ সমস্ত মস্তকে ছড়াইয়া পড়ে ; সূর্য্যের উত্তাপে বা রৌদ্রে দাড়াইলে।

৪ বহির্ম্মস্তক।—রগ ও সম্মুখ কপালের চর্ম্ম যেন অতিশয় কসা বা টান টান ভাব।
† মস্তকে অর্ব্বুদ (encysted tumour)।
মস্তকের শীর্ষদেশে (চাঁদিতে) টাক।
মস্তকে সহজে ঠাণ্ডা লাগে। যে পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে, সেই পার্শ্বের বুকে বেদনা।
শিশুদিগের মুখমণ্ডলে উদ্ভেদ, মস্তকে খুষকি, মরামাস, কিম্বা সরস

মামরী, উহা কণ্ডূয়নযুক্ত ও স্রাবাকর; উহাতে চুল উঠিয়া যায়, গ্রীবা দেশের গ্রন্থি কঠিন ও স্ফীত।

চক্ষু।—বৃদ্ধ বয়স জন্য দৃষ্টির দুর্ব্বলতা।

ঘোর দৃষ্টি; পড়িতে পারে না।

চক্ষুর সম্মুখে জাল জাল এবং কাল কাল দাগ।

আলোকে চক্ষু ঝলসাইয়া যায় ও অন্ধকারে চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ দাগ সকল।

† অক্ষি তারা পর্য্যায়ক্রমে একবার সঙ্কুচিত এবং একবার বিস্তৃত; অসমান।

স্থির দৃষ্টিতে দেখিলে, কিম্বা ঊর্দ্ধ বা পার্শ্বে চাহিলে চক্ষু মধ্যে অত্যন্ত চাপ বেদনা। নিম্ন দিকে তাকাইলে ভাল থাকে।

কর্ণিয়া অস্বচ্ছ; চক্ষুপ্রদাহ তৎসহ চক্ষুতে শুষ্কতা বোধ; আলোক বিদ্বেষ।

অক্ষিপুট সংযোজিত হইয়া যায়।

কর্ণ।—কষ্টে শুনিতে পায়, ঈষৎ কালা।

কর্ণমধ্যে ভোঁ ভোঁ ও ঝাঁ ঝাঁ শব্দ।

দক্ষিণ কর্ণে সমুদ্রবৎ গর্জ্জন (প্রত্যেক শ্বাস গ্রহণ কালে)।

হাঁচিতে,গিলিতে বা দ্রুত হাঁটিতে কর্ণ মধ্যে কর কর বা কড়াক্ করিয়া (cracking) উঠা; কর্ণ মধ্যে কণ্ডূয়ন।

দক্ষিণ কর্ণের সম্মুখস্থিত অস্থিমধ্যে ছিন্নবৎ, এবং টানিয়া ধরা বেদনা।

কর্ণে ও কর্ণের পশ্চাতে পুরু মামরী,কর্ণ পশ্চাতে ক্ষুদ্র চেপটা গুটিকা।

দক্ষিণ প্যারটিড্ বা কর্ণমূল গ্রন্থি স্ফীত ও কঠিন।

নাসিকা।—সরস সর্দ্দি,নাসিকা এবং ওষ্ঠ স্ফীত; পেটমোটা ছেলেদের।

পুনঃ পুনঃ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

হাঁছিলে মস্তিষ্ক মধ্যে দারুণ আঘাত বা আলোড়নবৎ বেদনা।

নাসিকা মধ্যে কষ্টপ্রদ শুষ্কতা; ঘন পীত বর্ণের শ্লেষ্মা স্রাব।

নাসিকা মধ্যে মামরী এবং ময়লা ছাল জমা।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল :—ফেঁকাশে; ফুলোফুলো।

মুখমণ্ডল স্ফীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

মুখমণ্ডল, রগ, মস্তকের চর্ম্ম প্রভৃতি মাকড়ষার জাল লাগার ন্যায় আকৃষ্ট।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—ওষ্ঠ স্ফীতি, তৎসহ জ্বালা।

চোয়াল বন্ধ করিতে সন্ধিস্থানে বেদনা।

সব্-ম্যাক্সিল্যারী গ্রন্থির কাঠিন্য ও স্ফীতি।

১০ দন্ত।—খাইতে খাইতে চর্ব্বণে অশক্ত এরূপ দুর্ব্বলতা।

ঋতুর পূর্ব্বে ক্ষয়া দাঁতে বেদনা কিম্বা ঠাণ্ডা লাগিয়া।

আকৃষ্টবৎ, দপদপ করা ও উৎক্ষেপযুক্ত দন্তশূল।

গহ্বরযুক্ত দন্তে উষ্ণ খাদ্য স্পর্শে জ্বালাযুক্ত সূচীবেধ; বাম পার্শ্বের।

মাড়ী হইতে রক্ত পড়ে, স্ফীত।

দন্তশূল সম্বন্ধে চিন্তা করিলে দন্তশূল বৃদ্ধি পায়, মনকে অন্যমনস্ক করিতে পারিলে দন্তশূল দূরীকৃত হয়।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বার পক্ষাঘাত; বাক্যলোপ।

জিহ্বার মধ্যস্থানে কঠিন, স্পর্শে জ্বালা করে; অগ্রভাগে হাজিয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালা অনুভব; বাম পার্শ্বে ফাটা ফাটা, তাহাতে হাজিয়া যাওয়ার মত অনুভব হয়।

জিহ্বা মধ্যে অগ্র ও নিম্ন ভাগে ছোট ছোট রসযুক্ত ফুস্‌কুড়ি।

১২ মুখমধ্য।—মুখগহ্বরমধ্যে অসাড়।

অতি প্রত্যুষে উঠিলে পর মুখ শোষ। সমগ্র মুখের ভিতরে, বিশেষতঃ গণ্ডের ভিতর দিকে ছোট ছোট ফুস্‌কুড়ি পরিপূর্ণ।

নিদ্রাকালে মুখ হইতে লালা স্রাব।

মুখ হইতে অসহ দুর্গন্ধ, নিজে অনুভব করে না।

১৩ গলমধ্য।—ঢোক গিলিতে গলার মধ্যে জ্বালা করা; স্পর্শে বেদনা।

সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলে বা পায়ের ঘর্ম্ম বন্ধ হইলে টন্‌সিল-প্রদাহ।

টন্‌সিল প্রদাহযুক্ত হইয়া পুঁজ হইবার উপক্রম, বিশেষতঃ দক্ষিণ; তালু স্ফীত; অনিদ্রা।

টনুসিল গ্রন্থির পুরাতন স্ফীতি ও কাঠিন্য; গলমধ্যে যেন কিছু বাধিয়া আছে এরূপ অনুভব; কঠিন দ্রব্য গিলিতে বেশী হয়।
গলনালি মধ্যে যেন এক গ্রাস খাদ্য বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।
গলাধঃকরণ সময়ে যেন একটী ক্ষত স্থান দিয়া উহা যায় এরূপ অনুভব।
বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের অন্ননালীর আক্ষেপ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধার্ত্ত কিন্তু খাইতে পারে না; বোধ হয় যেন তাহার (স্ত্রী) খাদ্য দরকার, কিন্তু খাইতে চায় না।
মুখ শুষ্কতার সঙ্গে পিপাসা, পানে উপশম হয় না।

১৫ পানাহার।—আহারকালে হঠাৎ বিবমিষা।
রুটী আহারের পর বোধ হয় যেন পাকস্থলি মধ্যে একখানি পাথর চাপা রহিয়াছে।
আহারের পর বিবমিষা বা পাকস্থলির চাপ বোধ থাকে না।
উষ্ণ খাদ্য গ্রহণে কাশি; ঠাণ্ডা খাদ্যে ভাল থাকে।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার:—যেন পাকস্থলির ভিতর দিয়া সজোরে বায়ু আসিতেছে তজ্জন্য টাটানি বোধ; আহারের কএক ঘণ্টা পর অম্লরসযুক্ত। অনেকক্ষণ স্থায়ী বিবমিষা।
প্রাতঃকালে বিবমিষা, উদ্বেগ ও হৃদ্‌কম্পন।
মুখমধ্যে হঠাৎ জল জমে।

১৭ পাকস্থলী।—আহারের পর পেটে চাপ পড়া। পাকস্থলি মধ্যে ক্ষত হইয়াছে এরূপ অনুভব, উদ্গার উঠিলে উপশম বা আরাম।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—সজোরে শ্বাস গ্রহণ করিলে বা চাপ দিলে দক্ষিণ দিকে একটী ক্ষুদ্র স্থানে কামড়ানি।

১৯ উদর।—কঠিন ও স্ফীত।
রাত্রে উদর প্রদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা করা।
নাভির নিম্নভাগ স্ফীত ও পূর্ণ, চিৎ হইয়া শুইলে যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এরূপ বোধ।
উদর প্রাচীরে বেদনাযুক্ত ও টানটান।

২০ মল, ইত্যাদি।—অত্যল্প, কঠিন, মল কষ্টে বহির্গত হয়।

হঠাৎ দুর্ব্বার বাহের বেগ; কটিদেশে বেদনা; তরল মল, শৈত্য লাগার পর।

গুহ্যদ্বারের চারি দিকে হাজিয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালা করা।

বারম্বার রক্ত ভেদ, তৎসহ উদর স্ফীত।

গুহ্যদ্বারে কীট সঞ্চরণবৎ অনুভব; ছোট ছোট সূত্র কৃমি বহির্গত হয়।

২১ মূত্র।—প্রস্রাবের ইচ্ছা প্রবল; মূত্রধারণে অসমর্থ।

সদত প্রস্রাবের বেগ এবং বারম্বার প্রস্রাব, এক দিন অন্তর রাত্রিতে অধিক হয়।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—ইন্দ্রিয় শক্তির হ্রাস।

অণ্ডকোষ ও উরুতের মধ্যস্থানে হাজিয়া যায়।

কোষের চারিদিকে ঘর্ম্ম।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু স্বল্প, একদিন মাত্র স্থায়ী।

ঋতুর পূর্ব্বে :—দন্তশূল, মাড়ী স্ফীত, অন্ত্রশূল সহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্ফীত; ঋতুর ঠিক পূর্ব্বে প্রদর স্রাব।

ঋতুকালে বস্তির উপরে ভারি; কোমরে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

২৫ লেরিংক্স।—যেন ধূম শ্বাস পথে প্রবেশ করিতেছে।

স্বর অস্পষ্ট, স্বরলোপ; ফসেস্ এবং লেরিংক্স মধ্যে শক্ত শ্লেষ্মা জন্য; বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—উদ্বেগের সহিত শ্বাসকষ্ট; সন্ধ্যাকালে পরিধেয় বস্ত্রাদি খুলিয়া ফেলিতে হয়।

উচ্চে উঠিতে বক্ষমধ্যে পূর্ণতা হেতু দ্রুত শ্বাস; শ্বাস গ্রহণকালে বক্ষমধ্যে সূচীবেধ।

বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের শ্বাসাবরোধক বা দম আটকান সর্দ্দি, তৎসহ ফুস্ ফুসের পক্ষাঘাতের সম্ভাবনা।

২৭ কাশি।—গণ্ডমালা দোষগ্রস্ত শিশুগণের পুরাতন কাশি, তৎসহ গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি ও টন্‌সিলের বিবৃদ্ধি; সামান্য শৈত্যে বৃদ্ধি।

অপরিচিত ব্যক্তি গণের সম্মুখে কাশি।

গলমধ্যে সুড়সুড়ী ও শুষ্কতা জন্য আক্ষেপিক কাশি; বৃদ্ধি:—সন্ধ্যা হইতে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত; বাম দিকে শয়ন কালে; প্রবল সঞ্চালনে, অবনত বা উপরে উঠিতে হইলে; শীতল বায়ুতে; আহারে।

রাত্রে কাশি, বক্ষমধ্যে শ্লেষ্মা পরিপূর্ণ।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—কাসিতে বক্ষমধ্যে ক্ষত হইয়াছে এরূপ অনুভব হয়।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড, নাড়ী।—হৃদ্‌পিণ্ডের আঘাত বা গতি অনুভব করে।

বামদিকে শয়ন করিলে হৃদ্‌কম্পন, তৎসহ হৃদ্‌পিণ্ড প্রদেশে ক্ষত বোধ ও অত্যন্ত উদ্বেগ; ঐ বিষয়ক চিন্তা করিলে বৃদ্ধি।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার পশ্চাৎ ভাগ অনম্য।

গ্রীবা এবং স্ক্যাপুলামধ্যে টান টান ভাব।

গ্রীবামধ্যে হুলবিদ্ধবৎ যাতনা।

বহু দিবসের গ্রীবা মচকান।

গ্রীবার চতুর্দ্দিকের গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি।

কোমর বেদনা; সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি; উঠিতে বা পশ্চাৎদিকে নত হইতে পারে না।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বাহুতে বেদনা তৎসহ বগলের গ্রন্থি কঠিন ও স্ফীত।

বাহু উত্তোলন কালে ডেল্‌টয়িড্ পেশীতে বেদনা।

বাহু চাপিয়া শয়ন করিলে অসাড় হইয়া যায়; আঙ্গুলিগুলি ও অসাড়যুক্ত।

আঙ্গুল হাড়া, রাত্রে দপদপানি, ক্ষত ইত্যাদি।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—† দক্ষিণ জঙ্ঘা মধ্যে উচ্চ হইতে নিম্ন দিকে ছিন্নবৎ বেদনা।

সময়ে সময়ে বৃদ্ধি, সময়ে সময়ে হ্রাস।

†বাম পদে জঙ্ঘাতে বরাবর আকৃষ্টবৎ বেদনা।

রাত্রে পা বেদনা, যেমন অত্যধিক ভ্রমণ বা নৃত্য জন্য।

উপর সিড়িতে উঠিতে হইলে পা নেংড়াইয়া যাইতে হয়, উরুদেশের মধ্য স্থানে অসাড়তা হেতু।

উরুতে তীব্র সূচীবেধবৎ বেদনা।

দণ্ডায়মান হইলে পা কাঁপিতে থাকে, কিছু না ধরিলে স্থির থাকিতে পারা যায় না।

রাত্রে পায়ের তলা যেন ঘৃষ্ট হইয়াছে এরূপ বোধ, নিদ্রা হয় না; শয্যা হইতে উঠিয়া বেড়াইলে ভাল থাকে।

পায়ের ঘর্ম্মে দুর্গন্ধ।

ভ্রমণকালে পায়ের তলার শক্ত চর্ম্ম বেদনাযুক্ত।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছিন্নবৎ বেদনা,তৎসহ কম্প। সন্ধিমধ্যে সূচীবেধ বেদনা; সন্ধি সকল শিথিল বোধ হয়।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন: ২৭। ভ্রমণ: ১৭,৩৩; দ্রুত: ৬। নৃত্য: ৩৩। উপরে উঠা: ২৬, ২৭, ৩০। এক কোণে বসিয়া থাকে: ১। নত হইলে: ২,২৭। উঠিতে পারে না: ৩১। দাঁড়াইতে পারে না: ৩৬। উঠিলে: ১২, ৩৩। শয্যায় উঠিয়া বসিলে: ৩৬। দণ্ডায়মান: ৩৩,৩৬। রৌদ্রে দণ্ডায়মান হইলে: ৩। পশ্চাৎদিকে নত হইতে পারে না: ৩১। শয়ন করিবার প্রবৃত্তি: ৩৬। শয়ন: ৪, ৩৩। চিৎ হইয়া শয়ন: ১৯। বাম পার্শ্বে শয়ন: ২৯। বাহু উত্তোলন: ৩২।

▌বেদনাযুক্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে পীড়া বৃদ্ধি পায়।

৩৬ স্নায়ু।—সর্ব্ব প্রকারের স্নায়ুগুলির উগ্রতা, স্নায়বিক ভাবাপন্ন।

দিবসে চমকিয়া উঠা ও সর্ব্বাঙ্গ উৎক্ষেপ।

দুর্ব্বলতা, দাঁড়াইতে পারে না, হাঁটু ভাঙ্গিয়া পড়ে।

সর্ব্বদা শয়ন করিতে ইচ্ছা এরূপ ক্লান্তি।

সর্ব্বাঙ্গ ভারি। বৃদ্ধ ব্যক্তি গণের সর্ব্বাঙ্গিক পক্ষাঘাত; স্মৃতি শক্তির লোপ; বালকত্ব, সর্ব্বাঙ্গ কম্পন; সন্ন্যাস রোগের পর।

অত্যন্ত দুর্ব্বল, শয্যায় উঠিয়া বসিতে পারে না; বসিবার চেষ্টা করিলেই নাড়ী দ্রুত ও কঠিন হয়, কিছুক্ষণ পরে নাড়ীর অনুভব হয় না।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রাবস্থায় কথা বলা (বৃদ্ধব্যক্তি)।

রাত্রে পুনঃপুনঃ জাগ্রত হওয়া; বড় গরম বোধ হয়।

নিদ্রা কালে সর্ব্বাঙ্গের পেশীর উৎক্ষেপ।

নিদ্রা ভঙ্গ হইলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তাপ বোধ; ক্লান্ত, দুর্ব্বল বোধ।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ১২। অতিপ্রত্যুষে : ১৬। অপরাহ্ণ : ১৬। সন্ধ্যা : ৩,২৬,২৭,৩১,৪০। দিবসে : ২১,৩৬,৪০। রাত্রি : ১৬,২১,২৭, ৩২,৩৩,৩৭,৪০। সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্রি : ২৭।

৩৯ উত্তাপ, বায়ু।—বাহ্যিক উত্তাপ : ৪০। সূর্য্য : ৩। উষ্ণখাদ্য : ১০,১৫। শৈত্য : ২৭,৩১। শীতল খাদ্য : ১৫। শীতল বায়ু : ২৭,৩১।

শীতল বায়ু সম্বন্ধে চৈতন্যাধিক্য; সহজে সর্দ্দি লাগে, গলক্ষত, কাশি, উদরাময়, পৃষ্ঠ ও কটিদেশে বেদনা হয়।

পীড়িত শরীর ধৌত বা আর্দ্র করিলে রোগ বৃদ্ধি।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত বা কম্পের আধিক্য; যেন শীতল জল তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে কেহ ঢালিয়া দিতেছে; বাহ্য উত্তাপে ভাল থাকা; শীতের সময় পিপাসা।

পর্য্যায়ক্রমে একবার শীত, একবার উষ্ণতা; সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে।

দিবসে সর্ব্বাঙ্গে অগ্নির মত উত্তাপ লাগে; উদ্বেগ ও অস্থিরতা সহিত রাত্রের আক্রমণ।

দুর্ব্বলকর নৈশ ঘর্ম্ম।

একাঙ্গে (প্রধানতঃ বাম) দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

আহার কালে প্রচুর ঘর্ম্ম।

৪১ আক্রমণ।—এক দিন অন্তর : ২১। এক সন্ধ্যা বাদে আর এক সন্ধ্যা : ৪০। সাময়িক হ্রাস বৃদ্ধি : ৩৩।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৪,৬,৮,১০,১৩,১৮,৩৩। বাম : ১০,১১,২৭,২৯, ৩৩, ৪০। উচ্চ হইতে নিম্নদিকে : ৩,৩৩,৪০। নিম্ন হইতে উচ্চ-দিকে : ৪০। ঊর্দ্ধদিকের বামাঙ্গের সহিত নিম্নাঙ্গের দক্ষিণ।

৪৩ অনুভব।—স্ফীতি অনুভব।

ত্বকের টানটান ভাব অনুভব করা।

৪৪ তন্তু।—পেশীর দুর্ব্বভাব।

বামনাকৃতি, শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির অসম্পূর্ণতা।

সর্ব্বাঙ্গের শুষ্কতা ও দুর্ব্বলতা; মুখমণ্ডল লাল এবং উদর ফুলো ফুলো; গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি।

চর্ব্বিযুক্ত অর্ব্বুদ, জ্বালা করা।

গ্রন্থি সকল স্ফীত ও শক্ত।

লম্বাকৃতি অস্থিতে ছিন্নবৎ বেদনা।

গ্রন্থিতে ক্ষত, নালী ক্ষত (প্রধানতঃ গ্রীবার গ্রন্থি সমূহে)।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ: ৪, ১১, ১৩। চাপ: ১৮। ঘর্ষণ: ৪৬। কণ্ডূয়ন: ৪, ৪৬।

৪৬ চর্ম্ম।—পায়ের উদ্ভেদ পাকিয়া ক্ষত হয়। দদ্রু।

চর্ম্ম সরস ও ক্ষতযুক্ত। আঁচিল।

গাত্রের এখানে সেখানে জ্বালা করা, চুলকান ও কাঁঠা বিদ্ধবৎ; ঘর্ষণ বা চুলকাইলে উপশম হয় না।

চুলকাইলে কাঁটা ফুটার ন্যায় যাতনা ও ফুস্কুড়ি বহির্গত হয়।

৪৭ অবস্থা।—বৃদ্ধ ব্যক্তি; বিশেষতঃ যদি স্থুলকায় হয়।

গণ্ডমালা দোষযুক্ত বালক গণ; বামনাকৃতি; শরীর ও মন দুর্ব্বল; মস্তকে, কর্ণে ও নাসিকার চর্ম্ম উঠা; চক্ষু প্রদাহিত, কর্ণিয়া অস্বচ্ছ; উদর স্ফীত; মুখমণ্ডল ফুলা ফুলা; শীর্ণতা।

৪৮ সম্বন্ধ।—সমতুল্য ঔষধ:—এণ্টিম-টার্ট (ফুস্ফুসের পক্ষাঘাত); ক্যাল-কেরিয়া (গণ্ডমালা, সর্দ্দি, ইত্যাদি); ক্যাল্কে-আইওড (বৃহৎ টন্সিল গ্রন্থি); কষ্টি, (পক্ষাঘাতের লক্ষণ); কোনায়ম (বৃদ্ধ ব্যক্তি); ডল্কেমারা (সর্দ্দি প্রবণতা); ফ্লুরিক এসিড (বৃদ্ধগণ); আইওড (গ্রন্থিসমূহ); লাইকো-পোডিয়ম (টনসিল্); মাকুরিয়াস (সর্দ্দি, গ্রন্থি সকল, উদরাময়); ফস্ফরাস; পলসাটিলা; সিপিয়া (দদ্রু); সাইলিশিয়া (গ্রন্থি,পায়ে ঘর্ম্ম); সল্ফর; টেলুরিয়াম (দদ্রু)।

ব্যারাইটা-কার্ব্বের প্রতিবিষ:—এণ্টিম-টার্ট, বেলেডনা, ক্যাম্ফর, ডলকেমারা, জিঙ্কম্।

বিস্‌মথ।

পরীক্ষক :—হ্যানিম্যান।

১ মন।—মস্তক ভারি ও গোলযোগ পূর্ণ।

নির্জ্জনতা অসহ্য ; সহবাস বা সঙ্গ ইচ্ছা করে।

অব্যবস্থিত চিত্ত। নিজ অবস্থায় অসন্তুষ্ট।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন ; বোধ হয় যেন মস্তিষ্কের সম্মুখস্থ অর্দ্ধভাগ বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—সম্মুখ মস্তকে এবং সময়ে সময়ে পশ্চাৎদিকের মস্তকের ভিতরে চাপ চাপ বেদনা ও ভারি বোধ ; সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

মস্তিষ্কমধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা, দক্ষিণ অক্ষিগোলক হইতে আরদ্ধ হইয়া মস্তকের পশ্চাৎ দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

৬ চক্ষু।—দক্ষিণ অক্ষিগোলক মধ্যে চাপ, সম্মুখ হইতে পশ্চাৎদিকে এবং নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে চাপ। চক্ষুর কোণে ঘন শ্লেষ্মা সঞ্চয়।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে ঘোর লাল রক্তস্রাব।

নাসিকার মূলদেশে চাপযুক্ত ভারিত্ব।

৮ মুখমণ্ডল।—মৃত্তিকাবৎ মুখমণ্ডল, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণের দাগ ; মুখমণ্ডলের বর্ণের পরিবর্ত্তন, যেন অসুস্থ হইয়াছিলেন।

১০ দন্ত।—দন্তশূল,মুখে শীতল জল লইলে উপশম ; জল উষ্ণ হইলে বৃদ্ধি।

১১ জিহ্বা।—আস্বাদ :—মিষ্ট,অম্লযুক্ত কিম্বা ধাতব—জিহ্বার গোড়ারদিকে।

জিহ্বা :—লাল ; শ্বেত বর্ণের লেপযুক্ত, সন্ধ্যাকালে।

১১ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—সন্ধ্যাকালে শীতল পানীয়ে ইচ্ছা কিন্তু জ্বর নাই।

১৫ পানাহার।—পাকস্থলি মধ্যে যাইবা মাত্র জল বমি হইয়া উঠিয়া যায়।

আহারের পর পাকস্থলি মধ্যে বোঝার ন্যায় চাপ।

১৬ বিবমিষা, ও বমন।—দুর্গন্ধ উদ্গার।

আহারের পর কিম্বা স্তন পান করিলে পাকস্থলিতে বিবমিষা।

বিনা কষ্টে পিত্ত বমন।

বমন :—আক্ষেপযুক্ত কাঠ বমি ও পাকস্থলি মধ্যে অত্যন্ত কষ্টপ্রদ " (অবক্তব্য) যাতনা; উদরে অস্ত্রোপচারের পর।

১৭ পাকস্থলী।—এক স্থানে যেন একটী বোঝা চাপান আছে।

পাকস্থলিমধ্যে আক্ষেপযুক্ত বেদনা; জ্বালা ও চাপ পর্য্যায়ক্রমে।

পাকস্থলী মধ্যে এক প্রকার কষ্ট অনুভব করা ও জ্বালা করা; লাল বা শাদা জিহ্বা, অস্থিরতা, দুর্ব্বলতা; রক্ত মোক্ষণের পর।

১৯ উদর।—আধ্মান।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—ভসকা, দুর্গন্ধ; জলবৎ, দুর্গন্ধ।

২১ মূত্র।—প্রচুর পুনঃ পুনঃ, জলবৎ মূত্র।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—কামপূর্ণ স্বপ্নের সহিত রেতঃস্খলন।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু শোণিত কাল আলকাতার ন্যায়।

২৭ কাশি।—গয়ার কাল, রক্ত বা রক্তের রেখা যুক্ত।

২৮ ফুস্‌ফুস।—ভ্রমণকালে বক্ষমধ্যে আক্ষেপিক, চাপযুক্ত বেদনা।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—প্রবল হৃদপিণ্ডাঘাত।

নাড়ী সংকুচিত কখন কখন সবিরাম।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষাস্থির ঠিক মধ্যস্থলে তীব্র সূচীবেধ বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—দক্ষিণ বাহুতে পক্ষাঘাতের ন্যায় ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতা।

দক্ষিণ হস্তের বাহির পৃষ্ঠে ছিন্নবৎ চাপযুক্ত বেদনা, সঞ্চালন ও স্পর্শে বিদূরিত হয়।

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগে (বিশেষতঃ নখের ভিতরে) তীব্র ছিন্নবৎ বেদনা।

দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমার অস্থিতে ছিন্নবৎ বেদনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বাম পদের গোড়ালী ও তলায় ছিন্নবৎ বেদনা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—হস্ত ও পায়ের অস্থিতে ছিন্নকর, সূচ বিদ্ধ বৎ চাপযুক্ত বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি।—গতি : ৩,৩২। ভ্রমণ : ২৮। দৌড়ান : ৮। উঠিলে : ৪০।

৩৬ স্নায়ু।—অস্থির, এদিক ও দিক ফিরিয়া বেড়ান, উদ্বেগ।

অলসতা ও দুর্ব্বলতা।

৩৭ নিদ্রা।—রাত্রে পুনঃ পুনঃ জাগরণ :—যেন ভয় কিম্বা ক্লান্তি জন্য। অশ্লীল স্বপ্ন জন্য অস্থির নিদ্রা, কখন সেই সঙ্গে রেতঃপাত হয়, কখন হয় না।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ৩৭,৪০। সন্ধ্যা : ১১, ১৪। রাত্রি : ৩৭। সমস্ত দিন : ১৬।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—শীতল জল : ৮, ১০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—কম্প তৎসহ সর্ব্বাঙ্গ মৃতবৎ শীতল। প্রাতঃকালে উঠিলে সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ বক্ষে ও মস্তকে গরম বোধ। শুষ্ক বাহ্যিক উত্তাপ।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩,৫,৩২,৩৩। বাম : ৩৩। সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ দিকে : ৩,৫। নিম্ন হইতে উচ্চ দিকে : ৫।

৪৩ অনুভব।—অভ্যন্তর প্রদেশে ভারি বোধ।

৪৪ তন্তু।—পাকস্থলির কর্কট রোগে বিস্মথ ব্যবহৃত হয়।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৩২। ঘর্ষণ : ৪৬। উদরে অস্ত্রোপচারের পর : ১৭।

৪৬ চর্ম্ম।—ক্ষত পচনশীল, নীলবর্ণ; কিম্বা শুষ্ক, পার্চমেণ্ট সদৃশ। টিবিয়া অস্থির এক দিকে এবং উভয় পায়ের গুল্ফ সন্ধির পশ্চাৎ-দিকে কণ্ডুয়ন, ঘর্ষণে বৃদ্ধি; যতক্ষণ না রক্ত পড়ে ততক্ষণ চুলকায়।

৪৮ সম্বন্ধ।—বিস্মথের প্রতিবিষ :—ক্যালকেরিয়া, ক্যাপসিকম্, নক্সভমিকা। বিস্মথের সমতুল্য ঔষধ :—আর্সেনিক, ফস্ফরস, এণ্টিমনিয়ম।

বেলেডনা।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—জীবন্ত স্মৃতিশক্তি; বহুদিনের বিষয় বা ঘটনা স্মরণ থাকে। স্মরণ শক্তি নষ্ট; কি করিতেছিলেন মুহূর্ত্তমধ্যে বিস্মৃত হন। অনুমান করেন যে তিনি ভূত, বীভৎস চেহারা, কাল কুক্কুর এবং বিবিধ কীট দর্শন করিতেছেন।

প্রলাপ; কাল্পনিক বিষয়ে ভয়; রাক্ষস দেখা।

পলাইবার বা লুকাইবার ইচ্ছা।

জীবনে হতাশ, জলে ডুবিবার ইচ্ছা।

কখন বাচাল, কখন মূক।

শয্যা হাতড়ান যেন কোন হারান দ্রব্য অন্বেষণ করিতেছে ও বিড়-বিড় করিয়া বকিতেছে।

আহারের পরিবর্ত্তে হাতা থালা কামড়ায় এবং কুকুরের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠে।

উম্মত্ততা, কখন খুসী, কখন চতুর্দ্দিকের লোকদিগকে থুথু দিতে ও কামড়াইতে চায়; নিজে নিজে হঠাৎ ধনী লোক ভাবে।

অত্যন্ত আহ্লাদের সময় বিবাদ করিতে থাকে।

প্রচণ্ড প্রলাপ; উচ্চ হাস্য, পরে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, মারিতে ও কামড়াইতে যাওয়া ইত্যাদি।

কেহ আসিলে ভয়ে হঠাৎ চমকিয়া উঠা।

উত্তেজনশীল স্বভাব, সহজে ক্রন্দন।

বিষণ্ণ ও গম্ভীর চিত্ত। ভীত ও উদ্বিগ্ন।

ভয় করে যে (স্ত্রীলোক) মরিয়া যাইবে।

ক্রুদ্ধ চিত্ত:—অসন্তুষ্ট; আপনা আপনি বিরক্ত।

২ চৈতন্য।—সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রখর।

অঘোরাবস্থা, যেন মাতাল হইয়াছে।

মস্তকে রক্ত সঞ্চার, মস্তক ভারি ও ঘূর্ণিত।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালের মধ্যস্থলের মস্তিষ্কমধ্যে ঠাণ্ডা বোধ।

শিরঃপীড়া, যেন কপালে পাথর চাপা দেওয়া হইতেছে।

কপালে এবং রগে পূর্ণত্ব ও চাপ পড়া বেদনা, তাহাতে রোগীকে অস্থির ও অসুখী করিয়া তুলে।

মস্তকমধ্যে ও অক্ষিগোলকে বেদনা, চক্ষুদ্বয় বোধ হয় যেন কোটর হইতে বহির্গত হইয়া আসিতেছে।

কপালে চাপযুক্ত শিরঃপীড়া এত বেশী যে হাঁটিতে গেলে চক্ষু মুদিত করিতে হয় ; উপবেশন করিলে একটু ভাল, শয়ন করিলে এককালে থাকে না, উঠিলে বা বহির্বায়ুতে যাইলে আবার বেশী।

সম্মুখ মস্তকের বেদনা এত প্রখর যে হাঁটিবার সময় বারম্বার স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইতে বাধ্য করে ; প্রতি পদবিক্ষেপে বোধ হয় যেন মস্তিষ্কও উঠিতেছে এবং পড়িতেছে ; কপাল সজোরে টিপিলে শিরঃপীড়ার হ্রাস হয়।

সম্মুখ মস্তকস্থ শিরা সকলের ভয়ানক দপদপানি, এবং বেদনা যেন অস্থি পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিতেছে।

মস্তিষ্কমধ্যে পশ্চাৎ হইতে সম্মুখভাগে এবং উভয় পার্শ্বে ভয়ানক দপদপানি ; উহা মস্তিষ্কের ভিতর ছাড়িয়া উপরের দিকে আসিয়া চিড়িক মারিয়া শেষ হয়।

বাম রগে ও কপালের দক্ষিণ দিকের উচ্চস্থানে তীব্র চিড়িক মারা বেদনা, অবনত হইলে বৃদ্ধি ও চাপে উপশম।

এক রগ হইতে অন্য রগ পর্য্যন্ত যেন ছুরিকা-বিদ্ধক বেদনা বোধ।

উৎক্ষেপযুক্ত শিরঃপীড়া, দ্রুত হাঁটিতে বা সিঁড়িতে উঠিতে গেলে অত্যন্ত প্রবল হয়।

মস্তকের নানাস্থানে ছিন্নকর, চিড়িক মারা, কর্ত্তনবৎ ও ছিদ্র করিতেছে এরূপ বেদনা, দক্ষিণ দিক ও সম্মুখ দিকে বেশী, পশ্চাৎ মস্তকে কম।

বেদনা হঠাৎ আইসে, হঠাৎ যায়।

সূর্য্যোত্তাপে শিরঃপীড়া।

* বহির্মস্তক।—বহির্মস্তকে এরূপ চৈতন্যাধিক্য যে সামান্য স্পর্শে, এমন কি কেশের চাপেও বেদনা দিতে থাকে।

কপালের উচ্চস্থানে আক্ষেপিক বেদনা আরব্ধ হইয়া হনু ও নিম্ন চোয়াল পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

* চক্ষু।—আলোকভীতি ; কৃত্রিম আলোকেই বেশী।

দূর দৃষ্টি।

দ্বিত্ব দৃষ্টি অর্থাৎ এক বস্তু দুইটী দেখায়, এবং বোধ হয় যেন ঘুরিতেছে ও পশ্চাৎদিকে চলিয়া যাইতেছে; দ্রব্য সকল উল্টান দেখায়।

চক্ষুর সম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও বিদ্যুৎবৎ আলোক শিখা।

আলোকের চারিদিকে নানা বর্ণ মিশ্রিত মণ্ডলাকার দাগ, তন্মধ্যে লালবর্ণই প্রধান; কখন কখন যেন আলোকটা রশ্মিতে বিভক্ত হইতেছে এরূপ বোধ।

কনীনিকা বিস্তৃত বা প্রসারিত।

চক্ষুর পশ্চাতে গভীর স্থানে বেদনা।

চক্ষু শুষ্ক; অনম্য; চক্ষুতে বালুকা রহিয়াছে এরূপ বোধ।

চক্ষুমধ্যে উত্তাপ ও জ্বালা করা।

অশ্রুস্রাব। চক্ষুর আক্ষেপিক গতি বা সঞ্চালন।

অক্ষিগোলক লাল এবং বহির্গত ভাব।

কঞ্জঙ্কটাইভা লাল শিরায় পূর্ণ; চিড়িক মারা বেদনা; জলপড়া।

চক্ষুর শ্বেত ক্ষেত্র পীতবর্ণ।

চক্ষু প্রদাহ; হঠাৎ উপস্থিত হয়, দক্ষিণ চক্ষুতে বেশী; অত্যন্ত আলোকাসহ্যতা।

অক্ষি কোঠরে বেদনা: প্রায়ই বোধ হয় যেন চক্ষুদ্বয় ছিন্নকরা হইয়াছে, কখন বা বোধ হয় মস্তক মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে।

দক্ষিণদিকের উপর অক্ষিপুটের কম্পন।

অক্ষিপুটদ্বয় ক্ষত, প্রদাহিত ও স্ফীত বোধ হয়।

কর্ণ।—শ্রুতির চৈতন্যাধিক্য অর্থাৎ শ্রবণ শক্তির তীক্ষ্ণতা।

বধিরতা, যেন একখানি চর্ম্ম কর্ণের উপরে টানিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কাল্পনিক শব্দে জাগ্রত হওয়া; জাগ্রত হইয়া সামান্য প্রলাপ।

বাহ্য ও আভ্যন্তরিক কর্ণে নিম্নাভিমুখী ছিন্নবৎ বেদনা।

কর্ণমধ্যে চিড়িক মারা ন্যায় বেদনা, ভাল শুনিতে পায় না।

দক্ষিণ কর্ণ ও দক্ষিণ দিকের মুখ পর্য্যন্ত ছিন্নকর বেদনা।

দক্ষিণদিকস্থ প্যারটিড গ্রন্থির স্ফীতি তৎসহ বিসর্প সদৃশ আরক্ততা ও ভয়ানক চিড়িক মারা বেদনা।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতা (চৈতন্যাধিক্যতা), তামাক ও ধূমের গন্ধ পর্য্যন্ত অসহ্য।

পুনঃ পুনঃ হাঁচি। নাসিকার শুষ্কতা, তৎসহ কপালে শিরঃপীড়া।

কেবল এক নাসিকা দিয়া সর্দ্দিস্রাব।

সর্দ্দি, তৎসহ নাসিকায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ, বিশেষতঃ নাক ঝাড়িবার সময়।

নাসিকা হইতে রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা স্রাব।

সর্দ্দি বন্ধ হইয়া উন্মাদকর শিরঃপীড়া।

নাসারন্ধ্র ও অধরোষ্ঠের কোণ ক্ষতযুক্ত (বেদনা ও কণ্ডূয়ন রহিত)।

হঠাৎ নাসিকার অগ্রভাগ লাল হইয়া উঠা তৎসহ জ্বালানুভব।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব:—মস্তকে রক্তাধিক্য সহ; রাত্রে; শিশুগণের।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল লাল এবং উত্তপ্ত, অথবা ফেকাশে ও শীতল; স্ফীত ও উত্তপ্ত।

সমস্ত মুখমণ্ডল জ্বলিয়া যাইতেছে এরূপ বোধ, অথচ গণ্ডস্থল আরক্ত নহে; কিম্বা তৎসহ তৃষ্ণা, গাত্র উত্তপ্ত, পদদ্বয় শীতল।

দক্ষিণ চোয়াল সন্ধি হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত চিড়িক মারা বেদনা।

বাম অক্ষিকোঠর হইতে কর্ণের পশ্চাৎ পর্য্যন্ত স্নায়বিক বেদনা।

মুখমণ্ডলের দক্ষিণভাগে পার্শ্ব হইতে রগ পর্য্যন্ত, তথা হইতে কাণের ভিতর ও গ্রীবার পশ্চাৎদিক দিয়া নামিয়া কর্ত্তনবৎ ছিন্নকর বেদনা, স্পর্শ ও সঞ্চরনে বৃদ্ধি, প্রবল চাপ দিলে উপশম।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—মুখের কোণে আড়ষ্ট বোধ।

ওষ্ঠাধর কিনারায় ছোট ফুস্কুড়ি, তৎসহ জ্বালা। ওষ্ঠের প্রবল স্ফীতি।

ঠোঁট:—মধ্যস্থান চিরিয়া যায়; শুষ্ক।

যেন নিম্ন-চোয়াল পশ্চাৎ দিকে আকৃষ্ট এরূপ অনুভব।

১০ দন্ত।—সমস্ত রাত্রি দক্ষিণ দিকস্থ উপর দন্ত শ্রেণীতে (পাটীতে) টানিয়া ধরা বেদনা।

আহারের কএক মিনিট পরে (আহারকালে নহে), দন্তশূল ; ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া আবার ক্রমে হ্রাস হয়।

দক্ষিণদিকের মাড়ীতে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত স্ফীতি। মাড়ী হইতে রক্তস্রাব।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—লবণাক্ত ; অম্ল রসযুক্ত ; তিক্ত কটু ও দুর্গন্ধযুক্ত ; পানাহারকালে পচা স্বাদ।

রুটিতে অম্ল তার লাগে।

তোত্‌লা কথা।

বাক্ যন্ত্রের পক্ষাঘাত সদৃশ দুর্ব্বলতা।

জিহ্বার অগ্রভাগে শীতলতা ও শুষ্কতা বোধ।

জিহ্বা :—প্রদাহযুক্ত ও স্ফীত, গভীর লাল বর্ণের কণ্টক ; কিনারা ও অগ্রভাগ ঈষৎ লাল।

জিহ্বার অগ্রভাগে যেন একটী ফোস্কা ছিল এরূপ বোধ, স্পর্শে জ্বালাযুক্ত বেদনা।

জিহ্বা :—মধ্যস্থল শাদা ও কিনারা লাল ; কিম্বা দুইটী শাদা রেখার দাগ ; শুষ্ক ও কাঁটা কাঁটা ; প্রচুর চট্‌চটে ঈষৎ হরিতাভ শ্বেতবর্ণের শ্লেষ্মায় আচ্ছাদিত।

১২ মুখমধ্য।—লালা শাদা, ঘন, জিহ্বায় আঠার ন্যায় লাগিয়া যায়।

মুখের শুষ্কতা তৎসহ পিপাসা।

মুখে গরম [illegible] বোধ।

মুখ শোষের পর লালাস্রাব।

প্রাতে জাগ্রত হইলে মুখে আঠা আঠা মত তৎসহ চাপযুক্ত শিরঃপীড়া।

১৩ গলমধ্য।—গলার মধ্যে এবং কসেসে শুষ্কতা।

সর্ব্বদা গলাধঃকরণ চেষ্টা ও ইচ্ছা, না গিলিলে যেন দম বন্ধ হইবে এরূপ বোধ।

গলাধঃকরণ সময়ে গলার ভিতর সঙ্কীর্ণতা বোধ যেন কোন দ্রব্য সহজে যাইতে পারে না।

গলার ভিতর টাটান ও ক্ষত বোধ ; ভিতর অত্যন্ত লাল চকচকে।

বামদিকের নিম্ন চোয়ালের কোণে এবং টনসিলে কর্ত্তনবৎ বেদনা, স্পর্শে বেদনাশূন্য কিন্তু গিলিবার সময় বেশী।

দক্ষিণদিকস্থ টন্‌সিলের প্রদাহ ; ঐ স্থান উজ্জ্বল লাল, জলীয় দ্রব্য গলাধঃকরণে বেদনার আধিক্য।

টন্‌সিলে ক্ষত।

গলনলী হাজিয়া বা চাঁচিয়া যাওয়ার মত, তৎসহ শুষ্কতা ও জ্বালা ; ফসেস্ উজ্জ্বল লাল বা ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ-যুক্ত লাল।

পশ্চাৎ গ্রীবার গ্রন্থিসমূহ হঠাৎ প্রদাহিত।

১৪ ইচ্ছা ও অনিচ্ছা।—পিপাসা, লেমনেড পানের ইচ্ছা।

সন্ধ্যাকালে ও মধ্যাহ্নে অত্যন্ত পিপাসা।

সকল প্রকার পানীয়ে, বিয়ার মদ্যে, অম্লে, কাফি ও কর্পূরে বিদ্বেষ।

১৫ পানাহার।—মদে শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি করে।

আহারের পর মুখে পচা স্বাদ।

বিয়ার মদ্য পানের পর আভ্যন্তরিক তাপ।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—ভয়ানক হিক্কা।

হিক্কাবৎ উদ্গার ; অসম্পূর্ণ উদ্গার, কতকটা উদ্গার, কতকটা হিক্কার মত।

পাকস্থলিতে বিবমিষা ; মধ্য রাত্রে বমনের নিষ্ফল চেষ্টা, তৎসহ শীতল ঘর্ম্ম।

শ্লেষা বমন, পিত্ত ও শ্লেষ্মা বমন, এবং অজীর্ণ খারাপ ভুক্ত দ্রব্য (জলবৎ) বমন ; কিছু তলায় না, রক্তহীন ও দুর্

১৭ পাকস্থলী।—পাকস্থলিতে শূন্য বোধ।

পাকস্থলিতে বেদনাহীন দপদপানি।

পাকস্থলি মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা, সঞ্চালনে ও চাপে বৃদ্ধি।

আহারের পর পাকস্থলিতে কঠিন চাপ পড়া।

পাকস্থলি প্রদেশ স্ফীত ; তৎসহ পাকাশয়ে বেদনা।

পাকস্থলিতে আক্ষেপযুক্ত, চর্ব্বনবৎ, কর্ত্তনবৎ, আচড়ান, আকর্ষণ মত

বেদনা, রোগীকে পশ্চাৎদিকে নত করিতে বাধ্য করে, পানে বৃদ্ধি।

পাকস্থলিতে খল্লিবৎ আক্ষেপ।

পাকস্থলিতে জ্বালা।

রক্ত বমন; লাল গণ্ড ও কর্ণ মধ্যে শব্দ; পাকস্থলি মধ্যে পূর্ণতা ও উষ্ণতা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত প্রদেশ বেদনাযুক্ত ও স্পর্শে টাটানি।

যকৃত প্রদেশে তীব্র বেদনা; বেদনা দক্ষিণ দিকে শয়নে বৃদ্ধি; বেদনা স্কন্ধ ও গ্রীবা পর্য্যন্ত আক্রমণ করে, চাপ সহ্য করিতে পারে না।

পিত্তশিলা জন্য শূল; যকৃতের কাঠিন্য; কামলা রোগ।

১৯ উদর।—উদর স্ফীতি।

নাভির চারিদিকে খিমচান বেদনা, চাপিলে উপশম।

উদর মধ্যে উচ্চ গড় গড় শব্দ করে।

অন্ত্রশূল বোধ হয় যেন উদরে এক স্থানে প্রেক্ বিদ্ধ রহিয়াছে, পেট বেদনা, খিমচি কাটা বা থাবা মারার মত বেদনা।

দক্ষিণ দিকে ইলিও-সিকাল প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা, সামান্য স্পর্শ (এমন কি শয্যাবস্ত্রের) সহ্য করিতে পারে না।

দক্ষিণদিকের কুচকির উপরে বোধ হয় যেন একটা কঠিন দ্রব্য ভিতর হইতে বাহিরের দিকে ঠেলিয়া আসিতেছে; বসিবার কালে শরীর সম্মুখ দিকে নত করিয়া থাকে।

বাম কুচকিতে তীব্র চিড়িকমারা বেদনা।

সামান্য স্পর্শে অত্যন্ত বেদনা বোধ, বিশেষতঃ ডিম্বাধার প্রদেশে।

২০ মল, ইত্যাদি।—সরলান্ত্রে মলদ্বারের দিকে চাপপড়া।

সরলান্ত্রের নিম্নভাগে ও মলদ্বারে কামোদ্দীপক সুড়সুড়নি।

মল:—পাতলা,সবুজ শ্লেষ্মা মিশ্রিত; পুনঃপুনঃ,পাতলা; বেগের সহিত রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা; খড়ি বা কর্দমের বর্ণ; খড়ির মত শাদা তাহাতে পিচ্ছিল আম; অম্ল গন্ধ।

আক্ষেপ বেগ সহ তরল মল।

অনিচ্ছায় ভেদ, মলদ্বারের পেশীর পক্ষাঘাত।

রক্তস্রাবী অর্শ ; কটিদেশে ভগ্নবৎ বেদনা।

মলদ্বারের পেশীর আক্ষেপিক সংকোচন।

মলদ্বারের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি স্ফীত ও বাহির হইয়া আসিতেছে বোধ।

মলদ্বার চুলকান ও সেই সময়ে সংকুচিত বোধ।

২১ মূত্র।—মূত্রাশ্রয়ী নির্গমনকালে, বৃক্ক হইতে মূত্রনলী বরাবর, আক্ষেপ-যুক্ত বেগ।

মূত্র :—পরিষ্কার, উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ ; পুনঃ পুনঃ প্রচুর পরিমাণে জলবৎ মূত্র ; প্রথমে পরিষ্কার, তার পর স্থির হইলে ঘোলা ; রক্তের ন্যায় লাল।

মূত্রে তাপ প্রদানে ফস্ফেট অধঃক্ষেপ।

পুনঃ পুনঃ ইচ্ছার সহিত অল্প অল্প মূত্র।

অসাড়ে মূত্রত্যাগ তৎসহ মূত্রস্থলি মুখের পেশীর পক্ষাঘাত এবং মূত্রস্থলির পক্ষাঘাত হেতু মূত্রাবরোধ বা মূত্রস্তম্ভ।

মূত্রস্থলি মধ্যে ওলট পালট এবং কোঁচকান বোধ, যেন ইহা একটি বৃহৎ কৃমি হইতে হইতেছে অথচ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা রহিত।

শয্যায় মূত্রত্যাগ ; অস্থির, নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠে।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—সঙ্গমেচ্ছা হ্রস্ব বা কমিয়া যায়।

জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা এবং শিথিলতা।

উপস্থের শিথিলাবস্থায় রাত্রে রেতস্খলন।

অণ্ডকোষ মধ্যে তীব্র সূচীবেধ ; অণ্ডকোষদ্বয় উপর দিকে আকৃষ্ট।

সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে বামদিকের শুক্রবাহী নলীর উপরিভাগে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

লিঙ্গমুণ্ডে কোমল বেদনাহীন অর্ব্বুদ।

জননযন্ত্রে ঘর্ম্ম।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—যোনির দিকে চাপ বোধ, যেন উদরমধ্যস্থ সমস্ত পদার্থ যোনি দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে ; প্রাতে বেশী।

যোনির দিকে ভয়ানক চাপপড়া ও ঘন ঘন বেগ আসা, যেন উদর মধ্যস্থ সমস্ত পদার্থ ঐ স্থান দিয়া পড়িয়া যাইবে; নত হইয়া উপবেশনে, এবং ভ্রমণে বৃদ্ধি; দণ্ডায়মান হইলে এবং সরল ভাবে বসিয়া থাকিলে ভাল থাকে।

দক্ষিণ ডিম্বকোষ শক্ত হওয়া; সূচীবেধ ও দপদপানি বেদনা; বেদনা হঠাৎ আইসে হঠাৎ যায়।

জরায়ু প্রদেশে খিমচান বা থাবা মারা বা ক্ষণস্থায়ী সূচীবেধ; স্থান সকল চৈতন্যাধিক্য, সামান্য আঘাত সহ্য হয় না।

প্রচুর, উত্তপ্ত, উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত স্রাব; কখন কাল, জমাট বান্ধা ও দুর্গন্ধ স্রাব; ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়ে স্রাব।

রজঃকৃচ্ছ্রতা।

রজোরোধ।

শ্বেত প্রদর; বেদনাসহ।

যোনিতে শুষ্কতা ও জ্বালাকরা।

বয়ঃ সন্ধিকাল :—রক্তাধিক্যতা; বগলের বীচি শক্ত।

২৪ গর্ভ।—প্রসবান্তিক স্রাব দুর্গন্ধ ও উষ্ণ বোধ।

প্রসব বেদনা :—দুর্ব্বল; এককালে রহিত হয়, পানমুচী ভাঙ্গিয়া যায়, অথচ জরায়ু মুখ আক্ষেপিক রূপে সংকুচিত থাকে।

অর্দ্ধ চৈতন্য, বাক্যলোপ, মুখমণ্ডলের পেশীর ও হস্ত পদাদির আক্ষেপিক সঞ্চালন; জিহ্বার দক্ষিণাংশের পক্ষাঘাত, মুখে ফেণা; প্রত্যেক বেদনাকালে রোগ আক্রমণ।

ফুল অর্থাৎ অমরা পড়ে না, তৎসহ প্রচুর উষ্ণ শোণিত নিঃসরণ, রক্ত শীঘ্র জমাট বাধে।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গ; কর্কশ স্বর।

এককালীন স্বর লোপের ন্যায় দুর্ব্বল স্বর, কথা কহিতে ক্লেশ।

লেরিংক্সের শুষ্কতা।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—দ্রুত, কষ্টকর শ্বাস; উদ্বেগযুক্ত বা ব্যাকুলিত, হ্রস্ব, ভারযুক্ত শ্বাসক্রিয়া।

বৈকালে ও সন্ধ্যায় হাঁপানিবৎ আক্ষেপ, তৎসহ ফুস্ফুসে ধূলিকণা অনুভব।

গ্রীষ্ম ও বর্ষার আর্দ্রকালে হাঁপানি, নিদ্রার পর বেশী।

দ্রুত, হ্রস্ব অসমান শ্বাসক্রিয়া, কখন মৃদু ও ধীর কখন শ্বাসক্রিয়া হইতেছে কি না অনুভব করা যায় না (শিশুর)।

২৭ কাশি।—শুষ্ক কাশি :—লেরিংক্সের শুষ্কতা জন্য; সন্ধ্যাকালে শয়নের পর। লেরিংক্সের পশ্চাৎদিকে সুড়সুড়ীযুক্ত কূট কূট করা জন্য।

কাশির আক্রমণ, যেন ধূলি শ্বাসপথে প্রবেশ করিয়াছে; রাত্রে জাগ্রত হয়; শ্লেষ্মা উঠে।

মধ্যাহ্নে ভয়ানক কাশি, তৎসঙ্গে প্রচুর আঠাবিশিষ্ট গয়ার উঠা।

কাশির সঙ্গে প্রাতঃকালে রক্ত মিশ্রিত গয়ার; মুখে রক্তের আস্বাদ।

রাত্রিকালীন কাশি; নিদ্রা ভঙ্গ হয়।

কাশির আবেগ বা আক্রমণ হাঁচিতে শেষ হয়।

কাশিবার সময় গ্রীবাদেশে চাপযুক্ত বেদনা।

কাশি আসিবার ঠিক্ পূর্ব্বে শিশু কাঁদিতে আরম্ভ করে।

হঠাৎ ১১টা রাত্রি সময়ে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া খং খং কাশি; মুখমণ্ডল অগ্নিবৎ আরক্ত; কাশির সহিত ক্রন্দন।

২৮ ফুস্ফুস্।—বায়ুনলীভুজ সমূহে ঘড় ঘড় করা এবং করকর শব্দ হওয়া।

বক্ষমধ্যে ও স্কন্ধদ্বয়ের মধ্য স্থানে ভ্রমণ বা উপবেশন কালে চাপযুক্ত বেদনা, তৎসহ শ্বাসক্রিয়া হ্রাস।

দক্ষিণ বক্ষে চাপ বোধ, তৎসহ উদ্বেগ।

বক্ষের সংকোচ বোধ, যেন দুই পার্শ্ব হইতে চাপিয়া ধরিতেছে।

দক্ষিণ বক্ষে জ্বালা করা।

দক্ষিণ ফুস্ফুসের শীর্ষদেশে সূচীবেধ।

২৯ হৃদ্পিণ্ড, নাড়ী।—হৃদ্পিণ্ড প্রদেশে চাপ পড়া জন্য শ্বাসাবরোধ ও উদ্বেগ বোধ।

গেলে বুক ধড়ফড় করা বা এক প্রকার হৃদকম্প।

নাড়ী :—দ্রুত, সর্ব্বদা পূর্ণ, কঠিন; বৃহৎ পূর্ণ ও মৃদু ; কখন. ক্ষুদ্র ও কোমল।

গলা ও কপালের পার্শ্বের (ক্যারটিড্ ও টেম্পর‍্যাল) ধমনীর দপদপানি।

৩০ বহির্ব্বক্ষঃ—দক্ষিণদিকস্থ শেষ পঞ্জরাস্থির উপাস্থির নিম্নতলে চর্ব্বণবৎ বেদনা।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—পশ্চাৎদিকে মস্তক নত করিতে গ্রীবার বহির্ভাগে চাপযুক্ত বেদনা।

গ্রীবার গ্রন্থি সকল স্ফীত।

বাম স্কন্ধাস্থির বাহিরের দিকে ঐরূপ চাপ পড় বেদনা।

দক্ষিণ স্ক্যাপুলা ও কশেরুকার মধ্যস্থানে আকৃষ্টবৎ চাপ।

কশেরুকামধ্যে চর্ব্বণবৎ ও চিড়িক মারা বেদনা।

মেরুদণ্ডে ছুরিকা বিদ্ধবৎ বেদনা, বাহির হইতে ভিতরদিকে।

মেরুদণ্ডে জ্বালাকরা, দপদপানি ও টানিয়া ধরা বেদনা।

কোমর ভাঙ্গিয়া যাওয়ার মত কামড়ানি।

কটিদেশের কশেরুকাতে বক্রতা বা কুব্জভাব।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাম স্কন্ধের উপরিভাগ সূচীবেধযুক্ত চাপ।

ঊর্দ্ধাঙ্গে ভারি ও পক্ষাঘাতের ন্যায় দৌর্ব্বল্য।

হিউমার-অস্থির মুণ্ডের নিম্নে ধারশূন্য ছুরিকাবিদ্ধবৎ বেদনা।

সমস্ত বাম বাহুতে টানিয়া ধরা বেদনা।

বাহুতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

ভ্রমণ কালে বাম কনুইয়ের মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

উভয় সম্মুখ বাহুর নিম্নের পেশীতে কর্ত্তন ও ছিন্নবৎ বেদনা।

হাত সহজে ফিরাইতে বা নাড়িতে পারে না।

বাম হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির মূল সন্ধি স্থলে বেদনাযুক্ত আকৃষ্টতা।

দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর মধ্য সন্ধিতে পক্ষাঘাতিক ছিন্নবৎ বেদনা।

হস্তদ্বয়ে অসাড়তা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—উরুদেশে এবং পদে এরূপ বেদনা যেন অস্থিক্ষয় বা ভগ্ন হইয়াছে; গুল্ফ-সন্ধি হইতে বঙ্খণ সন্ধি পর্য্যন্ত বেদনা

ক্রমশঃ উত্থিত হইতে থাকে এবং বসিয়া থাকিলে সতত পদ সঞ্চালন ও পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য করে; ভ্রমণে বেদনা কম।

নিতম্বের পেশী সমূহে আক্ষেপিক বেদনা।

ঠিক হাঁটুর উপরে দক্ষিণ উরুতের পেশীতে কর্ত্তনবৎ সূচীবেধ, কেবল উপবেশন কালে।

নিম্নাঙ্গের সন্ধি সমূহের, বিশেষতঃ জানুসন্ধিতে, এরূপ বোধ হয় যেন ভ্রমণ কালে (বিশেষতঃ পর্ব্বতাদি অবরোহণে) তাহার অঙ্গ ছাড়িয়া দিবে বা ভাঙ্গিয়া যাইবে।

হাঁটুর সন্ধিতে জ্বালাকর হুলবিদ্ধবৎ যাতনা, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

হাঁটু সন্ধিতে সাইনোভাইটিস; অত্যন্ত প্রদাহ, বিন্দু বিন্দু জল পড়ার ন্যায় টগ্‌বগ্‌ শব্দ বোধ।

পদমধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা ও ভারি বোধ।

বহির্বায়ুতে ভ্রমণ কালে দক্ষিণ পদের অঙ্গুলি সন্ধি স্থানে টান পড়া।

পায়ের অঙ্গুলির পূর্ব্বের অস্থি গুলিতে (motatarsal) বেদনা, যেন হাড় সরিয়া গিয়াছে।

পায়ের তলায় লৌহবেধ বা খননবৎ বেদনা।

গোড়ালিতে হাঁটিতে গেলে আঘাত প্রাপ্ত মত বেদনা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—উর্দ্ধাঙ্গ ও নিম্নাঙ্গের পেশীসমূহে, উন্মাদ-দিগের দিন দিন বর্দ্ধনশীল পক্ষাঘাতের প্রথমাবস্থার ন্যায়, সঞ্চালনে ভারি ও অবশ বোধ।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি—কার্য্যে ও সঞ্চালনে অনিচ্ছা।

অস্থিরতা; শরীর, বিশেষতঃ হস্তপদ, ইতস্ততঃ সঞ্চরমান করিতে বাধ্য।

একভাবে অধিকক্ষণ অবস্থিতি করিতে পারে না; কখন শয়ন, কখন উপবেশন, কখন দণ্ডায়মান ইত্যাকার ভাবে সর্ব্বদা অবস্থিতির পরিবর্ত্তন করেন।

সঞ্চালন : ২, ৮, ১৭, ২০, ২১, ৩৩। ভ্রমণ : ৩, ১৭, ২২, ২৮, ৩২, ৩৩। প্রত্যেক পদ বিক্ষেপ : ৩। উপরে উঠিতে : ৩, ২১। নামিতে : ৩৩। দাঁড়াইতে : ২২। বসিতে : ৩,

২৮, ৩৩ ; সরলভাবে বসিতে : ২২। অবনতাবস্থায় বসিতে : ২২। অরনত হইলে : ২। পশ্চাৎদিকে অবনত : ১৭। উঠিতে : ৩। শয়ন : ৩, ২৭।

৩৬ স্নায়ু।—সর্ব্বাঙ্গ কম্পন।

দুর্ব্বলতাও মাতালের মত পা টলে।

পেশীসমূহের পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা, বিশেষতঃ চরণদ্বয়ের।

অস্থিরতা, হঠাৎ চমকিয়া উঠা।

মুখ, চোয়াল, ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পেশীসমূহের আক্ষেপিক সংকোচন বা উৎক্ষেপ।

একদিকের আক্ষেপ, অন্যদিকে পক্ষাঘাত।

শয়িতাবস্থায় শরীর একবার সম্মুখ দিকে এবং একবার পশ্চাৎদিকে আক্ষেপিক সঞ্চালন।

বাহুতে আক্ষেপ আরম্ভ হয় ; *মৃগী রোগ।

এরূপ সজোরে দাঁতকপাটি লাগে যে খোলা যায় না।

সার্ব্বাঙ্গিক অনম্যতা ও কাঠিন্য।

ধনুষ্টঙ্কার, রৌদ্রে কাজ করিতে করিতে অচেতন হওয়া, চোয়াল লাগিয়া যায়, মস্তক উষ্ণ, পা শীতল।

৩৭ নিদ্রা।—পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন।

সন্ধ্যাকালে হাই উঠার সঙ্গে নিদ্রাবেশ ; প্রাতে বোধ হয় ভাল ঘুম হয় নাই।

অধিকক্ষণ নিদ্রা যাইলেও প্রকৃতিস্থ হয় না, বা আরাম মিটে না।

নিদ্রালু অথচ নিদ্রা হয় না।

নিদ্রাকালে এবং জাগিলে পর ভয়ে চমকিয়া উঠা।

নিদ্রাবস্থায় :—উচ্চৈঃস্বরে গান গাওয়া এবং কথা কওয়া ; কোঁথান।

জাজ্বল্যমান স্বপ্ন, অথচ মনে থাকে না।

উদ্বেগ পূর্ণ স্বপ্ন :—যেমন হত্যা ; দস্যু ; অগ্নিভয়।

৩৮ সময়।—পূর্ব্বাহ্নে এবং বেলা ১২টার পর বিরাম। প্রাতঃকাল : ১২, ২৩, ২৭, ৩৬। মধ্যাহ্ন : ১৪, ২৭। অপরাহ্ন : ২০, ২৬। সন্ধ্যা :

১৪, ২২, ২৬, ২৭, ৩৭, ৪০। রাত্রি : ৭, ১০, ২৭, ৩৩। রাত্রি ১১টা : ২৭। মধ্যরাত্রি : ১৬। দিবা কিম্বা রাত্রি : ৪০।

৩৯ **উত্তাপ ও বায়ু।**—চুল কাটিলে সর্দ্দি হওয়া।

বহির্ব্বায়ু :—৩, ৩৩।

হঠাৎ উষ্ণ হইতে শীতল পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি।

গৃহমধ্যে আবরণ দ্বারা উষ্ণ হইলে আরাম।

বসন্তকাল :—স্ফোটক ইত্যাদি।

গ্রীষ্মকাল :—সূর্য্যতাপে বৃদ্ধি ; উত্তাপে : ৩, ২০, ২৬, ৩৬।

৪০ **শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।**—সন্ধ্যাকালে শীত বা কম্প, প্রায় বাহুতে আরম্ভ তৎসহ মাথা গরম।

আভ্যন্তরিক শীত সহ বাহ্যিক জ্বালাজনক উত্তাপ।

পর্য্যায়ক্রমে শীত ও তাপ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল, মস্তক উষ্ণ।

পৃষ্ঠদেশ বরাবর শীত।

অবিরাম শুষ্ক, জ্বালাজনক উত্তাপ সহ কেবল মস্তকে ঘর্ম্ম।

উদ্বেগ ও অস্থিরতা সহ আভ্যন্তরিক উত্তাপ।

মস্তক উষ্ণ, মুখমণ্ডল আরক্ত ও প্রলাপ।

উত্তাপ প্রধান জ্বর ; অনাবৃতে অনিচ্ছা।

আবৃত অংশে ঘর্ম্ম ; উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গেই বা কিছুক্ষণ পরেই, মুখেই বেশী ঘর্ম্ম ; কাপড়ে ঘর্ম্মের দাগ লাগে ও উগ্রগন্ধ বাহির হয় ; নিদ্রাকালে, দিবা ও রাত্রিতে ; পা হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তক পর্য্যন্ত।

এককালীন ঘর্ম্ম রহিত।

সার্ব্বাঙ্গিক ঘর্ম্ম হঠাৎ দেখা দিয়া পুনর্ব্বার শীঘ্রই বিলুপ্ত হয়।

৪১ **আক্রমণ।**—বেদনা বা উপসর্গ হঠাৎ আইসে এবং ন্যূনাধিক কাল থাকিয়া হঠাৎ চলিয়া যায়।

বক্ষ বা উদরের এক পার্শ্বে, কটিদেশে কিম্বা এক কনুইয়ে হঠাৎ

ভয়ানক খল্লিবৎ বেদনার আক্রমণ (বিশেষতঃ নিদ্রাকালে) ; বেদনাযুক্ত স্থান নোয়াইতে বাধ্য করে।

প্রত্যেক প্রসব বেদনার সময় : ২৪।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩, ৫, ৮, ১০, ১৩, ১৮, ১৯, ২৩, ২৪, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩। বাম : ৩, ৫, ৮, ১৩, ১৮, ১৯, ২২, ৩১, ৩২। ভিতর হইতে বাহিরে : ৩, ৫, ১৯, ৩২। বাহির হইতে ভিতর : ২৮, ৩১। উচ্চ হইতে নিম্নে : ৬, ৪০। নিম্ন হইতে উর্দ্ধে : ১৮, ৩৩, ৪০। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে : ২। সম্মুখ হইতে পশ্চাতে : ৮।

৪৪ তন্তু।—রক্তবহা নাড়ীর বৃত্তাকারে সংস্থিত তন্ত সমূহের উপর কার্য্য করে।

শরীরের নানাস্থানের মুখের মাংসপেশীর উপর কার্য্য করে যথা জরায়ু মুখের আক্ষেপ।

শ্লৈষ্মিক ও স্নৈহিক ঝিল্লির প্রদাহ।

অস্থির আবরক পর্দাতে বেদনা ; অস্থিপ্রদাহ, আঘাত জনিত, সেই স্থানে বিসর্পসদৃশ আরক্ততা।

সন্ধি সমূহের লাল চক চকে স্ফীতি।

প্রবল স্ফীতিজনক প্রদাহ। গ্রন্থি সমূহে তরুণ স্ফীতি।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৪,৮,১৮,১৯,৩১। সংস্পর্শ : ৩৩। চাপ : ৩,৮,১৭,১৯,২১। ধাক্কা : ২১,২৩।

৪৬ চর্ম্ম।—ত্বক সংস্পর্শে বেদনাযুক্ত চৈতন্যাধিক্যতা।

হামের ন্যায় কণ্ডূ।

সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপসহ চর্ম্মের ঈষৎ নীলাভ রক্তিমাবর্ণ।

হাত দিয়া দেখিলে, গাত্র হইতে জ্বালাজনক উত্তাপ অনুভব হয়।

প্রবল বিসর্প-জ্বর, তৎসহ প্রদাহযুক্ত স্ফীতি, এমন কি পচিতে আরম্ভ হয়।

গ্রীবায়, বাহুতে ও পৃষ্ঠে ফুস্কুড়ি।

নিম্নাঙ্গে (উদর পর্য্যন্ত) লাল শল্কযুক্ত উদ্ভেদ।

চর্ম্ম রক্তবর্ণ ও মসৃণ।

প্রচুর রক্তঃ স্রাবকালে আঘাত।

পারদ কিম্বা সিনকোনা অপব্যবহারের পর কামলা রোগ; তৎসঙ্গে
পিত্ত কোষে পিত্তাশ্মরী উপসর্গ জড়িত থাকে।

২৭ অবস্থা।—স্থূলকায় শ্লেষ্মা প্রধান ধাতুব্যক্তি (লিম্ফাটিক্ কনষ্টিটিউশন)।

যাহারা সুস্থ সময়ে প্রসন্নচিত্ত ও আমোদপ্রিয়, কিন্তু যাহারা পীড়িত
হইলে ভয়ানক আকার ধারণ করে, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ
বিশেষ উপযোগী।

স্ত্রীলোক, শিশু, গাঢ় নীলবর্ণ চক্ষু, গৌরবর্ণ মুখশ্রী, কোমল ত্বক এই
সকল ধাতুতে বেলেডনা উপযোগী।

রোগী গুটিকা রোগ গ্রস্ত; পার্শ্ব বেদনা বা প্লুরিসি।

রক্তপূর্ণ যুবক যুবতীগণের প্রদাহ ও অরসহ নাড়ীর প্রবল গতি ও
উত্তাপ, রক্তাধিক্যতা; প্রলাপযুক্ত, এবং আক্ষেপ হই-
বার উপক্রম।

২৮ সম্বন্ধ।—বেলেডনার প্রতিবিষ, অধিক মাত্রার :—কাফিয়া, হায়ো-
সায়েমস্। অল্প মাত্রার :—ক্যাম্ফর, কফিয়া, হিপার, হায়োসা-
য়েমস, ওপিয়ম, পলসেটিলা, ভাইনম্।

বেলেডনা প্রতিষেধ করে :—একনাইট, কুপ্রম, ফেরম, হায়োসায়েমস্
মার্কুরিয়াস, প্লম্বম্।

ভিনিগারে বেলেডনার শিরঃপীড়া বর্দ্ধিত করে।

ক্যামোমিলা, হিপার, ল্যাকেসিস, মার্কুরিয়াস, ফস্ফরস ও নাইট্রিক
এসিডের পর বেলাডনা বিশেষ উপযোগী।

বেলেডনার পর সিনকোনা, কোনায়ম, ডলকেমারা, হিপার, ল্যাকে-
সিস, রসটক্স, সিনেগা, ষ্ট্রামোনিয়ম, ভ্যালেরিয়ানা সর্ব্বদা
ব্যবহৃত হয়।

বেলেডনা ক্যালকেরিয়ার কার্য্যাবশেষপূরক।

বোভিষ্টা।

পরীক্ষক :—হার্টল্‌ব।

১ মন।—বলিতে বা লিখিতে কথার অপপ্রয়োগ করে।

এত অসাবধান যে হাত হইতে দ্রব্য স্খলিত হয়।

অন্যমনস্কভাব ও কষ্টে মনোযোগ স্থির রাখে।

বোধ ও ধারণাশক্তির মৃদুতা।

একাকী থাকিলে বিষণ্ণ, নিরাশ, ও হতাশ চিত্ত।

উত্তেজনশীল ও স্নায়ুপ্রধান, প্রত্যেক বিষয় কুভাবে গ্রহণ করে।

সহজে বিরক্ত, সকল বিষয়ে ঘৃণা বা অনিচ্ছা।

২ চৈতন্য।—শূন্যের প্রতি একদিকে চাহিয়া থাকে।

শিরোঘূর্ণন, প্রত্যুষে পড়িয়া যায়, কিছু ক্ষণের জন্য চৈতন্য বিলুপ্ত হয়।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকের গভীর স্থানে শিরঃপীড়া; মস্তক বৃহত্তর হইয়াছে এরূপ বোধ।

রাত্রিকালীন শিরঃপীড়া, উঠিয়া বসিলে বৃদ্ধি।

মস্তক আঘাতিত বোধ হয়।

মস্তক মধ্যে চাপক বেদনা।

প্রাতে দক্ষিণ দিকে এবং সন্ধ্যাকালে বামদিকের শিরঃপীড়া।

৪ বহির্মস্তক।—করোটীর অত্যন্ত কণ্ডূয়ন বিশেষতঃ গরম হইলে, ক্ষত না হওয়া পর্য্যন্ত চুলকায়; তাহাতেও উপশম হয় না।

করোটী স্পর্শে বেদনানুভব। চুল উঠিয়া যায়।

৫ চক্ষু।—অক্ষিপুটের প্রদাহ ও রাত্রে সংযোজন।

চক্ষু জ্যোতিহীন।

একদিকে তাকাইয়া থাকা।

দর্শন স্নায়ুর পক্ষাঘাত হেতু দক্ষিণ চক্ষুর দৃষ্টি হীনতা।

পদার্থ সকল অতি সন্নিকট দেখায়।

৬ কর্ণ।—অস্পষ্ট শ্রুতি, যাহা বলা যায় তাহার অধিকাংশ ভুল বুঝে।

কর্ণমধ্যে কণ্ডূয়ন, অঙ্গুলি দিয়া নাড়িলে উপশম।

কর্ণ হইতে দুর্গন্ধি পুঁজস্রাব।

দক্ষিণ কর্ণমধ্যে স্ফোটক, গলাধঃকরণ সময়ে বেদনা।

৭ নাসিকা।—নাসিকারন্ধ্র মরা ছালে পূর্ণ।

নাক বন্ধ; নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে না।

জলবৎ সর্দ্দি তৎসহ মাথাটলা ; নাক ঝাড়িলে কয়েক বিন্দু রক্ত পড়ে।

প্রাতঃকালে নিদ্রাবস্থায় নাক দিয়া রক্ত পড়ে, তৎসহ শিরোঘূর্ণন।

৮ মুখমণ্ডল।—পর্য্যায়ক্রমে লাল ও পাণ্ডুবর্ণ।

উভয় গণ্ডদ্বয় উষ্ণ, যেন বিদীর্ণ হইবে।

হাপানি কাশির পুর্ব্বে,মুখমণ্ডলের পেশীসকলের আক্ষেপিক সঞ্চালন।

দন্তশূলের পর গণ্ডস্থলের পাণ্ডুবর্ণ স্ফীতি।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—ওষ্ঠদ্বয় ফাটা, স্থানে স্থানে ফুস্কুড়ি পূর্ণ।

মুখের কোণে ক্ষত।

ওষ্ঠের পাণ্ডুবর্ণের স্ফীতি।

ওষ্ঠমধ্যে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।

১০ দন্ত।—দন্তমূল হইতে রক্তস্রাব।

নিম্ন চোয়ালে ছিন্নবৎ বেদনা; চোয়ালের নিম্নের গ্রন্থির স্ফীতি ও দপদপানি।

ক্ষয়া দন্তে তীব্র আকৃষ্টবৎ বেদনা, উষ্ণতায় ও বায়ুতে উপশম; সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—স্বাদ পচা; তিক্ত।

তোত্‌লা, গদ গদ কথা।

জিহ্বায় ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তনবৎ বেদনা, হাঁপের পূর্ব্বে।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্যে অসাড় বোধ।

মুখ হইতে পচা গন্ধ। প্রচুর লালাস্রাব।

১৩ গলমধ্য।—গলার মধ্যে জ্বালা।

গল বেদনা তৎসহ অন্ননালী মধ্যে জ্বালা ও চাঁচিয়া ফেলা মত ভাব।

গলার ভিতর অতিশয় শুষ্কতা ; প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিলে জিহ্বা কাষ্ঠখণ্ডবৎ বোধ হয়।

গলার ভিতর সূচীবেধ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—মধ্যাহ্নের আহারের ক্ষুধা থাকে না, অন্যান্য সময়ে প্রবল ইচ্ছা থাকে।

আহারের পরও ক্ষুধা। শীতল জলপানের ইচ্ছা।

রন্ধন দ্রব্যে ক্ষুধা থাকে না, কেবল রুটী খাইতে ইচ্ছা।

১৫ পানাহার।—অত্যল্প মদে মত্ততা জন্মায়।

আহারের পর : ১৬,১৯।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—আহারের পূর্ব্বে ও পরে হিক্কা।

পুনঃপুনঃ শূন্য উদ্গার।

শীতের সহিত সমস্ত পূর্ব্বাহ্ন বিবমিষা।

প্রাতঃকালীন বিবমিষা, কেবল জল বমি ; আহার করিলেই উপশম।

১৭ পাকস্থলী।—পাকস্থলিতে পূর্ণতা ও প্রচাপন।

বেদনাসহ পাকস্থলিতে যেন খানিকটা বরফ রহিয়াছে এরূপ অনুভব।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—উভয়দিকের শেষ পঞ্জরাস্থি প্রদেশে সূচীবেধ।

১৯ উদর।—নাভির চারিদিকে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

স্থির হইয়া থাকিলে বেদনা বৃদ্ধি পায়।

উদর মধ্যে কর্ত্তনবৎ শূল, তৎসহ শীত বা কম্প, দাঁতে দাঁতে শব্দ হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাঁপে ; বাহ্যের পর বেশী।

অন্ত্র শূল সহ লাল প্রস্রাব ; আহার করিলে উপশম।

উদর :—স্ফীত ; এক একস্থানে ঠোস মারা।

২০ মল, ইত্যাদি।—অতিসার প্রবণতা, পুনঃপুনঃ উদরাময়ের আক্রমণ, প্রত্যেক মলত্যাগের পর বেগ ; ঋতুর পূর্ব্বে ও ঋতুকালে উদরাময়।

মলত্যাগের নিস্ফল চেষ্টা।

প্রথমে কঠিন ও কষ্টে নিঃসৃত মল, অবশেষে পাতলা, এমন কি জলবৎ ভেদ, তৎসহ অধিক পেট বেদনা।

মলত্যাগের পর গুহ্যদ্বার জ্বালা করে ; জলবৎ মলত্যাগের পর জ্বালা অধিককাল স্থায়ী হয়।

মলদ্বার কণ্ডূয়ন, যেমন কৃমি জন্য।

১১ মূত্র।—পুনঃপুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা ; এমন কি প্রস্রাব ত্যাগের পরেই পুনরায় মূত্রত্যাগ প্রবৃত্তি।

মূত্র :—উজ্জ্বল লাল ; বেগুণে রং অধঃক্ষেপ।

মূত্র নলী মধ্যে কণ্ডূয়ন, জ্বালা ; অগ্রভাগ প্রদাহিত, ও যেন ছিদ্র রুদ্ধ হইয়াছে অনুভব।

১২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রেতঃপাত।

সঙ্গমের পর, মস্তক ঘূর্ণন ও মস্তকে গোলযোগ বোধ।

অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা জন্য পীড়া।

১৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জননেন্দ্রিয়ে কামোদ্দীপনা অনুভব।

ঋতু :—প্রত্যেক দুই সপ্তাহ অন্তর প্রচুর জমাট কাল রক্ত ; বিলম্বে ; কেবল প্রাতে বা কেবল রাত্রে।

অন্তর্ব্বর্ত্তীকালে সময়ে সময়ে রক্ত দেখা দেয়।

জননেন্দ্রিয়ে জ্বালা।

শ্বেতপ্রদর ; ঋতুর কিছু দিন পূর্ব্বে বা পরে ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায় ভ্রমণ কালে ; হরিতাভসবুজ, ক্ষতকারী স্রাব, কাপড়ে সবুজ দাগ পড়ে ; ঘন, আঠাবৎ।

জননেন্দ্রিয় অভিমুখে বেদনাযুক্ত বেগ ও কটি দেশে গুরুত্ব, মধ্য-রাত্রির পর।

১৫ লেরিংকস্।—প্রাতে স্বর ভঙ্গতা।

প্রাতে গলার মধ্যে কর্কশতা ও শ্লেষ্মার কথা ভার।

১৬ শ্বাসক্রিয়া।—হস্ত চালনায় শ্বাসের হ্রস্বতা।

বক্ষে যাতনা, বস্ত্রাদি শ্লথভাবে খুলিয়া দিতে ইচ্ছা।

হাঁপের সঙ্গে আক্ষেপযুক্ত হাস্য ও ক্রন্দন।

২১ কাসি।—সন্ধ্যায় সরল ; প্রাতে শুষ্ক।

প্রাতঃকালে শীতল বাতাস হইতে গৃহমধ্যে আসিলে বক্ষঃস্থলে সুড় সুড় করিয়া কাসী।

২৮ ফুস্‌ফুস্‌।—বক্ষঃস্থলে নানা স্থানে সূচী বেধ।

২৯ হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—হস্ত কম্পন সহ হৃদকম্পন।

উপরে উঠিতে স্পষ্ট হৃদ্‌স্পন্দন; যেন হৃদপিণ্ড জলমধ্যে কার্য্য করিতেছে; অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর। নাড়ী দ্রুত।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবা মধ্যে সূচীবেধ।

প্রাতে গ্রীবা অনম্য।

কটিশূল, অবনত হওয়ার পর অনম্যতা।

মেরুদণ্ডের নিম্নশীর্ষে কোকিলচঞ্চু অস্থির অগ্রভাবে অসহ্য কণ্ডূয়ন; ক্ষত না হওয়া পর্য্যন্ত ঘর্ষণ ও চুলকান।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—সূচীবেধবৎ, লৌহবেধবৎ ও ছিন্নবৎ বেদনা।

বাহুতে ও হস্তে গুরুত্ব ও শক্তিহীনতা; অতি লঘু দ্রব্য হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পতিত হয়।

হস্তের সন্ধিসকল অক্ষম ও আঘাতিত বোধ। বাহুতে কণ্ডূয়ন।

আঙ্গুল হাড়া।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বঙ্খণ সন্ধিতে ক্ষত বোধ।

জানু মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড়।

পায়ের ডিমের পেশী সকল ছোট বা হ্রাস বলিয়া বোধ ও প্রাতে খল্লি।

মচকানের বহু বৎসর পরে, দক্ষিণ পায়ে ভয়ানক শোথযুক্ত স্ফীতি।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—সন্ধি সমূহে অতিশয় দুর্ব্বলতা।

বোধ হয় যেন ভগ্ন, আঘাতিত, কামড়ানি, ছিন্নবৎ বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি।—স্থির: ১১। হস্ত চালনা: ২৬। অতিরিক্ত উদ্যম: ২৯। ভ্রমণ: ২৩। উচ্চে উঠার পর: ২৯। উত্থিত হইলে: ৩৭। দণ্ডায়মান হইলে: ৩৩। উপবেশন: ৩। নত হইলে: ৩১।

৩৬ স্নায়ু।—বাতের মত পঙ্গুতা।

সার্ব্বাঙ্গিক দৌর্ব্বল্য এবং ক্লান্তি, বিশেষতঃ সন্ধি সকল।

দুর্ব্বলতা বশতঃ হস্ত হইতে দ্রব্য স্খলিত হয়।

৩৭ নিদ্রা।—বৈকালে ও প্রত্যুষে অত্যন্ত নিদ্রালুতা।

আম্বাতের জ্বালা ও কণ্ডূয়ন বশতঃ রাত্রের শান্তি ভঙ্গ হয়।

অস্থির নিদ্রার সঙ্গে উদ্বেগপূর্ণ ও ভীতিজনক স্বপ্ন।

নিদ্রা ভঙ্গ হইলে অধিক নিদ্রার ন্যায় মাথা কামড়ানি।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ২,৭,১৩,১৬,২৩,২৫,২৭,৩১,৩৩,৩৭,৪০। পূর্ব্বাহ্ণ: ১৬। অপরাহ্ণ: ৩৭,৪০। সন্ধ্যা: ১০,২৭,৩৭,৪০। রাত্রি: ৩, ২৩,৩৭,৪০। মধ্যরাত্রির পর: ২৩।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণতা: ৪, ১০, ৪৬। গ্রীষ্মকাল: ৪৬। শীতল বায়ু হইতে গৃহে আগমন: ২৭। বহির্বায়ু: ১০। বাতাস অসহ্য।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—কম্প প্রধান, উষ্ণ অগ্নিকুণ্ডের নিকট থাকিলেও শীত, প্রাতে ও সন্ধ্যায়, এমন কি রাত্রেও, প্রায়ই পিপাসা থাকে।

বেদনাসহ কম্প।

প্রত্যহ সন্ধ্যাকাল (৭টা) জ্বর।

কম্পন ও তাপ পর্য্যায়ক্রমে আইসে।

প্রত্যহপ্রাতে (৫টা—৬টা) বক্ষঃস্থলে প্রচুর ঘর্ম্ম।

কক্ষের ঘর্ম্মে পলাণ্ডুবৎ গন্ধ।

৪১ আক্রমণ।—পূর্ণিমায়: ৪৬।

৪২ পার্শ্ব।—প্রথমে দক্ষিণ, পরে বাম: ৩। দক্ষিণ ৫, ৬, ৩৩।

৪৪ তন্তু।—পিপাসা সহিত উত্তাপ বা স্ফুটন।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ: ৪। ঘর্ষণ বা কণ্ডূয়ন: ৪, ৩১, ৪৬। কর্ণ মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাণ: ৬।

ধারহীন অস্ত্রাদি ব্যবহারে অঙ্গুলিতে অসাধারণ গভীর চিহ্ন (যেমন ছুরি কাঁচি)।

বস্ত্রাদি সহ্য করিতে পারে না।

চর্ম্ম।—প্রায় সর্ব্বাঙ্গে আম্বাত; কোন কোন স্থলের উদ্ভেদের ব্যাস দুই ইঞ্চি।

লাল লাল ফুস্কুড়ি, জ্বালাকরা ও চুলকান।

আচিল প্রভৃতি মাংস বিবর্দ্ধনে চিড়িকমারা বেদনা।

গরম হইলে কণ্ডূয়ন।

উরুতে এবং জানুসন্ধির ভিতর দিকে লাল মামরীযুক্ত উদ্ভেদ

সরস বা শুষ্ক হার্পিজ।

হস্ত পৃষ্ঠে পামা রোগ।

৪৭ অবস্থা।—হৃদ্‌কম্পন।

শিশুগণ; তোতলা।

৪৮ সম্বন্ধ।—যেখানে রসটক্স উপযোগী হইয়াও রোগ উপশম করে না;

আঘাত: ৪৬।

টারের বাহ্য প্রয়োগের অপব্যবহার জনিত মন্দ ফল: ৪৬।

কাফিতে বোভিষ্টার ক্রিয়ার ব্যাঘাত করে।

শ্বাসের পর বাত বেদনায় বোভিষ্টার পর এলুমিনা বিশেষ উপযোগী।

বোভিষ্টার প্রতিবিষ:—ক্যাম্ফর।

বোরাক্স বা সোহাগা।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—অপরাহ্নে অলস, কোনও কাজ করে না, একটী কর্ম্ম হইতে অন্য কর্ম্মে মন দিয়া থাকে, একটি প্রকোষ্ঠ হইতে অন্য প্রকোষ্ঠে যাতায়াত করে; কোন বিষয়ে আবিষ্ট হয় না।

নিম্নাভিমুখে গতি বা সঞ্চালনে ভয়।

অত্যন্ত নিদ্রালুতা ও ব্যাকুলতা; ১১টা রাত্রি পর্য্যন্ত উদ্বেগ বৃদ্ধি হয়।

বিষণ্ণচিত্ত, অসন্তুষ্ট এবং অলস, বৈকালে সহজ মলত্যাগের পূর্ব্বে; মলত্যাগ হইলে পর ভবিষ্যত দৃষ্টি করতঃ সন্তুষ্ট ও হৃষ্টচিত্ত।

অস্বাভাবিক শব্দে সহজে চমকিত হয়।

২ চৈতন্য।—প্রথমে মস্তকে গুরুত্ব; শেষে মস্তক পরিষ্কার, গোলযোগশূন্য।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—বেলা ১০ টার সময় সর্ব্বাঙ্গীন কম্পন ও বিবমিষার সঙ্গে মস্তক মধ্যে কামড়ানি।

সম্মুখ মস্তকে চাপযুক্ত বেদনা।

উভয় রগে দপদপানি শিরঃপীড়া।

শীর্ষদেশে সূচীবেধ ও ছিন্নবৎ বেদনা।

৪ বহির্মস্তক।—শিশুগণের মস্তক উষ্ণ, মুখমধ্য ও হস্ত তালু গরম।

মস্তকের কেশাগ্রসকল পরস্পর বিজড়িত হইয়া জটা বান্ধিয়া যায়, খোলা যায় না; এই সকল গুচ্ছ যদি কাটিয়া দেওয়া যায়, তবে পুনর্ব্বার তদ্রূপ আকার ধারণ করে।

৫ চক্ষু।—সন্ধ্যাকালে বাম চক্ষুতে অস্পষ্ট দৃষ্টি।

প্রাতঃকালে, লিখিবার সময়, চক্ষু সম্মুখে আলোক কম্পনের ন্যায় বোধ তজ্জন্য স্পষ্ট দেখিতে পায় না; বোধ হয় যেন উজ্জ্বল তরঙ্গালোক দক্ষিণ হইতে বাম দিকে এবং ঊর্দ্ধ হইতে নিম্ন দিকে আন্দোলিত হইতেছে।

বাম চক্ষুতে ক্রমান্বয়ে কএকবার সূচীবেধ।

বাম চক্ষুর প্রান্তভাগে প্রদাহ, তৎসঙ্গে রাত্রে অক্ষিপল্লব সংযোজন।

দক্ষিণ চক্ষুর বাহ্য প্রান্তভাগে (কোণে) প্রদাহ, তৎসহ পক্ষ্মগুলি অসমান; রাত্রে অক্ষিপল্লব সংযোজন।

অক্ষিপক্ষ্মগুলি ভিতর দিকে ঘুরিয়া গিয়া চক্ষু প্রদাহযুক্ত করে, বিশেষতঃ বাহ্য কোণে, তথায় পল্লবের প্রান্তভাগ অত্যন্ত বেদনাযুক্ত।

৬ কর্ণ।—সামান্য শব্দে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্য, যেমন কাগজ ভাঁজা, দরজার অর্গল পতন, ইত্যাদি।

কষ্টকৃত শ্রুতি, বিশেষতঃ বাম কর্ণে।

কর্ণে (বামকর্ণে বেশী) বহুবিধ শব্দ যথা গর্জ্জন, ঘণ্টাধ্বনি, বংশিধ্বনি, ঢক্কাবাদ্যবৎ।

বামকর্ণে সূচীবেধ।

উভয় কর্ণ হইতে পুঁজস্রাব।

উভয় কর্ণের প্রদাহযুক্ত ও উষ্ণ স্ফীতি।

৭ নাসিকা।—প্রাতে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

হাঁচিতে বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ ভাগে তীব্র সূচীবেধ জন্মায়।

স্রাবশীল সর্দ্দি, তৎসহ নাসিকা মধ্যে কীট সঞ্চরণবৎ সুড়সুড় করা।

নাসিকা হইতে অধিক ঈষৎ সবুজ, ঘন শ্লেষ্মা স্রাব।

নাসিকামধ্যে শুষ্ক চিপীটিকা, তুলিলে পুনর্ব্বার জন্মায়।

বাম নাসারন্ধ্রের সম্মুখ ভাগে, নাসাগ্রের অভিমুখে স্ফোট, তৎসহ নাসাগ্রের ক্ষতবৎ বেদনা ও স্ফীতি।

নাসিকার আরক্ত ও চাকচিক্যবিশিষ্ট স্ফীতি, তৎসহ দপদপানি ও চড়চড় করে অনুভব।

৮ মুখমণ্ডল।—নিম্নাভিমুখ গমনের সময় উৎকণ্ঠিত মুখমণ্ডল।

মুখমণ্ডলের বর্ণ রুগ্ন, পাণ্ডুর ও মেটে মেটে।

মুখমণ্ডলের স্ফীতি, উত্তাপ ও আরক্ততা সহ হনু বা গণ্ডাস্থিতে ছিন্নকর বেদনা।

মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্বে, মুখ গহ্বরের নিকটে, যেন উর্ণনাভ জড়ান রহিয়াছে এরূপ অনুভব।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—নিম্নাধরে, একটী মটরের মত বৃহৎ, আরক্ত প্রদাহ-যুক্ত স্ফীতি, তৎসহ, স্পর্শ করিলে, জ্বালাকর টাটানি।

ওষ্ঠাধরে, কীট সঞ্চরণবৎ, সুড়সুড়ী অনুভব।

১০ দন্ত—বর্ষাকালে ক্ষয়িত দন্তে মৃদু বেদনা।

মাড়ীর বহির্ভাগে প্রদাহযুক্ত বৃহৎ স্ফীততা, যাহা অত্যন্ত বেদনা থাকে (মাড়ী-স্ফোটক), তৎসহ ক্ষয়াদন্তে মৃদু বেদনা; মুখমণ্ডলের সমগ্র বামভাগ ও গণ্ডস্থল, চক্ষুর নিম্নভাগ পর্য্যন্ত, স্ফীততা, তথায় জল ফোস্কা জন্মায়।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—স্বাদশূন্যতা ; তিক্ততা ; খাদ্যে, এমন কি লালাতেও তিক্তাস্বাদ।

খাদ্যে স্বাদ থাকে না।

জিহ্বাতে উপক্ষত।

জিহ্বাতে লাল ফোস্কা, যেন উপরিভাগের ত্বক উঠিয়া গিয়াছে; জিহ্বা নাড়িলে বা কোন লবণাক্ত দ্রব্যাদি স্পর্শে বেদনা করে।

১২ মুখমধ্য।—উপকত :—মুখ-গহ্বরে; গণ্ডস্থলের ভিতরে, সহজে উহা হইতে রক্তস্রাব হয়; তৎসহ মুখগহ্বরের উষ্ণতা ও শুষ্কতা

তালুর উপরিভাগের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি দগ্ধবৎ সংকুচিত, বেদনা করে, বিশেষতঃ চর্ব্বণকালে।

মুখ-গহ্বর অত্যন্ত উষ্ণ।

১৩ গলমধ্য।—তালু সংকুচিত ; স্তনপান কালে শিশু ক্রন্দন করে।

গলার মধ্যে জ্বালা করা ও কর্কশভাব।

গলমধ্যে দুশ্ছেদ্য ঈষৎ শ্বেতাভ শ্লেষ্মা, অতি কষ্টে তবে উঠে।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অম্লযুক্ত পানীয়ে ইচ্ছা।

তামাকুর ধূমপানে ইচ্ছা থাকে না।

আহারের পরই আধ্মানযুক্ত স্ফীততা।

তামাকুর ধূমপানের পর যেন ভেদ হইবে এরূপ অনুভব।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—আহারান্তে হিক্কা (শিশুদিগেরও)।

বিবমিষা :—প্রাতঃকালে ; জাগ্রত হইবার পরই বমি হইবার উপক্রম ; জলপানের পর শ্লেষ্মা ও তিক্ত দ্রব্য বমন।

ভুক্ত দ্রব্য ও শ্লেষ্মা বমন।

১৭ পাকস্থলী।—ভারী দ্রব্য উত্তোলনের পর পাকস্থলি প্রদেশে বেদনা ; বেদনা কটিদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, যেখানে উহা সূচীবেধ প্রকৃতি ধারণ করে ; বেদনা এত তীব্র হয় যে রাত্রিতে পার্শ্ব পরিবর্ত্তনেও বেদনা লাগে ; প্রাতঃকালে উপশম।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—বামদিকে প্রচাপন।

দ্রুত ভ্রমণকালে বাম হাইপোকণ্ড্রিয়াতে কর্ত্তনবৎ বেদনা, যেন কঠিন তীক্ষ্ণ ও গতিবিশিষ্ট খণ্ড সকল উদর মধ্যে নিহিত আছে।

দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়াতে প্রচাপন।

দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়াতে, নিম্নে অন্ত্র পর্য্যন্ত, কর্ত্তনবৎ বেদনা তৎপরে অতিসার ; হঠাৎ ভেদ।

১৯ ।—প্রত্যেক আহারের পর আধ্মানযুক্ত স্ফীততা।

উদর মধ্যে এরূপ বেদনা, যেন ভেদ হইবে।

অতিসার সহ উদর মধ্যে চিমৃটী কাটার ন্যায় বেদনা।

কুচকীতে সূচীবেধবৎ ও চাপযুক্ত বেদনা।

পেট কোমল থল্ থলে ও বসিয়া যাওয়া।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—বারম্বার, নরম, ঈষৎ পীতবর্ণ, শ্লেষ্মাযুক্ত তৎসহ দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা ; সবুজ কিম্বা কটা বর্ণের ভেদ ; বেদনা শূন্য, প্রথমে ফেণাযুক্ত, তরল এবং কটাবর্ণ, অবশেষে দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, এবং হরিদ্রাবর্ণের মলের অংশ মিশ্রিত ; বর্ণ বিহীন, বা চটচটে ; ক্রন্দনপূর্ব্ব সবুজ বর্ণ মল (শিশুগণের)।

২১ মূত্র।—মূত্রত্যাগের প্রবল বেগ ও ইচ্ছা।

প্রস্রাব করিতে রাত্রে অনেক বার উঠিতে হয়।

মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু এক বিন্দুও ত্যাগ করিতে পারা যায় না।

প্রত্যেক দশ বার মিনিট অন্তর শিশু মূত্র ত্যাগ করে, এবং প্রায়ই মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে চিৎকার ও ক্রন্দন করে।

উত্তপ্ত মূত্র।

মূত্রের উগ্র গন্ধ।

মূত্রত্যাগের পর মূত্রনলী মধ্যে জ্বালা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—সঙ্গম বা রতিক্রিয়াতে ঔদাস্য।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—সময়ের পূর্ব্বে ঋতু, পরিমাণে অধিক, তৎসহ বিবমিষা ও উদর বেদনা।

অণ্ডলালের ন্যায় প্রদর, যেন উষ্ণ জল গড়িয়া পড়িতেছে এরূপ অনুভব ; শ্বেতপ্রদর এবং বন্ধ্যাত্ব ; ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়ে ক্ষতকারী প্রদর।

২৪ গর্ভ।—প্রবল বারম্বার, ও উদ্গারের সহিত প্রসব বেদনা।

স্তনদুগ্ধ অত্যন্ত গাঢ়, এবং মন্দ আস্বাদ বিশিষ্ট ; দুগ্ধ শীঘ্র জমিয়া যায়।

যখন শিশু দক্ষিণ স্তনপান করে তখন বাম স্তনে আকুঞ্চক বেদনা।

বাম স্তনে সূচীবেধবৎ বেদনা এবং শিশুকে স্তনপান করান হইলে পর হাত দিয়া স্তন চাপিয়া ধরিতে হয়, কারণ স্তন শূন্য হওয়াতে বেদনা করে।

২৫ লেরিংক্স।—লেরিংক্সের মধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা, উহা বক্ষ পর্য্যন্ত প্রসারিত এবং কাশির উদ্দীপক।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—কষ্টকৃত শ্বাস প্রশ্বাস।

অল্প কয়েক মিনিট পর পর দ্রুত, গভীর শ্বাস গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, তৎপরে বক্ষের দক্ষিণ ভাগে সূচী বেধ বেদনা, তৎসহ সংযত বেদনা এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ও মৃদু শ্বাস গ্রহণ।

উপর তলে উঠিবার পর শ্বাসের হ্রস্বতা, আদৌ একটী কথাও কহিতে পারে না; পরে কথা কহিবার সময় বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে সূচীবেধ।

২৭ বক্ষ।—ছাতা বা কলঙ্কা পড়ার ন্যায় আস্বাদ এবং গন্ধ বিশিষ্ট সামান্য নিষ্ঠীবন সহ ভয়ানক খকৃখকে কাশি।

প্রাতে উঠিলে এবং সন্ধ্যায় শয়ন করিলে শুষ্ক, শীর্ণকারী কাশি; তৎসহ দক্ষিণ দিকে সূচীবেধ; প্রচাপনে এবং শীতল জল দ্বারা বক্ষঃস্থল প্রক্ষালনে উপশম; মদ্যপানে বেদনা বৃদ্ধি।

রক্তরেখা মিশ্রিত শাদা শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন সহ কাশি।

২৮ ফুস্‌ফুস্‌।—বক্ষমধ্যে সঙ্কোচ বা কসিয়া ধরা।

হাই তুলিলে, কাসিলে কিম্বা দীর্ঘ নিশ্বাসে সূচীবেধ।

প্রত্যেক কাশির আক্রমণে দক্ষিণ বক্ষঃস্থলে চুচুক প্রদেশে সূচীবেধ।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড, নাড়ী।—রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া অনিয়মিত, মুখমণ্ডল ঈষৎ নীলাভ, বিশেষতঃ মুখগহ্বরের, নাসিকার এবং চক্ষুর চারিদিকে, তৎসহ অঙ্গুলির অগ্রভাগসকল ও পদদ্বয়ের বর্ণ নীলাভ প্রতীয়মান হয়; পীড়ার আক্রমণ সময়ে শিশু অবসন্ন হইয়া পড়ে ও যেন শ্বাসাবরোধ বোধ হয়।

এরূপ বোধ হয় যেন হৃদপিণ্ড দক্ষিণ দিকে এবং নিষ্পেশিত হইতেছে।

নাড়ী কথঞ্চিৎ দ্রুতগতি বিশিষ্ট।

৩০ বহির্বক্ষ।—দক্ষিণ দিকে পঞ্জরের মধ্যস্থানে সূচীবেধ; বেদনার জন্য সেই পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না; যদি নিদ্রাকালে বেদনা-

বিশিষ্ট পার্শ্বে শয়ন করে, তবে বেদনার জন্য অনতিবিলম্বে জাগ্রত হইয়া উঠে।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা দেশে বাতের মত আকৃষ্টবৎ বেদনা, বাম-স্কন্ধ পর্য্যন্ত ঐ বেদনা প্রসারিত; সন্ধ্যাকালে বহির্বায়ুতে ভ্রমণ কালে।

পৃষ্ঠদেশে বেদনা; ভ্রমণ কালে; উপবেশন বা অবনত হইবার কালে, যেন প্রচাপন হইতে।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধ সন্ধিস্থলে ও দুই স্কন্ধের মধ্যে আকৃষ্টবৎ, ছিন্নবৎ বেদনার জন্য নত হইতে পারে না।

সামান্য শীত পড়িলে, অঙ্গুলিতে নীহারস্ফোটের ন্যায় জ্বালাকর উত্তাপ এবং আরক্ততা।

দিবা রাত্রি বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ দপ দপ করা বেদনা তজ্জন্য রাত্রে পুনঃ পুনঃ নিদ্রা ভঙ্গ হয়।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—অতিশয় নৃত্যের পর বাম পদে ও চরণে বিসর্পসদৃশ প্রদাহ ও স্ফীতি, তৎসহ তন্মধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা ও জ্বালা; স্পর্শে জ্বালাজনক বেদনা বৃদ্ধি; প্রচাপনে ক্ষণকালের জন্য আর-ক্ততা বিলুপ্ত।

অধিক ভ্রমণ জন্য গোড়ালিতে যেরূপ বেদনা হয় সেইরূপ টাটানি।

পায়ের তলায় সূচীবেধ।

সামান্য শীতে অঙ্গুলিসমূহে নীহার স্ফোটক, জ্বালা, উত্তাপ ও আরক্ততা।

৩৫ অবস্থিতি।—শরীরাভ্যন্তরে অস্থিরতা, তজ্জন্য একস্থানে অধিকক্ষণ শয়ন বা উপবেশন করিতে দেয় না।

ভ্রমণ: ১৫,১৮,৩১,৩৩। নিম্নদিকে গতি: ৮। উপরে উঠিতে: ২,২৬। জিহ্বা সঞ্চালন: ১১। উপবেশন: ৩১। অবনত হইলে: ৩১,৩২। বেদনাযুক্ত পার্শ্বে শয়ন: ৩০।

৩৬ স্নায়ু।—উদরমধ্যে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দুর্ব্বলতা।

সর্ব্বাঙ্গে কম্পন, বিশেষতঃ হস্তে, তৎসহ বিবমিষা এবং জানু সন্ধির দুর্ব্বলতা।

৩৭ নিদ্রা।—স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক নিদ্রা।

অত্যন্ত প্রত্যূষে (রাত্রি ৩টা) নিদ্রা ভঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ মস্তক মধ্যে উত্তাপ জন্য পুনর্ব্বার দুই ঘণ্টার জন্য নিদ্রা হয় না, অথচ উরুদেশে ঘর্ম্ম হয়।

শিশু নিদ্রাবস্থায় ক্রন্দন করিয়া উঠে, যেন ভয় পাইয়াছে।

অশ্লীল স্বপ্ন, তিনি (স্ত্রী) রতিক্রিয়ার স্বপ্ন দেখেন।

৩৮ সময়।—দিবা রাত্রি: ৩২। প্রাতঃকাল: ৫,৭,১৫,১৬,১৭,২৭,৪০। ১০ টার সময়: ৩। পূর্ব্বাহ্ণ: ১৫। অপরাহ্ণ: ১,৪০। সন্ধ্যা: ৫,২৭,৩১,৪০। রাত্রি: ৫,১৭, ২১,৩২। ১১টা রাত্রি: ১। রাত্রি ৩টা:—৩৭।

৩৯ উত্তাপ, বায়ু।—গ্রীষ্মকালে লক্ষণ সকল বর্দ্ধিত হয়।

বহির্বায়ু: ৩১। শৈত্য: ৪। ঋতু পরিবর্ত্তন: ৪। বর্ষাকাল: ১০। শীতল জলে ধৌত বা প্রক্ষালন: ২৭।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—প্রায়ই নিদ্রাকালে শীত ও কম্প।

কম্পপ্রধান, বিশেষতঃ অপারহ্ণ ও সন্ধ্যা সময়ে।

পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উত্তাপ।

অনাবৃত হইলে কম্প।

প্রাতে ও সন্ধ্যায় উত্তাপ।

শিশুগণের মস্তক, মুখ ও হস্ত তালুর উষ্ণতা।

প্রাতঃকালীন নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম।

৪১ আক্রমণ।—কতক মিনিট অন্তর:—২৬।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৫,৬,৭,৮,১৮,২৬,২৭,২৮,২৯,৩০,৩২। বাম: ৫,৬,৭, ১০,১৮,২৪,৩১,৩৩,৪৬। দক্ষিণ হইতে বাম: ৫। উচ্চ হইতে নিম্নদিকে: ৫,১৮,৩১। উর্দ্ধাঙ্গের দক্ষিণ ও নিম্নের বাম পার্শ্বে।

৪৩ তন্তু।—সাধারণ বা সার্ব্বাঙ্গিক শীর্ণতা।

স্বাভাবিক আরক্ত স্থান গুলি শ্বেত বর্ণ হইয়া যায়।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ১, ৩৩। প্রচাপন : ২৪, ২৭, ৩৩ ; দন্তের (চর্ব্বণ) : ১২। ঘর্ষণ : ৪৬। উত্তোলন : ১৭।

৪৬ চর্ম্ম।—মুখমণ্ডল ও হস্তের চর্ম্মে যেন উর্ণনাভ লাগিয়া আছে বোধ।

চর্ম্মের অসুস্থতা ; সামান্য উপঘাতে পুঁজ সঞ্চার হয়।

অঙ্গুলি সন্ধির পৃষ্ঠে তীব্র কণ্ডূয়ন, ভয়ানক চুলকাইতে হয়। সোরা-ইসিস রোগে উত্তম ঔষধ।

গণ্ড স্থলের চারিদিকে আরক্ত উদ্ভেদ।

পুরাতন ক্ষত সকল পাকিয়া উঠে ও পুনর্ব্বার মুখ হয়।

বাম কক্ষ মধ্যে ক্ষত।

৪৮ সম্বন্ধ।—বোরাক্সের প্রতিবিষ :—ক্যামোমিলা, কফিয়া।

ভ্যালেরিয়ানা।

পরীক্ষক :—ফ্রাঙ্ক।

১ মন।—সহজ ধারণাশক্তি। বুদ্ধি মনের উপর প্রাধান্য করে।

শীঘ্র এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে যায়।

গোলমেলে বুদ্ধি ; অসংলগ্ন উত্তর দেয়।

ভ্রমপূর্ণ কল্পনা বা চিন্তা ; তিনি (স্ত্রীলোক) ভাবেন তিনি অন্য কেহ, স্থান করিবার জন্য শয্যাপ্রান্তে সরিয়া যান ; অনুমান করেন যে তাঁহার নিকট জন্তু সকল শয়ন করিয়া আছে, ভয় করেন পাছে আঘাত করে। * টাইফয়েড জ্বর।

অতিশয় আনন্দিত ভাব। আপনাকে বিখ্যাত মনে করে।

মৃদু প্রলাপ, তৎসহ অতিশয় উত্তেজন এবং কম্পন। * টাইফয়েড।

সন্ধ্যায় অন্ধকারে ভয়, হৃদকম্পন ও কম্পন।

পরিবর্ত্তনশীল ; বিষাদবায়ুগ্রস্তের ন্যায় ব্যাকুলতা বা কম্পনশীল উত্তেজনা।

গুল্মবায়ু, উগ্র, পরিবর্ত্তনশীল স্বভাব ও মনের ভাব।

২ চৈতন্য।—লঘু বোধ করে, যেন বাতাসে উড়িতেছে।

অবনত হইলে শিরোঘূর্ণন।

চৈতন্যাধিক্য প্রধান।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—হঠাৎ শিরঃপীড়া প্রকাশ।

প্রচাপন, যেন সম্মুখ কপালের মধ্যে আকৃষ্টবৎ বেদনা; মুখমণ্ডল পাণ্ডু; সন্ধ্যাকালে, স্থির হইয়া থাকিলে এবং বহির্বায়ুতে বর্দ্ধিত; সঞ্চালনে, গৃহমধ্যে এবং পার্শ্বপরিবর্ত্তনে উপশম।

বায়ু-প্রবাহ জন্য এক পার্শ্বের আকৃষ্টবৎ শিরঃপীড়া।

হুল বিদ্ধবৎ বা প্রচাপনবৎ বেদনা, অক্ষিকোঠর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

৪ বহির্মস্তক।—টুপির অবিরত প্রচাপন হেতু মস্তক শীর্ষে তুষারবৎ অনুভব।

৫ চক্ষু।—দৃষ্টি রেখার সম্মুখে বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল আলোক বা দীপ্তি তৎসঙ্গে কৃষ্ণবর্ণের দাগ।

সন্ধ্যাকালের অন্ধকারে চক্ষু সম্মুখে স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নিশিখা দর্শন।

পরিষ্কৃত দৃষ্টি।

আলোকে উপশম; অন্ধকারে বেশী।

চক্ষুর ভঙ্গি উন্মাদ প্রায়; গুল্মবায়ুর ন্যায় স্নায়ুশূল।

অক্ষিপুটের প্রান্তসকল স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত, তৎসহ কর্ত্তনবৎ হুল-বিদ্ধবৎ বেদনা করা।

৮ মুখমণ্ডল।—গণ্ডদ্বয় আরক্ত এবং উষ্ণ, বিশেষতঃ বহির্বায়ুতে।

গণ্ডস্থলে এবং ওষ্ঠে শাদা শাদা ফোস্কা, চারিদিকে উন্নত লাল কিনারা, স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্বের মধ্যদিয়া কর্ণ ও দন্ত পর্য্যন্ত ভয়ানক বেদনা; পেশী সকলের উৎক্ষেপ; স্নায়ুশূল।

চোয়ালের অস্থিতে আক্ষেপিক উৎক্ষেপ এবং আকর্ষণ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ওষ্ঠদ্বয়ে চিপীটিকা।

১০ দন্ত।—দন্তে হুলবিদ্ধবৎ বেদনা করা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—মুখে দুর্গন্ধবিশিষ্ট বসার ন্যায় স্বাদ ও গন্ধ।

জিহ্বা ঘন লেপাবৃত, দুর্গন্ধি।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—বিবমিষার সঙ্গে রাক্ষসবৎ ক্ষুধা।

১৫ পানাহার।—শূন্য উদরে বর্দ্ধিত ; আহারের পর উপশম।
মধ্যাহ্ন আহারের পর : ১০। আহারকালে : ৪০।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—প্রাতে জাগিবামাত্র পচা ডিম্ববৎ উদ্গার।
বুকজ্বালা, দুর্গন্ধি জলবৎ উদ্গার অথচ মুখে আইসে না।
বিবমিষা, বোধ হয় যেন গলার মধ্যে একগাছী সূত্র ঝুলিতেছে ; প্রচুর লালাস্রাব।
বিবমিষাযুক্ত, দুর্ব্বল ; ওষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, শরীর বরফবৎ শীতল।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ের অভ্যন্তরে চাপ বোধ ও কামড়ানি, যেন কোন বস্তু সজোরে ঠেলিতেছে ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্নায়ুশূল।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—পাকাশয় প্রদেশ হইতে হঠাৎ উষ্ণ উদ্গীরণ তৎ-সহ কষ্টকৃত শ্বাস ক্রিয়া। * গুল্মবায়ু।

১৯ উদর।—স্ফীত ও কঠিন উদর।
পেট বেদনা :—গুল্মবায়ু জনিত, বিশেষ সন্ধ্যার সময় শয্যায় ; আহারের পর ; অর্শ জন্য ; কৃমি জন্য।

২০ মল, ইত্যাদি।—সূত্রকৃমি বহির্গমন।
তরল, জলবৎ ভেদ সহ জমাট দুগ্ধ খণ্ড ; শিশুগণের উদরাময়।
ঈষৎ সবুজবর্ণ, লেহবৎ মল রক্তের সঙ্গে বহির্গত হয় ; অবিরত প্রচাপন বোধ এবং ভয়ানক চীৎকার ; শিশুগণের উদরাময়।

২১ মূত্র।—পুনঃপুনঃ এবং পরিমাণে বর্দ্ধিত।
প্রস্রাব ত্যাগ কালে অতিশয় বেগ এবং সরলান্ত্র বা গুহ্যদ্বার ভ্রংশ।
মূত্রের অধঃক্ষেপ লাল কিম্বা শ্বেত বর্ণ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অতি বিলম্বে এবং স্বল্প।

২৪ গর্ভ।—শিশু স্তন্যপান করিলেই বমন করে ; প্রসূতি রাগান্বিত হইলে পর।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—নিদ্রা বেশ হইলেই গলার নিকট শ্বাসাবরোধ ভাব, তিনি (স্ত্রীলোক) শ্বাস বন্ধের ন্যায় অনুভব করত জাগ্রত হইয়া উঠেন।

নিশ্বাস ক্রমে কম গভীর এবং বেশী দ্রুত সম্পাদিত হয়, এককালীন বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ; তখন তিনি শ্বাসক্রিয়া চেষ্টার দ্বারা বন্ধ করেন ; * হাঁপানি।

২৮ ফুস্‌ফুস।—বক্ষমধ্যে পুনঃপুনঃ উৎক্ষেপ এবং সূচীবেধ, যেন কিছু বহির্গত হইয়া আসিতেছে ; নিম্ন বক্ষে অধিক।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—হৃদপিণ্ড প্রদেশে সূচীবেধ।
নাড়ী দ্রুত, তারবৎ, কিম্বা ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—মেরুদণ্ড উত্তেজিত, টাইফয়েড জ্বরের প্রারম্ভে।
কটিদেশে অতিব্যবহার বা শৈত্য জন্য মত বেদনা।
মলদ্বারের উপরিভাগে, কাকচঞ্চু অস্থি প্রদেশে, এক প্রকার প্রচাপন।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধ দেশে বাতের ন্যায় বেদনা।
বাহু, স্কন্ধ এবং মুখমণ্ডল বরাবর চিড়িকমারা বেদনা ; গুল্ম-বায়ু জন্য স্নায়ুশূল।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বঙ্ক্ষণ ও উরু মধ্যে বেদনা, দাঁড়াইলে অসহ্য, যেন জানু ভগ্ন হইবে ; গৃধ্রসী রোগ।
পশ্চাৎ দিকের পেশী মণ্ডলে, বিশেষতঃ পায়ের ডিমে, তরুণ, খল্লীবৎ, ছিন্নকর বেদনা, প্রাতে ও পীড়িত স্থান ঘর্ষণে উপশম থাকে ; সন্ধ্যাগমে ও স্থিরভাবে থাকিলে বৃদ্ধি।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, কদাচিৎ কখন সন্ধিস্থলে, বাতের ন্যায় বেদনা ; পরিশ্রমের পর শান্তভাবে থাকিলে বৃদ্ধি; গতিতে ভাল থাকে।
বাহু ও পদদ্বয় স্বাভাবিক ভাবে কাজ করিতেছে, কিন্তু স্থির রাখিলে উৎক্ষিপ্ত ও কম্পিত হয়; গুল্মবায়ু।

৩৫ অবস্থিতি।—গতি বা সঞ্চালন : ৩, ৩৪। পরিশ্রম : ৩৪, ৪০। অবস্থিতি পরিবর্ত্তন : ৩। বিশ্রাম : ৩, ৩৪। দণ্ডায়মান : ৩৩।

৩৬ স্নায়ু।—সকল স্নায়ুর উত্তেজনা, উৎক্ষেপ, কম্পন।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রাহীন, অস্থিরভাবে এপাশ ওপাশ করা ; রাত্রে কণ্ডুয়ন, পৈশিক আক্ষেপ।

রাত্রি ১২টার পূর্ব্বে নিদ্রা হয় না।

নিদ্রা ভঙ্গের পর বৃদ্ধি।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকালে : ১৬। সন্ধ্যা : ১, ২, ৩, ৫, ১৯, ৪০। রাত্রি : ৩৭, ৪০। মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে : ৩৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—গৃহ : ৩। শয্যায় : ১৯। সূর্য্য ; ৩। বহির্বায়ু : ৩, ৮। বায়ু প্রবাহ : ৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—কম্প :—অল্প ক্ষণ স্থায়ী ; তার পর দীর্ঘকাল স্থায়ী উত্তাপ, তৎসহ মস্তকের অস্বচ্ছন্দতা ও পিপাসা ; কম্প বা শীত গ্রীবায় আরম্ভ হইয়া পৃষ্ঠ দিয়া নামিয়া যায়। শীতের অবস্থায় ভ্রমি বা মূর্চ্ছা।

দীর্ঘকাল স্থায়ী উত্তাপের সঙ্গে মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম ; উত্তাপই প্রবল।

প্রবল উত্তাপের সঙ্গে প্রচুর ঘর্ম্ম, রাত্রে এবং সামান্য উদ্যমে বৃদ্ধি।

ঘর্ম্ম বারম্বার হইতে থাকে এবং হঠাৎ বন্ধ হয়, বিশেষতঃ কপালে।

ঘর্ম্মের পর উপশম।

৪১ আক্রমণ।—হঠাৎ : ৩, ৪০। বারম্বার : ৪০।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ হইতে বাম :—পদের স্নায়ুশূল। বাম : ৮, ২৯। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্ন দিকে : ৪০।

৪৪ তন্তু।—আরক্ত স্থানগুলি শ্বেতবর্ণ হয়।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—ঘর্ষণে উপশম ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্নায়ুশূল। *টাইফয়েড।

সামান্য ক্ষতে আক্ষেপ জন্মায়।

স্পর্শ : ৮। প্রচাপন : ৪।

৪৬ চর্ম্ম।—বেদনাপূর্ণ উদ্ভেদ।

বক্ষে এবং পৃষ্ঠে শ্বেত উদ্ভেদ। *টাইফয়েড।

ত্বক শুষ্ক ও উষ্ণ ; গুল্ম বায়ু জন্য স্নায়ুশূল।

৪৭ অবস্থা।—স্নায়বিক, উত্তেজনশীল ও গুল্মবায়ু।

৪৮ সম্বন্ধ।—ভ্যালেরিয়ানার প্রতিবিষ :—ক্যাম্ফর, কফিয়া, পলসাটিলা।

ভিরেট্রাম্ এল্‌বম্।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—অমিত সুরাপান জন্য বুদ্ধিহীন।

সত্য কথা কহে না; নিজে কি বলিতেছে বুঝিতে পারে না।

আপনাকে বিখ্যাত মনে করে; অর্থ অপব্যয় করে।

প্রলাপ, অঘোর নিদ্রা; অস্থির, পিপাসাযুক্ত, পায়ে খল্লি, শীতল ঘর্ম্ম; অনিয়মিত নাড়ী। * মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ড প্রদাহ।

উন্মাদ :—কাটিতে ও ছিন্ন করিতে প্রবৃত্তি, বিশেষতঃ বস্ত্রাদি; তৎসহ অশ্লীলতাপূর্ণ কথা।

ধর্ম্ম বিষয়ে অধিক কথা বলা; প্রার্থনা করা।

অন্যের দোষ বিষয়ে কথা বলে অথবা নীরব; কিন্তু উত্তেজনা করিলে ভৎর্সনা করে ও গালি দেয়।

প্রত্যেক ব্যক্তিকে চুম্বন করে; ঋতুর পুর্ব্বে।

সারারাত্রি অভিশাপ দেয়, তৎসহ শিরঃপীড়া ও প্রচুর লালাস্রাব।

প্রলাপ ভিন্ন অন্য সময়ে কথা কহিতে অনিচ্ছা।

একাকী থাকিতে পারে না।

ভীতু স্বভাব; চমকিয়া উঠে; তৎসহ দৌড়িয়া বেড়ায়, চীৎকার করে।

ব্যাকুলিত, অস্থির, সহজে ভীত, ক্রন্দন পরায়ণ, তাচ্ছিল্যযুক্ত প্রলাপ, নীলবর্ণ মুখমণ্ডল। * টাইফয়েড্।

উদ্বেগ, যেমন কোন মন্দ কাজ করার পর, সন্ধ্যার পর অধিক।

সামাজিক অবস্থা বিষয়ে হতাশ; দুর্ভাগ্য মনে করে।

পরিত্রাণ বিষয়ে নিরাশা; তৎসহ ঋতুরুদ্ধ।

ভয় পাওয়ার পর :—ভয়, উদ্বেগ; শীতলতা; মূর্চ্ছা; অনিচ্ছায় ভেদ।

সম্মান বা গর্ব্বহানি জন্য মন্দ ফল।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—কপালে শীতল ঘর্ম্মসহ; দৃষ্টি বিলোপ সহ, হঠাৎ মূর্চ্ছা; অহিফেন সেবন জন্য; তামাকু এবং সুরা অপব্যবহার জন্য।

মস্তক ভারী, পদার্থ সকল যেন বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে। *টাইফয়েড্।

সামান্য পরিশ্রমে মূর্চ্ছা ; সামান্য ক্ষত জন্য ; ভয়ানক বেদনা জন্য ; রসরক্ত ক্ষয় জন্য ; বিবমিষা, আক্ষেপিক উৎক্ষেপ।

* মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তিষ্কের নানাস্থানে শিরঃপীড়া, কোন স্থানে দৃষ্টবৎ, কোন স্থানে প্রচাপন।

মস্তিষ্কমধ্যে দাহবৎ জ্বালা করা।

অজীর্ণতা সহ মস্তকের স্নায়ুশূল ; মুখাবয়ব অন্তঃ-প্রবিষ্ট।

মস্তক উষ্ণ ও শীতল ঘর্ম্মাবৃত ; বালকেরা মস্তক ঘর্ষণ করে, একাকী থাকিতে পারে না ; মাথায় হাত দেয়। * টাইফয়েড।

শিরঃপীড়া :—বিবমিষা, বমন, মুখ ফেঁকাশে ; গ্রীবা অনম্য, প্রচুর প্রস্রাব ; যেন মস্তিষ্ক খণ্ডবিখণ্ড হইয়াছে ; পুরাতন, বৈকালে আক্রমণ, সারারাত্রি বর্ত্তমান থাকে ; প্রচুর প্রস্রাব ত্যাগে ও প্রাতে উপশম।

বেদনার জন্য হতাশ করিয়া তুলে ; কিম্বা, অতিশয় বলক্ষয়, তৎসহ শিরঃপীড়া ; মূর্চ্ছা ভেদ ও বমন ; কিম্বা দুঃসাধ্য কোষ্ঠবদ্ধতা।

* বহির্মস্তক।—মস্তক জ্বালাকর উষ্ণ ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একবার শীতল, একবার উষ্ণ।

শিরঃপীড়া সহ করোটীর স্পর্শাধিক্য।

মস্তকে যেন একখণ্ড বরফ রহিয়াছে ; কিম্বা এক এক সময়ে শৈত্য ও উষ্ণতা অনুভব ; কেশগুলি স্পর্শাধিক্য।

নানা উপসর্গ সহ কপালে শীতল ঘর্ম্ম।

এক প্রকার অজ্ঞানাবস্থাসহ কপাল ঘর্ষণ করে। *টাইফয়েড।

* চক্ষু।—দ্বিত্ব দৃষ্টির সহিত চক্ষু সম্মুখে কাল কাল বিন্দু সকল ; আলোকাসহতা, চেয়ার কিম্বা শয্যা হইতে উঠিলে পর বৃদ্ধি।

▌রাত্র্যন্ধতা।

চক্ষু :—ঊর্দ্ধ দৃষ্টি ; বিকৃত, বহিরাগত ; স্থির, সজল, অন্তঃ-প্রবিষ্ট, জ্যোতিঃহীন ; অশ্রুপূর্ণ।

কনীনিকা :—সংকুচিত ; দুর্ব্বল দৃষ্টিসহ প্রসারিত ; নিকটস্থ লোক চিনিতে পারে না,অথবা ধীরে চিনিতে পারে।

চক্ষুমধ্যে ছিন্নকর বেদনার জন্য নিদ্রা হয় না ; শীতল, আর্দ্র সময়ে অধিক। *বাতজন্য চক্ষু প্রদাহ।

অক্ষিপুটের অত্যধিক শুষ্কতা।

অক্ষিপুট :—গুরু, কষ্টে উত্তোলন করিতে হয় ; কম্পনযুক্ত।

প্রচুর অশ্রুস্রাব এবং কর্ত্তনবৎ বেদনা তৎসহ শুষ্কতা ও উষ্ণতা বোধ।

৬ কর্ণ।—বধির, যেন একটি বা উভয় কর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

৭ নাসিকা।—নাসিকার নিকট যেন ধূম বা ময়লার গন্ধের ন্যায় গন্ধ।

নাসিকা :—অধিকতর সূক্ষ্মাগ্র হয়, দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয় ; মুখমণ্ডল বরফবৎ শীতল।

রাত্রিকালে, নিদ্রিতাবস্থায় দক্ষিণ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ; মুখমণ্ডল মৃতবৎ পাণ্ডুর ও দেহশীতল ; নাড়ী মৃদু ও সবিরাম।

নাসিকা ভিতরে অঙ্গুলি প্রবেশ করে।

৮ মুখমণ্ডল।—অস্থির, উন্মত্ত দৃষ্টি ; পাণ্ডুর, বিকৃত মুখমণ্ডল।

চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণ বা নীল মণ্ডল।

মুখমণ্ডল :—শীতল, পাণ্ডুর, নীলাভ ; সূক্ষ্মাগ্র, নীলাভ নাসিকা ; শয়নাবস্থায় আরক্ততা, উত্থানে পাণ্ডুরতা।

স্নায়ুশূল ; আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনা সহ মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা, অন্তঃপ্রবিষ্ট চক্ষু ; অবসন্নতা।

গণ্ডস্থল, রগ ও চক্ষুদ্বয় ছিন্নবৎ বেদনাসহ উত্তাপ ও আরক্ততা, তজ্জন্য উন্মাদ করিয়া তুলে ; আর্দ্র সময়ে, দক্ষিণ দিকে অধিক ; বিশেষতঃ রক্তাম্লবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের।

চর্ব্বণকালে পেশীর আক্ষেপ।

দাঁত লাগা।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ওষ্ঠদ্বয় :—নীলাভ বা ঝুলিয়া পড়ে ; মুখগহ্বর ও নাসিকা ঘর্ষণ ; শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ।

মুখ ও নাসারন্ধ্রের চারিদিকে কৃষ্ণবর্ণ। * টাইফয়েড।

১০ দন্ত।—অতি প্রবল দন্তশূল, দপদপ করে; মুখমণ্ডল স্ফীত, কপালে শীতল ঘর্ম্ম।

দন্তশূল জন্য উন্মাদ প্রায়, স্নায়বীয়, উত্তেজনশীল ব্যক্তি।

দন্ত ভারি, যেন সীসকপূর্ণ।

দন্তে দন্তে ঘর্ষণ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—তিক্ত, যেন পিপারমেণ্টের ন্যায়; খারাপ বা মিষ্ট; পচা।

জিহ্বা:—শীতল, শুষ্ক; স্ফীত, শুষ্ক, বিদীর্ণ ও অতি লাল; শাদা, অগ্রভাগ ও কিনারা লাল; ঈষৎ পীতাভ কটা লেপাবৃত; পশ্চাৎ ভাগ কৃষ্ণবর্ণ।

কথা ফিস্‌ফিসে ও তোতলামি; কিম্বা জিহ্বা যেন অতিশয় ভারি।

১১ মুখমধ্য।—মুখগহ্বরে ফেণা; আক্ষেপ।

মুখ শুষ্ক; লালাস্রাব হ্রাস।

মুখ ও গলার মধ্যে জ্বালা।

মুখ প্রসেকের ন্যায় অবিরত লালাস্রাব।

১২ গলমধ্য।—গলমধ্যে শুষ্কতা, জলপানে বিদূরিত হয় না।

গলমধ্যে কর্কশতা।

গলমধ্যে ধূলি বা বালিকণা অনুভব।

গলমধ্যে আকুঞ্চন অনুভব।

অন্ননলীর পুরাতন সর্দ্দি।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ফল, সরস দ্রব্য চাহে; কিম্বা লবণাক্ত দ্রব্য।

রাক্ষসী ক্ষুধা; টাইফয়েডের পর: ৪০।

অতিশয় তৃষ্ণা, বারম্বার কিন্তু প্রত্যেকবার অল্প অল্প জলপান করে।

অত্যন্ত শীতল জলের পিপাসা; সবই ঠাণ্ডা খাইতে চাহে; প্রায়ই গর্ভাবস্থায়।

উষ্ণ দ্রব্য মাত্রেই বিতৃষ্ণা।

ক্ষুধা হ্রাস, মুখে যেন শ্লেষ্মা জড়াইয়া রহিয়াছে বোধ; খারাপ বা মিষ্ট আস্বাদ।

১৫ পানাহার।—আহার : ১১। উষ্ণ খাদ্য : ১৮। ফল : ২০। শীতল দ্রব্য পানাহার : ২৭। পান : ১৩,১৪,১৬,৪০। মদ্য পান : ১,২। অহিফেণ সেবন : ২। তামাক : ২।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—তিক্ত উদ্গার।

হিক্কা, উষ্ণ পানীয় পান করিয়া।

বিবমিষা :—মূর্চ্ছা অনুভব সহ; সাধারণতঃ প্রবল তৃষ্ণা সহ।

বমন :—প্রবল, তৎসহ অবিরত বিবমিষা ও অত্যন্ত বলক্ষয়; পাতলা কাল্‌চে বা হরিদ্রাভ পদার্থ; কাল পিত্ত ও রক্ত; খাদ্য ও পানীয়, কিম্বা কেবল মাত্র পানীয়; খাদ্য, কিম্বা অম্ল, তিক্ত, ফেণাযুক্ত, শাদা বা হরিদ্রাভ সবুজ শ্লেষ্মা; যখনই নড়ে চড়ে, বা পান করে; তৎসহ শিরোঘূর্ণন, রক্তশূন্য মুখমণ্ডল, পরিষ্কার জিহ্বা, উত্তম ক্ষুধা, হিক্কা, ভ্রমি।

১৭ পাকাশয়।—পাকাশয়-গহ্বরে যন্ত্রণা বোধ।

বেদনা ক্রমশঃ আইসে, প্রথমে পাকাশয় প্রদেশে, তথা হইতে ঊর্দ্ধ দিকে ও উভয় পার্শ্বে প্রসারিত হয়; বেদনা শেষে অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক হইয়া ক্রমশঃ হ্রাস হয়; কম্পে কাঁপিতে থাকে।

রক্ত বমন, তৎসহ নাড়ী ধীর, দেহের শীতলতা, ভ্রমি, শীতল ঘর্ম্ম; নড়িলে বা উঠিলে বিবমিষা।

পাকাশয়ের পুরাতন দৌর্ব্বল্য :—বায়ুর আর্দ্রতা ও পরিষ্কার বায়ুর অভাবে; কুইনাইন অপব্যবহার বশতঃ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতে রক্তাধিক্য, তৎসহ পাকাশয়ের সর্দ্দি, পচা আস্বাদ, উষ্ণ খাদ্যে বিতৃষ্ণা, যকৃৎ প্রদেশে অতিশয় চাপ বোধ, পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়।

প্লীহা বর্দ্ধিত। *সবিরাম জ্বর।

যে সকল ব্যক্তির হস্ত শীতল, এবং যাহাদের বক্ষমধ্যে উদ্বেগ ও

যাতনা থাকে, তাহাদের দক্ষিণে বাতাস প্রবাহের সময়, বক্ষোদর-ব্যবচ্ছেদক ঝিল্লির আক্ষেপ।

বক্ষোদর ব্যবচ্ছেদক ঝিল্লির প্রদাহ সহ অন্ত্রাবরক-ঝিল্লী প্রদাহ, বমন, শীতলতা।

১৯ উদর।—উদর মধ্যে তপ্ত অঙ্গার দ্বারা দগ্ধবৎ জ্বালা।

পেট বেদনা :—শৈত্যের পর; কুইনাইন অপব্যবহারের পর; ফল মূল ব্যবহারের পর; উদর স্ফীত, স্পর্শাধিক্য; কোন পথ দিয়া বায়ু নিঃসৃত হয় না; শীতল ঘর্ম্ম; জ্বালাকর কর্ত্তনবৎ বেদনাসহ বিবমিষা ও বমন, আহারের পর বৃদ্ধি; বায়ু নিঃসরণে উপশম।

অন্ত্রাবরক ঝিল্লি-প্রদাহ, তৎসহ ভেদ বমন, ত্বক শীতল; মুখাবয়ব অন্তঃপ্রবিষ্ট; নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল; অস্থির, উদ্বেগপূর্ণ।

অত্যন্ত শূন্য বোধ।

অন্ত্রের অংশ বিশেষ অন্ত্র মধ্যে সংবদ্ধ; অতিশয় যন্ত্রণা; পেট চাপিয়া দুমড়াইয়া পড়িয়া ছুটিয়া বেড়ায়।

উদর মধ্যে শীতল অনুভব।

উদর বিস্তৃত বা স্ফীত; শূল বেদনা।

অন্ত্রবৃদ্ধি, প্রদাহযুক্ত নহে।

শীতল ঘর্ম্ম।

কাশিলে কুচ্‌কির অন্ত্রবৃদ্ধি উপস্থিত হয়।

২০ মল, ইত্যাদি।—গ্রীষ্মকালের রাত্রে হঠাৎ ভেদ, বমন।

মল :—জলবৎ, ঈষৎ সবুজ, তুলার আঁস আঁস মিশ্রিত; বেগে প্রচুর পরিমাণে, তণ্ডুলসিদ্ধ জলের ন্যায় ভেদ, তৎসহ খল্লী; খল্লী হস্ত পদে আরম্ভ হইয়া সর্ব্বাঙ্গে প্রসারিত; অন্তঃপ্রবিষ্ট, উদ্বেগযুক্ত বিশ্রী মুখাবয়ব; ওলাউঠা; জলবৎ, গন্ধ শূন্য, প্রচুর, জলবৎ ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ মিশ্রিত; সবুজ, দুর্ব্বলকর, প্রবল বেগ সম্বলিত ভেদ, ভয়ের পর; অসাড়ে ভেদ।

বায়ু নিঃসরণকালে অনিচ্ছায় তরল ভেদ।

সাংঘাতিক বিসূচীকা, রাত্রে বর্দ্ধিত; কপালে শীতল ঘর্ম্ম; একই সময়ে ভেদ বমন; ফল আহারের পর।

কোষ্ঠবদ্ধতা :—বহু দিনের মল, বৃহৎ এবং শক্ত; কিম্বা প্রথমাংশ বৃহৎ, শেষাংশ ক্ষুদ্র; সরলান্ত্রের নিশ্চেষ্টতার ন্যায় কোষ্ঠবদ্ধ।

অর্শ, তৎসহ ফুস্‌ফুস ও বক্ষাবরক ঝিল্লির পীড়া।

প্রচুর চাপচাপ রক্তযুক্ত বেদনাবিহীন ভেদ, তৎসহ দুর্ব্বলতা বোধ।

২১ মূত্র।—অবিরত মূত্র প্রবৃত্তি।

প্রবল পিপাসা ও ক্ষুধার সহিত বারম্বার মূত্রত্যাগ।

মূত্র :—রুদ্ধ বা স্বল্প, লালাভাযুক্ত কটাবর্ণ, সবুজাভ।

অনিচ্ছায় মূত্রস্রাব; কাশিবার সময়, সান্নিপাতাবস্থায়।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—নব-প্রসূতিগণের কামোন্মাদ; ঋতুর পূর্ব্বেও।

জরায়ুপ্রদাহ, তৎসহ বমন, প্রলাপ, ব্যাকুলতা; ভেদ বমন; শরীর উষ্ণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল।

ঋতু :—শীঘ্র শীঘ্র, অধিক পরিমাণে; ঋতুরোধ সহ পরিত্রাণ বিষয়ে হতাশ কিম্বা রক্তবমন।

রজকৃচ্ছ্রতা, তৎসহ প্রল্যাপ্স বা স্খলন; ভেদ বমন, দুর্ব্বলতা।

স্খলিত যোনি, তৎসহ শীতল ঘর্ম্ম, দুর্ব্বলকর ভেদ বমন।

২৪ গর্ভ।—গর্ভস্রাবের আশঙ্কা; বেদনার সঙ্গে শীতল ঘর্ম্ম, বিবমিষা ও বমন।

গর্ভকালে :—বাড়ীর চারিদিকে ভ্রমণ করিতে চায়; কথা কহে না; উগ্রস্বভাব; পিপাসা; বমন।

প্রসব বেদনায় অবসন্ন করে; নড়িলেই ভ্রমি।

প্রসবান্তিক স্রাব রুদ্ধ, তৎসহ কামোন্মত্ততা।

সূতিকাক্ষেপ; হিমাঙ্গ, রক্তাল্পতা, কিম্বা ভয়ানক মস্তিষ্ক প্রদাহ, তৎসহ নীলাভ, স্ফীতিযুক্ত মুখমণ্ডল, উন্মাদবৎ চীৎকার, বস্ত্রাদি ছিন্ন করা।

সূতিকোন্মাদ, প্রত্যেককে চুম্বন করিতে চাহে।

২৫ লেরিংক্স।—গ্লটীসের আক্ষেপ।

লেরিংক্সের আক্ষেপিক সংকোচন, শ্বাসাবরোধক আক্রমণ তৎসহ বহির্গত চক্ষু।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, সর্দ্দির লক্ষণ সামান্য; ওলাউঠা প্রাদুর্ভব সময়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা।

গভীর, ভগ্ন স্বর।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাস কৃচ্ছ্রতা। বক্ষে যাতনা।

বক্ষের সংকোচনযুক্ত আক্ষেপ।

আর্দ্র ও শীত ঋতুকালে হাঁপানি; অতি প্রত্যূষে; পশ্চাৎদিকে মস্তক নিক্ষেপে উপশম; উর্দ্ধাঙ্গে শীতল ঘর্ম্ম; শীতল পানীয় পানে বৃদ্ধি।

২৭ কাশি।—শীতল বায়ুতে ভ্রমণের পর শুষ্ক, সুড়সুড়ীযুক্ত কাশি; শুষ্ক, আক্ষেপিক, ঘড়ঘড়ে শব্দযুক্ত, কিন্তু নরম হইয়া কাশি উঠে না; গভীর শব্দবিশিষ্ট, হুপিংকাশি, শ্বাসনলীর নিম্নতম শাখা হইতে উত্থিত, নিষ্ঠীবন হরিদ্রাবর্ণের, দুশ্ছেদ্য, তিক্ত বা লবণাক্ত পচা আস্বাদযুক্ত; আক্ষেপিক; মুখমণ্ডল নীলবর্ণ, শীতল ঘর্ম্ম; রক্ত বমন; বৃদ্ধি—প্রাতে এবং সন্ধ্যা হইতে ১২টা রাত্রি, উষ্ণ গৃহে যাইলে, শীতল দ্রব্য পানাহারে বিশেষতঃ জল; ক্রন্দন (শিশুদিগের)।

হুপিংকাশির আক্ষেপিকাবস্থা।

বহুব্যাপক হুপিংকাশি, বসন্ত কালে বৃদ্ধি।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—অবিরত শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করে, কিন্তু তুলিতে পারে না; মস্তকে ঝরঝরে ঘাম; দুর্ব্বল, দ্রুত, অসমান নাড়ী; বৃদ্ধ ব্যক্তি-গণের ব্রংকাইটীস্ রোগ।

ক্যাপিলারী ব্রংকাইটীস্।

ফুস্‌ফুস্ মধ্যে ঘড়্‌ঘড় শব্দ, শ্বাসাবরোধের ভয়; ফেণাযুক্ত, সরল নিষ্ঠীবন; নীলবর্ণ মুখ; ফুস্‌ফুসের স্ফীতি।

বক্ষ পার্শ্বে সূচীবেধ।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড, নাড়ী।—প্রবল হৃদস্পন্দন, তৎসহ কোরিয়া।

প্রবল, দৃশ্যমান, ব্যাকুল হৃদস্পন্দন, তৎসহ মূর্চ্ছা।

হৃদ্‌পিণ্ডের অনিয়মিত সংকোচন, পক্ষাঘাতের পূর্ব্বগামী।

দুর্ব্বল ব্যক্তিগণের সবিরামযুক্ত হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া সহ যাকৃতিক রক্ত সঞ্চালনের বাধা।

রক্তাল্প ব্যক্তিবর্গের হৃদস্পন্দন; মৃত্যু যাতনা, পদদ্বয় শীতল; কষ্টকৃত শ্বাস প্রশ্বাস, বিশ্রাম বা শয়নে উপশম।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা এত দুর্ব্বল যে শিশু সোজা রাখিতে পারে না, বিশেষতঃ হুপিংকাশিতে।

ব্যায়ামকালে স্কন্ধ সন্ধিস্থল হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত বাতের ন্যায় বেদনা; মলত্যাগ সময়ে বৃদ্ধি।

কটিদেশ আঘাতিতবৎ বোধ।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—হস্ত পেশীতে স্নায়ুশূল, যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

বাহুদ্বয়:—উত্তোলন করিলে শীতল বোধ; গুরু ও স্ফীত বোধ করে।

বাহুতে পক্ষাঘাতবৎ এবং ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

কোন দ্রব্য ধরিলে, বাহু কাঁপিতে থাকে।

হস্ত ও অঙ্গুলিতে সুড়সুড়ী ভাবের জন্য উদ্বেগ জন্মে।

হস্তদ্বয় তুষারবৎ শীতল, নীলবর্ণ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—হাঁটিতে কষ্ট; প্রথমে দক্ষিণ, তৎপরে বাম বংক্ষণ সন্ধি পক্ষাঘাত-গ্রস্তবৎ বোধ করে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিদ্যুৎবৎ উৎক্ষেপ; শয্যায় বেশী, উঠিয়া বসিয়া পা ঝুলাইয়া দিতে হয়; ভ্রমণ করিতে হয়। * বাত।

পায়ে, বিশেষতঃ জানুতে বেদনা, যেন উহাতে ভারি পাথর বাঁধা রহিয়াছে; উপশম জন্য বেড়ায়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ:—দণ্ডায়মান কালে ও পূর্ব্বাহ্নে অনম্য; বাতরোগ; পর্য্যায়ক্রমে উষ্ণ ও শীতল; শীতল।

পায়ের ডিমে খল্লী।

পদদ্বয়ের হঠাৎ স্ফীতি।

পদদ্বয় বরফবৎ শীতল।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—অধঃ ও ঊর্দ্ধাঙ্গে বেদনাযুক্ত পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা।

শয়নকালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গও অবশ হইয়া পড়ে।

‖ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আঘাতিতবৎ বেদনা, শীত ও আদ্র‍্রকালে বেশী; উষ্ণ শয্যায় বর্দ্ধিত; এধার ওধার করিয়া বেড়াইলে উপশম।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—দ্রুত লইয়া বেড়াইলে শিশুগণ শান্ত থাকে।

বেদনার সময় বেড়াইতে বাধ্য : ৩৩,৩৪। ভ্রমণ : ২৭,৩৩,৩৪। গৃহের চারিদিকে ভ্রমণ : ২৪। সঞ্চালন : ১৬,১৭,২৪,২৬। উদ্যম : ২,২৭। কোন দ্রব্য ধরিলে : ৩২। বাহু উত্তোলন : ৩২। দণ্ডায়মান : ৩৩। উঠিয়া বসিতে বাধ্য : ৩৩। উপবেশন : ৩৭। উত্থান ৫,৮,১৭,৩৬। বিশ্রাম : ২৯। শয়ন : ২৯,৩৪। শয়ন করিতে বাধ্য : ৩৬। মস্তকের উপর বাহু প্রসারণ : ৩৭।

৩৬ স্নায়ু।—কম্পন, উৎক্ষেপ।

সূতিকাক্ষেপ : ২৪।

ধর্ম্ম বিষয়ে উত্তেজনা জন্য আক্ষেপ; শিশুদিগের; উদ্বেগ, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, কপালে ঘর্ম্ম; আক্ষেপের পূর্ব্বে ও পরে কাসী; কখন কখন আক্ষেপের পর মূর্চ্ছা।

পায়ের তলা ও হস্তের তালু অভ্যন্তর দিকে আকৃষ্ট হয় এরূপ আক্ষেপ

প্রচুর ভেদসহ খল্লি : ৪৮।

অত্যধিক অবসন্নতা; সিনকোনা অপব্যহারের পরও।

শয়ন করিতে বাধ্য হয়; উদ্বেগ; উত্থানকালে কপালে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম।

সহসা বলক্ষয়।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রালুতা।

অবাধে তিন দিন নিদ্রা। * টাইফয়েড।

তন্দ্রাযুক্ত, ভয় পাওয়ার মত চমকিয়া উঠা, তজ্জন্য নিদ্রা হয় না; তারপর জ্বর অনুসরণ করে।

মাথার উপর বাহু প্রসারণ করে, নিদ্রাকালে কোঁথান শব্দ।

রাত্রে উদ্বেগ ও অনিদ্রা।

স্বপ্ন :—জলমগ্ন ; কুকুরদংষ্ট অথচ পলায়নে অক্ষম ; পশ্চাৎ তাড়িত ; দস্যু, তৎসহ ভীত ভাবে জাগ্রত হইয়া স্বপ্ন সত্য বোধ হয়।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ৩,২৬,২৭,৪০। পূর্ব্বাহ্ন : ৩৩। অপরাহ্ন : ৩। বেলা ৪ হইতে ৫টা : ১৯। সন্ধ্যা : ১,২৭,৪০। রাত্রি ; ১,৩,৫,৭,২০,৪০। মধ্যরাত্রির পূর্ব্ব : ২৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—প্রখর গ্রীষ্মকাল : ২০,৪৬। দক্ষিণে বাতাস : ১৮। শয্যার উষ্ণতা : ২৭,৩৩,৩৪। উষ্ণ গৃহ : ২৭। বসন্তকাল : ২৭। বিশুদ্ধ বায়ু : ১৭। প্রতি বায়ু প্রবাহে বৃদ্ধি। শীতল, তীব্র বায়ু : ১৭। শীতল আর্দ্র বায়ু : ৫,৮,১৭,২৬ ৩৪। আবৃত হইতে অনিচ্ছা।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—কম্প এবং শীত:—প্রধানতঃ বাহ্যিক, তৎসহ আভ্যন্তরিক তাপ, এবং শীতল ঘবঘবে ঘর্ম্ম; নিম্ন দিকে গতি ; ঘর্ম্মসহ কম্পযুক্ত শীত, যাহা সার্ব্বাঙ্গিক শীতলতায় পরিণত হয়।

পানে শীত বৃদ্ধি ; শয্যা হইতে উঠিয়া যাইলে হ্রাস হয়।

সর্ব্বাঙ্গ তুষারবৎ শীতল।

পর্য্যায়ক্রমে শীত এবং উত্তাপ, একবার এখানে, একবার সেখানে, এক এক স্থানে।

উত্তাপ : প্রধানতঃ আভ্যন্তরিক, তৎসহ পিপাসা কিন্তু পানে ইচ্ছা থাকে না ; সন্ধ্যাকালে, ঘর্ম্মসহ ; উর্দ্ধ দিকে উঠিতে থাকে।

প্রচুর ঘর্ম্ম, প্রাতে, সন্ধ্যায় কিম্বা সারারাত্রি ; প্রত্যেক ভেদের সহিত।

ঘর্ম্ম শীতল, চট্‌চটে ; দুর্গন্ধ ; উগ্রগন্ধ বিশিষ্ট ; হরিদ্রাবর্ণের দাগ ধরে ; কিন্তু সর্ব্বদা মুখমণ্ডল মৃতবৎ পাণ্ডুর।

সার্ব্বাঙ্গিক শীতল ঘর্ম্ম, কপালে অত্যধিক।

বিসূচিকার সময় দূষিত প্রকারে সবিরাম জ্বর ; কুইনাইনের অপব্যবহারের পর।

বাত জ্বর, তৎসহ প্রচুর ঘর্ম্ম, অত্যন্ত অবসন্নতা এবং অতিসার।

সন্নিপাত আকারের জ্বর, বিশেষতঃ ওলাউঠার সময়; আরও যখন জীবনীশক্তি হঠাৎ অবসন্ন হয়।

৪১ আক্রমণ।—ক্রমশঃ আসিয়া বৃদ্ধি পায়: ১৭। হঠাৎ গ্রীষ্মকালে; ২০। বসন্তকাল: ২। শেষ তিন দিবস: ৩৭।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৭, ৮, ১৮ ৩৩। বাম: ১৮, ১৯, ২৯। দক্ষিণ হইতে বাম: ৩৩। বাম হইতে দক্ষিণ: ৮। উচ্চ হইতে নিম্নে: ৪০। নিম্ন হইতে উচ্চ দিকে: ৪০।

৪৪ তন্তু।—চর্ম্ম এবং পেশী শিথিল।

ত্বকের রক্তাল্পতা।

শোথ: বমন, ভেদ, অত্যন্ত বলক্ষয়।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—ঘর্ষণ: ৩, ৪, ৯। চাপ: ১১, ৪৬। সামান্য ক্ষত: ২।

৪৬ চর্ম্ম।—কুঞ্চিত ত্বক; প্রচাপনের পর চর্ম্ম কুঞ্চিতাবস্থায় থাকে।

চর্ম্ম নীল, বেগুনে, শীতল।

সর্ব্বাঙ্গে, কিম্বা মুখমণ্ডলে ও হস্তে উদ্ভেদ।

চূণকণার ন্যায় শুষ্ক উদ্ভেদ।

চর্ম্মের কঠিন বা ঘনাংশের ছাল উঠিয়া যায়।

ঘাম গৌণে প্রকাশিত হয়; ত্বক ফেঁকাশে; রক্তস্রাবেও উপশম হয় না; তন্দ্রালু; দুর্ব্বল; হিমাঙ্গ; সূত্রবৎ নাড়ী; আক্ষেপিক কাশি এবং বমন।

৪৭ অবস্থা।—শিশু বা বালকগণ।

রক্তাল্পতা।

শীর্ণকায় ও বিষণ্ণ ব্যক্তিগণ।

৪৮ সম্বন্ধ।—আর্সেনিক, চায়না, কুপ্রম্, ইপিকা, ফস্ফরিক এসিডের পর ভিরেট্রাম সর্ব্বদা উপযোগী হয়।

ভিরেট্রামের পরে সর্ব্বদা উপযোগী:—আর্সেনিক, আর্ণিকা, চায়না, কুপ্রম্, ইপিকা।

ভিরাট্রমের সদৃশ :—কুপ্রম্ (কুপ্রমের কাশি পানে উপশম, খাল ধরার সঙ্গে স্বল্প পরিমাণে স্রাব থাকে); ব্রায়োনিয়া (কোষ্ঠবদ্ধ); ষাট্রফা (অণ্ডলালবৎ পদার্থ বমন; জলবৎ, শব্দকারী ভেদ; উদর ও পায়ের ডিম খাল ধরায় নিচু হইয়া যায়); রিসিনস-কম (ওলাউঠার পতনাবস্থা, ভেদ এবং বমন তখনও বন্ধ হয় নাই)।

ভিরেট্রাম ব্যবহৃত হয়:—সুরাজনিত অচৈতন্যাবস্থা; সিনকোনার অপব্যবহারের পর, তাম্র জন্য শূল বেদনা; অহিফেন সেবন জন্য মন্দ ফল; কিম্বা তামাকের জন্য।

ভিরেট্রাম প্রতিষেধ করে:—আর্সেনিক, সিনকোনা, ফেরম।

ভিরেট্রামের প্রতিবিষ :—একোনাইট, ক্যাম্ফর, সিন্‌কোনা, কফিয়া।

ভিরেট্রাম্ ভিরিডি।

পর্য্যায় :—বাট।

মন :—অচেতনতা : রক্তাধিক্য।

মানসিক গোলযোগ, স্মরণ শক্তির লোপ; মস্তক ঘূর্ণন; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য।

মাস্তিষ্ক-রক্তাধিক্য জন্য উন্মাদ।

সূতিকোন্মাদ; কথা কহে না, সন্দিগ্ধ; চিকিৎসক দেখিলে তিনি (স্ত্রী) ভয় পান, চিকিৎসকের সহিত দেখা করেন না; বিষ প্রয়োগের ভয়; নিদ্রাশূন্য, তাহাকে তাহার শয়ন গৃহে রাখা যায় না।

মানসিক বিষণ্ণতা।

মস্তকাভ্যন্তর।—গ্রীবা পৃষ্ঠ হইতে আরম্ভ হয় এরূপ শিরঃপীড়া, তৎসহ মাথাঘোরা, অপরিষ্কার দৃষ্টি, বিস্তৃত কনীনিকা।

মস্তকে রক্তাধিক্য : ধনীদিগের ন্যায় আহার বিহার ও উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহার জন্য; দন্তোদ্গম সময়ে।

মস্তক মধ্যে পূর্ণতা, ধমনী সকলের দপদপানি ; স্বপ্নে চৈতন্যাধিক্য বর্দ্ধিত ; কর্ণ মধ্যে শব্দ ; দ্বিত্ব বা আংশিক দৃষ্টি। *তাপাঘাত।

মস্তিষ্ক প্রদাহ, প্রবল জ্বর, অত্যন্ত রক্তাধিক্য, অবশেষে শিরোঘূর্ণন ; বমন, মুখমণ্ডল বিশ্রী, শীতল এবং নাড়ী মৃদু ; শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টকৃত।

৪ বহির্মস্তক।—সম্মুখ মস্তকে প্রখর শিরঃপীড়া, তৎসহ বমন।

৫ চক্ষু।—দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা, তৎসহ প্রসারিত কনীনিকা।

দীপশিখার চতুর্দ্দিকে সবুজ মণ্ডল, যাহা তৎপরে লাল হয়।

অক্ষিপুটের আঘাত জন্য বিসর্প।

চক্ষুর আকুঞ্চন ও উৎক্ষেপ, অক্ষিগোলকের ঘূর্ণন ; অক্ষিপল্লবদ্বয়ের পক্ষাঘাত।

৬ কর্ণ।—দ্রুতগতি জন্য বধিরতা তৎসহ মূর্চ্ছা।

কর্ণমধ্যে গর্জ্জন ; রক্তাধিক্য ; বিবমিষা, বমন।

কর্ণ শীতল এবং পাণ্ডুবর্ণ।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল শীতল, নীলাভ,শীতল ঘর্ম্মাবৃত ; নাসিকা কুঞ্চিত, শীতল, নীলবর্ণ ; ওষ্ঠের ও নাসিকাপুটের চারিধারে পাণ্ডুবর্ণ।

মুখমণ্ডলস্থ পেশীসমূহের আক্ষেপিক সংকোচন।

আরক্ত মুখমণ্ডল ; মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—মুখ এক কোণে ঝুলিয়া পড়ে।

ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ; মুখ শুষ্ক কিম্বা মুখমধ্যে ঘন শ্লেষ্মা।

১০ দন্ত।—দন্তোদ্গমন ; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, উত্তেজিত নাড়ী ; আক্ষেপ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বা :—হরিদ্রাবর্ণ, তৎসহ মধ্যস্থলে লাল রেখা ; ছাল উঠিয়া যাওয়া বোধ হয়।

১২ মুখমধ্য।—প্রচুর লালাস্রাব।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে শুষ্কতা ও উত্তাপ সহ প্রবল হিক্কা।

অন্ননলী মধ্যে জ্বালা তৎসহ সর্ব্বদা গলাধঃকরণ প্রবৃত্তি।

অন্ননলীর আক্ষেপ তৎসহ ফেণাযুক্ত, রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা কখন উঠে, কখন উঠে না।

বোধ হয় যেন গলার মধ্যদিয়া একটা গোলক উঠিতেছে।

১৬ বিবমিষা, বমন।—বুক জ্বালা, তৎসহ তিক্ত, অম্লাক্ত উদ্গার।

বমন :—অধিকক্ষণ স্থায়ী; আহারের পর চক্‌চকে শ্লেষ্মা; রক্ত বমন; পিত্ত বমন।

বমন সহ মাস্তিক্য বা প্রদাহিত পীড়া।

অত্যল্প মাত্রার পানাহার পর্য্যন্তও তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যায়।

১৭ পাকস্থলি।—তীক্ষ্ণ, সঞ্চরণশীল বেদনা পাকাশয় ও নাভি প্রদেশ হইতে বস্তি কোঠর পর্য্যন্ত নামিয়া যায়।

পাকাশয়ের নিম্নভাগে, এক হস্ততল পরিমিত স্থানে, অত্যন্ত যাতনা-প্রদ বেদনা।

পাকস্থলি মধ্যে তীব্র আকৃষ্টবৎ, মোচড়ান বেদনা, যেন পাকস্থলী মেরুদণ্ডে কসিয়া আটিয়া রাখা হইয়াছে।

প্রত্যেক পাচ মিনিট অন্তর বেদনা প্রবল বমনে পর্য্যবসিত হয়।

১৯ উদর।—যেন ভিতর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, পাকস্থলিতে আক্ষেপের পর।

নাভির দক্ষিণ দিকে বেদনা, কুচকি পর্য্যন্ত প্রসারিত।

অন্ত্র-প্রদাহ, তৎসহ প্রবল জ্বর, ধামনিক উত্তেজনা; বমন; ঘোর, রক্তাক্ত ভেদ।

মল, ইত্যাদি।—মল :—রক্ত মিশ্রিত; কাল, সন্নিপাত জ্বরে; প্রচুর, পাতলা, প্রাতঃকালে; পূর্ব্বে এবং পরে অন্ত্র মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা সহ ভসকা।

অর্শের বলি লাল এবং ঘোর নীল; সরলান্ত্রে স্নায়বিক বেদনা।

২১ মূত্র।—বর্দ্ধিত, জলবৎ; ঈষৎ লাল অধঃক্ষেপ জন্মে।

মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমিয়া যায়।

২২ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বাধকশূল, তৎপূর্ব্বে রক্তাধিক্য ও কষ্টকর মূত্রকৃচ্ছ্র। স্থূলকায় স্ত্রীলোকদিগের।

ঋতু রোধ সহ মাস্তিষ্ক রক্তাধিক্য ; স্থূলতা।

২২ গর্ভ।—গর্ভকালে বমন।

সূতিকাক্ষেপ,প্রসব বেদনা কালে,রক্ত মোক্ষণের পর ; প্রচণ্ড প্রলাপ; ধামনিক উত্তেজনা ; শীতল চটচটে ঘর্ম্ম।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—কষ্টকর, উঠিয়া বসিতে হয়, মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম; শ্বাস সংখ্যা ৩০ হইতে ১৬ পর্য্যন্ত কমিয়া যায়; ফুসফুস প্রদাহ।

বক্ষমধ্যে যাতনা।

২৭ কাসি।—হ্রস্ব, শুষ্ক, খক্ খকে ; সরল, ঘড় ঘড়ে ; উষ্ণ হইতে ঠাণ্ডায় যাইলে বেশী।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—বক্ষঃস্থলে রক্তসঞ্চয়, তৎসহ দ্রুত শ্বাস, বিবমিষা, বমন ; হৃদপিণ্ড প্রদেশে অতীব্র জ্বালা।

ফুসফুস্ প্রদাহ, নাড়ী কঠিন, দ্রুত ; ফুসফুসের রক্তাধিক্য তৎসহ পাকাশয়ে দুর্ব্বলতা বোধ,বিবমিষা, মৃদু কিম্বা সবিরাম নাড়ী।

২৯ হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—হৃদপিণ্ড প্রদেশ :—জ্বালা, কাঁটা বিদ্ধবৎ ; কিম্বা অতীব্র কামড়ানি।

হৃদপিণ্ডের আঘাত :—উচ্চ শব্দে, বলবান, তৎসহ ধামনিক উত্তেজনা; দুর্ব্বল ও ধীর ; কম্পান্বিত।

মূর্চ্ছা এবং দৃষ্টিশূন্য :—শয়নাবস্থা হইতে উত্থিত হইলে; হঠাৎ সঞ্চালন জন্য ; স্থিরভাবে শয়নে উপশম।

নাড়ী :—সহসা বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষাও কমিতে থাকে ; মন্দ, কোমল, দুর্ব্বল ; অসমান, সবিরাম।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা ও স্কন্ধের পশ্চাতে কামড়ানি।

পৃষ্ঠের পেশী সকল সংকুচিত, মস্তক পশ্চাৎদিকে আকৃষ্ট।

দেহ পশ্চাৎদিকে ধনুকবৎ বক্র ; ধামনিক উত্তেজনা; হস্ত ও পদ শীতল ; মস্তিষ্ক ও কশেরুকার রক্তাধিক্য, চৈতন্য লোপ।

মেরুদণ্ডের বরাবর উত্তাপ ও আরক্ততা ; মস্তকের পশ্চাতে উষ্ণ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—চিৎ হইয়া শয়ন করিলে, জংঘার অস্থিমুণ্ডে বেদনা।

দক্ষিণ জংঘামধ্যে ছুরিকা বিদ্ধবৎ বেদনা।

দক্ষিণ গুল্ফ বোধ হয় যেন সন্ধিচ্যুত হইয়াছে, কষ্টে হাঁটিতে পারে; অবশেষে বাম গুল্ফ।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—বাতরোগ, বিশেষতঃ বাম স্কন্ধ, বক্ষণ এবং জানুতে; প্রবল জ্বর; স্বল্প, লাল মূত্র।

বিচরণশীল বেদনা; সন্ধিমধ্যে বেদনা; কম্পান্বিত।

পদদ্বয়ে ও হস্ত পদের অঙ্গুলিতে খল্লি।

৩৫ অবস্থিতি।—সঞ্চালন: ৬,২৯। ভ্রমণ: ৩৩। উত্থান: ২,৯। উঠিয়া বসিতে বাধ্য: ২৬। স্থিরভাবে শয়ন: ৩; পীড়িত পার্শ্বে শয়ন: ৩৩।

৩৬ স্নায়ু।—দেহের সংকোচ ও উৎক্ষেপ, নিদ্রাবস্থারও তদ্রূপ ঠোঁটে ফেণা; কষ্টকর গলাধঃকরণ; অবিরত মাথা নাড়া; জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা; কোরিয়া বা তাণ্ডব রোগ।

ভয়ানক আক্ষেপ, তাড়িত বেগের ন্যায়।

▌ তৃস্বলকর ভেদ জন্য রক্তাল্প ব্যক্তিগণের ধনুষ্টংকারবৎ আক্ষেপ।

কম্পন যেন শিশু ভয় পাইয়াছে এবং আক্ষেপ হইবার উপক্রম।

পক্ষাঘাত; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্‌ড়স্‌ড় করা; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রাহীনতা; খিট্‌খিটে স্বভাব; তরুণ জ্বরেও।

তন্দ্রা (coma); নীলবর্ণ মুখমণ্ডল; আক্ষেপ।

অস্থির নিদ্রা; জলমগ্ন স্বপ্ন; জলের উপর থাকা স্বপ্ন।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল:—২০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—তাপাঘাত: ৩। গরম হইতে ঠাণ্ডায় যাইলে: ২৭।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সার্ব্বাঙ্গিক শীতলতা, মুখমণ্ডল, হস্ত ও পদে শীতল ঘর্ম্ম।

কম্পসহ বিবমিষা।

শীতলতাসহ ত্বকের পাণ্ডুবর্ণ, শিথিল পেশী; নাড়ী দ্রুত কিন্তু দুর্ব্বল।

সান্নিপাত জ্বরে যখন নাড়ী পূর্ণ, কঠিন, দ্রুত: মস্তকের পশ্চাতে ভয়ানক বেদনা; প্রলাপ; কৃষ্ণবর্ণ মল।

প্রদাহিক জ্বর, তৎসহ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য জন্য আক্ষেপ; শিশুগণ।

৪৪ তন্তু।—রক্তাধিক্য, বিশেষতঃ মস্তিষ্কের তলায়, বক্ষে, মেরুদণ্ডে, পাকস্থলীতে।

শোথ তৎসঙ্গে জ্বর।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—ঘর্ষণে বেদনা ও কণ্ডূয়নে উপশম।

৪৬ চর্ম্ম।—নানাস্থানে কণ্ডূয়ন, ঘর্ষণে উপশম।

চর্ম্ম মধ্যে সুড় সুড় করা ও কুট কুট করা।

চর্ম্ম শীতল, চটচটে, নীলাভ, অসাড়, সংকুচিত।

প্রবল জ্বর সহ উদ্ভেদ।

হাম, জরাবস্থায়, বিশেষতঃ ফুসফুসীয় রক্তাধিক্য হইবার উপক্রম হইলে; উদ্ভেদের পূর্ব্বে আক্ষেপ।

বসন্ত, প্রবলজ্বর, অস্থিরতা, অত্যধিক বেদনা।

৪৭ অবস্থা।—রক্ত পূর্ণ, স্থূলকায়।

৪৮ সম্বন্ধ।—ভিরেট্রাম-ভিরিডি ষ্ট্রিকনিয়া জন্য আক্ষেপ আরোগ্য করিয়াছে

মার্কুরিয়াস্।

সঙ্কেত :—হানিমান।

১ মন।—স্মরণশক্তি দুর্ব্বল; মন স্তম্ভিত; তন্দ্রাযুক্ত।

ব্যাকুলতা এবং অস্থিরতা ভাবে স্থান পরিবর্ত্তন; তাপ, স্ফুটন, ঘর্ম্ম; ভীতু; কাল্পনিক ভয়; বুদ্ধি বিলুপ্ত হইবে এই ভয়; সন্ধ্যায় এবং রাত্রে বৃদ্ধি; বাহিরের চারিদিকে যাইতে চায়; গৃহ হইতে পলাইতে চেষ্টা করে।

গৃহে থাকিয়া বিরক্তি।

সুরাপায়ী দিগের প্রলাপ এবং অন্যান্য মানসিক বিকৃতি।

দ্রুত বাক্য কথন।

অবিরত অস্ফুট স্বরে ক্রন্দন ও কাতরোক্তি।

উগ্র স্বভাব, বিবাদ-প্রিয়; কিম্বা কথা কহে না এবং অন্যমনস্ক।

সন্দিগ্ধ, অবিশ্বাসী স্বভাব।

মন ও শরীরের দৌর্ব্বল্য ; অন্যায়, ক্ষতিকারক, বিরক্তিকর কাজ করে।

২ চৈতন্য।—গলমধ্যে মিষ্টাস্বাদযুক্ত উদ্গার উঠার পর মূর্চ্ছা, তৎপরে নিদ্রা আইসে।

শিরোঘূর্ণন :—নত হইলে, চিৎ হইয়া শয়ন করিলে; শিরঃপীড়া ও বিবমিষা সহিত; প্রত্যেক পদার্থ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়।

অলস এবং স্তম্ভিত বোধ সহ শিরোঘূর্ণন।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তক মধ্যে, বিশেষতঃ বাম রগে জ্বালা করা ; রাত্রি-কালে শয়নাবস্থায় বৃদ্ধি, উঠিয়া বসিলে উপশম।

সম্মুখ মস্তকে আততি ভাব যেন রজ্জুবদ্ধ রহিয়াছে ; রাত্রে শয়নে বৃদ্ধি, উঠিলে উপশম।

মস্তিষ্ক-প্রদাহ তৎসহ মস্তকের রজ্জুবদ্ধ ভাব; সম্মুখ মস্তক মধ্যে জ্বালাকরা ও দপদপানি; রাত্রে বৃদ্ধি এবং অশ্বারোহণের পর উপশম।

মস্তকে রক্তসঞ্চয়।

মস্তক বোধ হয় যেন বিদীর্ণ হইবে তৎসহ মস্তিষ্কের পূর্ণতা।

মস্তক বোধ হয় যেন বৃহত্তর হইতেছে।

সম্মুখ মস্তকে, মস্তক শীর্ষে এবং পশ্চাৎ মস্তকে তীব্র বেদনা ; মস্তক মধ্যে সূচীবেধ।

সম্মুখ মস্তকে অলসতা, রগের মধ্য দিয়া সূচীবেধ; গ্রীবা পৃষ্ঠে দৌর্ব্বল্য ও কামড়ানি।

মস্তকমধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা ; উত্তাপ ও ঘর্ম্ম ; রাত্রে শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি; প্রাতঃকালে এবং স্থিরভাবে শয়ন করিয়া থাকিলে উপশম হয়।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তকে জল সঞ্চয় ; সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাভিষিক্ত।

মাথার জোড় সকল খোলা,বৃহৎ মস্তক ; অকালে মানসিক পরিপক্কতা: অম্ল গন্ধ নৈশঘর্ম্ম।

কেশযুক্ত করোটিতে মাংস বৃদ্ধি, তৎসহ স্পর্শ করিলে বেদনা.; রাত্রে শয্যায় বৃদ্ধি।

করোটী :—আভতিযুক্ত ; স্পর্শে বেদনা ; চুলকাইলে বৃদ্ধি ও রক্ত-স্রাব ; দুর্গন্ধ উদ্ভেদ, হরিদ্রাবর্ণের ছাল উঠিয়া যায় ; বিসর্প-যুক্ত ; সম্মুখ মস্তকে বেশী ; চুল উঠিয়া যায়, প্রধানতঃ মস্তকের পার্শ্ব ও রগে।

মস্তকের অস্থিমধ্যে ছুরিকাবিদ্ধবৎ, হুলবিদ্ধবৎ এবং কর্ত্তনবৎ বেদনা।

মস্তকে অম্ল গন্ধযুক্ত, তৈলাক্ত দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম ; সম্মুখ মস্তকের ঘর্ম্ম বরফ-বৎ শীতল।

অত্যন্ত কম্পের সহিত করোটীর সংকুচিত, কর্ত্তনবৎ, বেদনা, সম্মুখ মস্তক হইতে গ্রীবা দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

চক্ষু।—চক্ষুর সম্মুখে লাল কাল বিন্দু দর্শন।

ক্ষণকালের জন্য দৃষ্টি বিলোপ।

অগ্নির তেজ এবং উত্তাপে বৃদ্ধি।

জ্বালাকর, বিদাহী প্রচুর অশ্রুস্রাব; শ্লেষ্মা-পুঁজ মিশ্রিত, তরল. বিদাহী. স্রাব ; গণ্ডদ্বয়ে পীড়কা ; রাত্রে বৃদ্ধি।

কর্ণিয়ার ক্ষত,ধূসরবর্ণের অস্বচ্ছতা দ্বারা পরিবেষ্টিত;কর্ণিয়া মধ্যেপুঁজ।

উপদংশজনিত তারকামণ্ডল-প্রদাহ (iritis); চক্ষুর চারিদিকে,কপালে এবং রগে বেদনা ; রাত্রে, স্পর্শ করিলে বেদনা ; চক্ষুমধ্যে দপদপানি এবং চিড়িকমারা বেদনা।

অক্ষিপুট :—আক্ষেপিক ভাবে রুদ্ধ ; অক্ষিপল্লব পুরু, লাল, স্ফীত. বিসর্পযুক্ত ; ঠাণ্ডা,উত্তাপ এবং স্পর্শে চৈতন্যাধিক্য ; হাজিয়া যায় ; জ্বালাকরা ; কিনারায় ক্ষত এবং মামরী পড়ে।

অক্ষিপক্ষ্মীয় অক্ষিপুট প্রদাহ।

কর্ণ।—বধিরতা ; কর্ণমধ্যে শব্দ সকল তরঙ্গায়িত হয় ; নাসিকা ফুৎকারে বা গলাধঃকরণে ক্ষণিক উপশম ; বাহ্য শ্রবণপথ সরস।

কর্ণ-প্রদাহ তৎসহ হুলবিদ্ধবৎ ও কর্ত্তনবৎ বেদনা ; সবুজ, দুর্গন্ধ, রক্তমিশ্রিত কিম্বা পাতলা পুঁজস্রাব ; গ্রন্থি সমূহ স্ফীত।

কর্ণের বাহিরের নালীতে স্ফোটক ; ছত্রকের ন্যায় বিবৃদ্ধি।

কর্ণমধ্যে অবিরত শীতলতা অনুভব।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব :—কাসিবার সময় এবং নিদ্রাবস্থায় ; রক্ত কৃষ্ণবর্ণ, জমিয়া সূত্রাকারে ঝুলিতে থাকে।

সর্দ্দি :—অতিশয় হাঁচির সহিত তরল, ক্ষতকারী প্রতিশ্যায়, নাসিকা লাল, স্ফীত, চকচকে ; আর্দ্র বায়ুতে ; রাত্রে, উষ্ণ বা শীতল বাতাসে বৃদ্ধি ; ঘর্ম্মে উপশম হয় না।

নাসিকা হইতে সবুজ দুর্গন্ধি পুঁজস্রাব ; নাসাস্থি স্ফীত।

মুখমণ্ডল।—পীত, পাণ্ডুর এবং মৃৎবর্ণ ; লাল এবং উত্তপ্ত গণ্ডস্থল।

হরিদ্রাবর্ণের মামরীযুক্ত পীড়কা হইতে দুর্গন্ধ স্রাব, কণ্ডূয়নে রক্তস্রাব।

মুখমণ্ডলে কর্ত্তনবৎ বেদনা ; প্রচুর লালা স্রাব ; দন্তক্ষয় পীড়া জন্য।

মুখমণ্ডলের একদিকে (দক্ষিণ) স্ফীতি, তৎসহ উত্তাপ ও দন্তশূল।

নিম্নমুখমণ্ডল।—ওষ্ঠদ্বয় :—শুষ্ক, ফাটা ফাটা, ক্ষতযুক্ত ; কৃষ্ণবর্ণ ; জ্বালাকর পীড়কায় হরিদ্রাবর্ণের মামরী।

দক্ষিণ দিকের গ্রন্থি স্ফীত ; ফেঁকাশে স্ফীতি।

গ্রন্থির স্ফীততা জন্য চোয়াল বদ্ধ। চিবুকাস্থির ক্ষয় রোগ।

১০ দন্ত।—দন্ত শিথিল বোধ হয়, পড়িয়া যায়।

দন্তক্ষয়রোগ জন্য দন্তশূল ; প্রদাহিত ; আর্দ্র ও সন্ধ্যাকালের বায়ুতে পুনরাক্রমণ ; কর্ত্তনবৎ, ছুরিকা বিদ্ধবৎ বেদনা, কর্ণ পর্য্যন্ত চিড়িক মারা বেদনা বিস্তৃত হয় ; শীতল বা উষ্ণ দ্রব্যে, উষ্ণ শয্যায় বেদনা বর্দ্ধিত ; গণ্ডস্থল মর্দ্দনে বেদনার উপশম।

মাড়ী স্ফীত, বেদনাযুক্ত ; দন্তমূল হইতে নামিয়া পড়ে ; কিনারা ঈষৎ শ্বেতবর্ণ ; রক্ত স্রাবী ; মুখ হইতে দুর্গন্ধ ; ক্ষতের কিনারা কাল্‌চে লাল বর্ণ।

দপদপে দন্তশূল, রাত্রে বৃদ্ধি ; মাড়ীর স্ফোটক।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—তিক্ত ; ঈষৎ মিষ্ট ; লবণাক্ত ; পচা।

আস্বাদ বিহীনতা বা বিলোপ।

দ্রুত-ভাষিতা, তোতলামি ; সম্পূর্ণ বাকরোধ।

জিহ্বা :—শুষ্ক, কঠিন, কৃষ্ণবর্ণ লেপ ; লাল ও শুষ্ক : সরস, তৎসহ অত্যন্ত পিপাসা ; শ্লেষ্মাবৃত ; পুরু ক্লেদাবৃত, অপরিষ্কার পীতবর্ণের লেপ, তৎসহ দুর্গন্ধ শ্বাস ; জিহ্বা স্ফীত, জিহ্বায় দন্তের দাগ পড়ে ; প্রদাহ যুক্ত, কঠিন কিম্বা পুঁজযুক্ত ; ও কণ্টক বিদ্ধবৎ বেদনা।

জিহ্বানিম্নে অর্ব্বুদ (ranula), তৎসহ লালা স্রাব ও মাড়ীতে ক্ষত।

১২ মুখমধ্য।—প্রদাহযুক্ত, জ্বালাজনক, উপক্ষত ; প্রচুর দুর্গন্ধ সূত্রবৎ লালা স্রাব ; মুখমধ্যে বড় বড় ফোস্কা ; মাড়ী হইতে সহজে রক্তস্রাব হয়।

লালাস্রাব রোগ ; লালায় দুর্গন্ধ এবং তাম্রের আস্বাদ।

লালাস্রাবী গ্রন্থি সকলের ক্ষত।

১৩ গলমধ্য।—আলজিহ্বা স্ফীত এবং বিবৃদ্ধ।

গলার বিসর্পযুক্ত প্রদাহ।

মুখে লালাপূর্ণতা সহ গল-শোষ ; গলার মধ্যে কর্কশতা ও জ্বালা।

সর্দ্দি জন্য গলা বেদনা,ঢোক গিলিতে,রাত্রে এবং ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি।

টনসিল গ্রন্থিদ্বয় কাল্‌চে লাল কিম্বা সবুজাভ লাল, ক্ষতযুক্ত ; তালু-মূলে পূযোৎপত্তি।

মুখ ও গলমধ্যে উপদংশীয় ক্ষত।

গ্রন্থি সকল স্ফীত।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—আহার করিলেও কুক্কুরবৎ ক্ষুধা।

অত্যন্ত ক্ষুধা, কিন্তু কিছুই ভাল লাগে না।

ক্ষুধার বিলোপ।

ভয়ানক পিপাসা, বিশেষতঃ বিয়ার মদ্য ও শীতল পানীয় জন্য।

দুগ্ধ পানে ইচ্ছা ; মিষ্ট দ্রব্যে ইচ্ছা, কিন্তু সহ্য হয় না ; তরল খাদ্যে ইচ্ছা।

মাংসে বিতৃষ্ণা ; সুরাতে ; কাফিতে ; তৈল বা চর্ব্বিযুক্ত খাদ্যে।

১৫ পানাহার।—সুরায়, কাফিতে এবং শীতল পানীয়ে বৃদ্ধি।

পানাহারের পর :—৩।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—তিক্ত, কটু, পচা উদ্গার, রাত্রে অধিক।
খাদ্য উদ্গীরণ ; তিক্ত বমন।
গলার ভিতরে মিষ্টাস্বাদ সহ বিবমিষা, মাথাঘোরা এবং শিরঃপীড়া।

পাকস্থলী।—পাকস্থলীতে প্রচাপন ; সহজ পাচ্য, লঘু খাদ্যেও পাকস্থলি ভারে ঝুলিয়া পড়ে।
পাকস্থলি :—জ্বালাকরা, স্ফীত, স্পর্শে বেদনাযুক্ত ; কঠিন।
পরিপাক ক্রিয়ার দুর্ব্বলতা সহ অবিরত ক্ষুধা।
পাকস্থলি পূর্ণ ও আকুঞ্চিত অনুভব হয়।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত প্রদেশ :—স্পর্শাধিক্য ; দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না ; স্ফীত, কঠিন, যকৃতের কাঠিন্য বশতঃ ; হুলবিদ্ধবৎ, সূচীবেধবৎ এবং চাপ পড়া বেদনা।
কামলা রোগ :—মস্তকে প্রবল রক্তাগম ; খারাপ আস্বাদ ; যকৃত প্রদেশে টাটানি ; পিত্তশিলা জন্য ; তৎসহ দ্বাদশাঙ্গুলি অন্ত্রের সর্দ্দি ; নব-প্রসূত শিশুদিগের ; ঘর্ম্মের দাগ হরিদ্রাবর্ণযুক্ত।

উদর।—কঠিন, স্ফীত এবং স্পর্শাধিক্যযুক্ত ; পাকস্থলি ও যকৃত বরাবর স্থানে পূর্ণতা এবং সহজে বেদনা বোধ।
শৈত্য, সন্ধ্যাকালীন বায়ু এবং কৃমি জন্য পেট বেদনা।
দক্ষিণ দিকে শয়ন করিলে অন্ত্রসকল ঘৃষ্ট বলিয়া অনুভব হয়।
অন্ত্র-প্রদাহ, ছুরিকাবিদ্ধবৎ বেদনা ; রক্ত মিশ্রিত, পিচ্ছিল মল ; ঘর্ম্মে উপশম হয় না।
ইলিও-সিকাল প্রদেশ কঠিন, বেদনা যুক্ত, উষ্ণ স্ফীতি।
অন্ত্রাবরক ঝিল্লি-প্রদাহের সঙ্গে পূযবৎ পদার্থ স্রাব।
ভ্রমণকালে অন্ত্র নড়িতে থাকে, যেন শিথিল হইয়াছে।
কুচকির গ্রন্থি স্ফীত (বাঘী) বা পূঁজ যুক্ত।

২০ মল, ইত্যাদি।—মলঃ—অজীর্ণ, আঠাবৎ ; পীতবর্ণ, ঘোর সবুজ, শ্লেষ্মা এবং রক্ত মিশ্রিত ভেদ ; অম্লযুক্ত এবং মলদ্বারে বিদাহ-

কারী ; দুর্গন্ধ ও কর্দ্দমবর্ণ ; আঠাবৎ শ্লেষ্মাযুক্ত ও রক্তমিশ্রিত তৎপূর্ব্বে কম্পন ও ভ্রমি, পেট বেদনা ; কোঁতানি বা বেগ ; বাহের পরেও কুন্থন, "যেন সম্পূর্ণ হইয়াও হয় না" এরূপ অনুভব, তৎপরে শীতবোধ।

শক্ত বাহেরও সঙ্গে, পূর্ব্বে ও পরে রক্তস্রাব।

কোষ্ঠবদ্ধ, আঠাবৎ মল, ভয়ানক কুন্থন দিয়া বাহে ; অবিরত, নিষ্ফল মলত্যাগ প্রবৃত্তি, রাত্রে বেশী।

সূত্রবৎ কৃমি এবং পট্ট কৃমি সহজে বহির্গত হয়।

বাহের পর সরলান্ত্র স্খলন (prolapsus)।

বৃহৎ রক্তস্রাবী অর্শের বলি,পাকিয়া থাকে ; মূত্রত্যাগের পর রক্তস্রাব।

২১ মূত্র।—মূত্রস্থলি প্রদেশে স্পর্শাধিক্য ; সরুধারে বা ফোটা ফোটা করিয়া রক্ত ও পুঁজ মিশ্রিত প্রস্রাব।

অনিচ্ছায় মূত্রত্যাগ।

প্রস্রাবের বেগ সহ প্রচুর মূত্র স্রাব ; মূত্রত্যাগ ইচ্ছা সহসা ও দুর্দ্দম্য।

বারম্বার, দ্রুত মূত্রত্যাগ কিন্তু সামান্য পরিমাণে স্রাব।

মূত্র :—ঘোর লাল এবং ঘোলা ; অম্ল ও কটু গন্ধ বিশিষ্ট ; রক্ত, শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ এবং পুঁজ মিশ্রিত ; মাংস সদৃশ থোলো থোলো শ্লেষ্মা।

রক্ত-প্রস্রাব সহ বারম্বার বেগ।

প্রমেহ, তৎসহ মুদা বা উপদংশ ; সবুজ বর্ণের স্রাব, রাত্রে বৃদ্ধি।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—কামোদ্দীপক উত্তেজনাসহ প্রত্যেক রাত্রে বেদনা-যুক্ত লিঙ্গোত্থান।

স্বপ্নদোষ, রেতঃ রক্ত মিশ্রিত ; কম্পন ; ফেঁকাশে মুখ ; কোষ্ঠবদ্ধতা।

লিঙ্গমুণ্ডে ক্ষত, তলা শাদা ; উপদংশ ক্ষত।

শিশুগণ সারারাত্রি জননেন্দ্রিয়ে হাত দিয়া টানে।

অণ্ডকোষ কঠিন, স্ফীত ও চক্‌চকে।

জননযন্ত্রে ঘর্ম্ম ; মুষ্ক ও উরুমধ্যে ক্ষত।

লিঙ্গমুণ্ড ও মেঢ্রত্বক স্ফীত ; মুদা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রচুর ঋতু শোণিত; তৎসহ হয় বন্ধ্যাত্ব, কিম্বা সহজে গর্ভধারণ; তৎসহ চিন্তা ও শূল।

ঋতুবন্ধসহ রক্তাধিক্য।

বস্তিকোটরে গভীর বেদনা; জরায়ু ও যোনি চ্যুতি; রতিক্রিয়ার পর ভাল থাকে।

জরায়ু-গ্রীবায় রক্তস্রাবী মাংস বৃদ্ধি; গভীর ক্ষতের সঙ্গে কদর্য্য কিনারা।

যোনি কিম্বা ভগোষ্ঠের প্রদাহ সহ তৎস্থানে ক্ষত বা হাজিয়া যাওয়া।

জননযন্ত্রে কণ্ডূয়ন, মূত্র সংস্পর্শে বৃদ্ধি।

প্রদর জ্বালাজনক, বিদাহী কণ্ডূয়নযুক্ত; পুঁজযুক্ত স্রাব, রাত্রে বৃদ্ধি।

২৪ গর্ভ।—প্রতিবার ঋতু সময়ে স্তনে যেন ক্ষত হইবে এরূপ বেদনা।

আর্ত্তব পরিবর্ত্তে স্তনে দুগ্ধ।

স্তন্য স্বল্প বা দূষিত হইয়াছে,এজন্য শিশু পান করে না; স্তন-প্রদাহ।

স্তন স্ফীত, কঠিন ও বেদনাযুক্ত, কখন পাকিয়া থাকে, চূচূকে ক্ষত।

২৫ লেরিংকস্।—স্বরভঙ্গ, কর্কশ স্বর; লেরিংকস মধ্যে জ্বালাকরা; স্রাবশীল সর্দ্দি ও গলক্ষত।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—উপরে উঠিতে বা বিচরণ কালে শ্বাস-হ্রস্বতা।

হাঁপানি, আর্সেনিকের ধূম জন্য; তামাকের ধূমে এবং শীতল বায়ুতে উপশম।

শ্বাসকষ্ট(কাশি কিম্বা হাঁচিবার কালে আক্ষেপিক সংকোচন অনুভব)।

২৭ কাশি।—ভয়ানক শ্রান্তিকর কাশি; রাত্রে বৃদ্ধি,যেন মস্তক ও বক্ষ বিদীর্ণ হইবে, কখন তৎসহ বমন; বক্ষঃস্থলের উপরিভাগে এবং লেরিংক্স মধ্যে সুড়সুড়ী জন্য দুইবার কাশির আক্রমণ; কেবল রাত্রে বা কেবল দিনে; তৎসহ ক্ষতকারী, হরিদ্রাভ শ্লেষ্মা কখন বা চাপচাপ রক্ত মিশ্রিত এবং পচা বা লবণাক্ত আস্বাদযুক্ত; তৎসহ হাঁপানি এবং লালাস্রাব; স্পষ্ট কথা কহিতে দেয় না; বৃদ্ধি রাত্রিতে, নৈশ বায়ুতে, কোন পার্শ্বে শয়ন করিলে।

গুটিকা (tuberculosis) রোগে রক্তযুক্ত নিষ্ঠীবন।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—বক্ষমধ্যে জ্বালাকরা, গলা পর্য্যন্ত প্রসারিত

দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের নিম্নাংশে ক্রিয়া করে।

বক্ষে রক্তাগম।

বক্ষমধ্যে সূচীবেধ, দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির মধ্য দিয়া বেদনা; ফুস্‌ফুস্ প্রদাহসহ পৈত্তিক লক্ষণ।

ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ বা রক্তস্রাবের পর ফুস্‌ফুসে পূজসঞ্চার।

২৮ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—হৃদপিণ্ডে দুর্ব্বলতা, যেন জীবন ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যাইতেছে; হৃদকম্পসহ জাগ্রত হইয়া উঠে, এবং ব্যাকুলতা যেন ভয় পাইয়াছে।

ভয়ের সঙ্গে হৃদকম্পন; রাত্রে বৃদ্ধি।

নাড়ী:—পূর্ণ ও দ্রুত; রাত্রে দ্রুত, দিবসে মৃদু, যখন মৃদুভাবে চলে তখন কম্পমান।

সামান্য উদ্যমে হৃদকম্পন।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার বাত সদৃশ অনম্যতা ও স্ফীতি।

গলগণ্ড কোমল হইয়া যায়।

গ্রন্থি সকল প্রদাহযুক্ত, স্ফীত, তৎসহ সূচীবেধ ও চাপপড়া বেদনা।

স্কন্ধাস্থি ও পৃষ্ঠ এবং কটিদেশে ঘৃষ্টবৎ অনুভব।

কটিদেশে হুল বিদ্ধবৎ বেদনা এবং দুর্ব্বলতা বোধ।

মেরুদণ্ডে ভয়ানক বেদনা, সঞ্চালনে বৃদ্ধি। *মস্তিষ্কের প্রদাহ।

সেক্রমাস্থি ও কাকচঞ্চু অস্থিতে বেদনা,; উদরে হাত দিয়া চাপিলে উপশম।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধসন্ধি হইতে মনিবন্ধ সন্ধি পর্য্যন্ত আরক্ত এবং উষ্ণ (সন্ধিবাত সদৃশ) স্ফীতি।

হস্তপৃষ্ঠের ত্বক উঠিয়া যায়; সন্ধি স্থলে বিদীর্ণ, জ্বালাজনক বেদনা।

হস্তে কচ্ছু-সদৃশ সরস উদ্ভেদ বা পীড়কা, রাত্রে কণ্ডূয়ন; রক্তস্রাবী ক্ষত।

নখ সকল পড়িয়া যায়।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বঙ্ক্ষণ সন্ধিতে এবং জানুতে কর্ত্তনবৎ বেদনা, রাত্রে বৃদ্ধি; জঙ্ঘায় দপদপে বেদনা; পঁজ হইতে আরম্ভ।

শিতর পদে যবযবে শীতল ঘর্ম্ম, রাত্রে বৃদ্ধি।

পায়ে ক্ষত,যাহা হইতে সহজে রক্তস্রাব হয়,এবং নীলাভ, পচনশীল। পায়ে শীতল ঘর্ম্ম।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—বাহু ও পদদ্বয়ের উৎক্ষেপ।

বাত এবং সন্ধি বাতের বেদনা, কর্ত্তনবৎ ; রাত্রে ; উষ্ণ শয্যায় বৃদ্ধি ; প্রচুর ঘর্ম্ম অথচ উপশম হয় না; আক্রান্ত স্থানের স্ফীতি,বিশেষতঃ পায়ের; সন্ধিসকল স্ফীত, রক্তশূন্য বা ঈষৎ লাল।

অসুস্থতা ও আকৃষ্টযুক্ত কর্ত্তনবৎ বেদনা জন্য সেই সেই অঙ্গ সঞ্চালন করিতে বাধ্য হয়।

৩৫ অবস্থিতি।—সঞ্চালন : ৩১। বিচরণ : ১১,২৬। উত্থান : ২৬। স্থান পরিবর্ত্তন : ১। উদ্যম : ২১,৩৬,৪০। শয়ন : ৩; চিৎভাবে : ২। দক্ষিণ পার্শ্বে : ১৮,১৯। উভয় পার্শ্বে : ২-২৭। শয়নের পর : ৪০। উপবেশন : ৩। নত হওন : ২। উত্থিত হইলে পর : ৩,৪,৪০।

৩৬ স্নায়ু।—আক্ষেপ, তৎসহ ক্রন্দন,অনম্যতা, উদর স্ফীত,নাসিকা কণ্ডূয়ন এবং পিপাসা; রাত্রে বেশী।

সন্ধি সমূহে সংকোচন।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, সামান্য উদ্যমে কম্পন।

পদদ্বয়ের পক্ষাঘাত। *মেনিঞ্জাইটিস।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনম্য, কিন্তু অন্য কর্ত্তৃক চালিত হয় ; পক্ষাঘাত।

হস্ত ও পদে কীট-সঞ্চরণবৎ সুড়সুড় করা অনুভব হয় ; তৎপরে কম্পন, পৈশিক সংকোচন।

৩৭ নিদ্রা।—দিবসে নিদ্রালু ; উৎকণ্ঠা ও রক্তের উষ্ণতা বশতঃ রাত্রে নিদ্রা হয় না ; যাকৃতিক রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত বশতঃ অনিদ্রা।

৩৮ সময়।—দিবসে বিরাম।

প্রাতঃকাল : ৩,৪০। সন্ধ্যা : ১,১০,১৯,৪০। রাত্রি : ১,৩,৪,৫ ৭,১০,১৩,১৬,২০,২১,২২,২৩,২৭,২৯,৩২,৩৩,৩৪,৩৬,৩৭,৪০, ৪১, ৪৬। প্রাতঃকালাভিমুখে : ৪০। দিবস : ২৭,২৯,৩৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—বর্ষাঋতুতে এবং সন্ধ্যাকালীন শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি।

ঠাণ্ডা বা উষ্ণ বায়ু : ৭। শয্যায় উষ্ণতা : ৩,৪,১০, ৩৪,৪০,৪৬। অনাবৃত হইতে অনিচ্ছা, এমন কি হস্ত পর্য্যন্ত : ৪০। খোলা বায়ু : ৩। সন্ধ্যাকালের বায়ু : ১০,১৯,২৭। ঠাণ্ডা : ৫,৭,৮, ১০,১৩,২৬। ঠাণ্ডা বা গরম বাতাস : ৭। বাহ্যিক তাপ বা শৈত্য : ৪৬। প্রকোষ্ঠ : ৩। উত্তাপ : ৫,৭,১০,৪৬। আর্দ্র বায়ু : ৭, ১০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—কম্প :—প্রাতে উঠিলে কিন্তু সাধারণতঃ সন্ধ্যায় শয়নের পর, যেন শীতল জল গাত্রে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে; অগ্নি সন্তাপে শীত উপশম হয় না; রাত্রে, তৎসহ বারম্বার মূত্রত্যাগ; পর্য্যায়ক্রমে তাপের সহিত, প্রায়ই একটী মাত্র অঙ্গে; আভ্যন্তরিক, তৎসহ, মুখমণ্ডলের উষ্ণতা।

উত্তাপ :—শয্যায়, এবং শয্যা হইতে উঠিলে শীত; মধ্যরাত্রির পরে, তৎসহ শীতল পানীয়ের জন্য প্রবল পিপাসা; অনাবৃত হইতে অনিচ্ছা।

ঘর্ম্ম :—রাত্রে প্রচুর; প্রাতে, তৎসহ পিপাসা এবং হৃদকম্পন; পরিশ্রমে, এমন কি আহারকালে; সন্ধ্যাকাল শয়নে, নিদ্রিত হইবার পূর্ব্বে; অম্ল, দুর্গন্ধ কিম্বা শীতল, তৈলাক্ত, গাত্রজ্বালা জন্মায়; ঘর্ম্মে, কোন যন্ত্রণার উপশম হয় না, বরঞ্চ দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পায়; বস্ত্রে হরিদ্রাবর্ণের দাগ লাগে।

ঘর্ম্মকালে উপসর্গ সকলের বৃদ্ধি।

বিলেপী জ্বর, বিশেষতঃ বালকদিগের। প্রদাহিক জ্বর।

সবিরাম জ্বর :—সন্ধ্যায় শীত; উত্তাপ ও প্রবল পিপাসা; ঘর্ম্মকালে বিবমিষা ও হৃদকম্পন; দুর্গন্ধ বা অম্ল ঘর্ম্ম।

কামলা ও মাড়ীতে ক্ষত প্রভৃতি লক্ষণ না থাকিলে সান্নিপাতিক জ্বরে উপযোগী হয় না।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৮,৯,১৮,২৮। উচ্চ হইতে নিম্নে : ৪।

৪৪ তন্তু।—সহজে রক্ত জমাট বাধে।

শিরামধ্যে দপদপানি কিম্বা প্রেক ও হলবিদ্ধবৎ বেদনা।

বিসর্প যুক্ত প্রদাহ, বিশেষতঃ সন্ধিস্থলে।

অত্যধিক শীর্ণতা।

স্রাবসকল বিদাহী।

হস্ত, পদ ও মুখমণ্ডলের স্ফীতি সহ রজঃস্বল্পতা।

উদরী, যকৃত বিকার জন্য; আরক্ত জ্বরের পর শোথ।

গ্রন্থি সকলের স্ফীতি, কখন পাকে, কখন পাকে না।

অস্থি সমূহের পীড়া, রাত্রে বৃদ্ধি।

যদি অত্যধিক পুঁজ-সঞ্চয় হইতে থাকে।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ: ৪,৫,১০,১৭,১৮,১৯,২১,৩৪।

প্রচাপন: ৩,৩১। ঘর্ষণ: ১০। নখঘর্ষণ: ৪,৮,২২।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্ম মসৃণতাশূন্য ও ক্ষত বিশিষ্ট।

উরুদেশে লাল লাল উদ্ভেদ; কখন কখন জলপূর্ণ পীড়কা গুলিতে পুঁজ সঞ্চয় হইয়া ক্ষত বৃদ্ধি পায়।

চর্ম্ম পীতবর্ণ বিশিষ্ট; পাণ্ডুরোগ।

সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডূয়ন, রাত্রে বৃদ্ধি।

কচ্ছু (পাঁচড়া), যদি তন্মধ্যে কতকগুলি পাকিয়া উঠে।

দদ্রুবৎ কণ্ডূ ও পুঁজযুক্ত পস্টুল সকল পরস্পর সংযুক্ত ভাব ধারণ করে; শুষ্ক ছাল বা মামরী পড়ে ও বিদাহী স্রাব-বিশিষ্ট।

সহজে রক্তস্রাবী, অগভীর ক্ষত; অসমান প্রান্ত-বিশিষ্ট ক্ষত সকল; শয্যার উষ্ণতায় বৃদ্ধি।

স্ফোটক, তাহাতে পুঁয সঞ্চয় হইলে।

তরুণ ও গৌণ উপদংশ রোগ; গোলাকার, তাম্রবর্ণ লাল পীড়কা চর্ম্মাভ্যন্তর হইতে আভা দেখা যায়।

কটিবন্ধ সদৃশ একপ্রকার চর্ম্ম রোগ, পশ্চাৎ হইতে উদর মেখলাবৎ বেষ্টন করে; অতিশয় চুলকায় ও পাকিয়া উঠে।

বসন্তের পরিপক্কাবস্থা; রক্তামাশয়ের লক্ষণ সহ।

৪৮ সম্বন্ধ।—বেলেডনা, হেপার-সল্ফর, সল্ফর এবং ল্যাকেসিসের পর মার্কুরিয়াস্ বিশেষ উপযোগী।

মার্কুরিয়াসের পরে উপযোগী :—বেলেডনা, সিনকোনা, ডল্‌কেমারা, হিপার, নাইট্রিক-এসিড, সলফর।

মার্কুরিয়াস ও সাইলিসিয়া, ইহারা পরে পরে ভাল কাজ করে না।

প্রতিবিষ :—হিপার, ক্যালি-হাইড্র, নাইট্রিক এসিড্, অরম, মেজেরিয়াম, কার্ব্ব-ভেজ, সলফর, আয়োড, ডলকেমারা, সিনকোনা, ষ্ট্যাফিসি, ফেরম, বেলেডনা, ল্যাকেসিস।

পীড়া :—আর্সেনিক কিম্বা তাম্রের বাষ্প, অরম, এণ্টিমনি, ল্যাকেসিস, বেলেডনা, ওপিয়ম, সিনকোনা, ডলকেমারা, মেজেরিয়াম, সলফর, ক্যালকেরিয়া প্রভৃতি হইতে।

মার্কুরিয়াস রুবার ক্ষৌরকণ্ডু বা আচিল সদৃশ মাংস বৃদ্ধি এবং মামরীযুক্ত উপদংশীয় রোগে, মার্কুরিয়াস নাইট্রেট পষ্টুলযুক্ত উপদংশ রোগে এবং মার্কুরিয়াস বিন আয়োড গুটীকা যুক্ত বা টুবারকুলার রোগে ব্যবহার্য্য।

দন্তশূল ও দন্তক্ষয় রোগে প্ল্যানটেগো মার্কুরিয়াসের সমতুল্য ঔষধ।

মার্কুরিয়াস আয়োডেটস ফ্লেবস।

প্রটো-আইয়োডাইড অভ মারকারি।

পরীক্ষক :—আমেরিকার পরীক্ষক সম্মিলনী।

১ মন।—প্রফুল্ল, বাচাল, সুশীল।

বিনাশকারী স্বভাব।

উৎকণ্ঠা, সাহসহীনতা ভেষজ ক্রিয়ার বাধা দেয়।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরে :—পাঠকালে ; চেয়ার হইতে উঠিলে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—রগে চিড়িক মারা বেদনা।

চক্ষুর উপরে অতীব্র শিরঃশূল, তৎসহ নাসিকামূলে বেদনা।

সম্মুখ মস্তকে দপদপকারী বেদনা।

মস্তিষ্কের তলদেশে অতীব্র কামড়ানি।

৪ চক্ষু।—সাধারণতঃ অত্যধিক আলোকাসহতা।

চক্ষু সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দুদর্শন ; ভিট্রিয়সের অস্বচ্ছতা।

দপদপকারী, কামড়ানি, নৈশ বেদনা।

কর্ণিয়ার প্রদাহ, তৎসহ এক প্রান্ত হইতে ক্ষত আরম্ভ; জিহ্বাদির পীড়া সহিত।

৬ কর্ণ।—সহসা কর্ণ মধ্যে তীব্র বেদনা।

বাম কর্ণাভ্যন্তরে দপদপকারী লৌহবেধবৎ বেদনা, ভিতর হইতে বাহির দিকে বেদনার গতি।

৭ নাসিকা।—নাসিকারন্ধ্র-ব্যবচ্ছেদক উপাস্থিতে বেদনা।

গলমধ্যে প্রচুর শ্লেষ্মা আসিয়া পড়ে, তজ্জন্য খক করিয়া তুলিতে হয়; অবিরত গলাধঃকরণ প্রবৃত্তি।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের ও চোয়ালের অস্থিতে বেদনা ও ক্ষত বোধ।

১০ দন্ত।—কসের দন্ত লম্বা বোধ হয় এবং একত্র করিতে কষ্ট।

দন্তে আকৃষ্টবৎ বেদনা; দন্তে দন্তে চাপিতে চেষ্টা করে।

চোয়ালের কাঠিন্য।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বার লেপ :—মূলদেশে ঘন পীত; পশ্চাৎ-দেশে উজ্জ্বল পীত জিহ্বাগ্রে ও প্রান্তে লাল।

১২ মুখমধ্য।—মুখগহ্বর, ওষ্ঠদ্বয় এবং জিহ্বা শুষ্ক ও আঠা আঠা।

১৩ গলমধ্য।—শুষ্কতা সহ পুনঃ পুনঃ ঢোক গেলা।

গলগহ্বর ও গলকোষের প্রদাহ, উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষতবৎ দৃষ্ট হয়; দক্ষিণ টন্‌সিলে অধিক; লালা-নিঃসারক গ্রন্থি সমূহের স্ফীততা; দুর্গন্ধ স্রাব।

গলমধ্যে প্রচুর দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা; খক করিয়া কাসিলে ওয়াক আইসে।

গলমধ্যে পিণ্ডবৎ অনুভব।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা পরিবর্ত্তনশীল; খাদ্য দর্শনে বিতৃষ্ণা।

অত্যধিক পিপাসা; সময়ে সময়ে অম্লযুক্ত পানীয়ে ইচ্ছা।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—বিবমিষা, ভ্রমি, তৎসহ মাথা কেমন করা ও হৃদপিণ্ড স্থানে শ্বাসাবরোধ।

১৭ পাকস্থলী।—দুর্ব্বল, খালি বোধ, বিবমিষা।

পাকাশয়ের জ্বালাকর, মুষ্টবৎ বেদনা।

কর্ত্তনবৎ বেদনাসহ বিবমিষা এবং বমনের উপক্রম।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃৎ প্রদেশে সূচীবেধ, হস্ত দিয়া প্রচাপনে উপশম; দক্ষিণ বক্ষে, পৃষ্ঠে, যকৃৎ স্থানে বেদনা; স্কন্ধাস্থির নিম্নে বেদনা, সঞ্চালনে এবং রাত্রে বৃদ্ধি।

১৯ উদর।—আধ্মানের ন্যায় উদরের কাঠিন্য।

তপ্ত অঙ্গারের দ্বারা দহনবৎ নাভিস্থলে জ্বালাকরা।

বাহ্যের পূর্ব্বে, তল পেটে দুর্ব্বলতা বোধ।

২০ মল।—কর্ত্তনবৎ পেট বেদনা তৎপরে অতিসার অথবা দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ; মল তরল, কপিশ, ফেণিল।

বারম্বার বাহ্যের বেগ।

রক্ত শূন্য বা রক্তমিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ স্রাব।

অতিশয় কুন্থনের সহিত দুশ্ছেদ্য মল।

২১ মূত্র।—প্রচুর, ঘোর লালবর্ণ; অত্যল্প পরিমাণে।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—অশ্লীল স্বপ্নের পরে প্রচুর রেতঃস্খলন।

কঠিন উপদংশ ক্ষত (রোগ হইবামাত্র এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে গৌণ লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইতে পায় না)।

বেদনাবিহীন উপদংশ ক্ষত, তৎসহ কুচকির গ্রন্থির স্ফীততা, কিন্তু পাকিবার মত নহে।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—হরিদ্রাবর্ণের প্রদর, বিশেষ বালিকাগণের।

২৪ গর্ভ।—প্রাতঃকালীন বিবমিষা।

২৫ লেরিংক্স।—স্বর লোপ, স্বর ভঙ্গ।

২৬ কাশি।—সরল, ঘড় ঘড়ে কাশি, শ্বাসনলীতে শ্লেষ্মা পূর্ণ; প্রচুর ও পীতবর্ণ নিষ্ঠীবন।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ পার্শ্ব মধ্যে বেদনা।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড, নাড়ী।—হৃদপিণ্ডে তীব্র বেদনা।

হৃদপিণ্ডের সহসা আক্ষেপিক ক্রিয়া বা গতি।

নাড়ী দুর্ব্বল, অসমান এবং শ্রান্ত।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা অনম্য; পশ্চাৎ মস্তকে বেদনা, শয়নে বৃদ্ধি।

পৃষ্ঠে তীব্র বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহু অনম্য এবং টাটানি, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

বাহু ও হস্তদ্বয় অসাড়।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পদে ক্লান্তি বোধ।

পদমধ্যে অতীব্র লৌহবেধবৎ বেদনা, রাত্রে অধিক।

পায়ের ডিমে ভারি এবং খঞ্জবৎ বেদনা, তৎসহ বাম জানু সন্ধিতে বেদনা। পদে খঞ্জবৎ বোধ।

৩৫ অবস্থিতি।—ব্যায়ামে উপশম হয়।

সঞ্চালন : ৩২। উত্থান : ২। শয়ন : ৩১।

৩৬ স্নায়ু।—অতিশয় ক্লান্তি বোধ; বিশেষতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের।

মূর্চ্ছার ভাব, উপাসনা মন্দিরে বেশী।

৩৭ নিদ্রা।—রাত্রি ১ টা পর্য্যন্ত নিদ্রাহীনতা।

ভীতিজনক স্বপ্ন।

৩৮ সময়।—রাত্রি : ৫, ৩৩, ৩৭, ৪৬।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—শীতল বায়ুতে চৈতন্যাধিক্য।

খোলা বায়ুতে অসুস্থতা বোধ উপশম করে।

বৃদ্ধি :—ঠাণ্ডা, আর্দ্র বায়ুতে; বসন্ত ঋতুতে।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সার্ব্বাঙ্গিক কম্পনের সহিত শীত।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ১২, ১৮, ২৮। বাম : ৬, ১৬, ৩৩।

অভ্যন্তর হইতে বাহ্যদিকে : ৬।

৪৪ তন্তু।—গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি ও কাঠিন্য।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—প্রচাপন : ১০, ১৮।

৪৮ চর্ম্ম।—সর্ব্বাঙ্গে কঠিন প্যাপুলি।

সর্ব্বশরীরে বিরক্তিকর কণ্ডূয়ন, রাত্রে বৃদ্ধি।

বক্ষ ও উদরে উজ্জ্বল লালবর্ণ উদ্ভেদ।

উপদংশ দোষ গ্রস্ত শিশুগণের মুখমণ্ডলে পীড়া।

মার্কুরিয়াস্ আওডেটস্ রুবার।

(বিন্-আওডাইড অভ মার্কারি।)

পরীক্ষক :—আমেরিকার পরীক্ষক সম্মিলনী।

১ মন।—সর্দ্দিতে মস্তকে স্তব্ধ ভাব; খোলা বায়ুতে বিচরণে উপশম।

প্রলাপের সঙ্গে জর বর্দ্ধিত, তৎসহ গলকোষে ও টন্সিলে ক্ষত।

সন্ধ্যাকালে প্রফুল্ল, কোন সন্তোষকর ঘটনার পর; আনন্দিত; যদিও মস্তকের অবস্থা মন্দ।

অপ্রফুল্ল, ক্রন্দন-প্রবণ।

প্রাতে জাগ্রত হইয়া অসন্তুষ্ট ও খারাপ আস্বাদ বিশিষ্ট।

২ চৈতন্য।—পেট বেদনার সময় মস্তক ঘূর্ণন; পদার্থসকল তাহার (স্ত্রী) চারিদিকে ঘূর্ণিত হইতেছে এরূপ অনুভব।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—সম্মুখ মস্তকে দৃঢ় রজ্জুবদ্ধ এরূপ অনুভব হয়।

মূর্দ্ধাদেশে দপদপানি এবং আঘাত করার ন্যায়।

শিরঃপীড়া সহ অন্ত্রশূল।

চক্ষুর উপর প্রচাপন।

অতীব্র শিরঃপীড়া, বৈকালে এবং সন্ধ্যায় বৃদ্ধি।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তকের অস্থিতে (প্রধানতঃ পশ্চাৎ মস্তকের) বেদনা।

মস্তকের উপরে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি।

৫ চক্ষু।—চক্ষুতে প্রদাহ, জ্বালা, এবং অশ্রুস্রাব; উজ্জ্বল আলোক অসহ্য।

৬ কর্ণ।—শ্রুতি শক্তির মৃদুতা; সময়ে কর্ণ বন্ধ হইয়া যায়; সন্ধ্যাকালে ভাল।

দক্ষিণ কর্ণে শূলবেদনা।

কর্ণে কণ্ডূয়ন।

কর্ণমূল ও তন্নিকটস্থ গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি।

৭ নাসিকা।—প্রতিশ্যায় ও শ্রুতিশক্তির মৃদুতা, বিচরণ করিতে করিতে উষ্ণতা বোধ হইলে উপশম।

প্রচুর হাচি, তৎসহ নাসিকা হইতে তরল স্রাব।

প্রতিশ্যায় সহ দক্ষিণ নাসা উষ্ণ ও স্ফীত।

শাদা হরিদ্রাবর্ণযুক্ত বা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা স্রাব, নাসিকার, অস্থি বিকৃতি।

নাসিকার পশ্চাৎ ছিদ্র হইতে খক্ করিয়া শ্লেষ্মা তুলিয়া থাকে।

নাসিকাপুটে চিপীটিকাবৎ উদ্ভেদ।

মুখমণ্ডল।—বাম গণ্ডস্থলে এবং চক্ষুতে কামড়ানি।

মুখমণ্ডলের দক্ষিণ দিকে মামরী।

নিম্নমুখমণ্ডল।—রগ ও চোয়ালে বেদনা।

চিবুকে আরক্ত পামা রোগ।

১০ দন্ত।—মাড়ী স্ফীত, দন্তশূল, গ্রন্থি স্ফীত; মুখমধ্যে স্ফোটক, তজ্জন্য অনিদ্রা; কখন প্রফুল্ল, কখন বিষণ্ণ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—জাগ্রত হইলে আঠাবৎ; তিক্ত; ধাতুর স্বাদ।

জিহ্বার শুষ্কতা, মুখমধ্য সরস করিতে চায়।

জিহ্বাতে হাজিয়া যাওয়া বোধ, জিহ্বাগ্রে ছোট ছোট ফোস্কা।

অন্ত্র-শূলসহ জিহ্বা কণ্টকিত।

জিহ্বার উপর উপক্ষত।

১২ মুখমধ্য।—প্রচুর লালাতে মুখপূর্ণ; নিম্ন চোয়ালের দন্তে কামড়ানি বেদনা।

বাম গণ্ডস্থলের অভ্যন্তরে ক্ষত বা টাটানি।

১৩ গলমধ্য।—বারবার খক্ খক্ করিয়া কাসিয়া শক্ত শাদা শ্লেষ্মা তুলে।

গলার ভিতরে পিণ্ডবৎ অনুভব, উহা কাশিয়া তুলিতে প্রবৃত্তি; খক্ করিয়া একটী কঠিন হরিতাভ পিণ্ড তুলে।

জাগিলে পর গলমধ্যে বেদনা; ঢোক গিলিতে কষ্ট।

বাম টন্‌সিল স্ফীত; গল কোষ আরক্ত; ‖ ডিপথিরীয়াবৎ ক্ষত, হনু নিম্নস্থিত গ্রন্থির বেদনাযুক্ত স্ফীততা।

গলার ভিতরে স্থানে স্থানে কতকগুলি অগভীর ক্ষত।

কষ্টকৃত গলাধঃকরণ, তৎসহ গলমধ্যে ক্ষত।

ঢোক গিলিতে ক্লেশ। * ডিপ্‌থিরীয়া।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—পান করিতে ইচ্ছা, কিন্তু মাত্রায় অল্প।
খাদ্য অধিক লবণাক্ত হয় এই প্রবৃত্তি।

১৫ পানাহার।—মাধ্যাহ্নিক আহারের পর বুক জ্বালা।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উচ্চ এবং তিক্ত উদ্গার।
বিবমিষা এবং গল ক্ষত।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—দক্ষিণ দিকে কামড়ানি এবং পূর্ণ বোধ।
যকৃত প্রদেশে সহসা কর্ত্তনবৎ বেদনা।
যকৃত, ক্লোম এবং প্লীহা প্রদেশে ভারি ও বেদনা বোধ।

১৯ উদর।—নাভির চারিদিকে স্ফীতি, তৎসহ তৎতৎস্থান প্রচাপনে বেদনা।
পেট বেদনার পরে ভেদ।
অন্ত্রের সমস্ত অংশে অসুখ জনক বেদনা বোধ।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল অধিক পরিমাণে, পীতাভ কটা, জলবৎ এবং সামান্য শ্লেষ্মা ও রক্ত মিশ্রিত; তৎপুর্ব্বে পেট বেদনা; বাহ্যের পরেও সামান্য বেগ ও প্রবৃত্তি থাকে।
বহু দিনের দুরারোগ্যকর অর্শ।

২১ মূত্র।—বার্দ্ধিত মূত্র প্রবাহ।
পুনঃপুনঃ প্রস্রাবের প্রবৃত্তি, ক্ষণকালের জন্য তিনি (স্ত্রীলোক) মূত্র ধারণ করিতে পারেন না।
মুত্রাধারে ক্ষত।

২৩ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতি ইচ্ছা, বিশেষতঃ নিদ্রা যাইবার সময়।
স্বপ্ন দোষ।
দক্ষিণ অণ্ডকোষ অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্য।
মেঢ্র ত্বকের সম্মুখে কঠিন, আরক্ত স্ফীতি এবং মধ্যস্থলে বেদনা শূন্য কঠিন উপদংশ ক্ষত।
বাম অণ্ডকোষে সার্কোসিল। * উপদংশ।
| বাগী, বহুদিন পূজস্রাবী। কঠিন উপদংশ ক্ষত।

২৫ লেরিংক্স।—সম্পূর্ণ বাকরোধ।

সন্ধ্যাকালে একটুকু ভিজিলে স্বরভঙ্গ এবং কর্কশ স্বর।

শ্বাস নালীর গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি; শীত উত্তাপ হ্রাস বৃদ্ধি-পরিবর্ত্তনে পুরাতনাকার ধারণ করে।

২৭ কাশি।—আল্ জিহ্বা বৃদ্ধি বশতঃ কাশি; তৎসঙ্গে গলক্ষত এবং সরল শ্বেতাভ আঠাবৎ নিষ্ঠীবন।

প্রচুর পীতবর্ণের নিষ্ঠীবন।

২৮ ফুসফুস।—সমস্ত বক্ষে এক প্রকার ক্ষণস্থায়ী টাটানি বোধ জন্য জাগ্রত হইয়া উঠা।

বক্ষঃস্থল বরাবর সংকোচন ভাব।

দক্ষিণ স্তনের নিম্নে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

২৯ হৃদপিণ্ড ও নাড়ী।—বক্ষে ও হৃদপিণ্ডে কর্ত্তনবৎ তীব্র বেদনা।

৩০ বহির্বক্ষ।—বায়ুতে ভ্রমণের পর, বামদিকস্থ পঞ্জরের পেশীতে বিদ্ধবৎ বেদনা।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—দন্তশূল ও আরক্ত জ্বরের সঙ্গে গ্রীবার গ্রন্থি স্ফীত।

মেরুদণ্ড বেদনাযুক্ত বা টাটান।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধসন্ধিতে বাত সদৃশ বেদনা।

বগলের বাঁচিতে পুঁজ হয়।

হস্তের হিউমারাস অস্থির মধ্যস্থলে মৃদু কামড়ানি এবং ভগ্ন হইবে এরূপ অনুভব।

বাম হস্তের তালু ফাটাফাটা, এবং উহা হইতে রস পড়িতে থাকে।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—জংঘা হইতে গুল্ফ পর্য্যন্ত কামড়ানি, যেন তিনি (স্ত্রী) অনেক মাইল বিচরণ করিয়াছেন, অস্থিতে বেদনা বেশী।

জানুসন্ধির দৌর্ব্বল্য।

পায়ের ডিম হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত বেদনা।

পায়ের তলায় ছিন্নবৎ বেদনা; পদদ্বয় স্ফীত, গুল্ফের চারিদিকে বেশী; ঘরের মেজে ধৌত করার পর।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—বাতের বেদনা, প্রধানতঃ পৈশিক, এক-

বার এখানে একবার সেইখানে; একবার হাতে, একবার পায়; বাম কর্ণে কর্ণশূলবৎ বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি।—সঞ্চালন : ৩২, ৩৩। ভ্রমণ : ৩০; খোলাবায়ুতে : ১।

৩৬ স্নায়ু—পরিশ্রান্ত, বিশেষতঃ সম্মুখ বাহুতে বাতের বেদনাসহ; মৃষ্টবৎ অনুভব।

৩৭ নিদ্রা।—রাত্রি ৮টার সময় নিদ্রালু; প্রত্যেক অপরাহ্নে গাঢ় নিদ্রা।

নিদ্রা যাইলে দন্তশূল।

অনিদ্রার সহিত গলক্ষত।

রাত্রি ১২ টা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অস্থির, তৎসহ ডায়াফ্রামে সংকোচন।

স্বপ্ন :—সন্তরণ; বন্দুক ছোড়া; ভ্রমণ; অশ্লীল।

জাগ্রত হইলে :—বিষন্ন; বক্ষে বেদনা; গলায় ক্ষত ও আঠা আঠা স্বাদ।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ১। অপরাহ্ন : ৩, ৩৭। সন্ধ্যা : ১, ৩, ৬, ২৫, ৩০, ৩৭। রাত্রি : ৪০। শেষরাত্রি : ৩৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—বিচরণে উষ্ণ হইলে : ৭। শয্যায় : ২৭। ভিজিলে : ২৫। শীতল আর্দ্র বায়ুতে : ৩৭। ঋতু পরিবর্ত্তনে শীতল : ২৫। গৃহ ধৌত করার পর : ৩৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শয়ন কালে শীত।

অত্যন্ত কম্প, তৎপরে জ্বরবেগ; কম্পিত, তৎপরে মুখমণ্ডলে উষ্ণভাব।

প্রতিশ্যায় সহ জ্বর।

শয্যায় রাত্রে ঘর্ম্ম। *প্রতিশ্যায়।

প্রচুর নৈশ ঘর্ম্ম; উষ্ণ ঘর্ম্ম।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩, ৬, ৭, ৯, ১৮, ২২, ২৮। বাম : ৮, ১৩, ২২, ৩০, ৩২, ৩৪। উচ্চ হইতে নিম্নে : ৩৩। নিম্ন হইতে উচ্চে : ৩৩।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি।—স্পর্শ: ৩৩, ৪৬।

৪৬ চর্ম্ম।—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাটা।

এখানে সেখানে কঠিন প্যাপুলি।

কঠিন উপদংশক্ষত (শীঘ্র দিলে গৌণ লক্ষণ সকল বন্ধ করে)।

পষ্টুল সকল, তলা প্রদাহিত, স্পর্শে বেদনাযুক্ত ; অল্প অল্প চুলকায়, উপরে মামড়ী পড়িয়া থাকে কিন্ত ভিতর হইতে পুঁজ নিঃসরণ হয়।

উপদংশ ক্ষত।

৪৮ সম্বন্ধ।—আরক্ত জ্বরে বেলেডনার পরে মার্কুরিয়াস বিন্ আইওড্ সুফলপ্রদ।

মার্কুরিয়াস্ করোসাইবস্।

পরীক্ষক :—বুকনার।

১ মন।—কেহ কিছু বলিলে বুঝিতে পারে না এবং বক্তার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে।

বুদ্ধি বৃত্তির ক্ষীণতা।

মন অলস বা বিষণ্ণ তৎসহ পরিপাক ক্রিয়া দুর্ব্বল।

উৎকণ্ঠায় নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায়।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন, তৎসহ শীতলতা, শীতল ঘর্ম্ম : তৎসহ বধিরতা, নত হইলে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—রগে প্রবল শিরোবেদনা।

মস্তকের গুরুত্ব।

সম্মুখ মস্তকের মধ্যে সূচীবেধ।

৪ বহির্ম্মস্তক।—মস্তক এবং গ্রীবার স্ফীততা।

৫ চক্ষু।—পদার্থ সকল ক্ষুদ্রতর দেখায় ; কিম্বা দ্বিত্ব দৃষ্টি।

চক্ষুর কনীনিকা সঙ্কুচিত এবং অচেতনতা।

অত্যধিক আলোকাতঙ্ক এবং বিদাহী অশ্রুস্রাব।

কর্ণিয়াতে ফোস্কা এবং গভীর ক্ষত ; দুর্গন্ধ বিদাহী স্রাবে চারি পার্শ্বে ক্ষতযুক্ত করে ; স্ফোটের ন্যায় চক্ষুর চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসকুড়ি।

উপদংশ দোষজনিত তারকামণ্ডল প্রদাহ ; রাত্রে বেদনা বৃদ্ধি।

রেটিনা-প্রদাহ, তৎসহকারে ভ্রূতে কর্ত্তনবৎ বেদনা, অস্থিতে বেদনা।

নবজাত শিশুর চক্ষু প্রদাহ, তৎসহ বিদাহীস্রাব ; ঔপদংশিক প্রদর হইতে উৎপন্ন।

অক্ষিপুট :—স্ফীত, বা বিসর্পযুক্ত ; আরক্ততা, অবদীর্ণতা ; উহার প্রান্তভাগে পুরু মামরীযুক্ত ; কিনারা স্ফীত, জ্বালা ও কট কট করা ; আক্ষেপিকরূপে রুদ্ধ।

৬ কর্ণ।—প্রদাহের সঙ্গে কর্ণ মধ্যে সূচীবেধ।

কর্ণ হইতে দুর্গন্ধ পূষস্রাব।

৭ নাসিকা।—নাসিকার আরক্ততা ও স্ফীতি।

স্রাবযুক্ত সর্দ্দি ; ঘ্রাণ লোপ।

পূতিনস্য ; নাসারন্ধ্রের ভিতরের উপাস্থি ছিদ্র হইয়া যায়।

নাসিকা রুদ্ধ কিন্তু স্রাবযুক্ত ; নাসারন্ধ্রে অবদরণ ও জ্বালা করা।

৮ মুখমণ্ডল।—ওষ্ঠ স্ফীত ও বিপর্য্যস্ত বা উল্‌টান ; ঘোর লাল স্ফীত ওষ্ঠ।

মুখমণ্ডল এবং গণ্ডদ্বয় আরক্ত, শক্ত ও স্ফীতিযুক্ত।

বিকৃত মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবর্ণ।

মুখমণ্ডলের শোথের ন্যায় স্ফীতি ও পাণ্ডুবতা ; এল্‌বুমিনুরিয়া।

মুখমণ্ডলের পীতবর্ণত্ব।

১০ দন্ত।—দন্তের শিথিলতা ; বেদনা করে, ও পড়িয়া যায়।

মাড়ী স্ফীত ; কৃত্রিম ঝিল্লি দ্বারা আবৃত ; পচনশীল ; সহজে রক্তস্রাবী।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—ওষ্ঠ এবং জিহ্বা শ্বেতাভ এবং সঙ্কুচিত।

জিহ্বা ঘন শাদা শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত, কিম্বা শুষ্ক ও লাল উন্নত প্যাপিলি ; শ্বেত লেপাবৃত, স্ফীত এবং অনম্য।

জিহ্বার স্ফীতি সহ লালাস্রাব রোগ।

১২ মুখমধ্য।—মুখগহ্বর দগ্ধ হইয়াছে এরূপ অনুভব।

মুখে ধাতব বা লবণাক্ত স্বাদ।

অনিবার্য্য পিপাসা সহ মুখশোষ

মুখমধ্যে, গলার ভিতরে বা মাড়ীতে ক্ষত, তৎসহ দুর্গন্ধ নিশ্বাস।

লবণাক্ত স্বাদ সহ লালাস্রাব ; লালা রক্তবৎ, ঈষৎ পীতাভ, দুশ্ছেদ্য এবং বিদাহী।

মুখমধ্যে বেদনাযুক্ত জ্বালাকরা, পাকাশয় পর্য্যন্ত প্রসারিত, মুখ-গহ্বর এবং ওষ্ঠ উপক্ষত দ্বারা আবৃত ; ওষ্ঠের উপরে ক্ষতের চারিধারে ছোট ছোট ফোস্কা, জ্বালা করে।

১৩ গলমধ্য।—উপজিহ্বা স্ফীত, বিবৃদ্ধ, মলিন আরক্ত।

গলমধ্যের প্রবল প্রদাহ, তজ্জন্য গিলিতে পারা যায় না এবং শ্বাস-রোধের আশঙ্কা জন্মায়।

টন্সিল স্ফীত এবং ক্ষতাবৃত।

গলমধ্যে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।

গিলিতে যাইলে বিবমিষা এবং বমন।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা থাকে না।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—বমন :—অণ্ডলালযুক্ত পদার্থ ; দুশ্ছেদ্য কিম্বা সূত্রবৎ শ্লেষ্মা ; সবুজ, তিক্ত পদার্থ ; পিত্ত ; রক্ত ; কাফিচূর্ণ সদৃশ, জমাট রক্ত সহ ; কেবল পুয বমন।

১৭ পাকস্থলি।—পাকাশয় প্রদেশে স্ফীতি ও টাটানি, সামান্য স্পর্শ সহ্য হয় না (এমন কি বস্ত্রের স্পর্শ পর্য্যন্ত)।

পাকাশয় মধ্যে জ্বালাকরা, চর্ব্বনবৎ, চিড়িক মারা বেদনা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যেন যকৃতের মধ্য প্রদেশে সূচীবেধ।

১৯ উদর।—উদরের স্ফীত ভাব, সামান্য স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

নাভির নিম্নে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

উদরমধ্যে দগ্ধবৎ বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—পীত, সবুজবর্ণ, পিত্ত মিশ্রিত, তৎপরে আম এবং রক্ত ; তৎসহ কুন্থন এবং অসহ্য কর্ত্তনবৎ শূল-বেদনা ; বাহের পর সরলান্ত্রে এবং মূত্রাধারে জ্বালা ও উদ্বেগ ; মধ্য রাত্রির পরে বৃদ্ধি, বেদনাযুক্ত রক্ত মিশ্রিত ভেদ সহ বমন।

কোষ্ঠবদ্ধতা।

২১ মূত্র।—মূত্রাধারের আবেগ; মূত্রবন্ধ।

মূত্র:—বর্দ্ধিত; স্বল্প, উষ্ণ, রক্তবর্ণ; অতিশয় বেদনাসহ বিন্দু বিন্দু মূত্রত্যাগ; অম্ল, কটাবর্ণ, তাহাতে ইষ্টকচূর্ণ অধঃক্ষেপ।

সূত্রের গুচ্ছ অথবা মলিন মাংস খণ্ডের ন্যায় খণ্ডখণ্ড শ্লেষ্মা মিশ্রিত মূত্র।

মূত্রে অণ্ডলাল; ডিপ্‌থিরিয়ার পর কিম্বা ব্রাইটাখ্য পীড়ায়।

হরিতাভ স্রাববিশিষ্ট প্রমেহ, রাত্রে বৃদ্ধি; জ্বালাজনক যন্ত্রণাযুক্ত মূত্রত্যাগ।

মুদা রোগ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—নিদ্রিতাবস্থায় প্রবল লিঙ্গোত্থান।

বাম অণ্ডকোষে তীব্র বেদনাযুক্ত হুল বিদ্ধবৎ যাতনা।

যখন উপদংশ ক্ষত পচা আকৃতি বিশিষ্ট এবং জলবৎ দূষিত পূযস্রাবী হয়।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু শীঘ্র এবং পরিমাণে অধিক হয়।

ঈষৎ পীতবর্ণ স্রাব বিশিষ্ট প্রদর; স্রাবে ঈষৎ মিষ্ট গন্ধ।

২৫ লেংরিক্স।—স্বরলোপ বা স্বরভঙ্গ; টেুকিয়াতে জ্বালা ও হুলবিদ্ধবৎ যাতনা, বক্ষঃস্থল অনুপ্রস্থে সংকুচিত বোধ।

খাদ্য গিলিতে লেরিংক্সে বেদনা; জিহ্বা অবনমনে বেদনার আধিক্য; গলমধ্যে ছুরিকাদ্বারা কর্ত্তনবৎ যাতনা।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসক্রিয়া মৃদু; বাধাযুক্ত, দীর্ঘ শ্বাস।

অত্যধিক শ্বাসকৃচ্ছ্রতা; হৃদস্পন্দন।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—রক্তাক্ত নিষ্ঠীবনযুক্ত কাস।

বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তর (দক্ষিণ দিকের নিম্নভাগে) দিয়া সূচীবেধ।

২৯ হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—নিদ্রাবস্থায় হৃদস্পন্দন।

নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল, সবিরাম, সময়ে সময়ে কম্পনশীল।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার গ্রন্থি সকল কঠিন এবং স্ফীত।

মূত্রপিণ্ডে, পৃষ্ঠে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বেদনা; বৃক্ক বিকৃত।

জানু উচ্চ করিয়া চিৎ হইয়া শয়ন।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহু হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত অতিশয় স্ফীত, আরক্ত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কাবৃত।

বাম স্কন্ধে বাতের মত বেদনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—দক্ষিণ বঙ্ক্ষণ সন্ধিতে সূচীবেধ।

পদদ্বয়ে আলস্য বা অসাড় বোধ।

ঊরুদ্বয়ের পেশীতে এবং পায়ের ডিমে শিথিল ভাব।

পায়ের ডিমে খল্লি। * রক্তামাশয় রোগ।

পদদ্বয় বরফ সদৃশ শীতল।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শীতলতা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেগুণে রং বিশিষ্ট ; তৎসহ আক্ষেপিক, দ্রুত নাড়ী।

ঊর্দ্ধাধঃ অঙ্গের পক্ষাঘাত।

৩৫ অবস্থিতি।—সঞ্চালন : ৪০। অবনমন : ২, ৪০। উত্থান : ৪০।

৩৬ স্নায়ু।—মুখমণ্ডল এবং হস্তপদের পেশীর আক্ষেপিক উৎক্ষেপ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আক্ষেপ ; আক্ষেপিক সংকোচন।

৩৭ নিদ্রা।—কম্পন। নিদ্রাকালে, প্রবল হিক্কা।

নিদ্রালুতা।

নিদ্রিত হইবার সময় ভয়ানক চমকিয়া উঠা।

মাথাঘোরার জন্য নিদ্রাহীনতা ; উৎকণ্ঠার জন্য।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ৪০। সন্ধ্যা : ৪০। রাত্রি : ৫, ২১, ...

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—খোলা বায়ুতে বৃদ্ধি : ৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—কম্প :—সামান্য সঞ্চালনে এবং খোলা বায়ুতে, প্রায়ই পেটবেদনা সহ ; সন্ধ্যাকালে ; বিশেষতঃ মস্তকে, রাত্রিতে শয্যায় শয়নকালে।

বাহ্যিক উত্তাপ সহ পীত বর্ণ ত্বক।

চর্ম্মে জ্বালা জনক উত্তাপ।

অবনত হইলে উত্তাপ এবং উত্থিত হইলে শীতলতা।

রাত্রে ঘর্ম্ম, কিম্বা প্রাতঃকালে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

শীতল ঘর্ম্ম, প্রায়ই কপালে ; অথবা সার্ব্বাঙ্গিক শীতল ঘর্ম্ম ; উদ্বেগসহ।

৪১ আক্রমণ।—শরৎকাল: ২০।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ২৮,৩০। বাম: ২২,৩২। উচ্চ হইতে নিম্নে: ১২।

৪৪ তন্তু।—বাম্বী।

গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি।

উপর চোয়ালের অস্থিক্ষয় রোগ।

অস্থিবেষ্ট ঝিল্লিতে আকৃষ্টবৎ বেদনা সহ মস্তকে উষ্ণতা; অস্থিবেষ্ট-প্রদাহ।

সাধারণ শোথ; মুখ লাল ও স্ফীত। * ব্রাইটাখ্য পীড়া।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শে বৃদ্ধি: ১৭,১৯।

৪৬ চর্ম্ম।—ত্বকের দাহ ও আরক্ততা, তৎসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি।

নখের ধূসরবর্ণতা।

উক্ত বিষের ধূম লাগিয়া যে যে স্থান ঘর্ম্মাক্ত হয়, তৎতৎ স্থানে অতিশয় দুঃসাধ্য পামা রোগ।

গৌণ উপদংশের উদ্ভেদ।

ছিদ্র হয় এবং পচিয়া যায় এরূপ ক্ষত।

৪৮ সম্বন্ধ।—মার্কুরিয়াস-করের দোষঘ্ন সাইলিশিয়া।

ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বনিকা।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—অসুস্থতা সহ হস্ত কম্পন এবং অন্যমনস্কতা।

উষ্ণ খাদ্য ভোজনকালে, সর্ব্বাঙ্গ মধ্যে ব্যাকুলতা ও উষ্ণতা, বিশেষতঃ মস্তক মধ্যে।

মানসিক পরিশ্রমে ও বাক্য কথনে অসুস্থতা বৃদ্ধি।

২ চৈতন্য।—জানু পাতিয়া বসিলে মাথাঘোরা; দাঁড়াইলে যেন সমস্ত পদার্থ ঘুরিতেছে; সন্ধ্যাকালে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—সম্মুখ মস্তকে চাপ বোধ।

মানসিক পরিশ্রমে এবং বহুজনাকীর্ণ স্থানে চাপপড়া বেদনা।

বিরক্তির পর (১ টা হইতে ১০ টা রাত্রি পর্য্যন্ত) চিড়িকমারা শিরঃপীড়া।

প্রত্যূষে উঠিলে পর ছুরিকাবিদ্ধবৎ শিরঃপীড়া।

মস্তকে রক্তাধিক্য, বিশেষতঃ ধূম পান কালে।

মস্তকের ভিতরে ও হস্তে উত্তাপ, তৎসহ পর্য্যায়ক্রমে মুখমণ্ডলের আরক্ততা ও পাণ্ডুরতা।

বহির্ম্মস্তক।—মূৰ্দ্ধা দেশে দুষ্টবৎ অনুভব।

মস্তকের শীর্ষদেশে বেদনা, যেন কেশ আকৃষ্ট হইয়াছে।

মস্তকে দদ্রু, বর্ষাকালে কণ্ডূয়ন।

মস্তকের কেশ পতন।

চক্ষু।—চক্ষু সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু দর্শন।

মুকুরাকৃতি ছানি।

কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা।

অক্ষিকোঠরের স্ফীতি।

চক্ষুর শুষ্কতা; অথবা প্রচুর অশ্রুস্রাব।

চক্ষু প্রদাহ, তৎসহ আরক্ততা, জ্বালাকরা এবং অস্পষ্ট দৃষ্টি

প্রাতে অক্ষিপুটের সংযোজন, তৎসহ চক্ষু মধ্যে চাপ বোধ।

কর্ণ।—দক্ষিণ কর্ণ মধ্যে নানা প্রকারের শব্দ সহ শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা

কর্ণ প্রদাহ সহ বাহ্য আরক্ততা এবং অত্যন্ত টাটানি বোধ।

নাসিকা।—প্রাতে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, দক্ষিণ দিক্ অধিক। নাসিকা মধ্যে জল পূর্ণ ফুস্কুড়ি।

শুষ্ক সর্দ্দি এবং নাকবন্ধ হইয়া যাওয়াতে রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ।

মুখমণ্ডল।—মুখাবয়ব :—পাণ্ডুর, মৃৎবর্ণ; পর্য্যায় লাল ও পাণ্ডুর।

মুখমণ্ডলে অশিথিলতা বোধ, যেন ডিম্বের শ্বেতাংশ উহার উপরে মাখাইয়া শুষ্ক করা হইয়াছে।

গণ্ডাস্থিতে প্রতিরাত্রে কর্ত্তনবৎ, খনন এবং রুদ্ধ করণবৎ অসহ্য বেদনা, বিশ্রাম কালে অসহ্য, একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়ায়।

গণ্ডাস্থির স্ফীতি সহ দপ্দপ্ করা বেদনা।

মুখমণ্ডলের স্ফীতি এবং কঠিন গুটী গুটি ভাব।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—মুখগহ্বরের চারিদিকে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ।

মুখগহ্বরের উত্তর প্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন গুটীকা।

১০ দন্ত।—আহারের পর দন্তে হুলবিদ্ধবৎ, আঘাতের বেদনা।

দন্তশূল :—যানারোহণে, ঠাণ্ডায় বেশী ; রাত্রে, বিশ্রামকালে অসহ্য বেদনা ; গর্ভাবস্থায় ; বেদনার প্রকৃতি প্রধানতঃ জ্বালাকরা, কর্ত্তনবৎ, আকৃষ্টবৎ, উৎক্ষেপবৎ কিম্বা ক্ষতকারক।

দন্ত লম্বা বলিয়া বোধ হয়।

আক্কেল দাঁত উঠার জন্য পীড়া।

দন্তের শিথিলতা সহ মাড়ীর স্ফীততা।

ধীরে ধীরে দন্তোদ্গম।

মাড়ী, গণ্ডের ভিতর দিক, জিহ্বা, ওষ্ঠ প্রভৃতিতে জ্বালাকর, জলপূর্ণ ফুস্কুড়ি, স্পর্শে রক্তস্রাব হয়।

১১ জিহ্বা।—আস্বাদ :—তিক্ত ; অম্ল।

বারম্বার, সহসা তোত্‌লামি কথা।

১২ মুখমধ্য।—প্রাতে এবং রাত্রে মুখমধ্যে শুষ্কতা।

রক্তাক্ত লালা।

গলমধ্য।—গিলিতে এবং কথা কহিতে গলমধ্যে হুলবিদ্ধবৎ বেদনা।

গলমধ্যে এবং তালুতে শুষ্কতা, জ্বালাকরা।

প্রাতে গলায় পুনঃ পুনঃ শ্লেষ্মা উঠা, তৎসহ গলকোষের শুষ্কতা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ভয়ানক জলের পিপাসা,বিশেষতঃ সন্ধ্যা এবং রাত্রে।

প্রবৃত্তি :—॥ মাংসে ; রুটিতে ; অম্লযুক্ত পানীয়ে।

১৫ পানাহার।—আহার কালে : ১৬। আহারান্তে : ১০। উষ্ণ আহারে : ১।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—অম্লোদ্গার ; অম্লাস্বাদ এবং অম্ল বমন।

অত্যন্ত অপ্রবৃত্তি, বমন করিতে অনিচ্ছা।

নিঃসরণে উপশম।

স্ফীত উদরে অতিশয় গুরুত্ব।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—ঘাসের ন্যায় সবুজ কিম্বা সিদ্ধি গোলা জলের ন্যায়; অম্ল গন্ধ, ফেণিল; অথবা বসার ন্যায় শুভ্র শুভ্র খণ্ড ভাসমান মল।

বাহ্যের পূর্ব্বে পেটবেদনা।

স্তন্যপায়ীদিগের অতিসার; অজীর্ণ দুগ্ধ বাহির হয়।

কোষ্ঠবদ্ধ :—বারম্বার নিষ্ফল চেষ্টায় অত্যল্প মল বা কেবল বায়ু-রণ; মলদ্বারে সূচী বেধ।

ক্ষুদ্র সূত্র কৃমি বা বড় কৃমি।

২১ মূত্র।—মূত্র :—বর্দ্ধিত, বর্ণহীন বা সবুজ; শ্বেতবর্ণ অধঃক্ষেপ।

বিচরণ কালে বা আসন হইতে উঠিলে অনিচ্ছায় মূত্র স্রাব।

প্রস্রাবকালে জ্বালাকর বেদনা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতি প্রবৃত্তির হ্রাস; লিঙ্গোত্থানের অভাব।

বায়ু নিঃসরণ কালে প্রষ্টেটিক রস স্রাব।

অন্ত্র বৃদ্ধি রোগ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রজ :—বিলম্বে, স্বল্প; অপরাহ্নে বন্ধ হয়, বিদাহী, মলিন, আলকাতার ন্যায় কাল; তৎপূর্ব্বে সর্দ্দিতে নাক বন্ধ, উদর মধ্যে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা, গলক্ষত, দুর্ব্বলতা

৪৩ অনুভব।—বিদ্যুৎবৎ চিড়িক মারা স্নায়বিক বেদনা, বামদিকে বেশী; বায়ু প্রবাহে, বায়ু পরিবর্ত্তনে, স্পর্শে বেশী; শয্যা হইতে উঠিয়া গৃহতলে বেড়াইতে হয়।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—প্রচাপনে নিরতিশয় বৃদ্ধি; সর্ব্বাঙ্গ বেদনাযুক্ত। স্পর্শ: ১০। নখঘর্ষণ: ৪৬। আরোহণ: ১০। অশ্বারোহণে বৃদ্ধি।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্মে কণ্ডূয়ন ও শুষ্কতা: ঘর্ষণে কণ্ডূয়ন উপশম প্রাপ্ত হয়।

ত্বকনিম্নে বড় বড় গুটিকা।

বেদনাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, আরক্ত উদ্ভেদ, পরে ত্বক উঠিয়া যায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্ফোট (নিম্নপদে) তৎসহ শিরঃপীড়া এবং হরিদ্রাবর্ণ

ম্যাগ্নেশিয়া মিউরেটিকা

নিদান।

১ মন।—কথা কহিতে অনিচ্ছুক, নির্জ্জনতা ভাল বাসে।

অশ্রুযুক্ত, ক্রন্দন-প্রবণ।

গৃহমধ্যে উদ্বিগ্ন, খোলাবায়ুতে উপশম।

মানসিক পরিশ্রমে রোগ বৃদ্ধি।

২ চৈতন্য।—মস্তক মধ্যে গুরুত্ব, তৎসহ পড়িয়া যাইবে এরূপ মাথা টলে।

প্রাতে উঠিলে মস্তক ঘূর্ণন, খোলাবায়ুতে যাইলে সারিয়া যায়।

সম্মুখ মস্তকমধ্যে অসাড় বোধ, মস্তক স্তব্ধ বোধ হয়; শয়নাবস্থায় এবং প্রাতে জাগ্রত হইলে বৃদ্ধি; উষ্ণভাবে মস্তক জড়াইলে এবং খোলাবায়ুতে ব্যায়ামে উপশম প্রাপ্তি।

মস্তকে রক্তাধিক্য তৎসহ বেদনাযুক্ত আন্দোলন।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—দেড় মাস বা ছয় সপ্তাহ অন্তর সম্মুখ মস্তকে এবং চক্ষুর চারিদিকে বেদনা; বোধ হয় যেন মস্তক ফাটিয়া যাইবে; শয়ন করিতে বাধ্য হয়; সঞ্চালনে ও খোলা বায়ুতে বৃদ্ধি, চাপিয়া ধরিলে উপশম।

রগে কর্ত্তনবৎ সূচীবেধ, তৎসঙ্গে মূর্দ্ধা দেশে স্পর্শাধিক, যেন মস্তকের কেশ সকল টানিয়া তোলা হইয়াছে।

মস্তক মধ্যে উভয় পার্শ্ব হইতে সংকোচন বোধ, তৎসহ উষ্ণ বোধ।

৫ চক্ষু।—আলোক দৃষ্টি করিলে অশ্রুস্রাব এবং চক্ষুতে জ্বালা করা।

স্ক্লেরোটিকা বা শ্বেত ক্ষেত্রের হরিদ্রাবর্ণত্ব।

চক্ষু প্রদাহযুক্ত, তৎসহ শ্বেতক্ষেত্রের আরক্ততা ও অতীব জ্বালা করা।

অক্ষিপক্ষে ক্ষত, উষ্ণগৃহে বেশী; ঋতুর পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগের।

৬ কর্ণ।—শ্রবণশক্তির দুর্ব্বলতা এবং বধিরতা, যেন কর্ণের সম্মুখে কি রহিয়াছে।

কর্ণমধ্যে আঘাতবৎ স্পন্দন।

কর্ণ পশ্চাতের পুরাতন দদ্রুর কণ্ডূয়ন।

৭ নাসিকা।—সর্দ্দিসহ মস্তকের স্তব্ধভাববৎ সঙ্গে ঘ্রাণশক্তি এবং আস্বাদ লোপ; পীতবর্ণ দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা স্রাব।

নাসিকা হইতে বিদাহী, ক্ষতকারী জল স্রাব, রাত্রে নাক বন্ধ।

নাসিকার বা নাসাপুটের আরক্ততা এবং স্ফীতি।

নাসিকারন্ধ্রে জ্বালা করা এবং ক্ষতের ন্যায় বেদনা।

নাসিকার মধ্যে চিপীটিকা; ক্ষতযুক্ত নাসিকরন্ধ্র, স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

৮ মুখমণ্ডল।—বর্ণহীন, ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ মুখাবয়ব।

মুখের অস্থিতে প্রবল খল্লিবৎ বেদনা।

মুখমণ্ডলে ও কপালে উদ্ভেদ; রাত্রে, উষ্ণগৃহে ও ঋতুর পূর্ব্বে বেশী।

[৯] নিম্নমুখমণ্ডল।—অধরের লাল সীমার প্রান্তে বড় জলপূর্ণ ফুস্কুড়ির কণ্ডূয়ন, তৎপরে জ্বালা।

[১০] দন্ত।—দন্তশূল, দন্তে খাদ্য স্পর্শে অসহ্য বেদনা।

মাড়ীর বেদনাযুক্ত স্ফীতি এবং সহজে রক্ত স্রাবিতা।

কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদর স্ফীতির সহিত ধীরে দন্তোদ্ভেদ।

[১১] জিহ্বা, ইত্যাদি।—দগ্ধ বোধ; মুখগহ্বরের যেন ছাল উঠিয়া গিয়াছে এরূপ বোধ।

জিহ্বাতে বিজগুড়ি, ভয়ানক জ্বালা।

প্রত্যুষে জিহ্বা শ্বেত লেপ; কিম্বা অগ্রভাগ এবং প্রান্তভাগ পরিষ্কার, বিস্তৃত, কোমল এবং পীতবর্ণ। *যকৃতের কাঠিন্য।

আস্বাদ;—রহিত; তিক্ত; রাত্রে অম্লযুক্ত।

১২ মুখমধ্য।—ওষ্ঠের ভিতর দিকে জিহ্বার দ্বারা স্পর্শে কর্কশতা অনুভব।

পিপাসা থাকে না, অথচ মুখশোষ।

মুখমধ্যে জলসঞ্চয়।

[১৩] গলমধ্য।—গলার মধ্যে শুষ্কতা এবং কর্কশতা, তৎসঙ্গে স্বর ভঙ্গ।

পাকস্থলি হইতে গলদেশ অবধি একটি গোলক উঠিতেছে এরূপ ভাব, উদ্গার উঠিলে উপশম।

▌ মুখমধ্যে অবিরত শ্বেতবর্ণ ফেণা উঠা।

ঘন, দুশ্ছেদ্য (কিম্বা রক্ত মিশ্রিত) শ্লেষ্মা কষ্টে খক্ করিয়া তুলিতে হয়।

[১৪] ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা:—কিসের ক্ষুধা, জানে না? তৎপরে বিবমিষা।

মিষ্ট দ্রব্যে স্পৃহা।

ভয়ানক পিপাসা (রাত্রি ৩টা)।

ক্ষুধা লোপ।

[১৫] পানাহার।—আহার: ১৭। মাধ্যাহ্নিক আহারকালে: ২, ২৮। রাত্রের আহারের পরে: ৫।

[১৬] বিবমিষা এবং বমন।—বিচরণকালে উদ্গীরণ।

উদ্গার:—পলাণ্ডুবৎ আস্বাদযুক্ত; উপশম: ৩৬।

বিবমিষা এবং ভ্রমির পর পাকাশয়ের শীতলতা এবং দুর্ব্বলতা; বারম্বার মুখে জল সঞ্চয়ের সহিত; প্রাতে উঠিলে পর।

উদ্গার, মুখপ্রসেক; পাকাশয় এবং যকৃতে চৈতন্যাধিক্য: ৩৮।

পাকস্থলী।—পাকাশয়-গহ্বরে দপদপ করা।

পাকস্থলীতে দৃষ্টবৎ বা ক্ষতবৎ বেদনা, আহার করিলে সারিয়া যায় এবং আহার জীর্ণ হইয়া যাইলে পুনরাক্রমণ।

হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত স্পর্শ করিলে এবং ভ্রমণকালে যকৃতে চাপক বেদনা, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে বৃদ্ধি; যকৃত কঠিন এবং বিবৃদ্ধ।

উদর।—উদর মধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা; কটিতে ছিন্নবৎ সূচীবেধ।

সন্ধ্যাকালে পেট বেদনা উরুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তৎপরে শ্বেতপ্রদর; গুল্মবায়ু রোগ।

রাত্রি ১টার সময় পেটবেদনা, বক্র হইয়া শয়ন করিতে হয়; আবরণ সহ্য করিতে পারে না।

উদরের টান টান, দৃষ্টবৎ টাটান, স্পর্শে চৈতন্যাধিক্য।

মল।—মল:—লম্বা ও কঠিন; মলদ্বারের প্রান্তে আসিয়া বিখণ্ডিত হইয়া পড়ে; উদর স্ফীত; ছাগল নাদির ন্যায় গুটী গুটী।

▌ মলত্যাগ প্রবৃত্তির অভাব, মূত্রাধারেরও ঐরূপ।

বাহ্যে করিতে অধিক চাপ দিতে হয়; অত্যল্প মল অথবা কেবল বায়ু নিঃসরণ হয়।

শ্লেষ্মা এবং রক্ত মিশ্রিত ভেদ।

শ্লেষ্মা এবং রক্তে মল আবৃত থাকে।

মূত্র।—দিবা রাত্রি বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, তৎসহ স্বল্প মূত্রস্রাব।

▌ কেবল উদরের পেশীর দ্বারা বেগ দিয়া মূত্রত্যাগ করিতে পারা যায়।

মূত্রের বর্ণ ঈষৎ পীতবর্ণ, মূত্রত্যাগের পর জ্বালা।

মূত্রনলীর মধ্যে অসাড় বোধ।

পুংজননেন্দ্রিয়।—বারম্বার লিঙ্গোত্থান; অতি প্রত্যূষে, তৎসহ জ্বালা।

আলিঙ্গনের পর পৃষ্ঠে জ্বালাকর বেদনা।

জননেন্দ্রিয়ে এবং মুত্রস্থকে কণ্ডুয়ন, মলদ্বার পর্য্যন্ত প্রসারিত।
মুত্র গ্রন্থ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ডিম্বকোষ প্রদেশে বেগ বা কোঁত পাড়া বেদনা। জরায়ুর ধন্নী উরুদেশ পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত।

রজোরোধ।

রজশোণিত কৃষ্ণবর্ণ, চাপ চাপ; প্রচুর এবং সময়ের পূর্ব্বে বা পরে, তৎসহ প্রবল বেদনা,ঐ বেদনা ভ্রমণে পৃষ্ঠদেশে এবং বসিলে উরুদেশে বেশী হয়: মুখাবয়ব পাণ্ডুর, দুর্ব্বলতা, স্নায়বিক উত্তেজনা।

কটিদেশ চাপিয়া ধরিলে, কষ্টরজঃ নরম পড়ে।

জরায়ু গ্রীবার কর্কট রোগের কাঠিন্য।

জরায়ুর ধন্নীর পর অথবা মলত্যাগের অব্যবহিত পরে শ্বেতপ্রদর; তৎপরে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

২৪ গর্ভ।—গুহ্যবায়ুর আক্ষেপ বশতঃ প্রসব বেদনার বাধা পড়ে।

২৫ লেরিংক্স।—স্বর ভঙ্গের সঙ্গে গলমধ্যে কর্কশতা ও শুষ্কতা; প্রাতে উঠিলে পর।

লেরিংক্স মধ্যে সুড় সুড়ী।

২৬ কাশি।—সন্ধ্যায় এবং রাত্রে শুষ্ক কাশি, তৎসঙ্গে বক্ষঃমধ্যে জ্বালা ও ক্ষত বোধ।

রাত্রে আক্ষেপিক কাশি সহ গল মধ্যে সুড় সুড়ী।

সমুদ্রে স্নানের পর রক্তাক্ত নিষ্ঠীবন: ২৮।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—বক্ষে সহসা গুরুত্ব, তৎসঙ্গে মধ্যাহ্নিক আহারের সময়ে শ্বাসক্রিয়ায় কষ্ট বোধ।

বক্ষে অশিথিলতা ও আকুঞ্চন।

সমুদ্রে স্নানের পর বক্ষে রক্তাধিক্য: ২৭।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড, নাড়ী।—হৃদ্‌পিণ্ডে সূচীবেধ।

উপবিষ্টাবস্থায় হৃদকম্পন, সঞ্চালনে থাকে না।

নাড়ী দ্রুত, উপবিষ্টাবস্থায় দাহ।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবা গ্রন্থির স্ফীততা।

কটিতে এবং নিতম্বে মুষ্টবৎ বেদনা সহ তৎতৎ স্থানে স্পর্শাধিক্য; ঋতু সময়েও।

কটিদেশে সংকোচন এবং আক্ষেপিক বেদনা।

কটিমধ্যে সূচীবেধ, ছিন্নবৎ এবং জ্বালা করা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধ সন্ধিতে বেদনা, বাহু হইতে হস্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত; সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

স্কন্ধে, বাহুতে, মণিবন্ধে এবং হস্ততলে ছিন্নবৎ বেদনা।

প্রাতে জাগ্রত হইলে বাহুতে অসাড়।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—উপবিষ্টাবস্থায়ও পদদ্বয়ে অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব।

পদে গুরুত্ব।

জংঘামধ্যে ছিন্নবৎ এবং উৎক্ষেপ।

ঊরুতে অশিথিলতা এবং অসুস্থতা বোধ, উপশমের জন্য পদসঞ্চালন করিতে হয়।

জানু মধ্যে চাপক বেদনা।

রাত্রে পায়ের ডিমে খল্লী।

সন্ধ্যাকালে পায়ের তলায় জ্বালা।

পদে ঘর্ম্ম।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পাক্ষাঘাতিক আকৃষ্ট ভাব।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অতিশয় দৌর্ব্বল্য; জরায়ুর স্থান চ্যুতি।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন প্রবৃত্তি।

উপবিষ্টাবস্থায় অধিকাংশ লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং ব্যায়াম ও সঞ্চালনে উপশম হয়।

অঙ্গবিস্তৃতি কালে পাকাশয়ে বেদনা লাগে।

সঞ্চালন: ৩, ২৯,৩২, ৩৩। বিচরণ: ১৬, ১৮, ২৩। খোলা বায়ুতে ব্যায়াম: ২। উত্থান: ২, ১৬। শয়ন: ২; দক্ষিণপার্শ্বে: ১৮। শয়ন করিতে বাধ্য: ৩। বক্র হইয়া শয়ন: ১৯। উপবেশন: ২৩, ২৯, ৩৩।

৩৬ স্নায়ু।—গুল্মবায়ু ও আক্ষেপিক উপসর্গ।

নিদ্রালুতার সহিত দিবা রাত্রে অনেক বার আক্ষেপ হয়।

সমুদ্র স্নানের পর বড়ই দুর্ব্বলতা।

সর্ব্বাঙ্গের দুর্ব্বলতা, যেন পাকাশয় হইতে উত্থিত হইতেছে।

মধ্যাহ্নিক আহার কালে ভ্রমিব ভাব, বিবমিষা এবং কম্পন, উদ্গার উঠিলে উপশম।

৩৭ নিদ্রা।—জৃম্ভন ও আলস্যসহ দিবসে নিদ্রালুতা।

অনেক বিলম্বে নিদ্রা যায়; রাত্রে গরম বোধ হওয়াতে নিদ্রানাশ, তৎসহ পিপাসা।

চক্ষু মুদিত করিলেই সর্ব্বাঙ্গে অস্থিরতা; সন্ধ্যাকালে শয্যায়।

উদ্বিগ্নকর, ভয়প্রদ স্বপ্ন, নিদ্রাবস্থায় কথা কহে এবং ক্রন্দন করিয়া উঠে।

৩৮ সময়।—সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি; বেদনা।

প্রাতঃকাল: ২, ১১, ১৬, ২২, ৩২। সন্ধ্যা: ১৯, ৪০। ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত: ৪০। সন্ধ্যা হইতে মধ্য রাত্রি: ৪০। রাত্রি: ৭, ১১, ৩৩। মধ্য রাত্রির পর: ১৯। মধ্য রাত্রি হইতে প্রাতঃকাল: ৪০। দিবা রাত্রি: ২১, ৩৬।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণ গৃহ: ৫। গৃহ: ১। মস্তক উষ্ণভাবে জড়াইলে: ২। আবৃত: ১৯,৪০। খোলাবায়ু: ১, ২, ৩ ৪০। সমুদ্র স্নান: ২৮, ৩৬।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত অগ্নি সন্তাপে হ্রাস হয় না; ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত বেশী; খোলা বায়ুতে এবং শয়নে উপশম; শীতের পর উত্তাপ, সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১২টা।

সন্ধ্যাকালে তাপ, পিপাসা; কেবল মস্তকে ঘর্ম্ম; অনাবৃতে অনিচ্ছা।

মধ্য রাত্রির পর হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম ও পিপাসা।

৪১ আক্রমণ।—প্রত্যেক ছয় সপ্তাহ অন্তর: ৩।

৪৩ অনুভব।—সর্ব্বাঙ্গিক ক্ষত বোধ, তৎসহ শব্দে অতিশয় চৈতন্যাধিক।

৪৪ তন্তু।—গ্রন্থি সমূহের স্ফীততা।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—চাপনে উপশম।

অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ কালে বৃদ্ধি।

৪৬ চর্ম্ম।—রক্ত স্ফোটক।

সর্ব্বাঙ্গে কীট সঞ্চরণবৎ অনুভব।

৪৭ অবস্থা।—স্ত্রীলোক : বিশেষতঃ জরায়ুর উপসর্গের সহিত গুহ্যবায়ু।

শিশুদিগের দন্তোদ্ভেদ কালে।

৪৮ সম্বন্ধ।—ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকার প্রতিবিষ :—ক্যামমিলা।

ম্যাঙ্গানম্ এসিটিকম।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—অবিরত খুঁত খুঁত করা ; কোঁথান।

নিস্তব্ধ, গম্ভীর, বিরক্ত।

সামান্য কার্য্যে বির . ।

উদ্যম বা সাহসহীন।

২ চৈতন্য।—ইন্দ্রিয়সকল তত প্রখর নহে।

মস্তক গুরু এবং অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর বোধ।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকে রক্তাধিক্য, তৎসহ মস্তকমধ্যে দপদপানি খোলা বায়ুতে উপশম।

রগ্ হইতে, চক্ষু এবং সম্মুখ মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত, চাপপ্রদ এবং ছিদ্র করণবৎ শিরঃপীড়া, সম্মুখদিকে নত হইলে উপশম এব উপবেশন করিলে পুনরাক্রমণ।

সম্মুখ মস্তকের বাম পার্শ্বে সূচীবিদ্ধবৎ এবং চিড়িকমারা বেদনা।

মস্তক সঞ্চালনে মস্তিষ্কের আন্দোলন।

খোলা বাতাসে আকৃষ্টবা হুলবেধবৎ শিরঃপীড়া, গৃহেরভিতরে উপশম।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তক শীর্ষের ক্ষুদ্র একস্থলে শীতল অনুভব।

৫ চক্ষু।—নিকট দৃষ্টি।

কনীনিকা অধিক প্রসারিত বা সংকুচিত।

দিবাভাগে চক্ষু মধ্যে জ্বালাকরা এবং দৃষ্টির অস্বচ্ছতা।

আলোক শিখায় পাঠকালে চক্ষু মধ্যে প্রচাপন।

চক্ষুতে জ্বালাকর উত্তাপ ও শুষ্কতা।

অক্ষিপুট স্ফীত এবং স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে নানাপ্রকারের শব্দ।

বিচরণকালে দক্ষিণ কর্ণমধ্যে শব্দ।

বধিরতা :—নাসিকা হইতে বায়ুনিঃসরণ কালে উপশম; শীত এবং বর্ষাকালে বৃদ্ধি।

কর্ণমধ্যে পূর্ণতা সহ শ্রবণ শক্তির দুর্ব্বলতা, গলাধঃকরণ সময়ে এবং নাসিকা হইতে বেগে বায়ুনিঃসরণকালে খট্‌খট্ শব্দ করে।

বধির কর্ণে সহসা সূচীবেধ।

বাম কর্ণের পৃষ্ঠভাগের পেশীতে এরূপ আকৃষ্টবৎ আক্ষেপ যে তাহাকে দক্ষিণ দিকে মস্তক হেলাইয়া থাকিতে হয়।

বাম কর্ণমূলের স্ফীততা ও ঈষৎ আরক্তিমবর্ণ। * টাইফস্।

৭ নাসিকা।—শুষ্ক সর্দ্দি সহ নাসারন্ধ্রের সম্পূর্ণ অবরোধ; নাসামূলে আক্ষেপিক বেদনা; বর্ষা এবং শীতকালে বৃদ্ধি।

নাসিকা স্পর্শে ক্ষত বোধ, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

৮ মুখমণ্ডল।—হাস্য করিবার সময় চিবুকাস্থি হইতে রগ পর্য্যন্ত উৎক্ষেপযুক্ত সূচীবেধ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, অন্তঃপ্রবিষ্ট।

মুখ-প্রান্তে উদ্ভেদ এবং ক্ষত।

ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, তৎসহ কুঞ্চিত চর্ম্ম, পিপাসাহীনতা।

ওষ্ঠে স্বচ্ছ, জলপূর্ণ ফুস্কুড়ি।

১০ দন্ত।—কোন শীতল দ্রব্য দন্তে ঠেকিলে বেদনাকর অসহ দন্তশূল।

প্রবল দন্তশূল, সহসা স্থান পরিবর্ত্তন করে।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—মুখে তৈলাক্ত আস্বাদ।

জিহ্বার বাম দিকে জ্বালাযুক্ত ফুস্কুড়ি।

জিহ্বাতে ছোট ছোট গুটি; মাংস বৃদ্ধি বা আঁচিল।

১২ মুখমধ্য।—মুখ হইতে কর্দ্দম বা মৃত্তিকাবৎ গন্ধ (প্রত্যুষে উঠিলে পর)।

১৩ গলমধ্য।—ক্ষত; যেন হাজিয়া গিয়াছে, তৎসহ কর্ত্তনবৎ বেদনা;

ওষ্ঠ ও তালুর শুষ্কতা ; গলাধঃকরণ সময়ে উভয় কর্ণমধ্যে সূচীবেধ ; কাশিবার সময় বৃদ্ধি, তৎসহ কর্কশ স্বর।

গলমধ্য শুষ্ক, কণ্ডুয়ন বিশিষ্ট, বোধ হয় যেন একটী পত্র দ্বারা কণ্ঠনালী অবরুদ্ধ রহিয়াছে।

১৩ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—তৃপ্তি বোধ জন্য আহারে বিদ্বেষ।

পিপাসাহীনতা।

১৪ পানাহার।—আহার কালে :—পাকাশয় এবং উদরে প্রচাপন, শীতল খাদ্যে অধিক, বিশেষতঃ দুর্ব্বল স্ত্রীলোকদিগের।

আহারের পর :—চিবুকাস্থিতে খল্লিবৎ বেদনা।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—পাকাশয় হইতে উদ্গার, বুক জ্বালার ন্যায়।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয় মধ্যে জ্বালা, বক্ষ পর্য্যন্ত প্রসারিত ; কখন কখন অত্যন্ত অস্থিরতা সহ।

পাকাশয় প্রদেশে চাপপ্রদ টাটানি।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—হাইপোকণ্ড্রিয়াতে প্রচাপন।

১৯ উদর।—উদরের মধ্যস্থল হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত উষ্ণ সংকোচন, তৎসহ বিবমিষা।

দীর্ঘশ্বাস গ্রহণকালে নাভি প্রদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

বিচরণকালে, অন্ত্র সকল শিথিল এবং ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে এরূপ অনুভব।

উদরের স্ফীত ভাব।

২০ মল, ইত্যাদি।—প্রচুর বায়ুনিঃসরণ।

মল হরিদ্রাবর্ণ,তৎসহ মলদ্বারে বেগ এবং সংকোচন।

কোষ্ঠবদ্ধ, মল কষ্টে নিঃসৃত, শুষ্ক, গ্রন্থিল।

২১ মূত্র।—বারম্বার মূত্রত্যাগের প্রবৃত্তি ; মূত্রত্যাগকালে প্রস্রাব-পথে কর্ত্তনবৎ যাতনা।

প্রচুর মূত্রস্রাব।

বৃত্তিকাবৎ, বেগুণে রক্তের অধঃক্ষেপ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—জননেন্দ্রিয়ে দুর্ব্বলতা বোধ, তৎসঙ্গে শুক্রবাহী-
নলীতে, লিঙ্গমুণ্ড পর্য্যন্ত প্রসারিত, জ্বলন এবং আকৃষ্ট ভাব।
মুষ্ক মধ্যে কণ্ডূয়ন, তাহা ঘর্ষণে উপশম হয় না।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অতি শীঘ্র শীঘ্র এবং অত্যল্প; কোঁতপাড়া
বেদনা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, স্রাব মৃদু বা রহিত।
দুই ঋতুর অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ে রক্তস্রাব, এবং জননেন্দ্রিয়ে চাপবোধ।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গ:—সর্দ্দিসহ; সুড়সুড়ীযুক্ত কাশি সহ; প্রত্যূষে
এবং সান্ধ্য বহির্ব্বায়ুতে কর্কশ স্বর বা বাক্য।
শ্লেষ্মা জন্য(?)র ন্যায় অস্পষ্ট স্বর, প্রাতে বেশী।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাস উষ্ণ এবং জ্বালাকর, তৎসঙ্গে বক্ষে কষ্টকর উত্তাপ
বাক্য কথনে বাম দিকের দ্বিতীয় পশু´কায় বেদনা।
মস্তক মধ্যে, পাকাশয়ে, কর্ণে এবং বাহুতে বেদনা, কথা কহিলে বা
হাঁচিলে বৃদ্ধি।

২৭ কাশি।—মস্তকের অস্থিমধ্যে চিড়িকমারা বেদনা; শুষ্ক অবিচ্ছিন্ন কাশি,
মধ্য বক্ষাস্থির উত্তেজনা বশতঃ; শয়নে উপশম।
উচ্চস্বরে পড়িলে শুষ্ককাশি সহ স্বরনালীতে শুষ্কতা, কর্কশতা এবং
সংকোচন।
ঈষৎ সবুজ বা হরিদ্রাবর্ণের নিষ্ঠীবন, প্রাতে সহজে উঠে; অথবা
কষ্টকৃত দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা।
ঈষৎ আরক্তিম শ্লেষ্মা। রক্তযুক্ত নিষ্ঠীবন।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষ এবং বক্ষাস্থির মধ্যে সূচীবেধ, উচ্চ ও নিম্নদিকে
চলিয়া বেড়ায়।
বক্ষমধ্যে আঘাত সদৃশ বেদনা।
উদরের মধ্যস্থল হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত উষ্ণ সঙ্কোচন, তৎসহ
বিবমিষা।
নত হইলে বক্ষের উপরিভাগে আঘাতবৎ বেদনা, মস্তক উত্তোলনে
উপশম।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—হৃদস্পন্দন প্রবল, অসমান এবং কম্পনশীল, বিকৃত শব্দ থাকে না।

হৃৎপিণ্ড ও বাম দিকের বক্ষে উচ্চ হইতে নিম্নদিকে সহসা আঘাত বা বিকম্পন।

অসমান, কখন দ্রুত কখন মৃদু কিন্তু অবিরত কোমল ও দুর্ব্বল নাড়ী।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার বাম ভাগে আরক্ত, স্ফীত রেখা।

গ্রীবাপৃষ্ঠের অনম্যতা।

উচ্চ হইতে নিম্নদিকে সমস্ত মেরুদণ্ডে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

পশ্চাৎ দিকে নত হইলে কটিতে বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধসন্ধিমধ্যে আঘাত প্রাপ্তির ন্যায় বেদনা।

স্কন্ধ হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত বাতের বেদনা।

বাহুদেশের অস্থিমধ্যে (যেন অস্থিমজ্জায়) চর্ব্বনবৎ এবং ছিন্ন-করণবৎ বেদনা।

কনুই সন্ধিতে এবং মণিবন্ধে আতভিযুক্ত বেদনা।

হস্ত মুষ্টিবদ্ধ বা প্রসারিত করিলে স্ফীতি অনুভব।

কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে পুরাতন স্ফীতি এবং পূযসঞ্চয়।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—উরুতে অশিথিলতা এবং আকৃষ্টবৎ সূচীবেধ।

সামান্য উদ্যমে পায়ের পেশীতে উৎক্ষেপ।

জানুর বিকম্পন ও জানুমধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা।

পদমধ্যে অশিথিলতা ও অনম্যতা।

গুল্ফদেশের স্ফীততা ও প্রদাহ।

পায়ের তলায় জ্বলন।

বাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মধ্যে তীব্র যাতনাপ্রদ বেদনা, রাত্রে এবং স্পর্শে বেশী।

পায়ে বাত; গুড়মুড়োতে ভার সহ্য করিতে পারে না।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—বাতের বেদনা এক সন্ধি হইতে অন্য সন্ধিতে সঞ্চরণ করে, প্রায়ই অনুপ্রস্থ ভাবে; আরক্ত, উজ্জ্বল স্ফীতি; স্পর্শে, সঞ্চালনে অথবা রাত্রে বৃদ্ধি।

৩৫ অবস্থিতি।—সঞ্চালন: ৩৪; মস্তকের: ৩। বিচরণ: ৬, ১১। উদ্যম: ৩৩। অবস্থিতির পরিবর্ত্তন করিতে হয়: ৩৩। উপবেশন: ৩০। শয্যা হইতে উত্থান: ৪৩। মস্তকোত্তলন: ২৮। অবনমন: ২৮। সম্মুখ দিকে নত হওন: ৩। পশ্চাৎদিকে অবনত: ৩১। মস্তক পশ্চাৎ দিকে নত করিলে: ৩। শয়ন: ২৭।

৩৬ স্নায়ু।—দুর্ব্বলতা ও কম্পন, বিশেষতঃ সন্ধি সকলের।

৩৭ নিদ্রা।—অত্যন্ত জৃম্ভন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালেই নিদ্রালু।

সুস্পষ্ট স্বপ্ন যাহা উত্তমরূপ স্মরণ থাকে।

৩৮ সময়।—রাত্রে বৃদ্ধি; সন্ধি, অস্থি, প্রভৃতিতে বেদনা।

প্রাতঃকাল: ১২, ২৫, ২৭। সন্ধ্যা: ৭, ২৪, ৩৭, ৪০, ৪৩। রাত্রি: ৩৩, ৩৪, ৪০, ৪৩, ৪৪। দিবসে: ৫।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—গ্রীষ্ম ও ঝুজ্‌ঝটিকাকালে বৃদ্ধি।

খোলা বায়ু: ৩, ১৩, ২৫। গৃহমধ্যে: ১৩। শীত, বর্ষাকালে: ৬, ৭। শীতল দ্রব্য: ১৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সচরাচর সন্ধ্যাকালে শীত, চিড়িক মারা শীরঃপীড়া, হস্ত পদে বরফবৎ শীতলতা।

কম্পনবিশিষ্ট শীত, তৎসহ মস্তকে উত্তাপ।

মুখে, পৃষ্ঠে এবং বক্ষে সহসা উত্তাপের আবেগ।

পরিমিত পিপাসাসহ উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।

প্রচুর ঘর্ম্মসহ ক্ষুদ্র, ব্যাকুলিত শ্বাস।

নৈশঘর্ম্ম; সর্ব্বদা কেবল গ্রীবায় এবং নিম্ন পদে কণ্ডূয়ন।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৬। বাম: ৩৩, ১১, ২১, ৩১, ৩৩। উচ্চ হইতে নিম্নদিকে: ২০, ৩১, ৩২।

৪৩ অনুভব।—সর্ব্বাঙ্গে জ্বালাকরা; সন্ধ্যাকালে শয্যা হইতে উঠিলে।

অস্থি এবং অস্থিবেষ্টক ঝিল্লিতে খননবৎ, অসহ্য বেদনা, রাত্রে বৃদ্ধি; সন্ধি মধ্যেও খননবৎ বেদনা।

৪৫ তন্তু।—অস্থি প্রদাহসহ রাত্রে খননবৎ অসহ্য বেদনা।

সমস্ত অস্থি, বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গের, স্পর্শে বেদনা। টাইফাস্।

সন্ধি প্রদাহ।

প্রদাহিত স্ফীতি এবং পূয়সঞ্চার।

৪৬ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—শরীরের প্রত্যেক স্থানে, স্পর্শ করিলে, অত্যন্ত (ক্ষতের ন্যায়) টাটানি বোধ।

স্পর্শ: ৫, ৭,৩৩, ৩৪, ৪৫। মর্দ্দন: ২২।

৪৭ চর্ম্ম।—সন্ধির অবনতি স্থলে অবদরণ ও বিদারণ সহ টাটানি।

জানু গহ্বরে এবং জানুতে কণ্ডুয়ন, ঘর্ম্মে বৃদ্ধি।

লাল লাল দাগের সঙ্গে হস্ত তালুতে কণ্ডুয়ন।

বাতের সঙ্গে বক্ষ, বাহু এবং হস্তপদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়িতে জ্বালা।

৪৮ সম্বন্ধ।—ম্যাঙ্গানমের প্রতিবিষ কফিয়া।

মিউরিয়েটিক এসিড্।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—অচৈতন্য। অস্ফুট কাতরস্বর।

কথা কহে না। নিস্তব্ধভাব।

স্থিরভাবে উপবিষ্ট, বিষণ্ণ, ভবিষ্যৎ বিষয়ে ব্যাকুলতা।

উগ্রচিত্ত, ক্রোধ প্রবণ; কোপনতা। বিরক্তচিত্ততা।

অস্থিরতা, বারম্বার স্থান পরিবর্ত্তন।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন:—চক্ষু সঞ্চালনে বৃদ্ধি; বিচরণে সামান্য বৃদ্ধি, যদিও ইহাতে শিরঃপীড়ার শান্তি হয়; তৎসহ পা টলে।

পশ্চাৎ মস্তকে গুরুত্ব, তৎসহ ঘোর দৃষ্টি, দেখিতে চেষ্টা করিলে বেশী হয়; তৎসহে গ্রন্থি সমূহের স্ফীততা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—প্রতি দিন বেলা ৯ টা হইতে ১টার মধ্যে নিরূপিত রূপে শিরঃপীড়ার আক্রমণ; বেদনা, বাম চক্ষুর উপরে টাটানি হইয়া আরম্ভ হয়, পরে অক্ষিগোলকে ও বাম নাসিকা, কপাল ও রগ হইয়া মস্তকের পশ্চাৎ পার্শ্বে।

শিরঃপীড়া, যেন মস্তিষ্ক ছিন্ন বা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া খণ্ড বিখণ্ড হইয়াছে; চক্ষু নাড়িলে এবং শয্যায় উঠিয়া বসিলে বৃদ্ধি; পরিমিত ব্যায়ামে উপশম।

শিরঃপীড়া যেন মস্তিষ্ক হস্ত দ্বারা ধৃত হইয়াছে।

মস্তকের পশ্চাৎভাগে স্থির ও তীব্র বেদনা, যেন পশ্চাৎ মস্তকে সীসকপূর্ণ রহিয়াছে এরূপ ভারিবোধ।

বহির্বায়ুতে ভ্রমণ কালে শিরঃপীড়া, বিশেষতঃ শীতল বায়ুতে।

দূর হইতে কথা কহিলে, শিরঃপীড়া জন্মায়।

বহির্মস্তক।—অনম্য এবং বেদনা বিশিষ্ট :—পশ্চাৎ মস্তকে, স্পর্শে বেশী হয়; মস্তকের বামদিকে এবং মেরুদণ্ডের বরাবর, শয়নে বৃদ্ধি।

করোটীর দক্ষিণ দিকের প্রাচীরে ছিন্নকর বেদনা।

মস্তকশীর্ষে উত্তাপ।

বোধ হয় যেন কেশ গুলি খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে.

চক্ষু।—ঋজু বা লম্ব ভাবে অর্দ্ধ দৃষ্টি।

অস্বচ্ছ দৃষ্টি; পশ্চাৎ মস্তকে বেদনা।

কনীনিকা সংকুচিত।

অক্ষিপ্রান্তে কণ্ডূয়ন, বেদনা।

অক্ষিপুট আরক্ত, স্ফীত।

আলোকে বৃদ্ধি, অন্ধকারে উপশম।

কর্ণ।—শ্রবণ শক্তির ক্ষীণতা; রাত্রে উচ্চ খট্‌খট্‌ শব্দ; কর্ণমল জন্মে না; শুষ্কতা; দক্ষিণ কর্ণে অধিক।

দূরস্থ শব্দ শিরঃপীড়া জন্মায়; মনুষ্যস্বর অসহ্য।

অভ্যন্তর কর্ণের অনুভবহীনতা।

কর্ণমধ্যে নানাপ্রকারের শব্দ।

কর্ণশূল, তৎসঙ্গে চাপপ্রদ বেদনা।

মলিন কর্ণমল, তৎসঙ্গে কর্ণমধ্যে বজ্‌বজ্‌ শব্দ।

নাসিকা।—দীর্ঘ স্থায়ী রক্তস্রাব।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। * হুপ্‌শব্দক কাশি।

তরল, বিদাহী, ক্ষতকারী সর্দ্দি।

গাঢ় পীতবর্ণ স্রাববিশিষ্ট সর্দ্দি।

নাসিকা হইতে তরল, ক্ষতকারী পূজস্রাব।

নাসিকা বন্ধ হইয়া যায়।

মুখমণ্ডল।—খোলা বায়ুতে বিচরণ সময়ে মুখমণ্ডলের উষ্ণতা এবং গণ্ডস্থলের আরক্ততা; পিপাসাহীনতা।

সহসা আরক্ত মুখমণ্ডল, তৎসহ অচৈতন্যকর তন্দ্রা। *আরক্ত জ্বর

প্রত্যেক গ্রীষ্মকালে, কপালে, গণ্ডস্থলে এবং মুখগহ্বরের চারিদিকে লাল পীড়কা, সমগ্র মুখমণ্ডল লালবর্ণ।

মুখমণ্ডলে, কপালে, রগে কচ্ছুবৎ মামরী পড়ে।

পীড়কা; ফুস্কুড়ি; মেছেতা।

নিম্ন মুখমণ্ডল।—নিম্ন চোয়াল শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়ে।

মুখগহ্বরের চারিদিকের পীড়কায় মামরী পড়ে।

ওষ্ঠদ্বয়ে জ্বলন।

অধরের স্ফীত ভাব; ভারি বোধ, জ্বলিতে থাকে।

বেলা ৪টা হইতে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত, অধরের বামার্দ্ধের নিম্ন ভাগে বেদনা।

১০ দন্ত।—শীতল পানীয়ের জন্য দন্তশূল (দপদপ কর); দন্ত শূলের সহিত কর্ণশূল।

কুট কুট করা দন্তশূল; উষ্ণতা প্রয়োগে উপশম।

মাড়ী স্ফীত, রক্তস্রাবী, ক্ষত বিশিষ্ট।

দন্ত খসিয়া পড়ে।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—প্রত্যেক পদার্থে মিষ্টাস্বাদ।

পচা ডিমের ন্যায় পচা স্বাদ, তৎসহ লালাস্রাব।

সীসকের ন্যায় ভারি জিহ্বা, কথা কহিতে বাধা দিয়া থাকে; জিহ্বা ক্ষতবিশিষ্ট ও অসাড় বোধ করে।

জিহ্বার ক্ষুদ্রতা প্রাপ্তি।

জিহ্বা ক্ষত বিশিষ্ট, নীলাভ ; কৃষ্ণবর্ণ ভূমিবিশিষ্ট গভীর ক্ষত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা।

১২ মুখমধ্য।—স্তন্যপায়ী শিশুদিগের মুখে উপক্ষত ; জিহ্বার দক্ষিণাংশে বড় বড় অসমান অথচ গভীর ক্ষত ; দুর্গন্ধ শ্বাস।

মুখগহ্বর প্রদাহ, তৎসহ মুখশোষ, মাড়ীর স্ফীততা এবং দুর্ব্বলতা।

দুর্গন্ধ নিশ্বাস। * স্কার্লেটিনা।

মুখ স্বাদহীন লালাতে পূর্ণ।

লালানিঃসারক গ্রন্থির বেদনা এবং স্ফীতি।

১৩ গলমধ্য।—গলকোষের কর্কশতা ও বেদনা ; জ্বলন।

গলার ভিতরে শুষ্কতা ও বক্ষমধ্যে জ্বালা।

আরক্ত জ্বরে গলকোষ মলিন ঈষৎ নীলাভ লাল : ৪৬।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অত্যধিক ক্ষুধা এবং পিপাসা।

মাংসে ঘৃণা।

সুরাপানে অত্যন্ত ইচ্ছা।

পিপাসা : ৪০।

১৫ পানাহার।—হিক্কা (মধ্যাহ্নে আহারের পূর্ব্বে এবং পরে)।

পানের পর ভাল থাকে।

আহারের পর : বৃদ্ধি ; অতিসার।

শীতল পানীয় : ১০।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—উদ্গার :—তিক্ত, পচা।

বমন সহ উদ্গার, কাসী ; অনিচ্ছায় গলাধঃকরণ।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয় মধ্যে শূন্যতা বোধ, সমস্ত উদরে পরিব্যাপ্ত, কিন্তু ক্ষুধা নাই ; বেলা ১০টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পাকস্থলী মধ্যে দুর্ব্বলতা বোধ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—হাইপোকণ্ড্রিয়াতে প্রচাপন এবং অশিথিলতা।

১৯ উদর।—অত্যল্প আহারেও উদরের পূর্ণতা এবং বিস্তৃতি ভাব।

খালি বোধ এবং গড় গড় শব্দ।

উদরমধ্যে খল্লি।

। অন্ত্র বৃদ্ধি।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—অন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তার ন্যায়; কষ্টে নিঃসৃত; অত্যন্ত তরল,কিন্ত গোলাকার; প্রস্রাবকালে অসাড়ে জলবৎ তরল মল; সান্নিপাত রোগে ঈষৎ সবুজ।

রক্তামাশয়, রক্ত এবং শ্লেষ্মা বিভিন্ন থাকে।

অতিসারের সঙ্গে প্রচুর বায়ু সঞ্চয়; প্রাতে এবং সন্ধ্যায় বৃদ্ধি; মলদ্বারে অসহ্য কণ্ডূয়ন, চুলকাইলে উপশম হয় না; মলদ্বারে জ্বলন।

নড়ন চড়ন মাত্রই প্রবল বেগ আমাতে ব্যস্ত করিয়া ফেলে; মলপ্রচুর, মলিন, কটাবর্ণ, সবুজাভ; তৎপরে উদর মধ্যে আকৃষ্ট এবং ভারি বোধ।

সহসা বালকগণের অর্শ; বলি বহির্গত, ঈষৎ লালও নীল, জ্বালাযুক্ত সামান্য স্পর্শে অত্যন্ত বেদনা।

প্রস্রাবত্যাগকালে মলদ্বার-স্খলন বা গুহ্যদ্বার-ভ্রংশ।

২১ মূত্র।—বারম্বার এবং স্বল্প মূত্র।

পুনঃপুনঃ এবং প্রচুর মূত্রস্রাব।

মূত্রের মৃদুভাবে স্রাব; মূত্রাধার দুর্ব্বল; মূত্র বহির্গমনের পূর্ব্বে বহু ক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়; পাছে মলদ্বার বহির্গত হয় এই ভয়ে চাপ দিয়া ধরিতে হয়।

অনিচ্ছায় মূত্রস্রাব।

মূত্র লাল, বেগুণে; দুগ্ধবৎ।

প্রস্রাবকালে কর্ত্তনবৎ, জ্বালা; তৎপরে মূত্র মার্গে বেগ বা কুন্থন।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল, লিঙ্গ শিথিল।

ধ্বজভঙ্গ; রতি প্রবৃত্তি দুর্ব্বল।

জলবৎ, রক্তাক্ত প্রমেহ।

মুষ্ক নীলাভ-লাল।

মুষ্কের উপর কণ্ডূয়ন, নখঘর্ষণে উপশম হয় না।

মেঢ়ত্বকের প্রান্তে ক্ষত।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জননেন্দ্রিয়ে চাপ পড়া, যেন ঋতু প্রকাশিত হইবে।
রজঃ শীঘ্র শীঘ্র এবং প্রচুর পরিমাণে; নিস্তব্ধ, বিমর্ষভাব, যেন তাহার (স্ত্রী) মৃত্যু হইবে; অন্ত্রশূল; বেদনাযুক্ত অর্শ।
জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত,তৎসহ দুর্গন্ধ স্রাব,অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যওদুর্ব্বলতা।
জননেন্দ্রিয়ে সামান্য বস্ত্র খণ্ড পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না।
শ্বেত প্রদর, তৎসঙ্গে কটিশূল, অর্শ জন্য মলদ্বারে ক্ষত।

২৪ গর্ভ।—সূতিকা জ্বর।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গ :—তৎসহ বক্ষমধ্যেক্ষতবোধ; তৎসহহুপিংকফ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসক্রিয়া গভীর, অস্ফুট কাতর স্বর; গোঁ গোঁ শব্দ করা; দীর্ঘ নিশ্বাস।
পাকাশয় হইতে শ্বাসক্রিয়া হইতেছে বোধ হয়।
হ্রস্ব শ্বাস, তৎসহ পানের পর, কথা কহা অথবা কাসীর পর ঘড় ঘড় করে।
* শ্বাসকৃচ্ছ্রতা এবং বক্ষের আকুঞ্চন। *হুপিংকফ।
বক্ষের বরাবর যাতনা (সন্ধ্যায়)।

২৭ কাশি।—কর্কশ কাসীর সঙ্গে বক্ষমধ্যে ঘড়ঘড় করে, তৎপরে পাকাশয়ে খল্লি; ক্ষুদ্র শ্বাস; তৎসহ মুখমণ্ডলে উত্তাপ।
হুপিংকাসী; কাসার আক্রমণের পর বক্ষমধ্য দিয়া উচ্চরবে গড় গড় শব্দ।
হুপিংকাসী, বক্ষমধ্যে কুটকুট করা হইতে উত্তেজিত; অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় গয়ার থাকে না, প্রাতে, বসার স্বাদযুক্ত জলবৎ অথবা পীতবর্ণের সামান্য নিষ্ঠীবন, যাহা তুলিতে না পারায় গিলিয়া ফেলিতে হয়; কখন কখন মলিন রক্ত নিষ্ঠীবন।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণকালে এবং প্রবল সঞ্চালনে বক্ষমধ্যে এবং হৃদপিণ্ডে সূচীবেধ; জ্বালাজনক সূচীবেধ।
বক্ষাস্থিতে অশিথিলতা এবং বেদনা।
বক্ষে বিদীর্ণকর বেদনা; বেদনা, যেন আঘাত লাগিয়াছে।

৩০ হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন দুর্বলতা...

হৃদ্‌পিণ্ডে সূচীবেধ।

নাড়ী মৃদু এবং দুর্ব্বল, কখন কখন সবিরাম; দিবসে মৃদু, রাত্রে অধিকতর দ্রুত।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—পৃষ্ঠে দৃষ্টবৎ চাপপ্রদ বেদনা অথবা তিনি যেন বহুক্ষণ নত হইয়া ছিলেন এরূপ ভাব।

কটি প্রদেশে চাপপ্রদ, আকৃষ্টবৎ, ক্লান্তিকর বেদনা।

কাকচঞ্চু অস্থি বেদনা করে।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহুর গুরুত্ব, বিশেষতঃ সম্মুখ বাহুর।

হস্ত ও অঙ্গুলি পৃষ্ঠে শল্কযুক্ত উদ্ভেদ।

রাত্রে অঙ্গুলি সমূহের শীতলতা এবং অসাড়তা।

অঙ্গুলির অগ্রভাগে স্ফীতি এবং জ্বালা করা।

হস্ত তালুতে কণ্ডূয়ন।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—ঊরুর দুর্ব্বলতা জন্য কম্পনশীল পাদক্ষেপ।

দক্ষিণ ঊরুতে বেদনা সহ গুহ্যদ্বারে কণ্ডূয়ন।

চিড়িকমারা বেদনার সঙ্গে নিম্নাঙ্গের শোথ সদৃশ স্ফীতি।

নিম্নাঙ্গে পচা ক্ষত, তৎসঙ্গে উহার চারিধারে (ক্ষতের) জ্বালা।

শীতল পদদ্বয়।

নীলবর্ণ পদদ্বয়। *স্কালেটিনা।

পাদদারী বা নীহার স্ফোটক।

অঙ্গুলির অগ্রে স্ফীতি, আরক্ততা এবং জ্বলন।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—স্থির থাকিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছিন্নবৎ বেদনা, সঞ্চালনে উপশম।

সমস্ত সন্ধিতে দৃষ্টবৎ বেদনা।

বাহুতে এবং জানুতে চাপপ্রদ আকৃষ্টতা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বারম্বার অবস্থিতি পরিবর্ত্তন ক

চক্ষু সঞ্চালন : ২,৩। দেখিতে চেষ্টা করে : বিচ

২,৩,৮। দক্ষিণদিকে শয়ন : ২,৪। উত্থান : ৩। নিদ্রাবস্থায় : ৩৪,৩৬। উপবেশন : ৩৬।

—সমস্ত দিন অবসন্নতা এবং নিদ্রালুতা ; তিনি (স্ত্রী) শয়ন করিতে চান।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ; উপবেশন করিলেই চক্ষু মুদিত হয় ; নিম্ন চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে ; শয্যার নিম্নদিকে সরিয়া আইসে।

সচরাচর একাঙ্গে পক্ষাঘাত।

জিহ্বার এবং গুহ্য দ্বারের পেশীর পক্ষাঘাত।

নিদ্রা।—দিবসে নিদ্রালু, ইতস্ততঃ ভ্রমণে বিদূরিত হয়।

রাত্রি ১২ টার পূর্ব্বে নিদ্রাহীন, প্রলাপযুক্ত অস্থিরতা, শয্যার নিম্নদিকে সরিয়া যায়।

শয্যায় যাইলে অস্থিরতা, রাত্রি ১২ টার পূর্ব্বে নিদ্রা হয় না ; নিদ্রাবস্থায় নাক ডাকে, এবং কথা কহে।

জাগ্রত হইলে উপসর্গের বৃদ্ধি।

সময়।—প্রাতঃকাল :—২৭,৪০। বেলা ৯টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত : ৩। ১০টা হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত : ১৭। প্রাতঃকাল এবং সন্ধ্যা : ২০। অপরাহ্ন এবং সন্ধ্যা : ২৭। অপরাহ্ন ৪টা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত : ৯। সন্ধ্যা : ২৬,৩৭,৪০। রাত্রি : ৬,২৯। মধ্য রাত্রির পর : ২। রাত্রি এবং প্রাতঃকাল : ৪০। দিবস : ২৯,৩৬,৩৭।

উত্তাপ ও বায়ু।—খোলা বায়ুতে অনিচ্ছা :—শীত, আর্দ্র, ঝটিকাযুক্ত ঋতুতে চৈতন্যাধিক্য।

শীতল বায়ু : ৩,৮। উষ্ণতা : ১০। প্রতি গ্রীষ্মকালে : ৮। শয্যায় : ৪০,৪৬। অনাবৃত হইতে চায় : ৪০,৪৬।

শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—উত্তাপ অপেক্ষা শীত অধিক।

প্রাতঃকালে শীতে নিদ্রা ভঙ্গ করে।

সন্ধ্যায় শীত, তৎসঙ্গে পৃষ্ঠে শীতলতা, বাহ্যিক উষ্ণতা এবং মুখমণ্ডলে দাহ।

সর্ব্বাঙ্গে কম্পন, তৎসহ উষ্ণ গণ্ডস্থল এবং শীতল হস্ত।
শীত ও উত্তাপ কালে পিপাসাহীনতা; শীতের অবস্থায় কদাচিৎ পিপাসা।
আভ্যন্তরিক উত্তাপ, অনাবৃতে ইচ্ছা; শারীরিক অস্থিরতা।
রাত্রে উত্তাপ সঙ্গে হৃদকম্পন।
হস্ত ও পায়ের তলার জ্বলন।
প্রথম নিদ্রাকালে ১২টা রাত্রি পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম, মস্তকে ও পৃষ্ঠে বেশী।
নৈশ এবং প্রাতঃকালীন ঘর্ম্ম।
পদে শীতল ঘর্ম্ম, সন্ধ্যাকালে শয্যায়।
ঘর্ম্মকালীন বৃদ্ধি; কথা কহে না; অনাবৃতে ইচ্ছা।
সবিরাম জ্বরের সঙ্গে অস্থিবেষ্টক ঝিল্লিতে বেদনা।
টাইফস্ :—অঘোর নিদ্রা; জাগ্রত সময়ে অচৈতন্য; উচ্চৈঃস্বরে গোঁ গোঁ করা; নিম্ন চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে; চর্ম্মের ন্যায় জিহ্বা সংকুচিত ও শুষ্ক; প্রস্রাব ত্যাগ কালে অসাড়ে ভেদ; গুহ্যদ্বার হইতে রক্তস্রাব; প্রত্যেক তৃতীয় স্পন্দন অন্তর নাড়ী সবিরাম; বিছানার পায়ের দিকে নামিয়া পড়ে।

৪১ আক্রমণ।—প্রতিদিন বেলা ৯টা হইতে ১টার মধ্যে নিয়মিতরূপে : ৩

৪২ পার্শ্ব।—বাম : ৩,৪,৯। দক্ষিণ : ৬ ১২। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধদিকে : ৬।

৪৩ অনুভব।—শারীরিক উগ্রতার লোপ।
সর্ব্বাঙ্গ মধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা এবং সূচীবেধ।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৪,২০,২৩,৪৬। ঘর্ষণ : ২০,২২।

৪৬ চর্ম্ম।—বেদনাযুক্ত পচা ক্ষতের (নিম্নপদে) পরিধি বা প্রান্তে জ্বালা।
কপালে, বাহুকর্ণে, ওষ্ঠে, হস্তে বা অঙ্গুলি পৃষ্ঠে শল্কসংযুক্ত ফুস্কুড়ি; শয্যার উষ্ণতায় কণ্ডূয়ন।
রক্ত স্ফোটক, স্পর্শ করিলে কুট কুট করে।
বেদনাযুক্ত, গভীর, বিগলিত ক্ষত; শল্কাবৃত।
বসন্তের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ গুটিকা (pocks)।

৪৭ অবস্থা।—কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু, কৃষ্ণবর্ণ কেশ।

২৮ সম্বন্ধ।—রসটক্স ও ব্রাইওনিয়ার পরে সুফলপ্রদ হয়।

মিউরিয়েটিক এসিড ওপিয়মের প্রতিবিষ; অত্যধিক অহিফেন ব্যবহারের পরবর্ত্তী পৈশিক দুর্ব্বলতা রোগ আরোগ্য করে।

মিউরিয়েটিক এসিডের প্রতিবিষ, অধিক মাত্রায়:—কার্ব্বনেট অভ্‌ সোডা, পটাস্, চুণ অথবা ম্যাগ্নেসিয়া; ক্ষুদ্রমাত্রায়:—ক্যাম্ফর, ব্রাইওনিয়া।

মিলেফোলিয়ম্।

পরীক্ষক:—হার্টলব।

১ মন।—উৎকণ্ঠিত, তৎসঙ্গে হৃদপিণ্ডে বেদনা।

বিষণ্ণ, বিমর্ষতা।

অত্যন্ত উত্তেজিত, তৎসঙ্গে পাকাশয়-গহ্বরে বেদনা।

২ চৈতন্য।—স্তব্ধ, মত্ত।

কি করিতেছেন, কি করা কর্ত্তব্য কিছুই বুঝিতে পারেন না; গোলমেলে ভাব, সর্ব্বদা, বোধ হয় যেন কিছু ভুলিয়া গিয়াছেন।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকে রক্তাধিক্য; সন্ধ্যাকালে অবনত হইলে; রাত্রে বায়ু প্রবাহের ন্যায় বক্ষ হইতে মস্তকে একটী প্রবাহ, তৎসঙ্গে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

মস্তকের এবং মুখমণ্ডলের ধমনীতে সামান্য দপদপানি।

মূর্দ্ধা দেশে অতীব্র বেদনা।

অর্দ্ধাবভেদক শিরঃপীড়া। মস্তকের দক্ষিণাংশে এরূপ বোধ যেন স্ক্রুপ দ্বারা সংবদ্ধ রহিয়াছে।

এরূপ প্রবল শিরঃপীড়া যে রোগী গৃহ প্রাচীরে বা খাটের পায়ে মাথা ঠুকিতে থাকে; কপাল এবং অক্ষিপুটের পেশীতে উৎক্ষেপ।

পশ্চাৎ মস্তকে বেদনা:—সন্ধ্যাকালে স্তব্ধ ভাব।

শিরঃপীড়া বৃদ্ধি পায়:—অবনত হইলে; জাগ্রত হইলে।

৫ চক্ষু।—চক্ষুর সম্মুখে (নিকট নহে, দূরে) কোয়াসা সদৃশ অন্ধকার।

চক্ষুদ্বয় সমুজ্জ্বল।

অভ্যন্তর দিকে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধবৎ, চক্ষু মধ্য হইতে নাসা মূল এবং কপালের পার্শ্বদেশ পর্য্যন্ত, চাপ বোধ।

চক্ষু মধ্যে অধিক রক্ত সঞ্চয় এরূপ অনুভব।

অশ্রুনালীর ক্ষত; চক্ষু হইতে অশ্রু ও পুজস্রাব।

কর্ণ।—বাম কর্ণের মধ্যে শব্দে ভয়ে চমকিয়া উঠে; কিঞ্চিৎ পরে হাস্য করিবার সময়ে বোধ হয় যেন শীতল বায়ু বহির্গত হইতেছে।

যেন কর্ণ বন্ধ হইয়াছে এরূপ অনুভব, আহারের পর।

বাম কর্ণে চিড়িকমারা বেদনা।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব:—বক্ষে এবং মস্তকে অত্যধিক রক্তসঞ্চয়ে; অত্যধিক।

চক্ষু হইতে নাসা মূল পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণাস্ত্র বিদ্ধবৎ বেদনা।

৮ মুখমণ্ডল।—উষ্ণতার অনুভব, যেন মস্তকে রক্ত উঠিতেছে।

ছিন্নবৎ বেদনা:—মুখমণ্ডল হইতে রগ পর্য্যন্ত; দক্ষিণ দিকের নিম্ন চোয়াল হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত, তৎপরে দন্ত; মুখের বক্রতা।

১০ দন্ত।—আমবাতিক দন্তশূল, তৎসঙ্গে মাড়ীর পীড়া।

মাড়ীতে স্ফোটক বা পুজ সঞ্চয়।

১২ মুখমধ্য।—পিপাসা, মুখ শোষ।

মুখে বিগলিত ক্ষত; মুখগহ্বরের ঝিল্লিতে এবং মাড়ীতে ক্ষত।

১৩ গলমধ্য।—উপজিহ্বা শিথিল; টন্সিল গ্রন্থিরও শিথিলতা।

গলমধ্যে কর্কশতা বোধ।

প্রথমে দক্ষিণ, পরে বাম দিকে অতীব্র ছুরিকাবিদ্ধবৎ বেদনা।

গল মধ্যে ক্ষত; গলাধঃকরণে গলমধ্যের বাম দিকে বেদনা।

১৭ পাকস্থলী।—ক্ষুধার ন্যায় পাকাশয়ে চর্ব্বণ এবং খননবৎ বেদনা।

প্রাতঃকালে জাগ্রত হইলে পাকাশয়ে যেন শূন্যতার ন্যায় বেদনা।

পাকাশয়ে পূর্ণতা বোধ।

পাকাশয় মধ্যে থল্লি, যেন একটী তরল পদার্থ পাকস্থলী হইতে অন্ত্র পর্য্যন্ত গুহ্যদ্বারের দিকে নড়িয়া বেড়াইতেছে, এরূপ অনুভব।

বসন্ত কণ্ডু বিলোপ জন্য পাকাশয় গহ্বরে বেদনা; বসন্তের পর বেদনা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতের স্থানে বেদনা, দ্বাদশ পঞ্জরের উপাস্থির প্রারম্ভ হইতে বেদনা।

দক্ষিণ দিকের নিম্ন পঞ্জরে বিদ্ধবৎ বেদনা।

১৯ উদর।—বিষাদবায়ু বা গুল্মবায়ু গ্রস্ত ব্যক্তিগণের বায়ু জন্য পেট বেদনা; ঋতুকালে অন্ত্রশূল।

অন্ত্রবৃদ্ধি। উদরী রোগ।

২০ মল, ইত্যাদি।—রক্তামাশয়, কুন্থন; বহুব্যাপক রক্তামাশয় কালে; অত্যন্ত উদ্যমের পর রক্তবাহে।

প্রবল পেট বেদনা, গর্ভাবস্থায় রক্তাতিসার।

অর্শ; প্রচুর রক্তস্রাব।

সূত্র কৃমি।

দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণ।

২১ মূত্র।—বাম বৃক্ক প্রদেশে বেদনার পর রক্ত প্রস্রাব।

অসাড়ে মূত্র স্রাব।

রক্তপ্রস্রাব; একটী পাত্রে ধরিলে রক্ত জমিয়া রুটীর আকার ধারণকরে।

দুর্ব্বলতা জন্য মূত্রাধারের সর্দ্দি।

মূত্রাধারের অশ্মরী, তৎসহ মূত্রস্তম্ভ; রক্তের ন্যায় মূত্র।

মূত্রাধারের অস্ত্রক্রিয়ার পর পূযের ন্যায় স্রাব।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—সহবাস কালে রেতঃস্রাবের অভাব।

পুরাতন প্রমেহ।

উপস্থ ও অণ্ডকোষের স্ফীতি।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রজ:—বন্ধ, তৎসঙ্গে পাকাশয়ে বেদনা; মৃগী; কাশির সঙ্গে রক্ত নিষ্ঠীবন; অত্যধিক স্রাব, বহুক্ষণস্থায়ী; পেট বেদনাসহ।

অতিশয় উদ্যম বা পরিশ্রমের পর জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

শিশুদিগের শ্বেতপ্রদর, যোনি পথের শ্লেষ্মা-ত্বকের দৌর্ব্বল্য জন্য।

২৬ গর্ভ।—গর্ভকালে ধমিবৎ উপসর্গ।

বন্ধ্যাত্ব, তৎসঙ্গে অতিশয় রজঃ।

প্রসবান্তিক স্রাব অতিশয় প্রচুর।

প্রসবান্তিক স্রাব বন্ধ; ভয়ানক জ্বর, দুগ্ধ থাকে না, আক্ষেপিক উৎক্ষেপ; অত্যন্ত বেদনা।

চুচুকে ক্ষত।

২৭ কাশি।—পুনঃ পুনঃ উজ্জ্বল শোণিত উঠা; বক্ষে যাতনা, হৃদকম্পন; যক্ষ্মারোগে; অর্শস্রাব বন্ধ হইয়া পীড়ায়; ঋতু বন্ধ; প্রসবান্তিক স্রাববন্ধ।

বারম্বার শ্বাসনলী-ভুজ হইতে প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব; বিশেষতঃ যক্ষ্মাকাশে অথবা পতনের পর।

ফুস্‌ফুস্‌ হইতে প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব।

২৮ ফুস্‌ফুস।—বক্ষে যাতনা, পুনঃ পুনঃ রক্ত নিষ্ঠীবন; বিদ্ধনবৎ বেদনা স্পষ্ট বোধ; বাম স্কন্ধাস্থির নিম্নতলে বেশী; * যক্ষ্মাকাশ।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—অতিশয় হৃদস্পন্দন।

কাশির রক্ত উঠার জন্য দাহ।

নাড়ী দ্রুত এবং সংকুচিত।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—দণ্ডায়মান কালে শ্বাস লইবে বাম স্কন্ধাস্থিমধ্যে তীব্র বিদ্ধনবৎ যাতনা।

বাম বাহু অসাড় হইয়াছে এরূপ বোধ।

হস্ত উষ্ণ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—দক্ষিণ পদের পেশীতে আঘাত বা মচকানবৎ বেদনা।

প্রথমে বাম, তৎপরে দক্ষিণ পদে অসাড়তা; বিচরণে অসাড়তা থাকে না।

পদ উষ্ণ।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—বিদ্ধন, আকর্ষণ, ছিন্নবৎ বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি।—নত : ৩। উদ্যম : ২৩। দণ্ডায়মান : ২২। বিচরণ :

৩৬ স্নায়ু।—দন্তোদ্গম সময়ে তড়কা; প্রসব বেদনার পর আক্ষেপ।

৩৭ নিদ্রা।—ক্লান্তি ব্যতীত জৃম্ভন।

নিদ্রাবস্থায় বক্ষ হইতে মস্তকে প্রবাহের ন্যায় রক্তসঞ্চয়।

অতিরিক্ত বিলম্বে নিদ্রা আইসে, প্রাতে অতৃপ্তি।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ১৭, ৩৭। সন্ধ্যায়: ২, ৩। রাত্রে: ১৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—কম্পের সহিত বৃক্ককে বেদনা।

খোসপাঁচড়া বিলোপ জন্য জ্বর।

কল্‌কল করিয়া প্রচুর ঘর্ম্ম।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৩, ৮, ১৮, ৩৩। বাম: ৬, ১৩, ২১, ২৮, ৩২। দক্ষিণ হইতে বাম: ১৩। বাম হইতে দক্ষিণ: ৩৩। নিম্ন হইতে উচ্চদিকে: ৩। উচ্চ হইতে নিম্নে: ১৭।

৪৪ তন্তু।—রক্ত সঞ্চয়।

রক্ত স্রাব।

গর্ভাবস্থায় বেদনাযুক্ত শৈষ্মিক স্ফীতি যথা অর্শাদি।

পৈশিক ক্রিয়ার দুর্ব্বলতা জন্য শ্লেষ্মা স্রাব।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাবী ক্ষত সকল; বিশেষতঃ পতন জন্য।

মচ্‌কান; অতিরিক্ত ভারী দ্রব্য উত্তোলন বা উদ্যমের ফল।

৪৬ চর্ম্ম।—মটরের আকৃতি, অসংখ্য ফুস্কুড়ি হইতে দুর্গন্ধ স্রাব।

বসন্ত বিলোপ জন্য পাকাশয়িক বেদনা।

৪৭ অবস্থা।—বয়স্থদিগের জন্য; দুর্ব্বলদিগের জন্য; শিশু ও স্ত্রীলোক জন্য

৪৮ সম্বন্ধ।—মিলেফোলিয়ম এরমের ক্রিয়া প্রতিষেধ করে।

মিলেফোলিয়মের পরে কাফি পানে মস্তকে রক্তাধিক্য জন্মে।

নাসিকা হইতে উজ্জ্বল, লাল রক্তস্রাবে এবং ফুস্‌ফুস্ হইতে রক্তস্রাবে ইরেকথাইটিস্ মিলেফোলিয়মের সমতুল্য।

মেজেরিয়াম্।

পরীক্ষক :—ষ্টাফ্।

১ মন।—সহজেই হতবুদ্ধি হইয়া যায়, স্মরণ করিতে অসমর্থ; চিন্তা করিতে কষ্ট।

একাকী থাকিলে অস্থির, সঙ্গ ইচ্ছা করে।

কোনও অশুভ সংবাদ প্রত্যাশা কালের ন্যায় পাকাশয় প্রদেশে ভীত ভাব অনুভূত হয়।

বিষাদ বায়ুগ্রস্ত, বিমর্ষচিত্ত এবং ক্রন্দন পরায়ন।

প্রত্যেক বিষয়ে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিতে তাচ্ছিল্য বা অমনোযোগিতা।

সামান্য কারণে রাগান্বিত :—তৎক্ষণাৎ তজ্জন্য দুঃখিত।

অদৃঢ় বা অব্যবস্থচিত্ত।

২ চৈতন্য।—মস্তকে স্তব্ধতা বা অলসতা বোধ, কিম্বা যেন মাতাল হইয়াছে; আহারের পর বৃদ্ধি।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—প্রবল শিরঃপীড়া, তৎসঙ্গে সামান্য রাগের পর মস্তকে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্য।

শিরঃপীড়া বহির্বায়ুতে বৃদ্ধি, অবনত হইলে উপশম।

৪ বহির্মস্তক।—চর্ম্ম সদৃশ পুরু মামরী দ্বারা মস্তকাবৃত, উহাদের নীচে পুয জমে, এবং চুল জড়াইয়া যায়।

উন্নত, খড়ির ন্যায় শাদা শল্ক, নীচে দুর্গন্ধরস; পোকা জন্মে।

মস্তকের চর্ম্মে জ্বালাকরা, দংশনবৎ কণ্ডূয়ন, মূর্দ্ধা দেশে অধিক; একস্থান হইতে অন্যস্থানে চুলকায় কিন্তু কণ্ডূয়ন বৃদ্ধি পায়, তৎপরে বেদনাযুক্ত স্ফোটক উৎপন্ন হয়, শয়ন করিলে এবং রাত্রে বৃদ্ধি পায়।

মস্তকের চর্ম্ম অসাড়, তৎসঙ্গে আকৃষ্টবৎ বেদনা, সচরাচর এক পার্শ্বে; সন্ধ্যাকালে, শৈত্যে এবং স্পর্শে বৃদ্ধি।

মস্তকে খুষকিময়, এক এক মুটো বা গোছা চুল উঠিয়া আইসে; মস্তকের চর্ম্ম এবং মুখমণ্ডল ভয়ানক চুলকায়, উষ্ণ হইলে বৃদ্ধি; শাদা শল্ক; ছাল উঠিয়া যায়; নক্রবৎ চর্ম্ম রোগ।

৫ চক্ষু।—একটী স্থানের প্রতি তাকাইয়া থাকে; শূন্য দৃষ্টি।

বারম্বার পলক ফেলার প্রবৃত্তি।

চক্ষু মধ্যে চাপ বোধের সঙ্গে শুষ্কতা; চক্ষু অতি বৃহৎ বোধ হয়।

বাম চক্ষুর উপরের পাতার বিরক্তিকর উৎক্ষেপ বা স্পন্দন।

অশ্রুস্রাব, তৎসঙ্গে চক্ষুমধ্যে বেদনা করা।

অক্ষিপুটের স্নায়ুশূল, বিশেষতঃ চক্ষুতে অস্ত্রোপচারের পর।

৬ কর্ণ।—কর্ণ বিবর অধিক প্রসারিত বোধ, যেন তন্মধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট হইতেছে; কিম্বা, কর্ণপটহে যেন শীতল বায়ু লাগান হইতেছে, তৎসঙ্গে কর্ণমধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করনের ইচ্ছা।

পুরাতন কর্ণ-প্রদাহ।

কর্ণ পৃষ্ঠে কণ্ডুয়ন, চুলকাইলে তৎতৎস্থানে উন্নত ও ক্ষতের ন্যায় হয়।

৭ নাসিকা।—হাঁচিবার নিষ্ফল উত্তেজনা।

হাঁচি :—তৎসঙ্গে স্রাবশীল সর্দ্দি; তৎসঙ্গে বক্ষমধ্যে ক্ষতবোধ।

ঘ্রাণশক্তি কমিয়া যায়, তৎসঙ্গে নাসিকার শুষ্কতা।

নাসা-মূলের উপরিভাগে (প্রত্যক্ষ) উৎক্ষেপ।

স্রাবশীল সর্দ্দি, নাসিকায় ক্ষত এবং মামরী পড়ে।

অবিরত নাসিকা হাজিয়া যায়।

৮ মুখমণ্ডল।—ধূসর, মৃৎ বর্ণ বিশিষ্ট মুখমণ্ডল।

মুখমণ্ডলের স্ফীতি, জ্বালাযুক্ত বেদনা, সংযুক্ত ফুস্কুড়ি; বিসর্প।

শিশু অবিরত মুখমণ্ডলে নখঘর্ষণ করাতে উহা রক্তাবৃত হয়; মুখমণ্ডল এবং কপাল উষ্ণ এবং লাল; অস্থিরতা; কণ্ডূয়ন রাত্রে বৃদ্ধি; কণ্ডূয়নে চিপীটিকা ছিন্ন হওয়াতে সেই স্থানে স্থূল পূযপূর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হয়। নখঘর্ষিত মুখমণ্ডলের স্রাব অন্যান্য স্থানে লাগায় ক্ষত হয়।

বাম পার্শ্বের মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল; চক্ষুর উপর হইতে অক্ষিগোলক, গণ্ডস্থল, গ্রীবা এবং স্কন্ধ পর্য্যন্ত; অশ্রুস্রাব; অক্ষি ঝিল্লী রক্তবর্ণ।

সাময়িক বেদনা হঠাৎ আইসে এবং তৎতৎস্থল অসাড় করিয়া যায়।

অস্থিমধ্যের বিদ্রধিতে রাত্রে অসহ্য জ্বালাকর বেদনা; অস্থি অপেক্ষা অস্থিবেষ্ট অধিক আক্রান্ত, তৎসহ গণ্ডাস্থিতে খন্নিবৎ অতীব্র বেদনা এবং পাণ্ডুর মুখমণ্ডল, কম্প কিম্বা শীতল ঘর্ম্ম।

মুখমণ্ডলের পেশীতে অশিথিল আকৃষ্টতা।

দক্ষিণ গণ্ডের বারম্বার বিরক্তিকর পৈশিক উৎক্ষেপ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—মুখগহ্বরের চারিধারে মধুচক্রের ন্যায় মামাড়ী।

নিম্ন চোয়ালের স্নায়ুশূল।

চিবুক উন্নত, শাদা মামাড়ী দ্বারা আবৃত।

১০ দন্ত।—ছিদ্রকরণ এবং হুলবেধের ন্যায় দন্তশূল, উহা গণ্ডাস্থি এবং রগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

দন্ত লম্বা বোধ হয়।

দন্তের যে অংশটুকু মাড়ীর উপরে থাকে উহা সহসা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

দন্তের উপরের ছাতা কর্কশ ভাব ধারণ করে।

দন্তশূল রাত্রে বৃদ্ধি; জিহ্বার দ্বারা স্পর্শ করিলে বেদনা; মুখ ফাক করিয়া বাতাস টানিয়া লইলে উপশম।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বার উপরে ঘন, শ্বেত লেপাবৃত, তৎসঙ্গে বড় বড় লাল উন্নত প্যাপিলি বা কণ্টক; মধ্যভাগে বিদীর্ণ।

ফসেস্ বা গলকোষের মলিন আরক্ততা; লেরিংক্স মধ্য পর্য্যন্ত জ্বালাকর শুষ্কতা; প্রত্যেক শীতকালে বৃদ্ধি; উপদংশ দোষ।

১২ মুখমধ্য।—মুখ ও গল মধ্যে জ্বলন।

লালা প্রায় সর্ব্বদাই বৃদ্ধি।

পচা পনীরের ন্যায় শ্বাসে গন্ধ।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে শুষ্ক বোধ; গলাধঃকরণে কিছু কষ্ট; সন্ধ্যাকালে, এমন কি শয্যায় শুইয়াও, অবিরত শীত শীত।

ফেরিংক্স এবং অন্ননালীতে জ্বালাকরা।

ফেরিংক্সের সংকোচন, গলাধঃকরণকালে খাদ্যের চাপ পড়ে।

গলার পশ্চাৎভাগে শ্লেষ্মাপূর্ণ রহিয়াছে এরূপ অনুভব, খক্ করিয়া কাসিলেও সে ভাব যায় না।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় রাক্ষসবৎ ক্ষুধা।

মদ, কাফি প্রভৃতি খাইতে চায়।

অতি অল্প ক্ষুধা।

১৫ পানাহার।—বিয়ার মদ তিক্ত লাগায় বমন হয়।

মদ পানে বৃদ্ধি।

আহারের পর : ২। আহার : ১৭। অথবা পান : ২৭।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—গলমধ্যে এবং পাকাশয়ে বিবমিষা, বমন তিক্ত, অম্ল ; শ্লেষ্মা।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে জ্বলন এবং অসুস্থতা ; আহারে উপশম।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—প্লীহা প্রদেশে অতীব্র বেদনা ; চাপপ্রদ বেদনার সঙ্গে কাঠিন্য ও স্ফীতি।

২০ মল, ইত্যাদি।—প্রচুর দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ, বাহ্যের পূর্ব্বে বেশী।

মল :—নরম, কটাবর্ণ, অম্লগন্ধ বিশিষ্ট, ফেণাফেণা ; তন্মধ্যে চিক্কণ পদার্থের অংশ থাকে ; অজীর্ণ ; সন্ধ্যায় এবং উদ্ভেদ বিলোপ জন্য বৃদ্ধি।

বাহ্যের সময় সরলান্ত্র নির্গমন ; নির্গত অংশের চারিদিকে গুহ্যদ্বার বেদনাযুক্ত এবং সংকুচিত।

মল মলিন কটাবর্ণের, কঠিন গোলাকার পিণ্ডবৎ, তৎসহ বেদনা-বিহীন কুন্থন।

২১ মূত্র।—বৃক্ক মধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা করে।

প্রাতে এবং পূর্ব্বাহ্নে বারম্বার প্রচুর পরিমাণে বর্ণহীন মূত্রস্রাব।

মূত্র স্রাব কমিয়া যায়।

মূত্র অস্বচ্ছ এবং লাল অধঃক্ষেপ বিশিষ্ট।

রক্তপ্রস্রাব, তৎপূর্ব্বে মূত্রাধার মধ্যে খল্লিবৎ বেদনা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—প্রবল লিঙ্গোত্থান এবং রতি ইচ্ছা বর্দ্ধিত।

অণ্ডকোষদ্বয় স্ফীত।

মুষ্কের বেদনাশূন্য স্ফীতি।

উপস্থের উত্তাপ ও স্ফীতি।

লিঙ্গমণির অগ্রভাগে এবং লিঙ্গে তীব্র কণ্ডূয়নবিশিষ্ট সূচীবেধ।

জলবৎ শ্লেষ্মা নিঃস্রাব; সমস্ত মূত্রমার্গে হুলবেধ এবং সুড় সুড়ী-যুক্ত যাতনা; মূত্রমার্গ স্পর্শে বেদনাযুক্ত। * প্রমেহ।

২৬ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রজঃ—অতি শীঘ্র, প্রচুর এবং বহুদিন স্থায়ী; স্বল্প রজঃ, তৎসঙ্গে প্রদর।

জরায়ুতে ক্ষত, তৎসঙ্গে কণ্ডূয়ন ও বেদনা বোধ; রক্ত রঞ্জিত, কখন অণ্ডলালবৎ স্রাব।

শ্বেত প্রদর, ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায়; বিদাহী।

২৫ লেরিংক্স।—মধ্যে মধ্যে স্বরবন্ধ হইয়া যায়।

টেুকিয়া মধ্যে শুষ্কতা ও জ্বালা করা, সেই সঙ্গে স্বরভঙ্গ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, যেন ফুসফুস সংকুচিত বা একদিকে সংবদ্ধ।

অবনত হইলে বক্ষে কসিয়া ধরা বোধ।

দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণে ইচ্ছা।

২৭ কাশি।—স্বরনালী হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত উত্তেজনা জন্য আক্ষেপিক কাসী; প্রাতে হরিদ্রাবর্ণের চটচটে গয়ার, উহা লবণাস্বাদযুক্ত কিম্বা যেন পুরাতন সর্দ্দির ন্যায়। * হুপিংকাসী।

কাসির বৃদ্ধি:—সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত; কিম্বা, দিবা রাত্রি; কোন উষ্ণ দ্রব্য পানাহারে, যতক্ষণ কাসিতে কাসিতে বমন না হয়।

২৮ ফুস্‌ফুস।—বক্ষের দক্ষিণাংশে সূচীবেধ, দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি।

বক্ষ এবং পৃষ্ঠ উভয় দেশে থল্লিবৎ সংকোচন।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—নাড়ী সন্ধ্যাকালে পূর্ণ, কঠিন, দ্রুত; সময়ে সময়ে সবিরাম; প্রাতে দ্রুত, সন্ধ্যায় মৃদু।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার পেশীর এবং গ্রীবাপৃষ্ঠের কাঠিন্য জন্য বেদনা।

স্কন্ধাস্থির পেশীতে আমবাতিক বেদনা; ঐ পেশী অশিথিল এবং স্ফীত বোধ হয়, তজ্জন্য সঞ্চালনে বাধা জন্মে।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধ সন্ধিতে বেদনা, যেন উহা ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া যাইবে।

দক্ষিণ বগলে ক্ষত বোধ।

দক্ষিণ হস্ত শীতল, বাম হস্ত উষ্ণ ; অথবা, উভয় হস্তই শীতল।

দক্ষিণ হস্তের কম্পন।

অঙ্গুলির অগ্রভাগ অসাড়, কিছু ধরিতে পারে না।

হস্তদ্বয় অসাড়।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বঙ্খন সন্ধি হইতে জানু পর্য্যন্ত উৎক্ষেপযুক্ত বেদনা।

হাটিবার কালে দক্ষিণ বঙ্ক্ষন সন্ধিতে আঘাত প্রাপ্তি বোধ।

বঙ্খন বেদনা, পা ছোট হইয়া যায়।

প্রাতে উঠিবার সময় দক্ষিণ জানুমধ্যে খট্ খট্ করে।

আকৃষ্টবৎ বেদনা, অভ্যন্তরে তাপ এবং বাহিরে শীতল বোধ ; বহির্বায়ুতে উপশম।

পদদ্বয় অসাড়।

দক্ষিণ পায়ের গোড়ালিতে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।

পায়ের লম্বাকৃতি অস্থিবেষ্টক ঝিল্লিতে বেদনা, রাত্রে বৃদ্ধি এবং সামান্য স্পর্শ অসহ্য ; আর্দ্র বায়ুতে বৃদ্ধি। * উপদংশ।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন : ৪,৩১। উদ্যমের পর : ৩। অবনত : ৩। উত্থান : ৩৩। শয়ন : ৪।

৩৭ নিদ্রা।—দুর্ব্বলতা জন্য নিদ্রালুতা।

মুখমণ্ডলে প্রবল বেদনা জন্য ভাল নিদ্রা হয় না।

স্পষ্ট স্বপ্ন দেখিয়া এবং ভয় পাইয়া মধ্যরাত্রির পর নিদ্রা ভঙ্গ ; জাগ্রত হইলে বৃদ্ধি।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ২১,২৭,২৯,৩৩। পূর্ব্বাহ্ন : ২১। মধ্যাহ্ন : ১৪ সন্ধ্যা : ৪,১৪,২৭ ২৯। রাত্রি : ৪,৮,১০,২৭,৩৩,৪৬। শেষ-রাত্রি : ৩৭। দিবারাত্রি : ২৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—খোলা বায়ুতে ভ্রমণ করিলে ভাল থাকে ; কিন্তু শীতল জলে স্নান করিলে অথবা শীতল বায়ু লাগিলে বৃদ্ধি।

মস্তক আবৃত করিয়া রাখিলে এবং অন্ধকার গৃহে থাকিলে ভাল থাকে। * মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল।

উষ্ণতা : ৪,৮,৪০। শয্যায় : ১৩,৩৩,৪০। ঠাণ্ডা : ৪। খোলাবায়ু :
৩,৩৩,৪০। আর্দ্র বায়ু : ৩৩। মুখে বায়ু টানিলে : ১০। শীত
কালে : ১৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—বাহু হইতে পৃষ্ঠে এবং পদে শীত। জল
প্রসিক্তের ন্যায় একটী অঙ্গে শীত।

উষ্ণ গৃহেও শীত, তন্দ্রালু; বহির্বায়ুতে কম পড়ে; পিপাসা; মুখের
ভিতরে পশ্চাৎদিকে শুষ্ক, সম্মুখভাগে প্রচুর লালা; বক্ষমধ্যে
হাপানির ন্যায় খল্লি ও আকুঞ্চন।

হস্তপদ শীতল, নখ নীলবর্ণ, মস্তকের শীর্ষস্থানে উষ্ণানুভব।

বাহ্যিক শীতলতা, অত্যন্ত পিপাসা, উষ্ণতার আকাঙ্ক্ষা করে না,
অনাবৃত বায়ুতেও ভয় হয় না; পরে জ্বরও হয় না; উষ্ণতা দ্বারা
কম্প বা শীত কমিয়া যায়।

বাহ্যিক শীতলতার সহিত আভ্যন্তরিক অংশের দাহ।

কম্পের পর অত্যন্ত উষ্ণতা, তৎসঙ্গে নিদ্রা।

কম্পের পর নিদ্রাকালে ঘর্ম্ম, শীতল ঘর্ম্মে চর্ম্ম ভিজিয়া যায়।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৮, ২৮, ৩২, ৩৮। বাম : ৫, ৮, ১৮, ৩২, ৪০।

৪৪ তন্তু।—মুখমণ্ডল বা পীড়িত অংশের শীর্ণতা।

সন্ধি সমুহ ঘৃষ্ট বোধ হয়, ক্লান্ত যেন ভগ্ন হইয়া পড়িবে।

অস্থির অর্ব্বুদ, জ্বালাযুক্ত বেদনা, স্ফীতি রাত্রিতে বৃদ্ধি।

অস্থি প্রদাহযুক্ত, স্ফীত, বিশেষ লম্বা অস্থিসমুহের; অস্থিক্ষয়;
পারদের অপব্যবহারের পর; বিস্তৃত বোধ হয়।

বক্ষগহ্বরের অস্থিমধ্যে ক্ষত ও জ্বালাবোধ।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৩, ৪, ৮, ১০, ২২, ৩৩, ৪৩।
নখ ঘর্ষণ : ৬, ৮, ৪৬। অঙ্গুলি প্রবেশ করান : ৬।

৪৬ চর্ম্ম।—স্থানে স্থানে কর্কশতা এবং ছাল উঠিয়া যায়; হস্তের চর্ম্ম
কর্কশ এবং মৃতবৎ।

প্রবল কণ্ডুয়ন, স্পর্শে, শয্যায় বৃদ্ধি; চুলকাইলে জ্বালা ও স্থান
পরিবর্ত্তন করে।

অসহ্য কণ্ডূয়নযুক্ত পামা হইতে প্রচুর রস নিঃস্রাব।

অঙ্গুলি-সন্ধিতে ক্ষতযুক্ত উদ্ভেদ, রাত্রে ভয়ানক চুলকান।

বক্ষে, বাহুতে এবং উরুদেশে ঈষৎ কটাবর্ণের উদ্ভেদ।

জলপূর্ণ ফুস্কুড়িতে কটাবর্ণের মামড়ি জন্মে।

কচ্ছুবৎ কণ্ডূ অসহ্য কণ্ডূয়নযুক্ত।

ক্ষতের চারিধারে বেদনা বিশিষ্ট আরক্ততা; সহজে রক্তস্রাবী; চিপিটিকার নিম্নে পূজ; ক্ষতের চারিধারে জ্বালাজনক ফুস্কুড়ি।

চিপীটিকা পুরু রূপিয়ার ন্যায়, তাহার নিম্নে রক্তযুক্ত রস; মেদ বিহীন স্থানে বেশী।

জলপূর্ণ ফুস্কুড়ি বিশিষ্ট বিসর্প।

পৃষ্ঠে, বক্ষে, উরুতে এবং মস্তকের চর্ম্মে মৎস্য শল্কবৎ খুস্কি।

৪৭ অবস্থা।—শ্লেষ্মা প্রধান ধাতু।

৪৮ সম্বন্ধ।—মেজেরিয়মের প্রতিবিষঃ—ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব (শিরঃপীড়া); নক্সভমিকা (চক্ষুর স্নায়ুশূল); মার্কুরিয়াস্।

মার্কুরি বা পারদ, নাইট্রিক এসিড, ফসফরস, মদ্য প্রভৃতির মন্দফল নিবারণ জন্য মেজেরিয়ম সর্ব্বদা উপযোগী বা নির্দ্দিষ্ট হয়।

রডডেণ্ড্রন।

পরীক্ষক:—সিডেল্।

১ মন।—বিস্মৃতি, লিখিতে লিখিতে সমগ্র বাক্য ছাড়িয়া যায়।

অত্যন্ত তাচ্ছিল্যতা, তৎসঙ্গে সমস্ত কার্য্যে বা পরিশ্রমে অনিচ্ছা।

২ চৈতন্য।—প্রাতে উঠিলে পর, মস্তকমধ্যে স্তব্ধতা ও তন্দ্রালুতা অনুভব।

অল্প সুরাতেই মত্ততা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—প্রাতে শয্যায় শয়নাবস্থায় সম্মুখ মস্তকে এবং শঙ্খদেশে বেদনা; সুরাপানে, বর্ষাকালে এবং শীত ঋতুতে বৃদ্ধি; উঠিলে, ইতস্ততঃ বিচরণ করিলে উপশম।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তকত্বকে ক্ষত এবং মুষ্টবৎ বোধ।

অস্থি এবং করোটি-অস্থিবেষ্ট মধ্যে প্রবল আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনা। প্রাতে, বর্ষায়, ঝড় এবং বজ্রাঘাত সময়ে বৃদ্ধি; মস্তক উষ্ণ ভাবে জড়াইয়া বাঁধিলে,ব্যায়ামে এবং শুষ্ক উত্তাপে উপশম

করোটীত্বকে দংশনবৎ কণ্ডূয়ন, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে।

৬ চক্ষু।—লিখিতে এবং পড়িতে দৃষ্টির অস্বচ্ছতা।

বহির্ভাগে চিড়িক মারা বেদনা, ঝড়ের পূর্ব্বে বেশী।

চক্ষুমধ্যে, মধ্যে মধ্যে শুষ্ক জ্বলন, উজ্জ্বল দিবালোকে এবং এক দৃষ্টিতে বৃদ্ধি।

অক্ষিপুটের আক্ষেপিক আকুঞ্চন।

৬ কর্ণ।—দক্ষিণ কর্ণশূল; তীব্র উৎক্ষেপযুক্ত বেদনা।

কর্ণমধ্যে কীট প্রবেশের ন্যায় অনুভব।

কর্ণমধ্যে বজ বজ শব্দ, গলাধঃকরণে বৃদ্ধি।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তির হ্রাস।

বামদিকে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

নাসিকার ভিতরে ক্ষত, হলদে বা কাল থুথকি বা মামড়ী।

প্রাতে উঠিলে ভয়ানক হাচি।

প্রচুর পরিমাণে তরল জলবৎ স্রাব,তৎসহ বাত বা বাতরক্তের লক্ষণ।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলে শীতানুভব।

ভয়ানক ছিন্নবৎ উৎক্ষেপযুক্ত মৌখিক স্নায়ুশূল; বায়ুতে এবং ঋতু পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি; আহারকালে এবং উষ্ণতায় হ্রাস।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক এবং জ্বালা করা।

অধরের ভিতরের ফুস্কুড়ি গুলি আহার কালে বেদনা করে।

১০ দন্ত।—দন্তশূল উষ্ণতায় উপশম থাকে; আহার কালে বা দুই এক ঘণ্টা পরে পর্য্যন্ত বেদনা এককালীন থাকে না।

কর্ণশূল সহিত দন্তশূল।

উপর এবং নিম্ন দন্তের স্নায়ুতে বেদনা; দন্ত শিথিল; মাঢ়ী স্ফীত; ঋতু পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি; উষ্ণতায় উপশম।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ লোপ।
জিহ্বার নিম্নে বেদনাযুক্ত ব্রণ।

১২ মুখমধ্য।—মুখে লালা বৃদ্ধির সঙ্গে গলাভ্যন্তরে শুষ্কতা।

১৩ গলমধ্য।—গলার মধ্যে আকুঞ্চন এবং জ্বালা করা।
গল বেদনা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—সামান্য পরিমাণ খাদ্যে সহজেই পরিতৃপ্তি; তৎপরে কষ্ট বোধ।
প্রায় পিপাসা থাকে না।

১৫ পানাহার।—আহারকালে : ৮,৯। আহারান্তে : ১০,১৯,২০; ফল : ২০। সুরাপান : ২,৩। শীতল জলপানের পর : ১৬,১৭।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—পচা কিম্বা তিক্ত জল উদ্গীরণ।
বিবমিষা, মুখ দিয়া জল উঠা, পাকাশয়ে চাপ পড়া, উদ্গারে উপশম।
তরল দ্রব্য, বিশেষ শীতল জল পানান্তে বমন; সবুজ, তিক্ত বমন।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে প্রচাপন, রাত্রে শীতল পানীয়ের পর।
পাকাশয় গহ্বরে চাপ এবং আকুঞ্চনসহ অজীর্ণতা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—ক্ষুদ্র পঞ্জরের নিম্নে সাময়িক খল্লিবৎ বেদনা।
চাপ ও আকৃষ্টতাসহ পাকাশয় পূর্ণবোধ ও শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট।
আধ্মানের পেট বেদনা, বাম দিকে বেশী।
দ্রুত বিচরণে প্লীহাতে সুচীবেধ; নত হইলে অশিথিলতা বোধ।

১৯ উদর।—প্রাতে ও সন্ধ্যায় উদরের ঊর্দ্ধাংশে বিস্তৃতিসহ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।
উদর মধ্যে কুজন, তৎসঙ্গে উদ্গার এবং দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ।
নাভিদেশে পেটবেদনা, অথবা আহারের পরে পূর্ণতা বোধ।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল ভষকা অথচ বিলম্বে ও অনেক বেগ দিতে হয়।
উদরাময়:—বেদনা হীন, অজীর্ণ; আহারে পর; ফল ভক্ষণের পর; বর্ষা এবং শীত ঋতুতে; প্রাতে তৎসঙ্গে প্রচুর বায়ু নিঃসরণ, অথবা তৎসঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বেদনা।
গ্রীষ্মকালে রক্তামাশয়, বজ্রাঘাতের পূর্ব্বে পুনরুদ্দীপিত।

স্বরলান্ত্র হইতে জননেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত আকৃষ্টবৎ বেদনা।

গুহ্যদ্বারে দপদপ করা।

২১ মূত্র।—▌প্রস্রাবের বারম্বার বেগ,তৎসহ মূত্রাধার প্রদেশের আকৃষ্টতা।

▌মূত্র মার্গ মধ্যে বেদনা, যেন ত্বকের নিম্নে ক্ষত হইয়াছে।

প্রচুর পরিমাণে কটু গন্ধবিশিষ্ট মূত্রস্রাব।

ঈষৎ সবুজবর্ণ প্রস্রাব।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতি ইচ্ছা দুর্ব্বল; আলিঙ্গনে অনিচ্ছা।

অশ্লীল স্বপ্ন সহ স্বপ্নদোষ, তৎপরে দীর্ঘকাল লিঙ্গ কঠিন থাকে।

মুষ্ক :—বিশেষতঃ এপিডিডিমিস স্পর্শে অত্যন্ত বেদনা; উদর ও উরু পর্য্যন্ত প্রসারিত ক্ষত বোধ; অণ্ডকোষ উপরিভাগে আকৃষ্ট, স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত।

বাম মুষ্কের কাঠিন্য ও স্ফীতি; প্রমেহের পর; অথবা তৎসঙ্গে মূত্রমার্গের সর্দ্দি।

▌জলদোষ বা হাইড্রোসিল্।

মুষ্কত্বকে কণ্ডূয়ন এবং ঘর্ম্ম।

উরু এবং জননেন্দ্রিয় মধ্যে ক্ষত বা ক্ষতবোধ অনুভব।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অধিক এবং শীঘ্র শীঘ্র ঋতু; তৎসহ জ্বর এবং শিরঃপীড়া।

রজোবন্ধ।

ডিম্বাধারে বেদনা; বায়ু পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি।

▌যোনিতে রসপূর্ণ অর্ব্বুদ।

২৪ গর্ভ।—প্রসবের পর জরায়ু প্রদেশে জ্বালা, তৎসঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেদনা, অঙ্গুলি সকলের আক্ষেপিক আকুঞ্চন।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—বক্ষের আকুঞ্চন জন্য শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

২৭ কাশি।—প্রাতে এবং সন্ধ্যায় শুষ্ক দুর্ব্বলকর কাসি তৎসঙ্গে বক্ষমধ্যে শুষ্কতা এবং গলমধ্যে কর্কশতা।

২৮ ফুস্ফুস্।—বাম বক্ষের মধ্য দিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত চিড়িকমারা বেদনা, পশ্চাৎ এবং দক্ষিণ দিকে অবনত হইলে।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড, নাড়ী।—হৃদপিণ্ড প্রদেশে লৌহবেধবৎ বেদনা।
হৃদপিণ্ডের আঘাত প্রবলতর।
নাড়ী মৃদু এবং দুর্ব্বল; কিম্বা অপরিবর্ত্তিত।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষ স্পর্শে চৈতন্যাধিক্য।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—অনম্য গ্রীবা, মাঢ়ী এবং দন্তে ক্ষত, প্রত্যেক স্থানে বেদনা বিচরণ করে।
পৃষ্ঠ হইতে পাকাশায় গহ্বরে চিড়িক মারা বেদনা।
কটিদেশ হইতে বাহুতে বেদনা।
কটিদেশ বেদনা করে, বসিয়া থাকিলে বৃদ্ধি; বর্ষাকালে বৃদ্ধি।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বাহুদ্বয়ে আকৃষ্টবৎ বেদনা, বর্ষাতে বৃদ্ধি।
বাহু মধ্যে রক্তসঞ্চালন বন্ধ হইয়াছে এরূপ অনুভব, হস্তদ্বয়ে উষ্ণতা বোধ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—জানুর শ্বেতবর্ণ স্ফীতি, তৎসঙ্গে অসহ্য ছিন্নকর বেদনা, রাত্রে এবং স্থির হইয়া থাকিলে বৃদ্ধি।
শীতলতা অনুভব, নিম্ন পদের ত্বক কুঞ্চিত হইয়া যায়।
নিম্নপদের শোথের স্ফীতি।
নিম্নপদে অসাড়তা অনুভব।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—পৃষ্ঠদেশে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সুড় সুড় করা এবং দুর্ব্বল ও ভারি বোধ; স্থির থাকিলে বৃদ্ধি।
সন্ধিমধ্যে মচকান মত অনুভব, তৎসঙ্গে আরক্ততা এবং স্ফীতি তৎসঙ্গে সন্ধিবাতের কাঠিন্য।
অস্থিবেষ্টে আকৃষ্টবৎ ও ছিন্নবৎ বেদনা, রাত্রে, বর্ষাকালে বৃদ্ধি; ইতস্ততঃ সঞ্চালনে উপশম; প্রধানতঃ হাত ও নিম্ন পায়ের।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বিশ্রাম: ৪, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৪০। শয্যায় শয়ন: ৩, ৪০। উপবেশন: ৩১। সঞ্চালন: ৩, ৪, ৩৪, ৩৬। দ্রুত বিচরণ: ২৮। পশ্চাৎদিকে অবনমন: ২৮; দক্ষিণ দিকে: ২৮। উত্থান ২, ৩, ৭।

৩৬ স্নায়ু।—স্থির হইয়া থাকিলে পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা।

সামান্য উদ্যমের পর অত্যন্ত অবসন্নতা।

৩৭ নিদ্রা।—দিবাভাগে অত্যন্ত নিদ্রালুতা, তৎসঙ্গে চক্ষু মধ্যে জ্বালা।

মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে গভীর নিদ্রা তৎসঙ্গে সন্ধ্যাকালেই নিদ্রালুতা, কিন্তু মধ্য রাত্রির পর নিদ্রাহীনতা; শরীরর মধ্যে বেদনা ও অস্থিরতা নিবন্ধন প্রাতে নিদ্রার ব্যাঘাত।

জাগ্রত হয়, যেন কেহ জাগাইয়াছে।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ২, ৩, ৪, ৭ ১৯, ২০, ২৭,৩৭,৪০। দিবা: ৫,৩৭, ৪০। সন্ধ্যা: ৪,১৯,২৭,৩৭,৪০। রাত্রি: ১৭, ২২, ৩৩, ৩৪, ৩৭। মধ্যরাত্রির পর: ৩৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণতা: 8, ৮, ১০। শুষ্ক উত্তাপ: ৪। গ্রীষ্ম-কাল: ২০। ঋতু পরিবর্ত্তন: ৮,১০, ২৩। শীত ও বর্ষাকাল: ৩, ৪, ২০, ৩১, ৩৪। বজ্রাঘাত: ৪, ৫, ২০, ৩৪।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীতল বায়ু গাত্রে লাগিলে প্রাতে শয্যায় এবং দিবাভাগে কম্প বা শীত।

পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উত্তাপ।

সন্ধ্যাকালে নিশ্চিৎ পা বরফবৎ শীতল, শয্যায় শয়ন করার পরও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঐরূপ থাকিবে।

সন্ধ্যায় উত্তাপ, তৎসহ পা ঠাণ্ডা; জ্বর বোধ, তৎসহ মুখমণ্ডলে জ্বালা।

হস্ত মধ্যে জ্বালানুভব, যদি ও উহা স্পর্শে ঠাণ্ডা বলিয়া বোধ হয়।

প্রচুর দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম,বিশেষতঃ খোলা বায়ুতে ইতস্তত সঞ্চালনকালে।

কক্ষ মধ্যে তীব্র গন্ধ বিশিষ্ট ঘর্ম্ম; মসলার গন্ধ।

ঘর্ম্মের সঙ্গে ত্বকে কণ্ডূয়ন ও কীট সঞ্চরণবৎ সুড় সুড়ি।

৪১ আক্রমণ।—চর্ম্ম বা অস্থির অতি ক্ষুদ্র স্থান ব্যাপিয়া বেদনা; একস্থান হইতে অন্য স্থান পর্য্যন্ত তাহা প্রসারিত হয়।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৬। বাম: ৭, ১৮, ২২, ২৮, ২৯। ভিতর হইতে বাহিরে: ৫।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ: ২২, ৩০, ৪০।
৪৬ চর্ম্ম।—বিসর্পরোগসহ জ্বালা করা এবং ছিন্নবৎ বেদনা।
৪৮ সম্বন্ধ।—রডোডেণ্ড্রনের প্রতিবিষ:—ব্রাইওনিয়া, ক্লিমেটিস্, রসটক্স।

রস টক্সিকোডেণ্ড্রন।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—হতবুদ্ধি বা স্তব্ধ ভাব, তৎসঙ্গে মস্তকমধ্যে এক প্রকার সুড়সুড়ী এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বেদনা, সঞ্চালনে উপশম।

অন্যমনস্ক; মনের বিস্মৃতি; কষ্টকর বোধ শক্তি; সম্প্রতি ঘটিয়াছে এমন বিষয়ও স্মরণ করিতে পারে না।

অসংলগ্ন বকা; বিরক্তি বা দ্রুত ভাবে উত্তর দেয়, চিন্তায় কষ্ট বোধ; প্রকৃত কিন্তু মৃদুভাবে উত্তর দেয়; একটী বিষয়ে বহুক্ষণ মনস্থির করিয়া রাখিয়া উত্তর দিতে পারে না।

মৃদু প্রলাপ, বিবেচনা করে যে ময়দানে ভ্রমণ করিতেছে অথবা কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত আছে।

বিমর্ষতা সহ দুর্ব্বলতা; ক্রন্দন করিবার প্রবৃত্তি, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে, তৎসঙ্গে নির্জ্জনতার ইচ্ছা।

অন্য দ্বারা বিষাক্ত হইবার ভয়।

উদ্বেগ, ভীরুতা; গোধূলি সময়ে বৃদ্ধি; অস্থির ভাবে অবস্থান পরিবর্ত্তন; এক শয্যা হইতে শয্যান্তরে যাইবার ইচ্ছা।

জীবনে পরিতৃপ্তি সহ মৃত্যু ভয়।

আত্মহত্যার চিন্তা; জলে ডুবিয়া মরিবার ইচ্ছা।

২ চৈতন্য।—শয্যা হইতে উঠিবার সময়ে মাতালের ন্যায় মস্তক ঘূর্ণন; তৎসহ চক্ষুর পশ্চাতে কম্পন এবং প্রচাপন।

বয়োবৃদ্ধদিগের শিরোঘূর্ণন, শয়নাবস্থা হইতে উঠিলে এবং পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে বা অবনমনে বৃদ্ধি।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—বিচরণকালে কপালের মধ্যে জ্বালা করা।

কপালে যেন একটী পেটী বা ফিতার দ্বারা বাঁধা রহিয়াছে এরূপ বোধ।

অচৈতন্যকর শিরঃপীড়া; উপবেশন বা শয়ন কালে বৃদ্ধি; শৈ
প্রাতে এবং বিয়ার পানে বৃদ্ধি; উষ্ণতা ও সঞ্চালনে উ
শিরঃপীড়া জন্য শয়ন করিয়া থাকিতে হয়; সামান্য বিরি
রাগে শিরঃপীড়ার পুনরাবৃত্তি।
মস্তকে রক্তসঞ্চয়, তৎসঙ্গে গুণ গুণ শব্দ, কীট সঞ্চরণ বা দপদপ
মুখমণ্ডল চিক্কণ ও আরক্ত, অস্থিরতা।
মস্তক সঞ্চালনে বা পদবিক্ষেপে মস্তিষ্ক শিথিল বোধ।
কর্ণ, নাসামূল এবং গণ্ডাস্থি পর্য্যন্ত সূচীবেধ, তৎসঙ্গে
পশ্চাৎ মস্তকের উচ্চস্থানে কামড়ানি (৪৮ শেষ দেখ)।
ভিজিলে পর কিম্বা উদ্ভেদ জ্বরে মস্তিষ্কঝিল্লি প্রদাহ।

• বহির্ম্মস্তক।—করোটীত্বকে বিসর্প, বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে,
গুড়ি বা ফুস্কুড়ি উৎপন্ন করে।
মস্তকে পুযযুক্ত, সরস ও ঘন মামরী পড়া; দুর্গন্ধ কণ্ডুয়ন;
বৃদ্ধি; চুল নষ্ট হইয়া যায়; স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।
মস্তকের চর্ম্মে চৈতন্যাধিক্য, যে পার্শ্বে শয়ন করিয়া না থাকে
পার্শ্বে বেশী; শয্যায় উষ্ণ হইলে বেশী; স্পর্শ এবং প
দিকে চুল আঁচড়াইয়া লইয়া গেলে অত্যন্ত বেদনা।

• চক্ষু।—অতিশয় আলোকাসহ্যতা, অনাবৃত বায়ুতে এবং প্রাতঃ
প্রচুর বিদাহী অশ্রুস্রাব; চক্ষুর নিম্ন গণ্ডোপরি লাল
ব্রণ; অক্ষিপল্লব আক্ষেপিক ভাবে রুদ্ধ।
তারকামণ্ডল প্রদাহ:—আমবাত ও বাতরক্ত গ্রস্ত ব্যক্তিদি
বিশেষতঃ যদি অভিঘাত জন্য; পুযযুক্ত।
কর্ণিয়াতে সমতল বিশিষ্ট ক্ষত এবং পীড়কা, তৎসঙ্গে আলো
সহ্যতা; কঞ্জঙ্কটাইভা রক্ত বর্ণ ও রক্ত পূর্ণ।
কঞ্জঙ্কটাইভা থলীর ন্যায় ফুলিয়া উঠে এবং তাহার ভিতর হরি
বর্ণ পূজ।
প্রাতে অক্ষিপুট সংযোজন এবং চক্ষু আরক্তিম।
অক্ষিপুট স্ফীত এবং প্রদাহযুক্ত।

অক্ষিপুটের স্ফীতি বা বিসর্প সদৃশ স্ফীতি ও তাহার চতুর্দ্দিকে সরস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি; মেবোমিয়ান্ গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, অক্ষির লোম পতন।

অক্ষিপুট পতন, অক্ষিগোলকের কোন না কোন পেশীর পক্ষাঘাত, জলে ভিজার জন্য; সন্ধিবাত গ্রস্ত রোগীদিগের।

র্ণ।—শ্রবণশক্তির দুর্ব্বলতা, বিশেষতঃ মনুষ্য স্বর।

কর্ণশূল, রাত্রে কর্ণমধ্যে দপদপানি।

হইতে রক্ত মিশ্রিত পুয স্রাব।

াম দিকের কর্ণমূলগ্রন্থি প্রদাহ; বিশেষতঃ আরক্ত জ্বরকালে পুযযুক্ত।

সকা।—ঘ্রাণশক্তির লোপ।

নাসিকা হইতে জমাট রক্তস্রাব, রাত্রে, অবনত হইলে, মলত্যাগ-কালীন এবং উদ্যম করিলে বৃদ্ধি; টাইফস্ পীড়ায় এইরূপ রক্তস্রাবে কিছু উপশম হয়।

আক্ষেপিক হাঁচি।

নাসিকা হইতে স্রাব:—ঘন, হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মা; সবুজবর্ণ দুর্গন্ধ পুজ; হলুদবর্ণ দুর্গন্ধ রস স্রাবের সঙ্গে গ্রীবার গ্রন্থিসমূহের স্ফীতি।

নাসিকার নিম্নে জ্বরের ফোস্কা এবং মামরী পড়া।

নাসিকাগ্রভাগ আরক্ত এবং বেদনাযুক্ত; ভিতরে ক্ষত।

নাসিকার ঈষৎ আরক্ত স্ফীতি।

মুখমণ্ডল।—অগ্নিবৎ আরক্ত; পাণ্ডুর, অন্তঃপ্রবিষ্ট মুখমণ্ডল, নাসিকা সূচাল, চক্ষুর চারিধারে নীলিমা।

বাম হইতে দক্ষিণ দিকে বিসর্প; মুখমণ্ডল কাল্‌চে লালবর্ণ ও হলুদবর্ণ ফুস্কুড়ির দ্বারা পরিপূর্ণ; হুলবেধের সঙ্গে জ্বালাকরা এবং কুট্‌কুট বা কণ্ডূয়নযুক্ত।

মুখমণ্ডলে জ্বালাকরা, আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনা; দাঁত অতি লম্বা বোধ হয়; অস্থিরতা।

শিশুদিগের গাঢ় চিপীটিকা।

ব্রণোদ্গম বা মুখ দূষিকা।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—চোয়াল অনম্য, নাড়িতে গেলে সন্ধি স্থানে খট্‌খটে্‌ করে; চোয়াল সহজেই সন্ধিচ্যুত হয়।

মুখগহ্বরের প্রান্তে ক্ষত, মুখের চারিধারে জরফোকা; চিবুকে নানা প্রকারের উদ্ভেদ।

১০ দন্ত।—বেদনাযুক্ত, নাসিকামূলে হুলবিদ্ধবৎ বেদনা, কসের দন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

দন্ত অত্যন্ত বৃহৎ, শিথিল এবং অসাড় বলিয়া বোধ হয়।

দন্তে ছিন্ন হওয়ার ন্যায় চিড়িক মারা বেদনা; অথবা মৃদু কণ্টক বিদ্ধবৎ, দপদপ করা বা ছিন্নবৎ বেদনা, চোয়াল এবং রগ পর্য্যন্ত ঐ বেদনা বিস্তৃত; রাত্রে, ঠাণ্ডায় এবং বিরক্তির পর বৃদ্ধি, বাহ্যিক উত্তাপে উপশম; দন্তক্ষয় রোগ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—প্রাতে এবং আহারের পর পচা; ধাতব; খাদ্য, বিশেষতঃ রুটীতে তিক্তাস্বাদ।

জিহ্বা:—শুষ্ক, আরক্ত, বিদীর্ণ; অগ্রভাগে ত্রিকোণাকৃতিবিশিষ্ট লাল; শাদা, সচরাচর একপার্শ্বে; ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ; কটাবর্ণের শ্লেষ্মায় আবৃত; দন্তের দাগ পড়ে।

১২ মুখমধ্য।—মুখশোষ, তৎসঙ্গে প্রচুর জলপানের ইচ্ছা।

রক্তবর্ণ লালা; নিদ্রাবস্থায় মুখ হইতে লালাস্রাব।

দুর্গন্ধ নিশ্বাস।

মুখ ও গলার মধ্যে প্রচুর দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা।

১৩ গলমধ্য।—গল বেদনা, এবং অনম্য অনুভব।

টন্‌সিল্‌ (দক্ষিণ) হরিদ্রাবর্ণের ঝিল্লি দ্বারা আবৃত।

টনসিল মধ্যে প্রেক বিদ্ধবৎ বা হুল বেধবৎ বেদনা, গিলিতে কষ্ট।

স্ফীতি অনুভব, তৎসঙ্গে ঘৃষ্টবৎ বেদনা; বিসর্প সদৃশ শোথ; হনুনিম্ন ও কর্ণমূল গ্রন্থির কাঠিন্য; নিদ্রালুতা।

সংকোচনের ন্যায় কঠিন দ্রব্য গলাধঃকরণে কষ্ট।

অন্ননলী-প্রদাহ, বিশেষতঃ বিদাহী দ্রব্য ব্যবহারের পর।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা থাকে না অথচ প্রবৃত্তি থাকে।

রুচি নাই কিম্বা কেবল সুখাদ্য খাইতে ইচ্ছা।

চিংড়ীমাছ খাইতে ইচ্ছা; মিষ্ট দ্রব্যে, বিয়ার মদ্যে ইচ্ছা।

সুরা এবং মাংসে বিদ্বেষ।

অনিবার্য্য পিপাসা, শীতল পানীয়ে ইচ্ছা; মুখশোষ জন্য রাত্রে
পিপাসা বৃদ্ধি।

১৫ পানাহার।—আহারান্তে: ১১,১৬,১৭,১৯,২৬,৩৭। পান: ৪০; বরফ
জল: ১৬, ১৭; বিয়ারমদ্য: ৩, ২১, ৩৭; কাফি: ২১।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার:—বিবমিষাসহ; শয়নাবস্থা হইতে
উঠিয়া বসিলে বৃদ্ধি।

বিবমিষা:—বরফ জলপানের পর,কিম্বা আহারের পর, সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ
বমন; তৎসঙ্গে অসাধারণ ক্ষুধা এবং বমন প্রবৃত্তি; রাত্রে
এবং আহারের পর বৃদ্ধি।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়-গহ্বরে হুলবেধ অথবা দপদপ করা।

পাকাশয় মধ্যে যেন পাথর চাপান রহিয়াছে এরূপ পূর্ণতা বা গুরুত্ব;
আহারের পর।

পাকাশয় মধ্যে বেদনা এবং বিবমিষা,বরফ বা ঠাণ্ডা জলপানের পর।

পাকাশয়-গহ্বরে প্রচাপ, যেন স্ফীত বা আকৃষ্ট হইয়াছে এরূপ বোধ।

১৮ উদর।—হাইপোকণ্ড্রিয়া মধ্যে, বিশেষরূপে উদর মধ্যে, আঘাতবৎ
টাটানি বা ক্ষত বোধ; পার্শ্ব ফিরিলে, চলিতে আরম্ভ
করিলে এবং যে দিকে শয়ন করিয়া থাকে সেই দিকে বৃদ্ধি।

আহারের পর উদর স্ফীত।

অন্ত্র এবং অন্ত্রাবর্ত্তক প্রদাহের (peritonitis) সঙ্গে সন্নিপাত লক্ষণ।

শূলবেদনার জন্য সম্মুখ দিকে নত হইয়া বিচরণ করিতে হয়; রাত্রে
এবং জলে ভিজিলে বৃদ্ধি।

টিফ্লাইটীস।

উদর মধ্যে ছিন্ন হইয়াছে এরূপ অনুভব।

নাভির উপরে ঊর্দ্ধদেশে আকুঞ্চন স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

মল, ইত্যাদি।—মল:—জলবৎ, আম এবং রক্ত, তৎসঙ্গে বিবমিষা,

উরুভের নিম্ন পর্য্যন্ত ছিন্নবৎ বেদনা এবং অত্যন্ত কোঁতানি বা বেগ; ফেণা বিশিষ্ট; শ্বেতবর্ণ; বেদনাবিহীন এবং অজীর্ণ; মাংস ধোয়ানি জলের মত; ঈষৎ পীতাক্ত কটা, রক্ত মিশ্রিত, দুর্গন্ধ এবং রাত্রে অনিচ্ছায় মল (টাইফয়েড)।

উদর মধ্যে বেদনা সহ রাত্রে অতিসার, বাহ্যের পর উপশম।

অর্শ:—টাটান, অন্ধ বলি; বাহ্যের পর বহির্গত হয় তৎসঙ্গে সরং লাস্রে চাপপড়া, যেন সমস্ত বাহির হইয়া আসিবে।

গুহ্যদ্বারে ফাটা ক্ষত, তৎসঙ্গে সময়ে সময়ে প্রচুর রক্তস্রাবী অর্শ।

২১ মূত্র।—বৃক্ক প্রদেশে ছিন্নবৎ বেদনা ও স্ফীতি; জলে ভিজার পরে।

মূত্র:—উষ্ণ, শাদা, কর্দ্দমবৎ; বর্ণহীন, তৎসঙ্গে শ্বেতবর্ণ অধঃক্ষেপ; মলিন এবং শীঘ্র ঘোলা হইয়া যায়।

মূত্রত্যাগকালে কুন্থন সহ কএক বিন্দু রক্তবর্ণ মূত্রস্রাব।

মূত্ররোধ; কটিশূল, অস্থিরতা।

মূত্র বিভক্ত ধারে নির্গত হয়।

দিবা রাত্রিতে বারম্বার মূত্র ত্যাগ ইচ্ছাসহ প্রচুর স্রাব।

অধিক জলপান করিলেও মূত্র কমিয়া যায়।

মূত্র ধীরে ধীরে নির্গত হয়, মেরুদণ্ড আক্রান্ত; জলে ভিজার পর।

রাত্রে এবং স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে অসাড়ে প্রস্রাব।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রাত্রে লিঙ্গোত্থান; কিম্বা তৎসঙ্গেপ্রস্রাবের ইচ্ছা।

লিঙ্গমণি ও মেঢ্রত্বকের মলিন, লালবর্ণ বিসর্পযুক্ত স্ফীতি।

মুষ্কত্বক (স্ক্রোটম) ঘন ও শক্ত হয়, তৎসহ অসহ্য কণ্ডূয়ন।

পোতার (scrotum) স্ফীতি।

জননেন্দ্রিয়ে এবং পোতার ও উরুভের মধ্যে সরস কণ্ডূয়ন বা উদ্ভেদ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—শীঘ্র শীঘ্র এবং প্রচুর পরিমাণে ঋতু হইয়া অনেক দিন থাকে; মলিন, বিদাহী শোণিতস্রাব, জগোষ্ঠে দংশনবৎ বেদনা জন্মায়।

ঋতু বন্ধ:—জলে ভিজিয়া; তৎসহ স্তনে দুধ নামে।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, চাপচাপ শোণিত, প্রসবের ন্যায় বেদনা।

দাঁড়াইলে এবং হাঁটিবার সময় বেগ বা কোঁতপাড়া বেদনা, কটি বেদনা করে, কঠিন শয্যার উপর শয়নে উপশম ; অত্যধিক পরিশ্রম বা বেগ জন্য জরায়ু-স্খলন (prolapsus)।

যোনিমধ্যে ক্ষত বোধ, তজ্জন্য আলিঙ্গনে বাধা জন্মায়।

২৪ গর্ভ।—গর্ভাবস্থায় :—রক্তস্রাব ; নড়িতে গেলে বস্তিকোটরের সন্ধি সকলের অনম্যতা।

বেগ বা অত্যধিক পরিশ্রম জন্য গর্ভপাতের উপক্রম।

প্রসবান্তিক স্রাব (lochia) পচা দুর্গন্ধ, অধিক কালস্থায়ী অথবা পুনঃ-পুনঃ প্রকাশিত হয়।

গর্ভ বা প্রসবকালের পর উরুদেশ এবং পদের শ্বেতবর্ণ স্ফীতি ; প্রস-বের পর জরায়ু-প্রদাহ ; তৎসঙ্গে সন্নিপাত লক্ষণ।

স্তন :—ঠাণ্ডা লাগিয়া স্ফীত, প্রদাহের চিহ্ন রেখাকারে প্রতীয়মান হয় ; প্রচুর স্তন্যস্রাব ; সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ সহ দুগ্ধ কমিয়া যায় ; চাপ চাপ দুধ এবং পূযস্রাব।

২৫ লেরিংক্স।—অধিক চীৎকার বা শব্দ করার জন্য স্বরভঙ্গ।

লেরিংক্সমধ্যে কর্কশতা এবং তৎসঙ্গে বক্ষমধ্যে ক্ষতবোধ।

কণ্ঠনালী দিয়া উষ্ণ বাতাস উঠে।

শ্বাসকালে লেরিংক্স মধ্যে শৈত্যানুভব।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—যাতনা :—যেন পাকাশয় গহ্বরে শ্বাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে; আহারের পর বৃদ্ধি ; ব্যাকুলিত, যেন দীর্ঘশ্বাস গ্রহণে অসমর্থ।

২৭ কাশি।—বহুব্যাপক সর্দ্দি, বায়ুনলী বদ্ধ বোধ ; শুষ্ক সুড় সুড়ীযুক্ত কাসী ; প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি ; পৃষ্ঠ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনম্যতা।

কাসী :—শুষ্ক, বিরক্তিকর ; শ্বাসনলীতে সুড়সুড় করার জন্য ; তৎ-সঙ্গে বক্ষমধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা, সূচীবেধ, প্রচুর ঘর্ম্ম এবং পাকাশয়ে বেদনা ; সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত, প্রাতে

নিদ্রা ভঙ্গের পরেই, কথা কহিলে, শয়ন অবস্থায় এবং স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে কাসী বৃদ্ধি।

নিষ্ঠীবন :—বিদাহী পুজ ; ঈষৎ ধূসরাভ সবুজবর্ণের শীতল দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা ; মলিন, চাপ চাপ অথবা কটা বর্ণের রক্ত।

২৮ ফুস্‌ফুস্‌।—বক্ষমধ্যে সূচীবেধ, স্থির থাকিলে, হাঁচিবার সময়, শ্বাস প্রশ্বাসকালে এবং বক্র হইয়া বসিলে বৃদ্ধি

বক্ষমধ্যে গুড় গুড় করার সঙ্গে পর্শুকার পেশীমধ্যে অশিথিলতা, স্থির থাকিলে বৃদ্ধি।

ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ :—সন্নিপাত লক্ষণ, প্রায়ই পূযশোষণ হইতে উৎপন্ন ; তৎসঙ্গে ছিন্নবৎ বেদনাবিশিষ্ট কাসী এবং অস্থিরতা।

কাসীতে রক্ত উঠা :—অত্যধিক পরিশ্রম, বাঁশী প্রভৃতি বায়ু যন্ত্রাদি ব্যবহারে উৎপন্ন ; রক্ত উজ্জ্বল ; বক্ষের নিম্নপ্রদেশে বেদনা ; সামান্য মানসিক উত্তেজনা হইতে পুনরুদ্দীপিত।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—প্রবল ব্যায়াম জন্য হৃদপিণ্ডের সহজ বিবৃদ্ধি।

হৃদপিণ্ডের যান্ত্রিক পীড়ার সঙ্গে প্রেক্ বিদ্ধবৎ বেদনা এবং ক্ষত বোধ ; বাম বাহুর অসাড়তা।

ভ্রমণের পর হৃদপিণ্ডে দুর্ব্বলবোধ ; হৃদপিণ্ডের কম্পনানুভব।

স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে প্রবল হৃদস্পন্দন।

নাড়ী :—দ্রুত, দুর্ব্বল, ক্লান্ত এবং কোমল ; কম্পনশীল কিম্বা অননু ভবনীয় ; কখন কখনও হৃদপিণ্ডের আঘাত অপেক্ষা অধিকতর দ্রুত ; অনিয়মিত ; বিয়ার, কাফি কিম্বা সুরাপানে বৃদ্ধি।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—অনম্য গ্রীবা, নাড়িতে গেলে বেদনাযুক্ত টান পড়া।

স্কন্ধ ও পৃষ্ঠে বেদনা, তৎসঙ্গে মচকান মত অনম্যতা।

গ্রীবাদেশীয় কশেরুকার বক্রতা।

ভিজিলে বা আর্দ্র স্থানে নিদ্রা যাওয়ার জন্য কশেরুকা-মজ্জাবরক-ঝিল্লির প্রদাহ, এমন কি মজ্জাপ্রদাহও জন্মায়।

লম্বেগো। কটিদেশে বেদনা (আমবাতিক)।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধমধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা ও জ্বালা, বাহু অসাড়, শীতল আর্দ্র বায়ুতে, শয্যায় এবং স্থির হইয়া থাকিলে বৃদ্ধি।

কক্ষ গ্রন্থিসমূহে পুঁজ সঞ্চয়।

সন্ধ্যাকালে হস্তে উষ্ণ স্ফীতি।

হস্ত পৃষ্ঠে পীড়কা বা ফাটা।

হস্তে আঁচিল।

অঙ্গুলি সমূহের স্ফীতি।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পা কন্ কন্ করা; অনিচ্ছায় খোঁড়ান; সর্ব্বাপেক্ষা হাটুতে বেশী বেদনা অনুভূত হইতে থাকে, অত্যধিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয়; রাত্রে বেদনা বেশী হয়।

পদবিক্ষেপে অঙ্গপ্রত্যঙ্গমধ্যে আক্ষেপিক উৎক্ষেপ।

গৃধ্রসী, দক্ষিণ পদে, মৃদু মৃদু বেদনা করে, রাত্রে, শীতল বা অর্দ্র বায়ুতে বৃদ্ধি; মর্দ্দনে, উষ্ণতায় এবং ব্যায়াম করিতে করিতে গরম হইলে উপশম; অসাড়তা।

শরীর উষ্ণ ও ঘর্ম্মাক্ত সময়ে জলে ভিজিয়া পদমধ্যে বেদনা।

পায়ে খল্লি তজ্জন্য বিচরণ করিয়া বেড়াইতে হয়।

ক্ষত:—পায়ে, তাঁহা হইতে প্রচুর পুঁজ পড়িতে থাকে; শোথযুক্ত পা হইতে রস গড়াইতে থাকে।

অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলে গুল্ফে স্ফীতি; সন্ধ্যা বেলা পা ফুলিয়া উঠে।

রাত্রে পায়ে অসহ্য কণ্ডূয়ন; পুরাতন উদ্ভেদ।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—মচকান, সজোরে কোন দ্রব্য উত্তোলন প্রভৃতি জন্য সন্ধি সমূহের স্ফীতি ও অনম্যতা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শোথযুক্ত বিসর্প।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আমবাতিক বেদনা:—অসাড় এবং ভড় ভড় করে; সন্ধিসমূহ অনম্য বা দুর্ব্বল, বা সন্ধিসমূহের আরক্ত, চিকণ স্ফীতি, স্পর্শে সূচীবেধ; নড়িতে গেলে, রাত্রি ১২ টার পর, ভিজা ও আর্দ্র কালে বা স্থানে বৃদ্ধি; ক্রমাগত নাড়িলে উপশম।

বসিয়া থাকিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছিন্নবৎ বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন ১,৩,৯,১৯,২৪,৩১,৩৩,৩৪,৩৬,৪০।
স্থান পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য : ১,৩,২১,৩৬। অবনমন :
২,৭। উত্থান : ২,১৬। ভ্রমণ : ৩,২৩,২৯। পদবিক্ষেপ :
৩৩। বিচরণ করিতে বাধ্য : ৩৩। অবনত হইয়া বিচরণ
করিতে হয় : ১৯। উদ্যম : ৭,৩৩। মস্তক সঞ্চালন : ৩।
বিশ্রাম : ২১, ২৮, ৩৪,৩৬। শয়ন : ৩,২০, ২৩,২৭,৩১।
শয়ন করিতে বাধ্য : ৩। উপবেশন : ৩,২৭,২৮,২৯,৩৩।
দণ্ডায়মান : ২৩।

৩৬ স্নায়ু।—পক্ষাঘাত :—অত্যন্ত পরিশ্রমের পর ; প্রসবের পর ; বাত-
জনিত, জলে ভিজা কিম্বা আর্দ্র ভূমিতে শয়নের পর ; অত্যধিক
ইন্দ্রিয় সেবার পর ; কম্পজ্বর বা সান্নিপাতিক জ্বরের পর ;
স্থানগুলি (১ ২৩,২১) অথবা কঠিন ও অসাড় তৎসঙ্গে
... শয়ন ; সর্ব্বাঙ্গে লাল, [illegible]
ছিন্নবৎ বেদনা।

অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত, দক্ষিণদিকের ; অসাড়তানুভব।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, ক্ষত বোধ এবং অনম্যতা, নাড়িতে গেলে বৃদ্ধি ;
ক্রমাগত সঞ্চালন করিতে করিতে উপশম, কিন্তু শীঘ্রই ক্লান্ত
হইয়া পড়ে এবং পুনর্ব্বার বিশ্রাম প্রয়োজন হয়।

অস্থিরতা, অবস্থিতি পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

৩৭ নিদ্রা।—আক্ষেপিক জৃম্ভন, অথচ নিদ্রালু নহে, তৎসহ সূচীবেধ এবং
চোয়ালের সন্ধিচ্যুতির ন্যায় বেদনা।

আহারের পর অতিশয় নিদ্রালুতা এবং অলসতা।

অচৈতন্যকর নিদ্রার ন্যায় গভীর নিদ্রা।

নিদ্রাহীনতা :—বেদনা জন্য, মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে অধিক, পুনঃপুনঃ
পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে (উপশম লাভের জন্য)।

বিয়ার মদপানে নেশা হইলে মাথা পশ্চাৎ দিকে বাঁকাইয়া হা করিয়া
নিদ্রা যায়।

পরিশ্রম বিষয়ক স্বপ্ন :—যথা সন্তরণ, দাঁড় টানা, ইত্যাদি।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ৩,৫,১১, ২৭। প্রাতে ১০ টার সময় : ৪০। সন্ধ্যা ১,২৭,৩২,৩৩,৪০। সন্ধ্যা ৭টা : ৪০। রাত্রি : ৪,৬,৭,১০, ১৪,১৬, ১৯,২০,২১,২২,৩২৩৩,৩৪। রাত্রি ১২ টার পূর্ব্বে : ২৭,৩৭। দিবা : ২১।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণতা : ৩ ; শয্যার : ৪। উত্তাপ : ১০,৩৩। শীতল : ৩,১০। অনাবৃত : ২৭। ঠাণ্ডা খোলাবায়ু : ৫,৪৬। শীতল, আর্দ্র ঋতু : ৩২,৩৩,৩৪। ভিজিলে এবং আর্দ্র স্থানে বাস জন্য : ৩,৫,১৯,২১,২৩,৩১,৩৩,৩৬,৪৬।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সর্ব্বদা শীত শীত বোধ, যেন শীতল জল তাহার গাত্রে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে অথবা শিরার মধ্য দিয়া রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া চলিতেছে ; নড়চড়ে, [illegible] বোধ।

শীতের পূর্ব্বে :—শুষ্ক কাসী, [illegible] তার এবং ব্যা[illegible] র্দ্দন ; চোয়ালের সন্ধি [illegible] হইলে উপশম : অসাড়তা। [illegible] বোধ।

পৃষ্ঠ দিয়া শীত, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি ; পানে শীত বৃদ্ধি।

শীত, তৎসঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেদনা, অস্থিরতা ; পর্য্যায়ক্রমে মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা ও আরক্ততা।

শীতের পর উত্তাপ, তৎসঙ্গে ঘর্ম্ম হইয়া উপশম পড়ে।

উষ্ণ জল বা শোণিত শিরা মধ্য দিয়া দ্রুতবেগে যাতায়াত করিতেছে এরূপ সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ।

জ্বরকালে আমবাত ; পিপাসা, পুনঃপুনঃ অল্প অল্প জলপান।

তন্দ্রালু, ক্লান্ত, প্রাতে ১০টার সময় জৃম্ভন, অত্যধিক উত্তাপ কিন্তু পিপাসা থাকে না।

সন্ধ্যাকালীন জ্বরের সহিত অতিসার।

বেদনার সঙ্গে ঘর্ম্ম ; সর্ব্বদা অত্যন্ত কম্পন সহিত।

ঘর্ম্ম :—মুখমণ্ডল ব্যতীত (উত্তাপ সময়েও) : উদ্ভেদের প্রবল কণ্ডূয়ন ; অম্ল গন্ধ বিশিষ্ট ; পচা দুর্গন্ধ ; পিপাসা বা পিপাসা হীনতার সঙ্গে ঘর্ম্ম।

¹¹ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৫, ১৩, ৩৩, ৩৬, ৪০। বাম : ৬,২১। বাম হইতে দক্ষিণ : ৪,৮।

¹² তন্তু।—সৌত্রিক ঝিল্লিতে ক্রিয়া করে।

সন্ধি সমূহের পীড়া, অনম্যতা; অথবা নিকটবর্ত্তী বা চতুষ্পার্শ্বের পৈশিক সূত্রে সূচীবেধ ও জ্বালা করা।

শোথসহ ঘোলাটিয়া প্রস্রাব।

গ্রন্থিসমূহ :—স্ফীত, উষ্ণ এবং বেদনাযুক্ত; কঠিন; পুঁজযুক্ত।

অস্থি হইতে মাংস ছিন্ন করিয়া শ্লথ করা অথবা অস্থি সকল চাঁচিয়া আনার ন্যায় বেদনা।

লম্বাকৃতি অস্থি সকলের স্ফীতি ও প্রদাহ।

¹³ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৪, ৩৪। মর্দ্দন : ৩৩। বেগ বা কুন্থন : ২৩,২৪,২৫,২৮,৩৪,৩৬।

¹⁶ চর্ম্ম।—ত্বকের অসহ্য কণ্ডূয়ন; সর্ব্বাঙ্গে লাল, হামের ন্যায় কণ্ডূ।

সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডূয়ন, কেশবিশিষ্ট স্থানে অধিক; নখঘর্ষণের পর জ্বালা।

শীত পিত্ত বা আম্বাত—জলে ভিজিলে; বাতের সময়; শীত এবং জ্বর সহ; শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি।

উদ্ভেদ :—দদ্রু সদৃশ; অবিরত কণ্ডূয়ন ও জ্বালা; পর্য্যায়ক্রমে বক্ষ মধ্যে বেদনা ও আমাশয়িক মল।

পামারোগ :—পুরু মামারী ও দুর্গন্ধ পূয পড়িতে থাকে।

বিস্তারশীল, আরক্ত, বিসর্পযুক্ত ভূমিবিশিষ্ট জলপূর্ণ ফুস্কুড়ি।

জল ও পুযপূর্ণ উদ্ভেদ।

চর্ম্মের কাঠিন্য ও ঘনত্ব।

বিসর্প।

কার্ব্বঙ্কল, নীলাভ এবং পচনবিশিষ্ট।

বসন্ত, কণ্ডূ বসিয়া যায় এবং বিবর্ণ প্রাপ্ত হয়; সন্নিপাত লক্ষণ।

নীহারকণ্ডূ।

¹⁸ সম্বন্ধ।—ব্রাইয়োনিয়ার প্রতিপূরক।

রসটক্সের দোষঘ্ন বা প্রতিবিষ:—বেলেডনা, ব্রায়োনিয়া, ক্যাম্ফর, কফিয়া, ক্রোটন-টিগ, সলফার।

রসটক্স প্রতিষেধ করে:—ব্রায়োনিয়া র‍্যানানকুলাস, রডোডেণ্ড্রন, এণ্টিম-টার্ট।

রসটক্সের পরে ফলপ্রদ:—আর্সেনিক, ব্রায়োনিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া, কোনায়ম, নক্সভমি, ফস-এসিড, পলসাটিলা, সলফার।

আর্নিকা, ব্রায়োনিয়া, ক্যালকে-কার্ব্ব, ক্যালকে-ফস, ক্যামো, ল্যাকেসিস, ফসফরিক-এসিড, সলফরের পর রসটক্স ফলপ্রদ।

এপিসের সহিত ব্যবহৃত হয় না।

র‍্যানানকুলস বল্‌বোসস।

পরীক্ষক:—ফ্রাঙ্ক।

১ মন।—চিন্তাকালে ভাব বিদূরিত হয়।

ইন্দ্রিয়গণের স্তব্ধ ভাব।

বিরক্ত চিত্ত; বিবাদ প্রিয়।

২ চৈতন্য।—প্রকোষ্ঠ হইতে খোলা বায়ুতে যাইবার সময় শিরোঘূর্ণন সহ পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—সম্মুখ মস্তকে এবং মূর্দ্ধাদেশে চাপপ্রদ শিরঃপীড়া; তৎসঙ্গে অক্ষি গোলকে প্রচাপন এবং নিদ্রালুতা; সন্ধ্যাকালে এবং শীতল বায়ু হইতে গৃহমধ্যে প্রবেশকালে (অথবা তদ্বিপরীতে) বৃদ্ধি।

মস্তকে রক্তাধিক্য, মস্তকপূর্ণ ও বৃহৎ এরূপ অনুভব।

বিবমিষা এবং নিদ্রালুতার সঙ্গে শিরঃপীড়া।

উত্তাপের পরিবর্ত্তন জন্য শিরঃপীড়ার উৎপত্তি বা বৃদ্ধি।

৪ বহির্ম্মস্তক।—মস্তক অতিশয় বৃহৎ।

৫ চক্ষু।—রাত্র্যন্ধতা (রাতকাণা), তৎসঙ্গে উত্তাপ, দংশনবৎ এবং চক্ষুমধ্যে চাপ বোধ; অক্ষিপুট এবং কঞ্জক্টাইভা সামান্য লাল, তৎসঙ্গে অশ্রুস্রাব; অক্ষি প্রান্তে পূঁজ।

অক্ষি গোলকে চাপ পাড়া।

অক্ষিমধ্যে বা প্রান্তে বেদনা যেন ক্ষত বোধ।

৬ কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে সূচীবেধ, প্রধানতঃ সন্ধ্যাকালে।

৭ নাসিকা।—নাসিকার আরক্ততা এবং প্রদাহিক স্ফীতি, তৎসঙ্গে অশিথিলতা ভাব

নাসারন্ধ্রে মামরী পড়ে।

৮ মুখমণ্ডল।—সন্ধ্যাকালে মুখমণ্ডলে শুষ্ক উত্তাপ, তৎসঙ্গে গণ্ড আরক্ততা।

মুখমণ্ডল, নাসিকা এবং চিবুকে গুড় গুড়িযুক্ত কণ্ডূয়ন।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—ওষ্ঠদ্বয়ের আক্ষেপ বা খল্লি।

১২ মুখমধ্য।—তাম্রের ন্যায় আস্বাদযুক্ত শাদা লালা।

১৩ গলমধ্য।—গলারমধ্যে প্রচুর চটচটে শ্লেষ্মা।

গলার ভিতর এবং তালুতে প্রদাহিক জ্বালাকর বেদনা।

১৫ পানাহার।—আহারের পরে : ৩৬।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—আক্ষেপিক হিক্কা। বৈকালে এবং সন্ধ্যাবেলা বিবমিষা, কখন কখনও তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়-গহ্বরে ক্ষত ও জ্বালা বোধ, স্পর্শে বৃদ্ধি।

পাকাশয়-গহ্বরে প্রচাপন।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—হাইপোকণ্ড্রিয়াতে ক্ষত বোধ, বিশেষতঃ স্পর্শে।

যকৃত প্রদেশে সূচীবেধ, বক্ষ পর্য্যন্ত প্রসারিত।

বাম হাইপোকণ্ড্রিয়া মধ্যে দপদপানি।

১৯ উদর।—উদর মধ্যে শূল এবং কর্ত্তনবৎ বেদনা; এবং চাপিয়া ধরিলে, সমস্ত ক্ষত এবং দৃষ্টবৎ অনুভব।

উদরমধ্যে জ্বালাকর টাটানি বোধ।

উদর স্পর্শে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত।

২১ মূত্র।—মূত্রস্থলীতে ক্ষত।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—শ্বেত প্রদর, প্রথমে সামান্য, তৎপরে বিদাহী ক্ষতকারী।

২৭ শ্বাসক্রিয়া।—যাতনাপ্রদ হ্রস্ব শ্বাস, তৎসঙ্গে বক্ষমধ্যে বেদনা; এবং দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণের প্রবৃত্তি।

২৮ ফুস্‌ফুস।—বক্ষ মধ্যে সূচীবেধ।

চর্ম্মের নিম্নে ক্ষুদ্র একটী স্থানে বেদনা। * ফুস্‌ফুস প্রদাহের পর।

ফুস্‌ফুস প্রদাহের পর ফুস্‌ফুসের সংযুক্ত হইয়া যায়।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—নাড়ী পূর্ণ, কঠিন, সন্ধ্যাকালে দ্রুত, প্রাতে মৃদুতর।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষ স্পৃষ্ট ও ক্ষত বোধ; স্পর্শ করিলে, সঞ্চালনে, কিম্বা শরীর ফিরাইতে বৃদ্ধি (পার্শ্ববেদনা পীড়ায়)।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—বাম স্কন্ধাস্থির ভিতরের কিনারা বরাবর বেদনা, ইহার নিম্নতলস্থ কোণ পর্য্যন্ত প্রয়াই বিস্তৃত কিম্বা বক্ষঃস্থলের বাম পার্শ্বের নিম্নাংশের মধ্য দিয়া ঐ বেদনা বিস্তৃত হয়।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহু মধ্যে আক্ষেপিক, আমবাতিক বেদনা।

বাহু এবং হস্তে সূচীবেধ।

হস্তের তালুতে ফোস্কা সদৃশ উদ্ভেদ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—উরুমধ্যে আকৃষ্টবৎ বেদনা, নিম্ন দিকে প্রসারিত।

জানুসন্ধি মধ্যে খটখট শব্দ করে।

পায়ের কড়াতে স্পর্শে বেদনা, এবং জ্বালাকরা।

৩৫ অবস্থিতি।—সঞ্চালন: ৩০। শরীর ফিরান: ৩০। পার্শ্ব ফিরিয়া শুইতে পারে না: ৩৭।

৩৬ স্নায়ু।—পেশীর উৎক্ষেপ।

মৃগী বা অপস্মারের আক্রমণ।

ভ্রমির সঙ্গে সহসা দুর্ব্বলতা।

রাগ কিম্বা ভয়ের পর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কম্পন সহ শ্বাসক্রিয়ার যাতনা; সন্ধ্যাকালে, কদাচিৎ আহারের পর, তাপাদির পরিবর্ত্তনে, বিশেষতঃ উষ্ণতা হইতে শৈত্যে বৃদ্ধি।

৩৭ নিদ্রা।—শ্বাসকৃচ্ছ্রতা সহ নিদ্রাহীনতা, পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ২৯, ৪০। অপরাহ্ন: ১৬, ৪০। সন্ধ্যায়: ৩, ৬, ৮, ১৬, ২৯, ৩৬, ৪০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—প্রকোষ্ঠ হইতে খোলা বাতাসে : ২, ৩। খোলা বায়ু হইতে প্রকোষ্ঠে : ৩। উত্তাপের পরিবর্ত্তন : ৩৫। খোলাবায়ু : ৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত শীত অনুভবের সঙ্গে মুখমণ্ডলে উত্তাপ, বৈকালে ও সন্ধ্যায় বৃদ্ধি; খোলা বায়ুতে উত্তম আবৃত বক্ষঃস্থলেও শীত করে।

সন্ধ্যাকালে উত্তাপ, দক্ষিণ দিকের মুখমণ্ডলে অধিক, তৎসঙ্গে হস্ত শীতল এবং সার্ব্বাঙ্গিক অসুস্থতা।

আভ্যন্তরিক শীত সহ উত্তাপ।

কেবল প্রাতঃকালে জাগ্রত হইলে অল্প ঘর্ম্ম।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ১৮, ৪০। বাম : ১৮, ৩১। পশ্চাৎদিক হইতে সম্মুখ দিকে : ৩১। উচ্চ হইতে নিম্ন দিকে : ৩৩।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ১৭, ১৮, ১৯, ৩০, ৩৩। প্রচাপন : ১৯।

৪৬ চর্ম্ম।—শৃঙ্গবৎ মাংস বৃদ্ধি।

দাহ বা পোড়ার ন্যায় জলপূর্ণ ফুস্কুড়িযুক্ত উদ্ভেদ।

পঞ্জরাস্থির মধ্যস্থানে স্নায়ুশূল।

সমতল বিশিষ্ট, জ্বালাযুক্ত ক্ষত হইতে দুর্গন্ধ পুযস্রাব।

বিস্ফিকা (Pemphigus)।

নীহারকণ্ডু (বাহ্যপ্রয়োগ)।

৪৮ সম্বন্ধ।—র‍্যানানকুলাস বল্‌বের প্রতিবিষ :—ব্রাইওনিয়া, ক্যাম্ফর, পলসেটিলা, রসটক্স।

র‍্যানন্‌কুলাস্‌ স্কেলেরেটস্‌।

পরীক্ষক :—ওয়াজকি।

১ মন।—প্রাতে অলসতা এবং মানসিক কার্য্যে অনিচ্ছা; সন্ধ্যাকালে নিস্তেজস্কতা এবং বিষণ্ণতা।

মস্তকের জড়তা।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন, তৎসহ চৈতন্য লোপ।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মূর্দ্ধাদেশে ও একটী রগে চর্ব্বণবৎ বেদনা।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তক বিবৃদ্ধ এবং অতিশয় পূর্ণ এরূপ অনুভব।

করোটীত্বকে দংশন ও কণ্ডূয়নবৎ বেদনা।

করোটীত্বকে আতপ্তি বোধ।

৫ চক্ষু।—চক্ষু এবং চক্ষুপ্রান্তে জ্বালা করিতে থাকে।

অক্ষিগোলক*মধ্যে বেদনা পূর্ণ চাপবোধ।

চক্ষু অত্যন্ত দুর্ব্বল, এবং অত্যন্ত জল পড়ে।

৬ কর্ণ।—কর্ণশূল, তৎসঙ্গে মস্তক মধ্যে চাপপ্রদ কিম্বা চর্ব্বণবৎ বেদনা এবং দন্তে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

৭ নাসিকা।—অশ্রুস্রাব সহ নাসিকা হইতে জলবৎ স্রাব।

৮ মুখমণ্ডল।—যেন উর্ণনাভ দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত রহিয়াছে এরূপ বোধ।

মুখমণ্ডলে আকৃষ্টতাসহ শৈত্যানুভব।

মুখমণ্ডল শীতল, নীলবর্ণ।

৯ দন্ত।—দন্তমধ্যে আকৃষ্টবৎ হুলবেধ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—স্থানে স্থানে জিহ্বার ত্বক উঠিয়া যাইয়া কর্কশ হয়; মুখমধ্য প্রদাহযুক্ত।

জিহ্বার উভয় পার্শ্বের ত্বক উঠিয়া যাওয়াতে যেন দ্বীপের ন্যায় হয়, অবশিষ্টাংশ ঘন লেপাবৃত। *ডিপথিরিয়া।

১৩ গলমধ্য।—গলার মধ্যে হাজিয়া যায় বা জ্বালা করে।

টন্‌সিলের স্ফীততা, তৎসঙ্গে উহাদের মধ্যে তীব্র সূচীবেধ।

১৫ পানাহার।—আহারান্তে: ১৬, ৪০।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—আহারান্তে, ভুক্ত দ্রব্যের আস্বাদযুক্ত উদ্গার।

১৭ পাকস্থলী।—পাকস্থলিতে বেদনাসহ ভ্রমি বা মূর্চ্ছার আবেশ।

পাকাশয়গহ্বরে পূর্ণতা অনুভব; বাহ্যিক চাপে এবং প্রাতে বৃদ্ধি।

পাকাশয়গহ্বরে টাটানি এবং জ্বালানুভব।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—সবিরাম জ্বর এবং কুইনাইন অপব্যবহারের পর প্লীহা স্ফীত।

যকৃৎ প্রদেশে অতীব্র প্রচাপ, দীর্ঘ শ্বাসে বৃদ্ধি।

যকৃতে, প্লীহার কিম্বা বৃক্কে সূচীবেধ।

২০ মল, ইত্যাদি।—বারম্বার নরম অথবা জলবৎ দুর্গন্ধ মল।

যেন অতিসার হইবে এরূপ বারম্বার অনুভব।

২১ মূত্র।—জ্বালা করা; মূত্রকৃচ্ছ্রতা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—লিঙ্গমণিতে সূচীবেধ।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—নাড়ী দ্রুত পূর্ণ কিন্তু কোমল, তৎসঙ্গে রাত্রে তাপ।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষস্থল ঘৃষ্ট হইয়াছে এরূপ বোধ, তৎসঙ্গে তম্মধ্যে দুর্ব্বলতা অনুভব।

পঞ্জরাস্থির মধ্যস্থ পেশীতে সূচীবেধ।

বহির্বক্ষ এবং বক্ষাস্থি বেদনাযুক্ত, স্পর্শে চৈতন্যাধিক্য।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহু মধ্যে সূচীবেধ, ছিদ্র করণবৎ এবং চর্ব্বণবৎ বেদনা বিশেষতঃ অঙ্গুলি মধ্যে কণ্ডূয়ন।

প্রাতে অঙ্গুলির স্ফীততা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পায়ে হুলবেধ, ছিদ্রকরণবৎ এবং চর্ব্বণবৎ বেদনা, বৃদ্ধাঙ্গুলিতে অত্যন্ত প্রবল।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গুলি সমূহে বাতরক্তের বেদনা।

৩৬ স্নায়ু।—বেদনাসহ মূর্চ্ছা।

৩৭ নিদ্রা।—মধ্যরাত্রির পরে নিদ্রাহীনতা; তৎসঙ্গে উৎকণ্ঠা, উত্তাপ এবং পিপাসা অথবা অস্থিরতা ও এপাশ ওপাশ করা।

৩৮ সময়।—সন্ধ্যার দিকে বেদনার বৃদ্ধি, মধ্যরাত্রির পরে হ্রাস, সেই সময় নিদ্রাহীনতা, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, উৎকণ্ঠা, তাপ এবং তৃষ্ণা আরম্ভ হয়।

প্রাতঃ ১, ১৭, ৩২। সন্ধ্যা: ১, ৩০, ৩২, ৩৮, ৪০, ৪৩। রাত্রি:

২১, ৪০। মধ্য রাত্রির পর : ৩৭, ৩৮, ৪০। প্রাতের দিকে : ৪০।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—গৃহ মধ্যে : ৪০। বহির্ব্বায়ু : ৪০।

৪০ শীত, ঘর্ম্ম।—আহার কালেই শীত বা কম্প।

গৃহমধ্যে সন্ধ্যাকালেও উত্তাপ, অনাবৃত বায়ুতে ভ্রমণ।

রাত্রে, প্রায় মধ্য রাত্রির পরে, গাত্রে শুষ্ক উত্তাপ, তৎসঙ্গে ভয়ানক পিপাসা।

প্রাতঃকাল বরাবর উত্তাপের পরই ঘর্ম্ম, সম্মুখ মস্তকেই বেশী।

৪২ পার্শ্ব।—বাম অপেক্ষা দক্ষিণ চক্ষু এবং কর্ণ অধিক আক্রান্ত।

৪৩ অনুভব।—সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত বোধ।

শরীরের নানা স্থানে, জ্বালা করা, কণ্ডূয়নযুক্ত এবং চর্ব্বণবৎ বেদনা; সন্ধ্যা হইবার সময়।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি—স্পর্শ : ৩০,৪৩। প্রচাপন : ১৭।

৪৬ চর্ম্ম।—বিস্তৃতিযুক্ত জলপূর্ণ ফুস্কুড়ির সঙ্গে বিদাহী, তরল ঈষৎ পীতাভ স্রাব।

রিয়াম্।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—শিশু ক্রন্দন সহ আগ্রহ সহকারে নানা বস্তু প্রার্থনা করে; অতি-প্রিয় বস্তুতেও বিদ্বেষ।

শিশুগণের চিৎকার, তৎসঙ্গে বেগ ও অম্ল গন্ধ মল।

অধিক কথা কহিবার প্রবৃত্তি থাকে না।

অলস, বাচাল।

বিষণ্ণ।

ক্রন্দন সহ, অস্থিরতা।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা এবং ভারি বোধ, তৎসহ মস্তক মধ্যে আঘাতের ন্যায় দপদপ করে; দাঁড়াইলে বেশী।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—অতীব্র স্তব্ধকারী শিরঃপীড়া, তৎসহ চক্ষুর স্ফীতিভাব।

মস্তকে গুরুত্ব ; উষ্ণতা মস্তকে উঠিয়া থাকে।

মস্তক মধ্যে দপদপ করে, উদর হইতে সমুত্থিত।

অবনত হইলে মস্তিষ্ক সঞ্চালিত হইতে থাকে, এরূপ অনুভব।

৫ বহির্মস্তক।—কেশযুক্ত করোটী ত্বকে ঘর্ম্ম।

৬ চক্ষু।—এক পদার্থ প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে চাহিলে চক্ষু দুর্ব্বল।

কনিনীকা প্রসারিত, তৎসঙ্গে চাপপ্রদ শিরঃপীড়া ; তৎপরে সঙ্কুচিত, এবং তৎসহ আত্যন্তরিক অস্থিরতা।

চক্ষু মধ্যে দপদপ করা।

অক্ষিপুটের আক্ষেপিক উৎক্ষেপ।

উপর অক্ষিপুটে মাংস বৃদ্ধি জন্য দানা দানা বাঁধা।

৭ নাসিকা।—নাসা মূল হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত প্রসারিত আকৃষ্টতা।

৮ মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুর ; একগণ্ড লাল, অন্যগণ্ড ফেঁকাশে।

সম্মুখ মস্তকের পেশী সকল একত্রিত ভাবে আকৃষ্ট এবং কুঞ্চিত।

মুখমণ্ডলের ত্বকে অশিথিলতা বা আতন্তি।

মুখমণ্ডলে, প্রধানতঃ নাসিকা ও মুখগহ্বরের চারি পার্শ্বে শীতল ঘর্ম্ম।

১০ দন্ত।—শিশুগণের কষ্টকৃত দন্তোদ্ভেদ।

দন্তশূল সহ দন্ত মধ্যে শৈত্যানুভব।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—অম্লযুক্ত ; বিবমিষা কারক ; খাদ্যদ্রব্য এমন কি মিষ্ট দ্রব্য পর্য্যন্ত তিক্ত।

জিহ্বা অসাড়।

১২ মুখমধ্য।—লালাস্রাব সহ পেটবেদনা বা অতিসার।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—নানা পদার্থের ইচ্ছা কিন্তু সে সকল খাইতে অক্ষম।

১৫ পানাহার।—শুষ্ক ফল খাইয়া পেট বেদনা।

আহারের পর তরল মল ; পেট বেদনা, দাঁড়াইলে বৃদ্ধি।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—যেন পাকস্থলি বা উদর হইতে উত্থিত বিবমিষা সহ পেটবেদনা।

১৭ পাকস্থলী।—অত্যধিক আহারের ন্যায় পাকাশয়ে পূর্ণতা।

পাকাশয়-গহ্বরে দপদপ করা বেদনা।

১৯ উদর।—বায়ু বক্ষ মধ্যে উঠিতেছে এরূপ বোধ।

উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা, তজ্জন্য রোগীকে অবনত হইয়া থাকিতে হয়; দাঁড়াইলে বৃদ্ধি।

আধ্মানের ন্যায় কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং গড় গড় শব্দ।

উদর স্ফীত ও টান টান।

নাভির চারিদিকে যেন চাপ বাধিয়াছে।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—ফণিশ ও আমযুক্ত; তরল, পাতলা, স্ফণিত, অম্ল গন্ধবিশিষ্ট, পাঁশলা উঠা (পরে সবুজ) মল, মলদ্বার লাল করিয়া তুলে।

সন্ধ্যা এবং রাত্রে বৃদ্ধি; প্রাতে হ্রাস; সঞ্চালন বা গতি মাত্রেই বৃদ্ধি; আহারের পর; দন্তোদ্গম কালে; ঋতু পরিবর্ত্তনে সূতিকাগারে; গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধি।

মলত্যাগের পূর্ব্বে :—প্রস্রাব করিতে নিষ্ফল বেগ; কর্ত্তনবৎ পেটবেদনা।

মলত্যাগকালে :—শীত, উদর মধ্যে কর্ত্তন ও সংকোচক বেদনা; পাণ্ডুর মুখমণ্ডল; লালাস্রাব; চিৎকার করিয়া ক্রন্দন (দাঁত উঠার সময়ে শিশুদিগের), তৎসঙ্গে পা গুটাইয়া লয় এবং শরীর কঠিন করে।

মলত্যাগের পর :—পেট বেদনা, নিষ্ফল বেগ, সঞ্চালনেই বৃদ্ধি।

প্রদাহিক সন্ধিবাতের সময় অতিসার।

অম্ল গন্ধ বিশিষ্ট, ফেণাযুক্ত পুরাতন অতিসার; তৎসঙ্গে সরস জিহ্বা, পিপাসা, ক্ষুধা লোপ।

রক্তামাশয় :—রক্ত মিশ্রিত তেজ বন্ধ হইলে বেগ সহ ফণিস, লেহ বা কর্দ্দমবৎ, আমযুক্ত অম্লগন্ধ মল।

২১ মূত্র।—মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে এবং কালে বৃককে এবং মূত্রাধারে জ্বালা।

মূত্রাধারের দৌর্ব্বল্য, প্রস্রাব করিতে সজোরে চাপ দিতে হয়।

মূত্র :—বর্দ্ধিত; আরক্ত, কিম্বা হরিতাভ পীতবর্ণ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—দণ্ডায়মানকালে জরায়ুপ্রদেশে কোঁকপাড়া বেদনা।

২৮ গর্ভ ।—গর্ভপাতের পর মূত্রের পীড়া ।

স্তন্য পীতবর্ণ বিশিষ্ট ও তিক্ত ; শিশু স্তন্যপান করে না ।

প্রসবের প্রথম দিবসেই অতিসার সহ পেট বেদনা, ক্রন্দন, অবসন্নতা, অস্থিরতা, মৃত্যু ভয়, মল জলবৎ, দুর্গন্ধ ।

উদরাময়ের সঙ্গে কষ্টকর দন্তোৎভেদ ।

২৯ শ্বাসক্রিয়া ।—বক্ষের উপরি ভাগে বোঝা চাপান ন্যায় শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ।

৩০ হৃদপিণ্ড, নাড়ী ।—সাধারণতঃ নাড়ী অপরিবর্তনীয়, তবে অল্প দ্রুত বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে ।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ ।—ত্রিকাস্থি এবং বঙ্ক্ষণ প্রদেশে কাঠিন্য, সোজা হইয়া হাটিতে পারে না ।

যেন কটিদেশের কশেরুকাতে প্রবল কর্তনবৎ বেদনা, বাহ্যে যাইলে বৃদ্ধি ।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ ।—বাহু মধ্যে চিড়িক মারা বেদনা ।

বাহু, হস্ত এবং অঙ্গুলি মধ্যে উৎক্ষেপ ।

কনুই সন্ধিতে ভড় ভড় করা ।

হস্ত তালুতে শীতল ঘর্ম্ম ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ ।—উরুতের পেশীর উৎক্ষেপ ।

উরুমধ্যে ক্লান্তি বোধ ।

জানুর বক্রস্থানে কাঠিন্য, সঞ্চালনে বেদনা ।

জানু হইতে গোড়ালি পর্য্যন্ত বজ বজ শব্দ অনুভব ।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর শয়ন করিলে বা একটির উপর অপরটি চাপিলে (বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গ) অসাড় ।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি ।—ক্ষণকাল বিশ্রামের জন্য বেয়াড়া ভাবে থাকে ; অস্থিরতাপূর্ণ রাত্রি ।

দণ্ডায়মান : ২, ১৫, ১৯, ২০, ২৩ । পীড়িত বা বিকৃত অঙ্গে শয়ন : ৩৪ । সঞ্চালন : ২৫, ৩৩ । সোজা হইয়া বেড়াইতে অসমর্থ : ৩১ । অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুটাইয়া থাকে : ২০ । অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

প্রসারণ : ২০। মস্তকের উপর হাত দিয়া থাকে : ৩৭।
বক্রভাবে শয়ন : ১৯।

৩৬ স্নায়ু।—অবসন্নতা; দুর্ব্বলতা; শিশুদিগের অতিসারের সঙ্গে।
গাঢ় নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলে যেরূপ গাত্রভার হয়, সর্ব্বাঙ্গে সেই রূপ দুর্ব্বলতা ও গুরুত্ব।
শিশু ফেকাশে, বিবাদ করে, নিদ্রাবস্থায় খুঁত খুঁত করে; তৎসঙ্গে অঙ্গুলিতে আক্ষেপবৎ উৎক্ষেপ।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রাকালে মস্তকের উপর হাত দিয়া থাকে।
নিদ্রাকালে উত্তাপ, মুখমণ্ডলের বা অক্ষিপুটের পেশীর উৎক্ষেপ, হস্ত পদ কম্পন, মস্তক পশ্চাৎদিকে অবনত করণ।
সমস্ত রাত্রি শিশু কাঁদে ও এপাশ ওপাশ করে; প্রলাপ; ভয়যুক্ত।
নিদ্রা সময়ে ভ্রমণ।
নিদ্রা ভঙ্গের পর শিরঃপীড়া; মুখ হইতে দুর্গন্ধ।
অধিক নিদ্রা ও আহার আবশ্যক করে না।

৩৮ সময়।—সন্ধ্যা : ২৯।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—সাধারণতঃ শৈত্যে এবং অনাবৃত অবস্থায় বৃদ্ধি; উষ্ণতা এবং জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিলে উপশম।
গ্রীষ্মকাল : ২০। ঋতু পরিবর্ত্তন : ২০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—কম্পের সহিত পর্য্যায়ক্রমে উত্তাপ; অথবা আভ্যন্তরিক শীত, বাহিরে উত্তাপ।
সর্ব্বাঙ্গে উত্তাপ, প্রধানতঃ হস্তপদে, তৎসহ শীতল মুখমণ্ডল; পিপাসা থাকে না।
জ্বর শূন্য সকল পীড়াতেই সহজেই ঘর্ম্ম।
সম্মুখ মস্তকে ও মস্তকে ঘর্ম্ম।
নাসিকাও মুখের চারিধারে শীতল ঘর্ম্ম।
ঘর্ম্মে বস্ত্রে হরিদ্রাবর্ণের দাগ পড়ে।

৪১ পার্শ্ব।—অধিকাংশ লক্ষণ বামপার্শ্বের নিম্নদিকে, কিম্বা দক্ষিণ হইতে (পীড়িতের) বাম দিকে যায়।

দক্ষিণ হইতে বামে : ৪৪। নিম্ন হইতে উচ্চে : ৩। উচ্চ হইতে নিম্নদিকে : ৪৪।

৪৪ তন্তু।—তরুণ সন্ধিবাত, এক সন্ধি হইতে অন্যসন্ধিতে যায়, দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে বন্ধন দেশে; বাম হইতে দক্ষিণবন্ধনদেশে।

মচকান বা সন্ধিচ্যুতির পরে মণিবন্ধে এবং জানুতে অসাড়তা।

শোথ।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—মচকান ইত্যাদি : ৪৪।

৪৬ চর্ম্ম।—প্রত্যহ স্নান করাইলেও শিশুর গাত্রে অম্ল গন্ধ বাহির হয়।

৪৭ অবস্থা।—স্তন্যপায়ী শিশুদের পক্ষে এবং দন্তোদ্ভেদ সময়ে বিশেষ উপযোগী।

৪৮ সম্বন্ধ।—ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্বের প্রতিপূরক।

ইপিকাকের পরে রিয়াম উপযোগী।

রিয়ামের দোষঘ্ন :—ক্যাম্ফর, ক্যাম, কলসিন্থ,মার্ক,ব্রিয়স, নক্স,পলস্‌।

রুটা গ্রাভিওলেন্‌স্‌।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—বিবাদ এবং প্রতিবাদে প্রবৃত্তি।

নিজ ও অন্যের প্রতি অসন্তুষ্ট।

ব্যাকুলিত এবং নিস্তেজ, তৎসঙ্গে মানসিক বিষণ্ণতা।

সন্ধ্যাগমে দুঃখিত স্বভাব।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন :—প্রাতে উঠিলে পর; উপবেশনে; খোলা বাতাসে ভ্রমণ কালে বৃদ্ধি।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—শিরঃপীড়া :—যেন মস্তক মধ্যে একটি প্রেকবিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; সমস্ত মস্তিষ্কে অচৈতন্যকর প্রচাপনের ন্যায়; মত্ততাকারী পানীয়ের অপব্যবহারের পর।

সম্মুখ কপালে স্পন্দনকর, চাপপ্রদ বেদনা।

সম্মুখ মস্তক হইতে রগ পর্য্যন্ত সূচীবেধ এবং আকৃষ্টবৎ বেদনা।

মস্তক মধ্যে উত্তাপ, তৎসঙ্গে অত্যন্ত অস্থিরতা।

৫ বহির্মস্তক।—করোটিত্বকে বৃহৎ বেদনাপূর্ণ স্ফীতি, যেন উহার অস্থি-বেষ্ট হইয়াছে এরূপ বোধ, স্পর্শে টাটানি বোধ।

মুষ্ট বা আঘাতের ন্যায় মস্তকের বাহ্ প্রদেশ বেদনাযুক্ত।

ক্ষত জন্য মস্তকের চর্ম্মে বিসর্প।

মস্তকে সরস মামড়ী।

রগ হইতে মস্তকের পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত অস্থিবেষ্ট মুষ্টবৎ বেদনা করে।

মস্তকচর্ম্মে বিদাহী কণ্ডূয়ন।

৬ চক্ষু।—অপাঙ্গ ও নিম্ন অক্ষিপুট কণ্ডূয়ন, মর্দ্দন করিলে বেদনা করে; চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া উঠে।

চক্ষু জ্বালা করে, কামড়ায়, ক্লান্ত বোধ হয়, সূচীকর্ম্ম করিলে দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়; অত্যধিক অধ্যয়ন প্রভৃতি কার্য্যজন্য; সন্ধ্যা-কালে চক্ষু ব্যবহারে বৃদ্ধি।

সন্ধ্যাকালে আলোকের চতুর্দ্দিকে সবুজবর্ণ মণ্ডল দর্শন।

খোলাবায়ুতে চক্ষু জলপূর্ণ, গৃহমধ্যে নহে।

নিম্ন অক্ষিপুটে থলি, তৎপরে অশ্রুস্রাব।

৬ কর্ণ।—একখণ্ড ভোঁতা কাষ্ঠ দ্বারা চাঁচিয়া আনার ন্যায় ঘর্ষণবৎ চাপ।

কর্ণ পৃষ্ঠে এবং কর্ণের উপাস্থিতে মুষ্টবৎ বেদনা।

৭ নাসিকা।—নাসিকার উপর ঘর্ম্ম।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, তৎসহে নাসা মূলে চাপ।

৮ মুখমণ্ডল।—সম্মুখ মস্তকে বিসর্প এবং স্ফীতি।

মুখমণ্ডলের অস্থিবেষ্টে মুষ্টবৎ বেদনা।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ও আটা আটা।

১২ মুখমধ্য।—মাঢ়ী বেদনাযুক্ত এবং সহজে উহা হইতে রক্তস্রাব হয়।

১৩ গলমধ্য।—ঢোকগিলিতে যেন গলার ভিতরে একটী পিণ্ডবৎ পদার্থ রহিয়াছে এরূপ অনুভব।

১৫ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—বৈকালে শীতল জলের পিপাসা।

১৫ পানাহার।—আহারের পর :—সহসা বিবমিষা ; রুটী ও মাখন আহারের পর পাকাশয়ে বেদনা ; মাংসাহারের পর উদ্গার ও গাত্র কণ্ডূয়ন।

মত্ততা উৎপাদক পানীয় : ৩।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—হিক্কা সহ অবসন্নতা।

আহারকালে সহসা বিবমিষা সহ খাদ্য বমন।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে জ্বালাকরা ও চর্ব্বণবৎ বেদনা।

গুরু বস্তু উত্তোলন জন্য অজীর্ণ রোগ, তৎসঙ্গে উদ্গার এবং শিরঃপীড়া ; মাংস খাইতে পারে না, তাহাতে উদ্গার উঠে।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত প্রদেশে চর্ব্বণবৎ এবং চাপপ্রদ বেদনা।

প্লীহার বেদনাপূর্ণ স্ফীতি।

১৯ উদর।—নাভির চতুর্দ্দিকে চর্ব্বনবৎ বেদনা।

কৃমিজন্য শিশুদিগের পেট বেদনা।

অন্ত্রশূল, তৎসঙ্গে জ্বালা ও চর্ব্বণবৎ বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—কোমল, কষ্টে বহির্গত হয়, সরলান্ত্রের জড়তা বশতঃ ; মলত্যাগের চেষ্টার উদ্যমে সরলান্ত্রের নির্গমন ; চাপ চাপ, আমযুক্ত ; কিম্বা রক্ত মিশ্রিত তৎসঙ্গে বায়ু-নিঃসরণ ; শূন্য উদ্গার ; নত হইলে বাহে বহির্গত হয়।

বারম্বার নিষ্ফল চেষ্টার সঙ্গে সরলান্ত্র নির্গমন।

পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং আমময়, ফেণাযুক্ত মল।

উপবেশনকালে সরলান্ত্রে ছিন্নবৎ সূচীবেধ।

২১ মূত্র।—বারম্বার মূত্রের বেগ, কদাচিৎ ধারণ করিতে সক্ষম ; সজোরে বেগ সম্বরণ করিলে প্রস্রাব হয় না ; অত্যন্ত বেদনা।

দিবসে ভ্রমণকালে এবং রাত্রে অসাড়ে মূত্র স্রাব।

মূত্রাধার যেন সর্ব্বদা পরিপূর্ণ রহিয়াছে এইরূপ বোধ ; মূত্রত্যাগের পর প্রত্যেক পদ বিক্ষেপে তিনি (স্ত্রী) অনুভব করেন যে মূত্রাধার পূর্ণ রহিয়াছে এবং উপর নীচে সঞ্চালিত হইতেছে।

প্রস্রাব করিতে অবিরত চাপ বোধ, তৎসঙ্গে স্বল্প সবুজ প্রস্রাব।

মূত্রাধারের গ্রীবার আক্ষেপিক রুদ্ধতা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অনিয়মিত ঋতু বা ঋতু বন্ধের পর বিদাহী শ্বেতপ্রদর।

২৪ গর্ভ।—গর্ভ স্রাবের অগ্রে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

প্রসবের পর গুহ্যদ্বার ভ্রংশ।

২৫ লেরিংক্স।—লেরিংক্স মধ্যে ঘৃষ্টতার ন্যায় অনুভব।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—হ্রস্বশ্বাস, তৎসঙ্গে বক্ষের কসিয়া ধরা বোধ।

২৭ কাশি।—কাশির সঙ্গে প্রচুর ঘন পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন, ইহার পর বক্ষমধ্যে দুর্ব্বলতা বোধ।

২৮ ফুস্ফুস।—বক্ষমধ্যে চর্ব্বণবৎ বেদনা।

বক্ষে আভিঘাতিক ক্ষয়রোগ বা যক্ষ্মাকাশ।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—ব্যাকুলিত হৃদস্পন্দন।

নাড়ী অপরিবর্ত্তনীয়; অথবা কেবল উত্তাপের সময় কথঞ্চিৎ দ্রুত।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষাস্থির একটী ক্ষুদ্রস্থানে বেদনা; প্রচাপনে বেদনাযুক্ত।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির নিম্নে একমুষ্টি পরিমাণ স্থানে বেদনা; সন্ধ্যায়, উদ্যমের পর, দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণে অথবা দক্ষিণ বাহু সঞ্চালনে বৃদ্ধি; চাপ দিলে উপশম।

পৃষ্ঠে বা কাকচঞ্চু অস্থিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

কটি প্রদেশে বেদনা; সরলান্ত্র নির্গমন বা ভ্রংশ।

উপবেশনে, অবনত হইলে বা বিচরণে কটিদেশে সূচীবেধ, চাপে এবং শয়নে উপশম।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাম কনুই সন্ধিতে আঘাতের ন্যায় বেদনা; বাহু দুর্ব্বল।

মণিবন্ধ মচকান বা অনম্য বোধ; বর্ষা এবং শীত ঋতুতে বৃদ্ধি।

ব্যায়ামের পর হাত অসাড় ও টন্ টন্ করে।

হস্তের ভিতর দিকে সমতল বিশিষ্ট মণ্ডল আচিল।

স্নায়ুসমূহের আকুঞ্চন।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বথন অস্থিতে ঘৃষ্ট বাত কণ্টক বোধ।

উরুতে সম্মুখভাগে ঘৃষ্ট বোধ।

উঠিলে বা বেড়াইলে প্রথমে পশ্চাৎ হইতে বাম উরুতের বহিঃপৃষ্ঠের নিম্ন পর্য্যন্ত চিড়িকমারা ; *গৃধ্রসী রোগ (Sciatica)।

জঙ্ঘার পেশী হ্রস্ব ও দুর্ব্বল বোধ, উপর বা নীচু আসিতে হাটু ভাঙ্গিয়া পড়ে।

আঘাত বা অস্থি স্থানচ্যুত হওয়ার পর গুল্‌ফে বেদনা।

পায়ের অস্থিতে বেদনা জন্য ভর দিয়া হাটিতে পারে না।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—দক্ষিণ মণিবন্ধে এবং উভয় পদে বাতরোগ ; অম্লযুক্ত ঘর্ম্ম।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—শয়ন কালে অবিরত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে, অস্থির এবং দুর্ব্বল।

সঞ্চালন : ৩৩। উদ্যম : ৩১, ৩২। বিচরণ : ২, ২১, ৩১, ৩৬, ৪০, ৪৬। উপরে উঠা ও নামা : ৩৬। অবনমন : ৩১। বক্র হইলে : ২০। উত্থান : ২, ৩৩। শয়ন : ৩১। উপবেশন : ২, ৩১। বিশ্রাম : ৪৪।

৩৬ স্নায়ু।—পা কাঁপে বা টলে যেন উরুত দুর্ব্বল ; বিচরণ কালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেদনা করে।

৩৭ নিদ্রা।—অঙ্গমর্দ্দসহ দিবসে অতিশয় নিদ্রালুতা।

রাত্রে বারম্বার নিদ্রাভঙ্গ।

গোলমেলে স্বপ্ন।

৩৮ সময়।—প্রাতে : ২, ৪০। অপরাহ্নে : ১৪, ৪৪। সন্ধ্যায় : ১, ৫, ৩১। রাত্রি : ২১, ৩৭। দিবা : ২১, ৩৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—অগ্নির উষ্ণতা : ৪০। শয্যায় : ৪০। গৃহমধ্যে : ৫। খোলাবায়ুতে : ২, ৫, ৪০। বর্ষা এবং শীত ঋতু : ৩২, ৪৪।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—বাম দিকে অধিক শীত ; পৃষ্ঠের উপর নীচুতে বেশী ; অগ্নির উত্তাপের নিকটেও কম্প।

মুখমণ্ডলে উত্তাপ ও প্রবল পিপাসা সহ শীত।

মুখমণ্ডলের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উত্তাপ ; তৎসঙ্গে আরক্ত গণ্ড এবং হস্ত পদ শীতল।

পুনঃ পুনঃ উত্তাপের আবেশ।

অধিকাংশ সময়ে বৈকালে উত্তাপ, তৎসঙ্গে উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা এবং শ্বাস কৃচ্ছ্রতা; কিন্তু পিপাসা নাই।

মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম; প্রাতে শয্যায়।

খোলা বাতাসে ভ্রমণের পর সর্ব্বাঙ্গিক ঘর্ম্ম।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ১৮, ৩১, ৩৪। বাম: ১৮, ৩২, ৩৩, ৪০। উচ্চ হইতে নিম্নে দিকে: ৩৩।

৪৪ তন্তু।—পতন বা আঘাতের ন্যায়, সর্ব্বাঙ্গে ঘৃষ্ট বোধ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং সন্ধিতে বেশী।

অস্থি ও অস্থিবেষ্টে ঘৃষ্ট এবং অন্যান্য আভিঘাতিক বেদনা, অস্থিবেষ্ট প্রদাহ; বিসর্প। জ্বালা এবং চর্ব্বনবৎ বেদনাসহ অস্থিতে বেদনা, বিশ্রাম ও আর্দ্র বায়ুতে বৃদ্ধি।

শোথ।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ: ৪, ৩৩। প্রচাপন: ৩০, ৩১। মর্দ্দন: ৫। যান বা অশ্বারোহণ: ৪৬। ক্ষত: ৪। কুন্থন বা বেগ: ৫,১৭,৩৩,৪৪। আভিঘাতিক: ২৮,৪৪।

৪৬ চর্ম্ম।—মাংসাহারের পর চর্ম্মে কণ্ডুয়ন।

যকৃৎ পীড়ার জন্য কামলা রোগ।

মস্তকের করোটী চর্ম্মে প্রচুর স্রাববিশিষ্ট ক্ষত এবং মামড়ী।

বিচরণ ও যানাদি আরোহণে এবং শিশুদের চর্ম্ম সহজে উৰু ও বিদারিত হয়।

নিম্ন পদে নালীযুক্ত ক্ষত।

৪৮ সম্বন্ধ।—ক্রটা মাকুরিয়সের দোষঘ্ন।

কমেক্স ক্রিস্পাস্।

পরীক্ষক :—জস্‌লিন্।

[১] মন।—নিস্তেজ :—তৎসঙ্গে মুখমণ্ডলের গম্ভীর ভাব; আত্মহত্যা প্রবৃত্তি উগ্রস্বভাব। মানসিক উদ্যমে অনিচ্ছা।

[২] মস্তকাভ্যন্তর।—প্রাতে জাগ্রত হইলে পর শিরঃপীড়া, তৎপূর্ব্বে বিরক্তিকর স্বপ্ন দর্শন।

অতীব্র বেদনা :—পশ্চাৎ মস্তকে, দক্ষিণ দিকে, কপালে।

মস্তকের বামদিকে চিড়িকমারা অথবা তীক্ষ্ণ অস্ত্রবিদ্ধবৎ বেদনা।

[৫] চক্ষু।—চক্ষুতে শুষ্কতার ন্যায় বেদনা; অক্ষিপুট প্রদাহিত, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি।

[৬] কর্ণ।—কর্ণমধ্যে বাদ্যের ন্যায় নাদ।

কর্ণমধ্যে কণ্ডূয়ন।

[৭] নাসিকা।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, ভয়ানক হাঁচি, এবং নাসিকার বেদনাযুক্ত উগ্রতা।

নাক বন্ধ হইয়া যায়; শুষ্কতা বোধ।

হাঁচি সহ তরল সর্দ্দি স্রাব; সন্ধ্যা এবং রাত্রে বৃদ্ধি।

নাসিকার পশ্চাৎ ছিদ্র মধ্য দিয়া পীতবর্ণ শ্লেষ্মা স্রাব।

[৮] মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলে উত্তাপ, আরক্ততা সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি; অতীব্র শিরঃপীড়া।

[১১] জিহ্বা,ইত্যাদি।—প্রাতে তিক্তাস্বাদ।

মুখমধ্য এবং জিহ্বা শুষ্ক; জিহ্বা যেন দগ্ধ হইয়াছে এরূপ বোধ।

জিহ্বা শ্বেত, ঈষৎ পীতাভ কপিশ কিম্বা লালাভ কপিশ লেপাবৃত।

প্রত্যেক দিনে ঠিক একই সময়ে বা বিভিন্ন সময়ে সহসা স্বরের পরিবর্ত্তন; কিম্বা তৎসঙ্গে কাশী।

[১২] গলমধ্য।—গলমধ্যে হাজিয়া যাওয়া মত বোধ, তৎসঙ্গে উপরি অংশ হইতে শ্লেষ্মা স্রাব।

গলার মধ্যে দলাবান্ধা বোধ; খক্ করিয়া কাশিলে বা গিলিলে উপশম

হয় না, গিলিবার সময় ইহা নামিয়া যায় কিন্তু আবার তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করে।

ফেরিংক্স মধ্যে কামড়ানি ও ফসেস্ মধ্যে শক্ত শ্লেষ্মা জমা।

১৫ পানাহার।—আহারের পর :—উদরাধ্মান; পাকাশয়ে গুরুত্ব বোধ; বাম স্তনে বেদনা করে; পাকাশয়ে চাপ এবং বিস্তৃতি বোধ।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—অতিসারের পূর্ব্বে রাত্রে বিবমিষা।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়-গহ্বর হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত চিড়িকমারা বেদনা; বাম বক্ষে তীব্র বেদনা; সামান্য বিবমিষা; সম্মুখ কপালে অতীব্র কামড়ানি।

পাকাশয়-গহ্বরে এবং তদুপরি বক্ষাস্থির প্রত্যেক পার্শ্বে কামড়ানি ও চিড়িকমারা বেদনা।

পাকাশয়-গহ্বর হইতে গলা পর্য্যন্ত পূর্ণতা এবং প্রচাপন অনুভব।

পাকাশয় প্রদেশ হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত কসিয়া ধরা ও শ্বাস-রোধক গভীর কামড়ানি; পরিধেয় কাপড় কসা বলিয়া বোধ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—দ্রুত বিচরণে এবং দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণে ও কাসিলে হাইপোকণ্ড্রিয়াতে বেদনা।

১৯ উদর।—নাভির নিকটে শূল বেদনা, দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণে আংশিক উপশম; আহারান্তে আধ্মানবৎ পেট বেদনা।

উদর মধ্যে কাঠিন্য এবং পূর্ণতা অনুভব, তৎসঙ্গে অন্ত্রকূজন।

২০ মল।—মল :—বেদনাহীন, দুর্গন্ধ, প্রচুর; কটা কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ, তরল বা জলবৎ; বাহ্যের পূর্ব্বে সহসা বেগ, তজ্জন্য প্রাতে শয্যা হইতে শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া যাইতে হয়।

প্রাতঃকালীন অতিসার, তৎসহ গলা গুড়গুড় করিয়া কাশি।

কোষ্ঠবদ্ধ; মল কঠিন এবং কপিশ।

মলদ্বারে কণ্ডুয়ন, তৎসহ দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণ।

২১ মূত্র।—সহসা বেগ।

কাশীর সঙ্গে অসাড়ে মূত্রস্রাব।

বৈকালে প্রচুর বর্ণহীন মূত্র।

২৫ লেরিংক্স।—গলার ভিতরে দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা, উহা অবিরত খক্ করিয়া তুলিবার ইচ্ছা।

স্বরভঙ্গ, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি; অনিশ্চিত স্বর।

কাশিবারকালে লেরিংক্স মধ্যে কর্কশতানুভব।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—বারম্বার এরূপ অনুভব যেন তিনি (স্ত্রী) আর শ্বাস গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

পাকাশয় প্রদেশ পর্য্যন্ত শ্বাসাবরোধ অনুভব; হতাশ, এমন কি আত্মহত্যার প্রবৃত্তি; আক্রমণের পর শয্যাশায়ী, অশ্রুযুক্ত।

২৭ কাশি।—স্বরভঙ্গ, কর্কশ কাশী; প্রতিরাত্রে ১১ টার সময় আক্রমণ এবং রাত্রি ২টা হইতে ৫ টার মধ্যে (শিশুদের) কাশী।

কাশি, তৎসঙ্গে মধ্য বক্ষাস্থির পশ্চাতে বেদনা।

গলগহ্বরে শুড় শুড় করিয়া অবিশ্রান্ত শুষ্ক কাশী। লেরিংক্স মধ্যে এবং বক্ষাস্থির পশ্চাতে ক্ষত বোধ; গৃহ পরিবর্ত্তনে, সন্ধ্যাকালে শয়নের পর, টেকিয়া স্পর্শে বা চাপে, অতি সামান্য শীতল বায়ুনিশ্বসনে বৃদ্ধি; কাপড় মুড়ি দেয়,বায়ু গরম করিয়া লইবার জন্য।

লেরিংক্স মধ্যে জ্বালাকর ক্ষত বোধ সহ খক্ খকানি।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—উভয় ফুস্‌ফুসের সম্মুখ ভাগে বেদনা করে।

বক্ষস্থলের বামপার্শ্বে হৃদপিণ্ডের নিকটে সূচীবেধ, জ্বালা বা হুলবেধবৎ বেদনা; গভীর শ্বাস এবং রাত্রিতে শয়নে বৃদ্ধি। *বাত।

দক্ষিণ বক্ষে জ্বালাযুক্ত চিড়িকমারা বেদনা।

শ্বাসকালে পাকস্থলির পশ্চাতে ক্ষত বোধ।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড, নাড়ী।—হৃদপিণ্ডের আঘাত যেন সহসা বন্ধ হইবে এরূপ অনুভব, তৎপরে বক্ষমধ্য দিয়া গভীর দপদপানি।

হৃদপিণ্ড প্রদেশে জ্বালাকরা ও অতীব্র বেদনা।

হৃদপিণ্ডে কামড়ানি, ক্যারটিড ধমনীর দপদপানি; শ্বাস কৃচ্ছ্রতা; শয়নে বৃদ্ধি, উঠিয়া বসিতে হয়; মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, স্ফীতভাব, চক্ষুর নিকটে বশী।

নাড়ী দ্রুত, সিঁড়ি দিয়া উঠিতে গেলে বেশী।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—স্কন্ধাস্থির নিম্নপ্রান্তে চাপপ্রদ কামড়ানি।
সেক্রো-ইলিয়াক্ সম্মিলন স্থানে ক্ষত বা জ্বালাকর বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধ হইতে কনুই পর্য্যন্ত বেদনা, বাহু ক্লান্ত বা শ্রান্ত বোধ।
কাসিবার কালে হস্ত শীতল।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—দক্ষিণ বন্ধন প্রদেশের পশ্চাতে সূচীবেধ; খঞ্জবৎ হাঁটা।
পা কামড়ায়।
দাঁড়াইলে জানু সন্ধিতে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।
পদদ্বয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল পীড়কায় আবৃত।
পদ শীতল ও চৈতন্যাধিক্য বিশিষ্ট।
পায়ের কড়াতে হুলবেধবৎবেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—ভ্রমণ: ১৮। সিড়িতে উঠা: ২৯। শয়ন: ২৭, ২৮, ২৯। উঠিয়া বসিতে হয়: ২৯।

৩৬ স্নায়ু।—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; কার্য্যে অপ্রবৃত্তি; তাঁহার নিকটস্থ বা পার্শ্ববর্ত্তী বিষয়ে তাচ্ছিল্য ভাব।

৩৭ নিদ্রা।—অস্থির নিদ্রা, বিপদ বিষয়ক স্বপ্ন।
প্রত্যুষে জাগ্রত হয়; শিরঃপীড়া সহ।

৩৮ সময়—প্রাত: ৩, ১১, ২০। অপরাহ্ন: ২১। সন্ধ্যা: ৫, ৭, ৮, ২৫, ২৭। রাত্রি: ৭, ১৬, ২৭, ২৮। ১১টা রাত্রি: ২৭। ২টা হইতে ৫টা রাত্রি: ২৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—শীতল বায়ুতে অশ্ব বা যানারোহণে এবং শীত ও আর্দ্র ঋতুতে বৃদ্ধি।
মস্তকাবৃত: ২৭। অনাবৃতকরণ: ৪৬। শীতল বায়ু: ২৭, ৪৬। গৃহ পরিবর্ত্তন: ২৭।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীতার্ত্ত, পৃষ্ঠে বেশী শীত; পেট বেদনা, বিবমিষা, বক্ষের মধ্যস্থানে সূচীবেধ।
উষ্ণতার অনুভব, তৎপরে শীতলতার অনুভব, কম্প রাহিত্য।
গণ্ডস্থানে উত্তাপের আবেশ বেশী।

গাঢ় নিদ্রা হইতে উঠিলে ঘর্ম্ম।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩, ২৮, ৩৩। বাম : ৩, ১৫, ১৭, ২৭, ২৮, ২৯।

৪৩ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ বা চাপ : ১৭, ২৭।

৪৫ চর্ম্ম—নানাস্থানে কণ্ডূয়ন, বস্ত্র পরিবর্ত্তন কালে এবং নিদ্রাঙ্গে অধিক।

চর্ম্মে হুলবেধবৎ বা কণ্টকবেধবৎ কণ্ডূয়ন।

জলপূর্ণ ফুস্কুড়ি, অনাবৃত হইলে এবং শীতল বায়ু লাগাইলে কণ্ডূয়ন।

লরোসিরেসস্।

পরীক্ষক :—মূয়েলর, হার্টলব্, ওয়েল।

১ মন।—চৈতন্য লোপ, তৎসঙ্গে বাক্ ও গতি শক্তি লোপ।

অচৈতন্যতা এবং অনুভব শক্তির বিলোপ।

ইন্দ্রিয় সমূহের স্তব্ধতা।

মানসিক দৌর্ব্বল্য এবং স্মরণ শক্তির লোপ।

ভাবসকল একত্র করিবার অক্ষমতা।

কাল্পনিক মন্দ বিষয়ে ভয় এবং উৎকণ্ঠা।

২ চৈতন্য।—চৈতন্য বিলোপী স্তব্ধতা সহ শিরোঘূর্ণন।

শিরোঘূর্ণন :—তৎসঙ্গে নিদ্রা প্রবণতা; অনাবৃত বায়ুতে বৃদ্ধি।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—সমস্ত মস্তকে বুদ্ধি লোপকারী বেদনা।

মস্তকমধ্যে দপদপানি, তৎসঙ্গে উত্তাপ কিম্বা শীতলতা।

রক্ত সঞ্চয় জন্য শিরঃপীড়া।

মস্তিকের শিথিলতা অনুভব, অবনত হইলে যেন উহা সম্মুখ মস্তকে আসিয়া পড়িতেছে, বেদনা থাকে না।

সম্মুখ মস্তকের মধ্যভাগে উষ্ণতা বোধ, তৎপরে বায়ু প্রবাহ জন্য শীতলতার ন্যায় ঠাণ্ডা বোধ।

মস্তিষ্ক সংকুচিত ও বেদনাযুক্ত বোধ।

মস্তক মধ্যে সূচীবেধ।

[illegible] মস্তক।—সম্মুখ মস্তকে এবং মূর্দ্ধা দেশে শীতলতাবোধ, যেন উহার উপর দিয়া শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, এবং গ্রীবা দিয়া পৃষ্ঠদেশে নামিয়া যাইতেছে; গৃহ মধ্যে থাকিলে বৃদ্ধি, অনাবৃত বায়ুতে উপশম।

[illegible]

কেশাবৃত মস্তকে কণ্ডূয়ন।

৫ চক্ষু।—পদার্থ সকল বৃহত্তর প্রতীয়মান হয়।

চক্ষুর সম্মুখে অবগুণ্ঠন রহিয়াছে এরূপ অনুভব।

চক্ষু:—একদৃষ্টি, বিস্তৃত ভাবে উন্মীলিত; অন্ন রুদ্ধ; বিকৃত ভঙ্গি।

কনীনিকা বিস্তৃত ও স্থির বা অচল।

৬ কর্ণ।—শ্রবণ শক্তির ক্ষীণতা।

কর্ণ মধ্যে গুড়গুড় করা।

কর্ণমধ্যে কণ্ডূয়ন।

৭ নাসিকা।—নাসিকা বদ্ধ অনুভব; বায়ু বা শ্বাস যাতায়ত করে না।

৮ মুখমণ্ডল।—অন্তঃপ্রবিষ্ট, ধূসরাভ পীতবর্ণ মুখাবয়ব; খাবি খাওয়া বা শ্বাসকষ্টের সহিত নীলবর্ণ; ফুলা ফুলা ভাব; জড় বুদ্ধি-পরিচায়ক মুখমণ্ডল। * কোরিয়া বা তাণ্ডব রোগ।

মুখমণ্ডলের পেশী সকলের উৎক্ষেপ ও আক্ষেপ।

মুখমণ্ডলে সুড়সুড়ী, যেন চর্ম্মোপরি মক্ষিকা ও মাকড়সা সঞ্চরণ করিতেছে।

মুখগহ্বরের চারি পার্শ্বে উদ্ভেদ।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—চোয়াল বদ্ধ বা আট।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বা:—শুষ্ক, কর্কশ; শুষ্ক ও শ্বেত; শীতল; অথবা অসাড় যেন দগ্ধ হইয়াছে।

জিহ্বার বামার্দ্ধ দিকে অনম্যতা ও স্ফীতি, তৎসহ বাক্‌রোধ।

১২ মুখমধ্য।— মুখে ফেণা। * মৃগী রোগ।

মুখমধ্যে শুষ্কতা।

১৩ গলমধ্য।— [illegible] গলাধঃকরণ। *তাণ্ডব রোগ।

বাধাযুক্ত গলাধঃকরণ।

গলমধ্যে এবং অন্ননালীতে আক্ষেপিক সংকোচন।

তরল দ্রব্য পান করিলে অন্ননালী ও অন্ত্র মধ্যে সশব্দে ঘুরিয়া বেড়ায়।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—গর্ভাবস্থায় খাদ্যে ঘৃণা।

ভয়ানক পিপাসা, তৎসহ মুখশোষ।

সম্পূর্ণ ক্ষুধা লোপ সহ পরিষ্কৃত জিহ্বা।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—হিক্কা।

পাকাশয়ে বিবমিষা এবং ভুক্ত দ্রব্য বমন।

প্রুসিক্ এসিডের ন্যায় তিক্তাস্বাদযুক্ত উদ্গার। * গর্ভাবস্থা।

ভুক্তদ্রব্য বমন। *কাশি।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে প্রবল বেদনা, তৎসঙ্গে বাক্‌রোধ।

পাকাশয়ে এবং উদরে জ্বালাকরা (অথবা শীতলতা)।

পাকাশয় প্রদেশে সংকোচন বোধ এবং উদর মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—প্রচাপন সহ যকৃতে কণ্ঠক বিদ্ধবৎ বেদনা।

যকৃত প্রদেশ বিস্তৃত, যেন ত্বকের নিম্নে ক্ষতবৎ বেদনা, অথবা যেন
বৃহৎ স্ফোটক (বিদ্রধি) বিদীর্ণ হইবে এরূপ বোধ।

যকৃতের কাঠিন্য ; যকৃতের শুষ্কতা।

১৯ উদর।—নাভির চতুর্দ্দিকে খিমচান বেদনা।

অপরাহ্ণে শূলবৎ বেদনা, এবং রাত্রে মূর্দ্ধা দেশে ছিন্নবৎ বেদনা।

নাভি হইতে কটিদেশে যেন একটা ভারি গোলা পতিত হইল! এরূপ
বোধ ; কথা কহিলে বা অতি পরিশ্রম হইতে উৎপন্ন।

২০ মল, ইত্যাদি।—আতিসারিক মল :—কুন্থনসহ ; সবুজ বর্ণের তরল
শ্লেষ্মা বা আমময়, তৎসঙ্গে হৃদপিণ্ড প্রদেশে শ্বাসাবরোধক
আবেশ জন্য শায়িত করিয়া ফেলে ; অসাড়ে ভেদ।

কোষ্ঠবদ্ধ, মল কঠিন, দৃঢ়, অতি বেগ দিলে তবে বহির্গত হয়।

বাহ্যের নিষ্ফল চেষ্টা, তৎসহ কেবল বায়ুনিঃসরণ।

২১ মূত্র।—মূত্রবর্দ্ধ। * ওলাউঠা।

মূত্রাধারের পক্ষাঘাতের ন্যায় মূত্ররোধ ; অথবা মূত্র মৃদু ভাবে নির্গত
হইতে থাকে।

অসাড়ে মূত্রস্রাব।

মূত্রে মল, ঈষৎ লাল অথবা মেহগ্নি কাষ্ঠের বর্ণ সদৃশ অধঃক্ষেপ, তদুপরি জেলি সদৃশ দ্রব্য ভাসিতে থাকে।

মূত্রদ্বারের সম্মুখ ভাগে কণ্ডুয়ন।

অম্লাক্ত মূত্রে ভগোষ্ঠ (লেবিয়া) হাজিয়া যায়।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—লিঙ্গের পচন।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু:—অতি শীঘ্র শীঘ্র এবং অতি প্রচুর পরিমাণে; শোণিত তরল।

স্তনমধ্যে এবং স্তন নিম্নে জ্বালাকরা এবং হুলবেধবৎ বেদনা।

২৪ লেরিংক্স।—স্বরনালী মধ্যে চাঁচিয়া লওয়ার মত ভাব, তৎসঙ্গে প্রচুর শ্লেষ্মা নিঃস্রাব; স্বরভঙ্গ।

কণ্ঠনালী বা ট্রেকিয়ার আক্ষেপিক সংকোচন।

লেরিংক্সের আক্ষেপ:—হৃদপিণ্ড আক্রান্ত।

২৫ শ্বাসক্রিয়া।—মৃদু, দুর্ব্বল, অস্ফুট কাতরস্বরযুক্ত অথবা ঘড়ঘড়ে শ্বাসক্রিয়া; এরূপ মৃদুভাবে সম্পাদিত হয় যেন অনুমান করা যায় না; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

শ্বাস কৃচ্ছ্রতা,তৎসঙ্গে ফুস্‌ফুস্ সম্পূর্ণরূপ বিস্তৃত হইবে না এরূপ অনুভব অথবা যেন মেরুদণ্ডের গায়ে চাপিয়া রহিয়াছে বোধ।

বক্ষের আক্ষেপিক যাতনা।

শ্বাস জন্য খাবি খাওয়া; শ্বাসাবরোধক আবেশ; হৃদপিণ্ড চাপিয়া ধরে; হৃদস্পন্দন।

২৭ কাশি।—হ্রস্ব, সুড়সুড়ীযুক্ত কাশী; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা; হৃদপিণ্ডের পীড়া, যেমন কপাট সকলের সংকোচন জন্য কাসী; শয়ন করিতে পারে না; যেন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি সকল অতিশয় শুষ্ক হইয়াছে এরূপ অনুভবসহ বুক সাঁই সাঁই করা; সন্ধ্যাকালে, সঞ্চালনে,অবনমনে,পানাহারে এবং উষ্ণতায় বৃদ্ধি; তৎসহ প্রচুর জেলি বা আঠার মত গয়ারের সঙ্গে রক্তের ছিটছিটে দাগ।

হুপ শব্দকারী কাশী, শুষ্ক সাঁই সাঁই শব্দ, গয়ার উঠেনা ; ফুস্ফুসের পক্ষাঘাত হইবার উপক্রম।

২৮ ফুস্ফুস্ ।—বক্ষের আক্ষেপ। ফুস্ফুসের পক্ষাঘাতের আশঙ্কা।
মাতাল দিগের প্লুরিসী ; নাড়ী মৃদু এবং দ্রুত।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী ।—হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া অসমান, নাড়ী মৃদু।
হৃদপিণ্ড প্রদেশে সূচীবেধ।
হৃদ্পিণ্ডের হৃদস্পন্দন।
হৃদপিণ্ড প্রদেশে ধড় ফড় করা ও আঘাত করা ; শ্বাসপ্রশ্বাস জন্য খাবি খাওয়া ; কদাচিৎ সামান্য কাশী।
শীতল, আর্দ্র গাত্র ; মুখের পেশী সকলের আক্ষেপ ; নাড়ী কদাচিৎ পাওয়া যায় বা অনুভব হয়।
সন্ন্যাস রোগ।
সদ্য প্রসূত শিশুর নীলিমা রোগ (cyanosis)।

৩০ বহির্বক্ষ ।—বক্ষস্থলে প্রত্যেক বাহ্যাংশে বেদনা সঞ্চালনে অনুভূত হয়।
শ্বাসগ্রহণ কালে বক্ষমধ্যে জ্বালাকরা।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ ।—গ্রীবার বামভাগ এবং কটিদেশে বেদনাপূর্ণ অনম্যতা।
গ্রীবাদেশে প্রচাপন, বিশেষতঃ বহির্বায়ুতে, তজ্জন্য সম্মুখ দিকে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য করে।
ত্রিকাস্থি প্রদেশে তীব্র বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ ।—দক্ষিণ স্কন্ধে কিম্বা স্কন্ধ সন্ধিমধ্যে প্রচাপন বা চাপপড়া।
দক্ষিণ স্কন্ধমধ্যে সূচীবেধ এবং অসাড় বা খঞ্জবৎ বেদনা।
উভয় কনুইতে সূচীবেধ।
দক্ষিণ মণিবন্ধে মচকান মত বেদনা।
হস্তের শিরা সকলের বিস্তৃতি।
অঙ্গুলি মধ্যে কর্কশ ও শব্দযুক্ত, জল লাগিলে জ্বালা করে।

৩৩ নিম্নাঙ্গ ।—বাম বঙ্খন সন্ধিমধ্যে মচকানমত বেদনা।
বাম জানু সন্ধি মধ্যে প্রেকবিদ্ধবৎ যাতনা।
পায়ের উপর পা দিলে পায়ে ঝেঁজি লাগে বা অসাড় হয়।

গোড়ালির নিম্নাংশে ক্ষতবৎ বেদনা।

আসন হইতে উত্থিত হইলে পায়ের অনম্যতা।

জানু সন্ধি পর্য্যন্ত পা শীতল, বরফবৎ। * তাণ্ডবরোগ।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গুলি এবং পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ মোটা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গে হুলবেধ এবং ছিন্নবৎ বেদনা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেদনাবিহীন পক্ষাঘাত।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সামান্য ব্যায়ামে শ্বাসকষ্ট, যেন খাবি খাওয়া, এবং নীলিমা বর্দ্ধিত হয়; নীলিমা রোগ cyanosis)।

সঞ্চালন: ২৭,৩০। আসন হইতে উঠিলে পর: ৩৬৭। অবনত হইলে: ৩,২৭। শয়ন করিতে বাধ্য হয়: ২০। শয়ন করিতে পারে না: ২৭। সম্মুখ দিকে মস্তক নত করিতে হয়: ৩১। শয়ন: ২৭। স্থির থাকিতে পারে না: ৩৬।

৩৬ স্নায়ু।—জীবনী শক্তির তেজের অভাব এবং প্রতিক্রিয়ার অভাব, বিশেষতঃ বক্ষপীড়ায়।

শক্তি সকলের দ্রুত অবসন্নতা; বহুক্ষণ স্থায়ী মূর্চ্ছা।

মৃগীরোগ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অস্থায়ী আক্ষেপ, তৎসহ পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা।

তাণ্ডব রোগ, তৎসহ অবিরত উৎক্ষেপ, স্থির থাকিতে পারে না; অস্পষ্ট বাক্য, বুঝাইতে না পারিলে রাগ করে; শীর্ণতা; ভয়ের পর।

আক্ষেপের পূর্ব্বে, পরে এবং সময়ে খাবি খাওয়া; নীলাভ ত্বক।

পক্ষাঘাতসহ সন্ন্যাসরোগ।

৩৭ নিদ্রা।—অপ্রতিহত নিদ্রালুতা, বিশেষতঃ আহারের পর এবং সন্ধ্যায়।

অঘোর নাক ডাকাইয়া নিদ্রা; নিদ্রাতুর বা নেশাখোরের ভাব।

৩৮ সময়।—অপরাহ্ন: ১১,৪০। সন্ধ্যা: ২৭,৩৭,৪৩। সন্ধ্যা হইতে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত: ৪৩। রাত্রি: ১০,৪০।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—উষ্ণতা: ২৭,৪০। বহির্বায়ু: ২,৪,৩১। গৃহে: ৪। জলে: ৩২।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত এবং বাহ্যিক শীতলতা।

শীতল আর্দ্র চর্ম্ম। *সন্ন্যাস।

বৈকালে এবং সন্ধ্যাকালে কম্প ও শীতলতা, বাহ্যিক উষ্ণতায় উপশম হয় না।

পর্য্যায়ক্রমে কম্প এবং উত্তাপ। স্বাভাবিক উত্তাপের অভাব।

কম্পর পর উত্তাপ, সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত।

উত্তাপ পৃষ্ঠ দিয়া নামিয়া যায়।

উত্তাপ সময়ে বা উত্তাপের পর ঘর্ম্ম, প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত।

আহারের পর ঘর্ম্ম।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৩২। বাম: ১১,৩১,৩৩। পশ্চাৎদিক হইতে সম্মুখদিকে: ৩২। উচ্চ হইতে নিম্নদিকে: ৪০।

৪৩ অনুভব।—পীড়ার সঙ্গে বেদনাপূর্ণতা।

মস্তিষ্কে এবং মেরুদণ্ডে, বিশেষতঃ মেডলা অবলঙ্গেটায় ক্রিয়া করে; এই জন্যই উর্দ্ধাঙ্গের ধনুষ্টংকারবৎ আক্ষেপ এবং খাবি খাওয়ার ন্যায় শ্বাসক্রিয়া, ইত্যাদি।

৪৮ সম্বন্ধ।—লরোসিরেসসের দোষঘ্ন:—ক্যাম্ফ, কফি, ইপিকা, ওপি।

লাইকপোডিয়ম।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—অচৈতন্য।

দুর্ব্বল স্মৃতিশক্তি; গোলমেলে চিন্তা; লিখিবার সময় বাক্যের কিয়দংশ লিখিতে ভুলিয়া যায়, অথবা অক্ষর এবং শব্দ (syllables) মিশাইয়া ফেলে।

নির্ভুল বিষয় বা ভাবের জন্য ভুলবাক্য প্রয়োগ করে।

অন্যমনস্ক, মনে হয় যেন এক সময়ে দুই স্থানে রহিয়াছে।

মনুষ্য দেখিলে ভয় পায়, একাকী থাকিতে ইচ্ছা ; শিশুদিগেরও ;
অথবা নির্জ্জন-ভীতি, তৎসহ উগ্রতা এবং বিষণ্ণতা।
রাজা সদৃশ ভাব ; ধমক দেয় ; হুকুম করে।
সমস্ত দিন ক্রন্দন করে, আপনি (স্ত্রীলোক) শান্ত হইতে পারে না।
বিষণ্ণ, অথবা প্রসন্ন চিত্ত।
আপন উৎসাহ বা বলে বিশ্বাস বিলোপ।
পরিত্রাণ বিষয়ে সন্দেহ।
উৎকণ্ঠিত যেন মৃত্যু উপস্থিত ; সর্ব্বশেষ কথা বলিতে উদ্যত।
তাচ্ছিল্যভাব, কথা কহে না।
চৈতন্যাধিক্য, ধন্যবাদ দিলেও ক্রন্দন।
রাগান্বিত, একগুয়ে স্বভাব।
ভয় পাওয়ার পর যকৃতের পীড়া।

চৈতন্য।—পানকালে মস্তক ঘূর্ণন।
অচৈতন্যকর শিরঃপীড়া, তৎসহ কর্ণ ও রগে উত্তাপ ; মুখ ও ঠোট শুষ্ক ; শয্যা হইতে উঠিলে বা শয়ন করিলে অপরাহ্ন ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত বেশী।
মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের উপক্রম ; নিদ্রালুতা, এক দৃষ্টি চক্ষু ; চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে।

মস্তকাভ্যন্তর।—রগে, বিশেষতঃ দক্ষিণ দিকে, ভিতর হইতে বাহির দিকে, সূচীবেধ।
রগে বেদনা, যেন স্ক্রু দিয়া আটা রহিয়াছে ; ঋতু কালে বেশী।
মূর্দ্ধাদেশে চাপ পড়া শিরঃপীড়া, বৈকালে ৪টা হইতে রাত্রি৮টা পর্য্যন্ত এবং অবনত হইলে বেশী ; তৎপরে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।
সম্মুখ মস্তক মধ্যে, অথবা মস্তকের দক্ষিণ দিকে গ্রীবার নিম্ন পর্য্যন্ত প্রসারিত, ছিন্নবৎ বেদনা, তৎসঙ্গে মুখমণ্ডলে, দন্তে এবং চক্ষু মধ্যে ঐরূপ ছিন্নবৎ বেদনা ; নিজে উঠিয়া বসিলে বেশী, শয়নে উপশম।
মস্তক মধ্যে অশিথিলতা বা আতত্তি ভাব।

প্রাতঃকালীন আহারের পর শিরঃপীড়া।

শয্যার উষ্ণতায়, ভ্রমণকালে উষ্ণতা বোধ হইলে এবং মানসিক পরিশ্রমে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি ; বহির্বায়ু, শীতল বায়ু এবং মস্তক অনাবৃত রাখিলে উপশম।

• বহির্মস্তক।—উদ্ভেদ, মস্তকের পশ্চাৎদিক হইতে আরম্ভ ; ঘন মামরী-যুক্ত, সহজে রক্তস্রাবী, তাহা হইতে দুর্গন্ধ রস নিঃস্রাব হইতে থাকে ; উষ্ণতা এবং নখঘর্ষণে বৃদ্ধি।

করোটী ত্বকের স্থানে স্থানে ফুস্কুড়ি।

উদরের পীড়ার পর চুল উঠিয়া যায় ; প্রসবের পর ; তৎসঙ্গে করোটী ত্বকের জ্বালা, হাজিয়া যাওয়া, চুলকানি বিশেষতঃ দিবসে সামান্য ব্যায়ামে উষ্ণতা বোধ করিলে।

চুলের অকাল পক্কতা।

• চক্ষু।—অন্ধকারে চক্ষু সম্মুখে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ।

আলোকাতঙ্ক।

রাত্র্যন্ধতা সহ চক্ষু সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ দাগ্‌ দাগ।

কোন পদার্থের বামার্দ্ধ ভাগ স্পষ্ট রূপে দেখিতে পায়।

ছানি (পুরাতন অজীর্ণতার সঙ্গে)।

চক্ষু উষ্ণ, উন্মীলিত, অপরিষ্কৃত, স্থির এবং আলোক সহিষ্ণু।

অপরিষ্কৃত দৃষ্টি, যেন চক্ষু সম্মুখে পালক রহিয়াছে।

কণীনকটাহভা যেন এক খণ্ড কাঁচা মাংসের ন্যায় দেখায় ; প্রচুর পুযস্রাব ; পুযজন্য অক্ষিপুটদ্বয় ফুলিয়া উঠে।

আলোক প্রতি দৃষ্টি করিলে সন্ধ্যাকালে চক্ষুমধ্যে সূচীবেধ এবং ক্ষত।

চক্ষু প্রদাহিত, অক্ষিপ্রান্ত কণ্ডূয়ন, অক্ষিপুট আরক্ত ও স্ফীত ; শুষ্ক হইলে কষ্টকর বেদনা।

অক্ষিপুটে দানা দানা মাংস বৃদ্ধি, শুষ্কতা ও বেদনা করে।

অক্ষিপুটে অঞ্জনি এবং ফুস্কুড়ি, মধ্যস্থ প্রান্তে অধিক।

চক্ষুমধ্যে প্রচুর শ্লেষ্মা সঞ্চয়, তৎসঙ্গে বেদনাকরা।

• কর্ণ।—শ্রবণ শক্তির তীক্ষ্ণতা।

কর্ণমধ্যে গর্জ্জন,গুন্ গুন্ এবং সাঁই সাঁই শব্দ ; কষ্টে শুনিতে পায়।

কর্ণ হইতে পচা, ক্ষতকারক পূযস্রাব ; আরক্ত জ্বরের পর ; তৎসঙ্গে শ্রবণশক্তি নষ্ট।

যেন উষ্ণ শোনিত বেগে কর্ণ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এরূপ অনুভব।

কর্ণমধ্যে ফোঁপড়া পড়া।

কর্ণের পৃষ্ঠে সরস ও পূযস্রাবী মামরী বা চিপীটিকা।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তির প্রখরতা।

নাসিকা বদ্ধ হয়, বিশেষতঃ মূলদেশে ; মুখ ফাক করিয়া এবং জিহ্বা বাহির করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস টানে। *ডিপথিরিয়া।

নাক রগড়াইতে রগড়াইতে শিশু নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠে।

নাসিকা এবং নাসিকার উপরিস্থ গহ্বরের সর্দ্দি; পীতবর্ণের ঘন শ্লেষ্মা স্রাব ; সম্মুখ কপালের শিরঃপীড়া ; পীতবর্ণ মুখাবয়ব।

ভয়ানক সর্দ্দি, নাসিকা স্ফীত ; স্রাব বিদাহী ও ক্ষতকারী ; পশ্চাৎ ছিদ্র শুষ্ক।

‖ দক্ষিণ নাসারন্ধ্র হইতে দুর্গন্ধ স্রাব আরম্ভ ; * স্কার্লেটিনা। * ডিপথিরিয়া।

নাসিকামধ্যে মরাছাল উঠা।

নাসাপুটের সঞ্চালন।

৮ মুখমণ্ডল।—বিকৃত মুখভঙ্গী (১১ দেখ)।

সম্মুখ মস্তকে তাম্রবর্ণ সদৃশ উদ্ভেদ।

মুখমণ্ডল :—পাণ্ডুর, গোলাকার আরক্ত গণ্ডস্থল ; প্রথমে পীতবর্ণ, চক্ষুর চারিদিকে নীলমণ্ডল, নীল ওষ্ঠদ্বয়।

মুখমণ্ডলে উত্তাপের আবেশ।

মুখমণ্ডলের পেশীর আক্ষেপিক উৎক্ষেপ।

মুখমণ্ডলের স্ফীতি।

মুখমণ্ডলে সরস, পূযযুক্ত উদ্ভেদ। বয়োব্রণ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—নিম্ন চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে, বিশেষতঃ নিদ্রাবস্থায় অথবা দুর্ব্বলকারী জ্বরে তন্দ্রাসহ।

মুখগহ্বরের চারিদিকে উদ্ভেদ; মুখের কোণে ক্ষত।

নিম্ন অধরের স্ফাতি। সবম্যাক্সিল্যারি গ্রন্থির স্ফীততা।

অধরের লাল প্রান্তে বৃহৎ ক্ষত।

১০ দন্ত।—দন্ত স্পর্শ করিলে অতিশয় বেদনাযুক্ত; সম্মুখস্থ দন্ত অথবা যেন অতিশয় বৃহৎ। দন্ত পীতবর্ণ।

দন্তশূল সহ গণ্ডস্থল স্ফীত; শয্যার উষ্ণতায় এবং উষ্ণতা উপশম।

স্পর্শ করিলে মাঢ়ী হইতে তীব্র ভাবে রক্তস্রাব হয়। স্ফোটক।

দন্তে নালী ক্ষত।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—অম্ল; তিক্ত; মেদযুক্ত।

▌জিহ্বা সজোরে বহির্গত হয় এবং ইতস্ততঃ সঞ্চালিং * এন্‌জাইনা। * টন্সিলাইটিস।

জিহ্বার আক্ষেপ।

জিহ্বা:—গুরু, কম্পনযুক্ত; শক্ত, তৎসহ অস্পষ্ট বাক্য, এব শুষ্কতা; লাল, শুষ্ক; কৃষ্ণবর্ণ এবং ফাটা ফাটা হয় স্থানে বেদনাযুক্ত ও স্ফীত; গুটিগুটি ভাব।

▌জিহ্বা বিস্তৃত হয়, তজ্জন্য রোগীকে বিকৃত মুখভঙ্গী * এঞ্জাইনা। * ডিপথিরিয়া।

জিহ্বাগ্রের ফুস্কুড়ি, হাজিয়া যাওয়া বোধ হয়।

জিহ্বার উপরে ও নীচে ক্ষত।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্য ও জিহ্বার শুষ্কতা, পিপাসা বিহীনতা; প্রা শুষ্ক এবং তিক্ত।

মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে নিদ্র উঠিলে পর।

.ঞ্জাইনা। * ডিপথিরিয়া।

।স্ কপিশ ও আরক্ত; ডিপথিরিয়ার ক্ষত সকল দক্ষিণ টন্সিল হইতে বামদিকে প্রসারিত অথবা নাসিকা হইতে নিম্ন দিকে আসিতে থাকে; নিদ্রার পর এবং শীতল পানীয়ে বৃদ্ধি।

ন্সিল গ্রন্থিতে স্ফীততা ও পুয সঞ্চার,দক্ষিণ হইতে বামদিকে যায়।

ন্সিলের পুরাতন বিবৃদ্ধি।

মিশ্রিত শ্লেষ্মা অথবা কঠিন সবুজাভ পীত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নিষ্ঠী-বন থক্ করিয়া তুলে; বোধ হয় যেন অন্ননলীতে কোন কঠিন দ্রব্য রহিয়াছে।

নালী সংকুচিত বোধ, কিছুই গলাধঃকরণ করা যায় না।

অনিচ্ছা।—মিষ্ট দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা; চিংড়ী মৎস্য প্রভৃতিতে ইচ্ছা থাকিলেও সহ্য হয় না।

ঞ্চা:—কাফি, তামাকু ধূম; সিদ্ধ, উষ্ণ খাদ্য; রুটীতে এবং মাংসে।

রসবৎ ক্ষুধা; যত খায় তত খাইতে ইচ্ছা হয়; না খাইলে শিরঃ পীড়া হয়।

ধা, কিন্তু কএক গ্রাস খাইলেই পূর্ণ বোধ; সর্ব্বদা পরিতৃপ্তি বোধ।

পাসা অথচ জলপানে ঘৃণা; রাত্রে বার বার পরিমাণে অল্প জলপান করে। পিপাসাহীনতা।

হার।—আহারের পরে:—সহসা পূর্ণভাব; অপ্রতিহত তন্দ্রা-লুতা; তৎপরে পরিশ্রান্তি বা ক্লান্তি; যকৃত মধ্যে চাপ পড়া এবং টান্‌টান্ ভাব, বিশেষে ক্ষুধাশান্তির পর: অবিরত খাদ্য বমন; হৃদস্পন্দন।

* ১৬, ২৭। আহার: ২৯। পান: ২। উষ্ণপানীয়:

১৬ বিবমিষা ও বমন।—প্রত্যেক দ্রব্যে অম্লাস্বাদ ; অম্ল উদ্গার। পুনঃ পুনঃ উদ্গার অথচ উপশম হয় না।

বুকজ্বালা, মুখ প্রসেকে। হিক্কা।

বিবমিষা :—গলনালী এবং পাকাশয় মধ্যে ; প্রাতঃকালে উপবাসে ; প্রকোষ্ঠ মধ্যে, খোলা বায়ুতে গেলে উহা থাকে না ; প্রাতঃকালে এবং গাড়ীতে আরোহণ করিলে ; শীতল পানীয়ের পর, উষ্ণ পানীয়ের পর নহে (কম্পকালে)।

বমন :—ভুক্তদ্রব্য এবং পিত্ত ; জমাট রক্ত ; অম্লদ্রব্য ; পানাহারের পর মলিন ঈষৎ সবুজ বর্ণের পদার্থ।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয় মধ্যে জড়ান এবং নড়িয়া বেড়ান অনুভব এবং জৃম্ভনসহ শূন্যতা বোধ।

পাকস্থলী ও অন্ত্রমধ্যে পূর্ণতা ; পাকাশয়-গহ্বরে স্পর্শে কিম্বা কসা কাপড় পরায় বেদনা।

পাকাশয়-প্রদেশে চর্ব্বণবৎ শূল বেদনা।

ছিদ্রকারী ক্ষত ; অবনত হইয়া বসিলে বৃদ্ধি, ইতস্ততঃ ভ্রমণে এবং শয্যার উষ্ণতায় উপশম।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত প্রদেশ স্পর্শ করিলে বেদনা ; ক্ষতবৎ বেদনা করে, যেন আঘাত লাগিয়াছে। পৃষ্ঠ-বেদনা : ৩১।

যকৃত মধ্যে অশিথিল ভাব। আতিতিযুক্ত কামড়ানি, শরীর নত করিলে এবং হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলে বৃদ্ধি।

যকৃত শুষ্কতা প্রাপ্তি বা হ্রাস ভাব।

পুরাতন যকৃত-প্রদাহ ; যকৃতে বিদ্রধি ; এক পা উষ্ণ, এক পা ঠাণ্ডা।

প্রবল পিত্তাশ্মরীর পেট বেদনা।

অন্ত্র মধ্যে বায়ু গড় গড় শব্দ।

১৯ উদর।—পাকাশয় এবং অন্ত্রমধ্যে যেন কিছু উপর নীচু করিয়া বেড়াইতেছে এরূপ অনুভব।

উদর মধ্যে আক্ষেপিক সংকোচন।

উদর-প্রদেশের দক্ষিণ দিকে শূলবৎ বেদনা, মূত্রাধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা।

দক্ষিণ দিকে ফিরিলে বোধ হয় যেন একটী কঠিন দ্রব্য নাভি হইতে সেই দিকে গড়াইয়া পড়িল। * উদরী রোগ।

পরিটোনাইটিস সহ যকৃত প্রদাহ এবং উদর ব্যবচ্ছেদকারী পর্দ্দার প্রদাহ।

সুরা প্রভৃতি অপব্যবহারের পর যকৃতের পীড়ার জন্য উদরী রোগ।

উদর বিস্তৃত ; পা ঠাণ্ডা ; কাঠিন্য।

উদর মধ্যে বায়ু সঞ্চিত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট হয় ও এখানে সেখানে চলিয়া বেড়ায় ; ঊর্দ্ধ দিকে চাপ, তৎসঙ্গে পূর্ণতা বোধ, নিম্ন দিকে সরলান্ত্রে এবং মূত্রাধারে চাপ পড়া।

উদর মধ্যে বায়ুর উৎসেচন ; গড় গড়, ঘড় ঘড় প্রভৃতি নানা-রকম ভুট্ ভাট্ করে। পেট বেদনার সঙ্গে বায়ু নিঃসরণ।

অন্ত্র বৃদ্ধি (দক্ষিণ দিকের ;) স্ত্রীলোকদিগের হার্নিয়া।

মূত্রবাহী নলী হইতে মূত্রাধার পর্য্যন্ত পেট বেদনা (দক্ষিণ ভাগে) ; মূত্রে লাল লাল বালি।

উদরত্বক স্পর্শে অতিশয় বেদনাধিক্য।

২° মল, ইত্যাদি।—মল :—ফেকাঁশে, পচা ; পাতলা, কটাবর্ণের ; শক্ত শক্ত গুটলে মিশ্রিত ; তরল পীত অথবা ঈষৎ লাল পীতাভ মল।

কোষ্ঠবদ্ধতা :—মল কঠিন ; গুহ্যদ্বারের পেশীর আকুঞ্চন বশতঃ নিষ্ফল বেগ ; বাহ্যের পর এখন অনেক রহিয়া গেল এরূপ বোধ ; প্রচুর আধ্মান বায়ু।

গুহ্যদ্বারে সূচী বেধ।

শয্যায় সন্ধ্যা বেলা গুহ্যদ্বারে কণ্ডূয়ন এবং অশিথিলতা।

গুহ্যদ্বার মধ্যে অবিরত জ্বালাকর বেদনা।

অর্শ বলি বাহির হইয়া পড়ে ; উপবেশন কালে বেদনা।

[illegible] বাহ্যের সঙ্গেও রক্তস্রাব।

সরলান্ত্রে কণ্ডূয়নযুক্ত উদ্ভেদ, স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

২১ মূত্র।—অত্যন্ত কটিশূল, মূত্রত্যাগে উপশম।

মূত্রাধারের উপর কোঁত পাড়া বা বেগ আসা, বারম্বার মূত্র প্রবৃত্তি; রাত্রে শয়নে বেদনা বৃদ্ধি; অশ্ব পৃষ্ঠারোহণে উপশম।

ঘোলাটে, দুগ্ধের ন্যায় মূত্র, তাহাতে দুর্গন্ধ, পূযের ন্যায় অধঃক্ষেপ: মূত্রাধার প্রদেশে অতীব্র চাপ; মূত্রাশ্মরী প্রবণতা। * মূত্রাধার প্রদাহ।

মূত্রের বেগ, মূত্র বাহির হইবার পূর্ব্বে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়।

মূত্রবেগ ধারণে অক্ষমতা।

মূত্র নিঃসরণ হয় না।

মূত্র:—স্বল্প, মলিন লাল, অণ্ডলালযুক্ত তৎসঙ্গে মূত্রকৃচ্ছ্রতা; লাল বালুকার ন্যায় অধঃক্ষেপ; রাত্রে বারম্বারএবং পরিমাণেও অধিক, দিবসে অল্প; বর্ণ হীন।

অশ্মরী বা পুরাতন মেহ জন্য রক্ত প্রস্রাব।

মূত্রাধারের গ্রীবাব এবং গুহ্যদ্বারে একই সময়ে সূচীবিদ্ধবৎ যাতনা।

মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে শিশু বেদনার জন্য চীৎকার করিয়া উঠে।

মূত্রত্যাগের পব মূত্রমার্গে উৎক্ষেপ এবং কর্ত্তনবৎ বেদনা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—ধ্বজভঙ্গ:—শিশ্ন ক্ষুদ্র, শীতল এবং শিথিল; হস্ত মৈথুনের পর।

লিঙ্গোত্থান দুর্ব্বল; আলিঙ্গন সময়ে নিদ্রিত হইয়া পড়ে।

অত্যধিক পরিমাণে এবং দুর্ব্বলকর রেতঃস্রাব।

মুস্কত্বক এবং উরু দেশ মধ্যে ক্ষত।

মেঢ্রত্বকের ভিতর দিকে কণ্ডূয়ন; লিঙ্গমণির পশ্চাৎ প্রান্তে হরিদ্রাভ অর্ব্বুদ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—কামোন্মত্ততা।

পাকাশয়ের নিম্ন প্রদেশে অনুপ্রস্থভাবে দক্ষিণ হইতে বামদিকে

কর্ত্তনবৎ বেদনা; ডিম্বকোষ পীড়িত, দক্ষিণ হইতে বাম; ডিম্বাধারে অর্ব্বুদ, ডিম্বাধারে জল সঞ্চয় বা শোথ।

অবনত হইলে যোনিমধ্য দিয়া চাপপড়া অনুভব।

যোনি হইতে বায়ু নির্গত হয়।

জরায়ু-শোথ।

ঋতু প্রচুর, অধিককাল স্থায়ী; স্রাব কতক কাল, চাপ চাপ, কতক উজ্জ্বল লাল অথবা কতকাংশ রক্তাম্বুবৎ; তৎসঙ্গে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা, তৎপরে মূর্চ্ছা।

ঋতুর পূর্ব্বে দুঃখিত, শীতার্ত্ত, উদর বিস্তৃত।

ঋতুবন্ধ, ভয়জন্যও—প্রথম রজোদর্শনে বিলম্ব।

শ্বেতপ্রদর:—থাকিয়া থাকিয়া স্রাব; দুগ্ধবৎ; রক্তের ন্যায় লাল, পূর্ণিমার পূর্ব্বে বেশী; ক্ষতকারক।

কঠিন বা নরম বস্তের বহির্গমন সময়ে জননেন্দ্রিয় দিয়া প্রচুর রক্তস্রাব।

যোনি শুষ্ক; সংসর্গ সময়ের পূর্ব্বে বা পরে যোনিমধ্যে জ্বালা করা।

জননেন্দ্রিয়ের শিরা স্ফীতি। অর্ব্বুদ। পলিপস।

শুষ্ক, বেদনাবিহীন মাংস বৃদ্ধি।

বহিঃজননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ।

২৪ গর্ভ।—গর্ভপাতের প্রবণতা।

প্রসব বেদনা কালে সর্ব্বদা নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে হয়; ক্রন্দন করিতে থাকে; প্রসব বেদনা উপর দিকে প্রধাবিত হয়।

চুচুক ক্ষত, ফাটা ফাটা অথবা মামরী পড়া; সহজে রক্তস্রাব হয়; সূচীবিদ্ধবৎ ও জ্বালা।

স্তনমধ্যে কঠিন, জ্বালাযুক্ত গুটীকা সকল; তৎসহ সূচীবেধবৎ বেদনা।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গ; দুর্ব্বল, ভগ্নস্বর; বায়ুনলী মধ্যে শুষ্কতা বোধ।

ঘুংড়ী কাসীর পর স্বরভঙ্গ থাকিয়া যায়; দিবসে সরল কাশি কিন্তু রাত্রিতে শ্বাসরোধক আক্রমণ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—বালকদিগের হ্রস্ব শ্বাসক্রিয়া, নিদ্রাকালে এবং বার পরিশ্রমেই বৃদ্ধি।

শ্বাসক্রিয়ার যাতনার সঙ্গে দুর্ব্বলতা, খোলা বায়ুতে ভ্রমণে বৃদ্ধি হইয়া শয়ন করিলে শ্বাসকৃচ্ছ্রতার বৃদ্ধি।

দিবসে সাঁই সাঁই শব্দযুক্ত শ্বাস, যেন বোধ হয় বক্ষমধ্যে শ্লেষ্মা জমিয়া আছে; উচ্চ রবে ঘড় ঘড় করা।

২৭ কাশি।—শুষ্ক, দিবারাত্রি, তৎসঙ্গে মস্তক এবং পাকাশয় বেদনা; টেঁকিয়াতে উত্তেজনা বশতঃ, গন্ধকের ধূম যেরূপ হয়।

গয়ার :—ঘন, পীতবর্ণ, পুঁজময়; ধূসরাভ হরিদ্রাবর্ণ বা মলিন; পুঁজ বা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা; প্রাতে সবুজবর্ণ; লবণ

কাশির বৃদ্ধি :—বেলা ৪টা হইতে ৮টা রাত্রি পর্য্যন্ত; একদিন সামান্য উদ্যমে, অঙ্গ মর্দ্দনকালে, অবনত হইলে বামদিকে শয়ন করিলে; শীতল দ্রব্য পানাহারে; বা উষ্ণ গৃহে।

চিৎ হইয়া শয়ন করিলে বা উপবেশন করিলে উপশম।

২৮ ফুস্‌ফুস।—বক্ষে অবিরত চাপ পড়া; আভ্যন্তরিক প্রদেশে এক ক্ষতবৎ বোধ।

শিশুদিগের বক্ষে শ্লেষ্মা; বক্ষে শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করে ও বক্ষ শ্লে বোধ হয়।

ফুস্‌ফুসপ্রদাহ, এক একবার এক একদলা শ্লেষ্মা তুলে, ঈষৎ বর্ণ, সূত্রবৎ এবং সহজে ছিন্ন হয় এরূপ গয়ার।

যে ফুস্‌ফুস-প্রদাহ প্রথমে সুচিকিৎসিত হয় নাই; বি যখন অবিরত যকৃত-ভাবাপন্ন (হেপাটিজেশন) হইতে এবং পুঁজযুক্ত গয়ার উঠিতে থাকে।

সান্নিপাতিক ফুস্‌ফুস-প্রদাহ।

বাম বক্ষে সূচীবেধ, এবং শ্বাস গ্রহণ সময়ে।

ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাত।

।ক্ষে জলসঞ্চয়।

।পিণ্ড, নাড়ী।—হৃদপিণ্ডাবরক পর্দ্দায় জলসঞ্চয়।

স্পন্দন, হৃদস্পন্দন; হৃদপিণ্ড প্রদেশে দপ দপকারী ছিন্নবৎ বেদনা।

নাড়ী অপরিবর্ত্তিত; কেবল সন্ধ্যাকালে বা আহারের পর দ্রুত হয়।

এরূপ বোধ হয় যেন রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বন্ধ হইয়াছে।

নাড়ীর দ্রুততাসহ মুখমণ্ডল ও পদদ্বয়ের শীতলতা।

।স্ক।—বক্ষে কটাবর্ণের হরিদ্রাভ দাগ দাগ।

। ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবার একদিকে অনম্য এবং স্ফীত।

বার চারিদিকে লাল লাল পীড়কা তৎসহ প্রবল কণ্ডূয়ন; গ্রীবা-
দেশীয় গ্রন্থির স্ফীততা।

স্কান্থির মধ্যে উত্তপ্ত কয়লার দ্বারা দগ্ধের ন্যায় জ্বালা।

ত্রে কটিদেশে বেদনা এবং অনম্যতা।

টিদেশে সূচীবেধ; এরূপ বেদনা যেন ভগ্ন হইয়া যাইবে, তৎসঙ্গে
কঠিন মল এবং পেটবেদনা যেন অন্ত্র বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।

কটিদেশে উরুত পর্য্যন্ত প্রসারিত বেদনা।

। যকৃতে রক্তসঞ্চয় জন্য পৃষ্ঠে এবং দক্ষিণ দিকে বেদনা: ১৮।

ত্রিকাস্থি প্রদেশে বেদনা, আসন হইতে উঠিলে বৃদ্ধি।

।ঙ্গ।—বগলে বিচি ফুলা; বগলে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

।ক্ষিণ স্কন্ধ সন্ধি মধ্যে আমবাতিক টান পড়া বা স্নশিথিলতা।

চালনে স্কন্ধ এবং কনুই সন্ধিতে ছিন্নবৎ বেদনা; গ্রীবা হইতে
কনুই পর্য্যন্ত ছিন্নবৎ বেদনা; শয্যায় শয়নকালে হস্ত মধ্যে,
এবং সমস্ত বাহুতে বেদনা।

।র্য্য করিতে গেলে বাহুদ্বয়ে দুর্ব্বলতা; এবং বিপরীত অর্থাৎ
দুর্ব্বল বোধ হইলেও তিনি কার্য্য করিতে পারেন: ৩৬।

বাহুতে এবং স্কন্ধে উৎক্ষেপ।

হস্তাঙ্গুলে ভারতা।

[illegible] বক্ষে মচকান মত বেদনা।

[illegible] পাকাশয়িক পীড়ায় সঙ্গে।

** নিম্নাঙ্গ।—বাম বঙ্খনদেশে আমবাতিক টান্ টান্ ভাব।
উরুতের স্নায়ুশূল সহ নিয়াঙ্গে প্রবল উৎক্ষেপ; শিশু চীৎকার করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠে।
জানু স্ফীত এবং অনম্য; ঘর্ম্মাক্ত; শ্বেত বর্ণের স্ফীতি।
বিচরণ কালে পায়ের ডিমের সংস্কোচনের ন্যায় বেদনা (খল্লি), অঙ্গুলিতে খল্লি।
শোথযুক্ত পদের ক্ষত স্থান হইতে জল গড়িয়া পড়িতে থাকে।
* উদরীরোগ।
পায়ের পুরাতন ক্ষত, তৎসহ রাত্রে ছিন্নকর, জ্বালাজনক, এবং কণ্ডূয়নশীল বেদনা করা।
পায়ের শিরা সকলের স্ফীতি।
পায়ের শোথ; পায়ের তলা পর্য্যন্ত ফুলা, ভ্রমণকালে বেদনা করে।
পায়ে প্রচুর দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম; পায়ের তলার জ্বালা।
এক পা উষ্ণ, অন্য পা শীতল, বা শীতল ঘর্ম্মাক্ত পদ।
পা অসাড় বোধ হইয়া যায়।
সন্ধ্যাকালে দক্ষিণ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি মধ্যে সূচীবেধ।

** সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—রাত্রে এবং একদিন অন্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আকৃষ্ট এবং ছিন্নবৎ বেদনা; বিশ্রামে বৃদ্ধি; পেশী এবং সন্ধি সকল কঠিন, বেদনাযুক্ত এবং অসাড়; অঙ্গুলিসন্ধি প্রদাহিত; আমবাতিক বেদনা, বর্ষাকালে বৃদ্ধি, উষ্ণতায় উপশম।
হস্তে অবদারণ; গোড়ালিতেও কাটা কাটা।

* অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সকালন: ২৪, ৩২। বিবরণ: ৩, ১৭, ২৬, ৩৩। উদ্যম: ২৬, ২৭। ব্যায়াম: ৪। বিস্তার বা প্রসারণ: ১৮, ২৭। উত্থান: ২, ৩, ৩১। বিশ্রাম: ৩২, ৩৪। শয়ন: ২, ৩, ২১, ২৭। বামদিকে: ২৭। উপবেশন: ২০, নতভাবে: ১৭। অবনমন: ৩, ২৩, ২৭। সোজা হইয়া দাঁড়ান: ১৮। শয্যায়: ৩২।

বিশ্রাম কালে দৌর্ব্বল্য বোধ কিন্তু তথাপি পরিশ্রমে অনিচ্ছা।
বিচরণ করিতে গেলেই (অনম্যতা) বৃদ্ধি ; হাটিতে আরম্ভ করিলে উপশম থাকে ; শিশু কোলে উঠিয়া বেড়াইতে চায়।

৩৬ স্নায়ু।—বিকৃত অঙ্গে কীট সঞ্চরণবৎ বা সুড়সুড়ী।
বেদনায় প্রকৃতি আকৃষ্টবৎ, ছিন্নবৎ, রাত্রে বৃদ্ধি ; পেশী এবং সন্ধি সকল অনম্য ; বিকৃত অংশে অসাড় বোধ।
পেশী সকলের পর্য্যায়ক্রমে অসাড়ে বিস্তৃতি এবং সঙ্কোচন।
আক্ষেপ, চীৎকার এবং মুখে ফেণা, অচৈতন্যতা ; বাহু প্রসারণ করিয়া দিয়া থাকে ; হৃদ্‌পিণ্ড দেশে ব্যাকুলতা অর্থাৎ বুক কেমন করা ; কল্পনা করেন যে তিনি মরিয়া যাইবেন।
প্রায় সমস্ত বাস্ত্রিক ক্রিয়ার অবসন্নতা জন্মায়।
দেহের অত্যন্ত শুষ্কতা এবং আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতা।
পক্ষাঘাত।

৩৭ নিদ্রা।—দিবসে নিদ্রালু, রাত্রে জাগ্রত, মন অতিশয় তৎপর।
অঘোর নিদ্রার ভাব ; জ্বর এবং উদ্ভেদের সঙ্গে।
অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে শিশু নিদ্রা যায় এবং অস্ফুট কাতরধ্বনি বা কোঁতানি সহ মস্তক এপাশ ওপাশ সঞ্চালন করে।
সান্নিপাতিক এবং কণ্ঠুযুক্ত বা স্ফোট-জ্বরে তন্দ্রালু ; মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের উপক্রম।
অস্থির নিদ্রা :—কোনও অবস্থায় স্বস্তি বা সুখ পায় না ; ক্রন্দন করে, চমকিয়া উঠে ; উৎকণ্ঠাপূর্ণ স্বপ্ন ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উৎক্ষেপ।
অসুস্থ নিদ্রা :—সর্ব্বদা জাগ্রত হইয়া উঠে, শেষ রাত্রি ৪টার সময় সম্পূর্ণ জাগ্রত ; উদ্বিগ্ন।
জাগ্রত হইয়া :—খুঁত খুঁত করা, পা ছোড়া বা লাথিমারা, ভৎসনা করা ; ভীতভাবে জাগ্রত হইয়া উঠা, যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল ; রাত্রে জাগ্রত হইলে ক্ষুধা।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ১, ১১, ১২, ১৬, ২৭।
বৈকালে ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত সাধারণতঃ বৃদ্ধি, তৎ

কিছু ভাল, দুর্ব্বলতা ভিন্ন; আরও ২, ৬, ২৭, ৪০। সন্ধ্যা: ২০, ২৯, ৩৩, ৪০। রাত্রি: ৫, ২১, ২৫, ২৭, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৪০, ৪৪, ৪৬। দিবস: ১, ২৫, ২৬, ২৭, ৩৭, ৪৬।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—প্রায় অনাবৃত বায়ুতে প্রবৃত্তি। উষ্ণতা: ৩, ৪, ১০, ১৭, ২৭, ৩৪। বহির্বায়ু: ৩, ২৬। অনাবৃত: ৩। বায়ু: ২৭। বর্ষাকাল: ৩৪। শীতল পানীয়: ১৩।

পীড়িত অংশ আর্দ্র করিলে বৃদ্ধি।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৮টা রাত্রির মধ্যে শীত, তৎসঙ্গে হস্তপদ অসাড়, রাত্রি ৭ টার সময়; বরফবৎ শীতল বোধ হয় যেন বরফের উপর শয়ন করিয়া আছে; স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলে পর ঘর্ম্মাভিসিক্ত হয়; তৎপরে ভয়ানক পিপাসা; প্রাতে ৯ টার সময় সর্ব্বাঙ্গে শীত শীত করা, এমন কি অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপেও শরীর গরম বোধ হয় না।

বিবমিষা এবং বমন, তৎপরে শীত, তার পর ঘর্ম্ম, জ্বর প্রকাশ না হইয়াই; অথবা কম্প ও উত্তাপের মধ্যেই অম্ল বমন।

সন্ধ্যাকালে সর্ব্বাঙ্গে উত্তাপের আবেগ; তৎসঙ্গে পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে জলপান করা; কোষ্ঠবদ্ধতা এবং প্রচুর মূত্রস্রাব।

উত্তাপ সঙ্গে আরক্ত গণ্ডস্থল, পর্য্যায়ক্রমে কম্প; বিলেপী জ্বর (ফুস্‌ফুসে পূযসঞ্চার সহিত)।

উত্তাপ সহ অনাবৃত হইবার প্রবৃত্তি।

ঘর্ম্ম:—সামান্য পরিশ্রমে; শীতল, অম্লাক্ত, রক্তবর্ণ অথবা দুর্গন্ধ, পলাণ্ডুবৎ গন্ধ; রাত্রে ঘর্ ঘর্ বে, সর্ব্বদা মুখমণ্ডল শীতল।

পুরাতন ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত ভগ্ন শরীর; কম্প; তৈলাক্ত ঘর্ম্ম।

টাইফস্:—অচৈতন্যতা সহ; বিড়্‌বিড়ে প্রলাপ, পেশী সমূহের উৎক্ষেপ; পেট ডাকা; কোষ্ঠবদ্ধ।

৪১ আক্রমণ।—দিবসের কোন সময়ে মূর্চ্ছাবায়ুর; প্রত্যেক চতুর্থ

দিনে বৃদ্ধি (বখন স্থান হইতে পা পর্য্যন্ত বেদনা)। পূর্ণিমাঃ ২৩। একদিন অন্তর : ২৭, ৩৪। বসন্তকালে বৃদ্ধি।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩, ৭, ১৯, ৩২, ৩৩। বাম : ৫, ১৮, ২৮, ৩০।

দক্ষিণ হইতে বামে :—গলমধ্য, বক্ষঃস্থল, উদর এবং ডিম্বাধার সম্বন্ধীয় উপসর্গ।

ভিতর হইতে বাহির দিকে : ৩। উচ্চ হইতে নিম্ন দিকে : ৩, ১৩। ১৯, ৩১। নিম্ন হইতে উর্দ্ধ দিকে : ২৪।

৪৪ তন্তু।—রসরক্ত ক্ষয় জন্য শুষ্কতা এবং দুর্ব্বলতা ; উর্দ্ধাংশ শুষ্ক হইতে থাকে ; নিম্নাঙ্গে শোথ বা স্ফীতি দেখা দেয়। * উদরী।

গ্রন্থিগণের স্ফীততা।

‖ অস্থি সকলের প্রায় অগ্রভাগে প্রদাহ ; রাত্রে অস্থি বেদনা ; কোমলতা ; অস্থিক্ষয়।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—সর্ব্বাঙ্গ মৃষ্টবৎ বেদনা।

স্পর্শ : ১০,১১,২৮,২০,৪৬। চাপ : ১৭, ১৮। নখ ঘর্ষণ : ৪। অশ্বারোহণ : ১৬, ২১।

কোমলাংশ সকল স্পর্শে বা প্রচাপনে বেদনাযুক্ত বোধ।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্ম শুষ্ক এবং উত্তপ্ত, বিশেষতঃ হস্তের।

দিবা মধ্যে উষ্ণ হইলে দংশনবৎ কণ্ডূয়ন।

এখানে সেখানে মলিন আরক্ত কণ্ডূসমূহ।

যষ্টি প্রহারে শরীরে যেরূপ দাগ পড়ে, মাংসের উপর সেইরূপ দাগ।

‖ শীত পিত্ত বা আমবাত পুরাতন পীড়া।

উদ্ভেদ :—সরস, পূয সঞ্চয় ; গভীর টিপীটিকাপূর্ণ ; প্রবল কণ্ডূয়ন ; কোন স্থানে লাল হইয়া হাজিয়া যায় ; অবিদীর্ণ স্থান হইতে সহজে রক্ত পড়িতে থাকে।

‖ ভ্যাসকুলার অর্ব্বুদ সকল।

রক্তপূর্ণ স্ফোটক। স্ফোটক সকল পাকে না, নীলবর্ণ হয়।

ক্ষত সকল :—পরিষ্কার করিবার কালে রক্ত পড়ে, জালা করে ; রাত্রে ছিন্নবৎ বেদনা ও কণ্ডূয়নযুক্ত, স্পর্শে জালাকরা ; নালীযুক্ত,

কঠিন, লাল, চিক্কণ, উল্টান কিনারাযুক্ত, এবং পীড়িত স্থানের প্রদাহিক স্ফীতি; সহজে রক্তস্রাব হইতে থাকে।

৪৭ অবস্থা।—বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে; যাহাদের বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ কিন্তু পৈশিক বৃদ্ধি বা বল দুর্ব্বল; শীর্ণকায় এবং ফুস্ফুস ও যকৃত পীড়া প্রবণতা শরিরীদিগের পক্ষে উপযোগী।

৪৮ সম্বন্ধ।—আয়োডিনের প্রতিপূরক।

ক্যাল্কেরিয়া কিম্বা ল্যাকেসিসের পরে সুফল প্রদ।

লাইকপোডিয়মের পরে:—গ্রাফাইটীস্, ল্যাকেসিস্, লিডম্, ফস্ফরস, সাইলিশিয়া ব্যবহৃত হয়।

কোন পুরাতন পীড়া চিকিৎসা করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে লাইক্পোডিয়ম দিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে; অন্য আর একটী এণ্টিসোরিক বা সোরা দোষঘ্ন ঔষধ সর্ব্ব প্রথমে দেওয়া উচিত।

লাইকপোডিয়ম প্রতিষেধ করে:—সিন্কোনা।

লাইকপোডিয়মের প্রতিবিষ:—একনাইট, ক্যাম্ফর, কষ্টিক, ক্যামোমিলা, গ্রাফাইটীস্, পলসেটিলা, এবং কফি।

ল্যাকেসিস্।

পরীক্ষক:—হেরিং।

১ মন।—আপনাকে অমানুষিক বা ভৌতিক শাসনাধীন মনে করে।

সম্পূর্ণ চেতনারাহিত্য।

স্মৃতি শক্তি দুর্ব্বল; লিখিতে বর্ণাশুদ্ধি করে।

প্রলাপ; তিনি (স্ত্রীলোক) উৎসন্ন যাইবেন এই ভয়।

রাত্রে প্রলাপ, অস্পষ্ট, তন্দ্রাযুক্ত, মুখমণ্ডল আরক্ত; অথবা মৃদু, কষ্টকৃত বাক্যকথন এবং চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে।

‖ উন্মত্ততা সহ বাচালতা, এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে হঠাৎ আলোচনা করা।

‖ অত্যধিক অধ্যয়নের পর উন্মত্ততা।

মদাত্যয় রোগ, নিদ্রার পর বর্দ্ধিত; গলায় কাপড় সহ্য করিতে পারে না।

অত্যধিক রাত্রি জাগরণ, পরিশ্রম, রসরক্ত ক্ষয় প্রভৃতি জন্য প্রলাপ।

তিনি (স্ত্রীলোক) ভাবেন যে তিনি মরিয়াছেন, এবং তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উদ্যোগ হইতেছে; শত্রু কর্ত্তৃক অনুসৃত হইতেছেন; ভয় করেন যে ঔষধ তাঁহার পক্ষে বিষ।

বাচালতা, গান গাওয়া, শিস্ দেওয়া, মুখভঙ্গী বিদ্রূপাত্মক।

গর্ব্বিত; ঈর্ষান্বিত, সন্দিগ্ধ।

বিষণ্ণ, খিট্‌খিটে, বিবাদ প্রিয়।

আত্মহত্যার প্রবৃত্তি, জীবনে বিতৃষ্ণা।

অত্যন্ত দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিত ভাব, প্রাতে উঠিলেই বৃদ্ধি।

মৃত্যু ভয়, শয্যায় যাইতে ভয়। বিষাক্ত হইবার ভয়।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন:—একই বস্তু বারম্বার দর্শন জন্য; বহির্বায়ুতে ভ্রমণ জন্য (বয়োসন্ধিকালে); বিসর্প বিলোপ জন্য; অর্দ্ধাবভেদক সহ।

সীসকের ন্যায় মস্তক ভারি, শিরোঘূর্ণন সহ মস্তক পৃষ্ঠে অধিক।

সুরা প্রভৃতির পর মস্তকে রক্ত প্রধাবন; রজোবন্ধ বা অনিয়মিত রজঃ জন্য।

সোঁ সোঁ শব্দযুক্ত নিশ্বাস; বামার্দ্ধ সন্ন্যাস, বিশেষতঃ মানসিক আবেগ বা সুরা অপব্যবহার জন্য।

সমস্ত মস্তকে দারুণ বেদনা, মস্তক ঘূর্ণন জন্য তিনি দাঁড়াইতে পারেন না; অক্ষর ভাল দেখিতে পান না, দেয়ালের গায় পড়িয়া যান।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—সম্মুখ মস্তকে শিরঃপীড়া, উঠিলে ভ্রমি।

চক্ষুর উপরে এবং পশ্চাৎ মস্তকে শিরঃপীড়া, প্রাতে উঠিলে পর।

রগে চাপপ্রদ, বিদীর্ণবৎ শিরঃপীড়া, শয়ন করিলে উপশম।

এক পার্শ্বের শিরঃপীড়া; অত্যন্ত প্রখর বেদনা, গ্রীবা ও স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রসারিত; তৎসঙ্গে গ্রীবা অনম্য; গলগ্রাহিক ক্রিয়া।

মস্তকের শীর্ষদেশে ছিন্নবৎ বেদনা, ভিতর হইতে বাহির দিকে।
(মুখমণ্ডল দেখ)

শীর্ষদেশে গুরুত্ব ও প্রচাপন।

বয়োসন্ধিকালে, অর্থাৎ ঋতু বন্ধের সময় মস্তকের শীর্ষদেশে জ্বালা।

উত্তাপসহ আঘাত সদৃশ শিরঃপীড়া, দক্ষিণদিকে, চক্ষুর উপরে এবং মূর্দ্ধাদেশে বেশী।

সূর্য্যকিরণে শিরঃপীড়া, চক্ষুর সম্মুখে আলোক দর্শন।

সামান্য নড়া চড়ায় মস্তকমধ্যে দপদপানি; মস্তকে রক্তাধিক্য।

বহির্মস্তক।—বেগুণেবর্ণের স্ফীতি; চক্ষু মুদ্রিত করিলেই প্রলাপ বকা।
বিসর্প রোগ।

অর্ব্বুদ, যাহা মস্তকের অস্থিভেদ করে।

চুল উঠিয়া যায়, গর্ভাবস্থায় বেশী; সূর্য্যকিরণে অনিচ্ছা।

চক্ষু।—আলোকে চৈতন্যাধিক্য।

দৃষ্টিনাশ বা ঘোর দৃষ্টি, ফুস্‌ফুস অথবা হৃদপিণ্ডের পীড়াসহ।

গলা টীপিলে চক্ষু বহির্গত হইয়াছে এরূপ বোধ।

চক্ষুর শ্বেত ক্ষেত্রে হরিদ্রাবর্ণ। চক্ষুর আরক্ততা।

কর্ণিয়াতে ক্ষত।

চক্ষু মধ্যে এবং চক্ষুর উপরে প্রবল বেদনা।

কর্ণ।—শব্দে চৈতন্যাধিক্য; কর্ণমধ্যে মেঘ গর্জ্জন প্রভৃতির ন্যায় শব্দ।

শ্রবণ কষ্টকর, কর্ণমলা থাকে না; কর্ণ মধ্যে শুষ্কতা; কর্ণ এবং গণ্ডের চারিদিকে অসাড়তা (বামদিকে)।

কর্ণমলা অতিশয় কঠিন, ফেঁকাশে, এবং অপ্রচুর।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে মলিন রক্তস্রাব; রজোরোধ সহ; টাইফস্, ইত্যাদি।

সর্দ্দির পূর্ব্বেই মাথাধরে; জলবৎ স্রাব সহ নাসিকারন্ধ্রের আরক্ততা, অধরোষ্ঠে দক্রবৎ উদ্ভেদ।

নাসিকার শ্লেষ্মা ত্বক স্ফীত; হাঁচি।

নাসিকা হইতে পূঁয এবং রক্ত পড়া।

নাসিকার চারিদিকে বিজ্ বিজ্ বিজগুড়ি উদ্ভেদ।

নাসিকা বাহিরে লাল; চিপীটিকা বা মামড়ী পূর্ণ; পারদ ও উপদংশ দোষযুক্ত ব্যক্তিদিগের।

৮ মুখমণ্ডল।—সুরাপায়ী দিগের মুখমণ্ডলে উত্তাপের আবেগ বা মুখে গরম বোধ।

তন্দ্রাসহ বেদনা চিহ্ন।

মুখমণ্ডল বিকৃত।

পাণ্ডুর, ধূসরবর্ণ মুখাবয়ব, উদরের পীড়া বা সবিরাম জ্বর সহ।

মূর্চ্ছাসহ পাণ্ডুবর্ণ মুখ; শিরঃপীড়া সহ মস্তক ঘূর্ণন।

মুখমণ্ডল হলুদবর্ণ, গণ্ডদ্বয় টক্‌টকে লাল। উপদংশ।

সন্ন্যাস রোগের ন্যায় আরক্ত মুখ; শিরঃপীড়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ও পাকাশয়ে বেদনা ইত্যাদি।

মুখমণ্ডলের বিসর্প, তৎসঙ্গে জ্বালা ও কণ্ডুয়ন।

বামদিকের চক্ষুতে স্নায়ুশূল, তৎপূর্ব্বে মুখমণ্ডলে উত্তাপ এবং আক্রমণের পরে উদর মধ্যে দুর্ব্বলতা বোধ।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—নিম্ন চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে। * কোমা।

ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, ফাটাফাটা, রক্তস্রাবী।

অধর স্ফীত।

১০ দন্ত।—দংশন করিলে ক্ষয়া দাঁত বেদনা করে; নিদ্রার পর; পারদ অপব্যবহারের পর।

গণ্ডদ্বয় স্ফীত, ত্বক অশিথিল, উষ্ণ এবং চিড়্‌চিড়্ করে যেন ফাটিয়া যাইবে; দন্ত প্রদাহ।

মাঢ়ী নীলবর্ণ, স্ফীত এবং রক্তস্রাবী; উষ্ণপানীয়ে বৃদ্ধি।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—অম্লাস্বাদ, সকল দ্রব্য অম্ল হয়।

কষ্টকৃত বাক্য কথন, জিহ্বা ভারি, মুখ হা করিতে পারে না।

অতি কষ্টে কম্পান্বিত জিহ্বা বহির্গত করে। * ডিপ্‌থিরীয়া, ইত্যাদ্যন্ত

জিহ্বা:—বহির্গত করিতে গেলে কাঁপে, কিম্বা দন্তের নীচে পড়ে: স্ফীত, শ্বেত বর্ণের লেপ; কর্কশ সকল বর্দ্ধিত: বর্ণের

৪৮ সম্বন্ধ ইহার পরে আর্সেনিক, বেলেডনা, কার্ব্ব-ভেজ, কষ্টিক, কোনায়ম, মার্কুরিয়স,লাইকোপোডিয়ম ব্যবহৃত হয়।

ট্যারেন্টুলা কার্ব্বঙ্কল বা দূষিত স্ফোটক রোগে ল্যাকেসিসের সমতুল্য; বেদনার প্রকৃতি উম্মত্তকারী।

আর্সেনিক, বেলেডনা, মার্কু, নাইট্রিক এসিড, হেপারের পরে ল্যাকেসিস ব্যবহৃত হয়।

লাইকোপোডিয়মের প্রতিপূরক।

প্রতিবিষ :—আর্সেনিক, বেলেডনা, উত্তাপ, সুরাসার, লবণ।

তুলনা কর :—ল্যাকটিক এসিডের সহিত—গলার ভিতরে গোলার মত বা পূর্ণতা বোধ, গিলিলে উপশম হয় না, ফেণিল লালা গিলিতে হয়; বিবমিষাসহ গলার ভিতর নিয়ে সংকোচনভাব।

লিডম প্যালষ্টার।

পরীক্ষক ;—হানিমান।

১ মন।—নির্জ্জনপ্রিয়তা।

বুক চাপা রোগের পর নিদ্রা যাইতে ভয় করে, পাছে তিনি (স্ত্রীলোক) মরিয়া যান।

অস্বাভাবিক রাগান্বিত হইবার প্রবৃত্তি; রাগান্বিত ও অসন্তুষ্ট; স্বজাতিকে ঘৃণা করে।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন :—যেন মাতাল হইয়াছে, বিশেষতঃ অনাবৃত বায়ুতে ভ্রমণ কালে; আহারের পর অলস বোধ; মস্তক পশ্চাত দিকে পতিত হইবার উপক্রম।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—অচৈতন্যকর শিরঃপীড়াতে স্তব্ধতা জন্মে।

উম্মত্তকর দপদপকারী শিরঃপীড়া।

মস্তক আবৃত করিলে চাপযুক্ত শিরঃপীড়া সহ ক্লেশ।

শিরঃপীড়া, যেন রগে, কর্ণমধ্যে এবং পশ্চাৎ মস্তকের কিছু চর্ব্বিত হইতেছে।

ভিজিলে পর মস্তক আক্রান্ত।

২ বহির্মস্তক।—সামান্য আবরণ অসহ্য।

৫ চক্ষু।—আলোকাসহতা সহ অক্ষিপুট উন্মীলনে ভয়ানক বেদনা।

কনীনিকা প্রসারিত।

অক্ষিগোলকের পশ্চাতে চাপ পড়া (অথবা গভীর বেদনা), যেন উহারা বহির্গত হইবে।

রাত্রে চক্ষু জুড়িয়া যায়, তৎসঙ্গে প্রদাহ ও বেদনা।

অক্ষিপুট প্রান্তে জ্বালা এবং চক্ষু মধ্যে বালুকা বোধ।

অশ্রুস্রাব :—অশ্রু বিদাহী, নিম্ন অক্ষিপুট ও গণ্ডদ্বয় হাজিয়া যায়।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে গর্জ্জন বা বাদ্যবৎ নাদ।

শ্রুতিশক্তিরহীনতা :—(দক্ষিণ কর্ণে) যেন তুলা দিয়া বন্ধ করা রহিয়াছে; মস্তক শীতল হইলে; চুল কাটিলে।

৭ নাসিকা।—দীর্ঘ স্থায়ী রক্তস্রাব; পরে নাসিকা রন্ধ্রের উপরিভাগে ক্ষত এবং জ্বালা করা; শোণিত ফেকাশে।

৮ মুখমণ্ডল।—সম্মুখ মস্তকে বা কপালে পীড়কা এবং রক্তব্রণ।

মুখমণ্ডল :—কখন ফেকাশে, কখন লালবর্ণ; ফুলাফুলা ভাব।

মুখে শল্কযুক্ত, শুষ্ক দদ্রুবৎ উদ্ভেদ, খোলা বাতাসে জ্বালা।

চিবুকের নীচে বীচিফুলা।

নাসিকা এবং মুখ গহ্বরের চারিদিকে মামড়ীযুক্ত উদ্ভেদ, তৎসহ কণ্ডূয়ন, জ্বালা করা এবং বেদনা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বার অগ্রভাগে হুলবেধ যাতনা।

মুখে তিক্তাস্বাদ।

১২ মুখমধ্য।—দুর্গন্ধ নিশ্বাস।

১৩ গলমধ্য।—গলক্ষত সহ তীব্র হুলবেধ বেদনা, বা গিলিলে বৃদ্ধি।

বোধ হয় যেন গলার ভিতরে একটী গোঁজা রহিয়াছে; গলাধঃকরণে হুলবেধবৎ বেদনা।

তুষির গুরুগুরু।

খোলা বায়ুতে বিচরণ কালে গলার ভিতরে অত্যধিক উত্তাপ।

১৮ প্যানাহার।—আহারের পর :—বক্ষাস্থি মধ্যে সংকোচক বেদনা
অল্প খাদ্যেই পাকাশয়ে চাপবোধ; অলস বোধ।

১৮ বিবমিষা এবং বমন।—মুখ হইতে সহসা জল উঠা; মুখ প্রসেক।
থুথু ফেলিতে বিবমিষা।

১৯ উদর।—উদরের উর্দ্ধ দিকে পূর্ণতা বোধ।
প্রতি সন্ধ্যাকালে পেট বেদনা।
নাভি হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত এরূপ বেদনা করে যেন উদরাময় হইবে, তৎসঙ্গে ক্ষুধা লোপ এবং পা ঠাণ্ডা।
উপবেশনের পর কটিতে বেদনা।
উদরী রোগ।

২০ মল, ইত্যাদি।—কোষ্ঠবদ্ধতা; মলে রক্ত মিশ্রিত।
অতিসার, মলে আম ও রক্ত মিশ্রিত।
গুহদ্বার এবং কাকচঞ্চু অস্থির মধ্যস্থানে ক্ষতযুক্ত, কণ্ডূয়নশীল সরস স্থান।

২১ মূত্র।—বারম্বার অথবা কমিয়া যাওয়া অথবা পরিমাণে বৃদ্ধি।
প্রস্রাব হইতে হইতে ধারা আটকাইয়া যায়।
কণ্ডূয়ন, আরক্ততা, পুষস্রাব।
প্রস্রাবের পর মূত্র মার্গে জ্বালা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—পুংলিঙ্গের প্রদাহিকা স্ফীতি; মুত্র মার্গ প্রায় অবরুদ্ধ হইয়া যায়।
রতি ইচ্ছা বর্দ্ধিত।
স্বপ্নদোষ রক্তবর্ণ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু শীঘ্র শীঘ্র হয় এবং প্রচুর; রজঃশোণিত উজ্জ্বল লাল; দেহতাপ রাহিত্য।
প্রচুর শ্বেতপ্রদর; মুখ ফেকাশে; প্রচুর প্রস্রাব।

২৪ গর্ভ।—গর্ভাবস্থায় পা ফুলা।
গর্ভের শেষমাসে বন্ধন অস্থি এবং ত্রিকাস্থিমধ্যে এক প্রকার

অবক্তব্য বেদনা, যেন কাঠিন্য ভাব অনুভূত হয় ; দাঁড়াইলে বৃদ্ধি।

২৫ লেরিংক্স।—লেরিংক্স মধ্যে শুড় শুড় করে, তৎসঙ্গে রক্ত নিষ্ঠীবন।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—আক্ষেপিক, ডবল প্রশ্বাস সঙ্গে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ, যেমন অতিশয় ক্রন্দনের পর হয়।

যাতনাপ্রদ দ্রুত শ্বাস ; যাতনাপ্রদ, বেদনাপূর্ণ শ্বাস।

শ্বাসের দম আটকান ভাব এবংকাসীবার পূর্ব্বে পশ্চাতে বাঁকিয়াপড়ে।

বক্ষের যাতনাপ্রদ সংকোচন, সঞ্চালন এবং ভ্রমণে বৃদ্ধি।

২৭ কাসী।—শূন্য, থকথকে আক্ষেপযুক্ত কাসী, লেরিংক্সে শুড় শুড় করার জন্য ; কাসিবার পূর্ব্বে দম বন্ধ হয় ; কাসিবার পর মাথা-ঘোরা ; দ্বিত দীর্ঘনিশ্বাস।

রাত্রি ১২ টার পর এবং প্রাতে দুর্গন্ধ, পুঁজযুক্ত অথবা উজ্জ্বল লাল রক্ত নিষ্ঠীবন।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষে রক্তসঞ্চয় সহ রক্ত উঠা।

বক্ষমধ্যে জ্বালকর ক্ষত ; বক্ষাস্থির নিম্নে ক্ষত বোধ।

বক্ষমধ্যে সূচীবেধ।

ফুসফুসে পুঁষ সঞ্চয়।

পর্য্যায়ক্রমে আমবাত এবং রক্তপিত্ত কাস।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—বক্ষাস্থির বামধারে ভিতর দিকে ঠেলিয়া যাওয়া বা চাপ পড়া ; হৃদস্পন্দন ; রক্তস্রাবেও।

নাড়ী পূর্ণ এবং দ্রুত।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষে এবং বাহুতে পাণিবসন্তের ন্যায় উদ্ভেদ, ছাল উঠিয়া যায়।

বক্ষে বেদনাযুক্ত কণ্ডূয়নসহ লাল লাল দাগ।

বক্ষাস্থির উপরে এবং মধ্যে অথবা নিম্নে বেদনা।

স্পর্শ করিলে বক্ষে বেদনা লাগে।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—আসন হইতে উত্থান করিলে পৃষ্ঠে এবং কোমরে বেদনাপূর্ণ অনম্যতা।

বাহু উত্তোলনকালে স্কন্ধ মধ্যে প্রেকবিদ্ধবৎ বাতনা।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বাহু উত্তোলনকালে স্কন্ধমধ্যে তীব্র সূচীবেধ।

দক্ষিণ স্কন্ধ মধ্যে বেদনাযুক্ত দপদপানি।

বাম অথবা উভয় স্কন্ধ সন্ধিতে বেদনাযুক্ত চাপ, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

বাহু সন্ধিতে আমবাতিক বেদনা।

হস্ত সঞ্চালনে এবং কিছু ধরিবার সময় হস্তকম্পন।

মণিবন্ধের সন্ধিতে কণ্ডূয়নযুক্ত পীড়কা।

হস্তে এবং অঙ্গুলিতে বাতরক্তের গুটি গুটী ফুলা; হস্ত হইতে উর্দ্ধ দিকে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

হস্ততালুতে ঘর্ম্ম।

বাহু আঘাত বশতঃ আঙ্গুলহাড়া।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—দক্ষিণ বঙ্খন সন্ধিতে চাপ পড়া, নড়ন চড়নে বৃদ্ধি।

নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে আমবাতের বেদনার গতি, সন্ধিস্থল ফেকাশে, স্ফীত, টানটান এবং উষ্ণ; তৎসঙ্গে হুলবেধ এবং আকৃষ্টবৎ বেদনা; শয্যার উষ্ণতায় এবং শয্যাবরণে, গতিতে এবং সন্ধ্যাকালে রাত্রি ১২ টার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৃদ্ধি।

বিকৃতাঙ্গ অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অপেক্ষা শীতল।

বাতরক্ত পায়ে বেশী; বৃদ্ধাঙ্গুলি মধ্যে ছিন্নকর বেদনা।

জানুর অস্থি আবরক ঝিল্লির প্রদাহ, জলসঞ্চয়; সর্ব্বদা শীত শীত।

পা এবং পায়ের হাঁটু পর্য্যন্ত ফুলা।

উপবেশন বা হাঁটিবার সময় হাঁটু কাঁপা।

ভ্রমণ কালে পায়ের তলা বেদনা করা, যেন আঘাত লাগিয়াছে বা মচ্‌কাইয়া গিয়াছে।

পায়ের অগ্রভাগে এবং পায়ের গুল্‌ফ দেশে অতিশয় কণ্ডূয়ন, নখঘর্ষনে বৃদ্ধি, শয্যার উষ্ণতায় অতিশয় বৃদ্ধি।

পায়ের বাম দিকের গোছায় চিমটী কাটা বা খিমচান মত বেদনা, রাত্রে বৃদ্ধি, তৎসঙ্গে রাত্রে ঘর্ম্ম ও বারম্বার মূত্র ত্যাগ।

বৃদ্ধাঙ্গুলির গোলাকার স্থানে বেদনা ও স্ফীতি, পায়ের তলায় অতিশয় বেদনাযুক্ত ; পেশীসূত্র (tendons) অনম্য।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।--নিম্নাঙ্গে বাত আরম্ভ হইয়া ঊর্দ্ধে উঠে।
সন্ধ্যাকালে হাত পা গরম।
হাতপায়ে দীর্ঘকাল স্থায়ী উষ্ণ ঘর্ম্ম।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন : ২৬, ৩২, ২৩। বিচরণ : ২৩,৩৩ ; বহির্বায়ুতে : ২, ১৬। উপবেশন : ১১, ৩৩। উত্থান : ২৪। বাহু উত্তোলন : ৩১, ৩২। আসন হইতে উত্থান : ৩১। উদ্যম : ৪০। বামদিকে শয়ন করিতে পারে না : ৩৩।

৩৬ স্নায়ু।—উৎকণ্ঠা এবং মূর্চ্ছার আবেশ।

৩৭ নিদ্রা।—দিবসে মাতালের ন্যায় নিদ্রালুতা।
রাত্রে অনিদ্রা :—তৎসঙ্গে অস্থিরতা এবং চক্ষু মুদিত করিলেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখা ; তৎসঙ্গে অস্থিরভাবে এপাশ ওপাশ।
নিদ্রাকালে কথা কহা ; রাত্রে বুক চাপা, গলা ফুলা বোধ এবং শ্বাসাবরোধ অনুভব।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ২৭, ৪০। পূর্ব্বাহ্ন : ৪০। সন্ধ্যাকাল : ১৯ ৩৩, ৩৪, ৪০। রাত্রি : ৫, ২২, ২৩, ৩৩, ৩৭। মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে : ৩৩। মধ্য রাত্রির পরে : ২৭।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু—শয্যা বা অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না ; বিশেষতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জ্বালা ও বেদনা জন্য।
উষ্ণতা : ৩৩। আবরণ : ৩, ৪, ৪০। বহির্বায়ু : ৭, ৪৭।
চুল কাটিলে : ৬। ভিজিলে : ৬।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীতলতা, তাপাংশের অভাব।
শীত শীত করা, পিপাসা, বোধ হয় যেন গায়ে শীতল জল ঢালিয়া দিয়াছে ; প্রাতে এবং পূর্ব্বাহ্নে শীত।
পৃষ্ঠে কম্পসহ গণ্ডদ্বয় উষ্ণ, আরক্ততা বা পিপাসা শূন্যতা,হাত ঠাণ্ডা।
সার্ব্বাঙ্গিক শীতলতাসহ মুখমণ্ডলের উষ্ণতা এবং আরক্ততা।

স্পর্শ করিলে শীতল, কিন্তু রোগী ঠাণ্ডা মনে করে না।

উত্তাপ, পিপাসা শূন্যতা ; জাগ্রত হইলে ঘর্ম্মাবৃত, তৎসঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ কণ্ডূয়ন।

পর্য্যায়ক্রমে উত্তাপ এবং ঘর্ম্ম।

নৈশঘর্ম্ম দুর্গন্ধ অথবা অম্লাক্ত, তৎসঙ্গে অনাবৃত হইবার ইচ্ছা ; কণ্ডূয়ন।

সামান্য নড়িলে চড়িলে ঘর্ম্ম, প্রায় কপালেই হইয়া থাকে।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৬,৩২,৩৩। বাম : ২১,৩২,৩৩। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধ : ৩২,৩৩,৩৪।

৪২ অনুভব।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অসাড়তা এবং কীট সঞ্চরণ অনুভব।

৪৩ তন্তু।—পীড়িত স্থানের শুষ্কতা। সর্ব্বাঙ্গের শোথ সদৃশ স্ফীতি।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৩০। ধারণ : ৩২। ঘর্ষণ : ৩৩।

বাহ্য আঘাতে আঙ্গুলহাড়া জন্মায়।

পদস্খলনে মস্তিষ্ক বিকম্প মত অনুভব জন্মায়।

৪৬ চর্ম্ম।—সর্ব্বাঙ্গে বেগুণে (ঈষৎ নীলাভ) রংয়ের দাগ দাগ।

শুষ্ক, ভয়ানক কণ্ডূয়নযুক্ত দদ্রু, অনাবৃত বায়ুতে জ্বালা করে।

রক্ত স্ফোটক।

গাত্র শুষ্ক, ঘর্ম্ম হয় না।

সদ্য ব্রণ বা শল্যবিদ্ধ ক্ষত ; মক্ষিকা প্রভৃতির হুলবেধ, বিশেষতঃ মসক দংশনের।

৪৭ অবস্থা।—পাণ্ডুবর্ণ সরল প্রকৃতি স্ত্রীলোক, যাহাদের সর্ব্বদাই শৈত্য।

৪৮ সম্বন্ধ।—সুরা প্রভৃতি পানীয়ের অপব্যবহার জন্য পীড়া।

মৌমাছীর হুলবেধবৎ দংশন বিষের প্রতিবিষ ; এবং কলচিকমের অপব্যবহারের পরবর্ত্তী অবসন্নতারও প্রতিবিষ।

লেপটাণ্ড্রা।

পরীক্ষক :—হেল্।

১ মন।—বিষাদ প্রাপ্ত; তন্দ্রালু; তৎসঙ্গে যকৃতের বিকৃতি।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—অবিরত, অতীব্র সম্মুখ মস্তকের শিরঃপীড়া; রগে বেশী, তৎসঙ্গে নাভি মধ্যে কামড়ানি।

৫ চক্ষু।—চক্ষু মধ্যে বেদনা করা ও কামড়ানি।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বা পীত বা কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যস্থল পর্য্যন্ত।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—বিবমিষা, উঠিলে মৃত্যুবৎ মূর্চ্ছা।

পিত্ত বমন, হরিদ্রাবর্ণ জিহ্বার লেপ, যকৃত প্রদেশে চিড়িক মারা বেদনা, কৃষ্ণবর্ণ মল।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয় গহ্বরে দুর্ব্বলতা বোধ।

অন্ত্র এবং পাকাশয়ের অত্যন্ত অসুস্থতা সহ অনতিবিলম্বে বাহে যাইবার ইচ্ছা।

জ্বালা করা, কামড়ানি; পাকাশয় এবং যকৃতে, জলপানে বৃদ্ধি।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতে অতীব্র কামড়ানি, পিত্তকোষের নিকটে অধিক।

মেরুদণ্ড মধ্যে এবং যকৃতের পশ্চাৎ ভাগে জ্বালাজনক অসুস্থতা।

কামল রোগ সহ কর্দ্দমবৎ মল।

১৯ উদর।—সমস্ত অন্ত্র মধ্যে গড় গড় করা এবং অসুস্থতাবোধ, বিশেষতঃ পাকাশয় নিম্নে, তৎসঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ মল।

নাভি প্রদেশে সর্ব্বদা অতীব্র কামড়ানি।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—কৃষ্ণবর্ণ, আলকাতরার ন্যায়, পিত্তযুক্ত, অজীর্ণ; তৎপরে যকৃতে অসুস্থতা; অন্ত্রে দুর্ব্বলতা বোধ; ঈষৎ সবুজ বর্ণ, কর্দ্দমবৎ, জলের ন্যায় শব্দ করিয়া ছিটকাইয়া বাহির হয়; প্রাতে চলিলে ফিরিলেই এবং মাংস অথবা শাক সবুজি ভক্ষণে বৃদ্ধি।

বাহের পর পেট বেদনা, কোঁথানি সহে।

২১ মূত্র।—মূত্র লাল, কটিদেশে অতীব্র কামড়ানি সহ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু বন্ধ অথবা বিলম্বে হয়; যকৃত পীড়িত।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—হৃদপিণ্ড প্রদেশে ক্ষত বোধ।

নাড়ী মৃদু এবং পূর্ণ।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ দেশ।—কটি দেশে ক্ষত এবং অসাড় বোধ।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—দক্ষিণ স্কন্ধে এবং বাহুতে বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন: ২০। উত্থান: ১৬।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ২০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—মেরুদণ্ড বরাবর এবং বাহু বহিয়া নিম্নে শীত শীত বোধ।

কম্পন অথবা শুষ্ক, উষ্ণ ত্বক; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শীতল এবং অসাড়; জিহ্বার মধ্য স্থল কাল। * পৈত্তিক জ্বর।

লোবেলিয়া ইনফ্লেটা।

পরীক্ষক;—জিয়ানিস্।

১ মন।—বিষাদ প্রাপ্ত:—বালকের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

মৃত্যুভয় ও শ্বাসকষ্ট।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন:—এবং মৃতবৎ বিবমিষা; যেন বাম চক্ষু হইতে চলিয়া আসিল।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—শিরঃপীড়া সহ সামান্য মাথাঘোরা।

এক রগ হইতে অন্য রগ পর্য্যন্ত, ঠিক ভ্রূদেশের উপর দিয়া কপালের বরাবর অতীব্র, ভারযুক্ত বেদনা।

উভয় রগে বাহির দিকে চাপ আইসে।

মস্তক মধ্যে সহসা আবেগ সহ বেদনা।

৫ বহির্মস্তক।—বাম মস্তক মধ্যে শৈত্যানুভব, কর্ণ হইতে আরম্ভ, যেন চুল খাড়া হইয়া উঠিবে এরূপ বোধ।

পশ্চাৎ মস্তকে বামদিকে চাপপড়া বেদনা, রাত্রে এবং সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

৫ চক্ষু।—অর্দ্ধ দৃষ্টি বা আংশিক দৃষ্টি।

অক্ষিগোলকের উপরের অর্দ্ধাংশে চাপ পড়া।

৬ কর্ণ।—বেলা ২টার সময় দক্ষিণ কর্ণ হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়, যেন কোন্ দ্রব্য দিয়া বন্ধ করা হইয়াছে, কর্ণ মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইলে তবে উপশম হয়।

৭ নাসিকা।—নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব।

নাকের অগ্রভাগ অত্যন্ত শীতল।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের বাম দিকে এবং দুই রগে স্নায়ুশূল সহ গোঁপে রক্তঃপ্রকাশ।

মুখমণ্ডলে উত্তাপের আবেশ বা উত্তাপ।

বিবমিষা সহ মুখে ঘর্ম্ম।

বাম গণ্ডস্থলে, কর্ণ নিকটে, নিম্ন চোয়াল পর্য্যন্ত শৈত্য বোধ।

নীলিমা (cyanosis) রোগ।

১০ দন্ত।—বামদিকের শেষ কসের দন্তে অতীব্র চাপ পড়া বেদনা, দুই রগেও ঐরূপ অনুভব।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্যে চটচটে লালা সঞ্চয় (বিবমিষা সহ)।

১৩ গলমধ্য।—গলার ভিতর জ্বালা; গালকোষে শুষ্কতা, সময়ে সময়ে থুথু ফেলা।

গলকোষে শক্ত শ্লেষ্মা থাকায় পুনঃপুনঃ খকুখক্ করিতে তুলিতে হয়।

গলার ভিতরে শুষ্কতা ও কণ্টক বিদ্ধবৎ যাতনা, জল পান করিলেও কমে না।

গলার ভিতর যেন কিছু আটকাইয়া রহিয়াছে, তজ্জন্য গিলিতে বাধা পড়ে।

নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে যেন অন্ননালীর সংকোচন বোধ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা লোপ, তৎসঙ্গে মুখে জ্বালাজনক আস্বাদ।
মাধ্যাহ্নিক আহারের ক্ষুধা থাকে না।

১৫ পানাহার।—সর্ব্বপ্রথম আহারের পর:—উভয় রগে বাহির দিকে ঠেলিয়া আইসা ভাব।

মূর্চ্ছা, অত্যধিক তামাক ব্যবহারের জন্য পাকাশয়ে দৌর্ব্বল্য।

ভুক্তদ্রব্য এবং পানীয়: ১৬। আহারের পর: ১৮, ১৯। পানের পর: ৪০।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—হিক্কা:—তৎসহ প্রচুর লালা স্রাব সন্ধ্যাকালে, তৎপরে প্রচুর তন্দ্রালুতা।

বারম্বার শূন্য উদ্গার, তৎসঙ্গে মুখে জল সঞ্চয়।

বারম্বার মুখদিয়া জ্বালাকর, অম্লাক্ত জল উঠা।

পাকাশয়ে অম্ল তৎসহ পাকাশয়-গহ্বরে সংকোচন বোধ।

অবিচ্ছিন্ন, প্রবল বিবমিষা।

প্রচুর ঘর্ম্ম ও বমনসহ বিবমিষা।

বুক জ্বালা।

বিবমিষাসহ মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম।

গর্ভাবস্থায় বিবমিষা এবং বমন; প্রাতঃকালিক বিবমিষা।

বিবমিষা হঠাৎ কমিয়া যায়।

ক্ষয়কাশের শেষাবস্থায় বিবমিষা।

রাত্রে এবং নিদ্রার পর বিবমিষা বৃদ্ধি; সামান্য আহারে বা পানে উপশম।

বহুদিনের বমন, বিবমিষা এবং প্রচুর ঘর্ম্মরোগ; ভাল ক্ষুধা থাকে না; প্রস্রাবে ইষ্টক চূর্ণ অধঃক্ষেপ।

১৭ পাকস্থলি।—পাকাশয়ে উত্তাপ অথবা জ্বালা।

পাকাশয় মধ্যে:—গুরুত্ব অথবা অজীর্ণ খাদ্য রহিয়াছে এরূপ অনুভব।

পাকাশয় হইতে নাভিস্থল পর্য্যন্ত (সমস্ত বক্ষ মধ্য দিয়া) দুর্ব্বলতা বোধ।

পাকাশয়ে আক্ষেপের পর, পাকস্থলী মধ্যদিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত সূচবৎ ক্ষত বা টাটানি।

পাকাশয় ঊর্দ্ধদেশে যাতনা অনুভব, যেন পাকস্থলী পূর্ণ রহিয়াছে; চাপ দিলে বৃদ্ধি।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—আহারের পর, হাইপোকণ্ড্রিয়া মধ্যে পূর্ণতা এবং প্রচাপন।

যকৃতের প্রান্তভাগের নিকট উদর মধ্যে খামচান।

১৯ উদর।—উদর মধ্যে বেদনা, আহারের পর বৃদ্ধি।

উদর মধ্যে গড় গড় শব্দ এবং বায়ু নিঃসরণ।

উদরের বাম দিকে সহসা তীব্র বেদনা।

উদর স্ফীত তৎসঙ্গে শ্বাসের খর্ব্বতা।

উদরাধ্মান।

২০ মল।—মল:—কোমল হইলেও অতি বেগ দিয়া বাহির করিতে হয়; সবুজ বর্ণ, নরম; পুনঃপুনঃ দিবসে তরল, তৎসঙ্গে মস্তকের

বাহ্যের পর কৃষ্ণবর্ণ রক্ত পড়া।

রক্তস্রাবী অর্শ; প্রচুর রক্তস্রাব।

২২ মূত্র।—দক্ষিণ বৃক্কদেশে বিদ্ধবৎ বেদনা।

প্রস্রাব বৃদ্ধি পায় বা কমিয়া যায়।

ঘোর লালবর্ণের মূত্র, প্রচুর লাল বর্ণের অধঃক্ষেপ।

কটাবর্ণের অধঃক্ষেপ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—মেট্রকে জ্বালাযুক্ত বেদনা করে।

জননেন্দ্রিয়ে গুরুত্ব বোধ।

মূত্রমার্গে কামড়ানি বেদনা।

২৩ স্ত্রী জননেন্দ্রিয়।—ঋতু শীঘ্র শীঘ্র এবং প্রচুর।

ত্রিকাস্থিদেশে প্রবল বেদনা; জননেন্দ্রিয়ে গুরুত্ব বোধ।

২৪ গর্ভ।—প্রাতঃকালীন বিবমিষা: ১৬।

জরায়ুর প্রত্যেক সংকোচন সহ প্রবল শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

উহাতে যেন প্রসব বেদনা থামিয়া যায় ; জরায়ুমুখের কাঠিন্য।

২৫ লেরিংক্স।—গলাগহ্বরে যাতনা বোধ। *আক্ষেপিক হাঁপানি রোগ।

ট্রেকিয়া মধ্যে পূর্ণতা বোধ, যেন বক্ষ হইতে উত্থিত, তজ্জন্য কএক বার হ্রস্ব কাশী, তৎপরে কপালে উষ্ণতা।

লেরিংক্স মধ্যে না শুড়শুড়ী না জ্বালা একপ্রকার যাতনা অনুভব ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইবার কাশী ; সংকোচন বোধ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—গলার ভিতর যেন কিছু বাধিয়া রহিয়াছে তজ্জন্য গলাধঃকরণ এবং শ্বাস ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে।

শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ও হাঁফানি, তৎসহ গলমধ্যে যেন কি রহিয়াছে বোধ।

দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণে অপারগতা ; অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট।

ক্ষুদ্র শ্বাস কিন্তু দীর্ঘ ও গভীর প্রশ্বাস।

দীর্ঘ নিশ্বাসে প্রবৃত্তি, উহাতে উদরের বেদনার শান্তি হয়।

হাঁপানি, সামান্য উদ্যমে বৃদ্ধি, তৎসঙ্গে পাকাশয়ের দোষ বিশেষতঃ পাকাশয়-গহ্বরে এক প্রকার দুর্ব্বলতা বোধ; সর্ব্বাঙ্গে এমন কি হাত পায়ের অঙ্গুলিতে কণ্ডূয়নের পর হাপানির আক্রমণ।

২৭ কাশি।—কাশী :—তৎসঙ্গে বমন ; তৎসঙ্গে পেট বেদনা ; ক্ষুদ্র, শুষ্ক কাশি ; বক্ষের সংকোচন বোধ জন্য এক একবার কাশী।

প্রবল হুপিং কফ ; থক্‌থকে ; বোধ হয় বক্ষে গভীর তল হইতে, দীর্ঘকাল ব্যাপী আক্রমণের আবেশ ; তৎপরে রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন, লেরিংক্সে লাগিয়া থাকে।

কাসীর সঙ্গে হাঁচি এবং আধ্মানযুক্ত উদ্গার। *ব্রংকাটিস।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—বক্ষে প্রচাপন ; বাম বক্ষে চুচুকের উপর।

উদর গহ্বর-ব্যবচ্ছেদক পর্দ্দার আক্ষেপিক সংকোচন।

আহারের পর বসিয়া থাকিলে শ্বাসক্রিয়ার সঙ্গে বক্ষে বেদনা ; ইতস্ততঃ বেড়াইলে আর বেদনা থাকে না।

নিম্নবক্ষে বেদনা, বামদিকে বেশী।

বক্ষমধ্যে জ্বালা বোধ, ঊর্দ্ধদিকে গতি।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—হৃদপিণ্ডপ্রদেশে সামান্য, গভীর ভাবে বেদনা।

হৃদপিণ্ডের চারিদিকে করাত করার ন্যায় শব্দ, তৎসঙ্গে প্রবল বেদনা, ভেদ ও বমন।

দুর্ব্বলতা অনুভব, যেন হৃদপিণ্ড স্থির ভাব ধারণ করিবে; হৃদপিণ্ডের গভীর দেশে বেদনা।

নাড়ী:—দ্রুত কিন্তু ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল, সন্ধ্যাকালে; স্বাভাবিক অপেক্ষা মৃদুতর।

৩০ বহির্বক্ষ।—মেরুদণ্ডের দিকে বাম পঞ্জরের পেশীর বারম্বার কম্পন।

বামদিকের বক্ষাস্থির নিম্নদেশে প্রচাপন।

বক্ষাস্থির পশ্চাতে বেদনা।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—বামদিকের গ্রীবার স্ফীতি এবং বেদনা।

স্কন্ধাস্থির মধ্যস্থলে আমবাতিক বেদনা।

দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির নিম্নে বেদনা, সম্মুখ দিকে নত হইলে বৃদ্ধি।

মধ্যাহ্নকালে পৃষ্ঠে জ্বালাকর বেদনা, যেন পাকাশয়ের পশ্চাৎ প্রাচীরে।

ত্রিকাস্থি প্রদেশে অত্যন্ত স্পর্শানুভব; সামান্য স্পর্শ সহ্য হয় না; স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিলে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে; শয্যায় সম্মুখদিকে নত হইয়া বসিয়া থাকে।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বামদিকে বাহুতে অসাড় বোধ।

দক্ষিণ স্কন্ধ সন্ধিতে আমবাতিক বেদনা, উহা বামদিকের বাহুতে এবং কনুই সন্ধির চারিদিকে যায়।

দক্ষিণ দিকের ডেল্‌টইড পেশীমধ্যে সূক্ষ্ম কীট সঞ্চরণবৎ সূচীবেধ এবং এক হস্ত তালু পরিমিত স্থানে টাটানি বা স্পর্শে ক্ষতবোধ।

হস্ততালুতে ঘর্ম্ম, হস্ত পৃষ্ঠ শুষ্ক এবং শীতল; অঙ্গুলির অগ্রভাগ অতিশয় ঠাণ্ডা; ঘরে বাহিরে একই প্রকার।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—দক্ষিণ জানুতে প্রদাহিক আমবাত; শ্বাস এবং অত্যন্ত বেদনা।

অনেক দূর হাঁটিয়া আসার পরে যদ্রূপ হয়, জানুমধ্যে তদ্রূপ বেদনা-পূর্ণ অনম্যতা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—সর্ব্বাঙ্গে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত চিড়িক মারা বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—গতি: ৪। বিচরণ: ২৮; শীতল বায়ুতে: ৩২। উদ্যম: ২৬। উপবেশন: ২৮। সম্মুখদিকে নত হওয়া: ৩১। গৃহমধ্যে: ৩২।

৩৬ স্নায়ু।—দুর্ব্বলতা; কোন কার্য্য করিতে হস্ত প্রসারণ পর্য্যন্ত করিতে অক্ষম, এত দুর্ব্বলতা বোধ।

৩৭ নিদ্রা।—মুখ ফাক করিয়া নিদ্রার পরে নাসিকা মধ্যে কীট সঞ্চরণবৎ অনুভব এবং হাঁচি; তৎপরে হা করিয়া নিদ্রা এবং বায়ু উদ্গার।

প্রভাতে স্বপ্ন দেখিয়া সকাল সকাল জাগ্রত; হস্তপদ ছেদন, বন্দুকের গুলির দ্বারা আহত, ইত্যাদি স্বপ্ন।

৩৮ সময়।—সন্ধ্যাকালে প্রায় কোন লক্ষণ থাকে না।

প্রাতে: ১৬। সন্ধ্যায়: ১৬। রাত্রে: ৬। দিবসে: ২০।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—শীতল জলে অবগাহন: বেদনা বৃদ্ধি হয় বা জন্মে; কষ্টকর শ্বাস জন্মায়।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—পৃষ্ঠ বহিয়া বরাবর নিম্নদিকে কম্প বা শীত, তৎসঙ্গে পাকাশয়ে উত্তাপ; সার্ব্বাঙ্গিক কম্পন।

কম্পের পূর্ব্বে পিপাসা; পানের পর কম্পান্বিত শীত এবং শীতলতা বৃদ্ধি পায়।

উত্তাপ, তৎসঙ্গে পিপাসা এবং ঘর্ম্ম।

উত্তাপের আবেশ।

ঘর্ম্ম তৎসঙ্গে উত্তাপ অথবা উত্তাপ কিছুক্ষণ থাকিলে পর।

উত্তাপের পর ঘর্ম্ম, তৎসঙ্গে নিদ্রা।

প্রচুর নৈশ ঘর্ম্ম।

শীতল ঘর্ম্ম।

৪১ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৪,৬,২১,৩১,৩২,৩৩। বাম: ২,৪,৮,১০,১৫,১৯,২৮, ১২০

২৯,৩০,৩১,৩২। দক্ষিণ হইতে বাম : ৩২। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে : ৪,১৩,২৮। ভিতর হইতে বাহির দিকে : ৩।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৩১,৩২। প্রচাপন : ১৭। কর্ণমধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করণ : ৩।

৪৬ চর্ম্ম।—সর্ব্বাঙ্গের ত্বকে কণ্টকবিদ্ধবৎ কণ্ডূয়ন।

৪৮ সম্বন্ধ।—প্রাতঃকালীন বিবমিষা রোগে এণ্টিম-টার্ট এবং ইপিকাক ব্যর্থ হইলে পর উপযোগী।

প্রতিবিষ :—ইপিকা (?)।

সলফর।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন —স্মরণশক্তি দুর্ব্বল, বিশেষতঃ নাম মনে থাকে না।

জাড্যভাব ; চিন্তা করিতে কষ্ট ; কথাকহিতে বা লিখিতে ভুল করে বা প্রকৃত কথা খুজিয়া পায় না।

নির্ব্বোধের ন্যায় সুখী ও অহঙ্কৃত, নিজে মনে করে যে তাহার (স্ত্রী-লোকের) নিকট সুন্দর সুন্দর দ্রব্য আছে ; ছিন্ন বস্ত্র খণ্ডও সুন্দর বলিয়া বোধ হয় (যখন আক্ষেপ হইতে মুক্ত হয়)।

সন্ধ্যাবেলায় কোন কার্য্যে মন থাকে না (আমোদ, কার্য্য, বাক্য-কথন অথবা ভ্রমণে)।

তাহার নিজ শরীর হইতে যে কোন বাষ্প বা গন্ধ বহির্গত হইতে থাকে, উহাতে বিবমিষার ন্যায় ঘৃণা।

সমস্ত দিন বিষণ্ণ চিত্ত ; সন্ধ্যাকালে সন্তুষ্ট।

দুঃখিতচিত্ত ; ধর্ম্ম অথবা দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিষয় আলোচনা ; তাহার আত্মার পরিত্রাণ বা মুক্তির জন উৎকণ্ঠা ; অন্যের ভাগ্য বিষয়ে তাচ্ছিল্য।

খিট খিটে রোগী ; ক্ষণ রাগিভাব।

উগ্রভাব, সহজে রাগান্বিত হয় কিন্তু শীঘ্রই অনুতপ্ত।

অত্যন্ত একগুঁয়ে স্বভাব, তাহার নিকটে কাহাকেও আসিতে দিতে ইচ্ছা করে না।

২ চৈতন্য।--মস্তক ঘূর্ণন :—যখন বসিয়া থাকে অথবা দাঁড়াইয়া থাকে, তৎসঙ্গে প্রাতে নাক দিয়া রক্ত পড়া; শয্যা হইতে উঠিলে; অবনত হইলে; খোলা বায়ুতে ভ্রমণকালে; নদীপার হইবার সময়; তৎসঙ্গে বিবমিষা; তৎসঙ্গে দৃষ্টিলোপ; বামদিকে পড়িবার উপক্রম: আহারের পর বৃদ্ধি।

মস্তকে রক্ত প্রধাবন, তৎসঙ্গে কর্ণমধ্যে গর্জ্জনবৎ নাদ এবং মুখমণ্ডলে উষ্ণতা, অবনত হইলে, কথা কহিলে বৃদ্ধি; উষ্ণ গৃহে উপবেশনে উপশম।

সম্মুখ মস্তকে গুরুত্ব এবং পূর্ণত্ব, উপবিষ্টাবস্থার ন্যায় মস্তক উত্তোলন করিলে এবং নিদ্রারপরে ও কথা কহিলে বৃদ্ধি; মস্তক উচ্চ করিয়া শয়ন করিলে অথবা উপবিষ্টাবস্থায় আরাম বোধ।

• মস্তকাভ্যন্তর।—কপালে অথবা রগে ভিতর হইতে বাহিরদিকে ছিন্নবৎ বা সূচীবেধ বেদনা; আহার করিলে বা নত হইলে বৃদ্ধি; মস্তক চাপিয়া ধরিলে এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণকালে উপশম।

সম্মুখ মস্তকে, ভিতর হইতে বাহিরদিকে, চিড়িকমারা বেদনা; আহার করিলে এবং নত হইলে বৃদ্ধি; মস্তক সঞ্চালনে এবং দাঁতে দাঁতে চাপিয়া ধরিলে ভাল থাকে।

চিন্তা এবং মানসিক কার্য্য করিবার সময়ে মস্তিষ্কমধ্যে প্রচাপন এবং অশিথিল বোধ।

পশ্চাৎ মস্তকে খালি বোধ: বহির্বায়ুতে এবং কথা কহিলে বৃদ্ধি; গৃহমধ্যে উপশম।

মস্তকমধ্যে আকৃষ্ট এবং ছিন্নবৎ বেদনা।

প্রত্যহ শিরঃপীড়া যেন মাথা ফাটিয়া যাইবে।

রাত্রে স্পন্দনশীল (দপ দপে) মাথাব্যথা।

এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ অন্তর এক একবার, অত্যন্ত দুর্ব্বলকর,

ঝিরঝিরা পূর্ণ শিরঃপীড়া ; বেদনা সাধারণতঃ ছিন্নবৎ এবং অচৈতন্যকর অসাড় ভাবযুক্ত।

প্রতি পদক্ষেপে মস্তকমধ্যে বেদনা বোধ হয়।

৪ বহির্মস্তক।—মূর্দ্ধাবেশে স্পর্শানুভব বা চৈতন্যাধিক্য, স্পর্শ করিলে চাপ পড়া বেদনা; সন্ধ্যায়, শয্যার উত্তাপে, প্রাতে জাগ্রত হইলে বৃদ্ধি ; নখঘর্ষণে জ্বালা ও বেদনা।

স্পর্শে কেশমূল বেদনাপূর্ণ।

মস্তকের চর্ম্মে ও কপালে অতিশয় কণ্ডূয়ন।

শুষ্ক, দুর্গন্ধ, শল্কযুক্ত, সহজে রক্তস্রাবী, জ্বালাকর উদ্ভেদ মস্তক পৃষ্ঠে এবং কর্ণের পশ্চাতে আরম্ভ, তৎসঙ্গে টাটানি এবং অবদীর্ণতা ; নখঘর্ষণে উপশম।

সরস, দুর্গন্ধ, ঘন পূযযুক্ত উদ্ভেদে পীতবর্ণের মামরী পড়ে, চুলকায়, রক্ত পড়ে এবং জ্বালা করে।

করোটীর চারিদিকে যেন ফিতা দিয়া বাঁধা রহিয়াছে এবং সংকোচক বেদনা, তৎসহ এরূপ অনুভব যেন মাংস শিথিল রহিয়াছে, তৎপরে অস্থির প্রদাহ, স্ফীতি এবং ক্ষয় বর্ষায়, শীতে এবং বিশ্রামকালে বৃদ্ধি, সঞ্চালনে উপশম।

মাথার চুল রুক্ষ ও উঠিয়া যায়, মস্তকের চর্ম্ম স্পর্শে বেদনা, ভয়ানক কণ্ডূয়ন, সন্ধ্যাকালে এবং শয্যায় উষ্ণ হইলে।

‖ অতি বিলম্বে ব্রহ্মরন্ধ্র জোড়া লাগে।

মস্তকে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ।

৫ চক্ষু।—আলোকাতঙ্ক সহ সূচীবেধ ; গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধি।

বর্ষাকালে আলোক বিদ্বেষ।

‖ চক্ষুর অত্যধিক ব্যবহারে রেটিনাইটীস্, চক্ষুর স্নায়ুর রক্তাধিক্য।

‖ চক্ষুর ঘোর দৃষ্টি ; চক্ষু সম্মুখে যেন জাল জাল। ছানি।

গ্যাস বা প্রদীপের আলোর চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকার দাগ।

শ্লেষ্মকেত্রে বা কর্ণিয়াতে ক্ষুদ্র ফুস্কুড়িযুক্ত প্রদাহ, তৎসঙ্গে অশ্রুস্রাব।

কর্ণিয়াতে সমস্তল এবং গভীর ক্ষত, চক্ষুর অতিশয় আরক্ততা, অত্যন্ত
আলোক ভীতি।

চক্ষু অথবা অক্ষিপুট প্রদাহ, কণ্ডূয়ন, বেদনাযুক্ত এবং জ্বালা করা,
যেন বালুকা পড়িয়াছে এরূপ বোধ।

▌ চক্ষুতে কিছু পড়ার জন্য বেদনাপূর্ণ চক্ষুপ্রদাহ (একনাইটের পরে)।

অক্ষিপুট প্রান্তে ক্ষত।

অক্ষিপুট স্ফীত, জ্বালা করা, তৎসঙ্গে কণ্ডূয়ন; চক্ষু ধুইলে বৃদ্ধি।

গৃহ মধ্যে চক্ষুর শুষ্কতা, খোলা বাতাসে জল পড়া।

রাত্রে চক্ষুর পাতা জুড়িয়া যায়।

প্রাতে অক্ষিপুটদ্বয় আক্ষেপিকরূপে পরস্পর আকৃষ্ট হয়।

৬ কর্ণ।—▌ শ্রবণ কষ্ট বা বধিরতা, তৎপূর্ব্বে শ্রবণে চৈতন্যাধিক্য থাকে।

কর্ণমধ্যে গুণ্ গুণ্ বা সিস্ দেওয়া মত শব্দ।

কর্ণমধ্যে জল থাকার ন্যায় শব্দ।

বাম কর্ণে হুলবেধবৎ যাতনা।

▌ পূযময়, দুর্গন্ধ কর্ণস্রাব, বাম কর্ণে বেশী।

▌ প্রতি অষ্টম দিবসে সর্দ্দিস্রাব।

▌ কর্ণ অতিশয় আরক্ত; শিশুদের।

৭ নাসিকা।—বহুদিনের সর্দ্দি জন্য যেরূপ গন্ধ হয়, নাসিকায় সেই-
রূপ গন্ধ।

অপরাহ্নে ৩টার সময় নাক দিয়া রক্তস্রাব, তৎসঙ্গে মস্তক ঘূর্ণন,
তৎপরে নাক স্পর্শ করিলে বেদনা।

নাক ঝাড়িলে রক্তস্রাব।

বাহিরে যাইলে প্রচুর জ্বালাকর সর্দ্দিস্রাব, গৃহমধ্যে আসিলে নাক
বন্ধ হইয়া যায়।

বহুদিনের নাক বন্ধ; এক নাক।

নাকের ভিতর শুষ্ক ক্ষত, মামরী বা চিপীটিকা।

নাসিকার স্ফীতি ও প্রদাহ; নাক লাল।

▌ নাকে কৃষ্ণবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ ও মেচেতা।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল :—মৃতবৎ, ফেকাশে; চক্ষু অন্তঃপ্রবিষ্ট এবং
চারিধারে নীলমণ্ডল ; ফটকা ফটকা লাল ; গণ্ডদ্বয়ের
গোলাকার আরক্ততা ; মেচেতাযুক্ত।

বিসর্প, দক্ষিণ কর্ণে আরম্ভ হইয়া সমস্ত মুখ মণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে।

গণ্ডস্থলের স্ফীতি, তৎসঙ্গে কণ্টক বিদ্ধবৎ যাতনা।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—চিবুকের চারিধারে বেদনাপূর্ণ উদ্ভেদ।

মুখগহ্বরের প্রান্তে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ।

ওষ্ঠদ্বয়ের উজ্জ্বল আরক্ততা, বিশেষতঃ শিশুদের।

ওষ্ঠের স্ফীততা।

ওষ্ঠ শুষ্ক এবং অবদীর্ণ।

ওষ্ঠদ্বয়ের জ্বালা, উৎক্ষেপ বা কম্পন।

১০ দন্ত।—দন্তে অতিশয় চৈতন্যাধিক্য।

দন্ত বড় বোধ হয়।

বামদিকে ছিন্নকর দন্তশূল।

বহির্বায়ুতে এবং সামান্য বায়ু প্রবাহ লাগিলে অথবা রাত্রে শয্যায়,
অথবা শীতল জলে স্নান করিলে দন্তশূল, তৎসঙ্গে মস্তকে
রক্তাধিক্য অথবা কর্ণমধ্যে সূচীবেধ।

দন্তের শিথিলতায় বেদনাপূর্ণ বোধ।

মাড়ী স্ফীত তৎসঙ্গে উহার মধ্যে আঘাতবৎ বেদনা।

মাড়ী হইতে রক্তস্রাব।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—স্বাদ :—অম্ল ; তিক্ত; মিষ্ট; প্রাতে জাগ্রত
হইলে দুর্গন্ধ।

বাক্য কথন : ২,২৮, ৩৬।

জিহ্বা :—শ্বেত, তৎসহ অগ্রভাগ এবং কিনারা লাল, প্রায় অধি-
কাংশ তরুণ পীড়ায় ; কপিশ এবং শুষ্ক ; প্রাতে কণ্টকারত,
কিন্তু দিবসে থাকে না (পুরাতন পীড়া)।

১২ [illegible]।—জ্বরের সময় অথবা পারদ অপব্যবহার জন্য প্রচুর লালাস্রাব।

প্রচুর লালা সহ বিবমিষা উৎপাদক স্বাদ, "বোধ হয় যেন তাঁহার সমস্ত পীড়া ঐরূপ লালা হইতে উৎপন্ন।"

আহারের পর মুখ হইতে দুর্গন্ধ।

মুখগহ্বরে ফোস্কা ফোস্কা; উপক্ষত।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে যেন একটী গোলা রহিয়াছে এরূপ অনুভব।

গলাধঃকরণে সূচীবেধ।

গলাধঃকরণে বেদনাপূর্ণ সংকোচন।

গলার উপরদিকে জ্বালাসহ অম্ল উদ্গার।

গলার মধ্যে যেন চুল রহিয়াছে এরূপ অনুভব।

গলবেদনা,অত্যন্ত জ্বালা এবং শুষ্কতা; প্রথমে দক্ষিণে পরে বামদিক।

তালুদেশ বিবর্দ্ধিত; টন্সিল ও তালুর স্ফীতি।

ফেরিংক্সের প্রাচীর শুষ্ক দেখায়।

তালু প্রদেশের সমস্ত পশ্চাৎ অংশ ক্ষত ও অমসৃণ দেখায়।

ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—খাদ্য জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা, বিশেষতঃ শিশুদিগের।

অধিক জলপান করে, অন্য খাদ্য কম খায়।

বিয়ার ও মদ্যের জন্য ইচ্ছা।

মিষ্ট দ্রব্যে স্পৃহা, এবং মিষ্ট দ্রব্য খাইয়াই পীড়া; যে সকল শিশুদের পেট বড় এবং যাহারা ফেকাশে ও ক্ষীণাঙ্গ।

দুধ সহ্য হয় না, দুগ্ধ সেবনে অম্লস্বাদ ও অম্ল উদ্গার উঠে।

মাংসে ঘৃণা।

১৫ পানাহার।—সামান্য আহারে পাকাশয়ে পূর্ণতা বোধ।

আহারের পর: ২,৩,১৬,১৭; এবং পানের পর: ১৯। মিষ্টদ্রব্য আহারের পর: ১৪,১৯।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—হিক্কা।

উদ্গার:—সাধারণতঃ শূন্য অথবা খাদ্যের আস্বাদযুক্ত; অম্ল; আহারের পর; পাকাশয়ের উপর চাপ দিলেই উদ্গার।

উদ্গীরণ:— অম্ল; পানীয় বা খাদ্যের।

বমন :—ভুক্তদ্রব্য, প্রাতে ও সন্ধ্যায় ; প্রথমে জলবৎ তৎপরে ভুক্ত-দ্রব্য ; অম্ল ; রক্ত বমন।

বিবমিষা : প্রাতে ; প্রতি আহারের পর।

১৭ পাকস্থলি।—পাকাশয় প্রদেশে—স্পর্শ চৈতন্যাধিক্য।

বেলা ১১ টার সময় অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ; পাকাশয় শূন্য এবং অবসন্নবোধ।

আহারের পর পাকাশয়ে প্রচাপন।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত প্রদেশে সূচীবেধ অথবা চাপ পড়া বেদনা।

যকৃতের কাঠিন্য ও স্ফীতি।

প্লীহা মধ্যে সূচীবেধ, দীর্ঘশ্বাস গ্রহণকালে এবং বিচরণ সময়ে বৃদ্ধি।

কাসিবার সময়, উদরের বামভাগে সূচীবেধ।

১৯ উদর।—অন্ত্র যেন গ্রন্থি বদ্ধ এরূপ অনুভব ; সম্মুখদিকে অবনত হইলে বৃদ্ধি।

অন্ত্র খড়বড় করিয়া ঘূর্ণিত হইতে থাকে, যেন খালি রহিয়াছে।

উদরের বামভাগে আধ্মান বায়ু বদ্ধ থাকে, তৎসঙ্গে গুরুত্ব, পূর্ণত্ব এবং কোষ্ঠবদ্ধতা।

আহার ও পানের পর পেট বেদনা, অবনত হইয়া থাকিতে বাধ্য করে ; মিষ্টদ্রব্য খাইলে বৃদ্ধি।

উদর স্পর্শে অতিশয় বেদনাপূর্ণ যেন ভিতরে ক্ষত হইয়াছে।

কুচকির গ্রন্থির বেদনাযুক্ত স্ফীতি।

শিশুদের পেট বড় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীর্ণ।

২০ মল।—মল : কপিশ, জলবৎ ; সবুজবর্ণের আমমিশ্রিত ; আমরক্তমিশ্রিত ; অজীর্ণ ; ফেণিল ; অম্ল ; পরিবর্ত্তনশীল ; দুর্গন্ধ।

অতিসার : রাত্রে, পেট বেদনা; কোথানি, জলবৎ শাদা, অম্লগন্ধযুক্ত, আমাশয় মল ; প্রাতে, বেদনাবিহীন বাহ্যে, তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিয়া যাইতে হয় ; দুর্গন্ধ, অসাড়ে ত্যেগ ; গণ্ডমালা দোষগ্রস্ত শিশুদিগের ; যেন সরলান্ত্র দুর্ব্বল বলিয়া মল ধারণা করিতে পারে না।

যেন কাপড়ে বাহ্যে গিয়াছে বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে মলের গন্ধ অর্থাৎ যেখানে যায় সেইখানে মলের গন্ধ পায়।

রাত্রে আমাশয়িক মল, তৎসঙ্গে পেটবেদনা ও কুন্থন বা বেগ; আম রক্তের রেখা রেখা দাগ।

বারম্বার বাহ্যের জন্য নিস্ফল প্রবৃত্তি।

একবার অতিসার একবার কোষ্ঠবদ্ধতা।

কোষ্ঠবদ্ধতা; মল কাঠিন্য, গ্রন্থিল, স্বল্প।

অর্শ, অন্ধবলি, অথবা মলিন রক্তস্রাবী, তৎসঙ্গে প্রবল কোঁতানি ও কটি হইতে গুহ্যদ্বারের দিকে বেদনা।

অর্শ বন্ধ হওয়া, তৎসঙ্গে পেটবেদনা, হৃদ্‌কম্পন, ফুসফুসপ্রদাহ, পৃষ্ঠ দেশ যষ্ঠিবৎ অনম্য।

গুহ্যদ্বার হইতে উপর দিকে অস্ত্রবিদ্ধবৎ বেদনা; বিশেষতঃ বাহ্যের পর।

সমস্ত দিন সরলান্ত্রে দপদপ করা বেদনা; গুহ্যদ্বারে কণ্ডুয়ন, জ্বালা এবং হুলবেধ।

গুহ্যদ্বার স্ফীত, টাটানি এবং সূচীবেধ বেদনা; মলে হাজিয়া যায়।

২১ মূত্র।—মূত্র বন্ধ।

বারম্বার মূত্রত্যাগ, বিশেষতঃ রাত্রে; গুল্মবায়ুর আক্রমণের পর প্রচুর পরিমাণে বর্ণহীন মূত্র।

রাত্রে শয্যায় প্রস্রাব।

দুর্গন্ধ মূত্রের উপরে চর্ব্বির ন্যায় ডিম ডিম ভাসে।

মূত্রত্যাগকালে মূত্রমার্গের মুখে জ্বালা।

মূত্র মার্গের অগ্রভাগ আরক্ত ও প্রদাহযুক্ত।

বেদনাপূর্ণ মূত্র-প্রবৃত্তির সঙ্গে রক্তমিশ্রিত বা রক্তবর্ণ মূত্রত্যাগ।

মূত্রনালী হইতে শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ স্রাব।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—অসাড়ে রেতঃস্রাব, তৎসহ মূত্র মার্গে জ্বলন।

পুংলিঙ্গের শীতলতা; রতিশক্তি দুর্ব্বল; ধ্বজভঙ্গ।

প্রদাহ ও স্ফীতির সঙ্গে গভীর ক্ষতবিশেষ, মেঢ়ত্বকের জ্বালা, ও আরক্ততা, তৎসহ মুদ্রা।

লিঙ্গমণিতে ও মেঢ্রত্বকে গভীর, পূযযুক্ত ক্ষত, উহার প্রান্তভাগ মৃদু, তৎসহ দুর্গন্ধ পূযস্রাব।

অণ্ডকোষ শিথিল, ঝুলিয়া পড়ে।

জননেন্দ্রিয়ের চারিদিকে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

মুষ্কত্বকের আর্দ্রতা এবং ক্ষত।

২৩ জননেন্দ্রিয়।—রজঃ—অতি বিলম্বে, স্বল্পকালস্থায়ী; অথবা বন্ধ; শোণিত ঘন, মলিন, বিদাহী, অম্লগন্ধবিশিষ্ট এবং উরুতে লাগিলে হাজিয়া যায়।

ঋতুর পূর্ব্বে:—শিরঃপীড়া; সন্ধ্যায় কাসী; নাকদিয়া রক্তস্রাব।

ঋতুকালে:—নাক দিয়া রক্ত পড়া; মস্তকে রক্ত প্রধাবন; দুর্ব্বল, মূর্চ্ছার আবেশ।

বস্তিদেশে জননেন্দ্রিয়ের দিকে কোঁতপাড়া বেগ আসা।

বন্ধ্যাত্ব দোষের সঙ্গে শীঘ্র শীঘ্র এবং প্রচুর ঋতু প্রকাশ।

উদরে বেদনা হইয়া হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মাযুক্ত শ্বেতপ্রদর, বিদাহী।

যোনি মধ্যে জ্বালা, সুস্থির থাকিতে অসমর্থ।

সঙ্গমকালে যোনিমধ্যে ক্ষত বা টাটানি বোধ।

ভগোষ্ঠে বিরক্তিকর কণ্ডূয়ন, চারিধারে ফুস্কুড়ি।

তলপেটে (symphysis) প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা।

জননেন্দ্রিয়ে দুর্ব্বলতা বোধ।

২৪ গর্ভ।—বহুপাদ বা অর্ব্বুদ বহির্গমনের সহায়তা করে।

স্তন্যদানের পর চুচুক বেদনা করে, জ্বালা করে এবং উহা হইতে রক্ত পড়ে।

স্তনে পূয সঞ্চয়, তৎসঙ্গে পূর্ব্বাহ্নে শীত, এবং বৈকালে উত্তাপ।

সূতিকাক্ষেত্রে অর্শ।

২৫ লেরিংকস।—স্বর কর্কশ, ভগ্ন, তৎসঙ্গে বক্ষে প্রচুর শ্লেষ্মা; বাকরোধ।

অধিক কথা কহিলে ক্লান্তি ও বেদনা বৃদ্ধি পায়; বামবক্ষের মধ্য দিয়া পৃষ্ঠভাগে চিড়িকমারা বেদনা।

শ্লেষ্মাস্রাবী মস্তকের সর্দ্দি, তৎসহ শীত, বক্ষে বেদনা এবং কাসী।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—পশ্চাৎদিকে বাহু লইয়া গেলে শ্বাসের খর্ব্বতা এবং যাতনা।

প্রতিরাত্রে শ্বাসরোধক আবেগ; দুয়ার জানালা খুলিয়া রাখিতে চায়।

শ্বাসকষ্ট, তৎসঙ্গে হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন দৃষ্টিগোচর হয়।

বক্ষমধ্যে শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করে, গয়ার উঠার পর বৃদ্ধি।

২৭ কাশি।—শুষ্ক, দম আটকান; শুষ্ক, ক্ষুদ্র কাসীর সঙ্গে বক্ষে কিম্বা বাম স্কন্ধের নিম্নে সূচীবেধ; স্বর ভঙ্গের সঙ্গে গলমধ্যে শুষ্কতা এবং জলবৎ প্রতিশ্যায়; বক্ষমধ্যে শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করিতে থাকে; ঘন গয়ার উঠে; স্বরনালী মধ্যে খড় খড় করা এবং স্বরভঙ্গতা।

মিষ্টাস্বাদযুক্ত ঈষৎ সবুজ বর্ণের দলাদলা গয়ার।

রক্তমিশ্রিত পূয নিষ্ঠীবন।

কাসীবার সময়:—শিরঃপীড়া, যেন মস্তক মৃষ্ট বা ছিন্ন হইয়াছে; কখনও কখনও বমন; উদরে বেদনা।

আক্ষেপিক হুপিংকাসী, পর পর শীঘ্র শীঘ্র দুইবার আক্রমণ।

একটীর পর অন্য আর একটী আক্রমণ শীঘ্র শীঘ্র আইসে।

লেরিংকস মধ্যে সুড়সুড়ী জন্য কাসী, দিবসে এবং প্রাতে গয়ার উঠে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে উঠে না, নিষ্ঠীবন মলিন শোণিত অথবা পীতবর্ণ, ঈষৎ সবুজ, পূযময় অথবা দুগ্ধবৎ শ্বেত, জলবৎ শ্লেষ্মা; সাধারণতঃ অম্ল, কখনও দুর্গন্ধ, পচা অথবা লবণাক্ত আস্বাদ অথবা বহুদিনের শ্লেষ্মার ন্যায় দুর্গন্ধ স্রাব।

২৮ ফুসফুস্।—বক্ষে রক্ত সঞ্চয়।

যেন দক্ষিণ বক্ষমধ্যে একদলা বরফ রহিয়াছে এরূপ বোধ।

বক্ষমধ্য দিয়া বাম স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত প্রসারিত সূচীবেধ; চিৎ হইয়া শয়ন করিলে এবং সামান্য সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

কোন দ্রব্য উত্তোলন জন্য, অথবা ফুসফুস্‌প্রদাহের পর বক্ষমধ্যে বেদনা; ভয় পাইয়া চীৎকার করে।

বক্ষমধ্যে জ্বালা মুখ পর্য্যন্ত উঠে।

কাসিবার কালে কিম্বা দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণকালে বক্ষ খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে এরূপ বোধ।

বক্ষমধ্যে দুর্ব্বলতা বোধ, সন্ধ্যাকালে শয়নাবস্থায়, কথা কহিলে।

ফুসফুস প্রদাহের পর একজুডেশন্‌।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—হৃদ্‌পিণ্ডের কম্পন, উপর তলে উঠিতে অথবা পর্ব্বতারোহণে বৃদ্ধি।

যেন হৃদ্‌পিণ্ড বিবৃদ্ধ হইয়াছে এরূপ অনুভব।

নাড়ী পূর্ণ, কঠিন এবং দ্রুত, সময়ে সময়ে সবিরাম।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষাস্থিমধ্যে চিড়িকমারা বেদনা।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তনকালে এরূপ অনুভব হয় যেন মেরুদণ্ডের অস্থি সকল একটীর উপর আর একটী উঠিতেছে।

গ্রীবাদেশের অস্থিমধ্যে করকর শব্দ, বিশেষতঃ পশ্চাৎদিকে অবনত হইলে।

গ্রীবা অথবা পৃষ্ঠে অসম্যতা।

আসন হইতে উত্থানকালে কটিদেশে বেদনা।

স্কন্ধাস্থিমধ্যে সূচীবেধ।

কোনও গুরুবস্তু উত্তোলন জন্য এবং শৈত্য লাগিলে কটিদেশে বেদনা।

মেরুদণ্ডের বক্রতা, মেরুদণ্ডের অস্থির কোমলত্ব।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বামস্কন্ধ মধ্যে আঘাত বা ঘুঃবৎ বেদনা।

স্কন্ধমধ্যে, বিশেষতঃ বামদিকে আমবাতিক বেদনা।

রাত্রে স্কন্ধ ও স্কন্ধসান্ধমধ্যে অস্ত্রবিদ্ধবৎ বেদনা।

বাহু ও হস্তমধ্যে আকৃষ্ট এবং ছিন্নবৎ বেদনা।

বগলে পলাণ্ডুবৎ গন্ধবিশিষ্ট ঘর্ম্ম।

অঙ্গুলমধ্যে, অঙ্গুলি সন্ধির উপর এবং হস্ত তালুতে ফাটা ফাটা বা অবদারণ।

পশ্চাল নীহার কণ্ডু বা শীত স্ফোট।

প্রান্তে অঙ্গুলির অসাড়তা।

নখমূলে উল্‌টা চর্ম্ম।

হাত পা ঠাণ্ডা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বিচরণ সময়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গুরুত্ব।

জানুর স্ফীতি, শাদা অথবা লাল।

জানু সন্ধির শোথ।

জানু ও গুলফ সন্ধির কাঠিন্য।

রাত্রে পায়ের ডিমে খাল্লিসহ ভেদ প্রতি পদবিক্ষেপে পায়ে তলায় খল্লি।

পায়ের তলা জ্বালা, অনাবৃত করিতে চায়।

পায়ের তলা শীতল এবং ঘর্ম্মাক্ত।

৩৪ সাধারণ অপ্রত্যঙ্গাদি।—নীহার কণ্ডু যন এবং লাল, তৎসঙ্গে সন্ধি স্থলে ফাটা ফাটা।

জামুড়া, কন্দর বা কড়ায় কামড়ানি এবং হুলবেধ বেদনা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, পেশীতে এবং সন্ধিতে ছিন্নবৎ বেদনা, উপর হইতে নীচের দিকে।

বাত রক্ত বা আমবাতিক উপসর্গ, কখন ফুলা থাকে কখন থাকে না।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বেদনা, পালকাবরণে আবৃত হইলে বৃদ্ধি।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বিশ্রাম : ৪। শয়ন : ২৮ ; মাথা উচ্চ করিয়া : ২। গতি : ১,৪,২৮,৩১। শয্যায় ফিরিলে : ৩১। মস্তক সঞ্চালনে : ৩। অবনত হইলে : ১৯। পশ্চাৎদিকে অবনমন : ৩১। উত্থান : ২,৩১। বিচরণ : ২.৩,১৮৩৩, ৩৬। সেতু পার হইবার সময় : ২। আরোহণ : ২১। দণ্ডায়মান : ২। উপবেশন : ২। অবশ্য বক্র হইতে হয় : ১৯। পশ্চাৎ দিকে বাহু নত করিলে : ২৬। প্রতি পদক্ষেপে : ৩৩।

৩৬ স্নায়ু।—শিশু লাফায়, চমকিয়া উঠে এবং ভয় পাইয়া চীৎকার করে।

সর্ব্বাঙ্গে বারম্বার আক্ষেপিক উৎক্ষেপ।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও কম্পন; কথা কহিলে ক্লান্তি।

রাত্রি জাগরণ বা স্তন্যদানের পর, দিবসে বারম্বার নিদ্রালুতার সঙ্গে, মূর্চ্ছার আবেশ।

মৃগীরোগের সঙ্গে অনমনস্কতা; মূর্চ্ছার পূর্ব্বে এরূপ অনুভব হয় যেন একটা ইন্দুর বাহু দিয়া পৃষ্ঠে দৌড়িয়া আসিল।

পা ঠিক পড়ে না, হস্ত কম্পন।

সোজা হইয়া হাটিতে পারে না, স্কন্ধ নত হইয়া আইসে।

৯। নিদ্রা।—প্রগাঢ়, অতৃপ্তিকর নিদ্রা।

কুন্থন বা বেগ থামিলেই শিশু নিদ্রিত হইয়া পড়ে।

অপরাহ্নে তন্দ্রালু; রাত্রে জাগ্রত থাকে।

সহজে জাগ্রত হয়, অল্প নিদ্রা যায়।

অর্দ্ধ নিমিলীত নেত্রে নিদ্রা।

নিদ্রাবস্থায় উচ্চরবে কথা কহে।

নিদ্রাকালে উৎক্ষেপ এবং কম্পন।

চমকিয়া বা চীৎকার করিয়া নিদ্রাভঙ্গ।

স্বপ্ন :—সুস্পষ্ট; উৎকণ্ঠাপূর্ণ।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ৩,৪,৫,১১,১৬,৩০,২৭,৩৩,৪০। মধ্যাহ্নের পূর্ব্ব: ২৪। ১১টার সময়: ১৭। অপরাহ্ন: ২৪,৩৭,৪০। ৩টার সময়: ৭। সন্ধ্যায়: ১,৪,১৬,২০,২৩,২৭,২৮,৩৭,৪০। রাত্রি: ৩,৫, ১০,২০,২১,২৬,২৭,৩২,৩৩,৩৭,৪০। দিবস: ১,৩,১১,২০,২৭, ৩৬, ৪০।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—উষ্ণ গৃহ: ২,৫। গৃহমধ্য: ৩,৭। শয্যার উষ্ণতা: ৪,১০,৪৬। আবরণ: ৩৪। অনাবৃত হইতে ঘৃণা: ৩৩, ৪০। উত্তাপ: ১০। বহির্বায়ু: ২,৩,৫,১০,২৬। বায়ু প্রবাহ: ১০। বর্ষা এবং শীত ঋতু: ৪। শীতল জলে স্নান ১০।

স্নান করিতে শিশু ইচ্ছা করে না।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—কম্প :—প্রধানতঃ আভ্যন্তরিক এবং পিপাসা থাকে না, সাধারণতঃ সন্ধ্যাকালে, অন্যান্য সময়েও শীত হইয়া থাকে; বাহ্যিক কম্পের সঙ্গে আভ্যন্তরিক তাপ এবং আরক্ত মুখমণ্ডল; তৎসহ পিপাসা, পিপাসার পূর্ব্বে উত্তাপ; বৃদ্ধাঙ্গুলি হইতে প্রসারিত; পৃষ্ঠ বহিয়া উপরে উঠে।

উত্তাপ :—অপরাহ্নে অথবা সন্ধ্যাকালে, চর্ম্ম শুষ্ক, প্রচুর পিপাসা; পায়ের তলায় তাপ; অথবা শীতল পদ সহ পা জ্বালা, ঠাণ্ডা স্থান চায় কিম্বা শয্যা বা লেপের বাহিরে পা বাহির করিয়া দিয়া থাকে।

বারবার উত্তাপের আবেশ, সামান্য আর্দ্রভাব এবং অবসন্নতার সঙ্গে শেষ হয়।

ঘর্ম্ম :—রাত্রে এবং প্রাতের কএক ঘণ্টা; প্রচুর, অম্ল গন্ধবিশিষ্ট, সমস্ত রাত্রি; সন্ধ্যায়, হস্তে বেশী; রাত্রে গ্রীবায় এবং পশ্চাৎ মস্তকে।

৪১ আক্রমণ।—প্রতি অষ্টম দিবসে : ৬। প্রতি এক বা দুই সপ্তাহ: ৩।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৮, ১৮, ২৮। বাম : ২,৬,১০,১৮,১৯,২৫,২৭,২৮,৩২। দক্ষিণ হইতে বামে : ১০। সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ দিকে : ২৫। ভিতর হইতে বাহির দিকে : ৩। নিম্ন হইতে উপর দিকে : ২০,৪০। উচ্চ হইতে নিম্নদিকে : ৩৪।

৪৩ অনুভব।—যেন ফিতা চারিদিকে আছে এরূপ অনুভব।

৪৪ তন্তু।—গণ্ডমালা এবং রিকেট পীড়া।

শিশুদিগের শীর্ণতা, মুখমণ্ডল বৃদ্ধের গণের ন্যায়।

শুষ্ক থলথলে চর্ম্ম।

গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি কঠিন এবং পুষসঞ্চয়ী।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রান্তভাগ অতিশয় লাল লাল।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৪,৭,১৭,৭১। প্রচাপন : ৩,১৬। পদক্ষেপ : ৩,৩৩। নখ ঘর্ষণ : ৪, ৩৬। উত্তোলন : ২৮, ৩১।

৪৬ চর্ম্ম।—চুলকানি ও কুটকুট করা,নখ ঘর্ষনে জ্বালা অথবা টাটানি ক্ষত।

উষ্ণ শয্যায় কণ্ডূয়ন বৃদ্ধি।

আরক্ত জ্বরে সর্ব্বাঙ্গ উজ্জ্বল আরক্তবর্ণ।

মেচেতা। হরিদ্রাবর্ণ, কপিশ, সমতল দাগ দাগ।

চর্ম্ম কর্কশ, খসখসে এবং শক্ত ও মামরীযুক্ত।

চর্ম্মে টাটানি বা ক্ষত বোধ।

সামান্য আঘাতে কালশিরা পড়া।

স্নান করিলে অবদারণ।

হস্তের পৃষ্ঠে ফোড়া।

উদ্ভেদ :—৪,৫,৭,৮,৯,১১,২২,২৩,২৪,৩২,৩৪।

বিসর্প, তৎসঙ্গে দপদপানি এবং হুলবেধ।

বাহ্যিক অংশের শোথ সদৃশ স্ফীতি।

ক্ষত :—উন্নত, স্ফীত কিনারা, সহজে রক্ত স্রাবী, চারিদিকে পীড়কা-পূর্ণ ; তৎসঙ্গে ছিন্নবৎ, হুলবেধ বেদনা এবং দুর্গন্ধ পুযস্রাবী।

৪৭ অবস্থা।—শীর্ণকায় এবং কুব্জ স্কন্ধ ব্যক্তিগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

স্নান করিলেও গাত্রে দুর্গন্ধ।

৪৮ সম্বন্ধ।—যখন যত্ন পূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধে বাঞ্ছিত ফল উৎপাদনে সমর্থ হয় না, বিশেষতঃ তরুণ পীড়ায়, তখন সলফর শরীরের প্রতিক্রিয়া শক্তি উত্তেজিত করে।

সলফর, ক্যালকেরিয়া, এবং লাইকপোডিয়াম ; অথবা, সলফর,সার্সা-পেরিলা এবং সিপিয়া, প্রায় সর্ব্বদা এইরূপ পর পর ব্যবহৃত হয়।

প্রতিপূরক :—এলোজ।

সলফর প্রতিবেধ করে :—চায়না, আয়োডিয়াম, মার্কুরিয়াস, নাইট্রিক এসিড, রসটক্স, সিপিয়া ; সাধারণতঃ ধাতু ব্যবহারের মন্দ ফল ; আর্সেনিক কর্তৃক কম্পন।

সলফরের দোষঘ্ন :—একোনাইট, ক্যাম্ফর, ক্যামোমিলা, সিনকোনা, মার্কুরিয়স, পলসাটিলা, রসটক্স, সিপিয়া।